

পাণিনীয়

মহাভাষ্য।

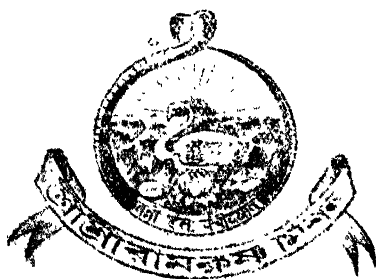
মূল ও বঙ্গানুবাদ।

প্রথম হইতে নবম আহ্নিক।

ন্যাশনাল কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রীমোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীদ্বারা

অনূদিত



১৩১৬ সাল

মূল্য ৩॥০ টাকা।

Printed by Lal chand Dutt at the SARADA PRESS
& published by Swami Suddhananda, Udbodhan Office, 14,
Ram chandra Maitra's Lane, Shambazar Street, Calcutta.

প্রকাশকের বক্তব্য।

সানুবাদ মহাভাষ্য প্রথমে পাক্ষিক পত্র উদ্বোধনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম আহ্নিক ও দ্বিতীয় আহ্নিকের কতকদূর পর্য্যন্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুবাদ করেন। পরে নানা কারণে তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয়কে আমরা উক্ত কার্য্যের ভারগ্রহণের জন্য অনুরোধ করি। তিনি তখন কাশীধামে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি আমাদের অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার অধ্যয়নাদির ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। উদ্বোধনের ৪র্থ বর্ষ পর্য্যন্ত মহাভাষ্য উদ্বোধন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপা হইতে থাকে। ছাপাখানার গোলযোগ বশতঃ অনেক বিলম্ব হইয়াছে। এ সংস্করণে কাগজ পত্রও ভাল করিতে পারা যায় নাই। সাধারণের আগ্রহ দেখিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সমুদয় দোষ সংশোধিত হইবে।

ইতি

বশম্বদ

শুদ্ধানন্দ।

প্রকাশক।

অনুবাদকের নিবেদন।

কোনও ভাষা ভাষান্তরিত করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা যিনি কোনও দিন এই কার্য্য করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তন্মধ্যে আমরা আবার পতঞ্জলি কৃত সুবৃহৎ পাণিনীয় মহাভাষ্যের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে কিরূপ অসমসাহসের পরিচয় দিয়াছি, তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আজকাল সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মহামূল্য গ্রন্থ আছে, তাহার অধিকাংশই ইউরোপের কোন না কোন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; এমন কি, যাহা তাদৃশ উল্লেখযোগ্য নহে, তাহার মধ্যেও কোন কোন গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই জানিয়াছি যে, মহাভাষ্যের ন্যায় একখানি অমূল্য গ্রন্থের দুই এক আহ্নিকের অধিক এ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় অনুবাদ হয় নাই। এমন কি, জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিতগণের অনেকেই ইহা অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হওয়াতে এসিয়াটিক্ সোসাইটীর 'বুল্' সাহেবকে ইহার অনুবাদ করাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনিও তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। কিন্তু অলোকসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে, স্বামী ত্রিগুণাতীতের বিশেষ আগ্রহে আমরা এইরূপ একটা বৃহদ্ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি। মহাভাষ্য গ্রন্থ এরূপ ভাব-জটিল যে, বৈয়াকরণ-কেশরী মহাত্মা কৈয়টও উহার টীকা করিতে গিয়া অনেক স্থলে তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কুণ্ডলী দিয়া রাখিয়াছিলেন। যদিও শব্দেন্দুশেখর প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা নাগেশভট্ট সেই সকল দুরূহ স্থলের অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই অর্থই ভাষ্যকারের প্রকৃত অভিপ্রেত কি না তাহাতে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সন্দেহ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ঐরূপ মনীষিগণের সন্দেহ স্থলে আমাদের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া যে উপহাসের বিষয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ বঙ্গভাষায় এরূপ একটী অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রকাশকের অত্যন্ত অভিপ্রেত দেখিয়া এবং মহৎ উদ্দেশ্যে প্রকাশককে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়াই এরূপ [illegible] কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এই গ্রন্থের অনুবাদ [illegible]

লিখিতে যে সকল স্থান বিশেষ সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেই সকল স্থানের সন্দেহ নিরাস করিবার জন্য কখনও মিথিলার সমপাঠীর সহিত পরামর্শ করিতে এবং কখনও ৺কাশীধামে পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা জানিতে গমন করিয়াছি। সুতরাং যদি এই গ্রন্থ-প্রণয়নে কিছুমাত্র কৃতিত্ব থাকে, তাহা কিছুই আমার নহে; তত্তৎ প্রকাশকের এবং অবশিষ্ট গুরুদেবের কিন্তু দোষভাগ সম্পূর্ণ আমার নিজের। তবে পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অধম অনুবাদকের দোষরাশি দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত কৃতার্থ হইব।

অনূদিত মহাভাষ্যের সম্পূর্ণ প্রথম আহ্নিক এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের অধিকাংশের অনুবাদ আমার স্বকৃত নহে। সুতরাং তাহার গুণ বা দোষের ভাগী আমি নহি। ৺কাশীধামে বর্ত্তমান কালে আমি যে সকল অংশের অনুবাদ করিয়া উঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহার প্রুফও আমি নিজে দেখিতে পারি নাই। এবং যে অংশের প্রুফ নিজে দেখিয়াছি, তাহাও নির্ভুল করিতে পারি নাই। তবে এই মাত্র ভরসা যে, যাঁহারা এই গ্রন্থের পাঠক হইবেন, তাঁহাদের অনেকেই ছাপার ভুলগুলি বুঝিতে পারিয়া প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের অনুবাদে প্রায়ই কৈয়টের অনুসরণ করা হইয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে কৈয়টের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে গেলে পাঠকগণের বুঝিবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হইবে বলিয়া সেই সেই স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

আর একটী বিষয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু ভূমিকাটী লিখিয়া দিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। এবং এ বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর যিনি বর্ত্তমান সময়ে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সেই শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ভূমিকায় পাণিনির যে সকল সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশস্থ প্রাচীন পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত একবারে সমূলে উপহাসাস্পদ হইবে বলিয়া প্রবন্ধ যুক্ত নাই। তবে যদি কেহ সেই মতকে জানিতে বা সত্যও জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও লেখা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হইবে, [illegible] তাঁহাদের একটী সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত লিখিলাম।

তাঁহারা বলেন,—যেপতঞ্জলি যোগদর্শনকর্ত্তা, এবং যে পতঞ্জলি চিকিৎসাশাস্ত্রপ্রণেতা, সেই পতঞ্জলিই পাণিনীয় মহাভাষ্য কর্ত্তা। এই বিষয়ে একটী শ্লোক প্রচলিত আছে যে,—

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাম্
মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাম্
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥

এতদ্ব্যতীত যেমন যোগদর্শনের প্রথম সূত্রে উল্লিখিত আছে যে 'অথ যোগানুশাসনম্', সেইরূপ মহাভাষ্যেরও প্রথম সূত্রই 'অথ শব্দানুশাসনম্'। কেবল ইহাই নহে, ঐ সকল পণ্ডিত আবার মহাভাষ্যের ও যোগদর্শনের ভাষাগত সাদৃশ্যও অনেক দেখিতে পান। সুতরাং এই দুই গ্রন্থের গ্রন্থকার যদি এক পতঞ্জলিই হন, তবে পতঞ্জলিকে অনেক প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ, পতঞ্জলি প্রণীত যোগ দর্শনের ভাষ্যকার যিনি ব্যাস বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাকে মহাভারত, বিষ্ণু প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নহেন বলিবার পক্ষে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। অতএব পতঞ্জলি বেদব্যাসের পূর্ব্বের, কাত্যায়ন তাহার পূর্ব্বের, এবং পাণিনি তদপেক্ষাও পূর্ব্বের বলিয়া নির্ণীত হওয়াতে অতিশয় প্রাচীনতম ঋষির মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা বলেন যে, মহাভাষ্যে চন্দ্রগুপ্ত শব্দ থাকাতে উহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি ব্যুৎপন্ন শব্দ মহাভাষ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া গুপ্ত বংশের রাজাতে অর্পিত হইয়াছিল।

অবশেষে যিনি লাভের বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা না রাখিয়া কেবল একটী মহৎ কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ একটী সুবৃহৎ কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেন, বাস্তবিক আমি সেই প্রকাশকের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

শ্রীমোক্ষদাচরণ শর্ম্মণঃ।

পাণিনি।

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ লিখিত।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি।

সুদূর অতীতের কোন্ শুভমুহূর্ত্তে অশেষ কল্যাণদায়িনী সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি বা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা, বোধ হয়, একপ্রকার অসম্ভব। তবে এই বরিয়সী ভাষা "সংস্কৃত" নামে অভিহিত হইবার পূর্ব্বে যে ইহার একটী রূপ বা আকৃতি ছিল, তাহা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে। অনুমান হয়, যে সময় সংস্কৃতের এই ভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তির নানারূপ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে, যে সময় তদানীন্তন সমাজ বিশেষে প্রচলিত শব্দ সমূহের অনুশাসনের আবশ্যকতা মানবের চিন্তারাজ্য অধিকার করিতে থাকে, যে সময় যদৃচ্ছা-ব্যবহৃত শব্দ-সমন্বিত ভাষার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কথিত ও লিখিত ভাষা—এতদুভয়ের পার্থক্য ভারতীয়গণ ভাবিতে থাকে—মনে হয় সেই সময়ই এই ভাষা "সংস্কৃত" নামে আখ্যাত হয় এবং এই অবসরে ভারতবাসীদিগের প্রথম ব্যাকরণের জন্ম লাভ হয়। ক্রমশঃ কাল-সহকারে ইহার যথাসম্ভব সুসংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। এই ব্যাপারে আর্য্যদিগের কত বৎসরই না অতীত হইয়াছিল। এই আর্য্য মহাত্মাদিগের মধ্যে কয়েকজন ভাষা সংস্কারক বা শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদকের নাম প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, বড়ই পরিতাপের বিষয়, তাঁহারা কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা স্থির করিবার কোনও উপায় নাই। অধ্যাপক রোট্ ই (Roth) ১৮৪৬ খৃঃ সর্ব্ব প্রথম ব্যাকরণের উৎপত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিবৃত্তের বিষয় আলোচনা করেন। ইনি পথ-প্রদর্শন করিলে পর বেবের (Weber) বেন্ফী (Benfy) ম্যাক্সমুলর (Max Muller), হুইট্নী (Whitney), রেনিয়ের (Regnier), গোল্ড্-ষ্টুকর (Goldstucker), কীলহর্ণ (Kielhorn), এগ্লিং (Eggling) বর্ণেল (Burnell) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বহুগবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। [ব্যাকরণও বেদাঙ্গ।] আর্য্যদিগের প্রাচীনতমকালের প্রায়

ঋগ্বেদের প্রভৃতি ছন্দোগ্রথিত। বেদের ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে অন্যঃ শাস্ত্র যে আবশ্যক, তাহা উক্ত হইয়াছে। এই সময়ে শব্দশাস্ত্রেরও যে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল, ঐ সকল গ্রন্থে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ দিকে বৈদিক সূত্র সমূহ এতই জটিল ও সূক্ষ্মাকার বিশিষ্ট যে "পরিভাষা" নামক পৃথক্ সূত্র ব্যতীত কেহই ইহার সম্যক্ অর্থ গ্রহণে সক্ষম হয় না। বিশেষতঃ, ইহাদের ব্যাখ্যায় "অনুবৃত্তি" ও "নিবৃত্তি" সূত্রেরও সাহায্য যথেষ্ট আবশ্যক। বোধ হয়, বিভিন্ন পথাবলম্বনবশতঃ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যায় ধাতু প্রত্যয়াদি বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই শব্দের অর্থ লইয়া বেদশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে নানা মত উপস্থিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে যে কয়জন স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই শব্দশাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। বোধ হয় এইরূপে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। আবার অন্য দিকে ঐ সমস্ত বৈদিক গ্রন্থে পদসাধন ও শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে নিরুক্তের (১) উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। ক্রমশঃ পদ যোজনা সম্বন্ধে বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। এইরূপে যখন ঋষিগণ দেখিলেন যে, বৈদিক সূত্রসমূহ ক্রমেই পরিবর্ত্তিত, কোথাও বা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা সূত্রসকলের রক্ষার জন্য নিতান্ত সচেষ্ট হইলেন। বৈদিক সূত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য একদিকে তাঁহারা শব্দান্বেষণব্যাপারে নিরত হইলেন। পক্ষান্তরে, বোধ হয় তাঁহাদের শব্দ সকলের বিশুদ্ধ উচ্চারণের কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে; তজ্জন্য তাঁহারা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সমস্ত চেষ্টার ফলে বোধ হয় ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের চতুর্দ্দশ অধ্যায় পাঠ করিলে এ বিষয়টী স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। শব্দতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বর্ণেল এই মতের পক্ষপাতী। ("On the Aindra school"—Burnell)

[বেদাঙ্গ বেদের অংশ নহে—বেদের পরিশিষ্ট।] এই বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ সুগম হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণতঃ, ব্রাহ্মণকে প্রবচন আখ্যা দেওয়া হয়—কিন্তু মনু, বেদাঙ্গকে প্রবচন (২) নামে দিয়াছেন।

---

(১) নিরুক্ত—১।২।১। দুর্গাচার্য্যের টীকা। (২) মনু—৩।১৮৪।

ষড়ঙ্গবেদাঙ্গের (৩) সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৪) দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্কবন্ধ্য তাঁহার নিরুক্তে (৫) বেদাঙ্গের বিষয়টী উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের কোন নাম দেন নাই। চরণব্যূহ, মনু (৬), মুণ্ডক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে ছয়টী বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে (৭)। কিন্তু, বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়-সকলের যথাযথ বিবরণ বৃহদারণ্যক ও তদ্‌ভাষ্যেই পাওয়া যায়। এই বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না; উহা ব্যাকরণ শাস্ত্রকেই বুঝাইত। ঋগ্বেদের ভাষ্যে (৮) সায়নাচার্য্য যেরূপভাবে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। আর দুর্গাচার্য্যের বচন (৯) হইতেও তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্ যজুঃ ও অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যে ভাবে গ্রথিত, তাহাতে তাহাদিগকে এক একখানি বেদাঙ্গ ব্যাকরণ উপাধি দেওয়া নিতান্ত অযুক্ত নহে। বস্তুতঃ পাণিনির পূর্ব্ব হইতেই যে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য শাব্দিক রোট্, বর্ণেল প্রভৃতি পণ্ডিতও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে একমাত্র অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর্ বেদাঙ্গ বলিতে কেন যে পাণিনীয় ব্যাকরণকেই বুঝিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তাঁহার এই মত যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে সন্দেহ নাই।

[পরিভাষা।] পাণিনির বহু পূর্ব্বে যে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল বৈদিক গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্য কোন্ সময় বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও, একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে সেগুলি পাণিনির বহু পূর্ব্বের। আর বৈদিক সাহিত্যে পরিভাষাগুলি যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া

৪।৪।৭। (৫) নিরুক্ত—১।২০। (৬) মনু—৩।১৮৫। (৭) ষড়্‌বেদাঙ্গ—যথা—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দ সঞ্চয়ঃ। জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব তু ॥

(৮) Sayana's com on the R. V. I. P. 34. (Muller's Ed.).

(৯) ব্যাকরণে প্রথম নিরুক্ত দুর্গাচার্য্য ইত্যাদি।

(১০) Academy, July 1876.

ছিল, এরূপ কল্পনা করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম উদাহরণ তৈত্তিরীয় বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, "শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায়ঃ।" (৭।১,২) (১১)। অতএব, বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেল। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১২) স্পর্শ, স্বর ও উষ্মবর্ণের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণের, (১৩) নেইদ্ একবচনেন বহুবচনম্ ব্যবহামেহতি" এই বাক্যে বৈয়াকরণিক একবচন ও বহুবচনের কথা দেখা যায়। অধ্যাপক বেবের শতপথ ব্রাহ্মণের ১-১৮ পৃষ্ঠার টীকায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে সময় এই ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময় ব্যাকরণ এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে ভূ, অস্ প্রভৃতি ধাতুর ব্যাখ্যাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল। এ উক্তির সমর্থনের জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "মদ্" ধাতু (১।১০; ৭।৩; ৩।২, ২৯), "সুধা"—সুহিত (৩।২৯, ১৭) অনুংষি = আত-বং (৪।৬, ২৯, ৩২; ৫।৫) প্রভৃতি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৪) অক্ষর, অক্ষরপংক্তি, চতুরক্ষর, বর্ণ, কার, পদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। গোপথব্রাহ্মণ যদিও পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগুলির তুলনায় পরবর্ত্তী, তথাপি ইহাতে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার ১।২৪ সূত্রে আছে—"ওঙ্কারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ কিং প্রাতিপদিকম্ কিম্ নামাখ্যাতম্ কিং লিঙ্গং কিং বচনং কা বিভক্তিঃ কঃ প্রত্যয়ঃ কঃ স্বরঃ উপসর্গো নিপাতঃ কিং বৈ ব্যাকরণম্ কো বিকারঃ কো বিকারী কতিমাত্রঃ কতিবর্ণঃ কত্যক্ষরঃ কতি পদঃ কঃ সংযোগঃ কিং স্থানানাদ প্রদানকরণং শিক্ষুকাঃ কিম্ উচ্চারয়ন্তি কিং ছন্দঃ কো বর্ণইতি পূর্ব্বে প্রশ্নাঃ।" অতএব ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ওঙ্কারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহাতে প্রধান প্রধান পরিভাষার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামবেদের তাণ্ড্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতেও বৈয়াকরণিক অর্থদ্যোতক বহু পরিভাষার নাম পাওয়া যায়, এখানে সে গুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষা—প্রাতিশাখ্য। শিক্ষা—বৈদিক-মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণ ও যথাযথ

(১১) Bibl. Indica Edition (By Rajendralal Mitra) P. 725.
(১২) ছান্দোগ্য উপনিষদ্—২।২২।৩, ৫।
(১৩) D. A. Weber's Edition. P. 990.
(১৪) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অধ্যায়—৫, ২, ৫।

আবৃত্তি বিষয়ে শিক্ষা দেয়। অধ্যাপক হোগ (Haug) বলেন, শিক্ষা প্রাতি শাখ্য অপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার বিধিব্যবস্থা পরে প্রাতিশাখ্যের নিয়মাদির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বর্ণেলও তাহাই বলেন। কেহ কেহ এই শিক্ষা-গ্রন্থের এতাদৃশ প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। সকল শিক্ষাগ্রন্থই যে অতি প্রাচীন তাহা নহে। সমুদয় শিক্ষাগ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে অমোঘনন্দিনী শিক্ষা (১), কেশবী শিক্ষা (২), শিক্ষাসমুচ্চয় ও শ্রীনিবাসকৃত সিদ্ধান্তশিক্ষা (৪) যে নিতান্ত অর্বাচীন তাহা পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করেন। তবে গৌতমী (৫), নারদ (৬), মাণ্ডূকী (৭), ও লোমশশিক্ষা (৮) যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাহা হউক, এই শিক্ষাগুলি ব্যাকরণশ্রেণীর অন্তর্গত নহে—তবে ইহাতে ব্যাকরণের উচ্চারণ ও আর ঐ বিষয় আলোচিত হইয়াছে মাত্র। অতঃপর, প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অনেক কথার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দসকলের উচ্চারণ উচ্চারণ-দির সম্যক্ ভেদ, প্রত্যেক অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, কার্যাকারিতা, দুই বা ততোধিক শব্দের সন্ধিবিধি প্রভৃতি এই প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণবিষয়ে শিক্ষাদিবার জন্য এই প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় নাই। এগুলিতে শব্দ বা ধাতুর প্রকৃত্যাদির আলোচনাও নাই। তবে এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে কথিতভাষা ও সঙ্গীতে কিরূপ উচ্চারণ পার্থক্য ঘটে তাহাই দেখাইবার জন্য অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণাদির বিশুদ্ধ

---

(১) Rajendralal Mitra, "Notices" I P 72.

(২) Rajendralal Mitra "Report", P 18

(৩) Mysore cat No. 57.

(৪) „ „ , No 51, P 6.

(৫) Haug, "Ueber das Wesen" U S W P. N I. ইহা তামিল দেশে রক্ষিত।

(৬) A.c. Burnell's "Notices". I. P. 73. অধ্যাপক হোগ বলেন ইহার দুই প্রকার মূল বিদ্যমান আছে।

(৭) Haug, u. s. p. 55. Weber, "Pratijna Sutra" 108 [illegible] "Notices" I. P. 73.

(৮) "Report", P. [illegible] Haug [illegible] "Notices" [illegible]

নিয়মব্যবস্থা দিবার জন্যই এই গুলি রচিত হইয়াছিল। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব এই চারি বেদের চারিটী প্রাতিশাখ্য আছে। ইহাদিগের মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যও বেদাধ্যয়ন বিষয়ে অনেক আনুকূল্য করিয়াছে। ইহার অপর নাম কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্য। এখানি অতি প্রাচীন কালের রচনা। তবে ইহাতে যে পরবর্ত্তী কালে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দের উচ্চারণের নিয়ম, সন্ধি, ক্রিয়ার উপর স্বরিত্ত-পাতের নিয়ম ও উচ্চারণের নিয়ম, স্বরব্যঞ্জনের তালিকা, গ্রন্থপাঠের নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। *

[পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণ।] সাধারণতঃ আটজনমাত্র বৈয়াকরণের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য দেবগিরি নিবাসী বোপদেব তাঁহার "ধাতুপাঠের" উপক্রমণিকার দ্বিতীয় শ্লোকে এই আটজন আভিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলিঃ শাকটায়নঃ।

পাণিন্যমর-জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ।

দুর্গাচার্য্যও তাঁহার নিরুক্তের টীকায় বলিয়াছেন "ব্যাকরণম্ অষ্টধা" (১।২০)।

---

* যথা—

ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য—১। ক-কার, ইত্যাদি (১।৩) ২। উ, ঊ এ, ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)। ৩। স্মৃত্যা ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা) ৭। ৪। রেফ (১।২০)। ৫। শকারচকারবর্গেষাং (১।৪)।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য।—১। অকার (১।২১); ই-কার (২।২৮); ঋকার (১।২৩), অংশ (৭।৫) হ-বর্ণ, ইত্যাদি (১০।৪)। ২। ণ (৪।-৩০), ন (৪।৫২); ক্ষ (৯।৩), অং, ট (৭।১৩); ১, ঘ (৭।১৪), ঘ (১।১৯)। ৪। রেফ (১।১৯); ৫। ক-বর্গ (২।৩৫); চ-বর্গ (২।৩৬); ট-বর্গ (১৪।২০)।

কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য—১। ঐ-কার, ঔ-কার (১।৭৩), অকারাদি (১।৮৩); ঈ-বর্ণ (১।১২৬)। ২। উর্দ্ধোষ্ঠঃ (১।৭০), অং (১।৭১), অন্তস্থ (১।৪৮); দুঃ (১৪।১৩২); [ইহা "সংখ্যানে ব্যবহৃত হইয়াছে]; মূর্দ্ধন্য (১।৬২)।

এই আটজন শাব্দিকের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। শাকটায়ন ও জিনেন্দ্রের ব্যাকরণের হস্তলিখিত পুঁথি আজও বর্ত্তমান আছে। তিব্বতীয় ভাষায় চন্দ্র-ব্যাকরণ অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে (১)। ইন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি ও অমরের নাম কেবল সূত্রাদির উল্লেখ প্রসঙ্গেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রণীত ব্যাকরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হউক, ইন্দ্রই আদি ব্যাকরণ-প্রণেতা ছিলেন, এই মতই বিশেষ প্রচলিত। সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্যে ইন্দ্রকে আদি বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তম্ ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্॥"

(বোম্বে সংস্করণ, শ্লোক ২)

উত্তর বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও ইন্দ্র ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবদান-শতকে লিখিত আছে শারিপুত্র বাল্যকালে ইন্দ্র-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (২)। তিব্বতীয়-সাহিত্যে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহুবার দৃষ্ট হয়। বু-স্তন (Bu-Ston) বলেন, সর্ব্বজ্ঞ (শিব) কর্ত্তৃক প্রথম ব্যাকরণ প্রণীত হয়। কিন্তু, এই ব্যাকরণ তিনি কখনও জম্বুদ্বীপে প্রেরণ করেন নাই। তৎপরে ইন্দ্র, ইন্দ্রব্যাকরণ প্রণয়ন করেন ও বৃহস্পতি তাহা অধ্যয়ন করেন। ইহা জম্বুদ্বীপে প্রচলিত ছিল। অতঃপর পাণিনি-

---

এই প্রাতিশাখ্যে—পাণিনির "অৎ" প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই অংশ যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।

অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য—১। অকার (১।০৩); ঋকার (১।৪); লকার (১।৪), ঋ-কার (১।২৩); ক-বর্গ (১।৩৭)। ৩। ষ, র (১।৩৮) প্রথমে (১।৩)। ৪। রেফ (১।২৮)। ৫। চ-বর্গ (১।৭); উবর্ণাদে (২।১২); চতুর্থাদয় (২।১৪) ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১) Schiefner's "Neber die logischen und grammatischen Werke in Tandjur".

(২) Burnouf "Introduction" I. p. 456 "la Seize' a'nll avait lu la grammaire d'Indra et vaincu tous ceuse qui se mesuraient avec lui" also Wassiljew's "Der Buddismus" p. 320.

ব্যাকরণ এই স্থানে অবিশেষ প্রচলিত থাকে (ক)। বৃহৎকথা-মঞ্জরী ও কথা-সরিৎসাগরে লিখিত আছে যে পাণিনি-ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর হইতেই ঐন্দ্রব্যাকরণের চর্চা লোপ হইতে থাকে। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় (খ) ঐতিহাসিক লামা তারনাথ একখানি ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। উহাতে লিখিত আছে সপ্তবর্ম্মা (১) (সর্ব্ববর্ম্মা?) ষণ্মুখকে (কার্ত্তিকেয়কে) ইন্দ্রব্যাকরণ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে বলেন। তৎশ্রবণে কার্ত্তিকেয়দেব বলেন—"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ"। এইটুকু শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ বুঝিয়া ফেলিলেন। উক্ত সূত্রটী প্রকৃতই কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। আর ইহা ঐন্দ্র ব্যাকরণান্তর্গত। তারনাথ সপ্তবর্ম্মাকে কালিদাস ও নাগার্জ্জুনের সমকালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বলেন পাণিনিব্যাকরণের সহিত ইন্দ্র ব্যাকরণের, কলাপ ব্যাকরণের সহিত চন্দ্র-ব্যাকরণের ঐক্য আছে। যক্ষবর্ম্মা শাকটায়ন-ব্যাকরণের টীকায় ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে যে প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রকে আদি বৈয়াকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে, ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অধুনা ইন্দ্র ব্যাকরণের কোন পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে পাণিনির পূর্ব্বে পাণিনি ব্যাকরণের ন্যায় ইন্দ্রব্যাকরণের সর্ব্বত্র প্রচলন ছিল; পাণিনির পূর্ব্বের দু'চারখানি ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্যাকরণই ঐন্দ্র-ব্যাকরণ নামে অভিহিত হইত। তিব্বতে কলাপ ব্যাকরণকে ঐন্দ্র ব্যাকরণ বলিত। আমাদের বোধ হয় পাণিনির পূর্ব্বে ইন্দ্রব্যাকরণের অনুযায়ী যিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিতেন তাহারই নাম তাঁহারা "ঐন্দ্র" রাখিতেন।

ঋগ্বেদ প্রাতি-শাখ্যে শাকটায়ন, শাকল্য, বাভ্র ও গার্গ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় ও অথর্ব প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন

(ক) Wassiljew in Schiefner's translation of Taranatha's Tibetan History of Indian Buddhism, P. 294.

(খ) Do do P. 54. (German translation).

(১) বঙ্গের পুঁথিতে 'সপ্তবর্ম্মা' দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু [illegible] [illegible] যে 'সর্ব্ববর্ম্মা' [illegible]

শাকল্য, গার্গ্য, কাশ্যপ, গালব, ভারদ্বাজ, শৌনক, উপবর্ষ, কাত্য প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র হইতে আমরা পাণিনির পূর্ব্বতন যে কয়জন শাব্দিক ও আচার্য্যের নাম পাইয়াছি তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

অত্রি, আপিশল, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, চরক, চাক্রবর্ম্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডূক, যস্ক, শণ্ডিক, বরতন্তু, বশিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিলালি, শৌনক ও স্ফোটায়ন। অষ্টাধ্যায়ীর "ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ" (২।৪।৬৩) "বা সুপ্যাপিশলেঃ" (৬।১।৯২), "অবঙ্ স্ফোটায়নস্য" (৬।১।১২৩), "ওতো গার্গ্যস্য" (৮।৩।২০), "লোপঃ শাকল্যস্য" (৮।৩।১৯), "ঋতো ভারদ্বাজস্য" (৭।২।৬৩), "তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য" (১।২।২৫) ইত্যাদি সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে পাণিনি উল্লিখিত ঋষিদিগের ব্যাকরণ অবগত ছিলেন। কেননা, পাণিনি ঐ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

[পাণিনীয় ব্যাকরণ।] ভাগুরি, উপমন্যু, যস্ক, গালব, শাকল্য, জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ সংস্কৃতভাষাকে দেবভাষা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা কিয়দ্দিন সংস্কৃতের সহিত ক্রীড়া করিলে পর, ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, স্ফোটায়ন, শাকটায়ন, পাণিনি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ভাষাদেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাসাধ্য পরিমার্জ্জনা করিয়া যান। এই আচার্য্য-কুলের মধ্যে দু'একজন ব্যতীত প্রায় একমাত্র পাণিনির গ্রন্থ ও মতের যথেষ্ট প্রচলন ও প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পাণিনির ব্যাকরণগ্রন্থাবলম্বন করিয়াই, পুরুষোত্তমদেব-কৃত ভাষাবৃত্তি, ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত শব্দ-কৌস্তুভ, রামচন্দ্র আচার্য্য-কৃত প্রক্রিয়া-কৌমুদী, ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, বরদারাজ-কৃত লঘুকৌমুদী ও মধ্য-কৌমুদী, নাগেশভট্ট-কৃত পরিভাষা-সংগ্রহ, শব্দেন্দুশেখর ও পরিভাষেন্দুশেখর প্রভৃতি বহুমূল্যবান্ গ্রন্থরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পাণিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন তাহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী"। সময়ে সময়ে উহাকে "অষ্টক" "পাণিনীয়ম্" ও বলা হয়। এই ব্যাকরণে আটটী অধ্যায় আছে, প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ এবং সমস্ত ব্যাকরণে [illegible] সূত্র আছে। [illegible] (Boehtlingk) বলেন যে [illegible]

৪।১।১৬৬, ৪।১।১৬৭, ৪।৩।১৩২, ৫।১।৩৬, ৬।১।৬২, ৬।১।১০০ এবং ৬।১।১৩৭ এই সাতটী সূত্র পাণিনি-বিরচিত নহে; এইগুলি বার্ত্তিক মধ্যে গণ্য, কালক্রমে এগুলি সূত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু, অধ্যাপক অল্‌ব্রেথট্ গোল্‌ড্‌ষ্টুকর এই মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত সাতটী সূত্রের মধ্যে ৪।৩।১৩২, ৫।১।৩৬, ৬।১।৬২ এই সূত্রত্রয় সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে, কিন্তু, এই তিনটি পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের বার্ত্তিক বলিয়াই মহাভাষ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর ৮টী অধ্যায়ে সন্ধি, সুবন্ত কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি ব্যাকরণে যা কিছু আলোচ্য বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূত্রগুলি সর্ব্বতোমুখ হওয়ায় জনসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে পাণিনি-ব্যাকরণকে সংস্কৃত ভাষার প্রাকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

[অষ্টাধ্যায়ীর বিশেষত্ব।] অষ্টাধ্যায়ীর পারিভাষিক শব্দের মধ্যে কতকগুলি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত এবং কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী শাব্দিকগণের নিকট হইতে গৃহীত। যেগুলি স্বোদ্ভাবিত সেগুলির তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছেন আর যেগুলি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের উদ্ভাবিত তন্মধ্যে যেগুলি সম্পূর্ণ সেগুলির তিনি পুনরায় নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিয়া উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অনুস্বার, অস্ত, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু, প্রত্যয়, প্রধান, প্রযুক্ত, ভাবষ্যৎ (কাল) বর্ত্তমান (কাল) এই কয়টী শব্দের তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। এদিকে আবার অনুনাসিক, আত্মনেপদ, আমন্ত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ, বিভক্তি, বৃদ্ধি, সংযোগ, সবর্ণ, হ্রস্ব এই ত্রয়োদশটি এরূপ শব্দের তিনি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যে এইগুলি "প্রাক্" বৈয়াকরণদিগের শব্দ বলিয়া বহুবার কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পাণিনি নিজেও ২।১।১৩ সূত্রের "চতুর্থী" এই শব্দের ব্যাখ্যাকালে "চতুর্থীতি সংজ্ঞা প্রাচাম্" স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণের নিকট হইতে গৃহীত। এইরূপ, তিনি ২।৩।৪৬ ইত্যাদি প্রবন্ধাদির ব্যাখ্যায় ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর, পাণিনি কিরূপে অনুনাসিক ইত্যাদি শব্দ ব্যাখ্যায় প্রকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাতিশাখ্যে অনুনাসিক বলিলে কেবলমাত্র ঙ, ণ, ং প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরবোধক

হইবে উহাই বলা হইয়াছে, কিন্তু পাণিনি উচ্চারণ-স্থানের দিকে লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিলেন "মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ" (১।১।৮)। পাণিনির পূর্ববর্ত্তী কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্যে ১।৫ সূত্রে, অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যে ১।৯২ সূত্রে "উপধা"র উল্লেখ আছে। কাত্যায়নে (২।১।১১) "অন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা" উপধার এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, "অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা" (১।১।৬৫)। পূর্ব্ব সূত্র হইতে এই সূত্রের অল্পই পার্থক্য, কিন্তু এই অল্প পরিবর্ত্তন হইতেই পাণিনিপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতি ও পূর্ব্বপ্রচলিত প্রণালীর মধ্যে কি প্রভেদ বিদ্যমান তাহা স্পষ্টপ্রতীতি হইবে। পাণিনিতে "অলঃ" এই কথাটী যুক্ত হইয়াছে মাত্র। মহাভাষ্যে ইহার এইরূপ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে—যথা—

"কিম্ ইদম্ অল্‌গ্রহণম্ অন্ত্যবিশেষণম্? এবং ভবিতুম্ অর্হতি। উপধা সংজ্ঞায়াম্ অন্ত্যনির্দ্দেশশ্চেৎ সঙ্ঘাত প্রতিষেধঃ।" ইত্যাদি (মহাভাষ্য বেনারস সংস্করণ ১। Fol 160,6)। অর্থাৎ সংঘাত প্রতিষেধের নিমিত্তই "অল্" গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের গ্রন্থে এ সতর্কতার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কেন না তাহারা এরূপ চিহ্ন কখনও ব্যবহার করিত না। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দেখাইতে পারা যায়। পাণিনি পূর্ব্বপ্রচলিত পদ্ধতিগুলি যেরূপে সংস্কৃত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে চারিটি বিষয়ের আবিষ্কর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (১) পাণিনিকর্ত্তৃক শিবসূত্রের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার ও প্রত্যাহারদ্বারা তাহাদিগের প্রয়োগ, (২) পাণিনি-উদ্ভাবিত অনুবন্ধসমূহ। (৩) কৃৎ, নদী, স্ত্রী, সংখ্যা, ঘ (—তর,-তম); ঘি (—+-ই ও-উ), ঘু (= দা, ধা ইত্যাদি), টি, ভ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন।

(৪) প্রকৃতপ্রস্তাবে গণসমূহের উদ্ভাবন। এই চারিটি বিষয়ে পাণিনির প্রতিভার যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া যায়।

পাণিনির কাল-নির্ণয়। পাণিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান বৈয়াকরণ। তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষার "মেরুদণ্ড" না বলিয়া থাকা যায় না। শব্দবিদ্যার অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থপ্রণেতা পাণিনির নাম কি ভারতে কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সর্ব্বত্রই বিঘোষিত—সুপ্রচারিত। কিন্তু, তিনি কোন্ দেশের লোক, কোন্ সময়ে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন, তিনি কাহার পুত্র ইত্যাদি বিষয়ে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ নানা মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্নমত সমালোচনা করিয়া পাণিনির কাল-নিরূপণ করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

পাণিনি কোথাও বলেন নাই যে তিনি তাঁহার ব্যাকরণের রচয়িতা। কিন্তু, তাঁহার বৈয়াকরণসূত্রে স্বীয় নাম ও নিবাস-গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাত্যায়নের শেষ বার্ত্তিকে * তাঁহার নামের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; ইনি যে ব্যাকরণপ্রণেতা ইহাতে তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। "শব্দানুশাসন" আলোচনা করিয়া তিনি কোন্ সময়ের লোক বা কোন্ দেশে বাস করিতেন এতদ্বিষয়ক কোন নির্দ্দিষ্ট সংবাদ পাওয়া যায় না। পাণিনি যে সময়ে জীবিত ছিলেন সেই সময়ের আলোচনা করিলে, বোধ-হয়, তাঁহার সময়ে দুই শ্রেণীর বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিল। এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ পূর্ব্বাঞ্চলবাসী—অপর শ্রেণীর বৈয়াকরণ উত্তর প্রদেশ নিবাসী। পাণিনি তদীয় গ্রন্থে "বর্ণু" (৪।২।১০৩ ; ৪।৩।৯৩ ;) অর্থাৎ "বর্ণু" নদ ও দেশ, "কাপিশী" (৪।২।৯৯), "কলকু" অর্থাৎ আফগানিস্থানের "ওয়ান" বা "বানু" নগর, "সুবাস্তু" (৪।২।৭৭) অর্থাৎ কাবুল নদীর শাখা "সোয়াট্", "বরণ" (৪।২।৮২) অর্থাৎ সিন্ধুনদীর দক্ষিণ তীরস্থ "বরণস্," "পর্শু" (৫।৩।১১৭), বাহীক (৪।২।১১৭, ৫।৩।১১৪) অর্থাৎ 'পঞ্জাব,' "সঙ্কল" (৪।২।৭৫), "শাকল", "পর্ব্বত" (৪।২।১৪৩), "মালব" ও "ক্ষৌদ্রক" (৫।৩।১১৪) এই কয়েকটী স্থান ও জাতির নাম করিয়াছেন। এতৎসমুদায় বর্ত্তমান পঞ্জাবের পশ্চিমে ও পশ্চিমোত্তরাংশে এবং আফগানিস্থানের পূর্ব্বসীমা মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ উত্তর ভারতে অবস্থিত। "মালব" ও "ক্ষৌদ্রক" ব্যতীত সকল স্থানগুলিই ঋগ্বেদাদি বৈদিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি উত্তর ভারতের বৈয়াকরণ শ্রেণীর অন্তর্গত।

পাণিনি কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন তৎসম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাণিনির সময় নিরূপণের পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতগুলি একে একে উল্লেখ করিব।

---

* Mahabhashya III. P. 467. Kielhorn's edition.

সুপণ্ডিত কোল্‌ব্রুক (Colebrooke) পাণিনির যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তবে তিনি শক, সংবৎ দিয়া পাণিনির সময়-সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে পুরাণবর্ণিত ঋষ্যাদি যেরূপ প্রাচীন পাণিনিও সেইরূপ পুরাতন ব্যক্তি।

প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ বোট্‌লিঙ্কই (Bohtlingk) সর্ব্বপ্রথম পাণিনির কাল-নিরূপণে প্রকৃতরূপে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি তাঁহার 'পাণিনি' নামক পুস্তকে * সোমদেব ভট্টের কথা---সরিৎসাগর হইতে একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে পাণিনি 'বর্ষ' নামক ব্রাহ্মণের শিষ্য। এই গ্রন্থেই লিখিত আছে যে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা নন্দের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে বর্ষ বাস করিতেন। গ্রীকগ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত ভারতবাসীদিগকে গ্রীকশাসন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন ও ৩১৫ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। এই কথাগুলি শিরোধার্য্য করিয়া লইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একটু বিচার করিতে হইবে। সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন কাত্যায়ন পাণিনির বহুপরে জীবিত ছিলেন। অথচ কথাসরিৎসাগরে পাণিনি ও কাত্যায়ন উভয়ের মধ্যে সাময়িক একটি বিবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে আবার স্বয়ং সোমদেব-ভট্ট খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অনন্ত-পত্নী সূর্য্যবতীর চিত্ত বিনোদনার্থ কথাসরিৎসাগর প্রচার করেন। অধ্যাপক বোট্‌লিঙ্ক যে সময়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের তুলনায় যে কোন অনৈক্য নাই তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সবিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সে অদ্ভুত যুক্তির পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তিনি প্রায় ৩৫০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দকে পাণিনির সময় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বোট্‌লিঙ্ক-প্রদত্ত এই সময়টী অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া তৎপরবর্ত্তী অনেক পণ্ডিতই তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আরও কিঞ্চিদ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন। অধ্যাপক রোটের (Roth) নাম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে ৩৫০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দকে পাণিনির কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হউক। †

---

* Panini, 2nd Vol, 1st Ed, 1840, P. XIII.

† "Let us take as a fairly well-established fact B. C. 350 as the date of Panini"—"Literature & history of the Veda" 1840, P. 16.

লাস্‌সেন (Lassen) বোট্‌লিঙ্কের মতের পুনরুক্তি করিয়াই পাণিনির কাল-নির্ণয় করিয়াছেন (১)।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রেনোর (Renaud) "Memoirs on India after Arab, Persian and Chinese Writers" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি চৈনিক পরিব্রাজক অন্-যুয়ন্-চোয়াঙের (৬২৯-৬৪৫) গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত চীন-পরিব্রাজক পাণিনির দুটি অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথম পাণিনি এরূপ সময়ে জীবিত ছিলেন যে সময় মানব-পরমায়ু বর্ত্তমান কাল হইতে দীর্ঘতর কাল-স্থায়ী। দ্বিতীয় পাণিনি বুদ্ধের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময়— কনিষ্কের ১০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত এই উক্তির বলে এবং পাণিনি যে যবনানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ 'গ্রীকলিপি' এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অল্‌ব্রখ্‌ট্‌ বেবের বোট্‌লিঙ্কের মত স্বীকার করেন নাই। ইহার জন্য তিনি কতকগুলি যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন পাণিনি যে শুধু বুদ্ধের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণেরও পরে বিদ্যমান ছিলেন। ইহা তিনি নাকি পাণিনিসূত্রে পাইয়াছেন। বেবর বলিয়াছেন যুয়ন্-চোয়াঙের মতে পাণিনি বুদ্ধদেবের ৫০০ বৎসর পরে এবং কাত্যায়ন বুদ্ধের ৩০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। বেবের এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, কাত্যায়ন কাত্যবংশীয় কোন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব—ভাষ্যকার না হইলেও হইতে পারে। হিন্দুদিগের চতুর্থ আশ্রম যে ভিক্ষুআশ্রম ও তাহাদের পরিধেয়ও যে কাষায়বসন তাহা তিনি সেণ্ট্‌পিটার্সবর্গ সংস্কৃত অভিধান ও উইলসনের অভিধানে পাইয়াছেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে পাণিনি-সূত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পরিধেয়কে লক্ষ্য করিয়াই ভিক্ষু, ভিক্ষা, কাষায় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি স্থির করিয়াছেন যে পাণিনি খৃষ্টীয় ১৪০ অব্দে অর্থাৎ কনিষ্কের ১০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন (২)। বেবের পাণিনীয় সূত্রে প্রযুক্ত "যবন" ও "যবনানী" শব্দে 'গ্রীকলিপি' বুঝিয়াছেন। 'যবনানী' সম্বন্ধে

(১) Indian Antiquities I. 737. 1847.

(২) History of Indian Literature by Weber p. 199.

দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি উভয়েই যবনানী অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। যবনী শব্দের অর্থ যবন-স্ত্রী। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, যবন শব্দটী যখন জাতিবাচক, তখন যে নিশ্চয়ই পাণিনির পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পাণিনি যবন-শব্দ এসিয়াটিক বা য়ুরোপীয় "গ্রীক" অর্থে কখনই প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ শব্দ আসিরীয় বা পারস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যবন শব্দটী হীব্রু Yavan শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। হোমারে ইহা Jaoves বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকাবৃত্তিতে "যবনাঃ শয়নাঃ ভুঞ্জতে" এই বাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যবনগণ শয়নাবস্থায় আহার করে" এই পদ্ধতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এক সময়ে যবন শব্দ দ্বারা পারসীকদিগকেই বুঝাইত। আবেস্তার স্পষ্টই লিখিত আছে যে আবেস্তার সময়ে হিন্দুদিগের সহিত পারসীকদিগের মিলন হইত। কালিদাস রঘুবংশে পারশীক অর্থে যবন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অমর সিংহও পারসীক জাতিকে যবন বলিয়াছেন। গোল্‌ডষ্টুকর 'যবনানী' অর্থে বলিয়াছেন যে পারস্যদেশে প্রচলিত কীলকলিপি বা Cuneiform writing; ইহা কখনই সেমিটিক লিপি নহে। ইহার অন্য প্রমাণ-স্বরূপ মহাভারতের সভাপর্ব্বে নকুলের দিগ্বিজয়-বিষয়ক শ্লোক, গার্গীসংহিতার শ্লোক, লটাচার্য্য, সিংহাচার্য্য, উৎপল ও বরাহ মিহিরের জ্যোতিষ গ্রন্থের শ্লোক প্রভৃতিও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পরে ইহা আরব অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্।
পহ্লবান্‌বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্॥
ততো রত্নান্যুপাদায় বশে কৃত্বা চ পার্থিবান্।
ন্যবর্ত্তত কুরুশ্রেষ্ঠো নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ॥
শিবীংস্ত্রিগর্ত্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্।
তথা মাধ্যমকেয়াংশ্চ রাধোনান্ দ্বিজানথ॥
পুনশ্চ পরিবৃত্যাথ পুষ্করারণ্যবাসিনঃ।
গণানুৎসবসংকেতান্ ব্যজয়ৎ পুরুষর্ষভঃ॥

(মহাভারত, সভাপর্ব্ব নকুল-দিগ্বিজয়)

ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতং।

ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে ॥

(গার্গীসংহিতা)

রব্যুদয়ে লঙ্কায়াং সিংহাচার্য্যেণ দিনগণোঽভিহিতঃ ।
যবনানাং নিশি দশভির্মুহূর্ত্তৈশ্চ তদগ্রহণাৎ ॥

(সিংহাচার্য্য)

উদয়ো যো লঙ্কায়াং সোঽস্তময়ঃ সবিতুরেব সিদ্ধপুরে ।
মধ্যাহ্নো যবনকোট্যাং রোমকবিষয়ে অর্দ্ধরাত্রঃ স্যাৎ ॥

(বরাহ মিহির)

ততঃ সাকেতমাক্রম্য পাঞ্চালান্ মথুরাংস্তথা ।
যবনা দুষ্টবিক্রান্তা প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজং ॥

ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে—(গার্গীসংহিতা)

সাকেতং স্যাদযোধ্যায়াং কোশলানন্দিনী তথা ।

(যাদব কোষ)

মধ্যদেশে ন স্থাস্যন্তি যবনা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
তেষামন্যোন্য সংভেদা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
আত্মচক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং পরম দারুণং ।

(যাদবকোষ)

ভদ্রারিমেদমাণ্ডব্যসাল্বনীপোজ্জিহানসংখ্যাতাঃ ।
মরুবদ্‌ঘোষ যামুন সারস্বতমৎস্যমাধ্যমিকাঃ ॥

(বৃহৎসংহিতা)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টানিস্‌লেয়স জুলিয়েন (Stanislaus Julien) সম্পাদিত হুয়েন্—চোয়াঙের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। জুলিয়েন যে কেবল বেবরের মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তাহা নয়, এই চীন পরিব্রাজকপ্রদত্ত আরও কয়েকটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জুলিয়েনের মতে কনিষ্কের রাজত্বকালে পাণিনির গ্রন্থ অদ্ভুত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন তাঁহার জন্মভূমিতে তদীয় স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। অবশ্য পাণিনি কনিষ্কের কত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা জুলিয়েনের লেখনী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। এই সমস্ত বিবরণ দেখিয়াই বোধ হয় ম্যাক্সমুলর মহোদয় তাঁহার ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় (১৮৫৭) বেবের প্রবন্ধ পাণিনির কাল বর্জন

পূর্ব্বক পুনরায় বোট্‌লিঙ্ক-স্বীকৃত পাণিনিকালই যথার্থ বলিয়া লিখিয়া থাকিবেন। ম্যাক্‌সমূলর পাণিনির কাল-নিরূপণ সম্পর্কে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরের সোমদেব-ভট্টের কথা-সরিৎসাগর হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—"পুষ্পদন্ত, নামক মহাদেবের এক অনুচর গৌরীর শাপে বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল——কাত্যায়ন বররুচি। জন্মের কিছু পরেই আকাশবাণী হইল যে এই শিশু শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষপণ্ডিতের নিকট সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করিবে। ইহার নাম বররুচি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠবিষয়ে রুচি হইবে। বাল্য হইতেই তিনি অসীম বুদ্ধিমান্ ছিলেন ও তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসীম ছিল। একদিন ইনি এক নাটকের অভিনয় দেখিয়া মাতার নিকট আদ্যন্ত আবৃত্তি করিয়া বলেন। উপনয়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বর্ষমুনির শিষ্য হন ও পাণিনিকে পরাভূত করেন। শেষে পাণিনি মহাদেবের আশীর্ব্বাদে পুনরায় জয়লাভ করেন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধনিবৃত্তির জন্য পাণিনির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সমগ্র পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, ও পরে তাহা সংশোধন ও সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শেষে তিনি মগধরাজ নন্দের মন্ত্রী হন। এই গল্পানুসারে ম্যাক্‌সমূলর পাণিনিকে নন্দের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাজেই এই উপাখ্যান-মাত্রে কথাসরিৎসাগর হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে কাত্যায়ন-বররুচি ও পাণিনি খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু ম্যাক্‌সমূলর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে "ষড়্‌দর্শনের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী পাণিনির কাল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি বড় বেশী কিছু যুক্তি দেখান নাই। বেষ্টেগার্ড ও (Westergaard) বোট্‌লিঙ্ক নিরূপিত কালের কাছাকাছি সময়ে পাণিনির বিদ্যমানতা স্থির করিয়াছেন। তবে তিনি বিভিন্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহার মতে, অশোকের রাজত্বকালে সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা অশোকের উৎকীর্ণ শিলালিপির ভাষা। উক্ত ভাষা-সম্বন্ধে বিচারকালে এই ডেনিস পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে ভাষার পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে পাণিনি নিশ্চয়ই অশোকের বহুপূর্ব্বে অন্ততঃ ২৫০ পূঃ খ্রীঃ বর্ত্তমান ছিলেন। আবার বেবের প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে বলিতে হয় যে

পাণিনি প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করিয়াছেন (১)। ইহা হইতে বেষ্টের্গার্ড (২) এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন যে পাণিনি (৩) প্রাচীন ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণের উল্লেখের নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত উদাহরণনিচয় উদ্ধৃত করিযাছেন। কাত্যায়ন এই স্থলে বলিয়াছেন—"তুল্যকালত্বাৎ"। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে পাণিনি ও যাজ্ঞবল্ক্য সমসাময়িক, অথবা পাণিনি যাজ্ঞবল্ক্যের কিঞ্চিৎপরবর্ত্তী। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য বুদ্ধদেবের জন্মভূমি বিদেহরাজ জনকের সভায় থাকিতেন। কিন্তু, যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ বা তাঁহার উপদেশের নামগন্ধও তাঁহার গ্রন্থের কোথাও করেন নাই। অথবা বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে যাজ্ঞবল্ক্য বা জনক—উভয়ের কাহারও নাম নাই। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে যাজ্ঞবল্ক্য বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন—পরন্তু, তিনি নব-ব্রাহ্মণ-প্রণেতা বলিয়া প্রোথিত থাকায় তাঁহার বুদ্ধের অল্পকাল পূর্ব্বেই জীবিত থাকা যুক্তিসঙ্গত। কাজেই প্রমাণ হইতেছে পাণিনি বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু, বেষ্টের্গার্ড বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ কাল ৩৭০ পূঃ খৃঃ স্থির করায় বোধ হইতেছে যে পাণিনি অবশ্যই প্রায় ৪০০ পূর্বখ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। পাণিনির সময় নিরূপণের ইহাই প্রকৃতপ্রস্তাবে তৃতীয় চেষ্টা। যদিও গোল্ডষ্টুকারের পাণিনি-সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির আসন বিষয়েই প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছে, তথাপি পাণিনি ও বুদ্ধদেব সম্বন্ধে পৌর্ব্বা-পর্য্য বিষয়ে পাণিনির কাল একেবারেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন।* "নির্ব্বাণো বাতে" (১) এই সূত্র হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৌদ্ধমত প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্বে সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি জীবিত ছিলেন (২)। এরূপ স্থির করিবার কারণ এই যে ল্যাসেনের মতানুসারে তিনি ৫৪৩ পূঃ খ্রীঃ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ কাল স্থির করেন।

---

(১) Indische Studien, 1, 57, 146, 1559.

(২) On the oldest period of Indian History P. 76.

(৩) ৪।৩।১০৫——অষ্টাধ্যায়ী।

* Goldstueker's Panini P 225,-227.

(১) ৮।২।৫০।

(২) Goldstueker's Panini's place P. 231.

আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) "পাণিনি" নামক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ ও সাহিত্যের উজ্জ্বল-রত্ন। কিন্তু, তিনি কেবলমাত্র কতকগুলি বৈয়াকরণিক সূত্র-সাহায্যে পাণিনির কাল, দেশ, তৎকালীন গ্রন্থসমূহের অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন তাহা আমরা কখনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকর কয়েকটী যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাজসনেয়িসংহিতা, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ, উপনিষদ্‌সকল, অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। পাণিনির একমাত্র অপরাধ তিনি সূত্রে ও গণে এই শব্দ বা শব্দাংশগুলি ব্যবহার ক'রলেও ইহাদের তিনি ব্যাখ্যা দেন নাই। গোল্‌ড্‌ষ্টুকর বলেন যে পাণিনি-সূত্র-মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। সুতরাং, তিনি একেবারেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে পাণিনি অথর্ব্ববেদ জানিতেন না। অথর্ব্ববেদ পাণিনির পরে রচিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত ভুল। পাণিনি-সূত্রে আমরা "আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চ" (৪।৩), "কপি-বোধাদাঙ্গিরসে" "দাণ্ডিনায়নহাস্তিনায়নাথর্ব্বণিক" (৬।৪।)—এই সমস্ত সূত্রে "অথর্ব্ব" ও "আঙ্গিরস" শব্দ দেখিতে পাই। পাণিনি ছাড়িয়া দিয়া ঋগ্বেদেও অথর্ব্বশব্দের উল্লেখ দেখা যায়। গোল্‌ড্‌ষ্টুকর বলিয়াছেন পাণিনি অথর্ব্ব শব্দে অথর্ব্ববেদ বা আঙ্গিরস শব্দে অথর্ব্বাঙ্গিরস বুঝাইবে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। আমরা বলি, পাণিনি কোথাও ঋক্, যজুঃ, সাম-শব্দে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদও সামবেদ বুঝাইবে তাহাও তো-স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, তবে এই তিন বেদ পাণিনি বিদিত ছিলেন তাহা তিনি কিরূপে স্বীকার করিতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা উপনিষদ্, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাণিনির পরে রচিত বলিয়া গোল্‌ড্‌ষ্টুকর নিতান্তই ভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। পাণিনি সূত্রপাঠে জানা যায় যে তিনি ব্যাস ও তাঁহার নিম্নতন পাঁচজন শিষ্য প্রশিষ্যকে জানিতেন, যুধিষ্ঠিরাদির নামও তাঁহার অবিদিত ছিল না। ব্যাসাদি ন্যায়, সাংখ্য, আরণ্যক্ ইত্যাদি অবগত ছিলেন, সকল দেশের গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ আছে, অথচ পাণিনির তাহা অবিদিত ছিল, ইহা কিরূপ কথা! "নির্ব্বাণোহবাতে" এই সূত্রটী পাণিনি-ব্যাকরণে পাওয়া যায়। গোল্‌ড্‌ষ্টুকর কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন অভিধান, মহাকোষ বা ইতিহাস প্রণয়ন করেন নাই? নির্ব্বাণ-শব্দের "মোক্ষ" অর্থ বুদ্ধের শিষ্য-

গণ স্বীকার করিবেন, ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া বৈয়াকরণ তাহা স্বীকার করিবেন কেন? নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা নাই বলিয়া তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে এরূপ বলা নিতান্তই অসঙ্গত। আর একটা কথা। যদি গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের মতে পাণিনি উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক যুগের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি লৌকিক ভাষার ব্যাকরণ লিখিতে গেলেন কেন? তাহা হইলে কি সে সময় লৌকিক ভাষার গ্রন্থাদি বিদ্যমান ছিল? এদিকে আবার পাণিনির সূত্রোল্লিখিত শৌনকাদি শাব্দিক ও আচার্য্য দিগকে প্রক্ষিপ্ত না বলিলে তাঁহারা যে পাণিনির পূর্ব্বে আসিয়া পড়েন। এই পাশ্চাত্যাচার্য্য বলেন যে ঋক্‌প্রাতিশাখ্য পাণিনির পরে রচিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের বর্ণনীয় বিষয়গুলি পাণিনীয় সূত্রাপেক্ষা বিস্তৃতি ও সম্পূর্ণতালাভ করিয়াছে, ইহাই গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের মত। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য ঋগ্বেদের শাকল শাখার সহিত সম্পর্কিত। পাণিনি-ব্যাকরণ বেদের শাখাবিশেষ বা কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য লিখিত হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই বৈদিক ব্যাকরণ তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই কারণে ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যকে কখনই পাণিনির পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, উভয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাদৃশ্য বড়ই অল্প। পাণিনিতে একটা সূত্র আছে, "অরণ্যান্মনুষ্যে" অর্থাৎ মনুষ্য অভিধেয়ে "আরণ্যকঃ" পদ-নিষ্পন্ন হইবে। যথা—"আরণ্যকো মনুষ্যঃ"—অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা হইতেই গোল্‌ড্‌ষ্টুকর স্থির করিলেন যে পাণিনির সময়ে বা তৎপূর্ব্বে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না। কিন্তু, মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদের সময়ে ছিল, অথচ পাণিনির সময়ে আরণ্যকের অস্তিত্ব অসম্ভব। আশ্চর্য্য যুক্তি।

"On the Question of Panini's date নামক প্রবন্ধে * Albrecht Weber দেখাইয়াছেন যে Goldstuker "নির্ব্বাণোঽবাতে" এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ভুল। আর এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ যাহা তদ্দ্বারা পাণিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন কি না তাহা স্থিরীকৃত হয় না। বরং Weber পাণিনির গ্রন্থ হইতে এমন কয়টি শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা হইতে বিপরীত অর্থই প্রমাণিত হয় (১)। Goldstuker বা Weber উভয়েরই

* Indische Studien V. 1862.

(১) Weber's Indische Studien, p 137.

যুক্তি তাদৃশ সন্তোষজনক নয়। Lassen. (Indische Alterthum-Skunde "1867) Weberই বিবরণের পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার অনুমিতকাল ৩৫০ না হইয়া ৩৬০ পূঃ খৃঃ। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Benfey এক অদ্ভুত মতের প্রস্তাবনা তাঁহার ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে প্রকাশ করিলেন। তিনি নন্দের রাজত্বকালে বর্ত্তমান পাণিনির গুরু বর্ষ বিষয়ে সোমদত্তের যাহা উক্তি তাহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই, তাঁহারই রাজত্বকালে পাণিনির শেখা বর্ত্তমান ছিল বোটলিঙ্কের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া—এবং তাঁহার গ্রন্থমধ্যে—"যবনানী" শব্দটী উদাহরণস্বরূপ দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন যে পাণিনি প্রায় ৩২০ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্যাকরণ শেষ করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার Greek লিপি অনায়াসে ও কাহারও সাহায্য-ব্যতীত শিখিবার যথেষ্ট সময় ছিল। এরূপভাবে কোনগ্রন্থকারের সময় নিরূপণ নিতান্তই হাস্যরসাত্মক। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে * Bhandarkar, Indian Antiguaryতে উল্লেখ করিয়াছেন যে চতুর্থ ধর্ম্মাশোক যিনি ৬৩০—৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন তাঁহার একটী তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে তিনি শালাতুরীয় বা পাণিনির গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। Burnell (১) পাণিনিকে ২০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ফেলিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে পাণিনির কাল সম্বন্ধে অন্যান্য মতে যাথার্থ্য বড়ই কম। কাজেই তিনি নিজে একটা সময় খাড়া করিয়া তাহার সামঞ্জস্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। বর্ণেলের স্বীয় উক্তি এই—"The result as now accepted, is that he lived in the 4th Century B. C., I cannot see there is any reason why he should not be placed nearly a Century later, which would remove some difficulties that the earlier date presents."

ইহার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক পিশেল (Prot. Pischell) পাণিনির সময় সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। গোলডষ্টকর পাণিনির যে সময় স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পিশেল-প্রদত্ত সময়ের ১০০ বৎসর ব্যবধান। বৈয়াকরণ পাণিনির ন্যায় একজন কবি পাণিনির অস্তিত্ব স্বীকার

(১) Aindra School. p. 44, 1875.

* Ind. Antiquary. V. 1, P. 16.

করা হয়। তবে ভারতীয় প্রবাদানুসারে এতদুভয়ের কোন পার্থক্য নাই। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে কবি পাণিনির অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। (১) ঔফ্রেকট ও পিটার্সেনের যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বৈয়াকরণ ও কবি পাণিনি একই ব্যক্তি। পিশেল কবি-পাণিনি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা সংগ্রহ করিয়াছেন। (২) তিনি কবি পাণিনির গ্রন্থের ভগ্নাবশিষ্টের যথোচিত আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যে সময় ভারতে artificial poetryর প্রচলন হয় সেই সময় বৈয়াকরণ ও কবি পাণিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি বহুকারণে উভয় পাণিনি যে এক ব্যক্তি তাহা প্রতিপাদনেরও যথেষ্ট কারণ দেখাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে পাণিনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে কখনই বর্ত্তমান ছিলেন না। সুখের বিষয়, এখন তিনি আর সে মতের পক্ষপাতী নহেন। অধ্যাপক পিশেলের ধারণার বিপক্ষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে "Detailed Report" নামক প্রবন্ধে, এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যালঙ্কার বিষয়ক প্রবন্ধে, পিটারসন সাহেব বহুতর যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিলভেন লেভি (Sylvain Levi) দেখাইয়াছেন (১) যে আম্ভি, সৌভূত ও ভগতা এই তিনটী নাম গণপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এই নামত্রয় গ্রীক Omphis, Sophytes, ও Phegelas এই তিনটী শব্দ হইতে অভিন্ন এবং পাণিনিও সম্ভবতঃ, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিকট হইতে লইয়া থাকিবেন। এই কয়টী শব্দ আমরা বর্ত্তমান গণপাঠে দেখিতে পাই বটে, কিন্তু, পাণিনির সময়ে গণপাঠে ইহাদের অস্তিত্ব না থাকিলেও না থাকিতে পারে, পরে প্রক্ষিপ্ত হওয়াও কি সম্ভব নয়?

ডাক্তার লিবিখের (Liebich) মতে পাণিনি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। গৃহ্যসূত্র যে সময়ে রচিত হয়, পাণিনি প্রায় সেই সময়ের লোক। ইনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা স্বীকার করেন। ইঁহার মতে ভগবদ্গীতা পাণিনির পরে বিরচিত হইয়াছে। *

---

(১) J. R. A. S. 1891.

(২) Z. M. D. G. 39. p. 95.

* Panini, Ein Beitrag Zur Keuntniss der Indischen Literatar and Grammatik Von der Dr Liebich.

আমরা দেখিলাম যে গোল্ডষ্টুকরের মতে পাণিনি ৬০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক বেন্‌ফী পাণিনিকে ৩২০ পূঃ খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি বলেন। ওয়েবারের মতে পাণিনি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর বৈয়াকরণ। লাসেনের মতে পাণিনি ৩২০ খৃঃ পূঃ জীবিত ছিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিত-দিগের মতে তিনি খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর ব্যক্তি। এক্ষণে, আমরা অন্যান্য মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

চীন পরিব্রাজকদিগের মধ্যে য়ুয়ন-চোয়ঙ্‌কেই পাণিনির বিবরণ লিখিতে দেখা যায়। ইত্‌-সিঙ্‌ কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে, তিনি দুই বৎসর পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। য়ুয়ন্‌-চোয়ঙ্‌ শালা-তুর নগরে গমন করিয়াছিলেন। ইনি পাণিনিসংক্রান্ত একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তদুক্ত বিবরণের প্রথমাংশটী নিতান্ত কাল্প-নিক বলিয়া মনে হয়। তবে শেষাংশের মধ্যে কিছু সত্য নিহিত থাকিলে থাকিতে পারে। 'সি-য়ু-কি'তে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—মনুষ্যের আয়ু যখন ১০০ বৎসর ছিল পণ্ডিতবর পাণিনি তখন আবির্ভূত হন। জন্মলাভ করিয়াই ইনি সকল বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। কালে তিনি বর্ণমালা ভুলিতে লাগিলেন। এই সময় ঋষি পাণিনি শব্দবিদ্যালাভে অভিলাষী হইয়া সমাধিস্থ হইলে ঈশ্বর (মহেশ্বর) দেব তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনার অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে ঋষি পাণিনি বহুসংখ্যক শব্দ সংগ্রহ করিয়া একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। ইহার নাম সেঙ্‌-মিঙ্‌-লুন অর্থাৎ শব্দতত্ত্বমূলক ব্যাকরণ। ইহা তিনি দেশের মহা-রাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে কেহ এই সমগ্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে সে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর চীন পর্য্যটক পাণিনির পূর্ব্বজন্ম বর্ণনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী তিনি শালাতুরে শ্রবণ করেন। 'পো-লো-তু লো' অর্থাৎ শালাতুর নগরে একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে এক অর্হৎ কোন পাণিনি মতাবলম্বীকে দীক্ষিত করেন। তথাগত দেহত্যাগ করিলে ৫০০ বর্ষ পরে এক মহা অর্হৎ কাশ্মীরবাসীদিগকে দীক্ষিত করিয়া এই স্থানে আগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন এক ব্রহ্মচারী একটী বালককে প্রহার করিতেছে। অর্হৎ জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'তুমি ইহাকে প্রহার করিতেছ কেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি ইহাকে এত করিয়া শিখাইতেছি, কিন্তু এই বালক কিছুতেই পারিতেছে না। অর্হৎ তখন বলিলেন—তুমি শব্দবিদ্যা-প্রণেতা পাণিনির নাম শুনিয়াছ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"তিনি এই দেশবাসী, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করে। তাঁহার মূর্ত্তি এখানে বর্ত্তমান।" ইহা শুনিয়া অর্হৎ বলিলেন—"এই বালকই সেই ঋষি। লৌকিক শব্দবিদ্যাপ্রকাশের জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে সেইজন্য ইহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম লইতে হইয়াছে। অতঃপর, অর্হৎ বালককে দীক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্মণও মুগ্ধ হইয়া দীক্ষিত হইলেন।"

এই আখ্যায়িকার মধ্যে যদি কিছু সারবত্তা থাকে—তবে তাহা পাণিনির নিবাসস্থান শালাতুর। পাণিনির সহিত শালাতুর যে সম্বন্ধযুক্ত তাহা এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায়। যুয়ন্-চোয়ঙ্, বুদ্ধনির্ব্বাণের ৫০০ বৎসর পরে কনিষ্কের কাল উল্লেখ করিয়াছেন। চীনদিগের সাধারণো প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের মতে বুদ্ধের মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। এই পরিব্রাজকের জীবন চরিতে চীন 'হেওলি' ও 'য়েন-চঙ্' বলেন যে যুয়ন্-চোয়ঙ্ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া পাণিনি ব্যাকরণের মূল-সূত্র ও তাহার সংশোধিত সূত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণেলও এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্য হইলে সায়নাচার্য্য, ভট্টভাস্করাদির গ্রন্থে এই পরিবর্ত্তসূত্রের উল্লেখ থাকিত।

(তিব্বতীয় মত।) তিব্বতীয় লামা তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে (১) পাণিনি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি নন্দের অধীনে বাস করিতেন। এই ইতিহাসের একস্থলে শেষনাগের পাণিনি ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটী কৌতুহলোদ্দীপক গল্প আছে। উক্ত গল্পটী দক্ষিণ ভারতেও খুব প্রচলিত। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে তারনাথের মতে পাণিনি শেষ নন্দের সময়ে জীবিত থাকিলে খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আর দ্বিতীয় তৃতীয় নন্দ আরও কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়।

(বঙ্গীয় মত।) তর্কবাচস্পতি তারানাথ তাঁহার "পানিনীয়াগমকালাদি"

---

(১) Ta'ranath's History of indian Buddhism, P. 43. (Tibetian text) and P. 54 (of Sehiefner's Geram translation.

শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে ব্যাড়ি, পাণিনি ও কাত্যায়ন এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দকে পাণিনি কাল বিবেচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতে সভ্যতা" নামক গ্রন্থে (১) গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে গোল্‌ড্‌ষ্টুকর্‌ পাণিনিকে যে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন তাহা অতি সমীচীন। ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের মতে (২) পাণিনি ৩৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বের ব্যক্তি! সুপণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের মতে (৩) পাণিনি খৃঃ পূঃ ৮০০ ও ৭০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কেবল একমাত্র ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র পাণিনিকে খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীর বৈয়াকরণ বলিয়াছেন। (৪)

[সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির কাল-নির্ণয়]। কহ্লণ পণ্ডিত তাঁহার রাজতরঙ্গিণীর ৪র্থ অধ্যায়ের ৬৩৫ ও ৬৩৭ শ্লোকে পাণিনির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কহ্লণ পণ্ডিত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি। সুতরাং ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে পাণিনির বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া গেল।

জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্থরি অভিধান চিন্তামণির মর্ত্ত্যকাণ্ডে পাণিনির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যাজ্ঞবল্ক্যব্রহ্মরাত্রির্বৈাগেশোহপাথ পাণিনৌ।
শালাতুরীয়দাক্ষেয়ৌ, গোনর্দ্দীয়ে পতঞ্জলিঃ॥ ৩৫১৫।

শালাতুরীয় ও দাক্ষেয় শব্দে পাণিনি নামক মুনিকেই বুঝায়। হেমচন্দ্র অন্ততঃ ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। সুতরাং এই প্রমাণে স্থির হইল পাণিনি অন্ততঃ ৭৫০ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব প্রমাণিত হইল, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন। এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য কোন্‌ সময়ের তৎসম্বন্ধে অনেকমতদ্বৈধ আছে।

---

(১) R. C. Dutt's Civilization in ancient India Vol 1. P. 207

(২) রামদাস গ্রন্থাবলী—পৃঃ ৪১৪।০।

(৩) পাণিনি, পৃঃ ৯১।

(৪) Procceding of the Bethune Society. 1859. 69.

শঙ্করাচার্য্য যে সময়েরই লোক হউক না কেন ইহা স্থির যে তিনি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পরে কখনই জীবিত ছিলেন না। অতএব, অন্ততঃ ১০০০ বর্ষ পূর্ব্বে পাণিনি জীবিত ছিলেন তাহা দেখা গেল। জৈমিনিভাষ্যকার দীপ্ত স্বামীর পুত্র শবরস্বামী কুমারিল শঙ্করের বহু পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইনি অন্ততঃ ন্যূনকল্পে ১২।১৩ শত বর্ষ পূর্ব্বের লোক। এই জন্য পাণিনি ঐ পরিমিত কালের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা স্থিরীকৃত হইল। ইহার পূর্ব্বে অমরসিংহ পাণিনির মতানুবর্ত্তী। ইনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। মগধরাজ শেষনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক পক্ষিল স্বামীকে (চাণক্যকে) "অস্তেভূঃ" "ব্রুবো বচিঃ" ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্র উল্লেখ করিতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পাণিনি অন্ততঃ ২৩ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেহেতু, চাণক্য ঐ সময়ের লোক। সুতরাং পাণিনি শেষনন্দেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনি চাণক্য পণ্ডিতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। উহাদ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইল যে—পাণিনি খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এমন কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায় যাহা দ্বারা পাণিনিকে বহু পূর্ব্বের বৈয়াকরণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। পাণিনি, "গবিযুধিভ্যাম্ স্থিরঃ" (৮।৩ ৬৫), "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্," (৪।৩।৯৮) প্রভৃতি সূত্রে যুধিষ্ঠির বাসুদেব, অর্জ্জুনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি "মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাস জাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু" (৬।২।৩৮) এই সূত্রে মহাভারতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি "এজেঃ খশ্" (৩।২।২৮) এই সূত্র রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি জনমেজয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার জনমেজয়ের নাম জানা ছিল না। তিনি "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" (৪।৩।১১০) প্রভৃতি সূত্রে পারাশর্য্য ব্যাসের নাম করিয়াও তাঁহার পুত্র বৈয়াসকি শুকদেবের নামোল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে পাণিনি ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী শুকদেবের সমসাময়িক এবং পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। আমরা পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মত ও বিবিধ যুক্তি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

পাণিনির কাল-নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন অব্দের নির্দ্দেশ করা যায়

না। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে পাণিনি নিশ্চয়ই খৃষ্টজন্মের পরে বর্ত্তমান ছিলেন না এবং তিনি সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের জন্মের দু এক শতাব্দী পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার একটী কারণ এই যে পাণিনিগ্রন্থে বৌদ্ধ মত ও ধর্ম্মাদিবিষয়ক কোন শব্দই পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ কথিত সংস্কৃত যেরূপে গাথার ভাষায় পরিণত হইয়াছে তাহার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাণিনীয় সংস্কৃতের তুলনা করিলে সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় যে পাণিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। জর্ম্মণ পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর ও ডাক্তার লিবিশ্‌ পাণিনি ও কাত্যায়নের সময়ের ভাষার পার্থক্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই——

(১) পাণিনির সময়ে যে সকল বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ও অশুদ্ধ হইয়াছিল। (Goldstike's Panini P. 123.) (২) পাণিনির সময়ে ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থ কাত্যায়নের সময়ে প্রচলিত ছিল না। (ঐ—পৃঃ ১২৫) (৩) পাণিনির সময়ে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছিল। (ঐ—পৃঃ—১২৮) (৪) কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দশাস্ত্র পঠিত হইত তাহা পাণিনির সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল।

(পাণিনি যে সময়ের লোক তিনি সেই সময়ের পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ভাষাই ব্যবহৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা কাত্যায়নের সময়ে দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় কাত্যায়ন তৎকাল প্রচলিত—ভাষারই উপযোগী করিয়া বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে বহুকাল লাগিয়াছিল তাহা নিশ্চিত। পাণিনি যে কাত্যায়নের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী তাহা অন্য যুক্তি ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের ভাষালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কাত্যায়নের বার্ত্তিক আলোচনা করিয়া ইহাই অনুমান হয় যে, যখন বহু প্রকার উপভাষা ও বিজাতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই সময়েই কাত্যায়ন-বার্ত্তিক রচিত হইয়াছিল। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার অতি প্রবল হইতেছিল, পারশীকদিগের সহিত গ্রীকদিগের সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল। কেহ কেহ এই সময়কে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।)

এক্ষণে আমরা পাণিনি কোন্ দেশের লোক তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। পাণিনির দুইটী নাম শালাতুরীয় ও দাক্ষেয়। শালাতুর গ্রাম গান্ধার বা কান্দাহার প্রদেশের অন্তর্গত, বর্ত্তমান আটকের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল এই শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাসভূমি বা জন্মভূমি নয়। তাহার প্রকৃষ্ট কারণ এই যে পাণিনি "অভিজনশ্চ" (৪।৯০) সূত্রদ্বারা এই গ্রাম তাঁহার বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্মভূমি ও বাসভূমি। "অভিজনশ্চ" সূত্রের পূর্ব্বে তিনি আর একটী সূত্র করিয়াছেন——"তদস্য নিবাসঃ"। এক্ষণে দেখা আবশ্যক অভিজন ও নিবাস এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? "যত্র সম্প্রত্যুষ্যতে স নিবাসঃ, যত্র পূর্ব্বপুরুষৈরুষিতং সোহভিজনঃ।" অর্থাৎ যেখানে পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস তাহা অভিজন, এবং যেখানে বর্ত্তমান বাস তাহা নিবাস। পাণিনি, "অভিজনশ্চ" সূত্রের পরে "শালাতুরবর্থতীকুচবারাড্ঢক্" এই সূত্রদ্বারা শালাতুর শব্দের উত্তর অভিজনার্থে ঢক্প্রত্যয় করিয়া "শালাতুরীয়" নিষ্পন্ন করিবার আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, য়ুরোপীয়গণ যে তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক। এদিকে বৃহৎকথায় পাণিনিকে মগধবাসী বলা হইয়াছে; সুতরাং আমরা তাঁহাকে মগধবাসী বলিতে পারি। পাণিনি যে মগধবাসী তাহা "দাক্ষেয়" এই নামদ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। পতঞ্জলি, ব্যাড়িকৃত লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ "সংগ্রহ" দাক্ষায়ণ কৃত সংগ্রহ অতি সুন্দর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা নিরূপিত হইতেছে ব্যাড়ি ও দাক্ষায়ণ একই ব্যক্তি। দক্ষের অপত্য দাক্ষি। দক্ষবংশোদ্ভব হইলেই "দাক্ষায়ণ" বলিয়া অভিহিত হয় না, দাক্ষিগোত্রজও দাক্ষায়ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পাণিনিসূত্রানুসারে প্রপৌত্রাদি দূরতর বংশীয়বর্গ "যুবন্" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবে। টীকাকারগণ "দাক্ষি" নামক ব্যক্তির জীবিতকালের মধ্যে "যুবন্" অর্থে তৎপ্রপৌত্রকে "দাক্ষায়ণ" নাম দিয়াছেন। অতএব, দাক্ষায়ণ, দাক্ষির অন্ততঃ প্রপৌত্র বা অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। আবার পতঞ্জলি পাণিনির মাতার নাম দাক্ষী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "দক্ষস্যাপত্যং পুমান্ দাক্ষিঃ, দক্ষস্যাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী।" ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণের প্রপিতামহের নাম দাক্ষি, এই দাক্ষির জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী। এক্ষণে, দেখা যাইতেছে দাক্ষায়ণ বা ব্যাড়ির প্রপিতামহের সহিত দাক্ষেয় বা

পাণিনির মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ। এই ব্যাড়ি অপেক্ষা পাণিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাহা সহজে প্রমাণিত হইতে পারে। পাণিনি দক্ষগোত্রীয় এবং পণিন্ উপাধিযুক্ত কোন বংশের সন্তান। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির আত্মীয়।

"অথ ব্যাড়ির্বিন্ধ্যবাসী, নন্দিনীতনয়শ্চ সঃ॥" অভিধান চিন্তামণি।

পাণিনির জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তাঁহার পিতামহের নাম দেবল এবং তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী ছিল এইমাত্র বলা যাইতে পারে, লামা তারনাথ ও কথাসরিৎ সাগরের উক্তি গ্রহণ করিলে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার জন্মভূমি 'মগধ দেশ'। প্রবাদ আছে তিনি সিংহের দন্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই কয়েকটী কথা ব্যতীত পাণিনি-সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

পাণিনি "জাম্বুবতী-বিজয়" ও "পাতাল-বিজয়" নামক দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পাণিনি বিষয়ে জৈন-কবি রাজশেখর নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন।

"স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্য রুদ্রপ্রসাদতঃ।
আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমনুজাম্বুবতীজয়ম্॥"

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক শ্রীধরদাসও তাঁহার সদুক্তি কর্ণামৃতে "দাক্ষী-পুত্র" নাম দিয়া একটী শ্লোক দিয়াছেন।

বৈয়াকরণ পাণিনি কবি ছিলেন, ইহা নিতান্তই কৌতূহলোদ্দীপক। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীর উপক্রমণিকায় কবি পাণিনি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কবি পাণিনি ও বৈয়াকরণ পাণিনি এক ব্যক্তি কি না এ প্রবন্ধে আমরা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। তবে এখানে পাণিনির দু একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলে কাহারও বোধ হয় আপত্তি হইবে না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঔফ্রেখ্ট্ শার্ঙ্গধর পদ্ধতি হইতে "পাণিনির'র দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। সে দুইটী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১ম। উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথাগৃহীতং শশিনা নিশামুখং।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোপি রাগাদ্‌গলিতং ন লক্ষিতম্॥

২য়। ক্ষপাঃ ক্ষামীকৃত্য প্রসভমপহৃত্যাম্বুসরিতাং
প্রতাপ্যোর্ব্বীং কৃৎস্নাং তরুগহনমুচ্ছোষ্য সকলম্
ক সংপ্রত্যুষ্ণাংশুর্গত ইতি তদন্বেষণপরা।—
স্তড়িদ্দীপালোকা দিশিদিশি চরন্তীহ জলদাঃ॥

"নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ—এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য নমিসাধু বলিয়াছেন যে মহাকবিগণ বৈয়াকরণ সূত্র অবহেলা করিলেও তাঁহারা "নিরঙ্কুশ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পাণিনির পাতাল বিজয় হইতে একটী কবিতার "সন্ধ্যাবধূং গৃহ্য করেণ" এই এক চরণ উদ্ধার করিয়াছেন। অতঃপর, পাণিনির ব্যাকরণ দুষ্ট আর একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গতেঽর্দ্ধরাত্রে পরিমন্দমন্দং গর্জ্জন্তি যৎ প্রাবৃষি কালমেঘাঃ।
অপশ্যতী বৎসমিবেন্দুবিম্বং তচ্ছর্ব্বরী গৌরি হুঁ করোতি॥

"গৃহ্য" ও "অপশ্যতী" পদ ব্যাকরণ-দোষযুক্ত হইলেও মহাকবি প্রয়োগ হেতু কবিতার কোন সৌন্দর্য্য হানি হয় নাই।)

মহাভাষ্য।

(অতঃপর, পতঞ্জলি কালনির্ণয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কয়েকটী মত প্রচলিত আছে তন্মধ্যে যে কয়টী প্রধান তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। ভর্ত্তৃহরি মহাভাষ্যের একটী টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার কতক অংশ এক্ষণে বিদ্যমান আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙের বিবরণ হইতে এই ভর্ত্তৃহরির কাল নিরূপিত হইতে পারে। ইৎসিঙ্ এই টীকার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি "বাক্যপদীয়" নামে এই ভর্ত্তৃহরির আর একখানি বৈয়াকরণিক গ্রন্থের কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে ভর্ত্তৃহরির মৃত্যুর পর ৪০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ৬৫০ খৃঃ অঃ স্থির করিতে পারা যায়। এই টিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভর্ত্তৃহরি ও পতঞ্জলি ভাষ্যের মধ্যবর্ত্তী কালে আরও কতকগুলি টীকার অস্তিত্ব ছিল এবং সেইগুলি হইতে ভর্ত্তৃহরি কিছু কিছু সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। "বাক্যপদীয়" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ কয় শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভর্ত্তৃহরি উল্লেখ করিতেছেন, কিংবদন্তী আছে যে মহাভাষ্যের অধ্যয়ন কিছুকাল বন্ধ ছিল। পরে আচার্য্য চন্দ্র পুনরায় ইহার আলোচনা প্রবর্ত্তন করেন। পতঞ্জলি ভর্ত্তৃহরি-কর্ত্তৃক "ঋষি" নামেও আখ্যাত হইয়াছেন। অতএব, পতঞ্জলিকে ভর্ত্তৃহরি অপেক্ষা অধিক না হইলেও

অন্ততঃ একশতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। সুতরাং এক প্রকার নির্ণীত হইল যে পতঞ্জলি ৫৫০ খৃষ্টাব্দের কখনই পরবর্ত্তী নন।

৩। এক্ষণে পতঞ্জলি কোন্ সময়ের পূর্ব্বে জীবিত থাকিতে পারেন না, তাহা বিচার করিতে হইবে। অষ্টাধ্যায়ীর ১।১।৬৮ সূত্রের ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যে উক্ত আছে—"পুষ্পমিত্রসভম্ চন্দ্রগুপ্তসভম্" (বার্ত্তিক ৭)। এক্ষণে দেখা যাইতেছে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমমৌর্য্য সম্রাট্ আর পুষ্পমিত্র শুঙ্গবংশের প্রথম রাজা। ইনি মৌর্য্যদিগের অব্যবহিত কাল পরেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং, উদাহরণটী যে এই দুই রাজার সভাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায়। পুষ্যমিত্র ১৭৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪২ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব, পতঞ্জলি যে ইহার পরবর্ত্তী নয় তাহা বলা যাইতে পারে।

৪। এদিকে মহাভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে উদাহরণে নৃপতির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই উদাহরণেই পুষ্যমিত্রের নাম করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৩।১।২৬, ৩।২।১২৩ সূত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।*

৫। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে যবন কর্ত্তৃক সাকেত ও মাধ্যমিক বিজয়ের কথা আছে। অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্" "অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্" (৩।২।১১১) গোল্ড্‌স্মিথের মতে এই ঘটনাটী গ্রীক মেনাণ্ডারের বিজয়ই বুঝাইতেছে। ইনি প্রায় পূঃ খ্রীঃ ১৪৪ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই নরপতি ষ্ট্রাবো-প্রদত্ত বিবরণানুসারে যমুনাপর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। যবন কর্ত্তৃক সাকেত-বিজয়ের কথা গার্গী সংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে।

ততঃ সাকেতমাক্রম্য পঞ্চালান্ মথুরং তথা।
যবনা দুষ্টবিক্রান্তাঃ প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজম্॥

ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে শালিশুক রাজার রাজত্বকালে বা তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে এই আক্রমণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। শালিশুক মৌর্য্য বংশীয় শেষ সম্রাটের পূর্ব্বতন তৃতীয় সম্রাট্ ছিলেন এবং ২০০ পূঃ খৃঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণ হইতে সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে মহাভাষ্যে ঐ সমুদয় দৃষ্টান্ত আছে; তাহার প্রণেতা নিশ্চয়ই প্রায় ১৫০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। প্রত্যুতঃ, ভারতীয় বৈয়াকরণদিগের মধ্যে একটী পদ্ধতির বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, যে বৈয়াকরণ যে

সূত্র প্রণয়ন করিলেন তাহার উদাহরণটীও পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ অবিকল ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতং' এই উদাহরণটি কাশিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টান্তগুলি বার্ত্তিক হইতে উদ্ধৃত সূত্র হইতে নহে। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। মহাভাষ্যের একটি দৃষ্টান্তে (৫।৩।৯৯) মৌর্য্যদিগের উল্লেখ আছে। এই দৃষ্টান্তটি বার্ত্তিকের নহে। ইহা পতঞ্জলির একটি টিপ্পনী মাত্র। সুতরাং এটি আমরা তাঁহারই লিপিপ্রসূত বলিতে পারি। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে যখন মৌর্য্যবংশের শেষ হইয়াছিল এবং লোকেদের মনে ইহাদিগের স্মৃতি যখন জাগরূক ছিল, তখনই এই দৃষ্টান্তটী লিখিত হওয়া সম্ভব।

মহাভাষ্যে "বরতনু সম্প্রবদন্তি কুক্কুটাঃ"॥ (১।৩।৪৮)

এই বাক্যটী দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্রের "ঔচিত্যালঙ্কারে (প্রায় ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ) যে চারিটী চরণ আছে, এই বাক্যটী তাহার শেষ চরণ। এই গ্রন্থে ইহা কুমারদাস-রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে।—কবিতাটী এই—

অয়ি বিজহীহি দৃঢ়োপগূহনং ত্যজ নব সঙ্গমভীরু বল্লভং।

অরুণকরোদ্গম এষ বর্ত্ততে বরতনু সম্প্রবদন্তি কুক্কুটাঃ॥

পিটার্সনের মতে, সূক্তি মুক্তাবলিতে রাজশেখরের একটী শ্লোক আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কুমারদাস জানকী-হরণ গ্রন্থ প্রণেতা অধিকন্তু তিনি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী নন।

জানকীহরণং কর্ত্তুম্ রঘুবংশে স্থিতে সতি।

কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ॥

এই শ্লোকাবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে যে কালিদাসের সাধারণত যে সময় দেওয়া হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা তিনি আরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

ব্যাকরণের নাম শুনিলেই যাঁহারা ভয় পাইয়া থাকেন, এরূপ সাধারণ পাঠকবর্গ মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত মহাভাষ্য খানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, সুতরাং তাঁহাদিগকেও আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের নাম শুনিলে অনেকেরই অরুচি জন্মে বটে, আবার তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের অত্যন্ত কর্কশতা দেখিলে ত কথাই নাই। কিন্তু মহাভাষ্য সেই শ্রেণীর গ্রন্থ নহে। ইহা পাণিনি ব্যাকরণের টীকা নহে,

ইহা পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য। ভাষ্য ও টীকা দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু; টীকা'ত প্রধানতঃ শব্দার্থই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, ভাষ্যে প্রধানতঃ বিষয়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হয়—ভাষ্যে অনেক মৌলিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত থাকে, অনেক সময় গ্রন্থকারের মতের বিশিষ্ট সমালোচনাও থাকে। ভাষ্যকার অনেক সময় স্বয়ং সূত্র রচনা করিয়া স্বয়ং আবার তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মহাভাষ্যে ভাষ্যের সকল লক্ষণগুলিই বর্ত্তমান।

গ্রন্থকারের ভাষা এরূপ বিবিধরসে পরিপূর্ণ যে এরূপ একখানি গ্রন্থ সংস্কৃত শাস্ত্র ভাণ্ডারে না থাকিলে একজাতীয় ভাষার সম্পূর্ণ অভাব থাকিয়া যাইত। অনেকানেক পণ্ডিতগণ ইহার ভাষাকে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের ব্যাকরণ বিষয়ে কোনও কথা লিখিতে গিয়া যে এরূপ সরলভাবে এবং রসযুক্তভাবে লিখিতে পারা যায়, তাহা যিনি এগ্রন্থ কখনও পাঠ করেন নাই তিনি কখন মনেও ভাবিতে পারেন কিনা সন্দেহ। বাস্তবিক আমরা ইহা পড়িতে পড়িতে যুক্তির পারিপাট্য, দৃষ্টান্তের সৌন্দর্য্য এবং ভাষার মাধুর্য্য দেখিয়া অনেক সময় পরম আনন্দে বিভোর হইয়াছি।

বাস্তবিক ভাষ্যকার ব্যাকরণের অতি দুরূহ বিষয়গুলি অতি সাধারণ লৌকিক যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছেন বলিয়া পাঠকগণের মনে এই গ্রন্থপাঠকালে একরূপ অনির্ব্বচনীয় রসের উদ্রেক হয়।

নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে আর একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—

গ্রন্থকার এত বড় গ্রন্থখানিতে একটীও "অহং" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই অর্থাৎ সাধারণ লেখকগণ যেখানে "আমি বলিতেছি", "আমার এই মত" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন সেই সেই স্থলে ভাষ্যকার "উচ্যতে" বলা হইতেছে, "ব্রূমঃ" অর্থাৎ আমরা বলিতেছি এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যেরূপ যোগ্য গ্রন্থকার, তাঁহার তদুপযুক্ত নিরভিমানিতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মহাভাষ্য গ্রন্থখানিকে আমরা ব্যাকরণ শাস্ত্র না বলিয়া শব্দশাস্ত্র (Philology) বলিতে ইচ্ছা করি। কারণ, সংস্কৃত ব্যাকরণের যে পদসাধনই আমরা প্রধান উদ্দেশ্য দেখিতে পাই সেই উদ্দেশ্য মহাভাষ্যের কোথাও দৃষ্ট হয় না। বরং ইহার প্রথম আরম্ভেই আমরা "অথ শব্দানুশাসনম্" ইত্যাদির ব্যাখ্যায় শব্দ তত্ত্ব লইয়া গভীর গবেষণা ও বিচারই

দেখিতে পাই। প্রথমতঃ ভাষ্যকার, শব্দ জিনিষটী কি, যুক্তিদ্বারা তাহা ভালরূপ বুঝাইয়া পরে ব্যাকরণ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কি তাহা যথেষ্টরূপ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়াছেন; যেমন একস্থলে দেখাইয়াছেন যে, যদি এই ব্যাকরণ শাস্ত্র না থাকিত তাহা হইলে অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। কারণ সংস্কৃত ভাণ্ডারে যত শব্দ আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সেই স্বল্প কয়েকটি শ্রেণীর জন্য কয়েকটী বিধিমাত্র করা না হইত, যদি প্রত্যেক শব্দের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে প্রয়োগ শিখিতে হইত, তবে মানুষের পরমায়ুতে কুলাইত না। ভাষ্যকার ব্যাকরণ শাস্ত্র শিক্ষার এই উদ্দেশ্য জানাইয়া বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—অনভ্যুপায় এব শব্দানাং এবং হি শ্রূয়তে। বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং...... ...বর্ষশতং জীবতি। অর্থাৎ একটী একটি করিয়া শব্দ পাঠ করিয়া যে শব্দের জ্ঞানলাভ করা, তাহা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ এইরূপ শুনা যায় যে, দেবগুরু বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবপরিমাণের সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত একটি একটি করিয়া শব্দ পাঠ করাইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি সমুদায় শব্দ বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা, ইন্দ্রের ন্যায় ছাত্র, তাহাতে আবার স্বর্গীয় বৎসরের হাজার বৎসর অধ্যয়নের সময়। এরূপ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও যখন তাঁহারা শব্দ পাঠ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, তখন আজকালকার লোক কিরূপে তাহা শেষ করিতে পারিবে? কারণ এখন যাঁহারা খুব বেশী দিন বাঁচেন তাহারা হয়ত ১০০ একশত বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকেন।"

এই সকল যুক্তি দ্বারা ভাষ্যকার সুন্দর বুঝাইয়াছেন যে যদি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়া এক শ্রেণীর বহু সহস্র শব্দকে এক নিয়মে নিবদ্ধ করা যায় তাহাহইলে আর তত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। আরও দেখাইয়াছেন যে, যদি সংস্কৃত ব্যাকরণ না থাকিত তাহাহইলে সংস্কৃতের সংস্কৃতত্ব রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইত। কারণ সংস্কৃত শব্দের অর্থই (সং—কৃ+ক্ত) যাহা সংস্কার প্রাপ্ত কিন্তু সংস্কার্য্য নহে অর্থাৎ যাহাকে আর সংস্কার করিতে হইবে না। কিন্তু ব্যাকরণ না থাকিলে নানাদিক হইতে নানারূপ অপভাষা আসিয়া অতর্কিতভাবে ইহার সহিত মিশ্রিত হইত এবং ইহাকে কলুষিত অর্থাৎ অসংস্কৃত করিত; সেই জন্যই কুলা যেরূপ চাউলকে ঝাড়িতে

থাকিলে তুষ খড় কিছুই আসিয়া তাহাতে পড়িতে পারে না বলিয়া চাউলকে অপরিষ্কৃত করিতে পারে না সেইরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও নিরন্তর সংস্কৃত শব্দ রাশিকে ঝাড়িতেছে বলিয়া ইহাতে অপশব্দ অথবা বিবিধ ম্লেচ্ছ শব্দ আসিয়া মিলিতে পারিতেছে না। এজন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "সক্তুমিবতিতউনা পুনন্তঃ" অর্থাৎ কুলা যেরূপ ছাতুর পবিত্রতা রক্ষা করে ব্যাকরণও শব্দের সম্বন্ধে সেইরূপ।

এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে কোনও ভাষাতে বিজাতীয় শব্দ প্রবেশ করিলে বরং তাহা, সে ভাষার উন্নতির বিষয়ই বলা হইবে; কিন্তু আমরা বলি এই নিয়ম কোন দেশজ ভাষার উন্নতিবিধায়ক হয়ত হউক কিন্তু সংস্কৃত যখন কোনও দেশজভাষা নহে, তখন সংস্কৃতের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণই অবনতির বিষয়। যেহেতু বিবিধ ভাষা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে সংস্কৃত যে কি ভাষা ছিল, তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইতে হইত না।

এই যে সামান্য দুই একটী যুক্তি দেখান হইল, তাহা প্রায় সকল ব্যাকরণের পক্ষেই খাটে, কিন্তু পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করার কয়েকটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—এবং ঐ সকল উদ্দেশ্য ভাষ্যকার অতি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়াছেন। আর্য্যগণের পক্ষে বেদ একটী প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়। বেদে এইরূপ প্রয়োগ ভূরি ভূরি রহিয়াছে যে, একমাত্র পাণিনি ব্যতীত বর্ত্তমান ব্যবহৃত কোনও ব্যাকরণ দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ বেদে যে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত তিন রকম স্বরের ব্যবহার আছে তাহা তাহার অর্থজ্ঞান বিষয়েও যথেষ্ট সহায়ক হইয়া থাকে। বেদের কোন্ স্থলে উদাত্ত স্বর এবং কোন্ স্থলে অনুদাত্ত স্বর হয়, তাহা যদি জানা না থাকে তবে অনেক স্থলে বিপরীত অর্থ হইয়া থাকে; যেমন "স্থূলা-পৃষতীম্" এস্থলে যদি সমাসের মধ্যে যে পদটী পূর্ব্বে আছে সেই পদের স্বর প্রাপ্তি হয় তাহাহইলে বহুব্রীহি সমাস হইবে। সুতরাং সেইস্থলে অর্থ হইবে যে স্থূলা-পৃষতী অর্থাৎ সাদা বিন্দু বিন্দু চিহ্ন আছে যার তাহাকে বুঝাইবে; নতুবা যদি সমাসের অন্তঃস্বর উদাত্ত হয় তাহাহইলে কর্ম্মধারয় সমাস হইবে। সুতরাং অর্থ হইবে—স্থূলা যে পৃষতী অর্থাৎ "মোটামোটা সাদা গোল চিহ্ন"। অতএব স্বরের দ্বারা শব্দের অর্থ জানিতে হইলে পাণিনি অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

পাণিনি অধ্যয়ন দ্বারা মুখকে বাক্ যন্ত্র কেন বলে তাহা বেশ বুঝিতে

পারা যায়। বীণাযন্ত্রে (অথবা আধুনিক হারমনিয়ামে) গান করিতে হইলে, যেমন যখন যে পরদায় অঙ্গুলি নিক্ষেপ করা যায় তখন সেই পরদার ন্যায় একএকটী স্বতন্ত্র স্বর বহির্গত হয়। কখনও এক পরদার স্বর অন্য পরদায় উচ্চারিত হয় না। আমাদের মুখ গহ্বরও ঠিক সেইরূপভাবে নির্ম্মিত। নাভিমূল হইতে একটী বায়ু ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইয়া যখন কণ্ঠে আসিয়া আঘাত লাগে তখন যে অব্যক্ত শব্দ হয় তাহাকে নাদ বলে। কিন্তু বাগিন্দ্রিয় জিহ্বা সেই নাদকে যে স্থানে সংলগ্ন করায় তখন সেই স্থানের ন্যায় শব্দ বহির্গত হয়; এইজন্য যখন বক্তার ইচ্ছানুসারে ঐ নাদ গলদেশে সংলগ্ন হয়, তখন তাহাকে তালব্য বর্ণ বলে। এইরূপে মূর্দ্ধাদেশে সংলগ্ন মূর্দ্ধন্য, দন্ত স্থানে সংলগ্নকে দন্ত্য এবং ওষ্ঠ স্থানে সংলগ্নকে ওষ্ঠ্যবর্ণ বলে।

শ্বাস বহির্গত হইবার সময় সর্ব্বাগে কণ্ঠদেশে আঘাত লাগে, এজন্য কণ্ঠ দেশোদ্ভব কবর্গই সংস্কৃত বর্ণমালায় সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী স্থান তালুতে চ বর্গ, তৎপরবর্ত্তী মূর্দ্ধাস্থানে ট বর্গ, তৎপরবর্ত্তী দন্ত স্থানে তবর্গ এবং সর্ব্বশেষে ওষ্ঠ স্থানে পবর্গ উচ্চারিত হয় বলিয়া যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপে আবার কবর্গের মধ্যেও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প আয়াসসাধ্য বলিয়া প্রথম বর্ণ অল্প প্রাণ প্রযত্নবিশিষ্ট ক, দ্বিতীয় বর্ণ মহাপ্রাণ বিশিষ্ট খ এইরূপ ঘোষ, নাদ প্রভৃতির প্রযত্নের ভেদ প্রযুক্ত বর্ণের ভেদ হইয়া যথাযথ স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাভাষ্য প্রভৃতি আলোচনাদ্বারা যে, সংস্কৃত বর্ণমালার সংস্থান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত, একটী অক্ষর ও বিপর্য্যয় বা স্থানভ্রষ্ট হইলে বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়।

অন্যান্য ব্যাকরণে সন্ধি প্রভৃতিতে যে সূত্রগুলি মুখস্থ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য বিশেষ করিয়া বুঝান হয় নাই। পাঠকগণকে যেন জোর করিয়া কতগুলি নিয়ম শিখিতে বাধ্য করা হয়; কিন্তু পাণিনির প্রদর্শিত পন্থা এ বিষয়ে অতিযুক্তিযুক্ত এবং রমণীয়। ভাষ্যকার তাহার রমণীয়তা আরও বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন। যেমন "ইকোযণচি" একটী সূত্র। এই সূত্রে আমরা দেখিতে পাই যে ইক্ অর্থাৎ ই উ ঋ ৯ স্থানে যণ্ অর্থাৎ য ব র ল হয় তাহার জন্য পাণিনি আর একটী সূত্র করিয়াছেন "স্থানে হন্তরতমঃ অর্থাৎ যাহার প্রসঙ্গে যে বর্ণ আদেশ হইবে তাহা তাহাদের সদৃশতম হয়।

ভাষ্যকার উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে "রাজসভায় নানা রকমের লোক যায়, তন্মধ্যে যেখানে বিদ্বানেরা বসিয়াছেন অপর বিদ্বানেরাও সেই স্থানে যাইয়া বসেন। এইরূপে ধনীর নিকটে ধনী, বলবানের নিকটে বলবান্ বসিয়া থাকে। কেবল যে মানুষের মধ্যে এই নিয়ম তাহাই নহে জড়ের মধ্যেও এই নিয়ম দেখা যায়। মাটীর ঢিল উপরে ছুড়িলে ফিরিয়া সে মাটীতেই আসিয়া মেশে; কিন্তু জল মিশে জলের সঙ্গে। সেইরূপ এই স্থলেও ইকারের স্থান যে তালু, যকারের সঙ্গে বেশী সদৃশ বলিয়া বকার বা লকার না হইয়া যকারই হইল। এইরূপ উকার ও বকারের ওষ্ঠ স্থান বলিয়া উকার স্থানে বকার হইয়া থাকে। সন্ধিতত্ত্ব ভাবিয়া দেখিলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, যখন সংহিতা হয়, অর্থাৎ দুইটী বর্ণ খুব নিকটবর্ত্তী হয় তখন তাড়াতাড়ি বলিতে গেলে তাহা সন্ধির স্থায় বর্ণব্যত্যয়াদি না হইয়াই পারে না। যেমন ই'র পরে অ বলিতে গেলেই তাড়াতাড়ি উচ্চারণের সময় য় অর্থাৎ য হইয়া পড়ে। এইরূপ অ'র স্থান কণ্ঠ ই'র স্থান তালু এজন্যই উভয়ের সহিত মিলন হইলে কণ্ঠ এবং তালু উভয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট একার হইয়া পড়ে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ সমূহ একসঙ্গে উচ্চারণ করিতে গেলে মানুষ প্রকৃতির নিয়মানুসারে যেরূপভাবে শব্দ সমূহ উচ্চারণ করিতে বাধ্য হয়, সন্ধি সমূহ (অধিকাংশ স্থলেই) তাহা ভিন্ন আর কিছু নহে।

পূর্ব্বে, শব্দকে নিত্য বলিলে তাহা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া আমাদের মনে হইত; কিন্তু মহাভাষ্যপাঠের পরে তাহার যুক্তি ও বিচার দেখিয়া আমাদের সে ধারণা দূর হইয়াছে। এইরূপ কত বিষয়ে বিরুদ্ধ ধারণা যে মহাভাষ্য পাঠে আমাদের দূর হইয়াছে তাহা আমরা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা ভাষার পূর্ব্বে ব্যাকরণ বলিতেন তাঁহাদের মতও যে মহাভাষ্যকারের মতবিরুদ্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা গিয়াছে।

মহাভাষ্য পাঠে সেই সময়ের আচার ব্যবহার দেশের রীতি নীতিও অনেক জানিতে পারা যায়; যেমন সেই সময়ে অনেকে তিনখানি সরু কাঠ বা কঞ্চি ঠেকাঠেকি করিয়া সুতা দিয়া বাঁধিয়া তাহাতে প্রদীপ রাখিত, গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর থাকিত; সেই সময়ের রাজারা বিদেশে রাজ্য জয় করিতে গমন করিলে গাড়ীতে করিয়া নৌকা লইয়া যাইত। কারণ রাস্তায় যদি কোন ছোট নদী পড়ে তাহা হইলে শত্রুগণ অশ্রুই তাহাদিগকে

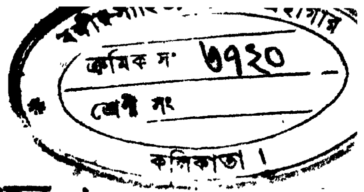
পার করিবে না। সুতরাং ঐ নৌকা দ্বারাই সেই স্থলে সৈন্য এবং গাড়ী পার করিত বা রাজধানীর চতুর্দ্দিকের পরিখা পার হইত। সুরাপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, কাপালিক বা সেইরূপ বেশধারী একরূপ নরহত্যাকারী লোক ছিল; যাহারা গলায় মালা, কপালে রক্তচন্দনাদি ফোঁটা ব্যবহার করিত ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই মহাভাষ্যকারের ভাষার প্রাঞ্জলতার বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। উহার ভাষা এইরূপ প্রাঞ্জল হইবার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি পাণিনির সূত্র লইয়া প্রতিদিন ছাত্রগণকে যাহা পড়াইতেন এবং ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহা উত্তর দিতেন তাহাই এক্ষণে মহাভাষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। উহা কথোপকথনের ভাষা বলিয়াই উহার ভাষা এত সরল। কিন্তু সেই সময়ের ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন বলিয়াই তাহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের প্রত্যুত্তর এখনকার পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। এই জন্যই মহাভাষ্যের ভাষা অতি সরল; কিন্তু বিচার অতি কঠিন এবং ইহাতে ন্যায়দর্শনের যুক্তি, তর্ক, ফাঁকি প্রভৃতি দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন, নব্য ন্যায়ের যে বিচার পদ্ধতি, তাহা মহাভাষ্যের অনুকরণেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি এক অহ্নে অর্থাৎ দিনে ছাত্রগণকে যতটুকু পড়াইতেন ততটুকুর নাম এক আহ্নিক হইয়াছে। এইরূপে পাণিনি প্রণীত প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদটি নয় দিনে পড়াইয়াছিলেন বলিয়া, ইহাকে নবাহ্নিক মহাভাষ্য বলে। আজকাল যে সমস্ত স্থানে মহাভাষ্যের পঠনপাঠন প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই নবাহ্নিকের অতিরিক্ত অধীত হয় না বলিয়া এবং নবাহ্নিক বুঝিতে পারিলে অপরাপর আহ্নিক বিদ্যার্থিগণ স্বয়ংই বুঝিতে পারেন বলিয়া সম্প্রতি নবাহ্নিকই অনূদিত হইল। যাঁহারা নিতান্ত রমণীয় সংস্কৃতে এবং সংস্কৃত ধাতের সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মহাভাষ্য একখানি অতি আদরের সামগ্রী।)

বিনীত—

শ্রীমোক্ষদাচরণ শর্ম্মা।



মহাভাষ্যম্।

প্রথমাহ্নিকম্।

ওঁ নমঃ শ্রীমহর্ষিভ্যঃ পাণিনিকাত্যায়নপতঞ্জলিভ্যঃ॥

॥ ওঁ ॥

ভাষ্য মূল।

অথ শব্দানুশাসনম্। অথেত্যয়ং শব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে। শব্দানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। কেষাং শব্দানাম্? লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চ। তত্র লৌকিকাস্তাবদ্ গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্মৃগো ব্রাহ্মণ ইতি। বৈদিকাঃ খল্বপি। "শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে।" "ইষেত্বোর্জেত্বা"। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।" "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে"। ইতি।

বঙ্গানুবাদ।

শব্দানুশাসন অর্থাৎ শব্দনিরূপণ শাস্ত্র। "অথ" এই শব্দটী অধিকারার্থ অর্থাৎ আরম্ভবোধক। শব্দানুশাসন নামক শাস্ত্র আরম্ভ করিলাম জানিবে। কোন্ শব্দের অনুশাসন? লৌকিক ও বৈদিক শব্দসমূহের। তন্মধ্যে লৌকিক-শব্দসমূহ; যথা,—গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী, শকুনি, মৃগ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বৈদিক-শব্দসমূহ; যথা,—"শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" "ইষেত্বোর্জেত্বা" "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি।

ভাষ্য মূল।

অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ? কিং যৎ সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণ-রূপং স শব্দঃ? নেত্যাহ, দ্রব্যং নাম তৎ। যৎ তর্হি তদিঙ্গিতং চেষ্টিতং নিমিষিতমিতি স শব্দ? নেত্যাহ, ক্রিয়া নাম সা। যৎ তর্হি তচ্ছুক্লো নীলঃ কপিলঃ

কপোত ইতি স শব্দঃ? নেত্যাহ, গুণো নাম সঃ। যৎতর্হি ভিন্নেষ্বভিন্নং ছিন্নেষ্বচ্ছিন্নং সামান্যভূতং স শব্দঃ? নেত্যাহ, আকৃতির্নাম সা।

বঙ্গানুবাদ।

"গৌঃ" (গো) এই স্থলে শব্দ কোন্‌টি? যাহা গলকম্বল-লাঙ্গুল-ককুদ-খুর ও শৃঙ্গবিশিষ্ট তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে দ্রব্য বলে। তবে, যাহা তাহার ইঙ্গিত, চেষ্টা ও নিমেষ প্রভৃতি, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে ক্রিয়া বলে। তবে, যাহা শুক্ল, নীল, কপিল, কপোত প্রভৃতি বর্ণ, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে গুণ কহে। তবে যাহা ভিন্ন বস্তুতেও অভিন্ন থাকে, বস্তু ছিন্ন হইলে অর্থাৎ নষ্ট হইলেও ছিন্ন হয় না এবং সামান্যভূত অর্থাৎ জাতির ন্যায়, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে আকৃতি কহে। (১)

ভাষ্য মূল।

কস্তর্হি শব্দঃ? যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি, স শব্দঃ। অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। তদ্ যথা শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীঃ, শব্দকার্য্যয়ং মাণবক ইতি, ধ্বনিং কুর্ব্বন্নেবমুচ্যতে। তস্মাদ্ ধ্বনিঃ শব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

তবে শব্দ কোন্‌টি? যাহা উচ্চারণ করিলে গলকম্বল-লাঙ্গুল-ককুদ-খুর-শৃঙ্গবিশিষ্টের জ্ঞান হয়, তাহাকে শব্দ কহে। অথবা যে ধ্বনির দ্বারা জগতে পদার্থের প্রতীতি জন্মে, সেই ধ্বনিকে শব্দ কহে। যেমন, "শব্দ কর," "শব্দ করিও না," "এই বালক শব্দকারী," এই সকল স্থলে যে শব্দ করে, তাহাকেই ঐরূপ বলা হয়। অতএব ধ্বনিই শব্দ।

(১) একটী গরুতে যেমন আকৃতি থাকে, অপর গোসমূহেও তদ্রূপ আকৃতি আছে। গোত্বজাতি যেমন একই প্রকার, তদ্রূপ গবাকৃতিও একই প্রকার। যেমন, ঘটটি ভগ্ন হইলেও ঘটত্ব জাতি একেবারে যায় না, উহা নিত্য, তদ্রূপ গবাকৃতিও নিত্য।

ভাষ্য মূল।

কানি পুনঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি? রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্। (রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।) লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ্‌ বেদান্‌ পরিপালয়িষ্যতীতি। ঊহঃ খল্বপি। ন সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্ন চ সর্ব্বাভিঃ বিভক্তিভির্বেদে মন্ত্রা নিগদিতাস্তে চাবশ্যং পুরুষেণ যজ্ঞগতেন যথাযথং বিপরি-ণময়িতব্যাস্তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম্। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। আগমঃ খল্বপি। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানঞ্চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি। লঘ্বর্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়া ইতি। নচান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্। অসন্দেহার্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি, স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেতেতি। তস্যাং সন্দেহঃ, স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ স্থূলপৃষতী, স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূল-পৃষতীতি। তাং নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং, ততো বহুব্রীহিঃ, অথ সমাসান্তোদাত্তত্বং ততস্তৎপুরুষঃ।

বঙ্গানুবাদ।

শব্দানুশাসনের প্রয়োজন কি? রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ, ইহারাই প্রয়োজন। বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। যিনি লোপ (১), আগম (২) ও বর্ণবিকার (৩) জানেন, তিনিই বেদ সকলকে সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করিবেন (৪)। বেদে মন্ত্রসমূহ সকল লিঙ্গানুসারে ও সকল

---

(১) বর্ণের অদর্শন হওয়াকে লোপ কহে।

(২) যে বর্ণ নাই, তাহার উপস্থিতিকে আগম কহে।

(৩) এক বর্ণ অন্যবর্ণে পরিবর্ত্তিত হওয়াকে বর্ণবিকার কহে।

(৪) লোপ, আগম ও বর্ণবিকারের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে লোপ ও আগমের উদাহরণ যথা,—"দেবা অদুহ্রত"। "অদুহ্রত" এই পদটি দুহ্

বিভক্তি অনুসারে উক্ত হয় নাই, পুরুষকে যজ্ঞ করিতে বসিয়া অবশ্যই যে স্থলে যে মন্ত্র যেরূপ হইতে পারে, সেই স্থলে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। ইহাকেই উহ কহে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ মন্ত্র সকলকে যথার্থরূপে বদ্‌লাইয়া লইতে পারে না; অতএব ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত (১)। বেদেও উক্ত আছে, "ব্রাহ্মণ কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া

ধাতুর লঙ্ বিভক্তির প্রথমপুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। হুহ্ ধাতুর লঙের ঝস্থানে অৎ আদেশ ও "অট্" আগম করিলে "অহুহ্+অত" এইরূপ হইল। (আধুনিক কলাপ, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণানুসারে "ঝ্" স্থানে "অৎ" আদেশ না করিয়া একেবারে "অত" প্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে।) তৎপরে "লোপস্ত আত্মনেপদেষু।" এই নিয়মানুসারে তকারের লোপ হইয়া "অহুহ্+অ" এইরূপ হইল। তৎপরে, "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রানুসারে "রুট্" করিয়া "অহুহ্র" হইল। বেদে এই পদ ব্যবহৃত হয়। (লৌকিক প্রয়োগে হুহ্ ধাতুর লঙ্ বিভক্তির প্রথম পুরুষের বহুবচনে "অহুহত" এইরূপ হয়।) বর্ণবিকারের উদাহরণ; যথা, "উৎ" পূর্ব্বক "গ্রহ" ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করিলে "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসিহস্যেতি বক্তব্যম্।" এই নিয়মানুসারে "হ" স্থানে "ভ" হইয়া "উদ্‌গ্রাভ" এইরূপ হয়। লৌকিক প্রয়োগে "উৎ" পূর্ব্বক "গ্রহ" ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করিলে "উদ্‌গ্রাহ" এইরূপ হয়। অতএব, যিনি বৈদিক ব্যাকরণ না জানেন, তিনি কি প্রকারে বৈদিকপ্রয়োগ সমূহের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিবেচনা করিয়া বেদপাঠ করিতে সক্ষম হইবেন?

(১) বেদে অগ্নি দেবতার চরু নির্ব্বপণের মন্ত্র আছে;—"অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" এবং স্থানান্তরে উক্ত আছে,—"সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদ্‌ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ কামনা করিয়া সূর্য্যদেবতার চরু নির্ব্বপণ করিবে। এই স্থলে ঐরূপ মন্ত্র নিরূপণ করা হয় নাই; কিন্তু এই স্থলেও ঐরূপ "সূর্য্যায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি।" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র না জানেন,

অর্থাৎ ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ষড়ঙ্গের (১) সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবেন ও তাহাতে জ্ঞান লাভ করিবেন; তাহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।' ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান। প্রধান বিষয়ে যত্ন করিলেই তাহাতে ফল লাভ হয়। লঘু উপায়ে শব্দ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হয়; এই কারণ বশতঃও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। শব্দ সকল ব্রাহ্মণের অবশ্যই জানা উচিত। কিন্তু, ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতীত লঘু উপায়ে শব্দ সকল উত্তম রূপে জানিতে পারা যায় না। সন্দেহ নিরাসের নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, "স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত।' স্থূল বিন্দুগাভীকে অগ্নিবরুণ দেবতার যজ্ঞে হিংসা করিবে। এই শ্রুতিতে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, "স্থূলপৃষতী" এই পদে স্থূল এইরূপ পৃষতী "স্থূলপৃষতী" এইরূপে কর্ম্মধারয় সমাস হইবে অথবা স্থূল এইরূপ পৃষৎ অর্থাৎ বিন্দু যাহার সে "স্থূলপৃষতী" এইরূপে বহুব্রীহি সমাস হইবে? সেই শ্রুতির অর্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি স্বরের দ্বারা বিনির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন। যদি পূর্ব্বপদের প্রকৃতির স্বর হয়, তাহা হইলে বহুব্রীহি সমাস হইবে; এবং যদি সমাসান্তস্বর উদাত্ত হয়, তাহা হইলে তৎপুরুষ সমাস হইবে (২)।

তিনি কি প্রকারে ঐ উহ সকলকে অর্থাৎ মন্ত্রের পরিবর্ত্তন সকলকে জানিতে সমর্থ হইবেন?

(১) বেদের অঙ্গ ছয়টি; যথা,—শিক্ষা, অর্থাৎ উচ্চারণ করিবার শাস্ত্র. কল্প অর্থাৎ যজ্ঞাদি নিরূপণ শাস্ত্র, ব্যাকরণ শাস্ত্র, ছন্দঃশাস্ত্র, এবং নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দাভিধান।

(২) কর্ম্মধারয় সমাস তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত। আমাদিগের বঙ্গদেশে স্বরানুসারে অধ্যয়নের রীতি এক্ষণে প্রচলিত নাই। কিন্তু এই রীতি প্রচলিত থাকিলে অর্থবোধের বিশেষ সৌকর্য্য হয়। ইহা আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব।

ভাষ্য মূল।

ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি। তেঽসুরাঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ। যদধীতম্। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। অবিদ্বাংসঃ। বিভক্তিং কুর্বন্তি। যো বা ইমাম্। চত্বারি। উতত্বঃ। সক্তুমিব। সারস্বতীম্। দশম্যাং পুত্রস্য। সুদেবো অসি বরুণ ইতি।

তেঽসুরাঃ। "তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূবুস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ"। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। তেঽসুরাঃ।

বঙ্গানুবাদ।

এবং এই বক্ষ্যমাণ প্রমাণ সকলও শব্দ শাস্ত্রের প্রয়োজন। "তেঽসুরাঃ"—সেই অসুরগণ। "দুষ্টঃ শব্দঃ"—দোষযুক্ত শব্দ। "যদধীতম্"—যাহা অধ্যয়ন করা হয়। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে"—যে প্রয়োগ করে। "অবিদ্বাংসঃ"—বিদ্যাবিহীন লোকেরা। "বিভক্তিং কুর্বন্তি"—বিভক্তি প্রয়োগ করে। "যো বা ইমাম্"—যিনি এই। "চত্বারিঃ"—চারি। "উতত্বঃ"—অপর লোকও। "সক্তুমিব"—সক্তুর ন্যায়। "সারস্বতীম্"—সরস্বতীসম্বন্ধীয়। "দশম্যাং পুত্রস্য"—দশম দিবসের পরে পুত্রের। "সুদেবো অসি বরুণঃ"—বরুণ! তুমি সুদেব (১)।

তেঽসুরাঃ।—সেই অসুরগণ "হে অলয়ঃ! হে অলয়ঃ" (২)! "হে অরিগণ! হে অরিগণ!" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরাভূত হইয়াছিল; সেই জন্য, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাচারী হইবেন না; অপশব্দ (অশুদ্ধ শব্দ) প্রয়োগ করিবেন না। এই যে অপশব্দ, ইহাই ম্লেচ্ছ অর্থাৎ ম্লেচ্ছাচার। ম্লেচ্ছ না হই, এই নিমিত্ত ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। "তেঽসুরাঃ" (সেই অসুরগণ) এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

---

(১) এই উদ্ধৃত অংশ সকল প্রমাণ বাক্যের অংশ। এই সকল প্রমাণ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

(২) "হে অরয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতা বশতঃ "হে অলয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছিল এবং "হৈ হে প্রয়োগে হৈহয়োঃ।" এই সূত্রানুসারে

ভাষ্য-মূল।

দুষ্টঃ শব্দঃ। "দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।" দুষ্টান্ শব্দান্ মা প্রযুক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। দুষ্টঃ শব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

দুষ্টঃ শব্দঃ।—স্বরদ্বারা অথবা বর্ণদ্বারা দোষযুক্ত শব্দ (অর্থাৎ যে শব্দ প্রয়োগে স্বরের অথবা বর্ণের দোষ থাকে, সেই শব্দ) মিথ্যা প্রযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হয়, স্বরের এবং বর্ণের দোষবশতঃ অপর অর্থ বুঝাইয়া) সেই অর্থ (অর্থাৎ প্রয়োগকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ) প্রকাশ করে না। সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানকে বিনষ্ট করে; যেমন স্বর প্রয়োগের দোষে "ইন্দ্রশত্রু" এই শব্দ যজমানের অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল" (১)। দোষযুক্ত শব্দ প্রয়োগ না করি, এই নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। "দুষ্টঃ শব্দ" 'দোষযুক্ত শব্দ' এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

এই স্থলে "হে" এই পদটির স্বর প্লুত। "প্লুত প্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্" এই সূত্রানুসারে প্লুতস্বরের সন্ধি হয় না। অজ্ঞতাবশতঃ "হেলয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া সন্ধির নিয়মানুসারে অকারের লোপ করিয়া অশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়াছিল।

(১) এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে, বৃত্রাসুরের পিতা ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বধসাধনের নিমিত্ত একটী যজ্ঞ করেন; তাহাতে পুরোহিত "ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধস্ব" এই স্থলে তৎপুরুষ সমাসের স্বরের পরিবর্ত্তে বহুব্রীহি সমাসের স্বর উচ্চারণ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য বৃত্র ইন্দ্রের শত্রু না হইয়া ইন্দ্র বৃত্রের শত্রু হইয়াছিলেন।

ভাষ্য মূল।

যদধীতম্। "যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ।" তস্মাদনর্থকং মাধিগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যদধীতম্।

বঙ্গানুবাদ।

"যদধীতম্"—"যাহা অধ্যয়ন করা হয়"।—সম্পূর্ণরূপে জানা নাই (অর্থাৎ যাহার স্বরাদির বা অর্থের বোধ নাই) কেবল শব্দ দ্বারা উচ্চারণ করা হয় মাত্র; এইরূপ যাহা অধ্যয়ন করা হয়। তাহা অগ্নিবিহীন ভস্মে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কখনই প্রজ্বলিত হয় না (অর্থাৎ তাদৃশ অধ্যয়ন নিষ্ফল)। অতএব অনর্থক অধ্যয়ন না করি, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "যদধীতম্ (যাহা অধ্যয়ন করা হয়) এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে। সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥" কঃ, বাগ্‌যোগবিদেব। কুত এতৎ? যো হি শব্দান্ জানাতি অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব হি শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্ যথা,—গৌরিত্যস্য গাবীগোণীগোতাগোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ। অথ যোঽবাগ্‌যোগবিদ্ অজ্ঞানং তস্য শরণম্। বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যন্তায় অজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি। যোঽজানন্ বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ সোঽপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবং তর্হি সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ। কঃ, অবাগযোগ্‌বিদেব।

বঙ্গানুবাদ।

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" (যিনি প্রয়োগ করেন)—যে কুশল (অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগে নিপুণ ব্যক্তি) ব্যবহার কালে শব্দ সকলকে যথাযথরূপে বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ

করেন (অর্থাৎ যে স্থলে যে শব্দ যেরূপে প্রযুক্ত হওয়া উচিত সে স্থলে সেই শব্দ সেইরূপেই প্রয়োগ করেন), তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন; বাগ্‌যোগবিদ্‌ব্যক্তি (অর্থাৎ যিনি শব্দের যথার্থ ব্যবহার জানেন, তিনি) অপশব্দ প্রয়োগ দ্বারা দূষিত হয়েন। কে দূষিত হয়েন? বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তিই দূষিত হয়েন। কেন ইহা হয়? যিনি শব্দ জানেন, সেইব্যক্তি অপশব্দও জানেন, যেরূপ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম হয়, তদ্রূপ অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম আছে। অথবা অধিক অধর্ম্মই উপস্থিত হয়। অপশব্দ অত্যন্ত অধিক, শব্দ অল্প সংখ্যক। এক একটি শব্দের আবার অনেকগুলি অপভ্রংশ শব্দ আছে। যেমন "গো" এই শব্দের গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা (১) ইত্যাদি অপভ্রংশ শব্দ। অথবা যিনি অবাগ্‌যোগবিৎ (অর্থাৎ যিনি শব্দের যথার্থ ব্যবহার জানেন না) অজ্ঞানই তাঁহার আশ্রয়। ইহা বিষম কথা। অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় হইতে পারে না। "যে না জানিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করে অথবা সুরাপান করে; সেও পতিত হয়।" অতএব তবে তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন, বাগ্‌যোগবিৎ ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ দ্বারা দূষিত হয়েন।" কে? অবাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তিই।

ভাষ্য-মূল।

অথ যো বাগ্‌যোগবিদ্ বিজ্ঞানং তস্য শরণম্। ক পুনরিদং পঠিতম্। ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ, কিঞ্চ ভোঃ শ্লোকা অপি প্রমাণম্। কিং চাতঃ। যদি শ্লোকা অপি প্রমাণময়মপি প্রমাণং ভবিতুমর্হতি।

যদুদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ॥

ইতি। প্রমত্তগীত এষ তত্রভবতো যস্ত্বপ্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে।

অবিদ্বাংসঃ। "অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যেন প্লুতিং বিদুঃ। কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেৎ॥" অভিবাদে স্ত্রীবন্মাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। অবিদ্বাংসঃ।

(১) প্রাকৃত ভাষায় এই গুলির ব্যবহার আছে।

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি শব্দ প্রয়োগে জ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞানই তাহার আশ্রয় (অর্থাৎ বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তি শব্দ ও অপশব্দ এই উভয় জানিয়াই শব্দ প্রয়োগ করেন, অপশব্দ প্রয়োগ করেন না; তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক প্রয়োগ করেন, এই হেতু তিনি অভ্যুদয়ভাগী হয়েন।) কোন স্থলে এই বাক্য পঠিত হইয়াছে? ভ্রাজ নামক শ্লোক আছে তাহাতে, শ্লোকও আপনার প্রমাণ হইবে? ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ? যদি শ্লোকও প্রমাণ হয়, তবে ইহাও প্রমাণ হইবে,—"তাম্রবর্ণ ঘটির (১) অত্যধিকসংখ্যক পান করিলেও স্বর্গলাভ হয় না; তবে, তাহা কেন যজ্ঞগত করা হয় (২)।" ইহা আপনার প্রমত্তবাক্য; যাহা প্রমত্ত বাক্য নহে, তাহা প্রমাণ (৩)। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" 'যিনি প্রয়োগ করেন' এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

"অবিদ্বাংসঃ" "বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি"—"যাহারা প্রত্যভিবাদন বাক্যে নামের প্লুতস্বর (৪) জানেনা তাহারা বিদ্যাবিহীন, তাহাদিগের সমীপে যেরূপ স্ত্রীলোকের সমীপে বলা হয়, তদ্রূপ "অয়মহম্" "এই আমি" এইরূপ বলিবে (৫)। অভিবাদন বাক্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় না হই; এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "অবিদ্বাংসঃ" বিদ্যাহীন ব্যক্তি এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

---

(১) ঘটি শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র ঘট। এস্থলে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ঘটিশব্দের অর্থ সুরাপূর্ণ পাত্র বুঝাইতেছে।

(২) এই শ্লোকটি সৌত্রামণিনামকযাগেসুরাপানের দোষ প্রকটিত করিতেছে।

(৩) কাত্যায়নোক্ত ভ্রাজনামক শ্লোক মধ্যে পঠিত "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে"... এই শ্লোকের শ্রুতি প্রমাণ আছে। যথা,—"একঃশব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ সুষ্ঠুঃ প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ভবতি।" একটী শব্দ সুন্দররূপে জ্ঞাত হইয়া উত্তমরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহা স্বর্গলোকে কামবর্ষী হয়। অতএব উক্ত ভ্রাজনামক শ্লোক প্রমত্তবাক্য নহে।

(৪) তিন মাত্রা যুক্ত স্বরকে প্লুতস্বর কহে।

(৫) ইহার নিয়ম "প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে। ৮।২।৮৩।" এই সূত্রে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত আছে।

ভাষ্য-মূল ।

বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি "প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ' ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুম্। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি।

বঙ্গানুবাদ।

"বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি"—"বিভক্তি প্রয়োগ করেন !"—যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, "প্রযাজাঃসবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ।" প্রযাজমন্ত্র সকল বিভক্তিযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবে। ব্যাকরণ শাস্ত্র ব্যতিরেকে প্রযাজ মন্ত্র সকলকে বিভক্তি যুক্ত করিতে পারা যায় না। "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি" "বিভক্তি প্রয়োগ করেন।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল ।

যো বা ইমাম্। "যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি। আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যো বা ইমাম্।

বঙ্গানুবাদ।

"যো বা ইমাম্।" "যিনি এই বাক্যকে।"—"যিনি এই বাক্যকে পদানুসারে স্বরানুসারে ও বর্ণানুসারে ব্যবহার করেন, তিনি আর্ত্বিজীন অর্থাৎ যাজক বা যজমান হয়েন।" যাজক বা যজমান হইবে, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "যো বা ইমাম্।" "যিনি এই বাক্যকে।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্যমূল।

চত্বারি। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ ॥' ইতি।

চত্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদাঃ। ত্রয়ঃকালা ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাঃ। দ্বে শীর্ষে দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃকার্য্যশ্চ। সপ্তাহস্তাসো অস্য। সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ত্রিধাবদ্ধস্ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। বৃষভোবর্ষণাৎ। রোরবীতি শব্দংকরোতি কুত এতদ্ রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। মহোদেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশেতি। মহান্ দেবঃ

শব্দোমর্ত্যা মরণধর্ম্মাণোমনুষ্যাস্তানাবিবেশ মহতা দেবেন নঃ সাম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

বঙ্গান্‌বাদ।

"চত্বারি।" ("চারি।")—"ইহার চারি শৃঙ্গ, তিন চরণ ও দুই মস্তক। ইহার সপ্ত হস্ত। ত্রিভাগে বদ্ধ, বৃষস্বরূপ, মহান্‌দেব শব্দ রব করিতেছেন এবং মনুষ্যসকলে আবিষ্ট হইতেছেন।"

চারিটি শৃঙ্গ,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিপ্রকার পদ [illegible]ই শব্দরূপ বৃষের শৃঙ্গ। তিনটি চরণ, অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই তিন কালই ইহার চরণ। দুই মস্তক,—নিত্য ও কার্য্য (১) এই দুইপ্রকার শব্দ রূপই ইহার দুইটি মস্তক। ইহার সাতটি হস্ত,—সাতপ্রকার বিভক্তি—(২) তিন অংশে বদ্ধ—বক্ষোদেশ, শিরোদেশ ও কণ্ঠদেশ এই তিন স্থানে বদ্ধ অর্থাৎ এই তিন স্থান অবলম্বন করিয়াই শব্দসমূহ সমুৎপন্ন হয়, এই কারণ বশতঃই উক্ত তিন প্রকার স্থানই ইহার বন্ধনস্থান।)। বর্ষণ করেন অর্থাৎ অভীষ্ট পূরণ করেন, এই কারণবশতঃই ইহাকে বৃষ কহা যায়। "রোরবীতি" অর্থাৎ শব্দ করেন। কেন, এইরূপ বলিলে? (অর্থাৎ "রোরবীতি" এই এই পদের অর্থ শব্দ করেন" এই বাক্য হইল কেন?) রু ধাতু শব্দকর্ম্মক (অর্থাৎ রুধাতু প্রয়োগ করিলেই শব্দ তাহার কর্ম্মরূপে অন্তর্নিহিত থাকে মহান্‌ দেব মর্ত্ত্যসমূহে আবিষ্ট হইয়াছেন,—মহান্‌দেব অর্থাৎ শব্দ, মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্যসকলে আবিষ্ট অর্থাৎ অবস্থিত আছেন। মহান্‌দেবের সহিত (৩) আমাদিগের যাহাতে সাম্য উপস্থিত হয়, তন্নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

---

(১) যাহা ব্যঙ্গ অর্থাৎ প্রকাশ্য; তাহা নিত্যশব্দ এবং ব্যঞ্জক অর্থাৎ প্রকাশক, তাহা কার্য্যশব্দ।

(২) সাতপ্রকার বিভক্তি; যথা,—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

(৩) এই স্থলে ভাষ্যপ্রদীপকার কৈয়ট "মহান্‌ দেব" ইহার অর্থ পরমব্রহ্ম বলিয়াছেন।

ভাষ্য-মূল।

অপর আহ। "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদু ব্রা্হ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহাত্রীনি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥" চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি। চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ তানি বিদুর্ব্রা্হ্মণা যে মনীষিণঃ। মনস ঈষিনো মনীষিণঃ। গুহাত্রীনি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি

গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টন্তে ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। তুরীয়ং বা এতদ্বাচোযন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে। চতুর্থমিত্যর্থঃ। চত্বারি।

বঙ্গানুবাদ।

অপর কেহ বলেন;—"চারিপ্রকার পদ বাক্যপরিমিত, যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী, তাঁহারাই সেই সকলকে অর্থাৎ বাক্যসকলকে জানেন। ইহাদিগের তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে,তাহা ঈঙ্গিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থ ভাগ ব্যবহার করে।" চারি প্রকার, বাক্যপরিমিত পদ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারি প্রকার পদ সমষ্টিই বাক্য (১) যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী তাঁহারাই সেই সকলকে জানেন। যাঁহারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন তাঁহারাই মনীষী। তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে তাহা ঈঙ্গিত হয় না;—গুহাতে অজ্ঞানেতে তিনভাগ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ঈঙ্গিত হয় না, কার্য্যকারী হয় না অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থ ভাগ ব্যবহার করে;—"মনুষ্য লোকে যাহা আছে; ইহার বাক্যের তুরীয় অংশ আছে (২)।" তুরীয় অর্থ চতুর্থ। "চত্বারি।" "চারি।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

---

(১) মূলে আছে,—"বাক্‌পরিমিতা পদানি।" "বাক্‌পরিমিতা" এইটি বৈদিক প্রয়োগ। লৌকিক ভাষায় এই স্থলে 'বাক্‌পরিমিতানি' এইরূপ প্রয়োগ হইবে এই স্থলে কৈয়ট পরিমিত শব্দের অর্থ পরিচ্ছিন্ন বলিয়াছেন। অতএব "চারি প্রকার পদ বাক্ পরিমিত।" অর্থাৎ চারি প্রকার পদসমষ্টিই বাক্য।

(২) "তুরীয়ং বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে।" এইটি শ্রুতি। ইহা প্রামাণ্যের নিমিত্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।" ইহার ব্যাখ্যা নহে।

ভাষ্যমূল।

উতত্বঃ।—"উতত্ব পশ্যন্ন দদর্শ বাচ-
মুতত্ব শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥"

অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যে নামিতি। অবিদ্বাংসমাহার্দ্ধম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে তনুং বিবৃণুতে। জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। তদ্যথা জায়া পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। এবং বাগ্ বাগ্বিদ্ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। বাঙ্নো বিবৃণুয়াদাত্মানমিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। উতত্বঃ।

বঙ্গানুবাদ।

"উতত্বঃ।" ("অন্ত এক ব্যক্তি।") অন্ত এক ব্যক্তি বাক্যকে দেখিয়া ও দেখেন না (অর্থাৎ প্রত্যক্ষে শব্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াও অর্থজ্ঞানের অভাবে বোধগম্য করিতে পারেন না।)। অপর কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেনা (অর্থাৎ অর্থজ্ঞানের অভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না।) এই অর্দ্ধ ঋক্ বিদ্যা বিহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হইল। পতিলাভার্থিনী জায়া যেমন সুবস্ত্রে ভূষিত হইয়া নিজের আত্মাকে বরণ করে (দান করে), তদ্রূপ, বাগ্দেবী অপর এক ব্যক্তিকে অর্থাৎ বাগ্বিদ্ ব্যক্তিকে নিজ আত্মা বরণ করেন। বাগ্দেবী আমাদিগকে নিজ আত্মা বরণ করুন, (দান করুন) এই নিমিত্তও ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "উতত্বঃ।" ("অপর এক ব্যক্তি।") এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

সক্তুমিব।"—সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো
যত্রধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে
ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি॥"

সক্তুঃ সচতের্দুর্ধাবো ভবতি কসতের্বা বিপরীতাদ্বিকসিতো ভবতি। তিতউ পরিপবনং ভবতি। ততবদ্বা তুন্নবদ্বা। ধীরা ধ্যানবন্তো মনসা প্রজ্ঞানেন বাচমক্রত অকৃষত। অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে। ক এষ দুর্গো মার্গঃ। একগম্যো বাগ্‌বিষয়ঃ। কে পুনস্তে। বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ। ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীনিহিতা ভবতি। লক্ষ্মীর্লক্ষণাদ্ভাসনাৎ পরিবৃঢ়া ভবতি। সক্তুমিব।

বঙ্গানুবাদ।

তিতউ দ্বারা অর্থাৎ কুলা বা চালনী দ্বারা সক্তুর ন্যায় (অর্থাৎ যেমন মনুষ্য গণ কুলা বা চালনী দ্বারা সক্তুকে পবিত্র অর্থাৎ তুষাদিবিহীন করিয়া লয়, তদ্রূপ) ধীর ব্যক্তিগণ যাহাতে মনের দ্বারা বাক্যকে পবিত্র করিয়া ব্যবহার করেন। ইহাতে সাধুগণ সখ্য জানেন। ইঁহাদিগের বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মী নিহিত আছেন। সচ্ ধাতুর সক্তু দুধাব্য অর্থাৎ দুঃশোধ্য হয় (অর্থাৎ 'সক্তু' এই শব্দটী সচ ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিলে, "সচ" ধাতুর অর্থ সেচন করা, যাহাকে সেচন করিতে হয় অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে শোধন করিতে হয়, তাহা সক্তু।)। বিপরীত কস ধাতুর বিকসিত অর্থাৎ প্রস্ফুটিত হয় (স্থল বিশেষে বর্ণ সকলের ব্যত্যয় হয়; যেমন,—হিন্‌স্ ধাতু হইতে 'সিংহ' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়; তদ্রূপ, 'কস্' ধাতুর বর্ণ ব্যত্যয় হইলে 'সক্' হয়, অনন্তর 'সক্তু' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সক্তু এই শব্দটি 'কস্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় বলিলে, যাহা বিকসিত হয় অর্থাৎ ক্লেশ স্বীকার করিলে পরিষ্কৃত করা যায়, অসাধ্য নহে, তাহা সক্তু।)। পরিপবনকে অর্থাৎ যাহা দ্বারা সক্তু, তণ্ডুল প্রভৃতিকে পরিপূত অর্থাৎ তুষাদিবিহীন করা যায়, তাহাকে তিতউ কহে। তাহা ততবৎ অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত (যেমন, কুলা) অথবা তুন্নবৎ অর্থাৎ বহু ছিদ্রযুক্ত (যেমন, চালনী)। ধীর অর্থাৎ ধ্যানশীল ব্যক্তিগণ মনের দ্বারা অর্থাৎ প্রজ্ঞাদ্বারা (১) বাক্যকে ব্যবহার করেন অর্থাৎ অপশব্দ হইতে পৃথক্ করেন।

ইহাতে সাধুগণ (১) সখ্য জানেন অর্থাৎ সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন। (ইহাতে)

প্রকৃষ্ট জ্ঞানকে প্রজ্ঞা কহে।

কোথায়? এই দুর্গম মার্গে। বাক্যের বিষয় একগম্য অর্থাৎ কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারা লভ্য। তাহারা কে? (অর্থাৎ সাধুগণ কে?) বৈয়াকরণেরা। ইহা কেন? (অর্থাৎ বৈয়াকরণগণই সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন, কেন?) ইঁহাদিগের বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মী নিহিত আছে। লক্ষ্মী লক্ষণ অর্থাৎ প্রকাশবশতঃ পরিবৃঢ়া অর্থাৎ প্রভুস্বরূপা। ("সক্তুমিব" "সক্তুর ন্যায়।") এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

সারস্বতীম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।—"আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্ব্বপেদিতি।" প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। সারস্বতীম্।

বঙ্গানুবাদ।

"সারস্বতীম্।" "সরস্বতীসম্বন্ধীয়া।" "আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সরস্বতী দেবতার যাগ করিবে।" প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।" "সারস্বতীম্।" "সরস্বতীসম্বন্ধীয়া।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

দশম্যাং পুত্রস্য।—যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। "দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থমবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরিপ্রতিষ্ঠিতং,তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতমিতি।" নচান্তরেণ ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্। দশম্যাং পুত্রস্য।

বঙ্গানুবাদ।

"দশম্যাং পুত্রস্য।" "দশম দিবসের পরে পুত্রের।" নবাভিজাত পুত্রের দশম দিবসের পরে ঘোষবদাদি (অর্থাৎ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ ইহাদিগকে ঘোষবান্ বর্ণ কহে। এই সকল বর্ণ যাহার আদিতে থাকে; এইরূপ।) অন্তঃস্থমধ্য (অর্থাৎ য, র, ল, ব ইহাদিগকে অন্তঃস্থবর্ণ বলে)

(১) এই স্থানে মূলে পাঠ আছে,—"নবায়ঃ।" কৈয়ট তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—নবায়ঃ নবানধ্যাতয়ো ভেদগ্রহণা নিবৃত্তত্বাৎ সর্ব্বমেকমিতি মন্যন্তে।"

(এই সকল বর্ণ যাহার মধ্যে আছে; এইরূপ) অবৃদ্ধ, ত্রিপুরুষানূক (অর্থাৎ পিতা নামকরণের অধিকারী, তাঁহার পূর্ব্ব তিন পুরুষের নাম বর্ণযুক্ত) শত্রুনাম-বিহীন, দুই অক্ষর বা চারি অক্ষর বিশিষ্ট কৃৎপ্রত্যয়ান্ত নাম অতিশয় প্রতিষ্ঠিত হয়; তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত নাম করিবে না। ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতিরেকে কৃৎপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয় জানিতে পারা যায় না। "দশম্যাং পুত্রস্য।" "দশম দিবসের পরে পুত্রের।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

"সুদেবোঽসি।"—সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব॥"

সুদেবো অসি বরুণ সত্যদেবোঽসি যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ। অনুক্ষরন্তি কাকুদম্‌। কাকুদং তালু। কাকুর্জিহ্বা সাস্মিন্ নুদ্যত ইতি কাকুদম্‌। সূর্ম্যং সুষিরামিব। তদ্‌যথা। শোভনামূর্ম্মিং সুষিরামগ্নিরন্তঃ প্রবিশ্য দহতি এবং তে সপ্তসিন্ধবঃ সপ্তবিভক্তয় স্তাবনুক্ষরন্তি তেনাসি সত্যদেবঃ। সত্যদেবঃ স্যামিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্‌। সুদেবোঽসি।"

বঙ্গানুবাদ।

"সুদেবো অসি।" "বরুণ! তুমি সুদেব!" হে বরুণ! তুমি সুদেব অর্থাৎ সত্যদেব! যে তোমার সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সপ্ত বিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছে। কাকুশব্দের অর্থ জিহ্বা, তাহাতে উদিত হয় অর্থাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়, এই অর্থে কাকুদ শব্দে তালু। সুষিরা সূর্ম্মীর ন্যায়।—সুন্দর ঊর্ম্মি সূর্ম্মি। (১) যেমন অগ্নি ছিদ্রস্থানে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করে; তদ্রূপ, তোমার সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সপ্তবিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হই-তেছে; সেই কারণবশতঃ তুমি সত্যদেব। সত্যদেব হইব, এই নিমিত্ত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "সুদেবোঽসি। "বরুণ! তুমি সত্য দেব।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

---

(১) এই স্থলে মূলে "সূর্ম্যং সুষিরামিব।" এই পাঠ আছে। "সূর্ম্যম্‌" এইটি বৈদিক প্রয়োগ। লৌকিক ভাষায় "সূর্ম্মিম্‌" এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরিদং ব্যাকরণমেবাধিজিগাংসমানেভ্যঃ প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে ন পুনরন্যদপি কিঞ্চিৎ।

বঙ্গানুবাদ।

ইহা কি কেবলমাত্র যাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন বলা হইল; অন্য কিছুই নহে কি? (অর্থাৎ যাঁহারা বেদশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নিমিত্তও বলা হইল।

ভাষ্য-মূল।

ওঁ ইত্যুক্ত্বা বৃত্তান্তশঃ শমিত্যেবমাদীন্ শব্দান্ পঠন্তি। পুরাকল্প এতদাসীৎ। সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণনাদা-নুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রমন্বাচষ্টে। ইমানি প্রয়োজনান্যধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি। উক্তঃ শব্দঃ। স্বরূপমপ্যুক্তম্। প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি।

বঙ্গানুবাদ।

"ওঁ" ইহা উচ্চারণ করিয়া প্রপাঠকক্রমে (১) "শম্" (২) ইত্যাদি শব্দ সকলকে পাঠ করে। পূর্ব্বকল্পে এই নিয়ম ছিল,—ব্রাহ্মণগণ সংস্কারলাভের পর ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা বর্ণের স্থান, করণ, নাদ ও অনুপ্রদান (৩) জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে বৈদিকশব্দ উপদেশ করা হইত। এক্ষণে তাহা নাই। সত্বর বেদ অধ্যয়ন করিয়া বক্তা হয়। বেদ হইতে আমাদিগের

(১) বেদের অংশবিভাগবিশেষকে প্রপাঠক কহে।

(২) "শম্" এইটি মঙ্গলবোধক শব্দ।

(৩) স্থান, করণ, নাদ ও অনুপ্রদান এইগুলি পরে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

বৈদিকশব্দসমূহ এবং লোক হইতে লৌকিকশব্দসমূহ সিদ্ধ আছে; অতএব, ব্যাকরণশাস্ত্র অনর্থক? যে অধ্যেতৃগণ এইরূপ বিপ্রতিপন্নবুদ্ধি, তাহাদিগের নিমিত্ত আচার্য্য সুহৃৎ হইয়া এই ব্যাকরণশাস্ত্রের অনুশাসন করিতেছেন। এই সকল প্রয়োজন আছে, অতএব, ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। শব্দ উক্ত হইয়াছে। শব্দের স্বরূপও বলা হইয়াছে। এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজনও বলা হইয়াছে।

ভাষ্য-মূল।

শব্দানুশাসনমিদানীং কর্ত্তব্যম্। তৎ কথং কর্ত্তব্যম্। কিং শব্দোপদেশঃ কর্ত্তব্য আহোস্বিদপশব্দোপদেশ আহোস্বিদুভয়োপদেশ ইতি। অন্যতরোপদেশেন কৃতং স্যাৎ। তদ্‌যথা, ভক্ষ্যনিয়মেনাভক্ষ্যপ্রতিষেধো গম্যতে। পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইত্যুক্তে গম্যতে এতদতোঽন্যেঽভক্ষ্যা ইতি। অভক্ষ্যপ্রতিষেধেন বা ভক্ষ্য নিয়মঃ। তদ্‌যথা,—অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ; অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকর ইত্যুক্তে গম্যতে এতদারণ্যো ভক্ষ্য ইতি। এবমিহাপি। যদি তাবচ্ছব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গৌরিত্যেতস্মিন্নুপদিষ্টে গম্যতে এতদ্ গাব্যাদয়োঽপশব্দা ইতি। অথাপ্যপশব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গাব্যাদিষূপদিষ্টেষু গম্যত এতদ্ গৌরিত্যেষ শব্দ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।

এক্ষণে শব্দসমূহের অনুশাসন করা উচিত। তাহা কি প্রকারে করা উচিত? শব্দসমূহের উপদেশই করা উচিত, অথবা অপশব্দসমূহের উপদেশ করা উচিত; অথবা শব্দ ও অপশব্দ এই উভয়েরই উপদেশ করা উচিত? একটির উপদেশ করিলেই কার্য্য সাধিত হয়। যেমন, ভক্ষ্যের নিয়ম করিলেই অভক্ষ্যপ্রতিষেধ বুঝিতে পারা যায়, "পঞ্চ পঞ্চনখ (১) ভক্ষ্য।" ইহা বলিলে

(১) শ্বাবিধং সল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥ মনু।
সজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস এই পাঁচটিকে পঞ্চ পঞ্চনখ কহে; ইহাদিগের মাংস ভক্ষ্য।

বুঝিতে পারা যায়, ইহার অন্য অভক্ষ্য। অভক্ষ্যপ্রতিষেধের দ্বারাও ভক্ষ্য নিয়ম হয়। যেমন,—"গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য।" "গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য।" ইহা বলিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহাদিগের বন্য অর্থাৎ বন্য কুক্কুট বা বন্য শূকর ভক্ষ্য। এই স্থলেও এইরূপ। যদি শব্দসমূহের উপদেশ করা হয়, তবে, 'গো' এই শব্দটী উপদেশ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গাবী প্রভৃতি অপশব্দ। আর যদি অপশব্দসমূহের উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে গাবী প্রভৃতির উপদেশ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 'গো' এইটি শব্দ।

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। লঘুত্বাচ্ছব্দোপদেশঃ। লঘীয়ান্ শব্দোপদেশঃ। গরীয়ানপশব্দোপদেশঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা,—গৌরিত্যস্য গাবীগোণীগোতাগোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ। ইষ্টান্বাখ্যানং খল্বপি ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।

অতএব এক্ষণে কোনটি শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ শব্দোপদেশের দ্বারা অপশব্দ উপদেশ করা উচিত অথবা অপশব্দোপদেশের দ্বারা শব্দ উপদেশ করা উচিত?) শব্দোপদেশ লঘু, অতএব শব্দোপদেশই করা উচিত। শব্দোপদেশ লঘু অর্থাৎ অল্প এবং অপশব্দোপগুরু অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক। এক একটি শব্দের অপভ্রংশ বহুসংখ্যক, যেমন, 'গৌঃ' এই শব্দটীর গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা প্রভৃতি অপভ্রংশ। ইহাতে ইষ্টলাভও হয়। (১)

---

(১) এই স্থলে কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন,—"সাধুশব্দপ্রয়োগাদ্ধর্ম্মাবাপ্তেরিত্যর্থঃ। অথবা উপাদেয়োপদেশাৎ সাক্ষাৎ প্রতিপত্তির্ভবতীতি ভাবঃ॥"

সাধু শব্দ প্রয়োগ করাতে ধর্ম্মলাভ হয়; এই হেতু। অথবা কেবলমাত্র যাহা উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য তাহার উপদেশ করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানলাভ হয়।

ভাষ্য-মূল।

অথৈতস্মিন্ শব্দোপদেশে সতি কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ কর্ত্তব্যঃ। গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্মৃগো ব্রাহ্মণ ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ। নেত্যাহ। অনভ্যুপায় এষ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ। এবং হি শ্রূয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম। বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালো ন চান্তং জগাম। কিং পুনরদ্যত্বে যঃ সর্ব্বথা চিরং জীবতি স বর্ষশতং জীবতি।

বঙ্গানুবাদ।

এক্ষণে এই শব্দোপদেশ কর্ত্তব্য হইলে কি শব্দসমূহের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত প্রতিপদ পাঠ (অর্থাৎ যত শব্দ আছে, তাহার প্রত্যেক শব্দের পাঠ) করা উচিত? 'গৌঃ' 'অশ্বঃ' 'পুরুষঃ' 'হস্তী' 'শকুনিঃ' 'মৃগঃ' 'ব্রাহ্মণঃ' প্রভৃতি যাবতীয় শব্দই পাঠ করিতে হইবে? বলিতেছেন,—না। শব্দসমূহের সম্যক্প্রকারে জ্ঞানলাভবিষয়ে এই প্রতিপদপাঠ উৎকৃষ্ট উপায় নহে। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্রবর্ষ (১) প্রতিপদোক্তশব্দসমূহের শব্দপারায়ণ (২) বলিয়াছিলেন; তথাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। বৃহস্পতি বক্তা, ইন্দ্র অধ্যেতা, দেবলোকের সহস্র বর্ষ অধ্যয়নের সময়, তথাপিও সম্পূর্ণ হইল না। ইদানীন্তন লোকের সম্বন্ধে কি বলিব, যিনি সম্পূর্ণ রূপে দীর্ঘজীবী, তিনি শতবর্ষ জীবন ধারণ করেন।

---

(১) দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাৎ দক্ষিণায়নম্॥ মনু।

মনুষ্যলোকর এক বর্ষে দেবলোকের এক দিন। উত্তরায়ণ দেবলোকের দিন ও দক্ষিণায়ণ দেবলোকের রাত্রি। এই হিসাব অনুসারে মনুষ্যলোকের ৩৬০ বৎসরে দেবলোকের এক বৎসর হয়।

(২) শব্দশাস্ত্রবিশেষ।

ভাষ্য-মূল।

চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি। আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি। তত্র চাস্যাগমকালেনৈবায়ুঃ কৃৎস্নং পর্য্যুপযুক্তং স্যাৎ। তস্মাদনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ।

বঙ্গানুবাদ।

চারি প্রকারে বিদ্যা উপযুক্ত হয়। আগমকালদ্বারা অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণের সময় দ্বারা, স্বাধ্যায়কাল দ্বারা অর্থাৎ অভ্যাসের সময় দ্বারা, প্রবচনকাল দ্বারা অর্থাৎ অধ্যাপনের সময় দ্বারা এবং ব্যবহারকাল দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রয়োগ দ্বারা (অর্থাৎ গ্রহণ, অভ্যাস, অধ্যাপন এবং ব্যবহার এই চারিটী উপায়ই অনুষ্ঠিত না হইলে বিদ্যা সম্যক্প্রকারে স্ফূর্ত্তি লাভ করে না।) তন্মধ্যে ইদানীন্তন দীর্ঘজীবী মনুষ্যের আগমকালদ্বারাই সম্পূর্ণ জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, শব্দসমূহের সম্যক্প্রকারে জ্ঞানলাভের বিষয়ে প্রতিপদপাঠ উৎকৃষ্ট উপায় নহে।

ভাষ্য-মূল।

কথং তর্হীমে শব্দাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ। কিঞ্চিৎ সামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যং যেনাল্পেন যত্নেন মহতো মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্।

বঙ্গানুবাদ।

তবে কি প্রকারে এই শব্দসমূহে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে? কোন সামান্যলক্ষণ (১) এবং বিশেষ লক্ষণ (২) প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, যাহাদ্বারা অল্পযত্নে মহান্ মহান্ শব্দরাশিসকলকে সম্যক্প্রকারে অবগত হইতে পারা যায়।

---

(১) বহবো বিষয়া যস্য স সামান্যবিধির্ভবেৎ।

যে লক্ষনের বিষয় বহু, তাহাকে সামান্যলক্ষণ কহে।

(২) অল্পঃ স্যাৎ বিষয়ো যস্য স বিশেষবিধির্স্মৃতঃ।

যে লক্ষণের বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকে বিশেষলক্ষণ কহে।

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনস্তৎ। উৎসর্গাপবাদৌ। কশ্চিদুৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ কশ্চিদপবাদঃ। কথং জাতীয়কঃ পুনরুৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ কথং জাতীয়কোঽপবাদঃ। সামান্যেনোৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ। তদ্‌যথা,—"কর্ম্মণ্যণ্।" তস্য বিশেষেণাপবাদঃ। তদ্‌যথা,—"আতোঽনুপসর্গে কঃ।"

বঙ্গানুবাদ।

তাহা অর্থাৎ সামান্যলক্ষণ ও বিশেষলক্ষণ কি প্রকার? উৎসর্গ এবং অপবাদ। কোনটি উৎসর্গ করিতে হইবে এবং কোনটি অপবাদ করিতে হইবে? উৎসর্গ কি প্রকার করিতে হইবে এবং অপবাদই বা কি প্রকার করিতে হইবে? সামান্যপ্রকারে উৎসর্গ করিতে হইবে। যেমন, "কর্ম্মণ্যণ্।" "কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়' (১)। তাহার বিশেষ প্রকার উক্তি দ্বারা অপবাদ করিতে হইবে। যেমন,—আতোঽনুপসর্গে কঃ।" 'কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে উপসর্গবিহীন আকারান্তধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়।' (২) (এইস্থলে বিশেষ প্রকারে বলাতে ক প্রত্যয়ই হইবে, অণ প্রত্যয় হইবে না।)

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরাকৃতিঃ পদার্থ আহোস্বিদ্ দ্রব্যম্। উভয়মিত্যাহ। কথং জ্ঞায়তে। উভয়থা হ্যাচার্য্যেণ সূত্রাণি পঠিতানি। আকৃতিং পদার্থং মত্বা "জাত্যাখ্যায়ামেক

(১) কর্ম্মণ্যণ্। ৩।২।১। পাণিনিঃ।

কর্ম্মণ্যুপপদে ধাতোরণ্ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। কুম্ভং করোতীতি কুম্ভকারঃ। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

(২) আতোঽনুপসর্গে কঃ। ৩।২।৩। পাণিনিঃ।

আদন্তাদ্ধাতোরনুপসর্গাৎ কর্ম্মণ্যুপপদে কঃ স্যাৎ নাণ্। গোদঃ। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

স্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্” ইত্যুচ্যতে। দ্রব্যং পদার্থং মত্বা “সরূপাণাম্—” ইত্যেকশেষ আরভ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।

আকৃতিই পদার্থ? অথবা দ্রব্যই পদার্থ? উভয়কেই পদার্থ কহে। কি প্রকারে জানা যায়? উভয়প্রকারেই আচার্য্য (অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি) সূত্র সকল পাঠ করিয়াছেন। আকৃতিকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া “জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্।” “জাতি বুঝাইলে এক ব্যক্তিতে বিকল্পে বহুবচন হয়।” ইহা বলিয়াছেন। “দ্রব্যকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া “সরূপাণাম্” “সমান রূপ শব্দসমূহের (১) একশেষ নির্ণয় করিয়াছেন।

ভাষ্য-মূল।

কিংপুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিৎ কার্য্যঃ। সংগ্রহে এতৎপ্রাধান্যেন পরীক্ষিতং নিত্যো বা স্যাৎ কার্য্যো বেতি। তত্রোক্তা দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি তত্র ত্বেষ নির্ণয়ঃ। যদ্যেব নিত্যঃ। অথাপি কার্য্যঃ। উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যমিতি।

বঙ্গানুবাদ।

শব্দ কি নিত্য অথবা কার্য্য? সংগ্রহ গ্রন্থে (২) ইহা বিশেষ প্রকারে পরীক্ষিত হইয়াছে যে, শব্দ নিত্য হইবে অথবা কার্য্য হইবে। তাহাতে দোষ

---

(১) “সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ”। ১।২।৬৪।পাণিনিঃ।

একবিভক্তৌ যানি সরূপাণ্যেব দৃষ্টানি তেষামেকএব শিষ্যতে। (এক বভক্তিতে যে সকল তুল্যরূপ শব্দ দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটী মাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে। যথা,—‘মনুষ্য এবং মনুষ্য’ এইস্থলে একটি মনুষ্যমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া দ্বিবচনে “মনুষ্যৌ” এইরূপ প্রয়োগ হয়।) সিদ্ধান্তকৌমুদী।

(২) ব্যাড়িনামক পণ্ডিতকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম ‘সংগ্রহ’। এক্ষণে সেই গ্রন্থ এতদ্দেশে অপ্রাপ্য। দেশান্তরে পাওয়া যায় কি না, তাহা আমরা জানি না।

সকল উক্ত হইয়াছে এবং প্রয়োজনসকলও উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ইহা নির্ণীত হইয়াছে, যদি শব্দ নিত্য হয়, তাহা হইলেও কার্য্য। উভয় প্রকারেই লক্ষণ প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

ভাষ্য-মূল।—কথং পুনরিদং ভগবতঃ পাণিনেরাচার্য্যস্য লক্ষণং প্রবৃত্তম্।

সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে—।

সিদ্ধে শব্দেহর্থে সম্বন্ধে চেতি। অথ সিদ্ধশব্দস্য কঃ পদার্থঃ। নিত্যপর্য্যায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ কথং জ্ঞায়তে। যৎকূটস্থেষ্ববিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে। তদ্‌যথা,—সিদ্ধা দ্যৌঃ, সিদ্ধা পৃথিবী, সিদ্ধমাকাশমিতি। ননু চ ভোঃ কার্য্যেষ্বপি বর্ত্ততে। তদ্ যথা,—সিদ্ধ ওদনঃ, সিদ্ধঃ সূপঃ, সিদ্ধা যবাগূরিতি। যাবতা কার্য্যেষ্বপি বর্ত্ততে। তত্র কুত এতন্নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণম্। ন পুনঃ কার্য্যে যঃ সিদ্ধশব্দ ইতি। সংগ্রহে তাবৎ কার্য্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্মন্যামহে নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ইহাপি তদেব।

বঙ্গানুবাদ।—আচার্য্য ভগবান্ পাণিনি এই লক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কেন? সিদ্ধ শব্দ, অর্থও সম্বন্ধে—।

শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ সিদ্ধই আছে; (অতএব সিদ্ধ বিষয়ে লক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি?) সিদ্ধ শব্দের পদার্থ কি? সিদ্ধ শব্দ নিত্যপর্য্যায় কি প্রকারে জানা যায়? যেহেতু কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশরহিত ও অবিচালী অর্থাৎ গতিশক্তি-হীন দ্রব্যে থাকে; (অতএব, সিদ্ধ শব্দ নিত্যপর্য্যায়বোধক।) যেমন স্বর্গ সিদ্ধ, পৃথিবী সিদ্ধা, আকাশ সিদ্ধ। আচ্ছা মহাশয়! সিদ্ধ শব্দ কার্য্যদ্রব্যেও থাকে। যেমন অন্ন সিদ্ধ ব্যঞ্জন সিদ্ধ, যবাগূ (হোমের দ্রব্য বিশেষ) সিদ্ধ। সমস্ত কার্য্যদ্রব্যেও সিদ্ধ, শব্দ থাকে। তন্মধ্যে এই নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ কেন? কার্য্যদ্রব্যে যে সিদ্ধ শব্দ তাহার নহে। সংগ্রহে (ব্যাড়িকৃত গ্রন্থবিশেষে) কার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিভাববশতঃই বোধ হয়, নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ হইয়াছে। এই স্থলেও সেই প্রকার (অর্থাৎ কার্য্যের প্রতি-দ্বন্দ্বিভাববশতঃই নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ হইয়াছে।

ভাষ্য-মূল।—অথবা সন্ত্যেকপদান্যপ্যবধারণানি তদ্‌যথা,—অব্‌ভক্ষো

বায়ুভক্ষ ইতি। অতএব ভক্ষয়তি, বায়ুমেব ভক্ষয়তীতি গম্যতে। এবমিহাপি সিদ্ধ এব ন সাধ্য ইতি। অথবা পূর্ব্বপদ লোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্‌যথা,—দেবদত্তো দত্ত সত্যভামা ভামেতি। অথবা ব্যাখ্যানতো বিশেষ প্রতিপত্তি র্ন হি সন্দেহাদলক্ষণমিতি নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ। কিং পুনরনেন বর্ণ্যেন কিং ন মহতা কণ্ঠেন নিত্যশব্দ এবোপাত্তঃ। যস্মিন্ন্ পাদীয়মানেঽসন্দেহঃ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা, একপদসকলও অবধারণবোধক আছে। যেমন,—অব্‌ভক্ষ, বায়ুভক্ষ। (অব্‌ভক্ষ বলিলে) অপ্‌ অর্থাৎ জলকেই ভক্ষণ করে, (বায়ুভক্ষ বলিলে) বায়ুকেই ভক্ষণ করে ইহা বুঝায়। এইরূপ এইস্থলেও সিদ্ধই সাধ্য নহে, অথবা এইস্থলে পূর্ব্বপদের লোপ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। অত্যন্তসিদ্ধই সিদ্ধ। যেমন,—দেবদত্ত দত্ত, সত্যভামা ভামা (স্থলবিশেষে বৈয়াকরণেরা বিকল্পে পূর্ব্বপদের লোপ করিয়া থাকেন। "দেবদত্ত" এইস্থলে "দত্ত" এইরূপ প্রয়োগ করেন এবং "সত্যভামা" এইস্থলে "ভামা" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; তদ্রূপ এইস্থলে "অত্যন্তসিদ্ধ" এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে "সিদ্ধ" এইরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে।) অথবা "ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি র্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্‌" "ব্যাখ্যা হইতেই বিশেষ প্রকারে প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়; সন্দেহ উপস্থিত হইল বলিয়াই তাহা অলক্ষণ নহে।" এই শাস্ত্রানুসারে নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধশব্দের গ্রহণ হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনারই বা প্রয়োজন কি? মহৎ কণ্ঠের দ্বারা নিত্যশব্দই গৃহীত হইয়াছে,কেন এইরূপ স্বীকার করনা। যাহা গ্রহণ করিলে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ভাষ্য-মূল।—মঙ্গলার্থম্‌। মাঙ্গলিক আচার্য্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং সিদ্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষাণি চ ভবন্তি আয়ুষ্মৎপুরুষাণি চাধ্যেতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথাস্যুরিতি। অয়ং খলু নিত্যশব্দো নাবশ্যং কূটস্থেষবিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে। কিং তর্হ্যাভীক্ষ্ণ্যেঽপি বর্ত্ততে। তদ্‌যথা,—নিত্যপ্রহসিতো নিত্যপ্রজ্বলিত ইতি। যাবতাভীক্ষ্ণ্যেঽপি বর্ত্ততে তত্রাপ্যনেনৈবার্থঃ স্যাৎ। ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি র্ন হি সন্দেহাদলক্ষণমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—মঙ্গলের নিমিত্ত। মাঙ্গলিক আচার্য্য বিপুল শাস্ত্ররাশির মঙ্গলের নিমিত্ত সিদ্ধশব্দ আদিতে প্রয়োগ করিতেছেন। মঙ্গলাদি অর্থাৎ যাহার আদিতে মঙ্গলাচরণ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রসকল প্রথিত অর্থাৎ খ্যাত হয়, বীরপুরুষ (১) ও আয়ুষ্মৎ পুরুষ (২) হয় এবং অধ্যেতৃগণও সিদ্ধার্থ (৩) অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ হয়েন। এই নিত্যশব্দ নিশ্চিতরূপে কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশ-রহিত ও অবিচালী অর্থাৎ গতিশক্তিহীন দ্রব্যে থাকে না। তবে কি আভীক্ষ্ণ্য অর্থাৎ পৌনঃপুন্য অর্থেও থাকে? যেমন নিত্য প্রহসিত, নিত্য প্রজ্বলিত। পৌনঃপুন্য অর্থেও থাকে, তাহাতেও ইহাদ্বারাই অর্থসিদ্ধি হইতে পারে, "ব্যাখ্যা হইতেই বিশেষপ্রকারে প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়, সন্দেহ হইল বলিয়াই তাহা অলক্ষণ নহে।"

ভাষ্য-মূল।—পশ্যতি ত্বাচার্য্যো মঙ্গলার্থশ্চৈব সিদ্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুক্তো ভবিষ্যতি শক্ষ্যামি চৈনং নিত্যপর্য্যায়বাচিনং বর্ণয়িতুমিতি। অতঃ সিদ্ধশব্দ এবোপাত্তো ন নিত্যশব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।—আচার্য্য বিবেচনা করিলেন, যদি মঙ্গলার্থ সিদ্ধশব্দ আদিতে প্রযুক্ত হয়, তবে ইহাকে নিত্যপর্য্যায়বোধক বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিব।

---

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করিতেছেন,—"বীরপুরুষাণীতি শ্রোতৃণাং পরৈর-পরাজয়াৎ।" অর্থাৎ মঙ্গলাদি শাস্ত্র যাহারা শ্রবণ করেন, অন্যে তাহাদিগকে জয় করিতে পারেনা। ঐ শাস্ত্রই তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। এই হেতু উক্তশাস্ত্রকে "বীর পুরুষ" বলা হইয়াছে।

(২) "আয়ুষ্মৎপুরুষাণীতি শাস্ত্রানুষ্ঠানে ধর্ম্মোপচয়াদায়ুর্বর্দ্ধনাৎ।" ঐ শাস্ত্রের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে আয়ুবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই হেতু উক্ত শাস্ত্রকে "আয়ুষ্মৎপুরুষ" বলা হইয়াছে।

(৩) "অধ্যয়ননিষ্পত্তিরেব তেষাং সিদ্ধিঃ।" অধ্যয়ন সুসম্পন্ন হওয়াই অধ্যেতৃগণের সিদ্ধি। তাঁহাদিগের অধ্যয়ন সুনিষ্পন্ন হইলেই তাঁহারা সিদ্ধার্থ হইয়া থাকেন।

অতএব "সিদ্ধ" এই শব্দটিই গ্রহণ করিয়াছেন, "নিত্য" এই শব্দটি গ্রহণ করেন নাই।

ভাষ্য-মূল।—অথ কং পুনঃ পদার্থং মত্বা এষ বিগ্রহঃ ক্রিয়তে সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধেচেতি। আকৃতিমিত্যাহ। কুত এতৎ। আকৃতির্হি নিত্যা দ্রব্যমনিত্যম্। অথ দ্রব্যে পদার্থে কথং বিগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ, সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চেতি। নিত্যোঽর্থবতামর্থৈরভিসম্বন্ধঃ। অথবা দ্রব্যে এব পদার্থে এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ। সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি।

কোন্ পদার্থ (১) বিবেচনা করিয়া "সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি" "সিদ্ধ শব্দে অর্থে ও সম্বন্ধে" এইরূপ বিগ্রহ (২) করিতেছ? আকৃতিকে ইহা বলিলেন (অর্থাৎ আকৃতিকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া এরূপ বিগ্রহ করিতেছি, ইহা বলিলেন।) ইহা কেন? (অর্থাৎ এইরূপ বলিতেছ কেন?) আকৃতি নিত্য, দ্রব্য অনিত্য। দ্রব্যপদার্থে কিপ্রকার বিগ্রহ করা করা উচিত? সিদ্ধ শব্দে এবং অর্থসম্বন্ধে। অর্থবান্ শব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য। অথবা দ্রব্য-পদার্থে এইরূপ বিগ্রহ করা উচিত,—সিদ্ধ শব্দে, অর্থে ও সম্বন্ধে।

ভাষ্য-মূল।—দ্রব্যং হি নিত্যমাকৃতিরনিত্যা কথং জ্ঞায়তে? এবং হি দৃশ্যতে লোকে মৃৎ কয়াচিদাকৃত্যা যুক্তা পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃদ্য ঘটিকাঃ ক্রিয়ন্তে, ঘটিকাকৃতিমুপমৃদ্য কুণ্ডিকাঃ ক্রিয়ন্তে। তথা সুবর্ণং কয়াচিদাকৃত্যা যুক্তং পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃদ্য রুচকাঃ ক্রিয়ন্তে। রুচকাকৃতিমুপমৃদ্য কটকাঃ ক্রিয়ন্তে, কটকাকৃতিমুপমৃদ্য স্বস্তিকাঃ ক্রিয়ন্তে। পুনরাবৃত্তঃ সুবর্ণপিণ্ডঃ, পুনরপরয়াকৃত্যা যুক্তঃ খদিরাঙ্গারসদৃশে কুণ্ডলে ভবতঃ। আকৃতিরন্যা চান্যা চ ভবতি দ্রব্যং পুনস্তদেব। আকৃত্যুপমর্দ্দেন দ্রব্যমেবাবশিষ্যতে। আকৃতাবপি পদার্থে এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ। সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি।

(১) পদার্থ সাত প্রকার,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব।

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথা ভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

(২) পদের অর্থবোধক বাক্যকে বিগ্রহবাক্য কহে।

বঙ্গানুবাদ।—দ্রব্য নিত্য,আকৃতি অনিত্য। কি প্রকারে জানিতে পারা যায়? এই প্রকার দেখা যায়, জগতে মৃত্তিকা কোন একটী আকৃতিযুক্ত হইয়া পিণ্ড হয়' পিণ্ডাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে এবং ঘটাকৃতিকেও উপমর্দ্দন করিয়া কুণ্ডিকা (হাঁড়ী)নির্ম্মাণ করে। তদ্রূপ সুবর্ণ কোন একটী আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া পিণ্ড হয়, পিণ্ডাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া রুচক (১) নির্ম্মাণ করা হয়, রুচকাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া কটক (২) নির্ম্মাণ করা হয় এবং কটকাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া স্বস্তিক (৩) নির্ম্মাণ করা হয়। পুনরায় সুবর্ণ পিণ্ডে পরিণত হইয়া পুনরায় অপর আকৃতিযুক্ত হইয়া খদির কাষ্ঠের অঙ্গারসদৃশ কুণ্ডলদ্বয় হয়। আকৃতি অন্য অন্য প্রকার হয়, কিন্তু দ্রব্য তাহাই থাকে। আকৃতির উপমর্দ্দন করিলে দ্রব্যই অবশিষ্ট থাকে। আকৃতি পদার্থেও এই প্রকার বিগ্রহ করা উচিত,—সিদ্ধ শব্দে, অর্থেও সম্বন্ধে।

ভাষ্য-মূল।—নমু চোক্তমাকৃতিরনিত্যেতি ; নৈতদস্তি। নিত্যাকৃতিঃ। কথম্? ন ক্বচিদুপরতেতি কৃত্বা সর্ব্বত্রোপরতা ভবতি, দ্রব্যান্তরস্থাতূপলভ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।—মহাশয়তো বলিয়াছেন, আকৃতি অনিত্য। ইহা নহে। আকৃতি নিত্য। কোনস্থলে আকৃতি অস্পষ্ট থাকে বলিয়া সর্ব্বত্র অস্পষ্ট হয় না,সেই আকৃতি আবার দ্রব্যান্তরে থাকিয়া অনুভূত হয়। (যেমন মৃত্তিকার পিণ্ডকে উপমর্দ্দন করিয়া ঘট নির্ম্মাণ করা হইল, ইহাতে মৃত্তিকার পিণ্ডাকৃতি অনভিব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু অপর মৃত্তিকার পিণ্ডের পিণ্ডাকৃতি তাহাতে বিগত হয় না, অতএব আকৃতি নিত্য)

ভাষ্য-মূল।—অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্। ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্য্যনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যত্তন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে কিং পুনস্তত্ত্বম্। তদ্ভাবস্তত্ত্বম্। আকৃতাবপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে। অথবা

(১) কণ্ঠভূষণ বিশেষ।

(২) হস্তাভরণ বলয়।

(৩) সর্পফণাকৃতি হস্তপাত্র।

কিংন এতেন ইদং নিত্যমিদমনিত্যমিতি। যন্নিত্যং তং পদার্থং মত্বৈব বিগ্রহঃ ক্রিয়তে, সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা ইহাই নিত্যের লক্ষণ নহে (১) যাহা ধ্রুব অর্থাৎ স্থির, কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশরহিত, অবিচালি অর্থাৎ দেশান্তরপ্রাপ্তিবিহীন (যাহা অন্যত্র গমন করেনা) উৎপত্তিরহিত, বৃদ্ধিহীন এবং অক্ষয় তাহাই নিত্য। তাহাও নিত্য যাহাতে তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। তত্ত্ব কাহাকে কহে? তদ্ভাবকে অর্থাৎ যে দ্রব্যের যে ধর্ম্ম তাহাকে তত্ত্ব কহে। আকৃতিতেও তত্ত্ব অর্থাৎ আকৃতিত্ব বিনষ্ট হয় না। অথবা ইহা নিত্য, ইহা অনিত্য এইরূপ বিচারে আমাদিগের কি প্রয়োজন? যাহা নিত্য সেই পদার্থ বিবেচনা করিয়া "সিদ্ধ শব্দে, অর্থে এবং সম্বন্ধে" এইরূপ বিগ্রহ বাক্য প্রয়োগ করা হইতেছে (২)

ভাষ্য-মূল।—কথং পুনর্জ্ঞায়তে সিদ্ধঃ শব্দোঽর্থঃ সম্বন্ধশ্চেতি। লোকতঃ। যল্লোকেঽর্থমর্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে নৈষাং নির্ব্বৃত্তৌ যত্নং কুর্ব্বন্তি। যে পুনঃ কার্য্যা ভাবা নির্ব্বৃত্তৌ তাবং তেষাং যত্নঃ ক্রিয়তে। তদ্‌যথা,—ঘটেন কার্য্যং

---

(১) অনিত্যতা তিন প্রকার যথা,—সংসর্গানিত্যতা, পরিণামানিত্যতা এবং প্রধ্বংসানিত্যতা। কোন দ্রব্যের সংসর্গবশতঃ যে অনিত্যতা, তাহাকে সংসর্গানিত্যতা কহে। যেমন স্ফটিকের নিকট জবাপুষ্প রাখিলে তখন স্ফটিকের প্রকৃত বর্ণ তিরোহিত হইল, কিন্তু জবাপুষ্পটীকেই সেই স্ফটিকের নিকট হইতে দূরীভূত করিলে পুনরায় স্ফটিকের স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। পরিণামে অনিত্যতা প্রাপ্তিকে পরিণামানিত্যতা কহে। যেমন,—বদরীফল পক্ব হইলে তাহার শ্যামতা তিরোভূত হইয়া লৌহিত্য প্রাপ্তি হয়। সম্পূর্ণরূপে বিনাশকে প্রধ্বংসানিত্যতা কহে।

(২) কৈয়ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বুদ্ধিপ্রতিভাসঃ শব্দার্থো যদা যদা শব্দ উচ্চারিতস্তদা তদার্থাকারা বুদ্ধিরূপজায়তেইতি প্রবাহনিত্যত্বাদর্থস্য নিত্যত্বমিত্যর্থঃ।" শব্দের অর্থ বুদ্ধির প্রতিভাসক। যখন যখন শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখন তখন অর্থাকারা বুদ্ধি জন্মে, এই প্রবাহের নিত্যত্ববশতঃ অর্থের নিত্যত্ব।

করিষ্যন্ কুম্ভকারকুলং গত্বাহ, কুরু ঘটং কার্য্যমনেন করিষ্যামীতি, ন তদ্বচ্ছব্দান্ প্রযুযুক্ষমাণো বৈয়াকরণকুলং গত্বাহ, কুরু শব্দান্ প্রযোক্ষ্যে ইতি। তাবত্যে বার্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে।

বঙ্গানুবাদ।— কি প্রকারে জানিতে পারা যায় যে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ সিদ্ধ। লোক হইতে। লোকে অর্থানুসারে গ্রহণ করিয়া শব্দসকলকে প্রয়োগ করে, শব্দসমূহের নিষ্পাদনের নিমিত্ত যত্ন করে না। কিন্তু যে সকল ভাব কার্য্য তাহাদিগের নিষ্পাদনের নিমিত্ত যত্ন করে। যেমন ;—যে ব্যক্তি ঘটের দ্বারা কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তি কুম্ভকারগণ সমীপে গমন করিয়া বলে, ঘট নির্ম্মাণ কর, ঘটের দ্বারা কার্য্য করিব। তদ্রূপ যিনি শব্দ প্রয়োগ করিবেন, বৈয়াকরণগণ সমীপে গিয়া বলেন না "শব্দ নির্ম্মাণ কর ; প্রয়োগ করিব।" বুদ্ধিদ্বারা বস্তু নিরূপণ করিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন।

ভাষ্যমূল।—যদি তর্হি লোক এষু শব্দেষু প্রমাণং কিং শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে।

লোকতোঽর্থ প্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মঃ—;

লোকতোঽর্থ প্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মঃ ক্রিয়তে। কিমিদং ধর্ম্মনিয়ম ইতি। ধর্ম্মায় নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ, ধর্ম্মার্থো বা নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ, ধর্ম্মপ্রয়োজনো বা নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ।

যথা লৌকিক বৈদিকেষু।

প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ। যথা লোকে বেদে চেতি প্রয়োক্তব্যে যথা লৌকিক বৈদিকেষেতি প্রযুঞ্জতে।

বঙ্গানুবাদ।—যদি এই সকল শব্দে লোকই প্রমাণ হইল, তবে শাস্ত্র দ্বারা কি করা যায় ? অর্থাৎ শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?

লোক হইতে অর্থপ্রযুক্ত হইলে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দপ্রয়োগে ধর্ম্মনিয়ম আছে—।

লোক হইতেই অর্থের প্রয়োগ থাকিলে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দপ্রয়োগবিষয়ে নিয়ম করিতেছেন (অর্থাৎ) শব্দের অর্থ ব্যবহার লোক হইতেই হয়, তথাপিও শাস্ত্রানুসারে শব্দপ্রয়োগবিষয়ে ধর্ম্মনিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মনিয়ম কি ?

ধর্ম্মের নিমিত্ত নিয়ম—ধর্ম্মনিয়ম কিম্বা ধর্ম্মার্থ নিয়ম—ধর্ম্মনিয়ম (১) ধর্ম্মপ্রয়োজন নিয়ম—ধর্ম্মনিয়ম (২)

যেমন লৌকিক ও বৈদিক বিষয়েতে।

দক্ষিণপ্রদেশবাসিগণ তদ্ধিত ভাল বাসেন। "যেমন লোকে বেদে" এইটী প্রয়োগের বিষয় হইলেও যেমন "লৌকিক বৈদিক বিষয়ে" এইরূপ ব্যবহার করেন।

ভাষ্যমূল।—অথবা যুক্ত এবাত্র তদ্ধিতার্থঃ যথা

লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু।

লোকে তাবৎ অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ, অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ ইত্যুচ্যতে। ভক্ষ্যংচ নাম ক্ষুৎপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে, শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তুং, তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইদং ভক্ষ্যমিদনভক্ষ্যমিতি। তথা খেদাৎ স্ত্রীষু প্রবৃত্তির্ভবতি। সমানশ্চ খেদবিগমো গম্যায়াং চাগম্যায়াঞ্চ তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইয়ং গম্যা ইয়মগম্যেতি। বেদে খল্বপি। পয়োব্রতো ব্রাহ্মণো যবাগূব্রতো রাজন্য আমিক্ষাব্রতো বৈশ্য ইত্যুচ্যতে। ব্রতং চ নামাভ্যবহারার্থং উপদীয়তে। শক্যং চানেন শালিমাংসাদীন্যপি ব্রতয়িতুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে। তথা বৈল্বঃ খাদিরো বা যূপঃ স্যাদিত্যুচ্যতে। যূপশ্চ নাম পশ্বনুবন্ধার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন যৎকিঞ্চিদেব কাষ্ঠমুচ্ছ্রিত্যানুচ্ছ্রিত্য বা পশুরনুবন্ধুং তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে তথা অগ্নৌ কপালান্যধিশ্রিত্যাভিমন্ত্রয়তে। "ভৃগূনাং অঙ্গিরসাং ঘর্ম্মস্য তপসা তপ্যধ্বম্" ইতি। অন্তরেনাপি মন্ত্রমগ্নির্দহনকর্ম্মা কপালানি সন্তাপয়তি। তত্র চ নিয়মঃ ক্রিয়তে এবং ক্রিয়মাণমভ্যুদয়কারি ভবতীতি।

---

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন "ধর্ম্মার্থত্বাৎ নিয়ম এব ধর্ম্মশব্দেনাভিধীয়তে ইতি কর্ম্মধারয় সমাসঃ"। ধর্ম্মলাভ হয় এই হেতু নিয়মই ধর্ম্মশব্দদ্বারা অভিহিত হইতেছে অতএব কর্ম্মধারয় সমাস।

(২) লিঙাদি বিষয়েণ নিয়োগাখ্যেন ধর্ম্মেণ প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ। "লিঙ্" প্রভৃতি বিষয় স্বরূপ যে নিয়োগ নামক ধর্ম্ম অর্থাৎ (নিয়োগার্থ) তাহাদ্বারাই প্রযুক্ত।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা তদ্ধিতার্থ এইস্থলে যুক্তই হইয়াছে, যেমন লৌকিক ও বৈদিক বিষয়েতে (১)। লোকে ইহা উক্ত হয় যে, গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য, গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য; ভক্ষ্য দ্রব্যকে ক্ষুধাবিনাশের নিমিত্ত গ্রহণ করা হয়। কুক্কুরমাংসাদি দ্বারাও ক্ষুধাবিনাশ করিতে পারা যায়, সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন, ইহা ভক্ষ্য এবং ইহা অভক্ষ্য; তদ্রূপ খেদ অর্থাৎ রাগবশতঃই স্ত্রীসংসর্গে প্রবৃত্তি হয়, গম্যা এবং অগম্যা স্ত্রীতে খেদ (রাগ) সমানই, তথাপি নিয়ম করিতেছেন, এই স্ত্রী গম্যা এই স্ত্রী অগম্যা। বেদেও ব্রাহ্মণ পয়ঃ অর্থাৎ জল বা দুগ্ধ দ্বারা ব্রত করিবেন। ক্ষত্রিয় যবাগু অর্থাৎ হোমীয় দ্রব্যবিশেষ দ্বারা ব্রত করিবেন, এবং বৈশ্য আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা দ্বারা ব্রত করিবেন, এইরূপ উক্ত আছে। ব্রত অভ্যবহার অর্থাৎ ভোজনের নিমিত্তই গৃহীত হয়, ইহাও পারা যায়,—অন্ন-মাংসাদি দ্বারাও ব্রত করিতে পারা যায়। সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন। তদ্রূপ যূপ 'বৈল্ব' অর্থাৎ বিল্বকাষ্ঠনির্ম্মিত অথবা 'খাদির' অর্থাৎ খদিরকাষ্ঠ নির্ম্মিত হইবে, ইহা উক্ত আছে। যূপ পশুবন্ধনের নিমিত্তই গৃহীত হয়। ইহাও পারা যায়—যে কোন একটী কাষ্ঠকে উন্নত করিয়া বা উন্নত না করিয়া পশু বন্ধন করিতে পারা যায়। সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন। তদ্রূপ অগ্নিতে কপাল অর্থাৎ সরাবাদি আরোপিত করিয়া মন্ত্রপাঠ করা হয়। "ভৃগূণাং অঙ্গিরসাং ঘর্ম্মস্য তপসা তপ্যধ্বম্" ভৃগুগণের ও অঙ্গিরঃসমূহের তেজের উত্তাপ দ্বারায় উত্তপ্ত হও। অগ্নি দাহকারীমন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকেও কপালসমূহকে সন্তাপিত করেন। সেই বিষয়েও নিয়ম করিতেছেন, এইরূপ করা হইলে তাহা মঙ্গলকারী হয়।

ভাষ্য-মূল।—অস্ত্যপ্রযুক্তঃ। সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তাঃ। তদ্‌যথা,—"ঊষ" "তের" "চক্র" "পেচ" ইতি। কিমতো যৎ সন্ত্যপ্রযুক্তাঃ। প্রয়োগাদ্ধি ভবান্ শব্দানাং সাধুত্বমধ্যবস্যতি। য ইদানীমপ্রযুক্তা নামী সাধবঃ স্যুঃ। ইদং

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন "লৌকিকঃ স্মৃত্যুপনিবদ্ধঃ, বৈদিকঃ শ্রুত্যুপনিবদ্ধঃ"—স্মৃতিশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ বিষয় লৌকিক বিষয় এবং শ্রুতিশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ বিষয়ই বৈদিক বিষয়।

তাবৎ বিপ্রতিষিদ্ধং যত্নচ্যতে সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। যদি সন্তি না-প্রযুক্তা অথাপ্রযুক্তা ন সন্তি। সন্তি চাপ্রযুক্তাশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। প্রযুঞ্জান এব খলু ভবানাহ,—সন্তি শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। কশ্চেদানীমন্যো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্যাৎ। নৈতদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্। সন্তীতি তাবৎ ব্রূমঃ। যদেতান্ শাস্ত্রবিদঃ শাস্ত্রেণানুবিদধতে। অপ্রযুক্তা ইতি ব্রূমঃ। যল্-লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি ;

বঙ্গানুবাদ।—অপ্রযুক্ত আছে। অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। যেমন,—"উষ" "তের" "চক্র" "পেচ" ইত্যাদি। ইহা হইতে কি হয়, যে অপ্রযুক্ত শব্দ আছে? (অর্থাৎ অপ্রযুক্ত শব্দ আছে ইহাতে ক্ষতি কি?) প্রয়োগ অবলম্বন করিয়াই আপনি শব্দসমূহের সাধুত্ব স্থির করিতেছেন। যে শব্দসকল এক্ষণে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ এক্ষণে যাহাদিগের প্রয়োগ হয় না) তাহারা সাধু শব্দ নহে। ইহা অতি বিপরীত কথা, আপনি যে বলিতেছেন, অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। যদি অপ্রযুক্ত না থাকে, তবে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ প্রয়োগের অযোগ্য) শব্দই থাকিতে পারেনা। আছে, কিন্তু অপ্রযুক্ত ইহা বিপরীত কথা। আপনি প্রয়োগ করিতেছেন, আপনিই বলিতেছেন, অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। এক্ষণে আপনার ন্যায় অপর কোন ব্যক্তি শব্দসমূহের প্রয়োগে সাধু হইতে পারেন। ইহা বিরুদ্ধ কথা নহে, (অপ্রযুক্ত শব্দ) আছে ইহা বলিব। যেহেতু, এই অপ্রযুক্ত শব্দসকলকে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। যে সকল শব্দ লোকে অপ্রযুক্ত, (অর্থাৎ প্রয়োগ হয় না) তাহাদিগকেই অপ্রযুক্ত বলিতেছি।

ভাষ্য-মূল।—যদপ্যুচ্যতে। কশ্চেদানীমন্যো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্যাদিতি ন ব্রূমোঽস্মাভিরপ্রযুক্তা ইতি। কিংতর্হি,লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি। নন্থ চ ভবানপ্যভ্যন্তরো লোকে। অভ্যন্তরোঽহং লোকে ন ত্বহং-লোকঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যাহা বলা হইল,—"এক্ষণে আপনার ন্যায় অপর কোন ব্যক্তি শব্দসমূহের প্রয়োগে সাধু হইতে পারেন" ইহা বলিতেছি না,—আমাদিগ

কর্ত্তৃক অপ্রযুক্ত। তবে কি, যাহা লোকে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ আমরা প্রয়োগ না করিলেই অপ্রযুক্ত হয় না, কিন্তু লোকে যাহা প্রয়োগ করে না, তাহাই অপ্রযুক্ত শব্দ)। যদি বলেন, তুমিও লোকের অভ্যন্তর? আমি লোকের অভ্যন্তর বটে,কিন্তু, আমি লোক নহি (১)।

ভাষ্য-মূল।—অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেন্নার্থে শব্দ প্রয়োগাৎ * (২)। অস্ত্যপ্রযুক্ত ইতি চেৎ, তন্ন, কিং কারণম্, অর্থে শব্দপ্রয়োগাৎ। অর্থে শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে। সন্তি চৈষাং শব্দানামর্থা যেষ্বর্থেষু প্রযুজ্যন্তে।

বঙ্গানুবাদ।—অপ্রযুক্ত আছে, ইহা যদি বল, তাহা নহে; অর্থে শব্দ প্রয়োগ হয়।

যদি বল, অপ্রযুক্ত শব্দ আছে, তাহা নাই; কি কারণে নাই, অর্থে শব্দ প্রয়োগ হয় এই কারণবশতঃ নাই। অর্থে শব্দ প্রয়োগ হয়। এই সকল শব্দের অর্থ আছে, যে সকল অর্থে ইহাদের প্রয়োগ করা হয়।

ভাষ্য-মূল।—অপ্রয়োগঃ প্রয়োগান্যত্বাৎ*।

অপ্রয়োগঃ খল্বপ্যেষাং শব্দানাং ন্যায্যঃ। কুতঃ? প্রয়োগান্যত্বাৎ। যদেতেষাং শব্দানামর্থে অন্যান্ শব্দান্ প্রযুঞ্জতে। তদ্‌যথা,—উষেত্যস্য শব্দস্যার্থে ক্ব যূয়মুষিতাঃ, তেরেত্যস্যার্থে ক্ব যূয়ং তীর্ণাঃ, চক্রেত্যস্যার্থে ক্ব যূয়ং কৃতবন্তঃ, পেচেত্যস্যার্থে ক্ব যূয়ং পক্কবন্ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অপর অর্থে প্রয়োগ করা হয়; অতএব অপ্রয়োগ (অর্থাৎ প্রয়োগ না হওয়াই) উচিত।

এই সকল শব্দের প্রয়োগ না হওয়াই ন্যায্য। কি হেতু? অপর অর্থে প্রয়োগ হয়, এই হেতু। যেহেতু, এই সকল শব্দের অর্থে অপর শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন, "উষ" এই শব্দের অর্থে "ক্ব যূয়মুষিতাঃ" অর্থাৎ "কোথায় তোমরা বাস করিয়াছ," "তের" এই শব্দের অর্থে "ক্ব যূয়ং তীর্ণাঃ" "কোথায়

(১) 'ভুবন' এই অর্থেও লোকশব্দের প্রয়োগ হয়। "লোকস্তু ভুবনে জনে" (লোকশব্দের অর্থ—ভুবন ও জন) ইত্যমরঃ।

(২) কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকের পরে * এই তারকা চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

তোমরা তীর্ণ হইয়াছ, "চক্র" এই শব্দের অর্থে "ক যূয়ং কৃতবন্তঃ" "কোথায় তোমরা করিয়াছ," "পেচ" এই শব্দের অর্থে "ক যূয়ং পক্কবন্তঃ" "কোথায় তোমরা পাক করিয়াছ" ইত্যাদি।

ভাষ্য-মূল।—অপ্রযুক্তে দীর্ঘসত্রবৎ*।

যদ্যপ্যপ্রযুক্তা অবশ্যং দীর্ঘসত্রবল্লক্ষণেনানুবিধেয়াঃ। তদ্যথা, দীর্ঘসত্রানি বার্ষশতিকানি বার্ষসহস্রিকানি চ, ন চাদ্যত্বে কশ্চিদপি ব্যবহরতি। কেবলমৃষিসম্প্রদায়ো ধর্ম্ম ইতি কৃত্বা যাজ্ঞিকাঃ শাস্ত্রেণানুবিদধতে।

বঙ্গানুবাদ।—অপ্রযুক্তবিষয়ে দীর্ঘসত্রের ন্যায়।

যদিও এই সকল শব্দ অপ্রযুক্ত, তথাপি অবশ্যই দীর্ঘসত্রের ন্যায় (অর্থাৎ দীর্ঘকাল-সম্পাদ্য যজ্ঞের ন্যায়) লক্ষণ দ্বারা স্থির করিতে হইবে। যেমন,—দীর্ঘসত্র সকল শতবর্ষ-সম্পাদ্য ও সহস্রবর্ষ-সম্পাদ্য; এক্ষণে কেহই তাহা অনুষ্ঠান করে না। কেবল ঋষি-সম্প্রদায়-প্রচলিত (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে প্রচলিত) ধর্ম্ম, এই নিমিত্তই যাজ্ঞিকগণ শাস্ত্র দ্বারা অনুবিধান করেন (অর্থাৎ এই দীর্ঘসত্র এক্ষণে কেবল বেদেই পঠিত হয়)।

ভাষ্য-মূল।—সর্ব্বে দেশান্তরে*।

সর্ব্বে খল্বপ্যেতে শব্দা দেশান্তরেষু প্রযুজ্যন্তে। নচৈবোপলভ্যন্তে। উপলব্ধৌ যত্নঃ ক্রিয়তাম্। মহান্ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। সপ্তদ্বীপা বসুমতী, ত্রয়ো লোকাঃ, চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা বহুধা ভিন্নাঃ, একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ, একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং, নবধাথর্ব্বণোবেদঃ বাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং বৈদ্যকমিত্যেতাবান্ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। এতাবন্তং শব্দস্য প্রয়োগবিষয়মননুনিশম্য সন্ত্যপ্রযুক্তা ইতি বচনং কেবলং সাহসমাত্রমেব। এতস্মিংশ্চাতি মহতি শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ে তে তে শব্দাস্তত্র তত্র নিয়তবিষয়া দৃশ্যন্তে। তদ্যথা,—শবতির্গতিকর্ম্মা কম্বোজেষেব ভাষিতো ভবতি, বিকার এনমার্য্যা ভাষন্তে, শব ইতি। হম্মতিঃ সুরাষ্ট্রেষু, রংহতিঃ প্রাচ্যমধ্যেষু, গমিমেব ত্বার্য্যাঃ প্রযুঞ্জতে। দাতির্লবণার্থে প্রাচ্যেষু, দাত্রমুদীচ্যেষু। যে চাপ্যেতে ভবতোঽপ্রযুক্তা অভিমতাঃ শব্দা এতেষামপি প্রয়োগো দৃশ্যতে।

ক? বেদে। তদ্ যথা,—"সপ্তাস্যো রেবতীরেবদূষ, যদ্বোরেবতী রেবত্যাং তমূষ, যন্মে নরঃ শ্রত্যং ব্রহ্ম চক্র, যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্" ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—সকলই দেশান্তরে প্রযুক্ত হয়।

এই সকল শব্দই ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে না। উপলব্ধি বিষয়ে যত্ন কর। শব্দের প্রয়োগের বিষয় মহান্ (অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক)। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টী অঙ্গের সহিত ও রহস্যের সহিত সাম, যজুঃ, ঋক্ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ, বহু প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন; অধ্বর্য্যুর (অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের) শাখা এক শত, সামবেদের শাখা সহস্র, বাহ্বৃচ্য (অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ) একবিংশতি প্রকার, অথর্ব্ববেদ নয় প্রকার, বাকোবাক্য (১), ইতিহাস (২), পুরাণ ও বৈদ্যক (অর্থাৎ চিকিৎসা-শাস্ত্র) এতগুলি শব্দের প্রয়োগের বিষয়। এতগুলি শব্দের প্রয়োগবিষয়ে শিক্ষালাভ না করিয়া অপ্রযুক্ত শব্দ আছে, ইহা বলা কেবল সাহসমাত্রই। এই অত্যধিক শব্দের প্রয়োগবিষয়ে সেই শব্দসকল সেই সকল শাস্ত্রে নিয়তবিষয় হইয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—'শব' ধাতু গতিকর্ম্মক (অর্থাৎ গমনার্থক) ইহা কম্বোজ দেশেই পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু আর্য্যগণ ইহাকে বিকারার্থই কহিয়া থাকেন, যথা,—শব (মৃতদেহ)। সুরাষ্ট্রদেশে 'হম্ম' ধাতু ও প্রাচ্য মধ্যদেশে 'রংহ' ধাতু ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আর্য্যগণ এই স্থলে 'গম্' ধাতুরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রাচ্যদেশে 'দা' (অদাদিগণীয়)' ছেদনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উদীচ্যদেশেও 'দাত্র' প্রয়োগ হইয়া থাকে। আপনার অভিমতে এই যে সকল শব্দ অপ্রযুক্ত, ইহাদিগেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কোথায়? বেদে।

(১) "বাকোবাক্যশব্দেনোক্তিপ্রত্যুক্তিরূপোগ্রন্থ উচ্যতে"। ইতি কৈয়টঃ। উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপগ্রন্থকে বাকোবাক্য কহে।

(২) "পূর্ব্বচরিতসঙ্কীর্ত্তনমিতিহাসঃ।" পূর্ব্বতন লোকের চরিত্রবর্ণনাকে ইতিহাস কহে।

তদ্ যথা,—"সপ্তাস্যো রেবতীরেব দূষ, যদ্বো রেবতীরেবত্যাং তমূষ, যস্মে নরং শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র, যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্" ইতি এই মন্ত্রে ঊষ ও চক্র এই দুইটী প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহারা অপ্রযুক্ত নহে।

ভাষ্য-মূল।—কিং পুনঃ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মঃ আহোস্বিৎ প্রয়োগে। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথাধর্ম্মঃ* ।

জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথা অধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি,যো হি শব্দান্ জানাতি অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি যথৈব শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এবমপশব্দ জ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসো হ্যপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবঃ অপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা,—গৌরিত্যস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ।

বঙ্গানুবাদ—শব্দ জ্ঞানেই কি ধর্ম্ম হয় অথবা শব্দের প্রয়োগে ধর্ম্ম হয়। ইহার বিশেষ কি ?

জ্ঞানে যদি ধর্ম্ম থাকে, তথাপি অধর্ম্মও আছে।

শব্দজ্ঞানে যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মও উপস্থিত হয়। যিনি শব্দও জানেন, তিনি অপশব্দও জানেন, যেমন শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম হয়, সেইরূপ অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্মও উপস্থিত হয়। কিম্বা অত্যন্ত অধিক অধর্ম্ম উপস্থিত হয়। অপশব্দ অত্যন্ত অধিক, কিন্তু শব্দ অল্পসংখ্যক। এক একটী শব্দের অপভ্রংশ বহুসংখ্যক। যেমন,—"গৌঃ" এই পদের গাবী, গোণী, গোতা, গোপতলিকা প্রভৃতি অপভ্রংশ।

ভাষ্য-মূল।—আচারে নিয়মঃ*।

পুনশ্চ বিনিয়মং বেদয়তে। "তেঽসুরাঃ হেলয়ো হেলয়ঃ ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ" ইতি। অস্তু তর্হি প্রয়োগে।

প্রয়োগে সর্ব্বলোকস্য* ।

* যদি প্রয়োগে ধর্ম্মঃ, সর্ব্বলোকোঽভ্যুদয়েন যুজ্যেত। কশ্চেদানীং মৎসরঃ যদি সর্ব্বলোকোঽভ্যুদয়েন যুজ্যেত। ন খলুঃ কশ্চিৎ মৎসরঃ। প্রযত্নানর্থক্যং

ত্ব ভবতি। ফলবতা চ নাম প্রযত্নেন ভবিতব্যম্। নচ প্রযত্নঃ ফলাদব্যতিরেচ্যঃ। নন্থ চ যে কৃতপ্রযত্নাস্তে সাধীয়ঃশব্দান্ প্রযোক্ষ্যন্তে। ত এব সাধীয়োঽভ্যুদয়েন যোক্ষ্যন্তে। ব্যতিরেকোঽপি বৈ লক্ষ্যতে। দৃশ্যন্তে হি কৃতপ্রযত্নাশ্চাপ্রবীণা অকৃতপ্রযত্নাশ্চ প্রবীণা। তত্রঃ ফলব্যতিরেকোঽপি স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—আচারে নিয়ম আছে।

আচারে অর্থাৎ প্রয়োগে ঋষি অর্থাৎ বেদ নিয়ম জ্ঞাপন করিতেছেন। "সেই অসুরগণ "হেলয়" (হে অলয়ঃ!) অর্থাৎ হে অরিগণ! "হেলয়ঃ" অর্থাৎ হে অরিগণ! প্রয়োগ করিয়া পরাভূত হইয়াছিল।" তবে প্রয়োগে ধর্ম্ম হউক

প্রয়োগে ধর্ম্ম হইলে সকল লোকের হয়।

যদি প্রয়োগ করিলেই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে সকল লোকের অভ্যুদয় (অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি) হইত, যদি সকল লোকই শ্রেয়ঃসম্পন্ন হইত, তবে এক্ষণে কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করিত। কোন ব্যক্তিই মৎসর হইত না। তাহা হইলে প্রযত্নের অনর্থকতা হইয়া পড়ে। প্রযত্ন মাত্রেই ফলবান্ হইয়া থাকে (অর্থাৎ প্রযত্ন থাকিলে তথায় ফলানুসন্ধান থাকেই থাকে)। প্রযত্ন কখনই ফলভিন্ন হয়না। যদি বল, যাহারা কৃতপ্রযত্ন তাহারাই উৎকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করে এবং তাহারাই উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ করে। ইহার ব্যতিরেক (অর্থাৎ বৈপরীত্য) ও দেখা যায়। যে ব্যক্তিগণ কৃতপ্রযত্ন, তাঁহাদিগকেও অপ্রবীণ (অর্থাৎ বিফলমনোরথ) হইতে দেখা যায় এবং যে ব্যক্তিগণ অকৃতপ্রযত্ন তাঁহাদিগকেও প্রবীণ (অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ) হইতে দেখা যায়। তাহাতেও ফলের বৈপরীত্য ঘটিতে পারে।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হি নাপি জ্ঞানে এব ধর্ম্মো নাপি প্রয়োগে এব। কিং তর্হি।

শাস্ত্রপূর্ব্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়স্তত্তুল্যং বেদশব্দেন*।

শাস্ত্রপূর্ব্বকং যঃ শব্দান্ প্রযুঙ্‌ক্তে সোঽভ্যুদয়েন যুজ্যতে। তত্তুল্যং বেদশব্দেন। বেদশব্দা অপ্যেবমভিবদন্তি। "যোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে য উ

চৈনমেবং বেদ"। "যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনমেবং বেদ"। অপর আহ,—তত্তুল্যং বেদশব্দেনেতি। যথা বেদশব্দা নিয়মপূর্ব্বমধীতাঃ ফলবন্তো ভবন্তি এবং যঃ শাস্ত্রপূর্ব্বকং শব্দান্ প্রযুঙ্‌ক্তে সোঽভ্যুদয়েন যুজ্যতে ইতি। অথবা পুনরস্তু জ্ঞানে এব ধর্ম্ম ইতি। নন্নু চোক্তং জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথা ধর্ম্ম ইতি। নৈষ দোষঃ, শব্দ প্রমাণকা বয়ং, যচ্ছব্দ আহ তদস্মাকং প্রমাণম্। শব্দশ্চ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মমাহ, নাপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মমাহ। যচ্চ পুনরশিষ্টাপ্রতিবিদ্ধং নৈব তদ্দোষায় ভবতি নাভ্যুদয়ায়। তদ্‌যথা,—হিক্কিতহসিতকণ্ডূয়িতানি নৈব তদ্দোষায় ভবন্তি নাভ্যুদয়ায়। অথবাভ্যুপায় এবাপশব্দজ্ঞানং শব্দজ্ঞানে। যোঽপশব্দান্ জানাতি শব্দানপ্যসৌ জানাতি। তদেবং জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি ব্রুবতোঽর্থাদাপন্নং ভবতি, অপশব্দজ্ঞানপূর্ব্বকে শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হইলে শব্দের জ্ঞানেও ধর্ম্ম নাই এবং প্রয়োগেও ধর্ম্ম নাই। তবে কি?

শাস্ত্র পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে অভ্যুদয় হয়, তাহা বেদ শব্দের তুল্য।

যে ব্যক্তি শাস্ত্র পূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে শব্দসকলকে প্রয়োগ করেন, সেই ব্যক্তি অভ্যুদয় (অর্থাৎ ধর্ম্ম) লাভ করেন। তাহা বেদ শব্দের তুল্য। বেদশব্দ ও এইরূপ বলেন,—"যোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ।" "যিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করেন এবং যিনি ইহাকে এই প্রকারে জানেন।" "যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে যউচৈনমেবং বেদ।" যে ব্যক্তি নাচিকেত (অর্থাৎ নচিকেতার নন্দন) অগ্নিকে চয়ন করেন এবং যিনি ইহাকে এই প্রকারে জানেন।" অপর ব্যক্তি বলেন, (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করেন,)—তাহা বেদ শব্দের তুল্য। যেমন,—বেদের শব্দ সকল নিয়মপূর্ব্বক অধীত হইলে ফলবান্ হয় (অর্থাৎ বেদের শব্দ সকলকে নিয়ম পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা হইলে ফললাভ হয়) এইরূপ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে শব্দ সকলকে প্রয়োগ করেন, সেই ব্যক্তি অভ্যুদয় লাভ করেন। অথবা শব্দের জ্ঞানেই ধর্ম্ম হউক। যদি বল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—"যদি জ্ঞানে ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে

অধর্ম্মও আছে"। ইহা দোষ নহে, আমরা শব্দপ্রমাণক (অর্থাৎ শব্দই আমাদিগের প্রমাণ), শব্দ যাহা বলেন তাহাই আমাদিগের প্রমাণ, শব্দশাস্ত্রও শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম বলিয়াছেন, অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম বলেন নাই। কিন্তু যাহা অশিষ্ট অথচ অপ্রতিষিদ্ধ (অর্থাৎ যাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই) তাহা দোষের জনক হয় না এবং অভ্যুদয়ের জনকও হয় না। যেমন,— হিক্কিত (অর্থাৎ হেচ্‌কি তোলা), হসিত (হাস্য) ও কণ্ডূয়িত (চুলকান) দোষের জনকও নহে এবং অভ্যুদয়ের জনকও নহে। অথবা শব্দজ্ঞানে অপশব্দজ্ঞানই উপায়। যে ব্যক্তি অপশব্দ জানেন, সেই ব্যক্তি শব্দও জানেন। অতএব এই প্রকারে "শব্দের জ্ঞানে ধর্ম্ম" ইহা বলিতে গেলে অপশব্দের জ্ঞান পূর্ব্বক শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম ইহাই অর্থ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভাষ্য-মূল।—অথবা কূপখানকবদেতদ্ভবিষ্যতি। তদ্যথা,—কূপখানকঃ কূপং খনন্যদ্যপি তদীয়মৃদা পাংসুভিশ্চাবকীর্ণো ভবতি, সোঽপ্সু সঞ্জাতাসু তত এব তং গুণমাসাদয়তি, যেন সচ দোষো নির্হণ্যতে ভূয়সা চাভ্যুদয়েন চ যোগো ভবতি, এবমিহাপি যদ্যপ্যপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মস্তথাপি যস্ত্বসৌ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মস্তেন স চ দোষে নির্ঘানিষ্যতে, ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে "আচারে নিয়মঃ" ইতি। যাজ্ঞে কর্ম্মণি স নিয়মোঽন্যত্রানিয়মঃ। এবং হি শ্রূয়তে। যর্ব্বাণস্তর্ব্বাণো নাম ঋষয়ো বভূবুঃ প্রত্যক্ষধর্ম্মাণঃ পরাপরজ্ঞাঃ বিদিতবেদিতব্যা অধিগতযাথাতথ্যাঃ। তে তত্রভবন্তো যদ্বানস্তদ্বান ইতি প্রয়োক্তব্যে যর্ব্বাণস্তর্ব্বাণ ইতি প্রযুঞ্জতে, যাজ্ঞে কর্ম্মণি পুনর্নাপভাষন্তে। তৈঃ পুনরসুরৈর্যাজ্ঞে কর্ম্মণ্যপভাষিতং ততস্তে পরাভূতাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—কিম্বা ইহা কূপখানকের ন্যায় হইবে, যেমন, কূপখানক কূপ খনন করিতে করিতে যদিও সেই মৃত্তিকা ও ধূলি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তথাপি, সেই কূপখানক জল উত্থিত হইলে সেই কূপ হইতেই বহু ফল লাভ করে, যদ্দ্বারা সেই দোষ নষ্ট হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকা ধূলিপ্রভৃতিকে বিধৌত করা যায় এবং অতিশয় অভ্যুদয়েরও যোগ হয়, অর্থাৎ সেই কূপ খনন দ্বারা সেই ব্যক্তি মহান্ ধর্ম্ম লাভ করে। যদিও বলা হইয়াছে, আচারে নিয়ম, তথাপি সেই

নিয়ম যজ্ঞ কর্ম্ম বিষয়ে, আর কোথাও তাহা নিয়ম নহে, শ্রুতিতে এইরূপ শুনা যায়,—যর্ব্বা ও তর্ব্বা নামে ঋষিরা ছিলেন ; তাঁহারা প্রত্যক্ষধর্ম্মা অর্থাৎ যোগি-প্রত্যক্ষ দ্বারায় সকলই জানিতে পারিতেন। পরাপরজ্ঞ ছিলেন অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রবিভাগ জানিতেন। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েই তাহাদের জ্ঞান ছিল এবং তাঁহারা সকল বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। মাননীয় সেই ঋষিরা যদ্বা ও তদ্বা প্রয়োগ করিতে গিয়াই যর্ব্বা তর্ব্বা প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু যজ্ঞ-কর্ম্মে অপভাষা প্রয়োগ করিতেন না অর্থাৎ যদ্বা ও তদ্বাই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অসুরগণ যজ্ঞকর্ম্মে অপভাষা প্রয়োগ করিত, সেই হেতুই তাহারা পরাভূত হইয়াছিল।

ভাষ্য-মূল।—অথ ব্যাকরণমিত্যস্য শব্দস্য কঃ পদার্থঃ। সূত্রম্।

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্নঃ* ।

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থো নোপপদ্যতে। ব্যাকরণস্য সূত্রমিতি।

কিং তর্হি তদন্যৎ সূত্রাদ্‌ব্যাকরণং যস্যাদঃ সূত্রং স্যাৎ।

শব্দাপ্রতিপত্তিঃ * ।

শব্দানাঞ্চাপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি। ব্যাকরণাৎ শব্দান্ প্রতিপদ্যামহ ইতি।

নহি সূত্রতঃ এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। কিং তর্হি, ব্যাখ্যানতশ্চ। নন্বু চ তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতি। ন কেবলানি চর্চ্চাপদানি ব্যাখ্যানং বৃদ্ধিঃ আৎ ঐজিতি, কিং তর্হ্যুদাহরণং প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহারঃ ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—"ব্যাকরণ" এই শব্দের পদার্থ কি ? সূত্র।

সূত্ররূপ ব্যাকরণেতে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ উপযোগী নহে।

সূত্ররূপ ব্যাকরণে 'ব্যাকরণের সূত্র' এই ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ উপপন্নই হইতে পারে না। অর্থাৎ ব্যাকরণ গ্রন্থই সূত্রাত্মক, অতএব 'ব্যাকরণের সূত্র' এই বাক্যস্থিত 'ব্যাকরণের' এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদটীর প্রয়োগ হওয়াই উচিত নহে, যেহেতু সূত্র ও ব্যাকরণ এই দুইটী পৃথক পদার্থ নহে, পৃথক পদার্থেরই সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে।

ব্যাকরণ কি তবে সূত্র হইতে বিভিন্ন ? যাহার এই সূত্র হইবে ।

অর্থাৎ ব্যাকরণ ও সূত্র এই দুইটী শব্দ বিভিন্ন নহে, অতএব ব্যাকরণের সূত্র এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে না।

শব্দ সকলের অপ্রতিপত্তিও ঘটিয়া উঠে। ব্যাকরণ হইতেই শব্দসকলকে পাওয়া যায়। সূত্র হইতেই কখনও শব্দ পাওয়া যায় না। তবে কি ? ব্যাখ্যা হইতেও পাওয়া যায়। সেই সূত্রই গৃহীত হইলে, অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলে ব্যাখ্যা হয়, কেবল চর্চ্চাপদসকল অর্থাৎ সূত্রস্থ পদসকল ব্যাখ্যা নহে। যেমন—(বৃদ্ধিরাদৈচ্ এই সূত্রে বৃদ্ধিঃ আৎ এবং ঐচ্ এই তিনটী পদমাত্রই ব্যাখ্যা নহে। তবে কি ? উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ ও বাক্যের অধ্যাহার (উহ্য বাক্য) এই সকল একত্র হইলেই তাহাকেই ব্যাখ্যা কহে।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হি শব্দঃ।

শব্দে ল্যুড়র্থঃ * ।

যদি শব্দো ব্যাকরণং ল্যুড়র্থো নোপপদ্যতে ব্যাক্রিয়ন্তে শব্দাঃ অনেনেতি ব্যাকরণং। নহি শব্দেন কিঞ্চিৎ ব্যাক্রিয়তে কেন তর্হি। সূত্রেণ।

ভবে * ।

ভবে চ তদ্ধিতো নোপপদ্যতে। ব্যাকরণে ভবো যোগো বৈয়াকরণ ইতি। নহি শব্দে ভবো যোগঃ। ক্ব তর্হি সূত্রে।

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ * ।

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ নোপপদ্যন্তে। পাণিনিনা প্রোক্তং পাণিনীয়ং আপিশলং কাশকৃৎস্নমিতি। নহি পাণিনিনা শব্দাঃ প্রোক্তা কিং তর্হি সূত্রম্। কিমর্থমিদমুভয়মুচ্যতে ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি। ন প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইত্যেব। ভবেঽপি তদ্ধিতশ্চোদিতঃ স্যাৎ। পুরস্তাৎ ইদমাচার্য্যেণ দৃষ্টং ভবে চ তদ্ধিত ইতি তৎ পঠিতং ততঃ উত্তরকালমিদং দৃষ্টং প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি তদপি পঠিতং। ন চেদানীমাচার্য্যাঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্ত্তয়ন্তি। অয়ং তাবদদোষঃ যদুচ্যতে শব্দে ল্যুড়র্থঃ ইতি। নাবশ্যং করণাধিকরণ-য়োরেব ল্যুড় বিধিয়তে। কিং তর্হি। অন্যেষপি কারকেষু কৃত্যল্যুটো বহুল-

মিতি। তদ্‌যথা প্রস্কন্দনং প্রপতনমিতি। অথবা শব্দৈরেব শব্দাঃ ব্যাক্রিয়ন্তে। তদ্‌যথা গৌরিত্যুক্তে সর্ব্বে সন্দেহাঃ নিবর্ত্তন্তে নাশ্বো ন গর্দ্দভ ইতি। অয়ং তর্হি দোষঃ ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অতএব বলিব শব্দই ব্যাকরণ।

যদি শব্দই ব্যাকরণ হয়, তবে ল্যুট্ প্রত্যয়ের (মুগ্ধবোধ মতে অনট্ প্রত্যয়ের, কলাপ মতে যুট্ প্রত্যয়ের) অর্থ উৎপন্ন হয় না। যাহা দ্বারা শব্দ ব্যাকৃত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ব্যাকরণ কহে। শব্দের দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না, তবে কাহার দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়)। সূত্র দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়)। ভবার্থে অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই স্থলে উক্ত ভবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ও যুক্তিসঙ্গত নহে, ব্যাকরণে যাহা বিদ্যমান আছে, তাহাকে বৈয়াকরণ কহে। (অর্থাৎ শব্দ স্বয়ং ব্যাকরণ নহে, কারণ তাহা দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না)।

শব্দেতে যে যোগ বা ধর্ম্ম আছে, তাহা দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না, তবে কাহাতে বিদ্যমান যোগ দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়), সূত্রে বিদ্যমান যোগ দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়)।

প্রোক্তাদি তদ্ধিতও উপপন্ন হয় না অর্থাৎ ('তেন প্রোক্তং' তিনি বলিয়াছেন এই অর্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। যথা পাণিনি যাহা কহিয়াছেন, তাহাকে পাণিনীয় কহে, এইরূপ 'কহিয়াছেন' প্রভৃতি অর্থে যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকেই প্রোক্তাদি তদ্ধিত কহে। সেই প্রোক্তাদি তদ্ধিতও এস্থলে যুক্তিসিদ্ধ নহে)। যাহা পাণিনি কর্ত্তৃক প্রোক্ত অর্থাৎ কথিত, তাহাকেই পাণিনীয় কহে, আপিশল, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতিও এইরূপ। পাণিনি শব্দ বলেন নাই। তবে তিনি কি বলিয়াছেন? সূত্র (বলিয়াছেন)। "ভবে" "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এই দুইটী সূত্র কেন বলা হইল? কেবল "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এইটী বলা হয় নাই। "ভবে" ভবার্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় কেন বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ আচার্য্য অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি দেখিলেন, ভবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তখনই তাহা সূত্রে বলিলেন। তাহার পরে দেখিলেন;

প্রোক্তাদি তদ্ধিত প্রত্যয় আছে, তখন তাহাও বলিলেন। এক্ষণে আচার্য্যেরা সূত্র করিয়াই নিবৃত্ত হন না।" যাহা বলা হইয়াছে "শব্দে ল্যুডর্থঃ" ইহাতে দোষ নাই, কেবলমাত্র করণ ও অধিকরণ কারকেই ল্যুট্ প্রত্যয় বিধান করা হয় নাই। তবে কিরূপ (বিধান করা হইয়াছে)? "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" অর্থাৎ কৃত্য প্রত্যয় ও ল্যুট্ প্রত্যয় বহু প্রকারে হয়। এই সূত্র দ্বারা অন্য সকল কারকেও হয়, ইহা বিধান করা হইয়াছে। যেমন প্রপতন ইত্যাদি। প্রপতন শব্দের অর্থ পড়িয়া যাওয়া, এই স্থলে যাহা দ্বারা বা যাহাতে পড়িয়া যাওয়া সেই পদার্থমাত্রকে বুঝা যায় না, এস্থলে ভাবে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা শব্দ দ্বারা শব্দ ব্যাকৃত হয়, যেমন গৌঃ এই কথা বলিলেই ইহা অশ্ব নহে, ইহা গর্দ্দভ নহে, এই সন্দেহ মিটিয়া যায়। "তবে" ও "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এই দুইটী তবে দোষ।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হি।

লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্ *।

লক্ষ্যং লক্ষণঞ্চৈতৎ সমুদিতং ব্যাকরণং ভবতি। কিং পুনর্লক্ষ্যং লক্ষণঞ্চ। শব্দো লক্ষ্যং, সূত্রং লক্ষণম্ এবমপ্যয়ং দোষঃ সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ অবয়বে নোপপদ্যতে। সূত্রাণি চাপ্যধীয়ান ইষ্যতে বৈয়াকরণ ইতি। নৈষঃ দোষঃ।

সমুদায়েষু হি শব্দাঃ প্রবৃত্তাঃ অবয়বেষ্বপি বর্ত্তন্তে। তদ্যথা পূর্ব্বে পঞ্চালাঃ উত্তরে পঞ্চালাঃ, তৈলং ভুক্তং, ঘৃতং ভুক্তং, শুক্লো নীলঃ কৃষ্ণ ইতি। এবময়ং সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ অবয়বেঽপি প্রবর্ত্ততে। অথবা পুনরস্তু সূত্রম্। ননু চোক্তং সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্ন ইতি। নৈষ দোষঃ। ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে শব্দাপ্রতিপত্তিরিতি। নহি সূত্রত এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে কিং তর্হি ব্যাখ্যানতশ্চেতি পরিহৃতমেতৎ। তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতীতি। ননু চোক্তং ন কেবলানি চর্চ্চাপদানি ব্যাখ্যানং বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্ ইতি। কিং তর্হি উদাহরণম্ প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহারশ্চেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতীতি অবিজানত এতদেবং ভবতি। সূত্রত এব হি শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। আতশ্চ সূত্রত এব যো হ্যুৎসূত্রং কথয়েন্নাদো গৃহ্যেত।

বঙ্গানুবাদ।—অতএব তবে।

লক্ষ্য লক্ষণকে ব্যাকরণ কহে। লক্ষ্য ও লক্ষণ এই উভয় একত্রিত হইলে তাহাকে ব্যাকরণ কহে। লক্ষ্য কাহাকে কহে? এবং লক্ষণই বা কাহাকে কহে? শব্দকে লক্ষ্য এবং সূত্রকে লক্ষণ কহে। এইরূপ হইলে এই দোষ উপস্থিত হয়, সমুদায়ে অর্থাৎ লক্ষ্য ও লক্ষণ একত্রিত হইলেই তাহাতে ব্যাকরণ শব্দ প্রবৃত্ত হয়, অবয়বে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বুঝায় না; যাহারা সূত্র সকলকে অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকেও বৈয়াকরণ বলা যায়। ইহা দোষ নহে। সমুদায়ে যে শব্দ প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অবয়বেতে প্রবৃত্ত হয়, যেমন পূর্ব্ব পঞ্চাল, উত্তর পঞ্চাল, তৈল খাওয়া হইয়াছে, ঘৃত খাওয়া হইয়াছে, শুক্ল, নীল, কৃষ্ণ ইত্যাদি। (যেমন সমষ্টিভাবে পঞ্চাল একটী শব্দ কিন্তু ব্যষ্টিভাবে পূর্ব্ব পঞ্চাল, উত্তর পঞ্চাল এইরূপ বলা যায়। খাওয়া হইয়াছে একই কথা, কিন্তু তৈল খাওয়া হইয়াছে, ঘৃত খাওয়া হইয়াছে, এরূপ বিভিন্নভাবে প্রয়োগ হইয়াছে। বর্ণ শব্দ শুক্ল, নীল, কৃষ্ণ, হরিত, কপিশ প্রভৃতিতেও সমষ্টিভাবেও প্রযুক্ত হয়, এবং শুক্ল বর্ণ, নীল বর্ণ, কৃষ্ণ বর্ণ এইরূপ ব্যষ্টিভাবেও প্রয়োগ হয়।) এইরূপ ব্যাকরণ শব্দও সমুদায়ে প্রবৃত্ত হইলেও অবয়বেও প্রবৃত্ত হয়। কিম্বা সূত্রই হউক। পূর্ব্বেইত বলা হইয়াছে "সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোহনুপপন্নঃ" অর্থাৎ সূত্ররূপ ব্যাকরণে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা দোষ নহে। ব্যপদেশিবদ্ভাবে হইবে (অর্থাৎ যেমন 'রাহুর শির' রাহু শির ব্যতীত আর কিছুই নহে, তথাপি লোক 'রাহো শিরঃ' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ 'ব্যাকরণের সূত্র' এইরূপ প্রয়োগও হইতে পারে)। যদিও "শব্দাপ্রতিপত্তিঃ" এই বার্ত্তিক বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও "নহি সূত্রতঃ এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে কিং তর্হি ব্যাখ্যানতশ্চ" সূত্র দ্বারাই শব্দসকল প্রতিপন্ন হয় না, তবে কাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়, এই সকল বলাতেই উক্ত দোষের পরিহার হইয়াছে। সেই সূত্রই বিগৃহীত অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলেই তাহাকে ব্যাখ্যান কহে। ইহাও বলা হইয়াছে; চর্চ্চাপদসকল অর্থাৎ সূত্রাহ পদ সকলই ব্যাখ্যা নহে, যেমন "বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্" এই তিনটী পদমাত্রই ব্যাখ্যা নহে।

তবে কি উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যে অধ্যাহার ইহারা একত্রিত হইয়াই ব্যাখ্যা হয়। যাহারা জানে না তাহাদের পক্ষে এইরূপই অর্থাৎ এই সকল একত্রিত হইয়া ব্যাখ্যা হয়। সূত্র হইতেই শব্দসকল প্রতিপন্ন হয়, এই হেতু সূত্র হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। যে উৎসূত্র অর্থাৎ সূত্র সকলকে অতিক্রম করিয়া বলে, তাহা গৃহীত হয় না।

ভাষ্য-মূল।—অথ কিমর্থো বর্ণানামুপদেশঃ।

বৃত্তিসমবায়ার্থঃ উপদেশঃ *।

বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি। বৃত্তয়ে সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ বৃত্তিপ্রয়োজনো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। কা পুনর্বৃত্তিঃ। শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ। অথ কঃ সমবায়ঃ। বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ সন্নিবেশঃ। অথ ক উপদেশঃ। উচ্চারণম্। কুত এতৎ। দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ। উচ্চার্য্য হি শব্দানাহ উপদিষ্টা ইমে বর্ণা ইতি।

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ *।

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। অনুবন্ধানাসঙ্ক্ষ্যামীতি। ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ অনুবন্ধাঃ শক্যাঃ আসঙ্ক্তুম্। স এষ বর্ণানামুপদেশঃ বৃত্তিসমবায়ার্থশ্চানুবন্ধকরণার্থশ্চ বৃত্তিসমবায়শ্চানুবন্ধকরণঞ্চ প্রত্যাহারার্থম্। প্রত্যাহারো বৃত্ত্যর্থঃ।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ *।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ ইষ্টান্ বর্ণান্ ভোৎস্যত ইতি। ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ ইষ্টা বর্ণা শক্যা বিজ্ঞাতুম্।

বঙ্গানুবাদ।—বর্ণের উপদেশ করা হয় কি নিমিত্ত? বৃত্তি সমবায়ের নিমিত্ত বর্ণ সকলের উপদেশ করা উচিত। বৃত্তি সমবায়ার্থ এই কথাটীর অর্থ কি? বৃত্তির নিমিত্ত সমবায় বৃত্তিসমবায় বা বৃত্ত্যর্থ সমবায় বৃত্তিসমবায় অথবা বৃত্তি-প্রয়োজন সমবায় বৃত্তিসমবায়। বৃত্তি কাহাকে কহে? শাস্ত্রপ্রবৃত্তিকে বৃত্তি কহে, সমবায় কাহাকে কহে? আনুপূর্ব্বক্রমে বর্ণ সকলের সন্নিবেশকে এস্থলে

সমবায় কহে। উপদেশ কাহাকে কহে ? উচ্চারণকে উপদেশ কহে। উচ্চারণকে উপদেশ কহে কেন ? দিশ্ ধাতুর অর্থ উচ্চারণ করা, বর্ণ সকলকে উচ্চারণ করিয়া লোকে বলে এই বর্ণসকল উপদিষ্ট হইল।

অনুবন্ধ করণের নিমিত্তও বর্ণ সকলের উপদেশ করা উচিত। বর্ণসকলকে উপদেশ না করিলে অনুবন্ধ নির্ণয় করা যায় না। সেই এই বর্ণসকলের উপদেশ বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত এবং অনুবন্ধকরণের নিমিত্ত। বৃত্তিসমবায় এবং অনুবন্ধকরণ প্রত্যাহারের নিমিত্ত, প্রত্যাহার বৃত্তির নিমিত্ত।

ইষ্ট বর্ণসকলকে বুঝিবার নিমিত্তও বর্ণ সকলের উপদেশ হয়, বর্ণ সকলকে উপদেশ না করিলে ইষ্ট বর্ণসকলকে জানিতে পারা যায় না।

ভাষ্য-মূল।—ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেদুদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকদীর্ঘপ্লুতানামপ্যুপদেশঃ *।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেৎ উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকদীর্ঘপ্লুতানামপ্যুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

এবং গুণা অপি হি বর্ণা ইষ্যন্তে। আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধম্ অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্টা সর্ব্বমবর্ণকুলং গ্রহীষ্যতি। তথেবর্ণাকৃতিস্তথোবর্ণাকৃতিঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি ইষ্টবোধের নিমিত্তই বর্ণসকলকে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে উদাত্ত অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ এবং প্লুত সকলেরও উপদেশ করা উচিত। এইরূপ গুণসম্পন্ন বর্ণসকলও অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ এবং প্লুতেরও প্রয়োজন। কিন্তু আকৃতির উপদেশেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, অবর্ণের আকৃতিই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই যত প্রকার অবর্ণ আছে, সকলই গৃহীত হইবে। তদ্রূপ ইবর্ণের আকৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারায় সকল প্রকার ইবর্ণই গৃহীত হইবে, উবর্ণের আকৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সকল উবর্ণই গৃহীত হইবে অর্থাৎ (পাণিনীয় মতে স্বরবর্ণ নয়টী, এই স্বরবর্ণ সকল প্রথমতঃ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত (১) ভেদে

(১) একমাত্রা বিশিষ্ট স্বরকে হ্রস্ব স্বর, দুই মাত্রা বিশিষ্ট স্বরে দীর্ঘ স্বর এবং তিন মাত্রা বিশিষ্ট স্বরকে প্লুত স্বর কহে। যথা "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বঃ দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্"॥

তিন প্রকার। এই তিন প্রকারের প্রত্যেকটী আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত (১)ভেদে তিন প্রকার। এই নয় প্রকারের স্বরবর্ণের প্রত্যেকটী আবার অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক (২) ভেদে দুই প্রকার। পাণিনীয় মতে ঌকারের দীর্ঘ নাই, অতএব ঌকারের ভেদ দ্বাদশ প্রকার। এ ঐ ও ঔ ইহাদের হ্রস্ব নাই, অতএব ইহাদেরও ভেদ দ্বাদশ প্রকার।

ভাষ্য-মূল।— আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধঃ *।

আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধোবক্তব্যঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি আকৃতির উপদেশ করিলেই বর্ণসকলের উপদেশ সিদ্ধ হয়, তবে সংবৃত প্রভৃতির প্রতিষেধ বলা উচিত।

ভাষ্য-মূল।—কে পুনঃ সংবৃতাদয়ঃ? সংবৃতঃ, কলঃ, ধ্মাতঃ, এণীকৃতঃ, অম্বুকৃতঃ, অর্দ্ধকঃ, গ্রস্তঃ, নিরস্তঃ, প্রগীতঃ, উপগীতঃ, ক্ষ্বিণ্ণঃ, রোমশ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—সংবৃত প্রভৃতি কি? সংবৃত (৩), কল (৪), ধ্মাত (৫),

---

(১) উচ্চৈরুদাত্তঃ। উচ্চারণ স্থানের উর্দ্ধভাগে নিষ্পন্ন স্বরকে উদাত্ত স্বর কহে, নীচৈরনুদাত্তঃ। উচ্চারণ স্থানের অধোভাগে নিষ্পন্ন স্বরকে অনুদাত্ত স্বর কহে এবং সমাহারঃ স্বরিতঃ। উদাত্ত ও অনুদাত্ত এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী স্বরকে স্বরিত স্বর কহে।

(২) মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ। মুখের সহিত নাসিকা দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণকে অনুনাসিক কহে। বর্ণ সকল নাসিকার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মুখ দ্বারাও উচ্চারিত হয়, তাহারা নিরনুনাসিক।

(৩ "অ" এই বর্ণটিই সংবৃত। একার প্রভৃতিকে সংবৃত উচ্চারণ করিলে তাহা দোষ। অকারের সংবৃত উচ্চারণ দোষ নহে।

(৪) কাকলী নামে প্রসিদ্ধ নিজ উচ্চারণ স্থান ভিন্ন অপর স্থান হইতে উচ্চারিত স্বরকে কল কহে।

(৫) অধিক শ্বাসের প্রয়োগ দ্বারা হ্রস্বস্বরও যে দীর্ঘ স্বরের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাহাকে ধ্মাত কহে। ১

৭

এণীকৃত (১), অম্বুকৃত (২), অর্দ্ধক (৩), গ্রস্ত (৪), নিরস্ত (৫), প্রগীত (৬), উপগীত (৭), ক্ষ্বিণ্ণ (৮) এবং রোমশ (৯)।

ভাষ্য-মূল।—অপর আহ—

গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হতং—

মম্বুকৃতং ধ্মাতমথো বিকম্পিতম্।

সন্দষ্টমেণীকৃতমর্দ্ধকং দ্রুতং

বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ ॥

ইতি। অতোঽন্যে ব্যঞ্জনদোষাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অপর কেহ বলেন,—

গ্রস্ত, নিরস্ত, অবিলম্বিত (১০), নির্হত (১১), অম্বুকৃত, ধ্মাত, বিকম্পিত,

---

(১) যে স্থলে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না অর্থাৎ একার উচ্চারিত হইল বা ঐকার উচ্চারিত হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাকে এণীকৃত কহে।

(২) যাহা ব্যক্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অম্বুকৃত কহে।

(৩) যাহা দীর্ঘ হইলেও হ্রস্বের ন্যায় উচ্চারিত হয় তাহাকে অর্দ্ধক কহে।

(৪) জিহ্বামূলে সংযমিত স্বরকে বা অব্যক্ত স্বরকে গ্রস্ত কহে।

(৫) নিষ্ঠুর অর্থাৎ কর্কশ স্বরকে নিরস্ত কহে।

(৬) সামবেদের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত স্বরকে প্রগীত কহে।

(৭) সমীপস্থিত বর্ণের স্বর গীত হইলে তাহার অনুরক্ত স্বরকে উপগীত কহে।

(৮) কম্পিত স্বরের ন্যায় স্বরকে ক্ষ্বিণ্ণ কহে।

(৯) গম্ভীর স্বরকে রোমশ কহে।

(১০) যাহা অপর বর্ণের সহিত মিশ্রিত হয় না, তাহাকে অবিলম্বিত কহে।

(১১) রুক্ষ বা কর্কশ স্বরকে নির্হত কহে।

সন্দষ্ট (১), এণীকৃত, অর্দ্ধক, দ্রুত এবং বিকীর্ণ (২) ইহারাই স্বরের দোষ এতদ্ভিন্ন ব্যঞ্জনের দোষও আছে।

ভাষ্য-মূল।—নৈষ দোষঃ। গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎ সংবৃতাদীনাং নিবৃত্তি-র্ভবিষ্যতি। অস্ত্যন্যদ্ গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনং, কি, সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—ইহা দোষ নহে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ হইতেই সংবৃতপ্রভৃতির নিবৃত্তি হইবে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ করাতে এতদ্ভিন্ন অপর প্রয়োজনও উক্ত আছে। কি? যাহাতে সমুদায়েরই সাধুত্ব হয়।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হ্যষ্টাদশধাভিন্নাং নিবৃত্তকলাদিকামবর্ণস্য প্রত্যাপত্তিং বক্ষ্যামি। সা তর্হি বক্তব্যা। লিঙ্গার্থা তু প্রত্যাপত্তিঃ। লিঙ্গার্থা সা তর্হি ভবতি। তৎ তর্হি বক্তব্যম্। যদ্যপ্যেতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি অনেকমনুবন্ধশতং নোচ্চার্য্য-মিৎসংজ্ঞা চ ন বক্তব্যা লোপশ্চ ন বক্তব্যঃ। যদনুবন্ধৈঃ ক্রিয়তে। তৎকলা-দিভিঃ করিষ্যতে। সিধ্যত্যেবম্ অপাণিনীয়ং তু ভবতি। যথান্যাসমেবাস্তু।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ তবে অষ্টাদশবিভাগে বিভক্ত, কলপ্রভৃতিরহিত অবর্ণের সমাধান বলিব। তবে তাহা অর্থাৎ অবর্ণের প্রত্যাপত্তি বলিব। প্রত্যাপত্তি লিঙ্গার্থ। তবে তাহা অর্থাৎ প্রত্যাপত্তি লিঙ্গার্থ হইবে। তবে তাহা বলা উচিত। যদ্যপি ইহা বলা হয়। অথবা এই কারণে এত বহুতর অনুবন্ধ উচ্চারণ করিবার আবশ্যক নাই। ইৎ সংজ্ঞাও বলিবার আবশ্যক নাই। লোপও বলিবার আবশ্যক নাই। অনুবন্ধ যাহা করে, কল প্রভৃতিও তাহা করিবে অর্থাৎ অনুবন্ধের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, কল প্রভৃতি দ্বারাও তাহা সাধিত হইবে। এইরূপে সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা অপাণিনীয় অর্থাৎ ভগ-বান পাণিনির মতানুযায়ী নহে। অতএব, যাহা আছে, তাহাই থাকুক।

ভাষ্য-মূল।—ননু চোক্তমাকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতিচেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধ ইতি। পরিহৃতমেতৎ। গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনমুক্তম্। কিম্ সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি। এবং তর্হ্যভয়মনেন ক্রিয়তে পাঠশ্চৈব বিশেষ্যতে কলাদয়শ্চ নিবর্ত্ত্যন্তে।

---

(১) বৃদ্ধিপ্রাপ্তের ন্যায় স্বরকে সন্দষ্ট কহে।

(২) অপরবর্ণে গতিশীল স্বরকে বিকীর্ণ কহে। কেহ কেহ বলেন যাহা এক হইয়াও অনেকে প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকীর্ণ কহে।

বঙ্গানুবাদ ।—পূর্ব্বে তো ইহা বলা হইয়াছে "যদি বল, আকৃতির উপদেশ করিলে সিদ্ধ হয় তাহা হইলে সংবৃত প্রভৃতির প্রতিষেধ করা উচিত।" তাহা পরিহার করা হইয়াছে (যথা) - "গর্গাদিবিদাদির পাঠ হইতেই সংবৃত প্রভৃতির নিবৃত্তি হইবে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ করাতে এতদ্ভিন্ন অপর প্রয়োজনও উক্ত আছে। কি ? যাহাতে সমুদায়েরই সাধুত্ব হয়।" এইরূপ হবে ইহার দ্বারা উভয়ই সাধিত হয়। পাঠেরও বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ করা হয় এবং কলা প্রভৃতিও নিবৃত্ত হয়।

ভাষ্য-মূল ।—কথং পুনরেকেন যত্নেনোভয়ং লভ্যম্। লভ্যমিত্যাহ। দ্বিগতা অপি হেতবো ভবন্তি। তদ্‌যথা,—আম্রাশ্চ সিক্তা পিতরশ্চ প্রীণীতা ইতি। তথা বাক্যানি দ্বিষ্ঠানি ভবন্তি। শ্বেতোধাবতি অলম্বুসানাং যাতেতি।

বঙ্গানুবাদ ।—একপ্রকার যত্ন কিপ্রকারে উভয় লাভ করিতে পারা যায় ? লাভ করিতে পারা যায়, ইহা উক্ত আছে। হেতু সকল দ্বিগামীও হয় ; যেমন, আম্রবৃক্ষও সেচন করা হইতেছে এবং পিতৃলোকের তর্পণও সাধিত হইতেছে। (এই বাক্যে আম্রবৃক্ষের সিঞ্চন এবং পিতৃলোকের তর্পণ এই উভয় হেতুই সাধিত হইতেছে।) তদ্রূপ, বাক্য সকলও দ্বিগামী হয়। (যেমন)—অলম্বুস দেশে গমনাকাঙ্ক্ষী শ্বেতনামক ব্যক্তি দৌড়াইতেছে। (এই বাক্যে শ্বেতনামক ব্যক্তির অলম্বুস দেশে গমন এবং দৌড়ান এই উভয় ক্রিয়াই সাধিত হইতেছে।)

ভাষ্য-মূল ।—অথবা ইদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ কেমে সংবৃতাদয়ঃ শ্রূয়েরন্নিতি। আগমেষু, আগমাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। বিকারেষু, তর্হি বিকারাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রত্যয়েষু, তর্হি প্রত্যয়াঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। ধাতুষু, তর্হি ধাতবোঽপি শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রাতিপদিকেষু, তর্হি প্রাতিপদিকান্যপি শুদ্ধানি পঠ্যন্তে। যানি তর্হ্যগ্রহণানি প্রাতিপদিকানি। এতেষামপি স্বরবর্ণানুপূর্ব্বীজ্ঞানার্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। শশঃ ষস ইতি মা ভূৎ। পলাশঃ পলাষ ইতি মা ভূৎ। মঞ্চকো মঞ্জক ইতি মাভূৎ।

"আগমাশ্চ বিকারাশ্চ প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ।
উচ্চার্য্যন্তে ততস্তেষু নেমে প্রাপ্তা কলাদয়ঃ॥"

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে মহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে প্রথমমাহ্নিকম্॥

বঙ্গানুবাদ।—অথবা ইহা এই প্রকার হইল। কিন্তু, ইহা জিজ্ঞাস্য যে, এই সংবৃত প্রভৃতি কোন্ স্থলে শ্রুত হয়? যদি বল আগমে (১)? তাহা হইলে আগম সকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, বিকারে (২) তাহা হইলে বিকার সকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, প্রত্যয়ে (৩)? তাহা হইলে প্রত্যয় সকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, ধাতুতে (৪)? তাহা হইলে ধাতু সকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, প্রাতিপদিকে (৫)? তাহা হইলে প্রাতিপদিক সকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। তবে যে সকল অগ্রহণ প্রাতিপদিক আছে, ইহাদিগেরও স্বর ও বর্ণের আনুপূর্ব্বীজ্ঞানের নিমিত্ত অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে জ্ঞানের নিমিত্ত উপদেশ করা উচিত। "শশ" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "ষষ" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। "পলাশ" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "পলাষ" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। "মঞ্চক" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "মঞ্জক" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়।

আগম, বিকার এবং ধাতুর সহিত প্রত্যয় অর্থাৎ ধাতু ও প্রত্যয় উচ্চারিত হয়। সেই হেতু উক্ত কল প্রভৃতির প্রাপ্তি হয় না।

শ্রীমদ ভগবান্ পতঞ্জলি মুনির বিরচিত মহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ের
প্রথম পাদে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত হইল।

---

(১) কোন বর্ণের উপস্থিতি হওয়াকে আগম কহে। যেমন, "অগচ্ছৎ" এই স্থলে পূর্ব্বের অকারটিকে আগম কহে।

(২) কোন বর্ণের বিকৃতি প্রাপ্তি হওয়াকে বিকার কহে। যেমন,—অন্য+অন্য এই দুই পদের সন্ধি করিলে "অন্যোহন্য" এইরূপ প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়। এই স্থলে অকার বিকৃত হইয়া ওকার হওয়াকেই বর্ণবিকার কহে।

(৩) মূলভাগের পর যাহা থাকে, তাহাকে প্রত্যয় কহে।

(৪) ক্রিয়াবাচী ভূ, স্থা, গম্ প্রভৃতিকে ধাতু কহে।

(৫) ধাতু, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব্দ স্বরূপকে প্রাতিপদিক কহে এবং কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ও সমাসনিষ্পন্ন শব্দকেও প্রাতিপদিক কহে।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে

দ্বিতীয়মাহ্নিকম্।

ভাষ্য-মূল।—অইউণ্। ১। (১)

অকারস্য বিবৃতোপদেশ আকারগ্রহণার্থঃ ॥।

অকারস্য বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম। আকারগ্রহণার্থঃ অকারঃ সবর্ণগ্রহণেনাকারমপি যথা গৃহ্ণীয়াৎ। কিং চ কারণং ন গৃহ্ণীয়াৎ। বিবারভেদাৎ। কিমুচ্যতে বিবারভেদাদিতি ন পুনঃ কালভেদাদপি। যথৈব হ্রস্বং বিবারভিন্ন এবং কালভিন্নোঽপি।

---

(১) অইউণ্। ১। ঋ৯ক্। ২। এওঙ্। ৩। ঐঔচ্। ৪। হযবরট্। ৫। লণ্। ৬। ঞমঙণনম্। ৭। ঝভঞ্। ৮। ঘঢধষ্। ৯। জবগডদশ্। ১০। খফছঠথচটতব্। ১১। কপয়্। ১২। শষসর্। ১৩। হল্। ১৪। এই চৌদ্দটি সূত্রকে মহর্ষি পাণিনী মহেশ্বরের ঢক্কা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই নিমিত্তই বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদীকার বলিয়াছেন "এতানি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি অনাদিসংজ্ঞার্থানি।"

বঙ্গানুবাদ।—"অইউণ্।" এই মাহেশ্বর সূত্রে অকারের বিবৃত উপদেশ করা উচিত। কি নিমিত্ত? আকার গ্রহণের নিমিত্ত। যাহাতে আকার সবর্ণের দ্বারা আকারকেও গ্রহণ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত। কি কারণেই বা গ্রহণ না করিবে? বিবার ভেদ বশতঃ (অর্থাৎ অকারের প্রযত্ন সংবার, আকারের প্রযত্ন বিবার; অতএব অকার এবং আকার এই উভয়ের প্রযত্নের পার্থক্য আছে এই নিমিত্ত বিবারের উপদেশ না করিলে অকার কোন প্রকারেই আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।) কি বলিবেন? কেবল বিবারের ভেদ বশতই অকার সবর্ণরূপে আকারকে গ্রহণ করিতে পারেনা, না, কালভেদেও অকার আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেনা (অকার উচ্চারণ করিতে যত সময়ের আবশ্যক, আকার উচ্চারণ করিতে তাহার দ্বিগুণ সময়ের আবশ্যক হয়। অতএব কেবল মাত্র বিবারভেদ বশতই যে অকার সবর্ণরূপে আকারকে গ্রহণ করিতে পারে না তাহা বলিতে পারেন না, কিন্তু কালভেদেও আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না)। অকার যেমন বিবার এই প্রযত্ন দ্বারা পার্থক্যবিশিষ্ট, তদ্রূপ উচ্চারণের সময় দ্বারাও পার্থক্যবিশিষ্ট (অর্থাৎ যেমন প্রযত্নও পৃথক্ তদ্রূপ উচ্চারণের সময়ও পৃথক্)।

ভাষ্য-মূল।—সত্যমেবমেতৎ। বক্ষ্যতি তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণমিত্যত্রাস্য গ্রহণস্য প্রয়োজনম্। আস্যে যেষাং তুল্যোদেশঃ প্রযত্নশ্চ তে সবর্ণসংজ্ঞা ভবন্তীতি। বাহ্যশ্চপুনরাস্যাৎকালঃ। তেন স্যাদেব কালভিন্নস্য গ্রহণং ন পুনর্বিবারভিন্নস্য।

বঙ্গানুবাদ।—হাঁ ইহা সত্যই বটে। কিন্তু "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্।" এই সূত্রে আস্য গ্রহণের প্রয়োজন বলিবেন। আস্যে অর্থাৎ মুখে যাহাদিগের দেশ অর্থাৎ উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্ন তুল্য তাহারাই সবর্ণ হয়। কাল আস্য হইতে বহির্দেশে। অতএব উচ্চারণকাল পৃথক্ হইলেও তাহা সবর্ণরূপে

গৃহীত হয়, কিন্তু বিবার দ্বারা পৃথক্‌ হইলে অর্থাৎ পৃথক্‌ প্রযত্ন হইলে তাহা সবর্ণরূপে গৃহীত হয় না।

ভাষ্য-মূল।—কিং পুনরিদং বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে আহোস্বিং সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে। কথং জ্ঞায়তে। "অ অ" ইত্যকারস্য বিবৃতস্য সংবৃততাপ্রত্যাপত্তিং শাস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্‌। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্‌। কিম্‌। অতিখট্টঃ অতিমাল ইত্যত্রান্তর্য্যতো বিবৃতস্য বিবৃতঃ প্রাপ্নোতি। সংবৃতঃ স্যাদিত্যেবমর্থাঃ প্রত্যাপত্তিঃ। নৈতদস্তি। নৈব লোকে ন চ বেদেহকারো বিবৃতোহস্তি। কস্তর্হি। সংবৃতঃ। যোহস্তি স ভবিষ্যতি। তদেতৎ প্রত্যাপত্তিবচনং জ্ঞাপকমেব ভবিষ্যতি বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—ইহাতে কি বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে—তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে অথবা সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে—তাহারই বিবৃত উপদেশও বলা হইতেছে? বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে। কি প্রকারে জানিতেছেন? যে হেতু ইহা "অ অ" এই সূত্রে বিবৃত অকারের সংবৃতবোধকত্ব উপদেশ করিতেছেন। ইহা জ্ঞাপক নহে। ইহা বলাতে অপর প্রয়োজনও আছে। কি? "অতিখট্ট" "অতিমাল" এই সকল স্থলে আন্তর্য্যানুসারে অর্থাৎ সবর্ণতানুসারে বিবৃতের বিবৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা সংবৃত হইবে এই প্রকার প্রত্যাপত্তি (অর্থাৎ বোধকত্ব) উপস্থিত হয়। ইহা কোথাও নাই, লৌকিক প্রয়োগে অথবা বৈদিক প্রয়োগে অকার বিবৃত নাই (অর্থাৎ কি বৈদিক প্রয়োগ এবং কি লৌকিক প্রয়োগ ইহার কোথাও অকার বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায় না। অকার সর্ব্বত্রই সংবৃত।) তবে অকার কি প্রকার আছে? সংবৃত। যাহা আছে তাহাই হইবে। অতএব এই প্রত্যাপত্তিবচন অর্থাৎ বোধকত্তাবাক্য ইহারই জ্ঞাপক হইবে, যে, বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন কথিত হইতেছে।

ভাষ্য মূল।—কঃ পুনরত্র বিশেষঃ বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমাখ্যায়েত সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যেতেতি। ন খলু কশ্চিদ্বিশেষঃ। আহোপুরুষিকামাত্রং তু ভবানাহ সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যত ইতি। বয়ং তু ক্রমো বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—"বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে।" এবং "সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই বিবৃত উপদেশ বলা হইতেছে।" এতদ্দ্বয়ে বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ কি? কোন প্রকার প্রভেদই নাই। আপনি কেবল মাত্র আহোপুরুষিকা (১) অর্থাৎ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছেন যে, বলিতেছেন, "সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই বিবৃত উপদেশ বলা হইতেছে।" কিন্তু আমরা বলিতেছি,—"বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে।"

ভাষ্য-মূল।—তস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ সবর্ণগ্রহণার্থঃ *।

তস্যৈতস্যাক্ষরসমাম্নায়িকস্য বিবৃতস্যোপদেশাদন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ কর্তব্যঃ। কান্যত্র। ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতস্থস্য কিং প্রয়োজনম্। সবর্ণগ্রহণার্থঃ। আক্ষরসমাম্নায়িকেনাস্যগ্রহণং যথা স্যাৎ। কিং চ কারণং ন স্যাৎ। বিবারভেদাদেব।

বঙ্গানুবাদ।—এই অক্ষর সমূহের বিবৃত উপদেশ করা ব্যতিরেকে অন্যত্র অর্থাৎ অপর স্থলেও বিবৃত উপদেশ করা উচিত। অপর কোন্ স্থলে? ধাতু প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরেরও বিবৃত উপদেশ করা উচিত। তাহাতে প্রয়োজন কি? সবর্ণগ্রহণের নিমিত্ত। যাহাতে অক্ষর সমূহের দ্বারা ইহার গ্রহণ হইতে পারিবে। কি কারণেই বা অক্ষর সমূহের দ্বারা ইহার অর্থাৎ ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরের গ্রহণ না হইবে? বিবার এই প্রযত্নের প্রভেদ বশতই গ্রহণ হইতে পারে না।

ভাষ্য-মূল।—আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ভবত্যাক্ষরসমাম্নায়িকেন ধাত্বাদি-

(১) আহোপুরুষিকা শব্দের অর্থ অহঙ্কার। এই কৈয়ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—অহো অহং পুরুষ ইত্যহঙ্কারবান্ অহোপুরুষস্তস্য ভাব ইতি কাশিকাযুক্ত। অহঙ্কারবত্ত্বমিত্যর্থঃ।

স্য গ্রহণমিতি। যদয়মকঃ সবর্ণে দীর্ঘ ইতি প্রত্যাহারে অকোগ্রহণং করোতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। নহিদ্বয়োরাক্ষরসমাম্নায়িকয়োর্যুগপৎ সমবস্থানমস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যস্যাক্ষরসমাম্নায়িকেন গ্রহণমস্তি তদর্থমেতৎস্যাৎ। খট্বাঢ়কং মালাঢ়কমিতি।

বঙ্গানুবাদ। আচার্য্যের প্রবৃত্তি অক্ষর সমূহের দ্বারা ধাত্বাদিস্থের অর্থাৎ ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরের গ্রহণ ইহা জ্ঞাপন করিতেছে। যেহেতু "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।" এই সূত্রে প্রত্যাহারে (১) অকের গ্রহণ করিতেছেন (২)। কি প্রকারে ইহা জ্ঞাপক। দুই প্রকার অক্ষর সমূহের একেবারে সমবস্থান অর্থাৎ বিদ্যমানতা নাই। ইহা জ্ঞাপক নহে। ইহা বলিবার প্রয়োজনও আছে। কি? অক্ষর সমূহের দ্বারা যাহার গ্রহণ আছে, তাহার নিমিত্তই এই প্রকার হইবে (অর্থাৎ ধাত্বাদিস্থের গ্রহণ হইবে।) যেমন,—"খট্বাঢ়কম্।" "মালাঢ়কম্।"

ভাষ্য-মূল।—সতি প্রয়োজনে জ্ঞাপকং ভবতি তস্মাদ্বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ক এষ যত্নশ্চোদ্যতে বিবৃতোপদেশো নাম। বিবৃতো বোপদিশ্যেত সংবৃতো বা কোন্বত্র বিশেষঃ। স এব সর্ব্ব এবমর্থো যত্নঃ ক্রিয়তে। যান্যেতানি প্রাতিপদিকান্তগ্রহণানি তেষামেতেনাভ্যুপায়েনোপদেশশ্চোদ্যতে তদ্গুরু ভবতি। তস্মাদ্বক্তব্যং ধাত্বাদিস্থশ্চ বিবৃত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—প্রয়োজন থাকিলে জ্ঞাপক হয় না, অতএব বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। বিবৃতের উপদেশে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন কেন? বিবৃতই উপদিষ্ট হউক, অথবা সংবৃতই উপদিষ্ট হউক, ইহাতে আর প্রভেদ কি? এই নিমিত্তই এই সকল প্রকার যত্ন নিরূপণ করা হইতেছে

---

(১) "অইউণ্।" প্রভৃতি চৌদ্দটি সূত্রকে প্রত্যাহার সূত্র কহে। ঐ প্রত্যাহার সূত্রের অনুসারে যে, অক্, ইক্, এচ্, হশ্ প্রভৃতি সংজ্ঞা নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে প্রত্যাহার কহে।

(২) এই স্থলে কৈয়ট বলেন।—"অত্র হি ককারেণ চিহ্নেন প্রত্যাহারস্থো বিবৃতো নির্দ্দিষ্টস্তেন চ সংবৃতস্যাগ্রহণে ইকঃ সবর্ণ ইতি বক্তব্যম্।" অর্থাৎ "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।" এই স্থলে ক কারের দ্বারা যদি প্রত্যাহারে স্থিত বিবৃত [illegible] নির্দ্দেশ থাকিত এবং তদনুসারে সংবৃতের গ্রহণ না করা হইলে "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" না বলিয়া "ইকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।" ইহাই বলা উচিত ছিল।

যে সকল প্রাতিপদিক অগ্রহণ, তাহাদিগের এই প্রকার উপায়ে উপদেশ বলা হইলে, তাহা বিস্তীর্ণ হয়। (অর্থাৎ প্রত্যেক পদানুসারে পাঠ করিতে পারা যায় না, তাহা করিতে গেলে গ্রন্থ গৌরব হয়।) অতএব, ধাতু প্রভৃতি স্থিত স্বর বিবৃত এই প্রকার বলা উচিত।

ভাষ্যমূল।—দীর্ঘপ্লুতবচনে চ সংবৃতনিবৃত্ত্যর্থঃ *।

দীর্ঘপ্লুত বচনে চ সংবৃতনিবৃত্ত্যর্থো বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। দীর্ঘপ্লুতৌ সংবৃতৌ মাভূতামিতি। বৃক্ষাভ্যাং দেবদত্তা৩ ইতি। নৈব লোকে ন চ বেদে দীর্ঘপ্লুতৌ সংবৃতৌস্তঃ। কৌতর্হি। বিবৃতৌ। যৌত্তস্তৌ ভবিষ্যতঃ।

বঙ্গানুবাদ।—দীর্ঘপ্লুত বাক্যেও সংবৃতের নিবৃত্তির নিমিত্ত বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। সংবৃত স্বর দীর্ঘ বা প্লুত না হয়, এই নিমিত্ত বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। "বৃক্ষাভ্যাং দেবদত্তা ৩" এই স্থলে "দেবদত্তা ৩" এই আকারটি প্লুত; অতএব ইহা বিবৃত। লৌকিক ভাষায় বা বৈদিক ভাষায় কোথায়ও দীর্ঘ বা প্লুত সংবৃত নাই। তবে কি আছে? বিবৃত আছে। যাহা আছে, তাহাই হইবে অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক ভাষায় সর্ব্বত্রই দীর্ঘস্বর বা প্লুত স্বর বিবৃতই আছে; অতএব দীর্ঘস্বর বা প্লুতস্বর বিবৃতই হইবে।

ভাষ্যমূল।—"স্থানী প্রকল্পয়েদেতাবনুস্বারো যথাযণম্।" সংবৃতঃ স্থানী সংবৃতৌ দীর্ঘপ্লুতৌ প্রকল্পয়েদ্ অনুস্বারো যথাযণম্। তদ্‌যথা সয়্যন্তা, সব্ব‍ৎসরঃ যল্লোঁকম্, তঁল্লোকমিতি। অনুস্বারস্থানী যণমনুনাসিকং প্রকল্পয়তি। বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং যৎসতস্তত্র প্রকৢপ্তির্ভবতি। সন্তি হি যণঃ সানুনাসিকা নিরনুনাসিকাশ্চ। দীর্ঘপ্লুতৌ পুনর্নৈব লোকে ন চ বেদে সংবৃতৌস্তঃ। কৌতর্হি। বিবৃতৌ। যৌস্তস্তৌ ভবিষ্যতঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যেমন অনুস্বার যণকে অর্থাৎ য ব ল কে অনুনাসিক করে অর্থাৎ যেমন অনুস্বারের স্থানে যণ্ হইলে তাহা অনুনাসিক হয়; তদ্রূপ স্থানী অর্থাৎ সংবৃত ইহাদিগকে অর্থাৎ দীর্ঘ ও প্লুতকে সংবৃত করিবে। যেমন,—সংযন্তা এইরূপ স্থলে সন্ধি হইয়া সয়্যন্তা এইরূপ প্রয়োগ হয়। সংবৎসরঃ এইরূপ স্থলে সন্ধি করিয়া সব্বৎসরঃ এইরূপ প্রয়োগ হয়। যং লোকম্ এইরূপ স্থলে সন্ধি করিয়া যঁল্লোকম্ এইরূপ প্রয়োগ হয়। তং লোকম্ এইরূপ সন্ধি করিয়া তঁল্লোকম্ এইরূপ প্রয়োগ হয়। স্থানী অনুস্বার যণকে অনুনাসিক করে। ইহা বিষম কথা। ইহাই উচিত, যে, যাহা থাকে, তাহারই সেই স্থানে সম্ভাবনা হইতে পারে। যণ অর্থাৎ য ব ল ইহারা

সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক দুই প্রকারই আছে। কিন্তু, দীর্ঘ ও প্লুত ইহারা লৌকিক ভাষার অথবা বৈদিক ভাষায় কোথায়ও সংবৃত নাই। তবে দীর্ঘ ও প্লুত কি প্রকার আছে? দীর্ঘও প্লুত বিবৃত আছে। যাহা আছে তাহাই হইবে অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক ভাষায় দীর্ঘ ও প্লুত বিবৃতই আছে; অতএব দীর্ঘ ও প্লুত বিবৃতই হইবে।

ভাষ্যমূল।—এবমপি কুতএতত্তুল্য স্থানৌ প্রযত্নভিন্নৌ ভবিষ্যতঃ। ন পুনস্তুল্য-প্রযত্নৌ স্থানভিন্নৌ স্যাতাম্। ইকার উকারো বেতি। বক্ষ্যতি স্থানেঽন্তরতম ইত্যত্র স্থানে ইত্যনুবর্ত্তমানে পুনঃ স্থানগ্রহণস্য প্রয়োজনং যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ো ভবতীতি।

বঙ্গানুবাদ।—এই প্রকার হইলে অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে তুল্য স্থান হইলেও প্রযত্ন ভিন্ন হইবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে! কেবল মাত্র তুল্য প্রযত্ন নহে; ঈকার বা উকার এই প্রকার স্থান ভিন্নও হইতে পারে অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্।" যাহার উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্ন তুল্য তাহারা সবর্ণ হয়। এই সূত্রানুসারে সংবৃত অকারের স্থানে সংবৃত ঈকার অথবা সংবৃত উকার হইতে পারে। "স্থানেঽন্তরতমঃ।" এই সূত্রে স্থানে এই পদটির পূর্ব্ব হইতে অনুবৃত্তি আসিলেও পুনর্ব্বার স্থানে গ্রহণের প্রয়োজন বলিবেন,—যে স্থলে অনেক প্রকার অন্তরতা অর্থাৎ সাদৃশ্য থাকে, সেই স্থলে স্থানানুসারে আন্তর্য্যই বলবৎ হয়।

ভাষ্যমূল।—তত্রানুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণাগ্রহণমনণ্ত্বাৎ *।

তত্রানুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণানাংগ্রহণং ন প্রাপ্নোতি। অস্য চ্বৌ। যস্যেতি চ। কিং কারণম্। অনণ্ত্বাৎ। নহ্যেতে অণঃ যে অনুবৃত্তৌ। কে তর্হি। যে অক্ষরসমাম্নায়ে উপদিশ্যন্তে।

একাত্বাদকারস্য সিদ্ধম্ *।

একোঽয়মকারো যশ্চাক্ষরসমাম্নায়ে যশ্চানুবৃত্তৌ যশ্চ ধাত্বাদিস্থঃ।

অনুবন্ধসংকরস্তু *।

অনুবন্ধসংকরস্তু প্রাপ্নোতি। কর্ম্মণ্যণ্। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি। কে অপি ণিৎকৃতং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—সেই অনুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণ সকলের গ্রহণ হয়না। (অস্যচ্বৌ। ৭। ৪। ৩২।) চ্বি প্রত্যয় পরে থাকিলে অবর্ণের স্থানে ঈকার

হয়। (যস্যেতি চ। ৬। ৪। ১১৮।) ঈকার এবং তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে ভসংজ্ঞক (১) ইবর্ণ ও অবর্ণের লোপ হয় (‘অস্যচ্বৌ’) এই সূত্রে অবর্ণের স্থানে ঈকার হয় এই কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সবর্ণানুসারে ইকার প্রভৃতি হইতে পারে না)। কি কারণে অনুবৃত্তিতে সবর্ণ সকলের গ্রহণ হয় না ? অণ্ নহে বলিয়া গ্রহণ হয় না। যাহারা অনুবৃত্তিতে থাকে,তাহারা অণ্ নহে। তবে অণ্ কাহারা ? যাহারা অক্ষর সমাম্নায়ে উপদিষ্ট হয়। অকারের একত্ব-বশত সিদ্ধ হয় (২)। এই অকার একমাত্রই যাহা অক্ষরসমাম্নায়ে আছে, ও যাহা অনুবৃত্তিতে আছে এবং যাহা ধাতু প্রভৃতিতে আছে। তাহা হইলে অনুবন্ধ সঙ্করও উপস্থিত হয়। কর্ম্মণ্যণ্। ৩। ২। ১। (কর্ম্ম উপপদে থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়।) আতোঽনুসর্গে কঃ। ৩। ২। ৩। (কর্ম্ম উপপদে থাকিলে উপসর্গবিহীন আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয়।) এই সকল স্থলে কপ্রত্যয় পরেও অণ্ প্রত্যয়ের ন্যায় ণিৎ প্রত্যয়ের কার্য্য হইতে পারে (অর্থাৎ অণ্ প্রত্যয়েও অকারমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং কপ্রত্যয়েও অকারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যদি সকল অকারই এক হয়, তাহা হইলে, যেমন, অণ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন “কুম্ভকার” প্রভৃতিস্থলে কৃ ধাতুর ঋকারে বৃদ্ধিরূপ ণিৎপ্রত্যয়ের কার্য্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, কপ্রত্যয়নিষ্পন্ন গোদ প্রভৃতি স্থলেও “গোসন্দায়” প্রভৃতি অণ্ প্রত্যয়ান্তের ন্যায় ণিৎ প্রত্যয়ের কার্য্য হইতে পারিত।)।

---

(১) যচি ভম্। ১। ৪। ১৮। যকারাদি ও স্বরবর্ণাদি কপ্রত্যয় পর্য্যন্ত সর্ব্বনামস্থানসংজ্ঞক ব্যতীত সুপ্‌প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্বভাগের ভসংজ্ঞা হয়। সুড়নপুংসকস্য। ১। ১। ৪৩। সু, ঔ,জস্,অম্,ঔট্ ইহাদিগের সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হয় ; কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট, ইহাদিগের সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হয়না। শি সর্ব্বনামস্থানম্। ১। ১। ৪২। ‘শি’ র সর্ব্বনাম স্থান সংজ্ঞা হয়। জস্‌শসোঃ শি। ৭। ১। ২০। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের পরস্থিত জস্ শসের স্থানে শি হয়।

(২) এই স্থলে কৈয়ট বলেন,—একৈবাকার ব্যক্তিঃ উদাত্তাদিভেদ-প্রতিভাসস্তু ব্যঞ্জকধ্বনিকৃতঃ খড়্গতৈলাদর্শাদিভেদে প্রতিবিম্বপ্রতিভাসভেদবৎ। অকারস্য নির্দেশনার্থত্বাদিকারাদীনামপ্যৈক্যং বোদ্ধব্যম্।” ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই,—অকার একইমাত্র, উদাত্ত প্রভৃতির অনুভব, উচ্চারকের ধ্বনিজনিত। অকারের নিদর্শনে ইকার প্রভৃতিরও একত্ব বুঝিতে হইবে

ভাষ্যমূল,—একাজনেকাজ্‌গ্রহণেষু চানুপপত্তিঃ॥।

একাজনেকাজ্‌গ্রহণেষু চানুপপত্তির্ভবতি। তত্র কো দোষঃ। কিরিণা গিরিণেত্যেকাজ্‌লক্ষণমন্তোদাত্তত্বং প্রাপ্নোতি। ইহ চ ঘটেন তরতি ঘটিক ইতি দ্ব্যজ্‌লক্ষণঃ ঠন্‌ ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—একাচ্‌ ও অনেকাচ্‌ গ্রহণবিষয়েও অনুপপত্তি ঘটে। তাহাতে দোষ কি? "কিরিণা" "গিরিণা" এই সকল স্থলে একস্বরনিমিত্তক অন্তোদাত্তত্ব উপস্থিত হইতে পারে এবং "ঘটেন তরতি" এই বাক্যে 'ঘটিক' এইরূপ প্রয়োগ স্থলে দ্বিস্বরনিমিত্তক ঠন্‌ প্রত্যয় হইতে পারে না। (অর্থাৎ স্বরপ্রকরণের নিয়মানুসারে "কিরিণা" "গিরিণা" এই সকল অন্তোদাত্ত নহে। কিন্তু, সকল ইকারেরই একত্ব স্বীকার করিতে গেলে এই সকল স্থলে একস্বর-নিমিত্তক অন্তোদাত্তত্ব হইতে পারে এবং সকল অকারেরই একত্ব স্বীকার করিলে তদ্ধিত প্রত্যয়ের "নৌদ্ব্যচষ্ঠন্‌। ৪।৪।৭।" নৌশব্দ ও দ্বিস্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্‌ প্রত্যয় হয়। এই নিয়মানুসারে ঠন্‌ প্রত্যয় হইয়া "ঘটিক" এই প্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না; কারণ, ঘকারে স্থিত অকার এবং টকারে স্থিত অকার এই উভয় অকারই এক হইলে এই শব্দে কোন প্রকারেই দ্বিস্বরত্ব সম্ভবপর হয় না।)

ভাষ্যমূল।—দ্রব্যবচ্চোপচারাঃ॥।

দ্রব্যবচ্চোপচারাঃ প্রাপ্নুবন্তি। তদ্‌ যথা দ্রব্যেষু নৈকেন ঘটেনানেকো যুগপৎ কার্য্যং করোতি। এবমিমমকারং নানেকো যুগপদুচ্চারয়েৎ।

বঙ্গানুবাদ।—দ্রব্যের ন্যায় উপচার অর্থাৎ ব্যবহার প্রাপ্ত হয়। যেমন, দ্রব্যপদার্থের মধ্যে একটি ঘট দ্বারা অনেক ব্যক্তি এক সময়ে অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না; তদ্রূপ এই একটি মাত্র অকারকে অনেক ব্যক্তি এক সময়ে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না।

ভাষ্যমূল।—বিষয়েণতু নানালিঙ্গকরণাৎ সিদ্ধম্‌॥।

যদয়ং বিষয়ে বিষয়ে নানালিঙ্গমকারং করোতি "কর্ম্মণ্যণ্‌" "আতোঽনুপসর্গে কঃ।" ইতি। তেন জ্ঞায়তে নানুবন্ধসংকরোঽস্তীতি। যদিহি স্যাৎ নানালিঙ্গ-করণমনর্থকং স্যাৎ একমেবায়ং সর্ব্বগুণমুচ্চারয়েৎ। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্‌। ইৎসংজ্ঞা প্রকৢপ্ত্যর্থমেতৎ স্যাৎ। মত্ত্বমনুবন্ধৈঃ শক্যা বক্তুকা উপচেতুম্‌। ইৎসংজ্ঞায়াংহি দোষঃ স্যাৎ। আযমাদ্যিতো ঞিৎসংজ্ঞা স্যাৎ। কয়োঃ। আকারয়োঃ। এবং তর্হি বিষয়েণতু পুনর্লিঙ্গকরণাৎসিদ্ধম্‌। যদয়ং বিষয়ে বিষয়ে

পুনর্লিঙ্গকারং করোতি "প্রাগ্দীব্যতোঽণ্।" "শিবাদিভ্যোঽণ্" ইতি। তেন জ্ঞাপ্যতে নানুবন্ধসঙ্করোঽস্তীতি। যদি হি স্যাৎ পুনর্লিঙ্গকরণমনর্থকং স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—প্রতিবিষয়ে নানাপ্রকার লিঙ্গকরণবশতঃ অর্থাৎ বহুপ্রকার চিহ্ন নিরূপণ বশতঃ সিদ্ধ হয় *।

যেহেতু, ভগবান্ পাণিনি "কর্ম্মণ্যণ্।৩।২।১।" কর্ম্ম উপপদ থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। "আতোঽনুপসর্গে কঃ।৩।২।৩।" কর্ম্ম উপপদ থাকিলে উপসর্গবিহীন আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয়। এই প্রকার নানাবিধ চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত অকার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহা জানিতে পারা যায় যে, অনুবন্ধসঙ্কর নাই। যদি অনুবন্ধসঙ্কর ঘটিতে পারিত, তাহা হইলে, নানাবিধ চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করা অনর্থক হইত, এই একমাত্র অকারকেই সর্ব্বপ্রকার গুণবিশিষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতেন। ইহা জ্ঞাপক নহে। ইৎ সংজ্ঞার প্রক্ৣপ্তির নিমিত্ত ইহা হয়। অনুবন্ধ দ্বারা ইহা শল্যকের (১) ন্যায় সংগৃহীত করিতে পারা যায় না। ইৎসংজ্ঞাতে দোষ হয়, যেহেতু দুয়ের লইয়া ইৎ সংজ্ঞা হয়। কোন্ দুয়ের লইয়া ইৎ সংজ্ঞা হয়, আদির ও অন্তের লইয়া ইৎ সংজ্ঞা হয়। এই প্রকার তবে প্রতিবিষয়ে বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করাতে সিদ্ধ হইল। যে হেতু ভগবান্ পাণিনি "প্রাগ্দীব্যতোঽণ্। ৪। ১। ৮৩।" তেন দীব্যতি খনতি জয়তি জিতম্। ৪। ৪। ২। এই সূত্রের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অণ্ প্রত্যয় অধিকৃত হইতেছে। 'শিবাদিভ্যোঽণ্। ৪। ১। ১১২।" অপত্য অর্থে শিব প্রভৃতি শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অকারকে চিহ্নরূপে গ্রহণ করিতেছেন। তাহা দ্বারা জানিতে পারা যায়। অনুবন্ধসঙ্কর নাই। যদি থাকিত, পুনর্ব্বার চিহ্ন করা অনর্থক হইত।

ভাষ্যমূল।-অথবা পুনরস্তু বিষয়েণ তু নানালিঙ্গ-করণাৎসিদ্ধমিত্যেব। নম্বুচোক্তমিৎসংজ্ঞাপ্রক্ৣপ্ত্যর্থমেতৎ স্যাদিতি। নৈষদোষো লোকতএতৎসিদ্ধম্। তদ্যথা লোকে কশ্চিদেবং দেবদত্তমাহ ইহমুণ্ডোভব, ইহজটিলোভব, ইহশিখীভবেতি।

(১) এই স্থলে কৈয়ট বলেন,—"শল্যকঃ প্রাণিবিশেষঃ। স যথা কণ্টকতুল্যৈঃপক্ষৈর্ব্যাপ্যতে নৈবং সর্ব্বানুবন্ধযুক্তোঽকারঃ শক্যো নির্দ্দেষ্টুম্।" শল্যক অর্থাৎ শজারু নামক প্রাণী যেমন কণ্টকতুল্য পক্ষসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ সকল অনুবন্ধ যুক্ত অকারের নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

যল্লিঙ্গো যত্রোচ্যতে তল্লিঙ্গস্তত্রোপতিষ্ঠতে। এবময়মকারো যল্লিঙ্গো যত্রোচ্যতে তল্লিঙ্গস্তত্রোপস্থাস্যতে।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা প্রতিবিষয়ে নানাপ্রকার চিহ্ন নিরূপণ বশত সিদ্ধ হয়, ইহাই সিদ্ধ হউক। কিন্তু ইহাও ত বলা হইয়াছে,"ইৎসংজ্ঞা প্রকল্পনের নিমিত্তই ইহা হইয়াছে।"ইহা দোষ নহে। লোক হইতেই ইহা সম্পন্ন হয়। যেমন, লোকে কোন ব্যক্তি অপরব্যক্তিকে বলে "এক্ষণে মুণ্ড (নেঁড়া) হও," "এক্ষণে জটিল (জটাবিশিষ্ট) হও" "এক্ষণে শিখী (শিখাযুক্ত) হও.।"যে ব্যক্তিতে যে চিহ্ন বলা হয়, সেই ব্যক্তিতে সেই চিহ্ন উপস্থিত হয়; তদ্রূপ এই অকারকে চিহ্নবিশিষ্ট যে স্থানে বলা হয়, সেইস্থলে সেই চিহ্নবিশিষ্ট হইয়া ব্যবহৃত হইবে।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে একাজনেকাজ্গ্রহণেষু চানুপপত্তিরিতি।

একাজনেকাজ্গ্রহণেষু-চাবৃত্তিসংখ্যানাৎ *।

একাজনেকাজ্গ্রহণেষু চাবৃত্তেঃসংখ্যানাদনেকাচ্ত্বংভবিষ্যতি। তদ্যথা সপ্তদশসামিধেন্যোভবন্তীতি ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমামিত্যাবৃত্তিতঃ সপ্তদশত্বংভবতি। এবমিহাপ্যাবৃত্তিতোহনেকাচ্ত্বং ভবিষ্যতি। ভবেদাবৃত্তিতঃ কার্য্যং পরিহৃতম্ ইহতু খলু কিরিণঃ গিরিণেতো কাজ্লক্ষণমন্তোদাত্তত্বং প্রাপ্নোত্যেব। এতদপি সিদ্ধম্। কথম্। লোকতঃ। তদ্যথা ঋষিসহস্রমেকাং কপিলামেকৈকশঃ সহস্রকৃত্বোদত্বা তয়া সর্ব্বে তে সহস্রদক্ষিণাঃ সম্পন্না এবমিহাপ্যনেকাচ্ত্বং ভবিষ্যতি।

বঙ্গানুবাদ।—একাচ্ও অনেকাচ্ অর্থাৎ একস্বর ও বহুস্বর গ্রহণ বিষয়ে আবৃত্তির অর্থাৎ পুনঃপাঠের সংখ্যা বশতঃ অনেকাচ্ত্ব হইবে। যেমন,—"সপ্তদশ সামিধেন্যোভবন্তি ." "সপ্তদশটি সামিধেনী (১) হয়।" এইস্থলে প্রথমটী ও উত্তমটীর তিনবার আবৃত্তি করিয়া সপ্তদশত্ব সম্পন্ন হয়। তদ্রূপ, এইস্থলেও অর্থাৎ "ঘটেন তরতি ঘটকঃ।" এই প্রয়োগ স্থলেও আবৃত্তি দ্বারা অনেকাচ্ত্ব হইবে ("ঘট" এইস্থলেও অকার একমাত্র হইলেও তাহার দুইবার আবৃত্তি দ্বারা "নৌদ্ব্যচষ্ঠন্। ৪।৪।৭।" নৌশব্দ ও দ্বিস্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্ প্রত্যয় হয়। এই সূত্রানুসারে দ্বিস্বরনিমিত্তক ঠন্ প্রত্যয়

(১) বিকৃতিযাগে ত্রয়োদশটী সামিধেনী ব্যবহৃত হয়। সামিধেনী অগ্নিসন্দীপন মন্ত্র।

হয়)। আচ্ছা তবে, এইস্থলে যেন দুইবার, ষ ও ট এতে আবৃত্তি দ্বারা এক স্বর (অকার) প্রযুক্ত কার্য্য পরিত্যক্ত হয়; (অর্থাৎ দুই স্বর প্রযুক্ত ঠন্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হয়); কিন্তু কিরিণা, গিরিণা (কিরি ও গিরি শব্দের তৃতীয়ার এক বচনের রূপ,) এইস্থলে ত (কিরি এই উভয় বর্ণে, ও গিরি এই উভয় বর্ণে, একই ইকার, উচ্চারণ দুইবার করিলেও) নিশ্চয়ই এক স্বর লক্ষণ নিমিত্ত অন্তস্বরে উদাত্তত্বই প্রাপ্ত হইবে।

না, এইস্থলে দোষ হইবে না, এইস্থলেও প্রয়োগসিদ্ধ হইবে। কিরূপে? লৌকিক ব্যবহার অনুসারে। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন, সহস্র ঋষি, একটী কপিলা গাভীকে, একজন একজন করিয়া (একটী ঋষি অন্য ঋষিকে, সে তৃতীয় ঋষিকে, সে আবার চতুর্থ ঋষিকে দান করেন; এরূপে একটী গাভীকে সহস্রবার সহস্র ঋষি দান করেন), একটী মাত্র গাভীদ্বারা সেই সকল ঋষিই দক্ষিণাসম্পন্ন হন, সেইরূপ এইস্থলেও একটী মাত্র 'অ'কার বা 'ই' কার অনেক বার উচ্চারণ করাতে অনেক স্বরত্ব (অচ্ত্ব) প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে। দ্রব্যবচ্চোপচারাঃ প্রাপ্নুবন্তীতি। ভবেদ্যদসম্ভবি কার্য্যং তন্নানেকো যুগপৎ কুর্য্যাৎ। নতু খলু সংভবি কাযামনেকোঽপি তদ্যুগপৎ করোতি। তদ্যথা। ঘটস্য দর্শনং স্পর্শনং বা, সম্ভবি চেদং কার্য্যমকারস্যোচ্চারণং নামানেকোঽপি তদ্যুগপৎ করিষ্যতি।

বঙ্গানুবাদ।—যে হেতু ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, (অকারাদিবর্ণের) উপচার (ব্যবহার)ও, দ্রব্যের (ঘটাদির) ন্যায়ই হয়। (অর্থাৎ যেমন একটী মাত্র ঘট [দ্রব্য] দ্বারা এক কালে অনেক কায সম্ভব হয় না; সেরূপ 'অ'কার যদি একটী মাত্র হইত, তবে তদ্দ্বারা এক কালে বহু কার্য্য সম্ভব হইত না। এই জন্যই অকারকে বহুস্বর মানিতে হইবে।)

আচ্ছা, হউক্ যে স্থলে কার্য্য অসম্ভব, সেই স্থলেই অনেক কার্য্য যুগপৎ (এককালে) করা যায় না; পরন্তু যে স্থলে নিশ্চয়ই কার্য্য সম্ভব, সেই স্থলে ত অনেক কার্য্যও যুগপৎ হইয়া থাকে। যেমন, ঘটের দর্শন বা স্পর্শন, অনেকের এক কালেই হয়, সেরূপ সম্ভাবিত এই 'অ'কার উচ্চারণ রূপ কর্ম্ম, অনেকেও যুগপৎই করিবে।

আন্যভাব্যং তু কালশব্দব্যবায়াৎ। * (১)

(১) এইরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট অংশকে কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিক বলিয়া জানিবে। তাই ভাষ্যকারের উক্তিতে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই।

আন্যভাবাৎ ত্বকারস্য। কুতঃ। কালশব্দব্যবায়াৎ। কালব্যবায়াচ্ছব্দ-ব্যবায়াচ্চ। কালব্যবায়াৎ, দণ্ড অগ্রম্। শব্দব্যবায়াৎ, দণ্ডঃ। নচৈকাস্যাত্মনো ব্যবায়েন ভবিতব্যং।

বঙ্গানুবাদ।—অ, ই, উ, প্রভৃতি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ পাঠে, কিঞ্চিৎ কাল এবং মধ্যে বর্ণান্তর পাঠে, শব্দব্যবধান হয়; সে কাল ও শব্দ ব্যবধান হেতু, এক অ, ই, হইতে, অন্য অ, ই, কে, অন্য বলিয়া জানিতে হইবে। *

এক 'অ'কার, অন্য 'অ'কার হইতে, স্বতন্ত্র বলিয়া ভাবনা করিবে। কেন? কালের এবং শব্দের ব্যবধানহেতু। কালব্যবধান জন্য, যথা,—দণ্ড অগ্রম্। (এই দণ্ডের দ উচ্চারণে, একমাত্রা 'অ'কারের কাল, 'ণ্ড' একমাত্রা কাল, 'অ' একমাত্রা কাল, 'গ্র' একমাত্রা কাল, 'অ' একমাত্রা এইরূপে চারিবার অকার উচ্চারণে কাল ব্যবধান [বিলম্ব প্রযুক্ত] হইয়াছে।)

শব্দ ব্যবধান জন্য যথা,—দণ্ড। ('দ' স্থিত অকারের পরে, ণ, ড, ব্যবধান থাকিয়া পুনঃ 'অ' উচ্চারিত হওয়াতে, শব্দ ব্যবধান হইয়াছে।) একটীমাত্র শরীরের (আত্মার), ব্যবধান, কখনও হইতে পারে না। (অর্থাৎ অকার যদি এক শরীর [আত্মা] বিশিষ্ট হইত, তবে তাহার মধ্যে ব্যবধান সম্ভব হইত না; 'অ'কারকে এইজন্যই অনেক বলিয়া জানিতে হইবে)।

ভাষ্যমূল।—ভবতি চেত্তবত্যান্যভাবামকারস্য। যুগপচ্চ দেশপৃথক্ত্বদর্শনাৎ।*

যুগপচ্চ দেশপৃথক্ত্বদর্শনান্মন্যামহে আন্যভাবামকারস্যেতি। যদয়ং যুগপদ্দেশ-পৃথক্ত্বেষূপলভ্যতে, অশ্বঃ অর্কঃ, অর্থ ইতি। নহ্যেকোদেবদত্তো যুগপৎ স্রুঘ্নে চ ভবতি মথুরায়াঞ্চ।

বঙ্গানুবাদ।—এক 'অ'কারের যদি অন্য 'অ'কার হইতে পৃথক্ ভাবনায় হয়, তবে হউক। একই কালে দেশেরও পৃথকত্ব দর্শন জন্য।*

যুগপৎই দেশেরও পৃথকত্ব দর্শন হেতু, আমরা 'অ'কারকে, অন্য 'অ'কার হইতে, স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিব। যে হেতু এই অকার পৃথক্ পৃথক্ দেশ (স্থান) সমূহে ও একই কালে উপলব্ধি হয়। যথা;—অশ্বঃ, অর্কঃ অর্থঃ ইত্যাদি। (এই স্থলে একই অকার এককালে তিন শব্দে উচ্চারিত হইতেছে। এক 'অ' হইলে, এক কালে তিন শব্দে, উচ্চারিত হইতে পারিত না।) একই দেবদত্ত, একই সময়ে স্রুঘ্ন দেশে এবং মথুরাতে অবস্থান অসম্ভব।

ভাষ্যমূল।—যদি পুনরিমে বর্ণাঃ শকুনিবৎ স্যুঃ। তদ্যথা। শকুনয় আশুগামিত্বাৎ পুরস্তাদুৎপতিতাঃ পশ্চাদ্দৃশ্যন্তে। এবময়মকারো দ ইত্যত্র দৃষ্টো ণ্ড ইত্যত্র দৃশ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।— পুনঃ, যদি এই সকল বর্ণ শকুনির ন্যায় হয়; যেমন শকুনি সকল শীঘ্র গমনশীল বলিয়া, সম্মুখভাগে উড়িল, (কিন্তু তখনই) পাছে দেখা গেল; সেইরূপ, এই স্থলেও 'অ'কার (এইমাত্র) 'দ' এতে দেখা গেল, (পরক্ষণেই) 'গু' এতে, দেখা যাইতেছে।

ভাষ্যমূল।—নৈবং শক্যম্। অনিত্যত্বমেবং স্যাৎ। নিত্যাশ্চ শব্দাঃ। নিত্যেষু চ শব্দেষু কূটস্থৈরবিচালিভির্বর্ণৈর্ভবিতব্যমনপায়োপজনবিকারিভিঃ। যদি চায়ং দইত্যত্র দৃষ্টো গু ইত্যত্র দৃশ্যেত নায়ং কূটস্থঃ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হইতে পারে না। কেন না, এইরূপ বলিলে, শব্দের অনিত্যত্ব হয়। শব্দ সমস্ত নিত্য পদার্থ। সুতরাং নিত্যশব্দ সমূহে, কূটস্থ (নির্ব্বিকার), অবিচালি (স্থির,) প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকা কর্ত্তব্য, যেন অপায় (লোপ) উপজন (আগম), ও বিকার (আদেশ) প্রভৃতি না হয়। যদি এই 'অ' কার 'দ' এতে একবার দেখিলাম, আবার সেই 'অ'কারই 'গু' এতে আবার দেখা যায়, তবে ইহা কূটস্থ হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—যদি পুনরিমে বর্ণা আদিত্যবৎ স্যুঃ। তদ্যথা। এক আদিত্যোঽনেকাধিকরণস্থো যুগপদ্দেশপৃথক্ত্বেষূপলভ্যতে। বিষম উপন্যাসঃ। নৈকো দ্রষ্টা আদিত্যমনেকাধিকরণস্থং যুগপদ্দেশপৃথক্ত্বেষূপলভতে। অকারং পুনরুপলভতে। অকারমপি নোপলভতে, কিং কারণম্। শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ। একঞ্চ পুনরাকাশম্। আকাশদেশা অপি বহবঃ। যাবতা বহবঃ তস্মাদাস্তভাবামকারস্য।

বঙ্গানুবাদ।—পুনঃ, যদি এই সকল বর্ণ আদিত্যের ন্যায় হয়, যেমন, একই আদিত্য (সূর্য্য) অনেক অধিকরণস্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দেশেতে, যুগপৎই উপলব্ধি হয়, অকারও পুনঃ সেইরূপই উপলব্ধি হয়।

'অকার'ও সেইরূপ উপলব্ধি হয় না। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, কর্ণেরদ্বারা উপলব্ধি-সম্পন্ন বুদ্ধির গ্রহণযোগ্য, প্রয়োগ করিবার সময়ে অভিব্যক্ত, আকাশদেশ (আকাশে অবস্থিত) শব্দ। আকাশও আবার একটী। (অর্থাৎ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও একটীমাত্র আম্রফলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদিগুণ থাকা হেতু, এককালেই বিবিধ গুণ উপলব্ধি হইতে পারে; কিন্তু একই মাত্র আকাশে, কেবল একমাত্র শব্দগুণই বর্ত্তমান থাকা হেতু, আশ্রয় এক বলিয়া, 'অ'কারও একই মাত্র বর্ণ বলিব। [বিশেষতঃ শব্দ আবার একমাত্র কর্ণ ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি হয় না, এজন্য অধিকরণও ভিন্ন নহে।]

পুনঃ কথা এই যে, এইরূপ হইতে পারে না। কেন না, আকাশ এক হইলেও আকাশের দেশ (অবস্থিত স্থান) বহু। যে হেতু বহুস্থান, সেই হেতুই (অতুল্য দৃষ্টান্ত বলিয়া) 'অ'কারের (অন্য অকার হইতে,) অন্য ভাবনা কর্ত্তব্য; (এবং এইজন্যই 'অ'কারের বহুত্বর মানিতে হইবে।)

ভাষ্যমূল।—আকৃতিগ্রহণাৎ সিদ্ধম্। *

অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্টা সর্ব্বমবর্ণকুলং গ্রহীষ্যতি। তথেবর্ণাকৃতিস্তথোবর্ণাকৃতিঃ। তদ্বচ্চ তপর করণম্। *

এবং চ কৃত্বা তপরাঃ ক্রিয়ন্তে আকৃতিগ্রহণেনাতিপ্রসক্তমিতি। ননু চ সবর্ণ-গ্রহণেনাতিপ্রসক্তমিতি কৃত্বা তপরাঃ ক্রিয়েরন্ প্রত্যাখ্যায়তে তৎ সবর্ণেঽণ-গ্রহণমপরিভাষ্যমাকৃতিগ্রহণাদনন্যত্বাচ্চেতি।

বঙ্গানুবাদ।—(যদি বহুত্বরই মানিতে হইবে তবে 'অ' 'ই' 'উণ্' প্রভৃতিসূত্রে একটীমাত্র 'অ'কার 'ই'কার বা 'উ'কার গ্রহণ করিলেন কেন? তাহাতে দোষ হইবে না, কেন না, একটি 'অ'কারেরই আকৃতি বিশিষ্ট অন্যান্য 'অ'কার বলিয়া) আকৃতিগ্রহণহেতুই সিদ্ধ হইবে। *

'অ'বর্ণকে আকৃতি বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে; এবং সেই হেতুই যত 'অ'বর্ণের কুল (বংশ) আছে, সেই সমস্তই (একমাত্র 'অ'বর্ণ গ্রহণে) গৃহীত হইবে। সেই রূপ 'ই'বর্ণ ও আকৃতি, 'উ'বর্ণ ও আকৃতি। অর্থাৎ একটী মাত্র 'ই'বর্ণ 'উ'বর্ণ গ্রহণের দ্বারাই, যাবতীয় 'ই'বর্ণ 'উ'বর্ণ গৃহীত হইয়াছে জানিবে। এবং আকৃতিবান্ বলিয়াই 'ত'পর করা হইয়াছে। *

এরূপ 'অ'কারাদি বর্ণকে, আকৃতি বিশিষ্টমনে করিয়াই 'তপর (তকারের পরে বা তকার পরে থাকিলে তাহার সমকাল বিশিষ্ট বর্ণেরই গ্রহণ হয়. যেমন অৎগ্রহণে, হ্রস্ব 'অ'কারের, আৎগ্রহণে কেবলমাত্র দীর্ঘ 'আ'কারের ইত্যাদি) সমুচও করা হইয়াছে, আকৃতিগণে অতিপ্রসঙ্গ না হয় (যেন অৎগ্রহণে 'অ'কার আৎগ্রহণে 'আ'কার গ্রহণ না হয়)।

যদি বল সবর্ণ গ্রহণে (অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ ১।১।৬৯ অণ্ ... যাহার (১) স্থিত বর্ণ' এবং উকার ইৎ অর্থাৎ কু কবর্গ, চু চবর্গ, টু টবর্গ, তু তবর্গ, পু পবর্গ, ইহারা পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। অণ্ প্রত্যাহার এখানে পরের ণকারের সহিত জানিবে। এই সূত্রানুসারে 'অ' 'ই' 'উ' ইত্যাদি

(১) অইউণ্। ঋ৯ক্। এওঙ্। ঐঔচ্। প্রভৃতি সূত্রের প্রথম বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত হল্ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বর্ণ, তাহাদিগের আদি বর্ণ এবং অন্ত বর্ণ লইয়া প্রত্যাহার সংজ্ঞা হয়। যথা, অণ্, অক্, এঙ্, এচ্, হল্ ইত্যাদি।

গ্রহণে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদি, অষ্টাদশ 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতির গ্রহণ হয়।) হ্রস্ব 'অ' বর্ণ গ্রহণে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদি যাবতীয় 'অ' বর্ণের গ্রহণ হয় বলিয়া যাহাতে অতিপ্রসঙ্গ না হয়, তজ্জন্যই, 'ত'পর সমূহ করা হইয়াছে। (আকৃতি গ্রহণ প্রযুক্ত অতিপ্রসঙ্গ নিবারণ জন্য নহে।)

এই মত প্রত্যাখ্যান (খণ্ডন) করা হইয়াছে যে, "সবর্ণ সংজ্ঞাতে অণ্ প্রত্যাহার গ্রহণ, কথনীয় নহে; কেন না, আকৃতিগ্রহণ হেতু এবং অনন্যত্ব (যাবতীয় 'অ'কার 'ই'কারাদি বর্ণ সমূহ হইতে অভিন্নত্ব) হেতু।"

ভাষ্যমূল।—হল্ গ্রহণেষু চ। *

কিম্। আকৃতিগ্রহণাৎ সিদ্ধমিত্যেব। ঝলো ঝলি অবাত্তাম্ অবাত্তম্ অবাত্ত। যত্রৈতন্নাস্তি অণ্ সবর্ণানগৃহ্ণাতীতি।

বঙ্গানুবাদ।—হল্ মধ্যেও আকৃতির গ্রহণ হইয়াছে। *

কি রূপে? (অর্থাৎ হল্ প্রত্যাহার মধ্যে ত অন্ নাই যে, [অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ, এই সূত্রানুসারে] 'ত'কারের সবর্ণ 'ত'কার, 'প'কারের সবর্ণ 'প'কার এবং 'স'কারের 'স'বর্ণ 'স'কার হইবে। কিন্তু হল্ মধ্যেও যখন 'স'কারে 'স'কারে, 'ত'কারে 'ত' কারে, সবর্ণ দেখা যায়, তখনই জানিতে হইবে যে, হল্ প্রত্যাহার মধ্যে আর "অণুদিৎ * * *" সূত্রানুসারে, সবর্ণ সংজ্ঞার গ্রহণ হয় নাই, যে হেতু হল মধ্যে অণ্ প্রত্যাহারের প্রবেশ নাই; এই হেতুই জানিতে হইবে যে, আকৃতিগ্রহণ হেতুই সূত্রস্থিত [অ ই উ ণ্, ইত্যাদি সূত্রস্থিত] 'ত'কারের ন্যায়, সূত্রের বহিঃস্থিত ও যাবতীয় 'ত'কারের গ্রহণ হইয়াছে) আকৃতি গ্রহণ হেতুই হল বর্ণ সমূহ, নিশ্চিত সিদ্ধ হইবে। যথা,—ঝলোঝলি। ৮।২।২৬। (ঝল্ প্রত্যাহারের পরস্থিত 'স'কারের লোপ হয়, ঝল্ প্রত্যাহার পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে আবাংস্তাম্ এর সকারের লোপ হইল) অবাত্তাম, অবাত্তম্, অবাত্ত। ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইল। যে স্থলে অণ্ প্রত্যাহার, সবর্ণ বর্ণ সমূহকে গ্রহণ করে নাই, সেই স্থলে (অণ্ সংজ্ঞার অপ্রাপ্তি স্থলে) ও প্রয়োগসিদ্ধি (আকৃতি গ্রহণ, বা অভেদ গ্রহণ হেতুই) হইল।

ভাষ্যমূল।—রূপসামান্যাদ্বা। *

রূপসামান্যাদ্বা সিদ্ধমেতৎ। তদ্যথা। তানেব শাটকানাচ্ছাদয়ামঃ যে মথুরায়াম্। তানেব শালীন্ ভুঞ্জ্মহে যে মগধেষু। তদেব ভবতঃ কার্ষাপণং যন্মথুরায়াং গৃহীতম্। অন্যস্মিংশ্চান্যস্মিন্ রূপসামান্যাত্তদেবেদমিতি

ভবতি। এবমিহাপি রূপ সামান্যাৎ সিদ্ধম্।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা রূপসামান্যহেতু। *

অথবা (যাবতীয় 'অ'কার 'ই'কার 'উ'কারাদিরই) এক রকম রূপ (মূর্ত্তি) বলিয়া (একই 'অ'কার গ্রহণে) কার্য্যসিদ্ধি হইবে। যেমন, সেই শাড়ীই আমরা গায়ে দিতেছি (আচ্ছাদন করিতেছি), যাহা মথুরাতে গায়ে দিয়াছিলাম। সেই শালিই (শ্বেততণ্ডুলবিশিষ্ট হৈমন্তিক ধান্য বিশেষ) আমরা ভোজন করিতেছি, যাহা মগধে ভোজন করিয়াছিলাম। এই (নেও) তোমার সেই কড়িকাহণ, যাহা মথুরাতে গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল স্থলে প্রকৃত পক্ষে সেই সকল জিনিষ না হইলেও, এক বস্তুতে অন্য বস্তু, রূপের সমানতা হেতু, তাহাই ইহা, এই রূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ('অ'কারাদি) স্থলেও, সেইরূপ রূপের সমানতা হেতু (এক 'অ'কার উচ্চারণেই) সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—ঋ ৯ ক্। ২॥ অথ ৯ কারোপদেশঃ কিমর্থঃ। কিং বিশেষেণ ৯কারোপদেশশ্চোদ্যতে ন পুনরন্যেষামপি বর্ণানামুপদেশশ্চোদ্যতে। যদি কিঞ্চিদন্যেষামপি বর্ণানামুপদেশে প্রয়োজনমস্তি ৯কারোপদেশস্যাপি তদ্ ভবিতুমর্হতি। কোবা বিশেষঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অতঃপর শঙ্কা এই যে, ঋ ৯ ক্, এই সূত্রে ৯কার, কি নিমিত্ত (মহাদেব কর্ত্তৃক) উপদেশ করা হইয়াছে?

'৯'কারেতে এমন কি বিশেষ আছে যে, অন্য বর্ণসমূহের কথা না বলিয়া '৯'কার উপদেশের বিষয় প্রশ্ন হইল? যদি অন্যবর্ণসমূহেরও উপদেশে কোন প্রয়োজন থাকে, তবে ৯কার উপদেশেরও তাহাই প্রয়োজন হওয়া উচিত। ইহাতে (৯কারে) আর (অন্য বর্ণাপেক্ষা) বিশেষই বা কি?

ভাষ্যমূল।—অয়মস্তি বিশেষঃ। অস্যহি ৯কারস্যাল্পীয়াংশ্চৈব প্রয়োগবিষয়ঃ। যশ্চাপি প্রয়োগবিষয়ঃ সোঽপি কৢপিস্থস্যৈব। কৢপেশ্চ লত্বমসিদ্ধম্ তস্যাসিদ্ধত্বা-দৃকারস্যৈবাচ্ কার্য্যাণি ভবিষ্যন্তি। নার্থ ৯কারোপদেশেন।

বঙ্গানুবাদ।—ইহাতে বিশেষ এই;—এই যে '৯'কার, তাহার প্রয়োগের বিষয় (স্থল) অতি অল্প। আর যাহা কিছু প্রয়োগের বিষয় তাহাও কেবল 'কৢপি' (ধাতু)র স্থলেই দৃষ্ট হয়। (সেই কৢপি, ধাতু আবার, কৃপোরোলঃ ৮।২।১৮' এই সূত্রানুসারে, কৢপি ধাতুর 'ঋ'কারস্থানে '৯'কার আদেশ হয়; কিন্তু অচ্ নিমিত্তক "ইকোযণ চি" প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য, তাহা 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' এই সূত্রানুসারে

অসিদ্ধ। কারণ, "কৃপোরোলঃ" সূত্র অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদস্থিত। অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্র হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে সমস্ত সূত্র, তাহার নিকট তৎপূর্ব্ব সূত্রসমূহ অসিদ্ধ।) 'কৃপি'র দৃষ্টিতে, লত্ব অসিদ্ধ; সুতরাং তাহার অসিদ্ধতা হেতু, 'ঋ'কারত্ব মানিয়াই 'ঌ'কারে, অচ্ প্রযুক্ত ("ইকো যণ চি," প্রভৃতি 'য'কারাদি আদেশরূপ কার্য্য সিদ্ধি হইবে; অতএব "ঌ"কার উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূল।—অত উত্তরং পঠতি। ঌকারোপদেশো। যদৃচ্ছাশক্তিজানুকরণ-প্লুত্যাদ্যর্থঃ। *

ঌকারোপদেশঃ ক্রিয়তে যদৃচ্ছাশব্দার্থোঽশক্তিজানুকরণার্থঃ প্লুত্যাদ্যর্থশ্চ। যদৃচ্ছাশব্দার্থস্তাবৎ। যদৃচ্ছয়া কশ্চিদ্ ঌতকোনাম, তস্মিন্নচ্ কার্য্যাণি যথা স্যুঃ। দধ্য্ঌতকায়দেহি। মধ্বঌতকায়দেহি। উদঙ্ঙ্ ঌতকোঽগমৎ। প্রত্যঙ্ঙ্ ঌতকোঽগমৎ। চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দাগুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দাঃ যদৃচ্ছাশব্দাশ্চতুর্থাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এই (শঙ্কা নিবারণ) জন্যই (বার্ত্তিককার) উত্তর দিতেছেন। 'ঌ'কার উপদেশ, যদৃচ্ছা, অশক্তিজানুকরণ ও প্লুতাদির নিমিত্ত কর্ত্তব্য। *

'ঌ'কার উপদেশ করা হইতেছে, যদৃচ্ছাশব্দের অর্থবোধের নিমিত্ত, অশক্তিজানুকরণের নিমিত্ত, এবং প্লুত্যাদি অর্থের নিমিত্ত। যদৃচ্ছা শব্দের তাৎপর্য্যার্থ এই;—যথেচ্ছা হেতু (অর্থাৎ নামের কোনও ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন না থাকাতে, নিজের খুসিতে, ইচ্ছামত, কাহারও পুত্রের কি ভ্রাতার "ঌ তক" নাম রাখিয়াছে) কেহও "ঌ তক" নাম বিশিষ্ট; সেই নামস্থিত 'ঌ' কারেতে, অচ্ত্ব ধর্ম্ম মানিয়া তৎপ্রযুক্ত (যণাদি) কার্য্য যাহাতে হয়। (এইরূপে, অচ্ মধ্যে পাঠ হইলে, বিবিধ প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে।) যেমন;—"দধ্য্ ঌতকায় দেহি।" (ঌ তককে দধি দেও)। "মধ্ব্ ঌতকায় দেহি।" (ঌতককে মধু দেও। "উদঙ্ঙ্ ঌতকোঽগমৎ।" (ঌ তক উত্তরদিকে গমন করিয়াছে।) প্রত্যঙ্ঙ্ ঌতকোঽগমৎ (ঌ তক পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে।)

শব্দ সমূহের প্রবৃত্তি (প্রেরণা) চারি প্রকার। যথা;—জাতিশব্দ, গুণ শব্দ, ক্রিয়া শব্দ এবং চতুর্থ যদৃচ্ছা শব্দ। (অতএব যদৃচ্ছা শব্দ অমূলক নহে)।

ভাষ্যমূল।—অশক্তিজানুকরণার্থঃ। অশক্ত্যা কয়াচিদ্ব্রাহ্মণ্যা ঋতক ইতি

প্রয়োক্তব্যে, ৯তক ইতি প্রযুক্তং তস্যানুকরণং ব্রহ্মণ্য৯তক ইত্যাহ কুমার্য৯তক ইত্যাহেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অশক্তি হেতু উৎপন্ন বর্ণের অনুকরণের নিমিত্ত, (অশক্তিজানু করণার্থ)। (শব্দোচ্চারণে) অসমর্থা কোনও ব্রাহ্মণী, 'ঋতক' শব্দ প্রয়োগ করা উচিত হইলেও (অসমর্থ হইয়া, '৯ তক' প্রয়োগ করিলেন; তাহার (সেই ব্রাহ্মণীর) অনুকরণ করিতে গিয়া, "ব্রাহ্মণ্যৢতক ইত্যাহ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণী '৯তক' এই কথা বলেন; "কুমার্য৯তক ইত্যাহেতি" অথাৎ কুমারী '৯ তক' এই কথা বলিয়া থাকেন, (এইরূপ প্রয়োগ কেহ কেহ করেন। যদি '৯' কার অচ্ মধ্যে, পাঠ না হইত, তবে 'ব্রাহ্মণ্যৢতক ইত্যাহ' ইত্যাদি স্থলে, 'য' কারাদি আদেশরূপ সন্ধি হইত না।

প্লুতাদ্যর্থশ্চ '৯'কারোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কে পুনঃ প্লুতাদয়ঃ! প্লুতিদ্বির্বচনস্বরিতাঃ। ক্লৃপ্তশিখঃ, ক্লৃপ্তঃ, প্রক্লৃপ্তঃ। প্লুত্যাদিষু কার্য্যেষু কৃপের্লত্বং সিদ্ধং তস্য সিদ্ধত্বাদচ্ কার্য্যাণি ন সিদ্ধ্যন্তি। তস্মাদ্৯কারোপদেশঃ ক্রিয়তে। নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি।

ন্যায্য ভাবাৎ কল্পনং সংজ্ঞাদিষু। *

ন্যায্যস্য ঋতকশব্দস্য তাবৎ কল্পনং সংজ্ঞাদিষু সাধুমন্যন্তে ঋতক এবাসৌ ন ৯তক ইতি।

প্লুতি প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যও '৯' কার উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

সেই প্লুত্যাদি কি কি?

প্লুতি, দ্বির্ব্বচন, এবং স্বরিত। (প্লুতি, যথা;—ক্লৃপ্তশিখঃ (কল্পিতশিখাবিশিষ্ট)। (দ্বির্ব্বচন যথা;)—ক্লৃপ্তঃ (কল্পিত)। (স্বরিত যথা;—প্রক্লৃপ্ত (বিশেষ সমর্থ)।

এই সকল স্থানে প্লুত্যাদি কার্য্যে, কৃপ ধাতুর স্থানে, 'ল'ত্বসিদ্ধ হইতেছে; এবং লত্ব সিদ্ধ হওয়াতে, ('ঋ' স্থানে '৯' হওয়াতে,) '৯' কারে অচ্ত্ব ধর্ম্ম মানিয়া (যণাদি) কার্য্য সকল সিদ্ধ হইবে না। (কেন না '৯'কার অচ্ প্রত্যাহারে পাঠ নাই)। এই জন্যই (মহেশ্বর 'ঋ ৯ ক্' সূত্রে,) '৯'কারের উপদেশ করিয়াছেন।

এই সমুদয় (৯ উপদেশের) প্রয়োজন হইতে পারে না। কেন না;—ন্যায্য (শাস্ত্র সঙ্গত শুদ্ধ শব্দ যুক্ত) ভাব, সংজ্ঞাদিতেও করা কর্ত্তব্য। *

'(কেহ অজ্ঞতা প্রযুক্ত '৯ তক' নাম রাখিলেও, শব্দ শাস্ত্রজ্ঞগণের উচিত,

তদনুকরণ না করিয়া, 'ঋতক' এইরূপ শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করা)। ন্যায্য 'ঋতক' শব্দেরই, সংজ্ঞাদিতে কল্পনা করা, সাধু (সঙ্গত) বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং ইহা 'ঋতক'ই যথার্থ শব্দ, 'ঌতক' কদাচ নহে।

ভাষ্যমূল।—অপর আহ। ন্যায্য ঋতক শব্দঃ শাস্ত্রান্বিতোঽস্তি স কল্পয়িতব্যঃ সাধু সংজ্ঞাদিষু ঋতক এবাসৌ ন ঌতকঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ন্যায্য 'ঋতক' শব্দই হইয়াছে যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধ, (যদিও কালক্রমে অনভিজ্ঞ লোকদ্বারা উহা অপভ্রংশ হইয়া থাকে, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞ অনুকরণ-কারী ব্যক্তির), সুতরাং সেই পরিশুদ্ধ 'ঋতক' শব্দই, বিশুদ্ধ সংজ্ঞাদিতে, প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; 'ঌতক' কদাচ নহে।

ভাষ্যমূল।—অয়ং তর্হি যদৃচ্ছাশব্দঃ অপরিহার্য্যঃ। ঌফিডঃ ঌফিড্ডশ্চেতি। এষোপি ঋফিডঃ ঋফিড্ডশ্চ। কথম্। অর্ত্তিপ্রবৃত্তিশ্চৈব হি লোকে লক্ষ্যতে। ফিড ফিড্ডৌ বৌণাদিকৌ প্রত্যয়ৌ।

বঙ্গানুবাদ।—(অশক্তজানুকরণ স্থলে, এই ঌকারের অনাবশ্যকতা প্রমাণিত হইলেও, এই যদৃচ্ছা শব্দ কিন্তু পরিহারের (পরিত্যাগের) অযোগ্য। যথা;— ঌফিড এবং ঌফিড্ড, ইত্যাদি (প্রয়োগ ও হইয়া থাকে)।

(না, ইহাও মূল শব্দ নহে, অপভ্রংশ শব্দমাত্র)। ইহাও (মূল শব্দ) ঋফিডঃ এবং ঋফিড্ড ই। (যদি ঋফিড, ঋফিড্ড শব্দ শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তাহা কোন ধাতু হইতে উৎপন্ন?) কিরূপে সিদ্ধ?

('ঋ' গতৌ, এই জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর উত্তর, [এই ধাতু শ্রুতিনিহিত হইলেও,] ক্তিপ্ প্রত্যয় করিয়া, অর্ত্তি পদ লোক মধ্যে ব্যবহার আছে।) অর্ত্তি অর্থাৎ 'ঋ' ধাতুর প্রবৃত্তি (বেদবৎ), লৌকিক ব্যবহারেও দৃষ্ট হয়। অতএব সেই 'ঋ' ধাতুর উত্তর, উণাদিতে বিহিত ফিড বা ফিড্ড প্রত্যয় করিলে, অবশ্য ঋফিড বা ঋফিড্ড পদ সিদ্ধ হইবে। (উণাদয়ো বহুলম্ ।৩।৩।১। এই সূত্রানুসারে উণাদি প্রকরণে বহুবিধ প্রত্যয় ই বিধান হইতে পারে, সুতরাং ফিড, ফিড্ড প্রত্যয় অসঙ্গত নহে। ঋফিডাদি পদসিদ্ধিও অসঙ্গত নহে)।

ভাষ্যমূল।—ত্রয়ী চ শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দা গুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দা ইতি। ন সন্তি যদৃচ্ছাশব্দাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—(ঋফিডাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইলেও, অসংখ্য অসংখ্য যদৃচ্ছা শব্দের ব্যুৎপত্তি করা অসম্ভব। আর যদি একান্তই সম্ভব হয়, তবে, অত্যন্ত

বৃহৎ এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন প্রয়োজন। সুতরাং এইরূপ অসম্ভব বা গৌরব হেতু বলিতে হইবে যে) তিন প্রকার শব্দের প্রবৃত্তি (স্থিতি)। যথা ;—জাতি শব্দ, গুণ শব্দ এবং ক্রিয়াশব্দ। কিন্তু যদৃচ্ছা শব্দ বলিয়া কোন শব্দই নাই।

ভাষ্যমূল —অন্যথা কৃত্বা প্রয়োজনমুক্তমন্যথা কৃত্বা পরিহারঃ। সন্তি যদৃচ্ছা-শব্দা ইতি কৃত্বা প্রয়োজনমুক্তং ন সন্তীতি পরিহারঃ। সমানে চার্থে শাস্ত্রান্বিতোঽশাস্ত্রান্বিতস্য নিবর্ত্তকো ভবতি। তদ্‌যথা। দেবদত্তশব্দো দেবদিন্ন শব্দং নিবর্ত্তয়তি। ন গাব্যাদীন্।

বঙ্গানুবাদ।—এ কিরূপ হইল? অন্য প্রকারে ('ঌ'কারের) প্রয়োজন স্বীকার করিয়া, আর এক প্রকারে তাহার পরিহার (খণ্ডন) করা হইল? যদৃচ্ছা শব্দ আছে, এই বলিয়া, 'ঌ'কারের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া, যদৃচ্ছা-শব্দ নাই, এই বলিয়া তাহার খণ্ডন করা হইল? (অর্থাৎ যাহারা যদৃচ্ছা শব্দ লইয়া, চারিপ্রকার শব্দের প্রবৃত্তি মানে, তাহাদের মতে প্রয়োজন দেখাইয়া, "আমি তাহা মানি না, আমি তিন প্রকারই মানি," এই বলিয়া খণ্ডন করা কি সঙ্গত হয়? কোনও একদলের লোকগণ, স্বীকার করিলেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

(আর তোমরা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, "ঋতক" শব্দই অপভ্রংশ হইয়া 'ঌতক' শব্দ হইয়াছে," যদি 'ঋতক' এবং 'ঌতক', এই উভয় শব্দের সমান অর্থ হইত, তবে এইরূপ বলিয়া 'ঌতক' শব্দের বারণ করা সঙ্গত হইত; কেন না,) সমান অর্থেতেই শাস্ত্রসঙ্গত শব্দ, শাস্ত্রবহির্ভূত শব্দকে নিবারণ করে। যেমন, শাস্ত্রবিহিত 'দেবদত্ত' শব্দ অশাস্ত্রীয় 'দেবদিন্ন' শব্দকে নিবারণ করে। (কেন না এই উভয় শব্দ সমান অর্থবাচক)। কিন্তু সেই দেবদত্ত শব্দ, ভিন্নার্থ বোধক গাব্য প্রভৃতি শব্দকে নিবারণ করে না। (বরং গো শব্দ গাব্য প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দকে নিবারণ করে। এই স্থলেও সেইরূপ 'ঋতক' শব্দের ছায়া বা আভাস মাত্র 'ঌতক' শব্দে না থাকাতে, ['ঋতক' শব্দ ধাতু প্রত্যয় নিষ্পন্ন অর্থবান, গমনকারী লোক, আর 'ঌতক' শব্দ ধাতুপ্রত্যয়বর্জ্জিত সংজ্ঞা মাত্র] 'ঋতক' শব্দ, 'ঌতক' শব্দের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, অতএব 'ঌ'কার উপদেশ কর্ত্তব্য।)

ভাষ্যমূল।—নৈষ দোষঃ। পক্ষান্তরৈরপি পরিহারা ভবন্তি। অনুকরণং শিষ্টাশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধেষু যথা লৌকিক বৈদিকেষু।* অনুকরণং হি শিষ্টস্য সাধু

ভবতি। অশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধস্থ বা নৈব তদ্দোষায় ভবতি নাভ্যুদয়ায়। যথা লৌকিক বৈদিকেষু।*। যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু।

লোকে তাবদ্। য এবমসৌ দদাতি, য এবমসৌ যজতে, য এবমসাবধীত ইতি তস্যানুকুর্ব্বন্ দদ্যাচ্চ যজেত চাধীয়ীত চ সোঽপ্যভ্যুদয়েন যুজ্যতে।

বেদেঽপি য এবং বিশ্বসৃজঃ সত্রাণ্যধ্যাসত ইতি তেষামনুকুর্ব্বন্ তদ্বৎ সত্রাণ্যধ্যাসীত সোপ্যভ্যুদয়েন যুজ্যতে। অশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধং যথা। য এবমসৌ হিক্কতি, য এবমসৌ হসতি, য এবমসৌ কণ্ডূয়তীতি, তস্যানুকুর্ব্বন্ হিক্কেচ্চ হসেচ্চ কণ্ডূয়েচ্চ নৈব তদ্দোষায় স্যান্নাভ্যুদয়ায়।

বঙ্গানুবাদ।—পুনঃ উত্তর এই যে, ইহা দোষ নহে। প্রকারান্তরেও 'ঌকার' পরিহার হইতেছে। শিষ্ট, অশিষ্ট, এবং অনিষিদ্ধ শব্দ সমূহেরই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য ; যেমন লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে হইয়া থাকে। *

অনুকরণও, শিষ্ট (শাস্ত্রসঙ্গত) শব্দেরই করা সঙ্গত। আর শাস্ত্রে যাহা বিধান নাই ; অথচ নিষেধও নাই, তাহা প্রয়োগ করাতে, কোন দোষও হয় না, অথবা অভ্যুদয়ও (উন্নতি বা মঙ্গলও) হয় না। যেরূপ লৌকিক বৈদিকেতে। * যেমন লৌকিক সিদ্ধান্ত এবং বৈদিক সিদ্ধান্ত সমূহে অনুকরণ হইয়া থাকে।

লোকে, (স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, শিষ্ট মনুষ্য প্রভৃতির ব্যবহারে) যথা ;—কোনও ব্যক্তি, "যে এই রূপে ইহা দান করে, যে এইরূপে এই যজ্ঞ করে, যে এইরূপে ইহা অধ্যয়ন করে," এই কথা বলিয়া তাহাদের অনুকরণ দেখাইতে গিয়া, সত্য সত্যই কিছু দান করে, কোনও যজ্ঞ (১) করে এবং কোন কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সেও (অনুকারী দাতারাও) অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) লাভ করে।

বেদেতেও সেইরূপ, যে ব্যক্তি "ব্রহ্মা (বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা) এই প্রকারে সত্র (২) সমূহ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন," এই বলিয়া তাহার অনুকরণ করিতে করিতে, নিজেও সেই ব্রহ্মার ন্যায়, সত্র (বৃহৎ যজ্ঞ) সমূহের অনুষ্ঠান করে, সেও অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) লাভ করে। শাস্ত্রে অবিহিত অনিষিদ্ধ কর্ম্ম, যথা ;—ইনি এইরূপে ঢেকুর (হিক্কা) তোলেন, ইনি এইরূপে হাসেন, ইনি এইরূপে গা চুল্কান (কণ্ডূয়ন করেন) ; এই বলিয়া যিনি, তদ্রূপ অনুকরণ

(১) স্মৃতি শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞ। (২) তিনদিনের অধিক কালব্যাপী যজ্ঞকে সত্র কহে।

করিতে করিতে, নিজেও চেকুর তোলেন, হাসেন, চুল্কান, এই কর্ম্ম সকল (শাস্ত্রে বিধি বা নিষেধ না থাকাতে) তাহার দোষের জন্যও হয় না, অথবা উন্নতির জন্যও হয় না।

ভাষ্যমূল।--যস্তু খল্বেবমসৌ ব্রাহ্মণং হন্তি, এবমসৌ সুরাং পিবতীতি তস্যানুকুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ, সুরাং বা পিবেৎ, সোপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—"এই ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মহত্যা করে, এই ব্যক্তি এইরূপে সুরাপান করে," এই বলিয়া যে ব্যক্তি তাহার অনুকরণ করিতে করিতে, নিজেও সত্য সত্যই ব্রাহ্মণকে বধ করে, অথবা সুরাপান করে, সেও পতিত হয় বলিয়াই মানিতে হয়। (সুতরাং অশুদ্ধের অনুকরণও অশুদ্ধ হইয়া থাকে।)

ভাষ্যমূল।—বিষম উপন্যাসঃ। যশ্চৈবং হন্তি, যশ্চানুহন্তি উভৌ তৌ হতঃ। যশ্চাপি পিবতি, যশ্চানুপিবতি উভৌ তৌ পিবতঃ। যস্তু খল্বেবমসৌ ব্রাহ্মণং হন্তি, এবমসৌ সুরাং বা পিবতীতি তস্যানুকুর্ব্বন্ স্নাতানুলিপ্তো মাল্যগুণকণ্ঠঃ কদলীস্তম্ভং ছিন্দ্যাৎ পয়ো বা পিবেৎ ন সমন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবমিহাপি য এবমসাবপশব্দং প্রযুঙ্ক্তে ইতি তস্যানুকুর্ব্বন্নপশব্দং প্রযুঞ্জীত সোঽপ্যপশব্দভাক্ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।--অসমান দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল, (কারণ এই স্থলে ত অনুকরণ হয় নাই;) কেন না, যে ব্যক্তি (ব্রাহ্মণ) হত্যা করিল, এবং যে ব্যক্তি পশ্চাৎ (তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া ব্রাহ্মণ) হত্যা করিল, ব্রাহ্মণহত্যা ত তাহারা দুই জনেই করিল। যে সুরাপান করে, (তাহার অনুকরণ করিয়া) পশ্চাৎ যে ব্যক্তি সুরাপান করে, সুরাপান কার্য্যটী ত তাহারা দুই জনেই করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণহত্যা বা সুরাপানের অনুকরণ করণ করিতে গিয়া, প্রকৃতপক্ষে সুরাপান না করিয়া, "এই ব্যক্তি এইরূপে ব্রাহ্মণ বধ করে, অথবা এই ব্যক্তি এইরূপে সুরাপান করে," এই বলিয়া, তাহার (প্রকৃত হত্যাকারীর) অনুকরণ করিতে করিতে, (ঠিক্ সেই ব্রহ্মহত্যাকারীর ন্যায়), স্নান করিয়া, চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য বা রক্তচন্দন গায়ে কপালে লেপিয়া, সূতার গাঁথা মালা গলায় ঝুলাইতে ঝুলাইতে, কলাগাছের স্তম্ভ (থামের ন্যায় কলাগাছের মধ্যভাগ), ছেদন করে, (মদ্যপানের ঢং করিয়া) দুগ্ধ বা জল পান করে, সে পতিত বলিয়া গণ্য হয় না। সেইরূপ এই স্থলেও যে ব্যক্তি, "ইনি এইরূপে অপশব্দ প্রয়োগ করেন," এই বলিয়া তাহার অনুকরণ করিতে করিতে, নিজেও অপশব্দ প্রয়োগ করে,

সেও (প্রয়োগকারীর ন্যায় অনুকরণকারীও) অপশব্দ প্রয়োগ ভাগী হয় (অপশব্দপ্রয়োগজনিত দোষভাগী হয়)।

ভাষ্যমূল।—অয়ং ত্বন্যোঽপশব্দপদার্থকঃ শব্দো যদর্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ন চাপশব্দ পদার্থকঃ শব্দোঽপশব্দ ভবতীতি। অপশব্দ ইত্যেব তস্যাপশব্দঃ স্যাৎ। ন চৈষোপশব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এই স্থলে কিন্তু অন্য প্রকার (অর্থাৎ 'কুমার্য৯তক' এইরূপ বলাতে, অনুকরণকারী বক্তা যে. সর্ব্বত্রই 'ঋতক' বলিতে অসমর্থা কুমারীর [বালিকার] ন্যায়, '৯তক' শব্দ বলিবে তাহা নহে ; তবে ''বালিকাগণ 'ঋতক' স্থানে অসমর্থতাহেতু '৯তক' বলিয়া থাকে,'' ইহা অন্যকে বুঝাইবার জন্য 'কুমার্য৯তক' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে ;) অপশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য, এই স্থলে অপশব্দ প্রয়োগ করিয়াছে ; (সুতরাং ইহা অপশব্দ হইতে পারে না ;) এই হেতুই '৯কার' উপদেশ করা কর্ত্তব্য। অপশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য যে শব্দ, তাহা অপশব্দ হইতে পারে না ; ইহা এইরূপ জানিতে, অবশ্যই বাধ্য হইবে। নতুবা, যে ব্যক্তি ইহা মনে করে যে, অপশব্দ (অশুদ্ধশব্দ বা অপভ্রংশ শব্দ) পদের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য, যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তাহাও অপশব্দই হয় ; তবে সে যে 'অপশব্দ,' এই শব্দটী (আমাদের শব্দকে অপশব্দ বলিবার জন্য) প্রয়োগ করিল, তাহাও ত তাহার অপশব্দ হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপশব্দ নহে।

ভাষ্যমূল।—অযং খল্বপি ভূয়োঽনুকরণশব্দোঽপরিহার্য্যঃ। যদর্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। সাধ্ব৯কারমধীতে, মধ্ব৯কারমধীত ইতি। কস্যস্য পুনরেতদনুকরণম্।

কৢপিস্থস্য। যদিকৢপিস্থস্য। কৢপেশ্চ'ল'ত্বমসিদ্ধম্। তস্যাসিদ্ধত্বাদৃকার এবাচ্ কার্য্যাণি ভবিষ্যন্তি।

বঙ্গানুবাদ।—এইস্থলে এইরূপ হইলেও, এই যে রাশি রাশি অনুকরণ শব্দ তাহা পরিত্যাগের উপায় নাই। যাহার জন্য '৯'কার উপদেশ, অবশ্যই করিতে হইবে। যেমন, এই বালক, সাধু (পরিশুদ্ধ) '৯'কারটী পাঠ করিতেছে। সুমধুর '৯'কারটী পাঠ করিতেছে। (এইরূপ অনুকরণ করিতে গিয়াও ত '৯'কার পাঠ করা হয়।) (পূর্ব্বে '৯'কার উপদেশের প্রয়োজন নাই দেখান হইয়াছে) পুনরায় এই অনুকরণ (কৃত '৯'কার) কোথা হইতে আসিল।

'কৢপি' ধাতু হইতে আসিয়াছে।

যদি 'ক্৯পি' ধাতু হইতেই আসিয়া থাকে ; তবে ক্৯পি ধাতুর 'ল'ত্ব ('ঋ' স্থানে, '৯' বিধান সন্ধির পরে বলিয়া, পর শাস্ত্রের নিকট পূর্ব্বশাস্ত্র অসিদ্ধত্ব-হেতু) অসিদ্ধ, তাহার অসিদ্ধতা প্রযুক্ত, 'ঋ'কারেতেই অচ্ত্ব ধর্ম্ম মানিয়া (ইক্ এর স্থানে, যণ্ হয়, অচ্ পরে থাকিলে) সন্ধি প্রভৃতি (ই স্থানে 'য', উ স্থানে 'ব' ইত্যাদি) কার্য্য হইবে। (কেন না, "কৃপোরোলঃ।" এই সূত্রের দৃষ্টিতে, "ইকো যণ চি" সূত্র অসিদ্ধ।)

ভাষ্যমূল।—ভবেত্তদর্থেন নার্থঃ স্যাৎ। অয়ং তুন্যঃ কৃপিস্থপদার্থকঃ শব্দঃ যদর্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হউক যে, সেই প্রয়োজনের জন্যে (ক্৯পি ধাতুর '৯' কারেতে অচ্ত্ব ধর্ম্ম মানিয়া, সন্ধি করিয়া 'য'কারাদি কার্য্য হইবার জন্য), ইহার ('৯'কার উপদেশের) প্রয়োজন নাই। এখানে '৯'কার উচ্চারণের অন্য উদ্দেশ্য, ক্৯পি এই ধাতুটির পদার্থ নির্ণয়ের জন্য (অর্থাৎ এই ধাতুটী কোথা হইতে আসিল, কিরূপে উৎপন্ন হইল ইত্যাদির জন্য) যে,ক্৯পি উচ্চারণের প্রয়োজন ; যাহার (যে ক্৯পি উচ্চারণের) জন্য '৯' কারের উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ন কর্ত্তব্যঃ। ইদং অবশ্যং কর্ত্তব্যং প্রকৃতিবদনুকরণং ভবতীতি। কিং প্রয়োজনম্। দ্বিঃ পচন্তীত্যাহ। তিঙ্ ঙ্ তিঙ ইতি নিঘাতো যথাস্যাৎ। অগ্নী ইত্যাহ। ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্য সংজ্ঞং ভবতীতি প্রগৃহ্যসজ্ঞা যথাস্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—৯ কার উপদেশ কর্ত্তব্য নহে ; কেননা ইহা অবশ্যই স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, প্রকৃতির (মূল শব্দের) ন্যায়, অনুকরণ শব্দও হইয়া থাকে। কি হেতু প্রকৃতির ন্যায় অনুকরণ শব্দও হইয়া থাকে ? দ্বিঃ পচন্তু (দুইবার পাক হউক), এই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে যেমন প্রথমবার "দ্বিঃ পচন্তু," এই স্থলে "তিঙ্ ঙ্ তিঙ" (অতিঙন্তশব্দের পরে তিঙন্ত নিষ্পন্ন পদ থাকিলে, তাহার অর্থাৎ সেই অতিঙ্ অন্তের, অনুদাত্ত স্বর হয়) সূত্র দ্বারায় যেমন "দ্বিঃ" অনুদাত্ত স্বর-বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই "দ্বিঃ" শব্দের অনুকরনার্থ পুনঃ পাঠেও নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইবে।

এইরূপ, অগ্নী ইত্যাহ (অগ্নি এই শব্দ বলিয়াছিল), এই স্থলে, এই পূর্ব্ব উচ্চারিত শব্দের যেমন, "ঈদূদে দ্বিবচনম্ প্রগৃহ্যম্"। ১। ১। ১১। (দ্বিবচন নিষ্পন্ন ঈকারান্ত, ঊকারান্ত এবং একারান্ত শব্দের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়),(প্লুত এবং প্রগৃহ্যসংজ্ঞক শব্দের পরেতে স্বরবর্ণ থাকিলে, প্রকৃতি ভাব হয় অর্থাৎ যেমন

অবস্থা ছিল,তেমনই থাকে, সন্ধি হয় না),এই সূত্রানুসারে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়াতে, প্রকৃতি-ভাব হইয়াছিল ; পরবর্ত্তী অনুকরণ "অগ্নীত্যাহ"শব্দেও তাহাই হইয়াছে, সন্ধি হয় নাই। সুতরাং অনুকরণ শব্দও প্রকৃতিগত শব্দের ন্যায় হয়, এইরূপ বলা যাইতে পারে।

ভাষ্যমূল।—যদি প্রকৃতিবদনুকরণং ভবতীত্যুচ্যতে। অপশব্দ এবাসৌ ভবতি কুমার্য্ ৯তক ইত্যাহ। ব্রাহ্মণ্য্ ৯তক ইত্যাহ। অপশব্দো হ্যস্য প্রকৃতিঃ।

ন চাপশব্দঃ প্রকৃতিঃ। নহ্যপশব্দা উপদিশ্যন্তে। ন চানুপদিষ্টা প্রকৃতিরস্তি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি অনুকরণ শব্দও প্রকৃতির ন্যায়ই হয়, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে এই যে "কুমার্য্ ৯তক ইত্যাহ" (কুমারী '৯তক' এই কথা বলিয়াছিল), "ব্রাহ্মণ্য্ ৯তক ইত্যাহ" (ব্রাহ্মণী '৯তক' এই কথা বলিয়াছিল), এইরূপ অনুকরণীকৃত শব্দ সমূহও কুমারী-উক্ত প্রকৃতি-গত শব্দের ন্যায়, অপশব্দই হইবে। কেন না অপশব্দই ইহার প্রকৃতি।

অপশব্দ কাহারও প্রকৃতি হইতে পারে না। যে হেতু পাণিনি কোনও অপশব্দ উপদেশ করেন নাই; আর যাহা পাণিনি উপদিষ্ট নহে, তাহা কখনও প্রকৃতি হইতে পারে না। অতএব ৯তক শব্দ যদি প্রকৃতি না হইল, তবে ৯কার উপদেশ সঙ্গতই হইল।

ভাষ্যমূল।—একদেশবিকৃতমনন্যস্বাৎ প্লুত্যাদয়ঃ।*। একদেশবিকৃতমনন্যবদ্ভবতীতিপ্লুত্যাদয়োপি ভবিষ্যন্তি।

যদ্যেকদেশবিকৃতমনন্যবদ্ভবতীত্যুচ্যতে। রাজ্ঞঃ ক চ। রাজকীয়ম্। অল্লোপন ইতি লোপঃ প্রাপ্নোতি।

একদেশবিকৃতমনন্যবৎ ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্টস্য।

বঙ্গানুবাদ।—এক অংশ বিকৃত হইলেও,সেই শব্দ অনন্য হয় বলিয়া, প্লুতি প্রভৃতি কার্য্য হইবে।*। কোনও শব্দের একটী অংশ বিকৃত হইলেও, সেই শব্দ অন্য শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয় না; সুতরাং প্লুত্যাদি কার্য্য (অর্থাৎ ঋৰ, রকারের স্থানে ল কার হইয়া ৯ হইলেও, ঋকার নিমিত্ত, যে স্থানে প্লুত, প্রকৃতি ভাব প্রভৃতি কার্য্য হইত, ৯কার নিমিত্তও তাহাই হইবে) বিকৃতাবস্থায়ও হইবে।

"যদি এক অংশ বিকৃত হইলেও রূপান্তর না হয়," এইরূপ বলা যায়, তবে রাজ্ঞঃ ক চ।৪।২।১৪০। (বৃদ্ধির পরে ছ প্রত্যয় সিদ্ধি হইলে, তাহার

সহিত মিলিত হইয়া, রাজন্ শব্দের উত্তর 'ক'কার আদেশ হইয়া থাকে), এই সূত্রানুসারে রাজকীয় শব্দ সিদ্ধ হইয়া, "অল্লোপোঽনঃ," এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে ; (অর্থাৎ "রাজকীয়" এই অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে ।)

তাহা হইবে না ; যে হেতু, ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট শব্দেরই, একদেশ বিকৃত হইলেও, রূপান্তর হয় না, এইরূপ জানিতে হইবে। (কৃপ্ ধাতুর ঋকার যখন. "কৃপোরোলঃ" এই সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন এই স্থলে, ঋকারের রূপান্তর প্রাপ্তি হইবে ; আর "রাজ্ঞঃ কচ," এই সূত্রটীর সমস্ত রাজন্ শব্দেতেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র রাজন্ শব্দের অন্ ভাগেতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় নাই ; সুতরাং "অল্লোপোনঃ এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইবে না ।)

ভাষ্যমূল ।—যদি ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্টস্যেত্যুচ্যতে ক্লৃ৩প্তশিখ ইতি প্লুতো ন প্রাপ্নোতি নহ্যত্র ঋকারঃ ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টঃ। কস্তর্হি। রেফঃ। ঋকারোপ্যত্র ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টঃ। কথম্। অবিভক্তিকোনির্দ্দেশঃ। কৃপ উঃ রঃ লঃ কৃপোরোল ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বর্ণেরই একদেশ বিকৃত হইলে, রূপান্তর হয় না, এইরূপ বলা যায় ; তবে ক্লৃ৩প্তশিখ এই স্থলেও, ৯কার প্লুত হইবে না, যে হেতু এই স্থানে ঋকার ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ কৃপ ধাতুর ঋকার স্থানে যে ৯কার আদেশ হইয়াছে, সেই ঋকারের র্ মাত্র অংশেরই, ল্ আদেশ হইয়া ৯কার হইয়াছে ; সমস্ত ঋকার (১) অবয়বের স্থানে, সমস্ত ৯কার (২) আদেশ হয় নাই, যখন সুতরাং ঋকার ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন তাহার একদেশ বিকৃত হইয়া যে, রূপান্তরিত হইবে না, তাহাও নহে ; অতএব "ক্লৃ৩প্ত শিখ" (৩) এই স্থলে ৯কার প্লুতও হইবে না।) তবে ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্ট কোন্ বর্ণ ? রেফ; অর্থাৎ রেকার মাত্র বর্ণ। না, এই স্থলে কেবল মাত্র রেফই ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পরন্তু ঋকারও এই স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিরূপে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট

---

(১) ঋকারের এক অংশ (র্) ব্যঞ্জন, এবং এক অংশ স্বর ('ই'বং কোনও বর্ণ) জানিবে।

(২) ৯বর্ণের একভাগ ব্যঞ্জন (ল্) এবং একভাগ স্বর ('ই'বং কোনও বর্ণ) জানিবে।

(৩) যে সকল স্থানে স্বরবর্ণের পরে, '৩' থাকিবে, তাহাকে প্লুত স্বর বিশিষ্ট জানিবে। যেমন ক্লৃ৩প্তশিখ।

হইয়াছে। কিরূপে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল? অর্থাৎ এই সূত্রে, বিভক্তি বিহীন নির্দ্দেশ করা যাইবে। যেমন কৃপ উঃ রঃ লঃ এইরূপ বিচ্ছেদ করিয়া "কৃপোরোলঃ" সূত্র নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই স্থলে এইরূপ অর্থ হইবে যে কৃপ ধাতুর ঋকারের ষষ্ঠী বিভক্তিতে উঃ হইয়াছে। র্ ইহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে রঃ হইয়াছে। ল্ ইহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে লঃ হইয়াছে। সুতরাং কৃপ ধাতুর ঋকারের স্থানে ৯কার এবং র্ স্থানে ল্ হইবে; এইরূপই যখন অর্থ হইল, তখন এই স্থানে ঋকারও ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে, একদেশ বিকৃত হইলেও রূপান্তর হইবে না। অতএব "ক্লৃপ্ত৩শিখ" এই স্থলেও '৯' প্লুত হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবা পুনরস্তু অবিশেষেণ। ননু চোক্তং রাজ্ঞঃ ক চ রাজকীয়ম্ অল্লোপোন ইতি প্রাপ্নোতীতি। নৈব দোষঃ। বক্ষ্যত্যেতৎ শ্বাদীনাং সংপ্রসারণে নকারান্তগ্রহণমনকারান্তপ্রতিষেধার্থমিতি। তৎপ্রকৃতমুত্তরত্রানুবর্তিষ্যতে। অল্লোপোনঃ নকারান্তস্যেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা পুনঃ ষষ্ঠী বিভক্তি বিশিষ্ট না হইয়া সাধারণরূপেই হউক। যদি বল যে, সাধারণরূপে (অবিশেষরূপে) প্রয়োগ করিলে, "রাজ্ঞঃ ক চ," এই সূত্র দ্বারা রাজকীয়ম্ শব্দ সিদ্ধ হইলে, অল্লোপোহনঃ।৬।৪।১৩৪। (কোনও শব্দের অঙ্গস্থিত অবয়ববিশিষ্ট কোনও "নকার" হইলে, সেই নকার যদি সর্ব্বনাম (১) বিশিষ্ট সংজ্ঞা না হয়, আর তৎপরে যদি অয়চ্ আদি বিশিষ্ট স্বাদি (২) পরে থাকে, পুনঃ সেই নকার যদি অন্ভাগের অন্তস্থিত হয়, তাহা হইলে, সেই নকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হয়) এই সূত্রানুসারে, রাজন্ শব্দের লুপ্ত নকার প্রযুক্তও, রাজকীয় শব্দের 'জ'কারস্থিত অকারের লোপ হইবে। সুতরাং 'রাজকীয়' এই শুদ্ধ প্রয়োগ না হইয়া রাজ্কীয় এই রূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে।

এই স্থলে দোষ হইবে না। যে হেতু "শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে" ।৬।৪।১৩৩। (তদ্ধিত ভিন্ন ভ (৩) সংজ্ঞা বিশিষ্ট, শ্বন্, যুবন্, এবং মঘবন্ শব্দের

(১) সু ও যস্ অম্ ও এই পঞ্চ বিভক্তির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়, স্ত্রীবলিঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র।

(২) সু হইয়াছে আদিতে যার (যে সকল বিভক্তির), তাহাকে স্বাদি বলে। যথা সু, ঔ, যস্, অম্, ঔট্, শস্ ইত্যাদি।

(৩) যকার আদিতে আছে এবং স্বরবর্ণ আদিতে আছে, এমন সর্ব্বনাম ভিন্ন স্বাদি বিভক্তি পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্বস্থিত শব্দের ভ সংজ্ঞা হয়।

অন্ ভাগ পরে থাকিলে, সংপ্রসারণ (১) হইয়া থাকে।) এই সূত্রে শ্বন্ প্রভৃতি শব্দের সংপ্রসারণ প্রসঙ্গে যে (নকারান্ত শব্দ হইলেও পুনঃ) নকারান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনকারান্ত শব্দের বারণের জন্যই হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হইবে। প্রকৃতি গত সেই সূত্র উত্তরোত্তর অনুবৃত্তি করিতে হইবে। তাহা হইলে "অল্লোপোঽনঃ" এই সূত্রেও নকারান্তের গ্রহণ হইবে। সুতরাং এই স্থলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট নকারবিশিষ্ট অন্‌ভাগেরই, অকার লোপ হয়। তাহা হইলেই রাজকায় শব্দের অন্তর্গত রাজন্‌শব্দের ন্‌কার প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে বলিয়া, এ স্থলে অকারের লোপ হইবে না। রাজকীয় এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগও হইবে না।

ভাষ্যমূল।—ইহ তর্হি কৢপ্তশিখঃ। অনৃত ইতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। ঋৎপ্রতিষেধশ্চ। *। ঋবতপ্রতিষেধাচ্চৈতৎসিধ্যতি। গুরোরৃবত ইতি বক্ষ্যামি যদৃবত ইত্যুচ্যতে। হোতৃ ঋকারঃ হোতৃ ৯কারঃ। অত্র ন প্রাপ্নোতি। গুরোরৃবতঃ হ্রস্বস্যেতি বক্ষ্যামি। স এষ সূত্রভেদেন ৯কারোপদেশঃ প্লুতার্থঃ সম্প্রত্যাখ্যায়তে নৈষা মহতোবংশস্তম্বাল্লট্বাকৃষ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।—তবে 'কৢপ্তশিখঃ' এইস্থলে, গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্।৮।২।৮৬ (দূর হইতে সম্বোধন করিলে সেই আহূত বাক্য, যদি ঋকার ভিন্ন অন্য কোন স্বর বর্ণ হয় এবং সেই স্বর বর্ণ যদি গুরু হয়, তবে সেই স্বর বিকল্পে প্লুত হয়) এই সূত্রানুসারে, ঋকার পরে থাকিলে প্লুতের নিষেধ হয় বলিয়া, ঋকার স্থানে ৯ কার হওয়াতে, ৯ কার পরে থাকিলেও প্লুতের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

এই স্থানে দোষ ঘটিবে না। আমরা সূত্রের রূপান্তর করিব। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রকার বিশিষ্ট ঋকারের প্লুত নিষেধ হয়।*। র কার বিশিষ্ট ঋকারের প্লুত নিষেধ করিলেই ৯ কারের প্লুত স্বর সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এইরূপ সূত্র হইবে যে, "গুরোরৃবতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্"। এইরূপ সূত্র করিলে, সমস্ত ঋ কারের প্লুত নিষেধ না হইয়া যাহাতে রকার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, এই রূপ ঋ কারেরই নিষেধ প্রাপ্ত হইবে। অতএব ঋ কার স্থানে ৯ কার হইলেও, ৯ কারেতে র কার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে বলিয়া প্লুত নিষেধ হইবে না।

(১) 'য'কার স্থানে ইকার, 'ব'কার স্থানে উকার, রকার স্থানে ঋ, লকার স্থানে ৯ আদেশ হইলে, তাহাকে সংপ্রসারণ কহে।

যদি র কার বিশিষ্ট ঋ কারের প্লুত নিষেধ হয়, এই রূপই বলা যায়; তবে "হোতৃ ঋকার" সন্ধি হইয়া হোতৄকার দীর্ঘ ৠকার হইলে, তাহারও ঋ কারেতে র কার, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া প্লুত নিষেধ হইবে, অর্থাৎ হোতৄ৩ কার এই স্থানে ৠকার প্লুত হইবে না।

এই স্থলে নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না। যেহেতু এস্থলে এইরূপ সূত্র করিব, যে গুরেরনৃতঃ হ্রস্বস্যানন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রচাম্। তাহা হইলে, কেবল হ্রস্ব ঋকারেই প্লুত নিষেধ প্রাপ্ত হইবে। 'হোতৄ৩কার' এই স্থলে প্লুতের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না। এইরূপ করিলে ঌ কার উপদেশ বিনাই কার্য্য সিদ্ধিও হইবে।

এই প্রকারে পাণিনিকৃত সূত্রের রূপান্তর করিয়া প্লুতি প্রভৃতিতে, ঌ কার উপদেশ ব্যতীতও প্রয়োগসিদ্ধি করিয়া, ঌ কারের প্রত্যাখ্যান (খণ্ডন) করা; যেমন অতি বৃহৎ বংশোপরিস্থিত লট্বা (পক্ষী বিশেষ বা ফল বিশেষ) কে অতি কষ্টে টানিয়া নামান হয়।

ভাষ্যমূল।—এওঙ্। ঐঔচ্ ইতি। ইদং বিচার্য্যতে। ইমানি সন্ধ্যক্ষরাণি তপরাণি বোপদিশ্যেরন্। এং ওং ঙ্। ঐং ঔং চ্ ইতি। অতপরাণি বা যথান্যাসমিতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

সন্ধ্যক্ষরেষু তপরোপদেশশ্চেত্তপরোচ্চারণম্।*। সন্ধ্যক্ষরেষু তপরোদেশশ্চেত্ত-পরোচ্চারণং কর্ত্তব্যম্।

বঙ্গানুবাদ।—এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্। এই স্থলে এই বিচার করা যাইতেছে যে, এ ঐ ও ঔ এই সন্ধি (১) অক্ষর সমূহ তকারান্ত বিশিষ্ট, "এং, ওং, ঙ। ঐং ঔং চ্"। এইরূপ উপদিষ্ট হওয়া উচিত, অথবা অতকারান্ত বিশিষ্ট গ্রন্থোক্ত বিধানবৎ উপদেশ করা কর্ত্তব্য? (যেমন গ্রন্থে এ ও ঙ্, ঐ ঔ চ্ আছে, সেই রূপই হইবে?)

ইহাতে বিশেষ কি? ভাবার্থঃ—যেরূপ গ্রন্থে লিখিত আছে সেইরূপ উল্লেখ করিলে কি দোষ হইবে এবং তকারান্ত বিশিষ্ট উচ্চারণ করিলে বিশেষ

---

(১) দুই বর্ণের পরস্পর মিলন হইলে, সেই মিলনকে সন্ধি কহে। একারে, অ এবং ই মিলিত হইয়া 'এ' হইয়াছে। ওকারে, অ এবং উ মিলিত হইয়া 'ও' হইয়াছে। ঐকারে, অ এবং ই মিলিত হইয়া 'ঐ' হইয়াছে। ঔকারে অ এবং উ মিলিত হইয়া 'ঔ' হইয়াছে; (ঐকার এবং ঔকারে বিবৃততর প্রযত্ন হওয়াতে, বিবৃত প্রযত্ন বিশিষ্ট একার ওকার হইতে, তুল্য বর্ণ প্রযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইলেও, পৃথক্ হয়)। এই জন্যই এ ঐ ও ঔ ইহাদিগকে সন্ধি অক্ষর বলে।

কি লাভ হইবে? বরং ত কার উচ্চারণ করিলেই 'ত'কার রূপ একটী বর্ণ অতিরিক্ত উচ্চারণ জন্য গৌরব হওয়াতে দোষই হইবে। যদি সন্ধি অক্ষরেতে ত কারের উপদেশ করা যায়; তবে তকার উচ্চারণরূপ একটী অতিরিক্ত কার্য্য কর্ত্তব্য হইবে। * সন্ধি অক্ষরসমূহে, ত কারের যদি উচ্চারণ করা যায়; তবে ত কারের অতিরিক্ত উচ্চারণ জন্য গৌরব হওয়াতে, উচ্চারণকারীর পক্ষেই দোষ হইবে।

ভাষ্যমূল।—প্লুতাদিষু অজ্বিধিঃ। প্লুতাদিষু অজাশ্রয়ো বিধির্ণসিধ্যতি। গো৩-ত্রাত নৌ৩ত্রাত ইত্যত্রানীচ চ অচ উত্তরস্য যরো দ্বে ভবত ইতি দ্বির্বচনং ন প্রাপ্নোতি। ইহ প্রত্যঙ্ঙাত্তিকাম্নন উদঙ্ঙে৩ পশব ইতি অচীতি ঙমুডাগমো ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—তাৎপর্য্যার্থঃ—শাস্ত্রকারদিগের মতে যদি, কোনও অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণও উচ্চারণ না করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কিছুতেই সেই বর্ণ উচ্চারণ করেন না। শাস্ত্রকারগণ কোনও সূত্র করিতে গিয়া যদি অর্দ্ধমাত্রাও লাঘব করিতে পারেন, তাহা হইলে, পুত্র উৎসবের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন। এরূপ অবস্থায় যদি ত কার উচ্চারণ ভিন্নও কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে "এ২ ও২ ঙ্" এইরূপ সূত্র করা একান্তই অসঙ্গত।

এতভিন্ন তকার উচ্চারণে দোষান্তরও প্রদর্শিত হইতেছে।

বার্ত্তিকার্থ—সন্ধি অক্ষরে তকার উচ্চারণ করিলে, প্লুত প্রভৃতি কার্য্যে অচ্ (স্বর) বিধান করা কর্ত্তব্য। *।

যদি 'এওঙ' 'ঐ ঔ চ্' ইহাদের মধ্যে, তকার উচ্চারণ করা যায়, (১) তবে প্লুত প্রভৃতি কার্য্য করিবার সময়, অচ্ (স্বর) নিমিত্ত বিধান সিদ্ধ হইবে না। যথা গো৩ত্রাত নৌ৩ত্রাত এই স্থলে অনচি। ৮।৪।৪৭। অচ্ প্রত্যাহারের পরস্থিত যর প্রত্যাহারান্ত বর্ণের দ্বিত্ব হয় এই বলিয়া, গো৩ এবং নৌ৩ এই প্লুত অচের (স্বরের) পরে যর্ প্রত্যাহারান্তর্গত তকারের দ্বিত্ব হইবে না। যেহেতু দীর্ঘ ওকারেরই প্রত্যাহারে পাঠ করাতে অচ্ত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইয়াছে।

(১) তপরস্তৎকালস্য ১।১।৭০। ত কার পরে আছে যার এমন যে বর্ণ অথবা ত কারের পরস্থিত যে বর্ণ, সেই বর্ণের সমকালেরই সংজ্ঞা হয়। যেমন 'অৎ ইৎ উৎ' এই সকল স্থলে ত কার পরে থাকাতে কেবল একমাত্রা উচ্চারণের কালের সমান হ্রস্ব অকার, হ্রস্ব ইকার এবং হ্রস্ব উকারেরই গ্রহণ হইবে। দীর্ঘ আকার ঈকার আদির গ্রহণ হইবে না। সেইরূপ এই স্থলেও যদি এৎ ওৎ ঙ্। ঐৎ ঔৎ চ এই স্থলে দীর্ঘ একার ওকার ঐকার ঔকার ভিন্ন প্লুত একারাদির গ্রহণ হইবে না। সুতরাং অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে প্লুত একার ওকার ঐকার ঔকারেরও গ্রহণ হইবে না।

প্লুত ঔকার কি ঐকারের অচ্ত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। আর প্রত্যৈঙ্ঙৈতিকায়ন, উদাঙ্ঙৌপগব এইস্থলে (ঙমোহ্রস্বাদচিঙমুণ্নিত্যম্। ৮। ৩। ৩২। হ্রস্বের পরে যে ঙম্ প্রত্যাহার, সেই ঙম্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে আছে যার, এমন যে পদ, সেই পদের পর অচ্ থাকলে, ঙমুট্ আগম হয়)। এই সূত্রানুসারে অচ্ পরে থাকিলে, যে ঙমুট আগম প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা হইবে না। যে হেতু প্লুত ঐকার কি প্লুত ঔকার অচ্ প্রত্যাহার মধ্যে গৃহীত হয় নাই।

ভাষ্যমূল।—প্লুতসংজ্ঞা চ। *। প্লুত সংজ্ঞা চ ন সিধ্যতি। ঐ৩তিকায়ন। ঔ৩পগব। উকালোজ্ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞো ভবতীতি প্লুতসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—এওঙ্। ঐঔচ্ এস্থলে এ ও প্রভৃতি তকারান্ত ভিন্ন পাঠ করিলে, একারাদির প্লুত সংজ্ঞাও হইবে না। *।

তকার রহিত এওঙ্ ঐঔচ্ পাঠ করিলে, তাহাদের প্লুত সংজ্ঞাও সিদ্ধ হইবে না। যেমন 'ঐ৩তিকায়েন', 'ঔ৩ পগব' এই স্থলে উকালোজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ ১। ২। ২৭। উ ঊ উ৩, ইহাদের উচ্চারণ কালের ন্যায় কাল যার, তাহাদের যথাক্রমে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে ঐকারের এবং ঔকারের প্লুত সংজ্ঞা হইবে না।

ভাষ্যমূল।—সন্তু তর্হীত পরাণি। অতপর এ চ ইগ্ হ্রস্বাদেশে *। যদ্যতপরাণি এচ ইগ্ হ্রস্বাদেশইতি বক্তব্যম্। কিম্ প্রয়োজনম্। এচোহ্রস্বাদেশশাসনেষর্দ্ধ একারোঽর্দ্ধ ওকারো বা মা ভূদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি তকারান্ত বিশিষ্ট এওঙ্ ঐঔচ্ সূত্র করাতে, এত দোষই ঘটে; তবে তকারান্ত রহিতই সূত্র করা যাউক্।

যদি তকার রহিতই 'এওঙ্' 'ঐওচ্' সূত্র করা যায়, তবে 'এচইগ্হ্রস্বাদেশে' এই সূত্রে 'ইক্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে হইবে। *।

যদি তকার রহিত সূত্র করা যায় তবে এচইগ্হ্রস্বাদেশে ১। ১। ৪৮। (এচ্ প্রত্যাহারের স্থানে, হ্রস্ব আদেশ কর্ত্তব্য হইলে, ইক্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণই হইবে) এই সূত্রে ইক্ আদেশ করা কর্ত্তব্য হইবে।

কেন 'ইক্ আদেশ করা কর্ত্তব্য হইবে?

প্রযত্ন (১) সামান্য নিবন্ধন, হ্রস্ব আদেশ করিলে, ইকার উকারাদি না

(১) প্রযত্ন দুই প্রকার। আভ্যন্তর এবং বাহ্য। আভ্যন্তর প্রযত্ন চারি প্রকার যথা;—স্পৃষ্ট, ঈষৎ স্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। বাহ্য প্রযত্ন এগার প্রকার যথা;—বিবার,

হইয়া, অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট একার অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ওকারান্ত হইতে পারে। সুতরাং এচ্ প্রত্যাহারস্থলে হ্রস্ব আদেশ বিধান করিলে, অর্দ্ধ একার বা অর্দ্ধ ওকার বিশিষ্ট বর্ণ না হউক্, এই জন্য তকারান্ত সূত্র বিধান করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ননু চ যস্যাপি তপরাণি, তেনাপ্যেতদ্বক্তব্যম্। ইমাবৈচৌ সমাহারবর্ণৌ মাত্রাবর্ণস্য মাত্রেবর্ণোবর্ণয়োঃ তয়োর্হ্রস্বাদেশশাসনেষু কদাচিদবর্ণঃ স্যাৎ কদাচিদিবর্ণোবর্ণৌ। মা কদাচিদবর্ণং ভূদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—কেবল মাত্র ত কারান্ত সূত্র না করিলেই যে এই দোষ ঘটিবে তাহা নহে। কিন্তু যাহার মতে, ত কারান্তবিশিষ্ট সূত্র করা যাইবে, তাহার মতেও "হ্রস্ব আদেশ কর্ত্তব্য হইলে, এচ্ প্রত্যাহার স্থানে ইক্ প্রত্যাহারান্ত বর্ণই হইবে," এইরূপ বলিতে হইবে। যেহেতু এই যে ঐ ঔ ইহারা সমাহার বর্ণ (অকার ইকার সমাহৃত অর্থাৎ একত্রীকৃত হইয়া ঐ, অ, উ একত্রীকৃত হইয়া ঔ হওয়াতে, ইহারা সমাহার বর্ণ) হওয়াতে, ইহাদের স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, কখনও অবর্ণ হইবে, কখনও ইবর্ণ অথবা উবর্ণ হইবে। কেন না ঐকার এবং ঔকারেতে যখন অকার এবং ইকার বা উকার আছে, তখন তাহাদের স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, কখনও বা হ্রস্ব অ, কখনও বা হ্রস্ব 'ই' বা 'উ' ই

সংবার, ঘোষ, অঘোষ, অল্প প্রাণ, মহাপ্রাণ, শ্বাস, নাদ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত। কোনও প্রসঙ্গে, সদৃশতম আদেশ হইয়া থাকে। একার ঐকারের কণ্ঠ তালু স্থান বলিয়া, তাহার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, ইকারেরও তালু স্থান হওয়াতে, ইকারই হইবে। ওকার ঔকারের কণ্ঠ ওষ্ঠ স্থান বলিয়া, তাহার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, উকারের ওষ্ঠস্থান হওয়াতে, উকারই হইবে। কিন্তু যদি কণ্ঠতালু কিম্বা কণ্ঠ ওষ্ঠ বিশিষ্ট কোনও হ্রস্ববর্ণ পাওয়া যায়, তবে এ ঐ ও ঔ ইহাদের স্থলে সেইরূপ বর্ণই হইবে। সুতরাং অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট 'ঐকার' এবং 'ঔকার' হইবে। কেন না, 'ইকার এবং উকার ইহাদের সদৃশ স্থান হইলেও সদৃশতম স্থান নহে। হ্রস্ব একার এবং ওকারেরই কণ্ঠ তালু এবং কণ্ঠৌষ্ঠ স্থান বলিয়া একার এবং ওকারই হইবে। যে হেতু কাহারও স্থানে কোনও আদেশ হইলে, সেই আদেশ তাহার সদৃশতম বর্ণেরই হইয়া থাকে।

এও ঙ্. ঐ ঔচ্. এই সূত্রে যদি তকারান্ত বিশিষ্ট এৎ ওৎ ঐৎ ঔৎ পাঠ না করা যায়, তবে ইহাদের (একারাদির) হ্রস্ব বিধান কে বারণ করিবে যে, একারাদির স্থলে হ্রস্ব আদেশ প্রাপ্ত হইলে, হ্রস্ব একারাদি প্রাপ্ত হইবে না? এৎ, ওৎ, ইহারা তকারান্ত বিশিষ্ট পাঠ হইলেই, তকারান্ত বিশিষ্ট বর্ণ, সেই বর্ণের সমান কালিক বর্ণকে গ্রহণ করে বলিয়া, এৎ ওৎ গ্রহণে দুই মাত্রা কাল বিশিষ্ট একার ওকারেরই গ্রহণ হইবে। হ্রস্ব একার বা ওকারের গ্রহণ হইবে না। এই জন্যই তকারান্ত বিশিষ্ট সূত্র করা কর্ত্তব্য।

হইবে। কখনও, কেবল ঐকার স্থানে ইকার, অথবা ঔকার স্থানে উকারই প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু ঐ ঔ স্থানে অ হওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে। অতএব ঐ ঔ স্থানে হ্রস্ব আদেশ করিলে, কখনও হ্রস্ব 'অ' না হয়, এই জন্যও 'ইক্' প্রত্যাহারই (ই উ), হ্রস্ব আদেশ বাক্যে, গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—প্রত্যাখ্যায়তে তৎ। ঐচোশ্চোত্তরভূয়স্ত্বাদিতি। যদি প্রত্যাখ্যানপক্ষঃ ইদমপি প্রত্যাখ্যায়তে। সিদ্ধমেঙঃ সস্থানত্বাদিতি। নন্বৈচেঙঃ সস্থানতরাবর্দ্ধ একারোঽর্দ্ধ ওকারঃ। ন তৌ স্তঃ। যদি হি তৌ স্যাতাং তাবেবায়মুপদিশেৎ। নন্বু চ ভোগচ্ছন্দোগানাং সাত্যমুগ্রিরাণায়নীয়া অর্দ্ধমেকারমর্দ্ধমোকারং চাধীয়তে। সুজাতে এ অশ্বসূনৃতে। অধ্বর্যো ও অদ্রিভিঃ সুতম্। শুক্রং তে এ অন্যদ্যজতং তে এ অন্যদিতি। পার্ষদকৃতিরেষা তত্র ভবতাম্। নৈবহি লোকে নান্যস্মিন্ বেদেঽর্দ্ধ একারোঽর্দ্ধ ওকারো বাস্তি।

বঙ্গানুবাদ।—'ঐ ঔ' স্থানে হ্রস্ব আদেশ করিলে, 'অ'কার স্বভাবতঃই প্রতিনিবৃত্ত হইবে। যেহেতু ঐ ঔ উচ্চারণে, উত্তরাংশই (ই এবং উ) বিশেষ রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাংশ 'অ' কারের সেই রূপ বিশেষ উচ্চারণ হয় না। এই জন্যই ঐ ঔ স্থানে হ্রস্ব হইয়া অকার প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব বলিয়া, ইহা প্রত্যাখ্যান করা যাইতেছে। হে তকারান্ত সূত্রকারী ব্যক্তি, যদি প্রত্যাখ্যান পক্ষই অবলম্বন করিলে, তবে তকারান্তরহিত সূত্রকারী আমরাও, তোমার উপায়েতেই 'ইক্' আদেশ প্রত্যাখ্যান করিব। যদি বল যে, ঐ ঔ স্থানে হ্রস্ব আদেশ কর্ত্তব্য হইলে, ইক্ আদেশ অনাবশ্যক হইলেও, এ ও স্থানে কি হইবে?

এতদুত্তরে আমরা ইহাই বলিব যে, একার এবং ওকার স্থানে, যখন কেবল মাত্র তালু এবং ওষ্ঠ স্থানই সিদ্ধ আছে, তখন একার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে ইকার, এবং ওকার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে উকারই হইবে। যেহেতু একার এবং ইকারের তালু স্থান; ওকার এবং উকারের ওষ্ঠস্থান। (১)

---

(১) ঐ কার এবং ঔ কারের যথাক্রমে কণ্ঠ তালু এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ স্থান মানিলেও ভাষ্যকার পতঞ্জলি একার এবং ওকারের কণ্ঠ তালু এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ স্থান স্বীকার করেন না। বরং একারের তালু এবং ওকারের কেবলমাত্র ওষ্ঠ স্থানই স্বীকার করেন। সুতরাং একার ওকার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে ইকার উকারই হইবে। যেহেতু তালু বা ওষ্ঠস্থান বিশিষ্ট একার বা ওকার স্থানে, তাহার সমস্থান বিশিষ্ট ইকার বা উকার না হইয়া অকার হওয়া কোনরূপে সম্ভবপর হইতে পারে না।

যদি কোনও প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার সদৃশতম বর্ণই আদেশ হয়,তবে অপেক্ষাকৃত সদৃশতর স্থান প্রযুক্ত অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট একার, অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ওকারই আদেশ হওয়া উচিত।

তাহা হইবে না। যেহেতু অর্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট একার বা ওকার বলিয়া কোনও বর্ণই নাই।

যদি এইরূপ কোনও বর্ণ থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণও পুনরায় উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

যদি বল ওহে! অর্দ্ধ একার বা ও কার উপদেশের কোনও প্রয়োজন নাই; যেহেতু "সাত্যমুগ্রিরাণায়নীয়" (১) গণ অর্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট একার ও 'ওকার পাঠ করিয়া থাকেন; যেমনঃ—'সুজাতে এ অশ্বসূনৃতে। অধ্বর্যো ও অদ্রিভিঃ সুতম্। শুক্রং তে এ অন্যদ্যজতং তে এ অন্যদিতি," সামবেদের এই সমস্ত প্রয়োগ স্থলে, অর্দ্ধ একার এবং ওকার পাঠ করা হেতুই জানা যাইবে যে, অর্দ্ধ একার এবং অর্দ্ধ ওকার শব্দ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। সুতরাং অর্দ্ধ এ বা ও উপদেশের কোনও প্রয়োজন নাই।

সামবেদের শাখা বিশেষে এইরূপ পাঠ হেতু, বলা যাইতে পারে না যে, অর্দ্ধ এ কার বা ও কারের পাঠ আবশ্যকই হইবে। অথবা শব্দ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে; কেননা ইহা কেবল মাত্র সেই শাখা অধ্যয়ন শীল ব্যক্তিগণের, সভাতে পাঠ করিবার জন্যই, অর্দ্ধ 'এ' বা 'ও' পাঠ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কোনও রূপ লৌকিক ব্যবহারে বা শাস্ত্রে অথবা অন্য কোনও বেদে ঐরূপ অর্দ্ধ একার বা ওকার বিশিষ্ট কোনও বর্ণ নাই। সুতরাং বেদ বিশেষের শাখা বিশেষ পাঠকারীগণের কেবল মাত্র সভাতেই পাঠ করিবার জন্য যে, অর্দ্ধ একার বা ওকার পাঠ হইয়া থাকে, তাহা কখনও শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে না।

ভাষ্যম্ —একাদেশে দীর্ঘগ্রহণম্। *

একাদেশে দীর্ঘগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। আদ্‌গুণোদীর্ঘোবৃদ্ধিরেচিদীর্ঘ ইতি। কিং প্রয়োজনম্। আন্তর্য্যতস্ত্রিমাত্র চতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রাচতুর্মাত্রা আদেশামাভূবন্নিতি। খট্বা ইন্দ্রঃ খট্বেন্দ্রঃ। খট্বা উদকম্ খট্বোদকম্। খট্বা ঈষা খট্বেষা। খট্বা ঊঢ়া খট্বোঢ়া। খট্বা এলকা খট্বৈলকা। খট্বা ওদনঃ খট্বৌদনঃ। খট্বা ঐতিকায়নঃ খট্বৈতিকায়নঃ। খট্বা ঔপগবঃ খট্বৌপগব ইতি।

(১) সাম বেদের শাখা বিশেষ।

তত্তর্হি দীর্ঘগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। উপরিষ্টাদ্যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। অকঃ সবর্ণে একোভবতি। ততো দীর্ঘঃ। দীর্ঘশ্চ সম্ভবতি। যঃ একঃ পূর্বো-পরয়োরিত্যেবং নির্দ্দিষ্ট ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—একটী মাত্র বর্ণ আদেশে, দীর্ঘ গ্রহণ কর্ত্তব্য। *। যদি তকারান্তরহিত এওঙ্। ঐঔচ্।সূত্র করা যায়, তবে, "কোনও বর্ণস্থলে একটী মাত্র বর্ণ আদেশ করিতে হইলে, সেটী দীর্ঘ বর্ণ হয়, এইরূপ আদেশ করিতে হইবে"। আদ্ গুণঃ ৬।১।৮৭। (অবর্ণের পরে অচ্ প্রত্যাহার স্থিতবর্ণ অর্থাৎ স্বরবর্ণ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া গুণরূপ একটী আদেশ হয়। যেমনঃ—উপেন্দ্র) বৃদ্ধি রেচি ৬।১।৮৮ (অবর্ণের পরে এচ্ প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ থাকিলে, উভয়বর্ণ মিলিয়া বৃদ্ধি রূপ এক আদেশ হয়। যেমনঃ—গঙ্গৌঘঃ) এই সূত্রদ্বয়ে উভয়ে মিলিয়া যে এক বর্ণ আদেশ করা হইয়াছে, সে স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইবে।

কি প্রয়োজনে দীর্ঘ গ্রহণ করিতে হইবে?

অন্তরতমতা (১) প্রযুক্ত তিন মাত্রা বা চারি মাত্র মিলিত বর্ণের স্থানে, যেন তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট কোনও বর্ণ আদেশ না হয়, এই জন্যই উভয় বর্ণ মিলিয়া একাদেশ বিধান করিতে হইলে, সেই একাদেশ দীর্ঘরূপ একাদেশই হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে হইবে; নতুবা খট্বা শব্দের আকারে দুই মাত্রা থাকাতে এবং ইন্দ্রশব্দের ইকারে একমাত্রা থাকাতে, যেখানে আকার এবং ইকার মিলিয়া একার আদেশ হওয়াতে, খট্বেন্দ্র আদেশ হইয়াছে; সেই একারে তিনি মাত্রাবিশিষ্ট একার শ্রবণ হইবে। এইরূপ খট্বা উদকম্ খট্বোদকম্। খট্বা ঈশা এই উভয় শব্দের আকার এবং ঈকার প্রত্যেকেই দুই মাত্রা বিশিষ্ট হওয়াতে, উভয়ে মিলিয়া চারি মাত্রাবিশিষ্ট খট্বেশা, এইরূপ একারবিশিষ্ট শব্দ শ্রবণ হইবে। এবং খট্বা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের সহিত, ঊঢ়া শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট ঊকার মিলিত হইয়া চারি মাত্রা বিশিষ্ট খট্বোঢ়া শব্দ হইবে। খট্বা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের সহিত, এলকা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট একার মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট ঐকার যুক্ত খট্বৈলকা' এইরূপ শব্দ হইবে। এইরূপ খট্বা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের সহিত, যথাক্রমে দুই মাত্রা বিশিষ্ট ওদন শব্দ মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট খট্বৌদন, ঐতিকায়ন শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট ঐকার মিলিত হইয়া, চারি [illegible] বিশিষ্ট খট্বৈতিকায়ন, ঔপগব [illegible] মাত্রা বিশিষ্ট

ঔকার মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা সম্পন্ন ঔকার বিশিষ্ট, খট্বৌপগব পদ সম্পন্ন হইবে। এই সকল স্থলে, আকারের সহিত ই, উ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি বর্ণ মিলিত হইয়া এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি একাদেশ হওয়াতে, সেই আদিষ্ট একারাদি বর্ণ চার মাত্রা বিশিষ্ট হয় বলিয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ শাস্ত্রে ব্যবহার না থাকাতে, "এক আদেশ করিতে হইলে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণই হইয়া থাকে", এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

যদি এইরূপই করিতে হয়, তাহা হইলে পাণিনি-কর্ত্তৃক প্রণীত সূত্রে অথবা কাত্যায়ন কৃত বার্ত্তিকে, 'দীর্ঘ' শব্দ বিধান করা কর্ত্তব্য?

তাহা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ইহা, উপরোক্ত সূত্রে যোগ বিভাগ করিলেই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যেমন, "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" ৬।১।১০১। এই সূত্রকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে 'অকঃ সবর্ণে', অপর ভাগে 'দীর্ঘ', এইরূপ করিতে হইবে। তাহা হইলে, এইরূপ অর্থ হইবে যে, 'অকঃ সবর্ণে' অর্থাৎ অক্ প্রত্যাহার বিশিষ্ট বর্ণের (অ, ই, উ, ঋ, ৯র) পরে, সবর্ণ (১) অচ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ থাকিলে কোনও একটী মাত্র আদেশ হয়। অপরাংশে দীর্ঘ এই শব্দ রাখিলে, ইহাই অর্থ হইবে যে, পূর্ব্ব শব্দ এবং পরশব্দের উভয় বর্ণ মিলিয়া একটী মাত্র আদেশ, যেখানেই হইবে, সেখানে সেই আদেশ দীর্ঘই হইবে।

"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" এই সূত্রে যোগ বিভাগ করিয়া, যখন এইরূপ অর্থই হইল যে, পূর্ব্ব ও পরের স্থানে একটী মাত্র বর্ণ আদেশ হইলে, সেই আদিষ্ট বর্ণটী দীর্ঘই হইবে, তখন খট্বা শব্দের আকারের সহিত ইন্দ্র শব্দের ইকার, যখন আকার এবং ইকার মিলিত হইয়া, একার রূপ এক আদেশই হইয়াছে, তখন সেই একার কখনও দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রা বিশিষ্ট না হইয়া, আকারের দুই মাত্রা ও ইকারের এক মাত্রা মিলিত হইয়াছে বলিয়া, তিন মাত্রাবিশিষ্ট একার হইতে পারিবে না। এইরূপ খট্বৈলকা, খট্বৌপগব এই সকল শব্দেও ঐকার এবং ঔকারও, কিছুতেই দুই মাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ না হইয়া, চারি মাত্রা হইতে পারিবে না।

---

(১) যে সকল বর্ণের সমান সমান স্থান এবং সমান সমান প্রযত্ন তাহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। সমান স্থান যেমন:—ককারের সহিত গ কারের বা হকারের, চকারের সহিত জকারের, [illegible] কারের সহিত আকারের পরস্পর সমান স্থান বলিয়া ইহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা। সমান প্রযত্ন [illegible]:—[illegible] আভ্যন্তর স্পৃষ্ট প্রযত্ন (এবং বাহ্য মহাপ্রাণ) একজ ইহারা পরস্পর [illegible]

ভাষ্যমূল।—ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি। পশুং বিদ্ধং পচন্তীতি। নৈষ দোষঃ। ইহ তাবৎপশুমিতি অম্যেক ইতীয়তা সিদ্ধং সোয়মেবং সিদ্ধে সতি যৎ পূর্ব্বগ্রহণং করোতি তস্যৈতৎপ্রয়োজনং যথাজাতীয়কঃ পূর্বস্তথাজাতীয়ক উভয়োর্যথাস্যাদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি পূর্ব্বপদের স্থানে একটী মাত্র আদেশ হইলে, সেই আদেশটী দীর্ঘই হয়; তবে পশূং, বিদ্ধং, পচন্তি, এই সকল স্থলেও পূর্ব্বপরের স্থানে এক আদেশ হওয়াতে, সেই আদেশটী 'দীর্ঘ' হইবে। যেমন পশূং (১) ইত্যাদি। এখানে পশু শব্দের দ্বিতীয়ার এক বচনে পশূম্ এইরূপ হওয়া অসংগত।

এই স্থলে দোষ হইতে পারে না। কেননা পশু শব্দের স্থলে 'অমি' এইরূপ সূত্র করিলেই, পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রান্তর হইতে, 'পূর্ব' এই শব্দের অনুবৃত্তি আসিয়া, এইরূপ অর্থ হইবে যে, 'অম্' বিভক্তি পরে থাকিলে, পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হয়; সুতরাং এইরূপেই যখন 'পশুম্' এই পদ সিদ্ধ হয়, তখন যে 'অমি পূর্ব্বঃ' এই সূত্রে পুনরায় 'পূর্ব্ব' গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার ইহাই উদ্দেশ্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দ হ্রস্ব বা দীর্ঘ যেই জাতীয়ই হউক না কেন, উভয় শব্দ মিলিয়া সেই জাতীয়ই পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হইবে। এই উদ্দেশ্যেই যখন 'অমি পূর্ব্ব' এই সূত্রে পূর্ব্বগ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই স্থলে পূর্ব্বশব্দের বিশেষ বিধান হেতু, একাদেশ কালে কেবল মাত্র দীর্ঘই আদেশ হইবে না। সুতরাং পশুম্ শব্দে উকার হইয়া যায় যে, পশূম্ এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে বলিয়া ভয় ছিল, তাহাও থাকিবে না এবং কোনও দোষও ঘটিবে না।

ভাষ্যমূল।—বিদ্ধমিতি। পূর্ব ইত্যেবানুবর্ত্ততে। অথবা আচার্য্য প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নানেন সংপ্রসারণস্য দীর্ঘত্বং শাস্তি।

বঙ্গানুবাদ।—বিদ্ধম্ এই সূত্রে পূর্ব্বশব্দের অনুবৃত্তি করিতে হইবে।

তাৎপর্য্যার্থ ঃ—গ্রহিজ্যাবয়িব্যধিবষ্টি বিচতি বৃশ্চতি পৃচ্ছতি ভৃজ্জতীনাং কিঙতিচ ৬।১।১৬। (এই সকল ধাতুর পরে ককার ইৎ এবং নকার ইৎ প্রত্যয় হইলে সংপ্রসারণ হয়), সুতরাং 'ব্যধ্' ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে,

(১) অমি পূর্ব্বঃ।৬।১।১১১ অক্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের পরে, অম্ সম্বন্ধি অচ্, অর্থাৎ স্বরবর্ণ থাকিলে, পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হয়। যেমনঃ—'রাম' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তিতে অম্ প্রত্যয় যোগ করিলে, রামশব্দের অকার এবং অম্ প্রত্যয়ের অকার উভয়ে মিলিত হইয়া পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হইলে, রামম্ হইয়া থাকে।

'য'এর যকারের স্থানে সংপ্রসারণ হইয়া, হ্রস্ব ইকার আদেশ হইল। অতএব বিদ্ধম্ এই পদও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, ব্যধ্ ধাতুর যকারের স্থানে সংপ্রসারণ হইয়া ইকার হইলে, সেই ইকার যাহাতে পূর্ব্ব বর্ণই হয়; এই জন্য 'পূর্ব্ব' এই শব্দের অনুবৃত্তি করিতে হইবে। নতুবা বিদ্ধং এই শব্দেতে হ্রস্ব ইকার হইবে না। যেহেতু উভয় বর্ণ মিলিত হইয়া একাদেশ হইলে, সেই এক আদেশ দীর্ঘই হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অথবা ইহাতে আচার্য্য পাণিনির‍ই অভিপ্রায় জানা যাইতেছে যে, এই স্থলে "সংপ্রসারণস্য" ৬।৩।১৩৯। (সংপ্রসারণের দীর্ঘ হয়, শেষ পদ হইলে); এই সূত্রাভিপ্রায়ানুসারে দীর্ঘ হইবে না। যদি সংপ্রসারণের সর্ব্বত্রই দীর্ঘ প্রাপ্তি হইত; তবে আর 'হলঃ' ৬।৪।২। (হলের পর যে সংপ্রসারণ, তাহার দীর্ঘ হয়) এই সূত্রদ্বারা দীর্ঘ বিধান করিবার প্রয়োজন ছিল না। পাণিনিও আচার্য্য 'সংপ্রসারণস্য' সূত্রের দ্বারায় সংপ্রসারণের দীর্ঘ বিধান করিয়াও পুনরায় 'হলঃ' সূত্রের দ্বারায়, হলের অর্থাৎ ব্যঞ্জনের পরবর্ত্তী সংপ্রসারণের দীর্ঘবিধান করিয়াছেন; তখন এতদ্দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সর্ব্বত্র গ্রহণীয় নহে।

ভাষ্যমূল।—পচন্তীত্যতোগুণে পররূপত্বাসিদ্ধং সোয়মেবং সিদ্ধে সতি যদ্রূপ গ্রহণং করোতি তস্যৈতৎ প্রয়োজনম্ যথা জাতীয়কং পরস্য রূপং তথা জাতীয়কমুভয়োর্যথাস্যাদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—পচন্তি এইস্থলে, 'পচ্' ধাতুর পরে, 'ঝি' স্থানে আদেশ করিয়া 'অতোগুণে' ৬।১।৯৭। (পদান্ত ভিন্ন অকারের পরে গুণ বিশিষ্ট বর্ণ অর্থাৎ একার ওকারাদি থাকিলে, পর বর্ণের স্বরূপ একাদেশ হয়), এই সূত্রানুসারে পচন্তি এই পদ সিদ্ধ হইল। এই স্থলে, "গুণ পরে থাকিলে একাদেশ হয়", এই রূপ বলিলেই যখন প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, তখন যে আবার পর রূপ একাদেশ হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহার ইহাই প্রয়োজন যে, পরস্থিতবর্ণ যে জাতীয় রূপ বিশিষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বাপর উভয় বর্ণই সেই জাতীয় রূপ বিশিষ্ট যাহাতে হইতে পারে।

ভাষ্যমূল।—ইহ তর্হি খট্বর্শ্যো মালর্শ্য ইতি দীর্ঘবচনাদকারো ন। অনান্তর্য্যাদেকারৌকারৌ ন। তত্র কো দোষঃ। বিগৃহীতস্য শ্রবণং প্রযজ্যেত। ন ক্রমো কবং যত্র ক্রিয়মাণে দোষঃ তত্র কর্ত্তব্যমিতি কিং তর্হি। যত্র ক্রিয়মাণে ন দোষঃ তত্র কর্ত্তব্যমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি পূর্ব্বাপর স্থানে একাদেশ হইলে, তাহা দীর্ঘই হয়; তবে খট্বা+ঋশ, মালা+ঋশ্য এ স্থলে ঋকারের গুণ অর্ হইলে, খট্বা শব্দের দীর্ঘ আকারের পরে, অর্শ্য শব্দের হ্রস্ব অকার থাকাতে, পূর্ব্বাপর স্থানে 'অ'কার রূপ একাদেশ হইবে না। সুতরাং খট্বর্শ্য মালর্শ্য প্রভৃতি পদও সিদ্ধ হইবে না। যদি বল যে, অকার না হইয়া একার অথবা ওকার হইবে, তাহাও হইবে না। যেহেতু আকারের সহিত একার বা ওকারের স্থান বা প্রযত্নের কোনও রূপ আন্তর্য্যত্ব (সাম্যত্ব) নাই। খট্বা বা মালা শব্দের আকারের পরে, অর্শ্য শব্দের অকার থাকিলে কোনও রূপ সন্ধি নাই বা হইল, তাহাতে কি দোষ হইবে?

যাহা শাস্ত্রে কখনও গ্রহণ করা হয় নাই, তাহাই শুনা যাইবে। অর্থাৎ খট্বার্শ্য প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় শব্দ ব্যবহৃত হইবে।

তাহা হইবে না। যে হেতু আমরা ইহা বলিতেছি না যে, যেখানে পূর্ব্বাপর স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ করিলে, অসঙ্গত হইবে, সে খানেও দীর্ঘাদেশ করিতেই হইবে। তবে কি না, আমরা ইহাই মাত্র বলিতেছি যে, যেখানে পূর্ব্বাপর স্থানে দীর্ঘ গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না, সে খানেই দীর্ঘগ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—ক্ব চ ক্রিয়মাণে ন দোষঃ। সংজ্ঞাবিধৌ। বৃদ্ধিরাদৈজ্ দীর্ঘঃ, অদেঙ্ গুণো দীর্ঘইতি। তত্তর্হি দীর্ঘগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। কস্মাদেবান্তর্যতস্ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রাচতুর্মাত্রা আদেশা ন ভবন্তি। তপরে গুণবৃদ্ধী। নম্ন চ তঃ পরো যস্মাৎ সোয়ংতপরঃ। ন্ন-দারবিতীহৈব স্যাৎ। খবঃ স্তবঃ। কস্তর্হি দকারঃ। কিং দকারে প্রয়োজনম্। অথ কিং ত কারে। যত্ত্বসন্দেহার্থস্তকারঃ দকারোপি। অথ মুখসুখার্থস্তকারঃ দকারোপীতি।

বঙ্গানুবাদ।—পূর্ব্বাপর স্থানে একাদেশ করিলে, কোথায় দোষ হইবে না? সংজ্ঞা বিধানে দোষ হইবে না। যেমন, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' ১।১।১। এই সূত্রে দীর্ঘ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আকার ঐকার এবং ঔকার এই সকল বৃদ্ধি সংজ্ঞক বর্ণ সমূহ দুই মাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ বর্ণই হইবে। তিন মাত্রা অথবা চারি মাত্রা হইবে না। এইরূপ গুণসংজ্ঞা বিধানেও দীর্ঘ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেমনঃ—'অদেঙ্ গুণঃ' ১।১।২। এই সূত্রে দীর্ঘগ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে যেখানেই গুণ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে, সেখানেই পূর্ব্বা-পরের স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ হইবে। তাহা হইলেই একার এবং ওকারে দুই মাত্রা বিশিষ্ট দীর্ঘ বর্ণ ভিন্ন তিন মাত্রা কি চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ হইবে না।

যদি এইরূপই হয় ; তবে বৃদ্ধিরাদৈচ্ প্রভৃতি সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রে দীর্ঘ শব্দ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ? তাহা হইলেও 'দীর্ঘ' নামক এত বৃহৎ একটী শব্দ, সূত্রে প্রবেশ করাইতে হইবে বলিয়া, সূত্র বৃহৎ হওয়াতে দোষও ত হইবে ?

সংজ্ঞা বিধানে দীর্ঘশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। যদি দীর্ঘ শব্দ প্রয়োগই করা না হয়, তাহা হইলে কেনই বা 'খট্বা উদক' প্রভৃতি শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকার ও এক মাত্রা বিশিষ্ট ইকার প্রভৃতি মিলিত হইয়া, তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের স্থানে তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট একার ওকার প্রভৃতি আদেশ হইবে না ?

তাহা হইবে না। কেন না, 'তপরস্তৎকালস্য' (১) এই সূত্রে যে কেবল ত কার পরে আছে যাহার তাহার সমকাল বিশিষ্ট বর্ণেরই সংজ্ঞা হইবে, এরূপ নহে। বরং ত কার পরে আছে যাহার, তাহারও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলেই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের পরে যে ত কার, তাহার পরে ঐচ্ গ্রহণ হওয়াতে, ঐকার ঔকারেরও দুই মাত্রাই হইবে। কেন না আত্ ঐচ্ এই স্থলে ত কারের পরে যখন ঐচ্ গ্রহণ হইয়াছে এবং ত কারের পূর্ব্বে যখন দুই মাত্রাবিশিষ্ট আকার রহিয়াছে, তখন ত কারের পরে ঐকার ঔকার থাকাতে, তাহাদেরও আকারের সম কাল বিশিষ্ট দুই মাত্রা সম্পন্ন বর্ণই হইবে। সুতরাং সংজ্ঞা বিধানে দীর্ঘশব্দ উল্লেখ না করিলেও স্বতঃসিদ্ধই দীর্ঘ হইবে।

যদি তকারের পরস্থিত বর্ণেরও ত কার প্রযুক্ত কার্য্যই হয়, তবে 'ঋদোরপ্' ৩।৩।৫৭। (ঋ বর্ণ অন্তে আছে এবং উবর্ণ অন্তে আছে যে ধাতুর, তাহার উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রেও ঋৎ, উ (২) এই স্থলে 'উ' ত কারের পরে আছে বলিয়া হ্রস্ব উকারেরই মাত্র গ্রহণ হইবে। তাহা হইলে যু ধাতু এবং স্তু ধাতু এই হ্রস্বান্ত ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় করিয়া যদিও যবঃ স্তবঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে বটে ; কিন্তু লূ ধাতু এবং পূ ধাতু, এই দীর্ঘান্ত ধাতুর উত্তর, 'অপ্' প্রত্যয় করিয়া লবঃ পবঃ পদ সিদ্ধ হইবে না।

এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যেহেতু 'ঋদোরপ্', এই সূত্রে ঋৎ উ অপ্

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

(২) ঋৎ+উ ঋদুঃ। ষষ্ঠীর দ্বি বচনে ওস্ প্রত্যয় করিয়া ঋদোঃ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঋদোঃ অপ্ ঋদোরপ্।

এইরূপ ত কার বিশিষ্ট ঋকার নহে। এই স্থানে ঋদ্ উঃ অপ্ এইরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ করিতে হইবে। সুতরাং ত কারের পরে উ কার না হওয়াতে, উকারের সমকাল বিশিষ্ট কেবল মাত্র হ্রস্ব উকারেরই গ্রহণ হইবে না। বরং উকারের সবর্ণ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত প্রভৃতি সকল প্রকার উকারেরই গ্রহণ হইবে। তাহা হইলেই, দীর্ঘ উকার বিশিষ্ট লূ ধাতু এবং পূ ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় করিয়া, 'লবঃ' 'পবঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ করিবার জন্য, ইহাই বলিতে হইবে যে, 'ঋদোরপ্' সূত্রে 'ত'কার নাই।

তবে কি? 'দ'কার।

দ কারের প্রয়োজন কি?

দকারের প্রয়োজন না থাকিলে, তোমার 'ত'কার করিবারই বা প্রয়োজন কি?

যদি 'ঋদোরপ্' সূত্রে ঋকারের পরে তকার না করা যায়, তাহা হইলে ঋকারে উকারে মিলিত ষষ্ঠী বিভক্তিতে ওঃ হইলে 'রোরপ্' এইরূপ সূত্র হইবে। তখন সন্দেহ হইবে যে ঋকারের সহিত উকার মিলিত না হইয়া, র্ কারের সহিতও উকার মিলিত হইতে পারে। এই সন্দেহ নিবারণের জন্যই ঋকারের অন্তে ত কার পাঠ করা হইয়াছে।

যদি সন্দেহ নিবারণের জন্যই তকার পাঠ হইয়া থাকে, তবে আমার দ কারও সন্দেহ নিবারণের জন্যই পাঠ হইয়াছে।

যদি বল, যে তোমার মুখের সুখের জন্য, ত কার পাঠ করিয়াছ, তবে আমিও বলি যে, আমার মুখের সুখের জন্য আমি দকার পাঠ করিয়াছি।

ভাষ্যমূল।—ইদং বিচার্য্যতে। য এতেষু বর্ণেষু বর্ণৈকদেশা বর্ণান্তর-সমানাকৃতয় এতেষামবয়বগ্রহণেন গ্রহণং স্যাদ্বা ন বেতি। কুতঃ পুনরিয়ং বিচারণা। ইহ হি সমুদায়া অপ্যুপদিশ্যন্তে অবয়বা অপি। অভ্যন্তরশ্চ সমুদায়ে অবয়বঃ। তদ্ যথা। বৃক্ষপ্রচলন্ সহাবয়বৈঃ প্রচলতি। তত্র সমুদায়-স্থস্যাবয়বস্যাবয়বগ্রহণেন গ্রহণং স্যাদ্বা ন বেতি জায়তে বিচারণা।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে এই বিচার করা যাইতেছে যে, (আ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ) বর্ণসকলের একদেশে যে বর্ণান্তরের তুল্য আকৃতি সমূহ আছে, তাহা বর্ণগ্রহণে গৃহীত হইবে কি না? যেমন;—ঐকার, এই বর্ণে অকার এবং ইকার মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য যে, কেবল মাত্র 'ঐ' এই বর্ণটী গ্রহণ করিলে, তাহার একাদেশ (একাংশ) অকার এবং ইকার গ্রহণ হইবে কি না? কেনই বা এইরূপ বিচার করা যাইতেছে?

এরূপ বিচারের প্রয়োজন এই যে, এই স্থলে কি (আ ৠ ঐ ইত্যাদি) বর্ণের সর্ব্বাংশই একত্রে উপদেশ করা হইয়াছে; না অবয়ব সমূহ ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ করা হইয়াছে?

সমুদায় বর্ণেরই অভ্যন্তরে অবয়বও অবস্থান করিতেছে, যথাঃ—আকারে অ+অ এই দুইটী অকার। ঋ কারে এক অংশ স্বর বর্ণ, অপরাংশ র্ ব্যংব্যঞ্জন বর্ণ। ঌ কারে একাংশ স্বরবর্ণ, অপরাংশ 'ল্' ব্যং ব্যঞ্জন বর্ণ। একারে অ+ই, ওকারে অ+উ, ঐকারে অ+ই, ঔকারে অ+উ প্রভৃতি প্রযত্ন ভেদে অবস্থান করিতেছে। এই সকল বর্ণে, অন্য বর্ণের তুল্য বর্ণাংশ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেও সেই অংশ সমূহ, যখন মূল বর্ণ সমূহেরই অবয়ব বিশেষ; তখন মূল আকারাদিরূপ বর্ণ গ্রহণ করিলে তদংশ রূপে বর্ত্তমান হ্রস্ব অকারাদিও গ্রহণ হইবে। যেমন, বৃক্ষ কম্পিত হইলে তাহার শাখা প্রশাখাদি অবয়ব সমূহের সহিতই কম্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই স্থলেও বর্ণের সমুদায় অঙ্গ স্থিত যে পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব, তাহাদেরও বর্ণের সর্ব্বাবয়ব গ্রহণে গৃহীত হইবে কি না, অথবা গ্রহণ করা হইবে না, এই স্থলে ইহাই বিচার করা যাইতেছে।

ভাষ্যমূল।—কশ্চাত্র বিশেষঃ। বর্ণৈকদেশা বর্ণগ্রহণেন চেৎসন্ধ্যক্ষরে সমানাক্ষরবিধিপ্রতিষেধঃ*। বর্ণৈকদেশা বর্ণগ্রহণেন চেৎসন্ধ্যক্ষরে সমানাক্ষরাশ্রয়ো বিধিঃ প্রাপ্নোতি সপ্রতিষেধঃ। অগ্নে ইন্দ্র। বায়ো উদকম্। "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ" ইতি দীর্ঘত্বং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ বিচারের দ্বারা এমন বিশেষ কি ফল লাভ হইবে?

বর্ণের একদেশও যদি বর্ণ গ্রহণেই গৃহীত হয়, তবে মিলিতাক্ষরে তুল্যাক্ষর নিমিত্ত যে বিধি, তাহার নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।*।

বর্ণের একাংশও যদি বর্ণগ্রহণেই গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে (এ ও ঐ ঔ প্রভৃতি) সংযুক্তাক্ষরে, তুল্যাক্ষর নিমিত্ত যে বিধি প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহার নিষেধ করা কর্ত্তব্য হইবে।

তাৎপর্য্যার্থঃ—অ কারের পরে অ কার, ইকারের পরে ইকার প্রভৃতি সমান সমান বর্ণ পরে থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ হয়, যেমনঃ—লক্ষ্মী+ঈশ= লক্ষ্মীশ, হরি+ইন্দ্র=হরীন্দ্র ইত্যাদি। এইরূপ সন্ধি অক্ষরে একার বা ওকা-রের পরে, ই কার বা উ কার থাকিলেও উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ একাদেশ হইবে। যেহেতু একারের শেষাংশে ই কার রহিয়াছে এবং ওকারের শেষাংশে উ কার রহিয়াছে। সুতরাং উভয় ই কার এবং উভয় উকার একত্র মিলিত হইয়া

অবশ্যই দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ ঊকার হইবে। কিন্তু ইহা শাস্ত্রে অব্যবহার্য্য বলিয়া পুনরায় তাহার নিষেধ বিধান করিতে হইবে। নতুবা "গঙ্গে ইন্দ্র", "বায়ো উদকম্" এই সকল স্থলে একারের শেষাংশে ইকার এবং ওকারের শেষাংশে উকার থাকাতে "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" ৬।১।১০১। (অক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ অর্থাৎ অ ই উ ঋ ঌ ইহাদের পরে, সমান অচ্ অর্থাৎ অ ই উ ঋ ঌ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ একাদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে, দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ গঙ্গে-ঈন্দ্র, এইস্থলে "গঙ্গ ইন্দ্র" এইরূপ সঙ্গত প্রয়োগ না হইয়া, "গঙ্গেন্দ্র" এতদ্রূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইতে থাকিবে।

ভাষ্যমূল।—হ্রস্ববিধিপ্রতিষেধঃ*। দীর্ঘে হ্রস্বাশ্রয়ো বিধিঃ প্রাপ্নোতি স প্রতিষেধঃ। আলূয়। প্রলূয়। হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুগ্ভবতীতি তুক্ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন দীর্ঘে হ্রস্বাশ্রয়ো বিধির্ভবতি। যদয়ং দীর্ঘাচ্ছে একং শাস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। পদান্তাদেতি বিভাষাং বক্ষ্যামীতি।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে ইহাতে অন্য দোষও দেখান হইতেছে। দীর্ঘ কার্য্যে হ্রস্ব বিধি নিষিদ্ধ হইবে। *।

দীর্ঘ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, যে সকল স্থলে হ্রস্ব নিমিত্ত বিধি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিধি নিষেধ করিতে হইবে। যথা:—আ+লূ+ক্যপ্=আলূয়। প্র+লূ+ক্যপ্=প্রলূয়। যদি দীর্ঘাদেশ কালে হ্রস্ব নিমিত্ত বিধি নিষেধ করা না হইত; তবে এখানেও "হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্" ৬।১।৭১। (পকার ইৎ প্রত্যয় ও ককার ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে, হ্রস্বের পরে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রানুসারে এই স্থলেও তুক্ আগম হইত। তাহা হইলে বিশুদ্ধ 'আলূয়' 'প্রলূয়' প্রয়োগ না হইয়া, 'আলূত্য' 'প্রলূত্য' প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ হইতে থাকিত।.

তাৎপর্য্যার্থঃ-যদি দীর্ঘ ঊকার গ্রহণে, তদংশবর্ত্তী হ্রস্ব উকারেরও উ+উ=ঊ হওয়াতে, ঊর শেষাংশও উ হওয়াতে) গ্রহণ হইত, তবে লূ ধাতুর ঊকারে, হ্রস্ব উ থাকাতে, হ্রস্ব উকারান্ত ধাতুর উত্তর যেরূপ তুক্ আগম হইয়া থাকে, সেরূপ দীর্ঘ উকারান্ত ধাতুর উত্তরও তুক্ আগম হইয়া, অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে।

এই স্থলে দোষ হইবে না। কেন না এরূপ অভিপ্রায় আচার্য্য পাণিনিই জানাইয়াছেন যে, দীর্ঘ নিমিত্তক কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, হ্রস্ব নিমিত্তক বিধি প্রাপ্তি

হয় না। যেহেতু তিনি "দীর্ঘাৎ" ৬।১।৭৫. (দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, তুক্ আগম হয়) এই সূত্রে "দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, তুক্ আগম হয়," এইরূপ বিধান করিয়াছেন। যদি হ্রস্বগ্রহণে দীর্ঘেরও গ্রহণ হইত, তবে "হ্রস্বস্য পিতি কিতি তুক্" এই সূত্রের দ্বারায় সর্ব্বত্র তুক্ আদেশ প্রাপ্ত হইত। "দীর্ঘাৎ" এই সূত্রের দ্বারায় আর দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, তুক আদেশ করিবার প্রয়োজন হইত না।

এ স্থলে ইহা জ্ঞ পর হইতে পারে না। কেননা, এ স্থলে ছে চ ৬।১।৭৩; (হ্রস্বের পরে ছ থাকিলে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রে অনুবৃত্ত আসিয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। সুতরাংই পুনঃ 'দীর্ঘাৎ' এই সূত্র করিবার অন্য প্রয়োজন আছে।

কিসেই প্রয়োজন?

পদান্তাদ্বা ৬।১।৭৬। (পদান্ত দীর্ঘবর্ণের পরে ছ থাকিলে, বিকল্পে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রানুসারে "পদান্ত দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, বিকল্পে তুক্ আগম হয়", এইরূপ বলা হইবে। এবং সেই জন্যই এখানে 'দীর্ঘাৎ' এই সূত্র করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—যত্তর্হি যোগবিভাগং করোতি ইতরথা হি দীর্ঘাৎ পদান্তাদ্বেত্যেব ব্রূয়াৎ। ইহ তর্হি খট্বাভিঃ মালাভিঃ। অতো ভিসঐসিত্যৈসভাবঃ প্রাপ্নোতি। তপরকরণসামর্থ্যান্ন ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি যাতা বাতা অতো লোপ। আর্দ্ধধাতুকে ইত্যাকারলোপঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ চাত্রাপি তপরকরণ সামর্থ্যাদেব ন ভবিষ্যতি। অস্তি হ্যন্যত্তপরকরণে প্রয়োজনম্। কিম্। সর্ব্বস্য লোপো মা ভূদিতি। অথ ক্রিয়মাণেঽপি তপরে পরস্য লোপে কৃতে পূর্ব্বস্য কস্মান্ন ভবতি। পরলোপস্য স্থানিবদ্ভাবাদসিদ্ধত্বাচ্চ।

বঙ্গানুবাদ।—তবে যদি এই সূত্রে যোগ বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে কি দোষ হইবে?

তাহা হইলে, অন্য প্রকার অর্থ হইবে। "দীর্ঘাৎ পদান্তাদ্বা" (দীর্ঘের পরেও তুক্ আগম হইবেই, পদান্ত দীর্ঘের পরেও বিকল্পে তুক্ আগম হইবে।) তাহা হইলে সিদ্ধান্তস্বরূপে এইরূপ অর্থই হইবে যে, "দীর্ঘ বর্ণের পরে নিয়ত তুক্ আগম হয় এবং পদান্ত দীর্ঘের পরে বিকল্পে তুক্ আগম হইবে" এইরূপ বলিতে হইবে।

এখানেও তবে, খট্বা ও মালা শব্দের উত্তর, তৃতীয়ার বহুবচনে ভিস্ প্রত্যয়

করিয়া অকারান্ত শব্দের উত্তর "অতোভিসঐস্" ৭।১।৯। (অকারান্ত অঙ্গের পরস্থিত ভিস্ স্থানে ঐস্ আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে ঐস্ আদেশ প্রাপ্ত হইবে। কেননা, খট্বা শব্দের আকারের অন্তর্বর্ত্তী দুই অকার থাকাতে, অকার প্রযুক্ত যে বাধ্য হইয়া থাকে, আকার প্রযুক্তও সেই বাধ্য হইবে। অতএব 'খট্বাভিঃ' এইরূপ সঙ্গত প্রয়োগ না হইয়া খট্বৈঃ এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে।

এরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে না। যেহেতু "অতোভিসঐস্" এই সূত্রে ত কার পরে আছে এমন যে অকার, তৎপরস্থিত ভিস স্থানে ঐস আদেশ হয়। সুতরাং কেবলমাত্র হ্রস্ব অকারের পরেই ঐস্ হইবে, দীর্ঘ আকারের পরে ঐস্ হইবে না। তাহা হইলেই খট্বা শব্দের পরে ঐস্ হইয়া যে অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়ার সম্ভব ছিল, তাহা হইবে না।

এই স্থানে দোষ না হইলেও যাতা বাতা এইস্থলে "অতোলোপ আর্দ্ধধাতুকে" ৬।৪।৪৬ (আর্দ্ধধাতুক উপদেশ কালে যে অকারান্ত শব্দ, তাহার অকারের লোপ হয়, আর্দ্ধধাতুক (১) পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে আকারের লোপ হইবে।

যদি বল যে, এইস্থলেও 'অতোলোপ' সূত্রে, অকারের পরে ত কার থাকাতে, কেবল মাত্র হ্রস্ব অকারেরই লোপ হইবে, আকারের লোপ হইবে না; কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কেননা এ স্থলে তকারান্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

কি সেই উদ্দেশ্য?

সর্ব্বাংশের লোপ যাহাতে না হয় অর্থাৎ যাতা, বাতা এই শব্দদ্বয়ের এক একটী আকারের মধ্যে যে দুই দুইটী অকার আছে, সেই অকারের লোপ না হইয়া কেবলমাত্র, অন্তে স্থিত একটী অকারেরই যাহাতে লোপ হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। অতএব, এস্থানে তকার পরে, থাকিলেও পরের অকারের লোপ করিয়া, পূর্ব্ব অকার মাত্রেরই কেন লোপ হয় না?

পরের অকার লোপ হইলেও "স্থানিবদ্ভাব" (যে বর্ণের স্থানে যে বর্ণ আদেশ হয়, সেই বর্ণ তাহার স্থানির (১) ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়) প্রযুক্ত পুনরায়

(১) তিপ্ তস্ ঝি প্রভৃতি তিঙন্ত প্রত্যয় সমূহ এবং শকার ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় সমূহকে সার্ব্বধাতুক বলে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রত্যয়সমূহকে আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা বলে।

অকারস্থ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইবে। অথবা "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ ৬৪.২২। (ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের এই দ্বাবিংশতি সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত, সমান আশ্রয় প্রযুক্ত কোনও কার্য্য প্রাপ্তি হইলে, তাহা পরসূত্রের দৃষ্টিতে পূর্ব্ব সূত্র অসিদ্ধ হয়) সুতরাং পূর্ব্বের প্রতি পর সূত্র অসিদ্ধ হয় বলিয়া, এই স্থলেও লোপ বিধায়ক শাস্ত্র পরে বিধান করাতে লোপ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—এবং তহ্যাচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন আকারস্থস্যাকারস্য লোপো ভবতীতি যদয়মাতোঽনুপসর্গে ক ইতি ককারমনুবন্ধং করোতি কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। কিংবরণে এতৎ প্রয়োজনং কিতীত্যাকারলোপো যথা স্যাদিতি। যদ্যাকারস্থাকারস্য লোপঃ স্যাৎ কিংকরণমনর্থকং স্যাৎ। পরস্য অ,ারস্যালোপে কৃতে দ্বয়োরকারয়োঃ পররূপে হি সিদ্ধং রূপং স্যাদ্ গোদঃ কম্বলদ ইতি

বঙ্গানুবাদ।—এং প্রকারে আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় জানা যাইতেছে যে, আকারস্থিত অকারের লোপ হয় না। যেহেতু তিনি "আতোঽনুপসর্গে কঃ" ৩।২।৩। (উপসর্গ ভিন্ন কর্ম্ম উপপদে থাকিলে, আকারান্ত ধাতুর ক প্রত্যয়ই হয়, অন প্রত্যয় হয় না।) এই সূত্রে যে অ প্রত্যয় না করিয়া ক কার লোপ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন, তাহা কেবল আকারস্থিত অকারের লোপ হয় না, ইহাই জানাইবার জন্য।

ইহাতে কি প্রকারে আচার্য্যের এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপিত হইতেছে?

এই স্থলে অ প্রত্যয়ের দ্বারায় কর্ম্মসিদ্ধি হইলেও যখন পুনরায় ক কার ইৎ (লোপ) বিশিষ্ট প্রত্যয় করা হইয়াছে, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, "আতোলোপ ইটি চ" ৬।৪।৬৪। (স্বরবর্ণ আদিতে আছে এমন যে, আৰ্দ্ধধাতুক সংজ্ঞক ককার ইৎ ককার ইৎ ঙকার ইৎ ধাতু তাহাদের এবং ইট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণসমূহের পরে যে আকার, তাহার লোপ হয়) এই সূত্রে, ক কার লোপবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, যেন আকারের লোপ হইতে পারে। যদি আকারান্তবর্ত্তিত অ কারের লোপই হইত, তাহা হইলে এই সূত্রে ককার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনর্থক হইত। কেনই না সূত্রে ককার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা ব্যর্থ হইবে? আকারের শেষ অংশ অকারের লোপ করিলেও ত পদ সিদ্ধ হইবেই। যেমন—"গাং দদাতি ইতি গোদঃ, কম্বলং দদাতি ইতি কম্বলদ", এই স্থলে, দা ধাতুর আকারের শেষাংশস্থিত অকার, ক প্রত্যয় করিয়া লোপ করিলে, যে দকার থাকিবে, তাহার

অকারের সহিত, ক প্রত্যয়ের অকারের পররূপ (১) করিয়া, গোদঃ কম্বলদঃ রূপ সিদ্ধ হইবে।

পুনঃ যদি ফলে সেই হইল, তবেও ত সূত্রে ককার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা নিষ্ফলই হইল ?

ভাষ্যমূল।—পশ্যতিত্বাচার্য্যো নাকারস্থস্যাকারস্য লোপঃ স্যাদিতি। অতঃ ককারমনুবন্ধনং করোতি। নৈতদস্তিজ্ঞাপকম্। উত্তরার্থমেতৎস্যাৎ তুন্দ-শোকয়োঃ পরিমৃজাপনুদোরিতি। যত্তর্হি গাপোষ্টগ্রহণস্যার্থং ককারমনুবন্ধং করোতি।

বঙ্গানুবাদ।—পাণিনি ইহা দেখিয়াছিলেন এবং এই জন্যই আকারস্থিত অকারের যাহাতে লোপ না হয়, তন্নিমিত্ত এই সূত্রে ককার অনুবন্ধ (লোপ) বিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন।

ইহা কখনও ককার অনুবন্ধের জ্ঞাপক হইতে পারে না; এই স্থলে ককার অনুবন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার অন্য প্রয়োজন আছে। যাহাতে পরবর্ত্তী "তুন্দশোকয়োঃ পরিমৃজাপনুদোঃ" ৩।২।৫। [তুন্দ এবং শোক এই দুই কর্ম্মপদ উপপদে (পূর্ব্বপদে) আছে যাহার; এমন যে পরিপূর্ব্বক মৃজ্ ধাতু, এবং অপ্ পূর্ব্বক নুদ্ ধাতু ইহাদের উত্তর ক প্রত্যয় হয়] এই সূত্রে ককার ইৎ প্রযুক্ত অকারের লোপ হইয়া থাকে; এই ফল দেখাইবার জন্যই পূর্ব্ব সূত্রে ককারানুবন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যয় করা প্রয়োজন; অন্যথা "পরিমৃজ" এইরূপ প্রয়োগ না হইয়া, "পরিমার্জ" এইরূপ প্রয়োগ হইত।

এই সকল এইরূপ হইলেও "গাপোষ্টক্" ৩।২।৮ (উপসর্গ পূর্ব্বে না থাকিলে, অথচ কর্ম্মপদ পূর্ব্বে না থাকিলে, অথচ কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে, গা ধাতু এবং পা ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয়। যথা সামং গায়তি ইতি সামগঃ) এই সূত্রে ককার অনুবন্ধবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার, আকার লোপ ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই; সুতরাং এই অনন্যোপায় স্থলে অন্য অর্থ না হয়, এই জন্যই ককার অনুবন্ধবিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন। এবং ইহাতেই আচার্য্যের অভিপ্রায়ও এইরূপ জানা যাইতেছে।

ভাষ্যমূল।—একবর্ণবচ্চ *। একবর্ণবচ্চ দীর্ঘো ভবতীতি বক্তব্যম্। কিং

(১) পূর্ব্ব এবং পরের স্থানে যে একটীমাত্র আদেশ, তাহাকে পররূপ বলে। অতোগুণে ৬।১।৯৭। (পদান্ত ভিন্ন অকারের পরে গুণবিশিষ্ট কোনও বর্ণ থাকিলে অর্থাৎ অ, এ, ও থাকিলে, পররূপ একাদেশ অর্থাৎ পূর্ব্বাপর স্থানে অ, এ অথবা ও হইয়া থাকে।

প্রয়োজনম্। বাচা ভবতীতি দ্ব্যজ্‌লক্ষণঃ ঠন্মা ভূদিতি। ইহ চ বাচো নিমিত্তং তস্য নিমিত্তং সংযোগোৎপাতাবিত্যনুবর্ত্তমানে গো দ্ব্যচ ইতি দ্ব্যজ্‌লক্ষণো যন্মা ভূদিতি। অত্রাপি গোনৌগ্রহণং জ্ঞাপকং দীর্ঘাদ্ দ্ব্যজ্‌লক্ষণো বিধির্ন ভবতীতি। অয়ং তু সর্ব্বেষামেব পরিহারঃ।

বঙ্গানুবাদ।—দীর্ঘশব্দ একবর্ণ বিশিষ্ট হইবে। *

"দীর্ঘ বর্ণ সমূহ একবর্ণ বিশিষ্ট হয়" এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন এরূপ বলিতে হইবে? ভাবার্থঃ—অ+অ এই দুই বর্ণ মিলিয়াই যখন দীর্ঘ আ এবং ই+ই এই দুই বর্ণ মিলিয়া যখন দীর্ঘ ঈ প্রভৃতি বর্ণ হইয়াছে, তখন দীর্ঘ বর্ণকে একটী বর্ণ কেন বলিতে হইবে?

যদি দীর্ঘ বর্ণও দুইটী স্বরবর্ণ বলিয়া গ্রহণ; তবে "বাচা তরতি" (বাক্য প্রয়োগ দ্বারা পার হইতেছে) এই স্থলে বাক্ শব্দের উত্তর 'ঠন্' প্রত্যয় হইবে না। যেহেতু "নৌদ্ব্যচষ্ঠন" ৪।৪।৭ (নৌশব্দের উত্তর এবং দুই স্বরবর্ণ বিশিষ্ট শব্দের উত্তর 'ঠন' প্রত্যয় হয়; যথা বাহুভ্যাং তরতি ইতি বাহুক) এই সূত্রানুসারে, বাক্‌শব্দের আকারে দুই স্বরবর্ণ থাকাতে, বাক্‌শব্দের উত্তরও 'ঠন্' প্রত্যয় হইবে। এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ না হয়, এই জন্যও দীর্ঘ বর্ণকে দুই বা ততোধিক বর্ণ না বলিয়া একস্বর বিশিষ্ট বর্ণই বলিতে হইবে।

অথবা "গোদ্ব্যচোঽসংখ্যা পরিমাণাশ্বাদের্যৎ" ৫।১।৩৯ (গো শব্দের উত্তর সংখ্যা ও পরিমাণ ভিন্ন দুই স্বরবর্ণবিশিষ্ট শব্দের উত্তর, অশ্বাদিগণের উত্তর; নিমিত্ত, সংযোগ বা উপ, অবগম্যমান হইলে, 'যৎ' প্রত্যয় হয়। যথাঃ—গব্যঃ যশস্য ইত্যাদি) এই সূত্রানুসারে, 'বাক্' এই শব্দের স্থানে, ও বাক্যের যে নিমিত্ত এবং তন্নিমিত্ত যে সংযোগ, উৎপাৎ, পশ্চাৎ বর্ত্তমান থাকিলে, 'বাক্' শব্দের আকারে দুই স্বরবর্ণ লক্ষণ মানিয়া যৎ প্রত্যয় হইবে। আর এই সূত্রদ্বয়ে, গো শব্দ এবং নৌ শব্দ গ্রহণ করাতে, ইহাও বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, দীর্ঘ বর্ণে দুই স্বরবর্ণ লক্ষণ নিমিত্ত বিধি হয় না। যদি দীর্ঘ গ্রহণে, দুই স্বরবর্ণেরই গ্রহণ হইত; তবে পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে, দুই স্বরবর্ণেরই গ্রহণ হইত; তবে পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে, দুই স্বরবর্ণের উত্তর 'ঠন্' ও 'যৎ' প্রত্যয় করাতেই, গো শব্দের দীর্ঘবর্ণ ওকারে এবং নৌশব্দের দীর্ঘ বর্ণ ঔকারে দুই স্বরবর্ণ থাকাতেই প্রয়োগ সিদ্ধি হইত। সূত্রদ্বয়ে গো এবং নৌ শব্দ প্রয়োগ করিবার কোনও প্রয়োজন হইত না। অতএব সূত্রেতে যখন কেবল দুই স্বরবর্ণবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন ও যৎ প্রত্যয় না করিয়া, গো এবং নৌশব্দ গ্রহণ

করা হইয়াছে, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, দীর্ঘ বর্ণে দুই স্বরবর্ণ বিশিষ্ট বিধি প্রাপ্ত হয় না। এবং এই প্রকারে সকল প্রকার শঙ্কারই পরিহার হইতেছে।

ভাষ্যমূল।—নাব্যপবৃক্তস্যাবয়বস্ত তদ্বিধির্যথা দ্রব্যেষু*। নাব্যপবৃক্তস্যাবয়বাশ্রয়ো বিধি র্ভবতি যথা দ্রব্যেষু। তদ্যথা। দ্রব্যেষু সপ্তদশ সামিধেন্যো ভবন্তীতি ন সপ্তদশারত্নিমাত্রং কাষ্ঠমগ্নাবভ্যাধীয়তে।

বঙ্গানুবাদ।—অভিন্ন অবয়বের ভিন্ন বুদ্ধি হয় না, যেমন দ্রব্যাদিতে*। যেমন কোনও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সমূহে একত্ব বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ একটী মাত্র অভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট বর্ণে, ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব প্রযুক্ত বিধি প্রাপ্ত হইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সকলের মধ্যে ১৭টী সামধেনীর (১) প্রয়োজন হয়। সেই স্থলে এক এক অরত্নি বিশিষ্ট সতেরটী সামধেনী প্রয়োগ না করিয়া একেবারে সতের অরত্নিবিশিষ্ট একটী সামধেনী কদাপি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় না।

ভাষ্যমূল।—বিষম উপন্যাসঃ। প্রত্যৃচ্যং চৈব হি তৎকর্ম্ম চোদ্যতে। অসংভবশ্চাগ্নৌ বেদ্যাং চ। যথা তর্হি সপ্তদশ প্রাদেশমাত্রীরাশ্বত্থীঃ সমিধোভ্যাদধীতেতি ন সপ্তদশ প্রাদেশমাত্রং কাষ্ঠমগ্নাবভ্যাধীয়তে। অত্রাপি প্রতিপ্রণবং শ্চৈতৎকর্ম চোদ্যতে। তুল্যশ্চাসংভবোঽগ্নৌ বেদ্যাং চ।

বঙ্গানুবাদ।—এই দৃষ্টান্ত এই স্থলে অতুল্যরূপে প্রয়োগ করা হইতেছে। এখানে ইহা কদাপি তুল্য দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। যেহেতু যজ্ঞকর্ম্মে যে সপ্তদশ সামধেনীর দ্বারা আহুতির ব্যবস্থা বেদে আছে, সেহ স্থলে এরূপও বিধান আছে যে, এক একটী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক একটী সামধেনী অগ্নিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি একেবারে সপ্তদশ অরত্নিপরিমিত সামধেনী অগ্নিতে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা হইলে বেদেতে যে প্রতি মন্ত্র পড়িয়া এক এক অরত্নিপরিমিত প্রত্যেকটী সামধেনী প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা রক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ আহুতি প্রদানের যোগ্য ক্ষুদ্র অবয়ব বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে এবং বেদিতে সতের হাত বিশিষ্ট এক খানি কাষ্ঠ আহুতি দেওয়াও একান্ত অসম্ভব।

ভাল, তবে সপ্তদশ অরত্নিবিশিষ্ট একটী কাষ্ঠ একেবারে অগ্নিতে প্রয়োগ করা অসম্ভব বলিয়া, এই দৃষ্টান্ত না হয় অসঙ্গতই হইল; কিন্তু যে স্থানে "সতের প্রাদেশমাত্র অশ্বত্থ শাখা দ্বারা সমিধ্ আধান (আহুতি প্রদান) করিবে" এইরূপ

বেদে বিধান আছে, এই স্থলে ত আহুতি প্রদান ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বলিয়া আহুতি প্রদান অসম্ভব না হইলেও সপ্তদশ প্রাদেশপরিমিত একখানি কাষ্ঠ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে না।

ইহাও তুল্য দৃষ্টান্ত হইল না। এই স্থলেও এক একটী প্রণব উচ্চারণ করিয়া, এক এক প্রাদেশ পরিমিত এক একটী অশ্বত্থ শাখা আহুতি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং একবারে সপ্তদশ প্রাদেশ বিশিষ্ট একটী অশ্বত্থ শাখা আহুতি প্রদান করিলে. বেদের সেই ব্যবস্থাও সুরক্ষিত হইবে না। আর এই স্থলে কাষ্ঠ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও অতি ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে বা বেদীতে, সত্তের প্রাদেশপরিমিত একটী কাষ্ঠ আহুতি প্রদান করা, পূর্ব্বোক্ত সত্তের অবস্থিব ন্যায়, তুল্য অসম্ভবই হইবে। কিন্তু বর্ণসমূহে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব প্রযুক্ত কার্য্য করা সেরূপ অসম্ভব নহে। এই জন্যই এই দৃষ্টান্ত তুল্য হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—যথা তর্হি তৈলং ন বিক্রেতব্যং মাংসং ন বিক্রেতব্যমিতি ব্যপবৃক্তং চ ন বিক্রীয়তে অব্যপবৃক্তং গাবঃ সর্ষপাশ্চ বিক্রীয়ন্তে। তথা লোমনখং স্পৃষ্ট্বা শৌচং কর্ত্তব্যমিতি ব্যপবৃক্তং স্পৃষ্ট্বা নিয়োগতঃ কর্ত্তব্যম্। অব্যপবৃক্তে কামচারঃ যত্র তর্হি ব্যপবর্গোস্তি। ক চ ব্যপবর্গোস্তি। সন্ধ্যক্ষরেষু। সন্ধ্যক্ষরেষু বিবৃতত্বাৎ •। যদত্রাবর্ণং বিবৃততরং তদন্যস্মাদবর্ণাদ্যেপীবর্ণোবর্ণে বিবৃততরে তে অন্যাভ্যামিবর্ণোবর্ণাভ্যাম্।

বঙ্গানুবাদ —এস্থানে অসঙ্গত হইলেও, দৃষ্টান্তান্তর গ্রহণ করা যাইতেছে। যেমন "ব্রাহ্মণের তৈল বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে, মাংস বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে" শাস্ত্রে যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, সেখানে ইহাই জানিতে হইবে যে, তিলের সারাংশ এবং মাংসের যে খণ্ডসমূহ, তাহাই বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু অখণ্ড গো বা অপিষ্ট সর্ষপ বিক্রয় করিয়াই থাকে। অথবা যেমন, যেখানে লোম নখ স্পর্শ করিলে, হস্তাদি প্রক্ষালন ব্যবস্থা আছে, সেখানে ছিন্ন লোম, খণ্ড নখ স্পর্শ করিলে, হস্তাদি প্রক্ষালন করা, শাস্ত্রের বিধান অনুসারেই কর্ত্তব্য; কিন্তু অভিন্ন লোম অখণ্ড নখ স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করা না করা নিজের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ণগ্রহণে বর্ণের একদেশ গ্রহণ হইতে পারে না।

আ ঈ ঊ প্রভৃতি স্থলে না হয়, বর্ণের একদেশ গ্রহণ নাই হইল, যেখানে সুস্পষ্টরূপে বর্ণের শ্রবণ হয়, সেখানে কি হইবে?

কোথায় এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ শুনা যায়? সংযুক্ত বর্ণে যেমন—অ+ই =ঐ, অ+উ=ঔ। সংযুক্ত বর্ণে (ঐ ঔ তে), বিবৃতত্ব উচ্চারণ হেতুই গ্রহণ হইবে না *।

ঐ ঔ এই সংযুক্ত বর্ণে যে অবর্ণ আছে, তাহা বিবৃততা প্রযত্ন বিশিষ্ট অন্য অবর্ণ হইতে পৃথক্ হইবে। আর ইহাতে যে ই বর্ণ এবং উ বর্ণ আছে তাহাও বিবৃততর প্রযত্ন বিশিষ্ট বলিয়া অন্যান্য বিবৃত প্রযত্ন বিশিষ্ট 'ই' 'উ'বর্ণ হইতে পৃথক্ হইবে। অতএব এই স্থলে যখন বিবৃত এবং বিবৃততর ভেদে প্রযত্নই ভিন্ন ভিন্নই হইল, তখন 'ঐ' 'ঔ' প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণে অ ই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গ্রহণ কিরূপে হইবে। অতএব বর্ণের একদেশ বর্ণ গ্রহণে কদাপি গৃহীত হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—অথবা পুনর্ণ গৃহ্যন্তে। অগ্রহণং চেন্নুড্‌বিধিলাদেশবিনামেষু ঋকারগ্রহণম্ *। অগ্রহণং চেন্নুড্‌বিধিলাদেশবিনামেষু ঋকারগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। তস্মান্নুড্ দ্বিহলঃ। ঋকারে চেতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ আনৃধতুঃ আনৃধুরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা পুনঃ না হয়, অবয়বের গ্রহণ নাই করা যাউক। যদি অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ না করা যায়, তবে নুট্ বিধানে লকার আদেশে এবং বিনামে (ণত্ব বিধানে) ঋকারের গ্রহণ কর্ত্তব্য।

অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ না করিলে, নুট্ বিধানে, ঋ স্থানে ঌ আদেশে, ন স্থানে ণত্ব বিধানে, ঋকারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা "তস্মান্নুড্ দ্বিহলঃ" ৭।৪।৭১। (দুইটী ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ধাতুর দীর্ঘীকৃত আকারের পর নুট্ আগম হয়; যেমন—'অর্দ' ধাতুর রেফ এবং দ কার মিলিয়া, দুই ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ধাতু হওয়াতে এবং লিটের পরে, অ কারের বৃদ্ধি আকার হইলে নুট্ আগম হইয়া "আনর্দ" পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে) এই সূত্রে, ঋ বর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সূত্রান্তে "ঋকারে চ" (ঋকার পরে থাকিলেও, পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে নুট্ আগম হয়) এইরূপ বার্ত্তিক করা কর্ত্তব্য। যেন ঋধু এই ধাতুর উত্তর নুট্ আগম করিয়া 'আনৃধতুঃ' 'আনৃধুঃ' এই স্থলেও প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে। নতুবা 'ঋধু' ধাতুর 'ঋ' কারে, তদবয়ব স্বরূপ 'র'কারের গ্রহণ না করিলে, ঋধু ধাতুতে দুই ব্যঞ্জনবর্ণও সিদ্ধ হইবে না, সূত্রানুসারে নুট্ আগমও সম্ভব হইবে না। নুট্ আগম কালে ঋ কারের গ্রহণ জন্য বার্ত্তিক করিলে, নুট্ আগম সিদ্ধ হইবে এবং 'আনৃধতুঃ' প্রয়োগও নিষ্পন্ন হইবে। তবে দোষ এই হইবে যে,

"ঋকারেচ' এইরূপ একটী বৃহৎ অবয়ব বিশিষ্ট বার্ত্তিক প্রয়োগ নিবন্ধন গৌরব হইবে।

ভাষ্যমূল।—যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে দ্বিহল ইত্যেব তস্য সিদ্ধম্। যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তস্যাপ্যেষ ন দোষঃ। দ্বিহল্‌গ্রহণং ন করিষ্যতে। তস্মান্নুড্ ভবতীত্যেব। যদি ন ক্রিয়তে। আটতুঃ, আটুরিত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি। অশ্নোতিগ্রহণং নিয়মার্থং ভবিষ্যতি। অশ্নোতেরেব বর্ণোপধস্য নান্যস্যাবর্ণোপধস্যেতি।

বঙ্গানুবাদ।—যাহার মতে অবয়বীর গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও এইস্থলে দোষ হইবে না। কেননা, 'তস্মান্নুড্‌দ্বিহলঃ' সূত্রে 'দ্বিহল্' গ্রহণ করা হইবে না। কেবল মাত্র 'তস্মান্নুট্' (দীর্ঘকৃত আকারের পর নুট্ আগম হয়) 'ভবতি' এইরূপ সূত্র করিব। তাহা হইলেই ঋকার বিশিষ্ট ধাতুতে নুট্ বিধান হইয়া 'আনৃধতুঃ' পদসিদ্ধ হইবে। যদি সূত্রে দ্বিহল্' (দুই ব্যঞ্জন) গ্রহণ না করা হয়; তবে 'আটতুঃ' 'আটুঃ' এবং সমস্ত একব্যঞ্জন বর্ণ বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর নুট্ আগম হইবে। যথা সঙ্গত প্রয়োগ সিদ্ধি না হইয়া অসঙ্গত আনটতুঃ প্রভৃতি প্রয়োগ হইতে থাকিবে। "অশ্নোতেশ্চ" ৭।৪।৭২ (অভ্যাস (১) সংজ্ঞক দীর্ঘ আকারের পর নুট্ আগম হয়; যথা ;আনশে)। যদি সর্ব্বত্রই নুট্ আগম প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে এই সূত্র অনাবশ্যক হইবে। এই সূত্র ব্যর্থ হইয়া এই নিয়ম করিবে যে, 'অশু' ধাতুর অ বর্ণ উপধা বিশিষ্টের ই নুট্ আগম হইবে, অন্য অবর্ণ উপধা বিশিষ্ট ধাতুর নুট্ আগম হইবে না।

ভাষ্যমূল।— কৃপো রোলঃ, ঋকারস্য চেতি বক্তব্যম্। লাদেশে চ ঋকার গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎক্‌ৢপ্তঃ ক্‌ৢপ্তবানিতি। যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে র ইত্যেব তস্য সিদ্ধম্। যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তস্যাপ্যেষ ন দোষঃ। ঋকারোপাত্র নির্দ্দিশ্যতে। কথম্। অবিভক্তিকো নির্দ্দেশঃ কৃপ উঃ রঃ লঃ কৃপো রোল ইতি। অথবা উভয়তঃ স্ফোটমাত্রং নির্দ্দিশ্যতে। রশ্রুতের্লশ্রুতি র্ভবতীতি। বিনামে ঋকার গ্রহণং কর্ত্তব্যম্।

(১) কোনও শব্দের দ্বিত্ব হইলে তাহার পূর্ব্ব শব্দের অভ্যাস সংজ্ঞা; যেমন ভূ ধাতুর লিটেতে ণল্ আদি প্রত্যয় আদেশ হইলে, তৎ পূর্ব্বস্থিত ধাতু দ্বিত্ব হইয়া ভূব্ ভূব্ এইরূপ আদেশ হয়। এই দুইবার উচ্চারিত ভূব্ এর পূর্ব্ব শব্দ অর্থাৎ ভূব্ এর অভ্যাস সংজ্ঞা হয়। অশ্ ধাতুরও এই স্থলে লিটের ণলে দ্বিত্ব হইয়া অশ্ অশ্ এইরূপ আদেশ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে অশ্ ভাগের অভ্যাস সংজ্ঞা হইয়াছে।

রষাভ্যাং নোণঃ সমান পদে ঋকারাচ্চেতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ। মাতৄণাং পিতৄণামিতি। যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে রষাভ্যামিত্যেব তস্য সিদ্ধম্। ন সিদ্ধ্যতি। যত্তদ্রেফাৎ পরং ভক্তেঃ তেন ব্যবহিতত্বান্নপ্রাপ্নোতি। মাভূদেবম। অট্ব্যবায়ইত্যেব সিদ্ধম্।

বঙ্গানুবাদ। 'ণা দেশে' (র স্থানে ল আদেশে), ঋকার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য 'কৃপোরোলঃ' এই সূত্রে, ঋকারের স্থানে ল কার আদেশ হইলেও সূত্রে, পুনঃ ঋ কারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু 'কৃপোরোলঃ' এই সূত্রে ঋকারস্থিত রেফ্ অংশের স্থানেই যদি ল্ আদেশ হয়; তাহা হইলে, 'সমগ্র ঋ কার' এইরূপ স্বরবর্ণ স্থানে, 'সমগ্র ঌ কার', এইরূপ স্বরবর্ণ আদেশ হওয়ার জন্য; "ঋকার স্থানে ঌ কার হয়" এইরূপ ও সূত্রের অতিরিক্ত বার্ত্তিক করিতে হইবে। যাহাতে কৃপ ধাতু হইতে ঌ কার আদেশ হইয়া 'কৢপ্ত' কৢপ্তবান্ প্রভৃতি পদ সিদ্ধি হইতে পারে। আর যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অংশাবয়বেরও গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহার মতে ঋকারের অভ্যন্তরে রকার সিদ্ধই আছে; সুতরাং ঋকারাংশ রকার স্থানে ল কার হইয়া এবং তাহার সহিত ঋকারের অন্য স্বরাংশ যুক্ত হইয়া ঌ কার আদেশ হইবে। অতএব সকল প্রয়োগই অনায়াসে সিদ্ধ হইবে।

যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও কোনও দোষ হইবে না। যেহেতু, 'কৃপোরোলঃ' এই সূত্রে ঋকারও নির্দ্দেশ করা হইবে। তাহা কি রূপে হইবে?

সূত্রটী কোনও বিভক্তি বিশেষ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইবে না। "কৃপ উঃ রঃ লঃ" এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া কৃপোরোলঃ এইরূপ সূত্র করা হইবে। তাহা হইলেই এইরূপ অর্থ হইবে, যে কৃপ ধাতুর ঋকারের স্থানে, ল কার বিশিষ্ট স্বরবর্ণ অর্থাৎ ঌ কার এবং র কার স্থানে ল কার আদেশ হইবে। তাহা হইলেই ঋ স্থানে ঌ হইয়া 'কৢপ্ত' কৢপ্তবান্ প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

অথবা অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ এবং অগ্রহণ, উভয় পক্ষেই স্ফোট বর্ণ (ব্যক্তবর্ণ) মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে র্ শ্রবণ হইবে, সেই র্ স্থানে আদেশ হইলে, ল শ্রবণ হয় এইরূপ স্পষ্ট বর্ণ আদেশ হইবে। তাহা হইলে র কার শ্রবণীভূত ঋকার স্থানেও ল কার শ্রবণীভূত ঌকার অবশ্যই

'বিনামে' (ন স্থানে ণত্ব বিধানে) ঋ কারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে' ৮। ৪। ১ (একবাক্যস্থিত রেফ্ এবং ষকারের পর যে ন কার, তাহার স্থানে ণকার হয়) এই সূত্রে ঋ কারাচ্ছ। অর্থাৎ ঋকারের পরে ণকার হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য। যেহেতু রষাভ্যাং সূত্রে—"রকার ষকারের পরে ন কার থাকিলে, ণকার হয়"। এইরূপই উল্লিখিত আছে; কিন্তু ঋকারের পরে ণকার হইবার কোনও উল্লেখ নাই যদি র কার গ্রহণে, ঋকারের অবয়বান্তর্গত রকারের গ্রহণ না হয়; তবে মাতৃণাম্ পিতৃণাম্ এই স্থলেও যাহাতে ণকার হইতে পারে, এই জন্য সূত্রে ঋকারের পরে ন কারের স্থানেও ণ কার হয় এইরূপ বলিতে হইবে।

যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয়, তাহার মতে "রষাভ্যাং অর্থাৎ র কার ষকারের পরে ন স্থানে ণ হয়" এইরূপ বলিলেই, মাতৃণাম্ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। যেহেতু 'মাতৃ'শব্দের 'ঋ'কারের অভ্যন্তরে যে রকার আছে, তাহাকে নিমিত্ত করিয়া 'নাম্' শব্দের 'ন'কার,'ণ' হইবে। সুতরাং 'মাতৃণাম্' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

এই রূপ করিলেও প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ঋকারে কেবল রকারই নাই উহার পূর্ব্বাংশ রকার এবং শেষাংশ ইকার সদৃশ কোনও স্বরবর্ণ। অতএব ঋকারের রেফ অংশের শেষ ভাগ, অন্য স্বরবর্ণ থাকাতে এবং রকারের পরে, সেই স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকাতে, ঋকারের পরে, ন কার স্থানে ণ কার প্রাপ্তি হইবে না।

সুতরাং যাহারা অবয়বী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে ত দোষ ঘটিবেই।

না, এ স্থলে দোষ ঘটিবে না। 'রষাভ্যাং' সূত্রের দ্বারা প্রয়োগ সিদ্ধি হইলেও, তৎপরবর্ত্তী অট্কুপ্বাঙ্নুম্ ব্যবায়েঽপি। ৮। ৪। ২। (অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ, আঙ্ উপসর্গ, নুম্ অর্থাৎ অনুস্বার ইহারা পৃথক্ পৃথক্রূপে, অথবা একত্র মিলিত হইয়া, যথা সম্ভব রূপে ব্যবধান হইলেও র কার ষকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হয়) এই সূত্রানুসারে, স্বরবর্ণ মাত্রেরই অট্ প্রত্যাহার মধ্যে অন্তর্ভাব হেতু, ঋকারের অভ্যন্তরস্থিত র কারের পরবর্ত্তী 'ই'সদৃশ স্বরভাগও অট্ প্রত্যাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঐ স্বরাংশ ব্যবধান থাকিলেও, রকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হয় বলিয়া, ঋর

ভাষ্যমূল।—ন সিদ্ধ্যতি কর্ণৈকদেশো কে বর্ণ গ্রহণেন গৃহ্যতে। যে ব্যপবৃক্তা অপি বর্ণা ভবন্তি। যচ্চাপি রেফাংশরং ভক্তেঃ ন তৎক্বচিদপি ব্যপবৃক্তং দৃশ্যতে। এবং তর্হি যোগ বিভাগঃ করিষ্যতে। রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে। ততো ব্যবায়ে। ব্যবায়ে চ রষাভ্যাং নোণঃ ভবতীতি। ততোঽট্কুপ্বাঙ্নুম্ভি রিতি। ইদমিদানীং কিমর্থম্। নিয়মার্থম্। এতৈরেবাক্ষরসমাম্নায়িকৈর্ব্যবায়ে নান্যৈরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ করিলেও মাতৃণাম্ প্রভৃতি শব্দের ঋকারের পরে ণত্ব হইবে না যদিও ঋকারের মধ্যে, র্ কারাংশের শেষাংশ যে স্বর বর্ণ, তাহা অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হেতু. প্রয়োগসিদ্ধি সম্ভব বলা হইয়াছে, তাহাও হইবে না। বর্ণের এক অংশ, বর্ণগ্রহণে গৃহীত হয় বটে; কিন্তু কোন বর্ণ সকল বর্ণ গ্রহণে গৃহীত হয়। যাহারা ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ পৃথককৃত হইলেও বর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। যেমন র কার বা অকার ইহারা অন্য বর্ণের সহিত (র কার ঋকারের সহিত, মিলিত হইয়া থাকিলেও, পুনরায় স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা 'রবি'শব্দে রকার 'অন্য' শব্দে 'অ'কার পৃথক্ ব্যবহৃত হয়। এই স্থলে ঋ বর্ণের একাংশ যে রকার, তাহার অন্যত্র দৃষ্ট হয় বলিয়া ঋকার গ্রহণে 'র' গৃহীত হইলেও ঋকারের অপরাংশ যে স্বর বর্ণ, তাহার অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বলিয়া, ঋকার গ্রহণে তাহার গ্রহণ হইতে পারে না। যেহেতু ঋকারস্থিত রেফের শেষাংশ কোনও বর্ণ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় না, যে, বর্ণাংশে উহার গ্রহণ হইবে। অর্থাৎ যেমন অকারের সবর্ণ আকার, ইকারের সবর্ণ ঈকার বলিয়া, আকার গ্রহণ করিলেই তাহার সবর্ণ আকারাদি অষ্টাদশ প্রকার অকারেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই অট্ প্রত্যাহার মধ্যেও সকল প্রকারের অকারই গৃহীত হয়, সেইরূপ ঋকারের শেষাংশ কাহার সবর্ণ যে, অট্ প্রত্যাহার মধ্যে গৃহীত হইবে; এবং সেই বর্ণাংশ ব্যবধান থাকিলেও রকারের পরস্থিত নকার স্থানে ণ কার হইবে? এইরূপে প্রয়োগ সিদ্ধি না হইলে, সূত্রে যোগ বিভাগ করা যাইবে। যেমন "রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে" একাংশ এইরূপ সূত্র করিয়া অট্কুপ্বাঙ্ নুম্ ব্যবায়েপি" এই সূত্রের শেষাংশ 'ব্যবায়েপি' এই টুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া এইরূপ সূত্র করিব যে, 'রষাভ্যাং নোণঃ সমান পদে ব্যবায়েপি' এক্ষণে এই সূত্রের ইহাই মর্ম্ম হইবে যে, এক পদস্থিত রেফ এবং ষ কারের পরে, যে কোনও বর্ণই ব্যবধান থাকুক না

'বিনামে' (ন স্থানে ণত্ব বিধানে) ঋ কারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে' ৮।৪।১ (একবাক্যস্থিত রেফ্ এবং ষকারের পর যে ন কার, তাহার স্থানে ণকার হয়) এই সূত্রে ঋকারাচ্ছ। অর্থাৎ ঋকারের পরে ণকার হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য। যেহেতু রষাভ্যাং সূত্রে—"রকার যকারের পরে ন কার থাকিলে, ণকার হয়"। এইরূপই উল্লিখিত আছে; কিন্তু ঋকারের পরে ণকার হইবার কোনও উল্লেখ নাই যদি র কার গ্রহণে, ঋকারের অবয়বস্থিত রকারের গ্রহণ না হয়; তবে মাতৃণাম্ পিতৃণাম্ এই স্থলেও যাহাতে ণকার হইতে পারে, এই জন্য সূত্রে ঋকারের পরে ন কারের স্থানেও ণ কার হয় এইরূপ বলিতে হইবে।

যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয়, তাহার মতে "রষাভ্যাং অর্থাৎ র কার ষকারের পরে ন স্থানে ণ হয়" এইরূপ বলিলেই, মাতৃণাম্ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। যেহেতু 'মাতৃ'শব্দের 'ঋ'কারের অভ্যন্তরে যে রকার আছে, তাহাকে নিমিত্ত করিয়া 'নাম্' শব্দের 'ন'কার,'ণ' হইবে। সুতরাং 'মাতৃণাম্' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

এই রূপ করিলেও প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ঋকারে কেবল রকারই নাই উহার পূর্ব্বাংশ ঋকার এবং শেষাংশ ইকার সদৃশ কোনও স্বরবর্ণ। অতএব ঋকারের রেফ অংশের শেষ ভাগ, অন্য স্বরবর্ণ থাকাতে এবং রকারের পরে, সেই স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকাতে, ঋকারের পরে, ন কার স্থানে ণ কার প্রাপ্তি হইবে না।

সুতরাং যাহারা অবয়বী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মতে ত দোষ ঘটিবেই।

না, এ স্থলে দোষ ঘটিবে না। 'রষাভ্যাং' সূত্রের দ্বারা প্রয়োগ সিদ্ধি হইলেও, তৎপরবর্ত্তী অট্কুপ্বাঙ্নুম্ ব্যবায়েঽপি। ৮।৪।২। (অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ, আঙ্ উপসর্গ, নুম্ অর্থাৎ অনুস্বার ইহারা পৃথক্ পৃথক্রূপে, অথবা একত্র মিলিত হইয়া, যথা সম্ভব রূপে ব্যবধান হইলেও র কার ষকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হয়) এই সূত্রানুসারে, স্বরবর্ণ মাত্রেরই অট্ প্রত্যাহার মধ্যে অন্তর্ভাব হেতু, ঋকারের অভ্যন্তরস্থিত র কারের পরবর্ত্তী 'ই'সদৃশ স্বরভাগও অট্ প্রত্যাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঐ স্বরাংশ ব্যবধান থাকিলেও, রকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হয় বলিয়া, ঋর

ভাষ্যমূল।—ন সিদ্ধ্যতি কর্ণৈকদেশা কে বর্ণ গ্রহণেন গৃহ্যন্তে। যে ব্যপবৃক্তা অপি বর্ণা ভবন্তি। যচ্চাপি রেফাৎপরং ভক্তেঃ ন তৎক্বচিদপি ব্যপবৃক্তং দৃশ্যতে। এবং তর্হি যোগ বিভাগঃ করিষ্যতে। রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে। ততো ব্যবায়ে। ব্যবায়ে চ রষাভ্যাং নোণঃ ভবতীতি। ততোঽটকুপ্বাঙ্নুম্ভি রিতি। ইদমিদানীং কিমর্থম্। নিয়মার্থম্। এতৈরেবাক্ষরসমাম্নায়ি কৈর্ব্যবায়ে নান্যৈরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ করিলেও মাতৃণাম্ প্রভৃতি শব্দের ঋকারের পরে ণত্ব হইবে না যদিও ঋকারের মধ্যে, র্ কারাংশের শেষাংশ যে স্বর বর্ণ, তাহা অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হেতু, প্রয়োগসিদ্ধি সম্ভব বলা হইয়াছে, তাহাও হইবে না। বর্ণের এক অংশ, বর্ণগ্রহণে গৃহীত হয় বটে; কিন্তু কোন বর্ণ সকল বর্ণ গ্রহণে গৃহীত হয়। যাহারা ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ পৃথককৃত হইলেও বর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। যেমন র কার বা অকার ইহারা অন্য বর্ণের সহিত (র কার ঋকারের সহিত, মিলিত হইয়া থাকিলেও, পুনরায় স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা 'রবি'শব্দে রকার 'অন্য' শব্দে 'অ'কার পৃথক্ ব্যবহৃত হয়। এই স্থলে ঋ বর্ণের একাংশ যে রকার, তাহার অন্যত্র দৃষ্ট হয় বলিয়া ঋকার গ্রহণে 'র' গৃহীত হইলেও ঋকারের অপরাংশ যে স্বর বর্ণ, তাহার অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বলিয়া, ঋকার গ্রহণে তাহার গ্রহণ হইতে পারে না। যেহেতু ঋকারস্থিত রেফের শেষাংশ কোনও বর্ণ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় না, যে, বর্ণাংশে উহার গ্রহণ হইবে। অর্থাৎ যেমন অকারের সবর্ণ আকার, ইকারের সবর্ণ ঈকার বলিয়া, আকার গ্রহণ করিলেই তাহার সবর্ণ আকারাদি অষ্টাদশ প্রকার অকারেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই অট্ প্রত্যাহার মধ্যেও সকল প্রকারের অকারই গৃহীত হয়, সেইরূপ ঋকারের শেষাংশ কাহার সবর্ণ যে, অট্ প্রত্যাহার মধ্যে গৃহীত হইবে; এবং সেই বর্ণাংশ ব্যবধান থাকিলেও রকারের পরস্থিত নকার স্থানে ণ কার হইবে? এইরূপে প্রয়োগ সিদ্ধি না হইলে, সূত্রে যোগ বিভাগ করা যাইবে। যেমন "রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে" একাংশ এইরূপ সূত্র করিয়া অট্কুপ্বাঙ্ নুম্ ব্যবায়েপি" এই সূত্রের শেষাংশ 'ব্যবায়েপি' এই টুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া এইরূপ সূত্র করিব যে, 'রষাভ্যাং নোণঃ সমান পদে ব্যবায়েপি' এক্ষণে এই সূত্রের ইহাই মর্ম্ম হইবে যে, এক পদস্থিত রেফ এবং ষ কারের পরে, যে কোনও বর্ণই ব্যবধান থাকুক না

কেন, ন কারের পরে ণ কার হইবেই। সুতরাং ঋকারের অভ্যন্তরস্থিত র কারের পরে যে কোন বর্ণই ব্যবধান হউক তাহার পরেই ন স্থানে ণ হইবে। অতএব মাতৃণাম্ শব্দের ঋকারের পরেও ণকার প্রাপ্তি না হইবে না।

এইরূপ সূত্র করিবার পরে, পর, সূত্রের অপরাংশ যে পূর্ব্ব ভাগে, "অট্ কুপ্বাঙ্নুম্ভিঃ" গ্রহণ করিব। (তাহা হইলে অট্ প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ ক বর্গ, পবর্গ, আঙ্ উপসর্গ ইহাদের দ্বারা ব্যবধান থাকিলেও র এবং ষ এর পরস্থিত ন স্থানে ণ হয়। এইরূপ অর্থ হইবে)। যদি এই রূপই হয় তবে, পূর্ব্ব কল্পিত সূত্রানুসারেই ত রেফ ও য কারের পরস্থিত ন স্থানে ণ সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হইবে? তবে পুনরায় "অট্কুপ্বাঙ্নুম্" (অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ,কবর্গ, পবর্গ, ইহারা ব্যবধান থাকিলেও ণ হয়) এই সূত্র করিবার প্রয়োজন কি?

এইরূপ সূত্র নিয়ম বিধানের জন্য করিবার প্রয়োজন হইবে। সেই নিয়ম এই যে, যদি "অক্ষর সমাম্নায়িক" (১) স্থিত কোন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে, র ও ষ এর পরস্থিত ন স্থানে ণ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ (স্বরবর্ণ এবং যবরহ), কবর্গ প বর্গ, আঙ্ উপসর্গ, নুম্ (অনুস্বার) এই সকল বর্ণ দ্বারা ব্যবধান থাকিলেই হইবে। অন্য বর্ণ দ্বারা ব্যবধান থাকিলে হইবে না।

ভাষ্যমূল।—যদ্যপি গৃহ্যন্তে তস্যাপ্যেষ ন দোষঃ। আচার্য্য প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ভবত্যাকারান্নোণত্বমিতি। যদয়ং ক্ষুভ্নাদিষু নৃনমনশব্দং পঠতি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। বৃদ্ধ্যর্থমেতৎস্যাৎ। নার্ণমনিঃ। যত্তর্হি তৃপ্নোতি শব্দং পঠতি। যচ্চাপি নৃনমনশব্দং পঠতি। ননুচোক্তং বৃদ্ধ্যর্থমেতৎস্যাৎ। বহিরঙ্গা বৃদ্ধিরন্ত রঙ্গং ণত্বম্। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

---

(১) এইরূপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে যে, মহর্ষি পাণিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রণয়ন জন্য দীর্ঘকাল মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। মহাদেব উপাসনায় তুষ্ট হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যের শেষে প্রথমতঃ নয়বার এবং পরে পাঁচবার ডমরু-ধ্বনি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই চতুর্দ্দশটী সূত্র বিনির্গত হইয়াছিল। সেই সূত্র এই,— অইউণ্। ১। ঋ৯ক্। ২। এওঙ্। ৩। ঐঔচ্। ৪। হযবরট্। ৫। লণ্। ৬। ঞমঙণনম্। ৭। ঝভঞ্। ৮। ঘঢধষ্। ৯। জবগডদশ্। ১০। খফছঠথচটতব্। ১১। কপয্। ১২। শষসর্। ১৩। হল্। ১৪। মহাদেবের নিকট হইতে এই অক্ষর সমূহ আগমন করার পরে, এই সকল অক্ষরের "অক্ষর সমাম্নায়িক" নাম হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ করিলে, যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও দোষ হইবে না। কেন না ঋকারের পরে যে 'ন' কার স্থানে 'ণ' কার হয়, তাহা আচার্য্য পাণিনির প্রবৃত্তি অনুসারেই জানা যাইবে। যেহেতু তিনি "ক্ষুভ্নাদি গণ" মধ্যে, "নৃনমন" শব্দ পাঠ করিয়াছেন। যদি ঋকারের পরে 'ন' স্থানে 'ণ' না হইত; তবে স্বভাবতঃ 'নৃ' শব্দের 'ঋ'কারের পরে, নমন শব্দের 'ন'কার মূর্দ্ধন্য'ণ' হইত না। সুতরাং আচার্য্য পাণিনি 'ক্ষুভ্নাদি গণ "মধ্যে, 'ন'কারের স্থানে 'ণ'কার না হইবার জন্য, যখন নৃনমন শব্দ পাঠ করিয়াছেন, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, ঋকারের পরে 'ন' কারের স্থানে 'ণ'কার হয় এই জন্যই শব্দের ঋকারের পরে 'নমন' শব্দের 'ন'কার মূর্দ্ধন্য 'ণ' হইয়া থাকে। আর তাহা যাহাতে না হইতে পারে, এই জন্যই ক্ষুভ্নাদিগণ মধ্যে নৃনমন শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনির অভিপ্রায়ানুসারেই ঋকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হইবে।

ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কেন না ক্ষুভ্নাদিগণে যে, 'নৃনমন' শব্দ পাঠ করা হইয়াছে, তাহা 'ন' কার স্থানে 'ণ' কার নিষেধ করিবার জন্য নহে। তবে "ক্ষুভ্নাদিগণে" পাঠ করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, যেরূপ 'ক্ষুভ্নাদি গণ পঠিত শব্দের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ 'নৃনমন' শব্দেরও আদি স্বরের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে, 'নৃনমন শব্দের স্থানেও ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া, 'নার্ণমনি' শব্দ সিদ্ধ হইবে।

যদি ক্ষুভ্নাদি গণে নৃনমন শব্দ, ঋকারের বৃদ্ধির জন্যই পাঠ হইয়া থাকে; তবে 'তৃপ্নোতি শব্দ ক্ষুভ্নাদিগণে কেন পাঠ করা হইয়াছে ?

যে (বৃদ্ধির) জন্য 'নৃনমন শব্দে ক্ষুভ্নাদিগণে পাঠ করা হইয়াছে, 'তৃপ্নোতি শব্দও সেই জন্যই পাঠ করা হইয়াছে। যদি ইহাই বলা যায় যে, 'তৃপ্নোতি শব্দেরও ঋকারের বৃদ্ধি হওয়ার জন্যই ক্ষুভ্নাদিগণে পাঠ হইয়াছে; তাহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু, বৃদ্ধি কার্য্য বহিরঙ্গ, ণত্ব বিধান অন্তরঙ্গ (১) অতএব "অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ কার্য্য,

---

(১) যে কার্য্য বহু অপেক্ষা অর্থাৎ বহু নিমিত্ত থাকে, তাহাকে বহিরঙ্গ বলে। যে কার্য্যে অল্প নিমিত্ত থাকে তাহাকে অন্তরঙ্গ বলে। 'নৃনমন' শব্দে, 'ঞি' প্রত্যয় করিয়া "তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ ৭।২।১১৭ (ঞ ইৎ ণইৎ প্রত্যয় বিশিষ্ট তদ্ধিত পরে থাকিলে, শব্দের আদি স্বর বর্ণের বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রানুসারে, ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া 'নার্ণমনি' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, 'ঞি' প্রত্যয় পরে থাকিলে আর সেই

অসিদ্ধই হইবে এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মানুসারেই; ক্ষুভ্নাদিগণে 'নৃনমন, ও তৃপ্নোতি শব্দের পাঠ, ম কার স্থানে ণ কার বিধানের জন্যই জানিতে হইবে বৃদ্ধির জন্য কদাপি ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা উপরিষ্টাদ্যোগ বিভাগঃ করিষ্যতে। ঋতঃ নো ণো ভবতি। ততশ্ছন্দস্যবগ্রহাৎ। ঋত ইত্যেব। প্লুতাবৈচ ইদুতৌ। এতচ্চ বক্তব্যম্। যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে গুরোরনৃতৈরিত্যেব প্লুত্যা তস্য সিদ্ধম্। যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তস্যাপোষ ন দোষঃ। ক্রিয়ত নাম এব। তুল্যরূপে সংযোগে দ্বিব্যঞ্জন বিধিঃ *। তুল্যরূপে সংযোগে দ্বিব্যঞ্জনাশ্রয়ো বিধির্ন সিধ্যতি। কুক্কুটঃ। পিপ্পলী। পিত্তমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—পক্ষান্তরে, যেমন পূর্ব্বে ২ সূত্র সকলে, যোগবিভাগ করা হইয়াছে সেই প্রকার "ছন্দস্যৃদবগ্রহাৎ" ৮। ৪। ২৬। (ঋকারান্ত অবগ্রহের (১) পরেস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হয়, বেদের প্রয়োগে) এই সূত্রেরও যোগ বিভাগ করা যাইবে। সেই যোগ বিভাগ এইরূপ করা হইবে যে সূত্রের একাংশ 'ঋতঃ' (ঋকারের পরস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হইবে) নোণো ভবতি। তদনন্তর সূত্রের অপরাংশ এইরূপ করা হইবে যে 'ছন্দস্যবগ্রহাৎ (বেদে, অবগ্রহের পরস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হয়) এক্ষণে সম্পূর্ণ সূত্র মিলিত হইয়া এইরূপ অর্থ হইবে যে, বেদের অবগ্রহের পরস্থিত নকার স্থানে যেখানে ণকার হইবে, সেইখানে ঋকারের পরস্থিত নকারেরই হইবে। আর ঐ সূত্রাংশ 'ঋতঃ', (যাহা এক্ষণে মূলসূত্র হইতে পৃথক করা হইয়াছে.) সেই সূত্রের অনুবৃত্তি আসিয়া রষাভ্যাং সূত্রে সংযুক্ত হওয়াতে এইরূপ অর্থ হইবে যে, রকার ষকার এবং ঋকারের পরস্থিত নকার স্থানে ণকার হয়) একই বাক্যে থাকিলে। সুতরাং ঋকারের এক অংশ রকার ঋকারের মধ্যে গ্রহণ না করিলেও কোনও স্থলেই দোষ ঘটিবে না।। অতএব বর্ণের একাংশ, বর্ণ গ্রহণে গ্রহণ করিবার কোনও আবশ্যক নাই।

'ঞি' ১ প্রত্যয় তদ্ধিত নিষ্পন্ন হইলে, ক্ষুভ্নাদিগণ পঠিত নৃননন শব্দের ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে ঞি প্রত্যয়, তদ্বিত ইত্যাদি নিমিত্ত হওয়াতে এই বৃদ্ধি কার্য্য বহিরঙ্গ হইয়াছে। আর 'নৃনমন' শব্দে, ঋকারের অব্যবহিত পরেই ন কার থাকাতে অন্তরঙ্গ এবং সকল বর্ণের শেষে, 'ঞি' প্রত্যয় হওয়াতে শব্দের সর্ব্বাগ্র বর্ণে ঋকারের বৃদ্ধি হওয়াতে, ঋকারের বৃদ্ধি অনেকবর্ণ ব্যবধান হেতু, বহিরঙ্গ হইল।

(১) সংযুক্ত বা নিকটস্থ বর্ণ সমূহের. পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থানকে অবগ্রহ বলে। যেমন—নিহোতা সং সি বর হি বি।

'ঐ ঊ' প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণেও বর্ণের একাংশ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। সেই স্থলেও আমরা এইরূপে প্রয়োগ সিদ্ধ করিব—"প্লুতাবৈচইদুতৌ" ৮।২।১১৬। (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দূর হইতে সম্বোধন করিলে সেই শব্দের টির প্লুত স্বর হয়, সুতরাং ঐ পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে যেখানে ঐকার এবং ঔকারের প্লুত স্বর প্রাপ্ত হইবে, সেখানে সেই ঐকার এবং ঔকারের অভ্যন্তরবর্ত্তী, ইকার ভাগ এবং উকার ভাগেরও প্লুত স্বর হইবে) এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন এইরূপ বলিতে হইবে? যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বেরও গ্রহণ হয়, তাহার মতে "গুরু স্বরবর্ণ বিশিষ্ট টির প্লুত হয়" বলিয়াই পদ সিদ্ধ হইবে (১)।

আর যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও কোন দোষ হইবে না। কেন না তাহার মতে, এইস্থলে, 'প্লুতাবৈচইদুতৌ' এই সূত্র ন্যাস অর্থাৎ বিন্যস্ত করিব। তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধিও হইবে।

তুল্য-রূপ-বিশিষ্ট বর্ণ সংযুক্ত হইলে, তাহাতে দুই ব্যঞ্জন প্রযুক্ত বিধি প্রাপ্ত হইবে না।*

যদি সর্ব্বত্রই অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয়, তবে যে স্থলে দুইটী সমান সমান বর্ণ সংযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে দুইটী ব্যঞ্জন বর্ণ প্রযুক্ত যে সকল বিধি প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহা প্রাপ্ত হইবে না। যেমন, 'কুক্কুট' শব্দের 'কু' বর্ণেতে, দুইটী ক কার সংযুক্ত হওয়াতে,সংযোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কু কারস্থিত উকার

---

(১) কোনও শব্দের মধ্যে যে সকল স্বর বর্ণ থাকে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষ স্বরবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই শব্দ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণকে টি কহে। যেমন—'সীমন্' এই শব্দের মকার স্থিত অকার শব্দ শেষ স্বরবর্ণ হওয়াতে সেই অকার এবং তৎপরবর্ত্তী ন্ কার এই দুই বর্ণ (অন্) টি হইল।

"গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্"। ৮।২।৮৫। (দূর হইতে কাহাকেও সম্বোধন করিলে, সেই সম্বোধন বাক্যের মধ্যবর্ত্তী গুরু স্বরবর্ণ প্লুত স্বর বিশিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঋকারের পরস্থিত স্বর প্লুত হয় না)

এই সূত্রে অপি শব্দ থাকাতে টিরও প্লুত স্বর হয়। সুতরাং অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হইলে, এই সূত্রানুসারেই প্লুতত্ব সিদ্ধি হইবে।

গুরু হইবে না (১)। এইরূপ 'পিপ্পলী' শব্দের পি কারস্থিত ইকার এবং পিত্ত শব্দের পি কারস্থিত ইকার কদাপি গুরু স্বর বিশিষ্ট হইবে না।

ভাষ্যমূল।—যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে তস্য দ্বৌ ককারৌ দ্বৌ পকারৌ দ্বৌ তকারৌ। যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তস্যাপি দ্বৌ ককারৌ দ্বৌ পকারৌ দ্বৌ তকারৌ। কথম্। মাত্রাকালোঽত্র গম্যতে। ন চ মাত্রিকং ব্যঞ্জনমস্তি। অনুপদিষ্টং সৎ কথং শক্যং বিজ্ঞাতুম্। অসচ্চ কথং শক্যং প্রতিপত্তুম্। যদ্যপি তাবদত্রৈতচ্ছক্যতে বক্তুং যত্রৈতন্নাস্ত্যাণ সবর্ণান্গৃহ্ণাতীতি। ইহতু কথম্। সয্যঁন্তা। সব্ঁবৎসরঃ। যল্ঁলোকম্। তল্ঁলোকম্ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয়, তাহার মতে কুক্কুট শব্দে দুই ককার, পিপ্পলী শব্দে দুই পকার এবং পিত্ত শব্দে দুই তকার সিদ্ধই আছে। তবে যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও কুক্কুট শব্দে দুই ককার, পিপ্পলী শব্দে দুই পকার, পিত্ত শব্দে দুই তকার জানিতে হইবে।

কিরূপে?

কুক্কুট শব্দের মধ্যে, দুই ক কার মিলিত হইয়া এক মাত্রা হইয়াছে। সুতরাং ইহা কখনও এক বর্ণ হইতে পারে না। যেহেতু এক মাত্রা বিশিষ্ট একটি ব্যঞ্জন বর্ণ কুত্রাপি নাই। অথবা কোনও শাস্ত্রে উপদেশও হয় নাই। যাহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, সেইরূপ যে কোনও বর্ণ কোথাও আছে, তাহা কিরূপে জানিলে?

আর যদি তাহা নাই থাকিল, তবে তাহা কিরূপে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? যদিও এস্থলে ইহা বলিতে পার যে, ক কার উদিৎ হইয়াছে বলিয়া সবর্ণ সংজ্ঞায় গৃহীত হইয়াছে; সুতরাং যেমন অকার গ্রহণে, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সকল প্রকার অ কারেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই স্থলেও ক কার গ্রহণে এক মাত্রা, দুই মাত্রা, তিন মাত্রা বিশিষ্ট ক কারের গ্রহণ হইবে। যেহেতু "অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ"।

(অণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ অর্থাৎ স্বরবর্ণ এবং 'য র ল ব হ', এই সকল বর্ণ এবং উকার ইৎ হইয়াছে যাহাদের সেই সকল বর্ণ, সবর্ণ সংজ্ঞা বিশিষ্ট হয়) এই সূত্রানুসারে ক বর্গেরও সবর্ণ সংজ্ঞা হওয়াতে, একটী মাত্র অর্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট

(১) সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণের গুরু উচ্চারণ হইয়া থাকে। দীর্ঘেরও গুরু উচ্চারণ হয়।

ক কার গ্রহণে, তৎসবর্ণ এক মাত্রা বিশিষ্ট ক কারেরও গ্রহণ হইতে পারে। সুতরাং কুক্কুট শব্দের ক্কও এক মাত্রা বিশিষ্ট একটী বর্ণ হইবে। যদি এই রূপই হয়, তবে যে স্থলে 'অণ্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত বর্ণ নাই, সেই স্থলে কিরূপ হইবে? সয্ঁ্যন্তা, সব্ঁ্বৎসর, বল্ঁ্লোক, তল্ঁ্লোক ইত্যাদি স্থলে যে অনুনাসিক যঁকার বঁকার এবং লঁকার, তাহাদের ত অণ্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হয় নাই, সুতরাং এই স্থলে প্রাপ্তিও হইবে না এমন কি আচার্য্য পাণিনি অনুনাসিক যঁ বঁ লঁ এইরূপ স্বতন্ত্র বর্ণ কুত্রাপি পাঠ করেন নাই। (১)

ভাষ্যমূল।—যত্রৈতদস্ত্যণ্ সবর্ণান্ গৃহ্নাতীতি অত্রাপি মাত্রাকালোগৃহ্যতে। ন চ মাত্রিকং ব্যঞ্জনমস্তি। অনুপদিষ্টং সৎ কথং শক্যং বিজ্ঞাতুমসচ্চ কথং শক্যং প্রতিপত্তুম্।

বঙ্গানুবাদ।—যে স্থলে 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ আছে, সেই স্থলে অণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত য র ল ব এই সকল বর্ণের সবর্ণ যঁ রঁ লঁ বঁ গৃহীত হইবে। সুতরাং সয্ঁ্যন্তা প্রভৃতি স্থলে য কারের দ্বিত্বও প্রাপ্তি হইবে।

পুনঃ এস্থলে তাহা হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে পূর্ব্ববৎ বিরোধই উপস্থিত হইবে। যেহেতু, ইহাতেও এক মাত্রা বিশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের গ্রহণ করিতে হইবে। অথচ এক মাত্রা বিশিষ্ট কোনও ব্যঞ্জন বর্ণই নাই। আর পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্য্যগণ, এক মাত্রা বলিয়া কোনও ব্যঞ্জন বর্ণ উপদেশ করেন নাই।

যদি আচার্য্যগণই উপদেশ না করিলেন, তবে সেইরূপ যে একটি বর্ণ সম্ভব হইতে পারে, তাহা কিরূপে জানিলে?

আর যদি সেইরূপ কোনও বর্ণই না থাকে, তবে তাহা কিরূপেই বা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? অতএব অৰ্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণ হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

সূত্রমূল।—হ য ব র ট্॥ ৫॥

ভাষ্যমূল।—সর্ব্বে বর্ণাঃ সকৃদুপদিষ্টা অয়ং হকারো দ্বিরুপদিশ্যতে। পূর্ব্ব-

---

(১) যণো ময়োদ্বে বাচ্যে * (যণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, ময় প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরে থাকিলে, পূর্ব্ব বর্ণ দ্বিত্ব হয়) এই বার্ত্তিকানুসারে, 'সম্' এই 'ম' কারের পরস্থিত, 'যন্তা' শব্দের 'য' কার পরে থাকিলে, সয্ঁ্যন্তা এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, যখন অনুনাসিক যঁ বঁ লঁ কোনও বর্ণ পাণিনি ঋষি পাঠ করেন নাই, তখন তৎপ্রযুক্ত কার্য্য ব্যাকরণ শাস্ত্রে কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে?

হৈশ্চব পরশ্চ। যদি পুনঃ পূর্ব্ব এবোপদিশ্যেত পর এব বা। কশ্চাত্র বিশেষঃ। হকারস্য পরোপদেশেঽড়্গ্রহণেষু হগ্রহণম্ *। হকারস্য পরোপদেশেঽড়্গ্রহণেষু হগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। আতোঽটি নিত্যম্। শশ্ছোঽটি। দীর্ঘাদটি সমানপদে। হকারে চেতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ। মহাঁহিসঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অ ই উ ণ্। ঋ ৯ ক্.....(১) প্রভৃতি সূত্রে, অ, ই, উ, প্রভৃতি প্রত্যেকটি বর্ণই একবার মাত্র প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর হকার, হযবরট্ সূত্রে একবার, আর হল্ সূত্রে পুনর্বার পাঠ করা হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সকল বর্ণই একবার একবার প্রয়োগ করা হইয়াছে; এই হকারটি দুইবার উপদেশ করিয়াছেন; একবার পূর্ব্বে (হযবরট্ সূত্রে), আবার পরে (হল্ সূত্রে)। যদি পূর্ব্বেই হইত, অথবা কেবল মাত্র পরেই উপদেশ করা হইত, তাহা হইলে কি দোষ হইত? আর এই দুই বার পাঠ করিয়াই বা বিশেষ কি হইল?

'হ্' কার কেবল মাত্র পরে উপদেশ করিলে, অট্ প্রত্যাহার গ্রহণ কালে, পুনঃ হকারের গ্রহণ করিতে হইবে।*

শ ষ স র্। হল্। শেষস্থিত হল্ সূত্রে কেবল মাত্র হকার গ্রহণ করিলে, অট্ প্রত্যাহার গ্রহণ কালে একবার হকারের গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে। যেন, আতোঽটি নিত্যম্ (১), শশ্ছোঽটি (২), দীর্ঘাদটি সমানপদে (৩), এই সকল সূত্রে, "হকার পরে থাকিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয়।" অর্থাৎ এইজন্য

(১) পূর্ব্বে আক্ষরসামাম্নায়িক শব্দের ব্যাখ্যাসূচক টিপ্পনীতে অ ই উ ণ্ আদি সূত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) অট্ প্রত্যাহার পরে থাকিলে, রুর পূর্ব্বস্থিত আকার স্থানে নিত্য অনুনাসিক হয়, যথা—"মহান্+ইন্দ্রঃ" এইস্থলে ন কারের স্থানে রু হইলে পর, এই সূত্রানুসারে অনুনাসিক হইয়া, "মহাঁ ইন্দ্র" পদ সিদ্ধ হইল। সুতরাং অট্ মধ্যে, হকারের গ্রহণ হইলেই "মহাঁহিসঃ" পদ সিদ্ধ হইবে।

(৩) পদান্ত ঝয়ের পরস্থিত, শ কারের স্থানে ছ হয়, বিকল্পে, অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে।

(৪) দীর্ঘের পরস্থিত ন কার স্থানে রু হয়, বিকল্পে, অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে, সেই ন কার এবং অট্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণ, ইহারা উভয়েই যদি এক পদ স্থিত হয়; যথা;—"মহাঁহিসঃ" এই স্থলে, অট্ প্রত্যাহার স্থানে হকারের পাঠ না হইলে, অনুনাসিক 'হাঁ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

বলিতে হইবে, "মহান্ হিংসঃ" এইস্থলে হকার পরে থাকিলেও "মহাঁহিংসঃ" এইরূপ অনুনাসিক প্রয়োগ যাহাতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। যদি অট্ প্রত্যাহার মধ্যে, হকারের পাঠ না করা যায়, তাহা হইলে, "আতোটি নিত্যম্" সূত্রানুসারে, মহাঁহিংসঃ এই স্থলে হকারের স্থিত আকার অনুনাসিক হইবে না।

ভাষ্যমূল।—উত্বে চ *। উত্বে চ হকারগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। অতোরোরপ্লুতাদপ্লুতে। হশি চ। হকারে চেতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ: পুরুষো হসতি ব্রাহ্মণো হসতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উত্বে হ কারের গ্রহণ কর্ত্তব্য *। উত্ব বিধায়ক শাস্ত্রেও হ্ কারের গ্রহণ কর্ত্তব্য হইবে।

"অতোরোরপ্লুতাদপ্লুতে" ৬।১।১১০। (অ প্লুত অ কারের পরস্থিত রু স্থানে উ হয়, অপ্লুত অকার পরে থাকিলে)। হশি চ ৬।১ ১১৪। (অপ্লুত অকারের পরস্থিত রু স্থানে উ হয়—হশ্ প্রত্যাহার পরে থাকিলে, যথা—শিবঃ বন্দ্যঃ শিবোবন্দ্যঃ) (১) এই সকল সূত্রে, অট্ প্রত্যাহার মধ্যে হকারের পাঠ না করিলে, হকার পরে থাকিলে, রু স্থানে উ হইবে না, এইজন্য "হকার পরে থাকিলেও রু স্থানে উ হয়" এইরূপ বলিতে হইবে। কেননা "পুরুষো হসতি" "ব্রাহ্মণো হসতি" এই সকল স্থলে, পুরুষঃ ও ব্রাহ্মণঃ শব্দের পর বিসর্গ স্থানে রু হইয়া, রু স্থানে উ হইলে, "পুরুষোহসতি" "ব্রাহ্মণোহসতি" ইত্যাদি প্রয়োগ যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে। অন্যথা হকার পরে থাকিলে, 'পুরুষোহসতি' প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি পূর্ব্বোপদেশঃ *। যদি পূর্ব্বোপদেশঃ কিত্বং বিধেয়ম্। স্নিহিত্বা স্নেহিত্বা। সিস্নিহিষতি সিস্নেহিষতে। রলোব্যুপধাদ্ধলাদেরিতি কিত্বং ন প্রাপ্নোতি।

---

(১) এইস্থলে শিব শব্দের প্রথমার একবচনে, 'সু' বিভক্তি করিয়া 'সু' র উ কার লোপ হইলে, স স্থানে রু করিয়া, "হাশ চ" এই সূত্রানুসারে, রু স্থানে উ করিব। অতএব "শিব+উ" এ স্থলে উকারের গুণ বলিয়া "ও" করিলে, "শিবোবন্দ্যঃ" পদ সিদ্ধ হইবে। তদ্রূপ "পুরুষো হসতি" এইরূপ প্রয়োগ স্থলেও হকারের পূর্ব্বে গ্রহণ হইলেই, প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। নতুবা 'অট্' প্রত্যাহার মধ্যে হকারের গ্রহণ না হইলে, "পুরুষো হসতি" এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

বঙ্গানুবাদ।—যদি হকারের পরে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে যখন এত দোষ ঘটে, তখন হকারের কেবল মাত্র পূর্ব্বেই উপদেশ করা হউক ?*

যদি হকারের কেবল মাত্র পূর্ব্বে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে কিত্ত্ব বিধি, ক্স বিধি, ইট্ বিধি, এবং ঝল্ সংজ্ঞাতেও হকারের গ্রহণ কর্ত্তব্য হইবে।

যদি হকারের কেবল মাত্র পূর্ব্বেই আদেশ করা যায়, তবে, কিত্ত্ব বিধানে হকাবের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, স্নিহিত্বা, স্নেহিত্বা, সিস্নিহিষতি, সিস্নেহিষতি, ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু "রলোব্যুপধাদ্ধলাদেঃ সংশ্চ।" ১২২৬ (ই+উ= বি। দ্বিবচনে বা ই অথবা উ আছে উপধাতে যাহার এমন যে হল্ আদি এবং রল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণান্তবিশিষ্ট ধাতু, তাহার পরে ক্ত্বা প্রত্যয় এবং সন প্রত্যয় থাকিলে. বিকল্পে স ও ইট্ হয়, আর কিৎ হয়। যেমন:—ষ্ণিহ প্রীতৌ, এই ধাতুর উত্তর ক্ত্বা অথবা সন্ প্রত্যয় করিয়া কিৎ হওয়াতে, স্নিহিত্বা, সিস্নিহিষতি প্রভৃতি রূপ সিদ্ধ হয়) এই সূত্রানুসারে, হকার পরে থাকিলেও কিত্ত্ব প্রাপ্তি হইত না। কেন না রল্ প্রত্যাহার মধ্যে, হকারের পাঠ না থাকিলে, স্নিহ ধাতুর হকারও রল প্রত্যাহারান্তর্গত হইত না, সুতরাং উক্ত সূত্রানুসারে স্নিহ ধাতুতে কিত্ত্বও প্রাপ্তি হইত না, স্নিহিত্বাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইত না।

ভাষ্যমূল।—ক্সবিধিঃ। ক্সশ্চ বিধেয়ঃ। অধুক্ষৎ। অলিক্ষৎ। শল ইগুপধাদনিটঃ ক্স ইতি ক্সো ন প্রাপ্নোতি। ইড্ বিধিঃ। ইট্ চ বিধেয়ঃ। রুদিহি। স্বপিহি। বলাদিলক্ষণ ইণ্ ন প্রাপ্নোতি। ঝল্ গ্রহণানি চ। কিম্। অহকারাণি স্যুঃ। তত্র কো দোষঃ। ঝলো ঝলীতীহ ন স্যাৎ। অদাগ্ধাম্ অদাগ্ধম্। তস্মাৎ পূর্ব্বশ্চৈবোপদেষ্টব্যঃ পরশ্চ। যদি চ কিং চিদন্যত্রাপ্যুপদেশে প্রয়োজনমস্তি তত্রাপ্যুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি হ কারের কেবল পূর্ব্বেই উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে, 'ক্স' স্থলেও বিহিত হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে, 'ক্স' বিধান প্রাপ্তি হইবে, সেইস্থলে হ কারের পরে থাকিলেও ক্স হইয়া থাকে, এইরূপ বিধান করিতে হইবে— যাহাতে "অধুক্ষৎ" "অলিক্ষৎ" প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইতে পারে। যদি হ কারের পরে উপদেশ করা না হয়, তবে "শলইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ" ৩।১।৪৫। (ই উ ঋ ৯ উপধাতে আছে যাহার, এমন যে শল্ অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ শ ষ স

হকারন্ত ধাতু, তাহার পরে যদি ইট্ ভিন্ন চ্লি (১) থাকে, তবে তৎ স্থানে ক্স আদেশ হয়। যথা—অঘুক্ষত) এই সূত্রানুসারে হকার নিমিত্তক ক্স আদেশ প্রাপ্ত হইবে না (২)।

ইট্ বিধানে অর্থাৎ হকার পরে থাকিলেও ইট্ বিধি প্রাপ্তি হয়, এইরূপ বিধান করিতে হইবে—যাহাতে 'রুদিহি' 'স্বপিহি' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইতে পারে। যদি হকারের পরে উপদেশ করা না হয়, তবে 'বল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলেও ইট্ আগম হইবে না। সুতরাং রুদিহি প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না (৩)।

আর হকারের পরে উপদেশ না থাকিলে, ঝল্ প্রত্যাহারেও হকার সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

কেন? ঝল্ প্রত্যাহারে, হকার সমূহের গ্রহণ নাই বা হইল, তাহাতে দোষ কি?

তাহাতে দোষ এই যে, "ঝলোঝলি" ৮।২।২৬। (ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরস্থিত স কারের লোপ হয়, যদি ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকে) এই সূত্রে, ঝল্ প্রত্যাহারে, হকারের গ্রহণ হইবে না। সুতরাং দহ্ ধাতু হইতে 'অদাগ্ধাম্ 'অদাগ্ধম্' প্রভৃতি হকার নিমিত্তক প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। এই সকল কারণেই 'হ'কারের পূর্ব্বে এবং পরে উভয়ত্রই উপদেশ করা কর্ত্তব্য। কেবল দুই বারই কেন, যদি অন্য কোনও স্থলে উপদেশ করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই স্থলেও উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ইদং বিচার্য্যতে। অয়ং রেফো যকারবকারাভ্যাং পূর্ব্ব এবো-

(১) লট্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর শপ্ আদেশ হয়। কিন্তু অতীত কালের ক্রিয়াতে লুঙ্ বিভক্তি হইলে, তৎস্থানে চ্লি আদেশ হয়।

(২) গুহ সংবরণে। গুহ্ ধাতুর লুঙেতে পূর্ব্ব সূত্রানুসারে, হকারের স্থানে ক্ষ আদেশ হইয়া 'অঘুক্ষৎ' পদ সিদ্ধ হয়। লিহ আস্বাদনে; লিহ্ ধাতুর লুঙেতে হকারের স্থানে ক্ষ আদেশ হইয়া, অলিক্ষৎ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

(৩) রুদির্ অশ্রু বিমোচনে। লোটের মধ্যম পুরুষ এক বচনে রুদিহি। ঞিষ্বপ্ শয়ে। মধ্যম পুরুষ একবচনে স্বপিহি। "রুদাদিভ্যঃ সার্ব্বধাতুকে" ৭।২। ৭৬। (রুদ্ স্বপ্ শস্ অন্ যক্ষ্ এই সকল ধাতুর উত্তর, বল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ থাকিলে, সার্ব্ব ধাতুকে ইট্ আগম হয়) এই সূত্রানুসারে রুদ্ ও স্বপ্ ধাতুর লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনে রুদিহি স্বপিহি প্রয়োগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

পদিশ্যেত হরযবড়িতি। পরএব বা যথা স্থাসমিতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ। রেফস্য পরোপদেশেঽনুনাসিকদ্বির্বচনপরসবর্ণপ্রতিষেধঃ *। রেফস্য পরোপদেশে অনুনাসিকদ্বির্বচনপরসবর্ণানাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে এই বিচার করা যাইতেছে যে, এই যে রেফ্ (হ য ব র ট্ সূত্রের র কার) ইহা, যকার বকারের পূর্ব্বে 'হ র য ব ট্' এইরূপ উপদেশ করা যাইবে, অথবা পরেই গ্রন্থোক্ত উপদেশ ক্রমে অর্থাৎ হযবরট্ এইরূপ উপদেশ করা হইবে?

গ্রন্থোক্ত রূপে উপদেশ না করিয়া রূপান্তর করিলে, বিশেষ ফল কি লাভ হইবে?

বিশেষ ফল এই লাভ হইবে যে, রেফের পরে উপদেশ করিলে, অনুনাসিক, দ্বির্বচন পরসবর্ণ প্রভৃতি কার্য্য নিষেধ হইবে*।

রেফ্ (র কার) পরে অর্থাৎ গ্রন্থোক্ত রূপ উপদেশ করিলে, রকার নিমিত্ত "অনুস্বার, দ্বিত্ব, অথবা পর সবর্ণ হয় না," এইরূপ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—অনুনাসিকস্য। স্বর্ণয়তি। প্রাতর্ণয়তি। যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বেত্যনুনাসিকঃ প্রাপ্নোতি। দ্বির্বচনস্য। মদ্রহ্রদঃ ভদ্রহ্রদঃ। যর ইতি দ্বির্বচনং প্রাপ্নোতি। পরসবর্ণস্য। কুণ্ডং রথেন। বনং রথেন। অনুস্বারস্য যয়ীতি পরসবর্ণঃ প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—অনুনাসিক নিষেধের দৃষ্টান্ত যথা,—"স্বর্+নয়তি=স্বর্ণয়তি," "প্রাতর্+নয়তি=প্রাতর্ণয়তি" ইত্যাদি স্থলে "যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা" ৮।৪।৪৫। (পদান্ত যর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে বিকল্পে অনুনাসিক হয়), এই সূত্রানুসারে অনুনাসিক (র্ঁ) প্রাপ্ত হইত, কিন্তু তাহা প্রয়োগ বিরুদ্ধ বলিয়া, যর্ প্রত্যাহারের মধ্যে র কারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দ্বির্বচন নিষেধের দৃষ্টান্ত যথা, মদ্রহ্রদ ভদ্রহ্রদ, এইস্থলে, "অনচি চ" ৮।৪।৪৭ (অচের পরস্থিত যর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের দ্বিত্ব হয়; কিন্তু অচ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে হয় না), এই সূত্রানুসারে, এই স্থলে র কারের দ্বিত্বপ্রাপ্তি হইত। তাহা প্রয়োগ বিরুদ্ধ বলিয়া, র কার পরে থাকিলেও সেই অসংগত প্রয়োগই সিদ্ধ হইবে। তাহা না হয় এইজন্যও রকারের পূর্ব্বে উপদেশ করা কর্ত্তব্য। র কার, য কার, ব কারের পরে উপদেশ করিলে, পরসবর্ণ প্রাপ্তি স্থলেও যে তাহা নিষেধ করা কর্ত্তব্য, তাহার দৃষ্টান্ত যথা,—"কুণ্ডং রথেন" "বনং রথেন"।;এই সকল স্থলে, "অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ" ৮।৪।৫৮।

(যর প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে, অনুস্বারের পর সবর্ণ হয়), এই সূত্রানুসারে, র পরে থাকিলেও পর সবর্ণ প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ "কুণ্ডর্ঁরথেন" এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে। র কারের পূর্ব্বে উপদেশ করিলে অর্থাৎ হ র য ব ট্, এইরূপ করিলে, এই সকল দৃষ্টান্ত স্থলে কোনও দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি পূর্ব্বোপদেশঃ। পূর্ব্বোপদেশে কিত্ব প্রতিষেধ্যম্।* দেবিত্বা দিদেবিষতি। রলোব্যুপধাদিতি কিত্বং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—র কারের, পরে উপদেশ করিলে, যখন এতই দোষ হয়, তখন তবে পূর্ব্বেই উপদেশ করা হউক।

পূর্ব্বে উপদেশ করিলে, কিত্ব বিধিতে প্রতিষেধ, প্রয়োজন হইবে*।

যদি পূর্ব্বে রকারের উপদেশ করা যায়; তবে কিত্ব বিধিতে, ব কার যকারের গ্রহণ হয় না; এইরূপ নিষেধ করা কর্ত্তব্য। নতুবা "দেবিত্বা" "দিদিবিষতি" প্রভৃতি স্থলে "র ল ব্যুপধাৎ ***" (১) এই সূত্রানুসারে কিত্ব প্রাপ্তি হইবে। সুতরাং দেবিত্বা প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূল।—নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে রলো ব্যুপধাদিতি। কিং তর্হি, রলঃ অব্ব্যুপধাদিতি কিমিদমবব্যুপধাদিতি। অবকারান্তাদ্ব্যুপধাদ্বব্যুপধাদিতি। ব্যলোপবচনং চ। বোশ্চ লোপো বক্তব্যঃ *। গৌধেরঃ পচেরন্। যজেরন্। জীবেরণুক্। জীরদানুঃ। বলীতি লোপোন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—এই স্থলে দোষ হইবে না। কেন না, ইহা মনে করিও না যে "রলব্যুপধাদ্ধলাদেঃসংশ্চ" এইরূপ সূত্র হইবে। অথবা পূর্ব্বোক্তরূপ তাহার ব্যাখ্যা হইবে।

তবে কি হইবে?

রলঃ অব্ ব্যুপধাৎ এইরূপ পদচ্ছেদ করিব। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ না হইয়া, এইরূপ অর্থ অর্থাৎ রলঃ (রল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পর, অব্ শব্দ প্রশ্লেষ করিয়া) রলোব্ তদনন্তর ব্যুপধাৎ এইরূপ সূত্র করিব।

---

(১) এই সূত্র এবং তাহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা পরে উল্লিখিত হইতেছে।

"গিক্ঙিতি চ" ১।১।৫ (গ কার ইৎ, ক কার ইৎ এবং ঙ কার ইৎ নিমিত্ত হইলে, গুণ বা বৃদ্ধি হয় না), সুতরাং যদি দেবিত্বাদি স্থলে, ব কার পরে থাকাতে "রলব্যুপধাৎ" সূত্রের প্রাপ্তি হইল; তবে ক কার ইৎ হইয়া ইকারের গুণ প্রাপ্তি হইত না, সুতরাং 'দেবিত্বা' ইত্যাদি স্থলে দিবিত্বা প্রাপ্তি হইত।'

অব্‌ব্যুপধাৎ এইরূপ সূত্র করিলে, কি লাভ হইবে?

তাহা হইলে, ইহাই লাভ হইবে যে, অবকারান্তাৎ অর্থাৎ বকার রহিত, ব্যুপধাৎ অর্থাৎ উ ই উপধাতে আছে যাহার, তাহার পরে,—এইরূপ অর্থ হইবে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই হইবে যে, বকার রহিত, ই কার এবং উকার উপধা বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর ক্ত্বা এবং সন্ প্রত্যয় হইলে, 'স' ও 'ইট্' হয়। এবং বিকল্পে কিৎ হয়।

এইরূপ ভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা করিলে, 'রল্' মধ্যে ব কারের পাঠ হইলেও, সূত্রে বকারের নিষেধ উল্লেখ আছে বলিয়া, "দেবিত্বা" "দিদেবিষতি" প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলে, বিকল্পে কিত্ব হইবে না; সুতরাং গুণ নিষেধ প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োগের রূপান্তরও হইবে না অর্থাৎ দিবিত্বাদি প্রয়োগ হইবে না।

ব্যলোপ হয়—এইরূপ বচনও প্রয়োগ করিতে হইবে*। র কারের পূর্ব্বে উপদেশ করিলে, র পরে থাকিলেও ব কার এবং য কারের লোপ হয়—এইরূপ বলিতে হইবে। নতুবা র কার পরে থাকিলেও য কারের লোপ লইয়া 'গৌধের' 'পচেরন্' 'যজেরন্' প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। আর জীব শব্দ পূর্ব্বক, অদানার্থে, ণুক্ প্রত্যয় করিবার পর, ব কার লোপ করিয়া জীরদানুঃ পদ সিদ্ধ হয়। যদি রকার পূর্ব্বে উপদেশ করা যায়, তবে বল্ প্রত্যাহারের মধ্যে র কারের পাঠ না হওয়াতে, বল্ পরে থাকিলে, ব্ য্ লোপ হইলেও র পরে থাকিলে ব্ য্ লোপ হইবে না। সুতরাং অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্যমূল।—নৈষ দোষঃ। রেকোপ্যত্র নির্দ্দিশ্যতে। লোপো ব্যোর্বলীতি রেকে চ বলি চেতি। অথ বা পুনরস্তু পরোপদেশঃ। ননু চোক্তং রেফস্য পরোপদেশেঽনুনাসিকদ্বির্বচনপরসবর্ণপ্রতিষেধ ইতি। অনুনাসিক পরসবর্ণয়োস্তাবৎপ্রতিষেধো ন বক্তব্যঃ। রেফোষ্মণাং সবর্ণান সন্তি।

বঙ্গানুবাদ।—এই স্থলে দোষ হইবে না, যেহেতু এই স্থলে রেফ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সূত্রে র কার প্রশ্লেষ (অতিরিক্ত অভিনিবেশ) করা যাইবে, যথা—'লোপোব্যোর্বলি' এইরূপ সূত্র করা যাইবে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, রেফ্ পরে থাকিলে এবং বল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলেও, লোপ হইবে। তাহা হইলে, 'জীরদানু' প্রভৃতি স্থলেও দোষ হইবে না। অতএব রেফের, পরে উপদেশ করিলে, কোনও দোষ হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

যদি কোনও দোষই না হইল, তাহা হইলে না হয় পুনরায় পরেই উপদেশ করা হউক !

রেফের পরেই উপদেশ করিলে, অনুনাসিক, দ্বির্বচন, পরসবর্ণ প্রভৃতি স্থলে, র কার নিমিত্ত কার্য্য প্রতিষেধ করিতে হইবে বলিয়া, এইরূপ একটি বৃহৎ বার্ত্তিক করা নিবন্ধন দোষ হইবে, যদি এই কথা বল ; তাহা বলিতে পার না। যেহেতু অনুনাসিক পরসবর্ণ প্রভৃতি স্থলেও, র কার নিমিত্তক কার্য্য করিতে হইবে না। কেন না, রেফের সহিত উষ্মবর্ণ (১) সমূহের সবর্ণ হয় না।

ভাষ্যমূল।—দ্বির্বচনেপি। নেমৌ রহৌ কার্য্যিণৌ দ্বির্বচনস্য। কিং তর্হি। নিমিত্তমিমৌ রহৌ দ্বির্বচনস্য তদ্যথা। ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তাং মাঠরকৌণ্ডিন্যৌ পরিবেবিষাতামিতি। নেদানীং তৌ ভুঞ্জাতে।

বঙ্গানুবাদ।—দ্বির্বচন স্থলেও র কারের প্রতিষেধ করিতে হইবে না। কেন না দ্বির্বচনে, এই যে র কার এবং হকার, ইহারাও কখনও কার্য্য হয় না। অর্থাৎ র কার এবং হ কার কখনও দ্বিত্ব হয় না।

তবে কি হয় ?

এই র কার এবং হকার দ্বিত্ব রূপ কার্য্যের, নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকে। যাহা নিমিত্ত হইয়া থাকে, তাহা কখনও কার্য্য হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে,—"ব্রাহ্মণগণ ভোজন করুক, আর মাঠর ও কুণ্ডিনী ঋষিদ্বয় পরিবেশন করুক !" এইরূপ বলিলে, ইহাই বোধ হয় যে, যাহারা সম্প্রতি পরিবেশন করিতেছেন, সেই পরিবেশন কারক ঋষিদ্বয়, এক্ষণে ভোজন করিতেছেন না। যেহেতু, ভোজন এবং পরিবেশন-উভয় কার্য্য, কখনও এক সময়ে একজনের দ্বারা সম্পাদন অসম্ভব। অতএব র কার এবং হ কার, দ্বিত্বের নিমিত্তই হইয়া থাকে ; কিন্তু নিজেরা কখনও দ্বিত্ব হয় না। ইহাই সিদ্ধ হইল। সুতরাং র কারের পরেই উপদেশ করা কর্ত্তব্য (হ য ব র ট্); কিন্তু পূর্ব্বে নহে (হ র য ব ট্)।

ভাষ্যমূল।—ইদং বিচার্য্যতে। ইমে অযোগবাহা ন ক্বচিদুপদিশ্যন্তে শ্রূয়ন্তে চ। তেষাং কার্য্যার্থ উপদেশ কর্ত্তব্যঃ। কে পুনরযোগবাহাঃ। বিসর্জনীয়-জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়ানুস্বারযমাঃ। কথং পুনরযোগবাহাঃ যদযুক্তা বহন্তি। অনুপদিষ্টাশ্চ শ্রূয়ন্তে।

---

(১) শ ষ স হ, ইহারা উষ্মবর্ণ।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে এই বিচার করা যাইতেছে যে, এই যে অযোগবাহ বর্ণ সমূহ, এ সকল পাণিনি কোথাও উপদেশ করেন নাই, অথচ সর্ব্বত্র ইহা-দিগের নামও শুনা যায়; অতএব কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহাদিগের উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

পুনরায় শঙ্কা হইতে পারে যে, অযোগবাহ বর্ণ সমূহ কি?

বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপাধ্মানীয়, অনুস্বার এবং যম্ (১) ইহারা অযোগ-বাহ বর্ণ।

কেন ইহাদিগকে অযোগবাহবর্ণ বলা হয়?

যেহেতু ইহারা শাস্ত্রে প্রয়োগ না হইলেও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর পাণিনি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট না হইলেও শুনা গিয়া থাকে, সেই হেতুই ইহাদিগের নাম অযোগবাহ হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—ক্ব পুনরেষামুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। অযোগবাহানামট্সুণত্বম্। *। অযোগবাহানামট্সূপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্। ণত্বম্। উরঃকেণ। উরঃ ≍ কেণ। উরঃপেণ। উরঃ ≍ পেণ। অড্ব্যবায়ে ইতি ণত্বং সিদ্ধং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—ইহাদিগের তবে কোন স্থলে উপদেশ করা কর্ত্তব্য?

অযোগবাহবর্ণ সকলের অট্ প্রত্যাহার মধ্যে, ণত্ব বিধানের জন্য পাঠ করা কর্ত্তব্য*।

অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

ণত্ব বিধানই তাহার প্রয়োজন। অর্থাৎ উরঃকেণ উর ≍ কেণ, উরঃপেণ উর ≍ পেণ, ইত্যাদি স্থলে, "অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েপি" (২) এই সূত্রানুসারে, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় প্রভৃতি বর্ণ রেফের পরে থাকিলেও যাহাতে 'কেন' এবং 'পেন' র 'ন' কার মূর্দ্ধন্য ণ হয়।

তাৎপর্য্যার্থ।—র কার এবং ষ কারের পরে, যদি অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ থাকে, তাহা হইলেও ন কার স্থানে ণ হয়। অট্ প্রত্যাহারের মধ্যে যদি

(১) বর্গের আদি চার বর্ণের, পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে, পূর্ব্ব সদৃশ যে একটি বর্ণ থাকে, তাহাকে যম্ বলে। ইহা, বেদের প্রয়োগাঙ্গব্যাকরণ প্রাতি-সাখ্যে প্রসিদ্ধ আছে। যম্ বর্ণের দৃষ্টান্ত যথা -পলিক্ক্নীঃ, অগ্গ্নিঃ, এই সকল স্থলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ককার ও গকারকে যম্ বলে।

(২) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

জিহ্বামূলীয়, বিসর্গ প্রভৃতি অযোগবাহবর্ণ পাঠ করা যায়, তাহা হইলেই "উরঃ কেণ" "উর ≍ কেণ" প্রভৃতি স্থলে, বিসর্গ (ঃ), জিহ্বামূলীয় (≍ প্রভৃতি বর্ণ, র কারের পরে ব্যবধান থাকিলেও "কেন" র ন কার, মূর্দ্ধন্য ণ হইবে। কিন্তু, যদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহ অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা না যায়, তাহা হইলে "উরঃকেণ" প্রভৃতি স্থলে, সুসংগত মূর্দ্ধন্য ণ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—শর্ষু জশ্ভাবষত্বে*। শর্ষূপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্। জশ্ভাবষত্বে। অয়মুব্জিরূপধ্মানীয়োপধঃ পঠ্যতে। তস্য জশ্ত্বে কৃতে উব্জিতা উব্জিতুমিত্যেদ্ রূপং যথাস্যাৎ। যদ্যুব্জিরূপধ্মানীয়োপধঃ পঠ্যতে উব্জিজিষতীত্যুপধ্মানীয়াদেরেব দ্বির্বচনং প্রাপ্নোতি। দকারোপধে পুনর্ন্দ্রাঃ সংযোগাদয় ইতি প্রতিষেধঃ সিদ্ধো ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—অযোগবাহ বর্ণ সমূহের শর্ প্রত্যাহার মধ্যেও পাঠ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে জশ্ ভাব ও ষত্ব প্রাপ্তি হয় এই জন্য*।

শর্ প্রত্যাহার মধ্যে, অযোগবাহ বর্ণ সমূহের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শর্ প্রত্যাহার মধ্যে, অযোগবাহ বর্ণ পাঠের কি প্রয়োজন?

যাহাতে যশ্ভাব এবং ষত্ব বিহিত হয়, তাহাই প্রয়োজন। কেন না, এই যে "উব্জ" ধাতু ইহা, উপধ্মানীয় বর্ণ উপধা (১) বিশিষ্ট, এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে। সেই উপধ্মানীয় বর্ণের, "ঝলাং জশ্ ঝশি" (২) এই সূত্রানুসারে, যাহাতে জশ্ত্ব প্রাপ্তি হইয়া, উব্জিতা, উব্জিতুম্ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হয়, এইজন্য যর্ প্রত্যাহার মধ্যে, অযোগবাহ বর্ণ সমূহের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

'উব্জি' ধাতু যদি উপধ্মানীয় উপধা বিশিষ্ট পাঠ করা হয়, তবে 'উব্জিজিষতি' প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও উপধ্মানীয় আদি বিশিষ্ট 'উব্জি' ধাতুর উত্তরই দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ উব্জ্ ধাতুর উত্তর সনন্ত করিলে, জ কারের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইয়া, 'উব্জিজিষতি' প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। আর যদি উপধ্মানীয় উপধা বিশিষ্ট পাঠ না করিয়া, দকার উপধা বিশিষ্ট উব্জ ধাতু পাঠ করা যায়, তবে "নন্দ্রাঃসংযোগাদয়ঃ" ৬।১।৩ (অচ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরস্থিত, সংযোগ আদি বিশিষ্ট যে নকার, দ কার অথবা র কার তাহার দ্বিত্ব হয় না), এই সূত্রানুসারে, 'উব্জিজিষতি' প্রয়োগ সিদ্ধ না হইয়া বরং দ্বিত্ব নিষেধই প্রাপ্ত হইবে।

(১) অন্ত বর্ণের পূর্ব বর্ণকে উপধা কহে।

(২) ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের, যশ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ প্রাপ্তি হয়, ঝশ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে।

ভাষ্যমূল।—যদি দকারোপধঃ পঠ্যতে কা রূপসিদ্ধিঃ। উব্জিতা উব্জিতুমিতি। অসিদ্ধে ভ উব্জেঃ। ইদমস্তি স্তোশ্চুনা শ্চুরিতি, ততো বক্ষ্যামি। ভ উব্জেঃ। উব্জেশ্চুনা সন্নিপাতে ভো ভবতীতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি উব্জ্ ধাতু, দ কার উপধা বিশিষ্ট পাঠ করা যায়, তাহা হইলে জ কারের দ্বিত্ব নিষেধ হইয়া, 'উজ্জিজিষতি" প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না; তবে দকার উপধা বিশিষ্ট 'উব্জ্' ধাতু পাঠ করিলে, কিরূপ পদ সিদ্ধ হইবে? অথবা 'উব্জিতা' 'উব্জিতুম্' ইত্যাদি প্রয়োগই বা কিরূপে সিদ্ধি হইবে?

কেন, এইরূপ সূত্র করিব যে, "অসিদ্ধে ভ উব্জেঃ" (অসিদ্ধ কাণ্ডে উব্জ্ ধাতুর দ স্থানে ভ হয়) আর এই সূত্রও "স্তোশ্চুনাশ্চুঃ" ৮।৪।৪০ (স কার এবং ত বর্গের, শ কার এবং চকারের সহিত যোগ হইলে, শকার এবং চ বর্গই হয়, যথা—সচ্চিৎ, ইত্যাদি) এই সূত্র বলিয়া, তাহার পরে বলিব; অর্থাৎ প্রথমতঃ 'স্তোশ্চুনাশ্চুঃ' সূত্র করিয়া তৎপরে 'ভ উব্জে' এইরূপ সূত্র করিব। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, উব্জ্ ধাতুর দ কারের (উ দ জ) সহিত চ বর্গের যোগ হইলে, দ স্থানে ভ হয়। তাহা হইলেই সূত্রার্থ, প্রকৃষ্টরূপে এইরূপ হইবে যে, সর্ব্বত্র ত বর্গের সহিত চ বর্গের যোগে চ বর্গ হইলেও 'উব্জ্' ধাতুর 'দ' কার স্থানে জ কার না হইয়া (উদ্+জ =উজ্জ, না হইয়া), উদের 'দ' স্থানে ভ হইবে, উভ্+জ=উব্জ, এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—তর্হি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্ নিপাতনাদেব সিদ্ধম্। কিন্নিপাতনম্। ভুজন্যুব্জৌ পাণ্যুপতাপয়োরিতি। ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি। অভ্যুদ্গঃ সমুদ্গ ইতি। অকুত্ববিষয়ে নিপাতনম্।

যদি এরূপ হয়, তবে "ভ উব্জেঃ" এইরূপ একটী সূত্রও ত করিতে হইবে। সুতরাং তজ্জন্য গৌরবও হইবে?

না; এইরূপ সূত্র, পৃথক্ আর করিতে হইবে না। নিপাতনেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

কি সেই নিপাতন?

ভুজন্যুব্জৌ পাণ্যুপতাপয়োঃ।৭।৩।৬১। (পাণি অর্থাৎ হস্ত অর্থে ভুজ ধাতু, আর উপতাপ অর্থাৎ রোগ অর্থে ন্যুব্জ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হইলে, তাহা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অতএব এই স্থলে নিপাতনের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন

হইতেছে যে, 'ঘঞ্' প্রত্যয় 'ঞ' ইৎ বিশিষ্ট হইলেও নিপাতন প্রযুক্ত বৃদ্ধি হইবে না।) এই সূত্রানুসারে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে, 'ঞ' ইৎ প্রযুক্ত অবশ্য-প্রাপ্য বৃদ্ধ্যাদিও যখন প্রাপ্তি হইল না, বরং নিপাতন প্রযুক্তই নিষেধ প্রাপ্ত হইল; তখন 'দ' স্থানে 'ভ' ও নিপাতনেই হইল, তাহাতে দোষ কি?

তাহাতে দোষ এই যে,—তাহা হইলে, 'অভ্যুদ্গঃ' 'সমুদ্গঃ' প্রভৃতি স্থলেও 'দ' স্থানে 'ভ' হইবে। অর্থাৎ 'অভ্যুবগ' প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে।

এই স্থলেও দোষ হইবে না। কেন না, এই নিপাতন, 'অকুত্ব' বিষয়ে অর্থাৎ যে স্থলে, ক বর্গের সংশ্রব সম্ভব নাই, সে স্থলেই 'ভ' প্রাপ্তি হইবে; অন্যত্র নহে, এবং এই জন্যই পূর্ব্বে 'চোশ্চু নাশ্চুঃ' সূত্র করিবার পরে, ভত্ব বিধান করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—অথবা নৈতদুব্জেরূপম্। গমেরেতদ্দ্ব্যুপসর্গাড্ডো বিধীয়তে। অভ্যুদ্গতোঽভ্যুদ্গঃ। সমুদ্গতঃ সমুদ্গ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা এইরূপ বলিব যে, ইহা 'উব্জ' ধাতুর রূপ নহে। ইহা গম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অভি, এবং উৎ এই দুই উপসর্গ, আর সম্ এবং উৎ এই দুই উপসর্গ পূর্ব্বে আছে এমন যে ধাতু, তাহার উত্তর 'ড' প্রত্যয় করিয়া, দুই উপসর্গ পূর্ব্ব বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয় বলিয়া, "অভ্যুদ্গঃ" "সমুদ্গঃ" প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—ষত্বং চ প্রয়োজনম্। সর্পিঃষু ধনুঃষু। শর্ব্যবায় ইতি ষত্বং সিদ্ধং ভবতি। নুম্ বিসর্জ্জনীয় শর্ব্যবায়েঽপীতি বিসর্জ্জনীয় গ্রহণং ন কর্ত্তব্যং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—ষত্ব বিধানের জন্যও অযোগবাহ বর্ণ সমূহের, 'শর্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, সর্পিঃষু ধনুঃষু প্রভৃতি স্থলে, সর্পি ও ধনু প্রভৃতি শব্দের ই কার ও উ কারের পরে, বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও "শর্ ব্যবায়" অর্থাৎ শর্ (শ ষ স র্) প্রত্যয়ান্তর্গত বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও, ই, উ ও ক বর্গের পরস্থিত 'স'কার মূর্দ্ধন্য হয় বলিয়া, মূর্দ্ধন্য হইবে। অতএব সর্পিঃষু, ধনুঃষু প্রভৃতি মূর্দ্ধন্য ষ কার বিশিষ্ট প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যদি 'শর্' প্রত্যাহার মধ্যে, অযোগবাহ বর্ণ পাঠ করা না যায়; তবে বিসর্গ ব্যবধান প্রযুক্ত সর্পিঃষু ধনুঃষু প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

আচ্ছা, যদি বিসর্গের শর্ প্রত্যাহার মধ্যেই গৃহীত হয়; তবে 'নুম্

বিসর্জ্জনীয় শর্ব্যবায়েঽপি। ৮.৩।৫৮।" (নুম্, বিসর্গ, শর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ ব্যবধানে থাকিলেও ইণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের এবং ক বর্গের পরস্থিত সকারের মূর্দ্ধন্য আদেশ হয়) এই সূত্রে, বিসর্গ গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে; কেন না শর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ গ্রহণেই বিসর্গের গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূল।—নুমশ্চাপি তর্হি গ্রহণং শক্যমকর্ত্তুম্। কথং সর্পীংষি ধনূংষি। অনুস্বারে কৃতে শর্ব্যবায় ইত্যেব সিদ্ধম্।

বঙ্গানুবাদ।—যদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহ, শর্ প্রত্যাহার মধ্যে গৃহীত হইলে, সূত্রে বিসর্জ্জনীয় গ্রহণ কর্ত্তব্য না হয়; তবে সূত্রে, 'নুম্' এরও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু 'নুম্'এর ও শর্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হইয়াছে।

তবে সর্পীংষি, ধনূংষি প্রভৃতি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ যদি 'নুম্ বিসর্জ্জনীয়**' সূত্রে, 'নুম্'এর গ্রহণ করা না যায়; তবে সর্পিস্ ও ধনুস্ শব্দে নুম্ (অনুস্বার) হইলে, নুম্ ব্যবধান প্রযুক্ত, কিরূপে সর্পীংষি ও ধনূংষির সকার মূর্দ্ধন্য হইয়া 'ষ'কার হইবে?

কেন, নুম্ স্থানে অনুস্বার করিলে, অনুস্বারের 'শর্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ প্রযুক্ত, শর্ ব্যবায়েঽপি (ইণ্, ও ক পর্গের পরে, শর্ প্রত্যাহার ব্যবধান থাকিলেও স স্থানে ষ হয়) এইরূপ সূত্র করিলেই, নুম্ (অনুস্বার) ব্যবধান থাকিলেও 'সর্পীংষি' 'ধনূংষি' প্রভৃতি 'ষত্ব' বিশিষ্ট প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূল।—অবশ্যং নুমোগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। অনুস্বারবিশেষণং নুম্গ্রহণং নুমো যোঽনুস্বারস্তত্র যথা স্যাদিহ মাভূৎ পুংস্বিতি।

বঙ্গানুবাদ।—"নুম্বিসর্জ্জনীয় শর্ব্যবায়েঽপি" এই সূত্রে, 'নুম্' গ্রহণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে, 'নুম্' এর স্থানে 'নুম্' বিশিষ্ট যে অনুস্বার তাহারই গ্রহণ হইবে। "অনুস্বারের বিশেষণ যুক্ত যে নুম্, তাহারই গ্রহণ হয়," এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন এই যে, নুম্ স্থানে যে অনুস্বার, কেবল সেরূপ অনুস্বার ব্যবধান থাকিলেই যাহাতে মূর্দ্ধন্য 'ষ' কারাদি আদেশ হইতে পারে; কিন্তু 'পুম্স্' শব্দের 'ম' কারোৎপন্ন অনুস্বার ব্যবধান প্রযুক্ত, 'পুংসু' প্রভৃতি শব্দের 'স'কার যাহাতে মূর্দ্ধন্য না হয়।

ভাষ্যমূল।—অথবা অবিশেষেণোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্।

অবিশেষেণ সংযোগোপধাসংজ্ঞাহলোঽন্ত্যদ্বির্বচনস্থানিবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ*।

অবিশেষেণ সংযোগসংজ্ঞাপ্রয়োজনম্। উত্তজক। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগ ইতি সংযোগসংজ্ঞাসংযোগে গুরিতি গুরুসংজ্ঞা গুরোরিতি প্লুতো ভবতি।

অথবা অযোগবাহবর্ণ সমূহ, 'অট্' কিম্বা 'শর্' কোনও প্রত্যাহার বিশেষে পাঠ না করিয়া, অবিশেষরূপে উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

তাহা করিবার প্রয়োজন কি?

অযোগবাহ বর্ণ সমূহের স্থান বিশেষে পাঠ না করিয়া, সর্ব্বত্র পাঠ করিলে, এই ফল হইবে যে, সংযোগ, উপধা সংজ্ঞা, অলোহন্ত্যা বিধি, দ্বির্বচন, স্থানিবদ্ভাব-প্রতিষেধ ইত্যাদি স্থলেও অযোগবাহ বর্ণ প্রযুক্ত, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

অযোগবাহবর্ণ সমূহ, স্থান বিশেষে বিশেষরূপে না পাঠ করিবার সংযোগ সংজ্ঞা প্রয়োজন,—যাহাতে 'উঃজক,' এই স্থলে, 'উ'কার প্লুতস্বর বিশিষ্ট হয়। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ।১।১।৭। (অচ অর্থাৎ স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এমন যে হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণ, তাহার সংযোগ সংজ্ঞা হয়।) এই সূত্রানুসারে, "উঃজক"র মধ্যবর্ত্তী উপধ্মানীয় বর্ণ, 'জ'কারের সহিত মিলিত হইয়া, সংযোগ সংজ্ঞা হইল। যেহেতু উপধ্মানীয় বর্ণ, যদি কোনও স্থান বিশেষে বিশেষ করিয়া পাঠ করা না যায়, তবে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, হল্ সংজ্ঞাতে পাঠ করা যাইবে; সুতরাং উপধ্মানীয়ের হল্ ও 'জ'কারের 'হল্,' উভয়ে মিলিয়া সংযোগ সংজ্ঞা হইবে। সংযোগে গুরু।১।৪।১১। (সংযোগ পরে থাকিলে, হ্রস্ব স্বরও গুরু স্বর বিশিষ্ট হয়) এই সূত্রানুসারে, সংযোগ বর্ণ 'জ' কার পরে আছে বলিয়া 'উঃজক' এর 'উ'কার গুরু সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইল। গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্।৮।২।৮৬। (অর্থ পূর্ব্বে উক্ত) এই সূত্রানুসারে, সংযোগের পূর্ব্ববর্ত্তী গুরু স্বর বিশিষ্ট 'উ'কার, প্লুত সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইবে। অতএব উপধ্মানীয় বর্ণ সর্ব্বত্র পাঠ প্রযুক্ত, এই স্থলে 'উ'কার প্লুত উচ্চারণ হইবে। নতুবা, এই স্থলে প্লুত স্বর সিদ্ধ হইত না।

ভাষ্যমূল।—উপধা সংজ্ঞাচ প্রয়োজনম্। দুষ্কৃতম্। নিষ্কৃতম্। দুষ্পীতম্। নিষ্পীতম্। ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্যেতি ষত্বং সিদ্ধং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অবিশেষরূপে পাঠ করিবার উপধা সংজ্ঞার জন্যও প্রয়োজন। তাহা হইলে, দুষ্কৃতম্, নিষ্কৃতম্, দুষ্পীতম্, নিষ্পীতম্ ইত্যাদি স্থলে, "ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য ৮।৩।৪১। (ইকার এবং উকার, উপধাতে আছে এমন যে প্রত্যয়ের বিসর্গ ভিন্ন অন্য বিসর্গ, তাহার স্থানে 'ষ' হয়, ক বর্গ এবং প বর্গ পরে থাকিলে,) এই সূত্রানুসারে, ষত্ব সিদ্ধি হইবে। যদি বিসর্গ, অল্ সংজ্ঞা মধ্যে পাঠ না হইত; তবে "অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা ।১।১।৬৫। (অন্ত্য অল্ এর অর্থাৎ অন্ত্য বর্ণের যে পূর্ব্ববর্ণ, তাহার উপধা সংজ্ঞা হয়,) এই

সূত্রানুসারে, (বিসর্গের অল্ সংজ্ঞাভাব প্রযুক্ত, তৎপূর্ববর্ত্তী ইকার উকারের উপধা সংজ্ঞা না হওয়াতে,) ষত্বও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং ত্রুক্তম্ নিষ্পীতম্, ইত্যাদি সুসঙ্গত প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। ন ইদুদুপধগ্রহণেন বিসর্জ্জনীয়ো বিশেষ্যতে। কিংতর্হি। সকারো বিশেষ্যতে। ইদুদুপধস্য সকারস্য যো বিসর্জ্জনীয় ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অযোগবাহ বর্ণান্তর্গত বিসর্গের, সর্ব্বত্র পাঠে, ইহা কখনও প্রয়োজন হইতে পারে না। কেন না, "ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য," এই সূত্রে, 'বিসর্গের স্থানে ষ হয়', এইরূপে বিশেষণ করিব না।

তবে কি? অর্থাৎ বিসর্গকে বিশেষ্য না করিয়া কি করিবে?

সকারকে বিশেষ্য করা যাইবে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, ই কার বা উকার উপধাতে আছে যাহার, এমন যে স কার, তাহার স্থানে বিসর্গ, তাহার স্থানে ষ কার হয়। এরূপ করিলে, ত্রুক্তম, ত্রুষ্পীতম্, ইত্যাদি স্থলে, ষত্ব সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবোপধা গ্রহণং ন করিষ্যতে। ইদুদ্ভ্যাং তু পরং বিসর্জ্জনীয়ং বিশেষয়িষ্যামঃ। ইদুদ্ভ্যামুত্তরস্য বিসর্জ্জনীয়স্যেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা "ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য" সূত্রে, উপধা শব্দের গ্রহণই করিব না। কিন্তু 'ই কার বা উকার হইতে পরে আছে যে বিসর্গ,' এইরূপ বিশেষণ করিব। তাহা হইলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে যে, ই কার বা উকারের পরস্থিত যে বিসর্গ, তাহার স্থানে ষ কার হয়।

ভাষ্যমূল।—অনেকপ্রাবিধিশ্চ প্রয়োজনম্। বৃক্ষস্তরতি প্লক্ষস্তরতি বিসর্জ্জনীয়স্য বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং সিদ্ধং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ। বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহের, অনেকস্থানে বিধির জন্যও অবিশেষ রূপে পাঠের প্রয়োজন। যেমন, 'বৃক্ষস্তরতি' 'প্লক্ষস্তরতি' শব্দে, 'বৃক্ষঃ' এবং 'প্লক্ষঃ' শব্দের বিসর্গস্থানে 'স'কার হইয়াছে; আর তজ্জন্য "বিসর্জ্জনীয়স্য সঃ" (১) এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে। এবং এই সূত্রে, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, "বিসর্জ্জনীয়স্য সঃ" সূত্রে যে 'বিসর্গ স্থানে 'স'কার বিধান করিল, সেই বিসর্গটী—শব্দের আদিস্থিত বিসর্গের, মধ্যস্থিত বিসর্গের, অথবা অন্তস্থিত বিসর্গের? এই শঙ্কা নিবারণ জন্য পুনঃ পরিভাষা-সূত্র করিয়াছেন

(১) বিসর্গ স্থানে সকার হয়, 'খর্' প্রত্যাহারান্তর্গত পরে থাকিলে।

যে, "অলোহন্ত্যস্য। ১।১।৫২। (সূত্রে, যেখানে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা কোন আদেশ নির্দ্দিষ্ট করিবে, সেখানে সেই আদেশটা, তাহার অন্তস্থিত অল্ প্রত্যাহারান্তর্গত একটী মাত্র বর্ণের স্থানে হইবে।) এই সূত্রানুসারে, ষষ্ঠীবিভক্তি দ্বারা যে কোন আদেশ, তাহা অন্তস্থিত 'অলে'র স্থানেই হইবে; সুতরাং "বিসর্জ্জনীয়স্য", এখানে ষষ্ঠীবিভক্তি থাকাতে অন্তস্থিত বিসর্গ স্থানেই 'স' আদেশ হইবে। অতএব "বৃক্ষঃ" ও "প্লক্ষঃ" শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গেরই স কার হইবে; পূর্ব্বাপরস্থিত কোন বর্ণের নহে। যদি বিসর্গের অবিশেষ রূপে পাঠ না হইত, তবে বিসর্গের অল্ সংজ্ঞাও প্রাপ্ত হইত না; 'অলোহন্ত্যস্য' সূত্রেও নির্দেশ হইত না; সুতরাং 'বৃক্ষঃ' শব্দের বিসর্গের স্থলে সকার হইত না। 'বৃক্ষস্তরতি,' 'প্লক্ষস্তরতি' প্রভৃতি পদও সিদ্ধ হইত না। অতএব "অলোহন্ত্যস্য" সূত্রানুসারে যে সকল বিধি প্রাপ্ত হইবে, সে সকল বিধি অন্ত্য 'অল্' মাত্র বর্ণের স্থানেই হইবে, বলিয়া 'বৃক্ষঃ' ও 'প্লক্ষঃ' শব্দের বিসর্গস্থানেও সত্ব সিদ্ধ হইবে।"

ভাষ্যমূল—এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। নির্দ্দিশ্যমানস্যাদেশাভবন্তীতি বিসর্জ্জনীয়স্যৈব।

বঙ্গানুবাদ।—বিসর্জ্জনীয়াদি অযোগবাহ বর্ণের অবিশেষরূপে পাঠ করা ইহাও (অলোহন্ত্য সূত্রের জন্যও) প্রয়োজন হইতে পারে না। কারণ, যাহার স্থানে যে আদেশ হয়, তাহা নির্দ্দিশ্যমান বর্ণেরই হয়; সুতরাং 'বিসর্জ্জনীয়স্য সঃ' সূত্রে যখন স্পষ্টরূপে বিসর্জ্জনীয়েরই নির্দ্দেশ হইয়াছে, তখন তাহারই স্থানে 'স' আদেশ হইবে। পূর্ব্বাপর অপর কোন বর্ণের স্থানে কদাপি হইতে পারে না; সুতরাং 'অলোহন্ত্য' বিধির জন্য, বিসর্গের অবিশেষ রূপে পাঠ কদাপি প্রয়োজন হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—দ্বির্বচনং প্রয়োজনম্। উরঃ কঃ। উরঃ পঃ। অনচি চ। অচ উত্তরস্য যরো দ্বে ভবত ইতি দ্বির্বচনং সিদ্ধং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অবিশেষ রূপে পাঠের, দ্বির্বচন (দ্বিত্ববিধান) ও প্রয়োজন। বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ, অবিশেষ রূপে পাঠ না করিয়া স্থান বিশেষে পাঠ করিলে, হয়ত 'যর্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠও হইত না; সুতরাং বিসর্গের দ্বিত্বও হইত না।

যেমন—'উরঃ কঃ', 'উরঃ পঃ' এই স্থলে, অনচি চ। ৮। ৪। ৪৩। ('অচ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরস্থিত যে, 'যর্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, তাহার দ্বি-

হয়; কিন্তু "অচ্" প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে হয় না, এই সূত্রানুসারে, 'অচ্' এর পরস্থিত 'যর্'এর দ্বিত্ব হয় বলিয়া, 'উরঃ' এর (র্) রেফের উত্তরবর্ত্তী 'অ'কারের (অকার অচ্ মধ্যে পঠিত বলিয়া) পরস্থিত বিসর্গ 'যর্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করাতে, বিসর্গের দ্বিত্ব হইল। সুতরাং বিকল্পে 'উরঃঃ কঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—স্থানিবদ্ভাবপ্রতিষেধশ্চ প্রয়োজনম্। যথেহভবতি উরঃ কেণ উরঃ পেণ ইত্যট্‌কুপ্বাঙ্ব্যবায় ইতি ণত্বম্। এবমিহাপি স্থানিবদ্ভাবাৎপ্রাপ্নোতি। বৃক্ষৈরক্ষেন মক্ষোরক্ষেনেতি। তত্রানল্বিধাবিতি প্রতিষেধঃ সিদ্ধো ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ অবিশেষ রূপে পাঠের, স্থানিবদ্ভাব নিষেধেও প্রয়োজন; যেমন 'উরঃ কেণ' 'উরঃ পেণ' ইত্যাদি স্থলে, অট্‌কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি (১) এই সূত্রানুসারে অট্ ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব হয়।

বিশেষ বিবৃতি, যথা—বিসর্গ যদি অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা না যায়; তবে "উরঃ কেণ" ইহার'উরস্' শব্দের 'স'কারের স্থানে যে বিসর্গ হইয়াছে, সেই বিসর্গের, "স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ। ১। ১। ৫৬। (যাহার স্থানে যে আদেশ হয়, সেই আদিষ্ট বর্ণ ও তাহার পূর্ব্ববৎ স্থানির ধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অল্‌বিধি অর্থাৎ একটী মাত্র বর্ণাশ্রিত বিধি হইলে, স্থানির ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয় না।) এই সূত্রানুসারে, স্থানিবদ্ভাব অর্থাৎ সত্ব প্রাপ্তি হইবে, সুতরাং 'উরঃ কেণ' ইহার বিসর্গেতে সত্বধর্ম্ম মানিলে, রকারের পরে সকার ব্যবধান থাকিলে ণত্ব প্রাপ্তি হয় না বলিয়া 'উরঃ কেণ' এই স্থলেও ণত্ব প্রাপ্ত হইবে না। আর যদি বিসর্গকে অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করা যায়, তবে বিসর্গও একটী বর্ণ বলিয়া কথিত হইবে। অতএব অল্ বিধিতে অর্থাৎ একটী মাত্র বর্ণাশ্রিত বিধিতে, স্থানিবদ্ভাব হয় না বলিয়া, বিসর্গেরও স্থানিবদ্ভাব হইবে না; অথচ "অট্" মধ্যে পাঠ হেতু, "অট্‌কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি" এই সূত্রানুসারে, রেফের পরে বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও বিসর্গ 'অট্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ বলিয়া, 'উরঃ কেণ' এর 'ণ'কার মূর্দ্ধন্য হইবে। অন্যথা বিসর্গের স্থানে স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া, সকারের স্থানে বিসর্গ হওয়াতে বিসর্গে সত্ব ধর্ম্ম মানাতে, 'উরঃ কেণ' এর ণ' কার মূর্দ্ধন্য হইত না।

আবার পক্ষান্তরে, বিসর্গের 'অট্' প্রত্যাহারে পাঠ করিবার প্রয়োজন এই যে, এইরূপ করিলে অর্থাৎ বিসর্গের 'অট্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ না করিলে,

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

বৃঢ়োস্কেন" "মহোরস্কেন" ইত্যাদি স্থলেও 'স' কারের, স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত বিসর্গত্ব ধর্ম্ম মানিয়া 'ণ' ত্ব প্রাপ্ত হইবে কিন্তু বিসর্গকে যদি 'অল্' প্রত্যাহার মধ্যে যে কোন স্থানে পাঠ করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই একটী বর্ণ বিশেষ মানিতে হইবে। আর যদি বিসর্গকে 'অল্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করিয়া একটী বর্ণ বিশেষই মানা গেল, তবে 'অল্ বিধিতে' অর্থাৎ একটী মাত্র বর্ণাশ্রিত বিধিতে স্থানি স্তাবে নিষেধ হয় বলিয়া, 'বৃঢ়োরস্কেন' ইত্যাদি স্থলে, 'স'কারের স্থানে বিসর্গরূপ একটী মাত্র বর্ণাশ্রিত ণত্ব রূপ বিধি প্রাপ্ত না হইয়া বরং তাহার নিষেধই সিদ্ধ হইবে। অতএব 'বৃঢ়োরস্কেন,' 'মহোরস্কেন' ইত্যাদি 'ণ'ত্ব রহিত প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

মন্তব্য।—"বৃঢ়োরঃ কেন" ইহার বিসর্গ স্থানে, 'স'কার হইয়া 'বৃঢ়োরস্কেন' পদ হইয়াছে। এই স্থলে শঙ্কা এই হইতে পারে যে, বিসর্গের যখন 'অট্' বা কোনও প্রত্যাহার মধ্যেই পাঠ করা হইল না, তখন রেফের পরে বিসর্গ থাকিলে অর্থাৎ বৃঢ়োরস্কের সকারে বিসর্গত্ব ধর্ম্ম মানিলেও বিসর্গ যখন অট্ মধ্যে পাঠ হয় নাই তখন, 'অট্ কুপ্বাঙ্‌নুম্' সূত্রেরও প্রাপ্তি হইবে না; অতএব বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও ত 'ণ'ত্ব প্রাপ্তি হইবেই না, তবে আর "বৃঢ়োরস্কেন" ইত্যাদি স্থলে কিরূপে দোষ প্রাপ্তি হইবে।

বিসর্গের যখন 'অট্' বা অন্য কোনও প্রত্যাহার মধ্যেই পাঠ করা যাইবে না, তখন তাহা মাহেশ্বর বা পাণিনি কর্তৃক বর্ণত্ব মধ্যে অগৃহীত বলিয়া, বিসর্গকে কোন বর্ণের মধ্যেই গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব বিসর্গ যদি কোন বর্ণই না হইল, তবে রেফের পরে কোন বর্ণ ব্যবধান না থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত "রষাভ্যাংনোণঃ সমানপদে" (১) এই সূত্রানুসারেই ণত্ব বারণ কে করিবে?

আর যদি বল 'ক'কার যে ব্যবধান আছে তাহার কি উপায় হইবে?

তাহার ত "অট্ কুপ্বাঙ্" সূত্রে, 'ক' বর্গের পাঠ হেতু, ক কার ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব প্রাপ্তি হইবেই, সুতরাং 'বৃঢ়োরস্কেন' স্থলেও ণত্ব প্রাপ্ত হইবে; উদ্ধারণার্থই বলা হইয়াছে যে, বিসর্গ প্রভৃতি অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অবিশেষ রূপে পাঠ করা, 'স্থানিবদ্ভাব' নিষেধের জন্যও প্রয়োজন।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত এই হইল যে, অনুস্বার বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণ সমূহ, মাহেশ্বর কৃত 'অ ই উ ণ' প্রভৃতি সূত্রের, স্থান বিশেষে পাঠ না করিয়া অবিশেষ রূপে, সর্ব্বত্রই পাঠ করা প্রয়োজন।

(১) ইহার অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা।—(১) অযোগবাহ বর্ণ সমূহের অবিশেষ রূপে পাঠের, স্থানিবদ্ভাব নিষেধ করিবার জন্যও প্রয়োজন। তাহার কারণ এই যে যেমন, "উরঃ কেণ" "উরঃ পেণ" প্রভৃতি স্থলে, রেফের পরে বিসর্গ ব্যবধান থাকিলেও বিসর্গের 'অট' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হেতু. "অট্ কুপ্বাঙ্ নুম্ব্যবায়েঽপি" এই সূত্রানুসারে ণত্ব হইয়াছে; সেরূপ 'বৃত্রঘ্নেন' 'মধোরঘ্নেন' এই সকল স্থলেও রেফের পরে সকার ব্যবধান থাকিলেও 'স' কারের 'স্থানিবদ্ভাব' মানিয়া, বিসর্গ স্থানে 'স'কার হওয়াতে, 'স'কারের বিসর্গত্ব ধর্ম্ম আনিয়া 'স' কার ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব হইবে?

তাহা হইবে না; কারণ, বিসর্গকে অবিশেষ রূপে সর্ব্বত্র পাঠ করাতে, বিসর্গের 'অট্' প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু 'স্থানবদাদেশে ঽনল্বিধৌ' ২) এই সূত্রে অল্ 'অর্থাৎ একটী বর্ণাশ্রিত মাত্র বিধিতে, স্থানিবদ্ভাব নিষেধ করাতে, 'স'কারের স্থানিবদ্ভাবও প্রাপ্তি হইবে না; সুতরাং বিসর্গ স্থানে উৎপন্ন 'বৃত্রোরঘ্নেন' এর সকার ব্যবধান থাকিলে, পরের 'ন' কারেরও মূর্দ্ধন্য হইবে না, কুত্রাপি কোন দোষও ঘটিবে না। অতএব 'স্থানিবদ্ভাব প্রতিষেধের জন্যও বিসর্গাদি অযোগবাহ বর্ণের সর্ব্বত্র অবিশেষ রূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনরিমেবর্ণা অর্থবন্ত আহোস্বিদনর্থকাঃ।

অর্থবন্তো বর্ণা ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেক বর্ণানামর্থদর্শনাৎ *।

অর্থবন্তো বর্ণাঃ। কুতঃ। ধাতুপ্রাতিপাদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেকবর্ণানামর্থদর্শনাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—'অ ই উ ণ্' প্রভৃতি মাহেশ্বরকৃত সূত্রে, প্রত্যেকটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট অথবা অর্থশূন্য?

প্রত্যেক বর্ণই অর্থ বিশিষ্ট; যেহেতু ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাতন প্রভৃতি একটী একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। *।

এক একটী বর্ণ সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে অর্থবিশিষ্ট।

কেন? যেহেতু; ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতন, ইহাদের একটী একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১) পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাতে কিছু ক্লিষ্ট কল্পনার প্রয়োজন হয়. কাজেই পর ব্যাখ্যা করা হইল।

(২) অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—ধাতুর একবর্ণা অর্থবন্তো দৃশ্যন্তে। এতি। অধ্যেতি
অধীত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—ধাতু সমূহ যে, একটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবান্ দৃষ্ট
হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ; যথাঃ—এতি, অধ্যেতি, অধীত (১) ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল।—প্রাতিপদিকান্যেকবর্ণান্যর্থবন্তি। আভ্যাম্। এভিঃ। এষু।

বঙ্গানুবাদ।—প্রাতিপদিক সমূহ, এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে অর্থ-
বিশিষ্ট, যথাঃ—আভ্যাম্, এভিঃ, এষু (২) ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল।—প্রত্যয়া একবর্ণা অর্থবন্তঃ। ঔপগবঃ। কাপটবঃ।

বঙ্গানুবাদ।—একবর্ণ বিশিষ্ট প্রত্যয় সকল অর্থ বিশিষ্ট। তাহার দৃষ্টান্ত
যথাঃ—ঔপগবঃ, কাপটবঃ। এই সকল স্থলে, অপত্যার্থে অন্ প্রত্যয় করা
হইয়াছে। 'অণ'এর 'ণ' কার ইৎ গিয়া 'অ' মাত্র একটী বর্ণ অবশিষ্ট থাকে,
এক্ষণে 'অ'কার একটী মাত্র বর্ণেরই অপত্যার্থ বোধ করাইতেছে।

ভাষ্যমূল।—নিপাতা একবর্ণা অর্থবন্তঃ। অ অপেহি। ই ইন্দ্রং পশ্য।
উ উত্তিষ্ঠ। অ অপক্রাম। ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেকবর্ণানা-
মর্থদর্শনাম্মন্যামহে অর্থবন্তো বর্ণা ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—এক একটী নিপাতন বর্ণ সমূহ অর্থ বিশিষ্ট। দৃষ্টান্ত যথাঃ—
অ অপেহি, ই ইন্দ্রং পশ্য, উ উত্তিষ্ঠ, অ অপক্রাম। (৩) ইত্যাদি। এইরূপে
ধাতুর, প্রাতিপদিকের, প্রত্যয়ের এবং নিপাতনের প্রত্যেক বর্ণেরই পৃথক
পৃথক্ রূপে অর্থ দর্শন করিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি যে, বর্ণ সমূহ প্রত্যেকে
পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট।

বার্ত্তিকমূল।—বর্ণব্যত্যয়ে চার্থান্তরগমনাৎ।*

বার্ত্তিকার্থ।—কোনও শব্দ হইতে একটী বর্ণের ব্যতিক্রম হইলে, সেই
অর্থবোধ না হইয়া অন্য অর্থ বোধ হয় বলিয়া বর্ণ সমূহ স্বতন্ত্ররূপে অর্থ বিশিষ্ট।*

ভাষ্যমূল।—বর্ণব্যত্যয়ে চার্থান্তরগমনাম্মন্যামহে অর্থবন্তো বর্ণা ইতি।

(১) 'ইণ গতৌ' ধাতুর 'ণ' ইৎ হইয়া 'ই' মাত্র একটি বর্ণ থাকে। এতি
এবং অধ্যেতি, শব্দ, ইণ্ ধাতু; আর অধীত শব্দ 'ইঙ্ অধ্যয়নে', ঙ্ ইৎ
বিশিষ্ট ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে।

(২) অস্মদ্ শব্দের স্থানে, 'আভ্যাম্' এর 'আ', এভিঃ ও এষুর 'এ'কার,
অর্থ বিশিষ্ট একাক্ষর হইয়াছে।

(৩) 'অ' বিষ্ণু, 'ই' ঈশ্বর, 'উ' বিতর্ক এবং পুনঃ 'অ' বিষ্ণু অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে।

কূপঃ সূপো যূপ ইতি। কূপ ইতি সককারেণ কশ্চিদর্থো গম্যতে। সূপ ইতি ককারাপায়ে সকারোপজনে চার্থান্তরং গম্যতে। যূপ ইতি ককার-সকারা পায়ে যকারোপজনেঽর্থান্তরং গম্যতে। তেন মন্যামহে যঃ কূপে কূপার্থঃ স ককারস্য যঃ সূপে সূপার্থঃ স সকারস্য যো যূপে যূপার্থঃ স যকারস্যেতি।

বঙ্গানুবাদ।—কোনও শব্দের একটী মাত্র বর্ণ ব্যত্যয় হইলে, অন্যার্থ বোধ হয় বলিয়া ও আমরা মনে করিয়া থাকি যে, বর্ণ সমূহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে অর্থ-বিশিষ্ট। যেমন ;—কূপঃ, সূপঃ, যূপ ইত্যাদি। 'ক'কারের সহিত মিলিত 'কূপ' এই শব্দের কোনও এক প্রকার অর্থের বোধ হয়, অর্থাৎ গভীর ক্ষুদ্র জলাশয় বিশেষকে বুঝায়।

আবার কূপ শব্দের ককার বাদ দিয়া 'ঊপ' এই অংশ রাখিয়া ককার স্থানে স কার উৎপন্ন হইলে, অন্য অর্থ বিশিষ্ট সূপ শব্দ হইয়া থাকে, অর্থাৎ দাইলকে বুঝাইয়া থাকে।

পুনরায় 'ক'কার এবং সকার উভয় বর্ণ বাদ দিয়া 'য'কার উৎপন্ন হইলে, 'ঊপ' অংশের সহিত 'য'কার যোগ দিলে, যে 'যূপ' শব্দ হইবে, তাহার আবার অন্য অর্থ হইয়া যাইবে, অর্থাৎ পশুবন্ধন জন্য যজ্ঞভূমিস্থ কাষ্ঠ বিশেষকে বুঝাইবে। এই জন্যই আমরা মনে করিয়া থাকি যে, 'কূপ' শব্দে যে কূপ অর্থ বোধ হয়, তাহা 'ক' কারের, 'সূপ' শব্দে যে সূপ অর্থ বোধ হয়, তাহা 'স'কারের এবং 'যূপ' শব্দে যে যূপ অর্থ বোধ হয়, তাহা 'য'কারেরই। সুতরাং ইহা দ্বারা এক একটা বর্ণ, পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থ বিশিষ্ট ; ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বার্ত্তিকমূল।—বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতেঃ *।

বঙ্গানুবাদ।—কোনও শব্দ হইতে একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে অর্থাৎ অভাব হইলে, অনর্থগতি অর্থাৎ অর্থের অভাব বোধ হয় ; এই জন্যও আমরা বলিব যে, বর্ণ সমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট। *

ভাষ্যম্।—বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতের্মন্যামহেঽর্থবন্তোবর্ণা ইতি। বৃক্ষ ঋক্ষঃ। কাণ্ডীর আণ্ডীরঃ। বৃক্ষ ইতি বকারেণ কশ্চিদর্থো গম্যতে ঋক্ষ ইতি বকারাপায়ে সোঽর্থো ন গম্যতে। কাণ্ডীর ইতি ককারেণ কশ্চিদর্থো গম্যতে আণ্ডীর ইতি ককারাপায়ে সোঽর্থো ন গম্যতে।

* বঙ্গানুবাদ।— কোনও একটী শব্দ হইতে একটী বর্ণের অভাব হইলেই আর

(সেই) অর্থ বোধ হয় না ; এই জন্যই আমরা মনে করিব যে, বর্ণ সকল প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট। যেমন,—বৃক্ষ ঋক্ষ কাণ্ডীর অকাণ্ডীর ইত্যাদি। এই সকল স্থলে, বৃক্ষ শব্দের বকারের সহিত এক অর্থ হয় অর্থাৎ গাছকে বুঝায় ; কিন্তু ব কারের অভাব হইয়া 'ঋক্ষ' হইলে, আর সেই অর্থ অর্থাৎ গাছকে বুঝায় না। এইরূপ,'কাণ্ডীর' এই শব্দের ক কারের সহিত কোনও একটী অর্থ অর্থাৎ শরধারী পুরুষকে বুঝায় ; কিন্তু ক কারের অভাব হইয়া 'আণ্ডীর' হইলে আর সেই অর্থ অর্থাৎ বানধারীকে বুঝাইবে না।

ভাষ্যমূল —কিং তর্হ্যুচ্যতেঽনর্থগতেরিতি। ন সাধীয়োঽহত্রার্থস্য গতির্ভবতি। এবং তর্হীদং পঠিতব্যং স্যাদ্ বর্ণানুপলব্ধৌ চাতদর্থগতেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ—বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, "বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতেঃ"; এই বার্ত্তিকে, 'অনর্থ গতেঃ', এই শব্দের দ্বারা কি তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে, একবারে কোনও অর্থেরই প্রতীতি হইবে না ; এবং সেই হেতুই বর্ণসমূহ অর্থবিশিষ্ট বলিতে হইবে ?

তাহা নহে। কেননা, এস্থলে—"অর্থের+গতি=অর্থগতি" এইরূপ ষষ্ঠী তৎ-পুরুষ সমাস,কদাপি সাধনীয় হইবেনা। তবে এখানে এইরূপ পাঠ করিতে হইবে যে, একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে, সেই শব্দের আর সেই অর্থ বোধগম্য হইবে না অর্থাৎ অন্য অর্থ বোধ হইবে।

ভাষ্যমূল—কিমিদমতদর্থগতেরিতি। তস্যার্থস্তদর্থঃ তদর্থস্য গতিস্তদর্থগতিঃ ন তদর্থগতিরতদর্থগতিরতদর্থগতেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, তবে 'অতদর্থগতেঃ' এখানে কিরূপ সমাস হইবে ?

"তাহার+অর্থ=তদর্থ, তদর্থের+গতি (বোধ)=তদর্থগতি, ন+তদর্থগতি =অতদর্থগতি, অতদর্থগতির।" এইরূপ সমাস করিব। "তাহা হইলেই কোনও শব্দ হইতে একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে, সেই শব্দের সেই অর্থই মাত্র বোধ হইবে না, কিন্তু অর্থান্তর বোধ হইবে ;" এইরূপ অর্থ হইবে।

ভাষ্যমূল—অথবা সোঽর্থস্তদর্থস্তদর্থস্যগতিস্তদর্থগতির্ন তদর্থগতিরতদর্থগতির তদর্থগতেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ—অথবা এইরূপ সমাস করিব যে "সেই যে + অর্থ=তদর্থ,

তদর্থের+গতি=তদর্থগতি, ন+তদর্থগতি=অতদর্থগতি ; তাহার=অতদর্থগতির" ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল—স তর্হি তথা নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ন কর্ত্তব্যঃ। উত্তরপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা—উষ্ট্রমুখমিব মুখমস্য উষ্ট্রমুখঃ। খরমুখঃ। এবমতদর্থগতেরনর্থগতেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বার্ত্তিকের এরূপ অর্থই হয়, তবে বার্ত্তিককারের সেইটী নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য? না, তাহা কর্ত্তব্য নহে। তবে উত্তরপদলোপবাচক সমাস, এই খানে দেখিতে হইবে। যেমন;—উষ্ট্রের মুখের ন্যায় মুখ ইহার=উষ্ট্রমুখ। খরের (গাধার) মুখের ন্যায় মুখ ইহার=খরমুখ। এই সকল স্থলে যেমন, উত্তরপদলোপী সমাস হইয়াছে, সেইরূপ এই স্থলেও, সেই অর্থের গতি (বোধ) হয় না, এই উদ্দেশ্যে অনর্থগতি, সেই হেতু "অনর্থগতেঃ" (হেত্বর্থে পঞ্চমী) এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

মন্তব্য—"বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতেঃ," এই বার্ত্তিকে, 'অনর্থগতি' শব্দের, 'কোনও অর্থই বোধ হয় না,' এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, এই দোষ হইবে যে, 'বৃক্ষ' শব্দের 'ব' কার অভাব হইয়া, 'ঋক্ষ' শব্দ হইলে, সেই 'ঋক্ষ' শব্দে, ভল্লুক বা নক্ষত্রকে বুঝায় কিরূপে? এই শঙ্কা নিবারণের জন্যই 'অনর্থগতি' শব্দের পূর্ব্বোক্ত রূপ সমাস ও বিগ্রহ বাক্য করা হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্—সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চ*।

বার্ত্তিকানুবাদ—সংঘাত অর্থাৎ একত্র মিলিত শব্দের অর্থবত্ত্বা হেতুও আমরা মনে করিব যে, বর্ণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট।

ভাষ্যমূলম্—সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চ মন্যামহেঽর্থবন্তো বর্ণা ইতি।

যেষাং সংঘাতা অর্থবন্তোঽবয়বা অপি তেষামর্থবন্তঃ। যেষাং হ্যবয়বা অর্থবন্তঃ সমুদায়া অপি তেষামর্থবন্তঃ। তদ্যথা। একশ্চক্ষুষ্মান্দর্শনে সমর্থঃ তৎসমুদায়শ্চ শতমপি সমর্থম্। একশ্চ তিলস্তৈলদানে সমর্থঃ তৎসমুদায়শ্চ খার্য্যপি তৈলদানে সমর্থা।

ভাষ্যানুবাদ।—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসমূহ একত্র মিলিত হইলে, সেই একত্র মিলিত শব্দ, অর্থবিশিষ্ট হয় বলিয়াও আমরা মনে করি যে, বর্ণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট। কারণ, যাহারা একত্র মিলিত হইলে অর্থবিশিষ্ট হয়, তাহাদের অবয়ব সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপেও অর্থবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আবার যাহাদের একটী একটী অবয়ব (বর্ণ) পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট, তাহারা

(সেই সকল বর্ণ) একত্র মিলিত হইলে অর্থবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ;—একজন চক্ষুষ্মান্ লোক যদি দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তবে সমুদয় চক্ষুষ্মান্ লোক, এমন কি, একশত চক্ষুষ্মান্ লোকও দর্শনে সমর্থ হইবে। একটী তিল যদি তৈলপ্রদানে সমর্থ হয়, তবে সমুদায় তিল, এমন কি, এক খারী তিলও তৈল প্রদানে সমর্থ হইবে।

ভাষ্যমূলম্—যেষাং পুনরবয়বা অনর্থকাঃ সমুদায়া অপি তেষামনর্থকাঃ। তদ্যথা ;—একোঽন্ধো দর্শনেঽসমর্থস্তৎসমুদায়শ্চ শতমপ্যসমর্থম্। একা চ সিকতা তৈলদানেঽসমর্থা তৎসমুদায়শ্চ খারী শতমপ্যসমর্থম্।

ভাষ্যানুবাদ।—পক্ষান্তরে, যে সকল শব্দের অবয়ব (বর্ণ) সমূহ অর্থশূন্য, তাহাদের সমুদায় অর্থাৎ অর্থহীন বর্ণসমূহ মিলিত হইয়া যে শব্দটী হইবে, সেই সকলই অনর্থক হইবে। যেমন ; একজন অন্ধ দর্শনে অসমর্থ হইলে, সেইরূপ সমুদায়, এমন কি, শত শত অন্ধও দর্শনে অসমর্থ হইয়া থাকে। একটী বালুকা তৈল প্রদানে অসমর্থ হইলে,সেইরূপ সমুদায়, এমন কি, শত শত খারী বালুকাও তৈল প্রদানে অসমর্থ হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্—যদি তর্হীমে বর্ণা অর্থবন্ত অর্থবৎ কৃতানি প্রাপ্নুবন্তি। কানি। অর্থবৎ প্রাতিপদিকমিতি প্রাতিপদিকসংজ্ঞা প্রাতিপদিকাদি স্বাদ্যুৎপত্তিঃ। সুবন্তং পদমিতি পদসংজ্ঞা।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল বর্ণ যদি প্রত্যেকে অর্থবিশিষ্টই হয়, তবে অর্থবিশিষ্ট শব্দের উত্তর যে সকল কর্ম্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই সকল কর্ম্মও প্রাপ্তি হউক।

সেই সকল কর্ম্ম কি ?

অর্থবিশিষ্ট শব্দ, প্রাতিপদিকসংজ্ঞাবিশিষ্ট (১) হইয়া থাকে, অতএব প্রাতিপদিকসংজ্ঞাবিশিষ্ট হইবে। আবার প্রাতিপদিক হইলেই সেই প্রাতিপদিক হইতে সু, ঔ, জশ্ প্রভৃতি বিভক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে বলিয়া, স্বাদি বিভক্তির উৎপত্তি হইবে। 'সু' আদি বিভক্তির উৎপত্তি হইলেই, সু, ঔ

(১) অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ পাদিকম্ ।১।২।৪৫। (ধাতু প্রত্যয়, এবং প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন, অর্থবিশিষ্ট শব্দের প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হয়।) যেমন,—'রাম' শব্দ প্রাতিপদিক হইয়াছে। আবার প্রাতিপদিক কখনও বিভক্তি শূন্য থাকে না ; এইজন্য, প্রাতিপদিক হইলেই তাহার উত্তরভাগে,'সু, ঔ, জশ্,' প্রভৃতি বিভক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং রামঃ, রামৌ, রামাঃ প্রভৃতি পদ হইতে থাকে।

জশ্ প্রভৃতি অন্তে আছে যার, তাহার পদসংজ্ঞা হয় বলিয়া, পদসংজ্ঞা হইবে। (১)

ভাষ্যমূলম্—তত্র কো দোষঃ। পদংজ্ঞতি ন লোপাদীনি প্রাপ্নুবন্তি। ধনং বনমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—হইলই বা প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ রূপে পদসংজ্ঞা, তাহাতে দোষ কি?

প্রত্যেক বর্ণেরই পদসংজ্ঞা হইলে এই দোষ হইবে যে, পদের অন্তস্থিত ন কারের লোপ হয় (২) বলিয়া, ন লোপ প্রভৃতি যে যে কার্য্য পদের উত্তর হইয়া থাকে। সেই সকল কার্য্যই প্রাপ্তি হইবে। অতএব, 'ধনং, বনম্' ইত্যাদি স্থলেও ধ্ ন্ অ ম্, ব্ ন্ অ ম্. ইত্যাদি প্রত্যেকটীর পদসংজ্ঞা হওয়াতে, 'ন' কারও শব্দসংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ঐ 'ন' কারের লোপই হইবে। 'ধনম্,' 'বনম্' ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য বলিব যে, বর্ণ সকল অর্থ বিশিষ্ট নহে? এই দোষনিবারণ. নিম্ন বার্ত্তিকানুসারে হইবে।

বার্ত্তিকমূলং—সংঘাতৈকার্থ্যাৎস্ববভাবো বর্ণাৎ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—একত্র মিলিত বর্ণসমূহেরও একই অর্থ বোধ হয় বলিয়া, একটী একটী বর্ণের উত্তর আর পৃথক্ পৃথক্ রূপে 'সুপ্' উৎপত্তি হইবে না। *।

ভাষ্যমূলম্—সংঘাতৈকত্বমর্থঃ। তেন বর্ণাৎস্ববোৎপত্তির্ণভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বর্ণসমূহের পৃথক্ পৃথক্ আংশিক অর্থ থাকিলেও একত্র মিলিত হইলে, একটী অর্থ বোধ হয়; এইজন্যই বর্ণের উত্তর আর সু, ঔ, জশ্,

(১) সুপ্তিঙন্তংপদম্।১।৪।১৪। 'সুপ্' এবং 'তিঙ্,' অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদের 'পদ' সংজ্ঞা হয়। সু, ঔ, জশ্। অম্, ঔট্, শস্। টা, ভ্যাম্, ভিস্। ঙে, ভ্যাম্, ভ্যস্। ঙসি, ভ্যাম্, ভ্যস্। ঙস্, ওস্, আম্, ঙি, ওস্, সুপ্। ইহাদের প্রথম শব্দ 'সু' এবং অন্ত্য বর্ণ 'প্' এই আদি অন্ত্য মিলিয়া 'সুপ্,' প্রত্যাহার হয়।

তিপ্, তস্, ঝি। সিপ্, থস্, থ। মিপ্, বস্, মস্। ত, আতাম্, ঝ। থাস, আথাম্, ধ্বম্। ইট্, বহি, মহিঙ্। ইহাদের আদি অক্ষর 'তি' এবং অন্ত্যবর্ণ 'ঙ্,' এই আদি অন্ত্য বর্ণ মিলিয়া 'তিঙ্' প্রত্যাহার হয়।

(২) 'নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য ।৮।২।৭। প্রাতিপদিকসংজ্ঞাবিশিষ্ট যে পদ, তাহার অন্তস্থিত ন কারের লোপ হয়।

প্রভৃতি বিভক্তির উৎপত্তি হইবে না। সুতরাং পদসংজ্ঞাও হইবে না, ন-লোপাদিও হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনর্থকাস্তু প্রতিবর্ণমর্থানুপলব্ধেঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রত্যেক বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থ বোধ হয় না বলিয়া, বর্ণসমূহ স্বতন্ত্র রূপে অর্থহীন জানিবে। *।

ভাষ্যমূলম্।—অনর্থকাস্তু বর্ণাঃ। কুতঃ? প্রতিবর্ণমর্থানুপলব্ধেঃ। ন হি প্রতিবর্ণমর্থাউপলভ্যন্তে। কিমিদং প্রতিবর্ণমিতি। বর্ণং বর্ণং প্রতিবর্ণম্।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে প্রমাণিত হইল যে, বর্ণসমূহ অর্থবিশিষ্ট; এক্ষণে পুনঃ প্রতিপাদিত হইতেছে যে, "বর্ণসমূহ অর্থশূন্য"।

কেন?

প্রত্যেক বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে কোন অর্থই প্রতীতি হয় না বলিয়া।

প্রত্যেক বর্ণ, পৃথক্ পৃথক্ রূপে কোনও অর্থ প্রতীতি করাইতে পারে না।

এই যে 'প্রতিবর্ণ' শব্দ প্রয়োগ করিলে, এই প্রতিবর্ণ কাহাকে বলে?

বর্ণ বর্ণ প্রতিবর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেকটী বর্ণকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিবর্ণ বলে।

বার্ত্তিকমূলম্—বর্ণব্যত্যয়াপায়োপজনবিকারেষ্বর্থদর্শনাৎ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কোনও শব্দ হইতে কোনও বর্ণের ব্যতিক্রম, লোপ, আগম, অথবা বিকার প্রাপ্ত হইলেও সেই অর্থ দর্শন হেতু, বর্ণসমূহ অর্থহীন। *।

ভাষ্যমূলম্—বর্ণব্যত্যয়াপায়োপজনবিকারেষ্বর্থদর্শনাম্মন্যামহেঽনর্থকাবর্ণাইতি। বর্ণব্যত্যয়ে। কৃতেস্তর্কঃ। কসেঃ সিকতাঃ। হিংসেঃ সিংহঃ। বর্ণব্যত্যয়োনার্থব্যত্যয়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—কোনও শব্দ হইতে, বর্ণসমূহ ব্যতিক্রম (পরিবর্ত্তন) হইলে, কোনও বর্ণ লোপ হইলে, কোনও বর্ণের আগম হইলে অথবা কোনও বর্ণ বিকৃত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও সেই শব্দের সেই অর্থই দেখা যায়; এই জন্যই আমরা মনে করিব যে, বর্ণসমূহের পৃথক্ কোন অর্থ নাই।

বর্ণের ব্যত্যয় অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হইলেও যে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত যথা;—কৃত শব্দের স্বাভাবিক যে অর্থ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া 'তর্ক' শব্দ হইলেও অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। 'কৃত' শব্দেরও যে অর্থ

ছিল, 'তক্র' শব্দও সেই অর্থেই রহিয়াছে। এইরূপ 'কসি' শব্দের স্থানেও 'সিকতা' শব্দ হইয়াও বালুকা অর্থ পরিত্যাগ করে নাই ; এবং 'হিংস'শব্দেরও স্থানে, 'সিংহ' আদেশ হইয়া তাহার হিংসা অর্থটী পরিত্যাগ হয় নাই। এই সকল স্থলে বর্ণব্যত্যয় হইয়াও অর্থব্যত্যয় হয় নাই, অতএব বর্ণসকল স্বতন্ত্র অর্থবিশিষ্ট নহে।

ভাষ্যমূলম্—অপায়োলোপঃ। হতঃ ঘ্নন্তি ঘ্নন্তু অঘ্নন্। বর্ণাপায়ো নার্থাপায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—কোন বর্ণ লোপ হইলে অর্থলোপ হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত -- অপায় অর্থে লোপ বুঝায়। 'হন্' (হিংসা ও গতি অর্থ বিশিষ্ট ধাতু) ধাতুর 'ন্' কার লোপ হইয়া 'হতঃ' এবং 'অ' কার লোপ হইয়া 'ঘ্নন্তি,' 'ঘ্নন্তু,' 'অঘ্নন্' হইয়াছে ; কিন্তু সেই হিংসা এবং গতি অর্থই রহিয়াছে। এই সকল স্থলে, বর্ণের লোপ হইল ; কিন্তু অর্থের লোপ হইল না।

ভাষ্যমূলম্—উপজন আগমঃ। লবিতা। লবিতুম্। বর্ণোপজনো নার্থোপজনঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ—উপজন অর্থে আগমকে বুঝায়। লুঞ্ (লবন অর্থাৎ ছেদন-অর্থ-বাচক ধাতু) ধাতুর স্থানে গুণাদি আদেশ হইবার পর 'ইট্', অর্থাৎ 'ই' কারের আগম হইয়া 'লবিতা' 'লবিতুম্' প্রয়োগ হইয়াছে ; কিন্তু 'ই'কারের আগম হইলেও ছেদন অর্থই রহিয়াছে। এই সকল স্থলে, বর্ণের আগম হইল, কিন্তু অর্থের আগম হইল না।

ভাষ্যমূলম্—বিকার আদেশঃ। ঘাতয়তি। ঘাতকঃ। বর্ণবিকারোনার্থবিকারঃ। যথৈব বর্ণব্যত্যয়াপায়োপজনাবিকারাভবন্তি তদ্বদর্থব্যত্যয়াপায়োপজনবিকারৈর্ভবিতব্যম্। ন চেহ তদ্বৎ। অতোমন্যামহেঽনর্থকা বর্ণা ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বিকার অর্থে আদেশকে বুঝায়। 'হন্' (হিংসা ও গতি অর্থ বাচক ধাতু) ধাতুর স্থানে 'ঘাত' আদেশ হইয়া 'ঘাতয়তি' 'ঘাতকঃ' শব্দ হইয়াছে ; কিন্তু 'হন্' ধাতুর, যে হিংসা ও গতি অর্থ ছিল, তাহার বিকৃতি হইয়া 'ঘাত' আদেশ হইলেও হিংসা এবং গতি অর্থই রহিয়াছে। এই সকল স্থলে বর্ণের বিকার হইল ; কিন্তু অর্থের বিকার হইল না।

বর্ণসমূহ যদি প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থ বিশিষ্ট হইত, তবে যেমন যেমন বর্ণের পরিবর্ত্তন, লোপ, আগম এবং বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন তেমন অর্থেরও পরিবর্ত্তন, লোপ, আগম ও বিকার হওয়া উচিত। অথচ এই

সকল স্থলে সেরূপ হয় নাই ; এই জন্যই আমরা মনে করিব যে, বর্ণসমূহের পৃথক্ কোন অর্থ নাই।

ভাষ্যমূলম্—উভয়মিদং বর্ণেষুক্তম্। অর্থবন্তোঽনর্থকা ইতি চ। কিমত্র ন্যায্যম্। উভয়মিত্যাহ। কুতঃ। স্বভাবতঃ। তদ্যথা। সমানমীহমানানাং চাধীয়ানানাং কেচিদর্থৈর্যুজ্যন্তে অপরে ন। ন চেদানীং কশ্চিদর্থবানিতি কৃত্বা সর্ব্বৈরর্থবদ্ভিঃ শক্যং ভবিতুং কশ্চিদ্বানর্থক ইতি কৃত্বা সর্ব্বৈরনর্থকৈঃ। তত্র কিমস্মাভিঃ শক্যংকর্ত্তুম্।

ভাষ্যানুবাদ।—এই উভয় প্রকারই বর্ণসমূহে (পাণিনিপ্রভৃতিকর্ত্তৃক) উক্ত হইয়াছে। অর্থবিশিষ্ট এবং অর্থরহিত।

"এ কিরূপ উত্তর হইল," বর্ণসমূহ অর্থবান্ও বটে, নিরর্থকও বটে ; একটী বস্তু কি কখনও অর্থবিশিষ্ট এবং অর্থশূন্য, এরূপ বিপরীত হইতে পারে ?" এইরূপ আশঙ্কায়ই প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, এই দুইটীর এ স্থলে কোন্‌টী ন্যায্য বলিয়া মানিতে হইবে, বর্ণসমূহ অর্থ বিশিষ্ট, কি নিরর্থক ?

"উভয়ই হইবে," এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন ?

স্বভাবতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। যেমন ;—সমান চেষ্টাশীল বিদ্যার্থিগণের মধ্যে মাত্র কেহ কেহ অর্থযুক্ত হয় অর্থাৎ অর্থ বোধে সমর্থ হয় ; কিন্তু অপর কেহ অর্থাৎ তদতিরিক্ত বিদ্যার্থিগণ অর্থবোধে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে কোনও একজন বিদ্যার্থী, অর্থবোধে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া যে, সকলেই অর্থজ্ঞ বিদ্যার্থিগণের সমান হইতে সমর্থ হইবে অথবা কোনও বিদ্যার্থী অর্থবোধে অসমর্থ হইয়াছে বলিয়া যে, সকল বিদ্যার্থীগণই অর্থবোধে অসমর্থ হইবে, তাহা নহে। অতএব স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই এরূপ হইয়া থাকে ; আমরা তাহার কি করিতে সমর্থ ?

মন্তব্য।—ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই কোন কোন বর্ণ অর্থ বিশিষ্ট ; আবার কোন কোন বর্ণ অর্থশূন্য ; এ বিষয়ে আমাদের কোন হাত নাই।

ভাষ্যমূলম্—যদ্ধাতুপ্রত্যয়প্রাতিপদিকনিপাতা একবর্ণা অর্থবন্তোঽতোঽন্যে হনর্থকা ইতি। স্বাভাবিকমেতৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু ; ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় ও নিপাত কেবল ইহারাই মাত্র, এক একটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট দেখা যায়, সেই

হেতুই বিশেষরূপে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, ইহা ভিন্ন সকল বর্ণই স্বয়ং অর্থশূন্য। ইহা বর্ণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ভাষ্যমূলম্—কথং য এষ ভবতা বর্ণানামর্থবত্তায়াং হেতুরুপদিষ্টঃ। অর্থবন্তো বর্ণা ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেকবর্ণানামর্থদর্শনাদ্বর্ণব্যত্যয়ে চার্থান্তরগমনাদ্বর্ণানুপলব্ধৌ চানর্থগতেঃ সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চেতি। সংঘাতান্তরাণ্যেবৈতান্যেবং জাতীয়কানি অর্থান্তরেষু বর্ত্তন্তে। কূপঃ সূপো যূপ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কিরূপে আপনি ইহা বর্ণসকলের অর্থবিশিষ্টত্বে হেতু দেখাইলেন যে, বর্ণ সকল অর্থবিশিষ্ট; কেননা, ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাতন, ইহাদের এক একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দেখা যায়; বর্ণের ব্যতিক্রম হইলে, অর্থান্তর উপলব্ধি হয়; কোনও একটী বর্ণের উপলব্ধি না হইলে, সেই অর্থের উপলব্ধি না হইলে,সেই অর্থের উপলব্ধি হয় না এবং একত্র মিলিত বর্ণ সমূহ অর্থবিশিষ্ট হয়? তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পূর্ব্বে যে সকল কারণ দেখাইলেন, তাহাতে বর্ণ সকল অর্থবিশিষ্ট বলিয়া কিরূপে প্রমাণিত হইল? কারণ, সংঘাতান্তর অর্থাৎ বর্ণসমুহ একত্র মিলিত হইয়া যে, একটী শব্দান্তর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই উৎপন্ন শব্দান্তরটীই এইরূপ বিজাতীয় উৎপন্ন হইয়াছে যে, পূর্ব্ব শব্দ হইতে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন;— কূপ, সূপ, যুপ ইত্যাদি,এই সকল স্থলে 'কূপ' শব্দের 'উপ' অংশ 'স' কারের সহিত মিলিত হইয়া 'সূপ' বা 'য' কারের সহিত মিলিত হইয়া যে 'যুপ' হইয়াছে তাহা নহে। ইহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ অর্থবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ শব্দ।

ভাষ্যমূলম্—যদি হি বর্ণব্যত্যয় কৃতমর্থান্তরগমনং স্যাদ্ ভূয়িষ্ঠঃ কূপার্থঃ সূপে স্যাৎসূপার্থশ্চ কূপে কূপার্থশ্চ যূপে যূপার্থশ্চ কূপে সূপার্থশ্চ যূপে যূপার্থশ্চ সূপে। যতস্তু খলু ন কিং চিৎ সূপস্থ বা যূপে যূপস্থ কূপে কূপস্থ বা যূপে সূপস্থ বা কূপে কূপস্থ বা সূপে যূপস্থ বা সূপে। অতোমন্যামহে সংঘাতান্তরাণ্যেতান্যেবং জাতীয়কান্যর্থান্তরেষু বর্ত্তন্ত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি কোনও শব্দ হইতে একটী বর্ণ ব্যত্যয় করিলেই অর্থান্তর বোধ হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উপ শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া, কূপার্থ সূপ শব্দে হইতে থাকিবে; সূপার্থ কূপ শব্দে, কূপার্থ যূপ শব্দে, যূপার্থ কূপ শব্দে, সূপার্থ যূপ শব্দে এবং যূপ শব্দের যে যজ্ঞীয়পশুবন্ধনকাষ্ঠরূপ অর্থ, তাহা সূপ শব্দেও নিয়ত হইতে থাকিবে।

যেহেতু ইহা নিশ্চিত রূপে সত্য যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সূপের অর্থ যূপ

শব্দে বা যূপের অর্থ কূপ শব্দে বা কূপের অর্থ যূপ শব্দে বা সূপের অর্থ কূপ শব্দে বা কূপের অর্থ সূপ শব্দে অথবা যূপ শব্দের অর্থ সূপ শব্দে দেখা যায় না, অর্থাৎ কূপ শব্দে জলাশয় না বুঝাইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যূপরূপ যজ্ঞীয় কাষ্ঠকে বা সূপ রূপ ডাল বা ঝোলকে বুঝায় না; এইজন্যই আমরা মনে করিব যে, বর্ণসমূহ সংঘাত অর্থাৎ একত্র মিলিত হইয়া শব্দান্তর হইলে, সেই শব্দান্তরেরই এমন একজাতীয় শক্তি থাকে যে, তাহা পূর্ব্বশব্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে বর্ত্তমান থাকে॥

ইদং তর্হ্যপি ভবতা বর্ণানামর্থবত্ত্বাং ব্রুবতা সাধীয়োঽনর্থকত্বং দ্যোতিতম্। যোহি মন্যতে যঃকূপে কূপার্থঃ স ককারস্য; যঃসূপে সূপার্থঃ স সকারস্য; যোযূপে যূপার্থঃ স যকারস্যেতি। ঊপশব্দস্তস্যানর্থকঃ স্যাৎ। তত্রেদমপরিহৃতং সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চেতি। এতস্যাপি প্রাতিপদিকসংজ্ঞায়াং পরিহারং বক্ষ্যতি॥

এইরূপ হইলেও "বর্ণসমূহ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট" এইরূপ বর্ণনকারী আপনারই দ্বারা অধিকতররূপে বর্ণসমূহের অনর্থকত্ব দ্যোতিত (প্রকাশিত) হইল। যে হেতু, যাহা মনে করা হইয়াছিল যে;—কূপে যে কূপার্থ, তাহা ককারের, সূপে যে সূপার্থ, তাহা সকারের, এবং যূপ শব্দে যে যূপার্থ, তাহা যকারের; তাহারই মতে, কূপাদি শব্দের 'ক'কার 'স'কারাদি অর্থবিশিষ্ট অংশ বাদ দিলে যে অবশিষ্ট ঊপ শব্দ রহিল, তাহা ত অর্থহীনই হইল। অর্থাৎ ঊ,প্, এই দুইটী বর্ণই যদি অর্থহীন হইল, তবে আর বর্ণসমূহ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থবিশিষ্ট কিরূপে হইবে? ইহা দ্বারাই মানিতে হইবে যে, কূপ শব্দ সমুদায় এক অর্থবাচক এবং সূপ শব্দেরও স্,ঊ, প্, অ, সমুদায় একত্র মিলিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচক।

এইরূপ হইলেও সেখানে ইহারও কোন পরিহারই (খণ্ডন) হইল না যে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছিল "সংঘাতার্থবত্ত্বাচ্চ" অর্থাৎ একত্র মিলিত বর্ণ সমূহ অর্থবিশিষ্ট বলিয়া, তাহার অবয়বস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণও অর্থবিশিষ্ট। এই যুক্তিরও পরিহার (খণ্ডন) প্রাতিপদিক সংজ্ঞায় অর্থাৎ "অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্। ১। ২ ৪৫।" এই সূত্রের ব্যাখ্যান কালে বলা হইবে।

সূত্রমূলম্।—অ ই উ ণ্, ঋ ৯ ক্, এ ওঙ্, ঐ ঔ চ্॥

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যাহারেঽনুবন্ধানাং কথমজ্গ্রহণেষু ন প্র (১)।

(১) 'প্রত্যাহারেঽনুবন্ধানাং কথমজ্গ্রহণেষু ন। আচারাদপ্রধানত্বাল্লোপশ্চ বলবত্তরঃ।' এই শ্লোককে ভাষ্যকার পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ষ এতেঽক্ষু প্রত্যাহারার্থা অনুবন্ধাঃ ক্রিয়ন্তে এতেষামজ্‌গ্রহণেন গ্রহণং কস্মান্ন ভবতি। কিং চ স্যাৎ। দধিণকারীয়তি মধুণকারীয়তি। ইকোযণচীতি যণাদেশঃ প্রসজ্যেত।

ভাষ্যানুবাদঃ—অ ই উ ণ্‌, ঋ ৯ ক্‌ প্রভৃতি প্রত্যাহারে,ণ্‌,ক্‌, ঙ্‌, চ্‌ প্রভৃতি যে সকল অনুবন্ধ (ইৎসংজ্ঞক) বর্ণ আছে, অচ্‌ সংজ্ঞাতে তাহাদের গ্রহণ হয়না কেন ? অচ্‌ সংজ্ঞা মধ্যে প্রত্যাহারের জন্য এই যে অনুবন্ধ (লোপ) বিশিষ্ট বর্ণসমূহ প্রয়োগ করা হইয়াছে, 'অচ্‌' সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কোনও কার্য্যকালে ইহাদের গ্রহণ হয় না কেন ?

অনুবন্ধ বর্ণের, 'অচ্‌' মধ্যে গ্রহণ হইলই বা, তাহাতে দোষ কি হইবে ?

তাহাতে দোষ এই হইবে যে,—"দধি+ণকারীয়তি", "মধু+ণকারীয়তি" প্রভৃতি স্থলে, দধি এবং মধু শব্দের পর, 'ণ'কার থাকাতে, "ইকোযণচি" সূত্রানুসারে, 'যণ্‌' আদেশ প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ সূত্রে আছে যে, 'ইক্‌', (ই, উ ঋ ৯ ক্‌) এর স্থানে 'যণ' (যবরট্‌, লণ্‌) হয়,'অচ্‌' (অ ই উ ণ্‌, ঋ ৯ ক্‌, এ ও ঙ্‌, ঐ ঔ চ্‌) পরে থাকিলে, সুতরাং প্রত্যাহারে যদি অনুবন্ধের গ্রহণ হয়, তবে 'অচ্‌' প্রত্যাহারে, 'ণ্‌, ক্‌, ঙ্‌, চ্‌,' এই অনুবন্ধবর্ণসমূহেরও গ্রহণ হইবে; অতএব 'ণ'কার পরে থাকিলেও 'দধি' শব্দের ইকার স্থানে যকার (দধ্যণকারীয়তি) এবং 'মধু' শব্দের উকার স্থানে বকার (মধ্বণকারীয়তি) হইবে।

ভাষ্যমূল —আচারাৎ। ৷৷

কিমিদমাচারাদিতি। আচার্য্যাণামুপচারাৎ। নৈতেষ্বাচার্য্যা অচ্‌কার্য্যাণি কৃতবন্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'অচ্‌' সংজ্ঞামধ্যে অনুবন্ধ বর্ণের গ্রহণ করিলে যে পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ হয়, তাহা বারণ হইবে কিরূপে ? এই শঙ্কার উত্তর দিতেছেন,—"আচারাৎ"।

"আচারাৎ" এই কথা বলিলে কি বুঝায় ?

আচার্য্যগণের উপচার (আচার) অর্থাৎ ব্যবহার দ্বারাই জানা যাইবে যে, 'অচ্‌' সংজ্ঞামধ্যে অনুবন্ধবর্ণের গ্রহণ হয় না। ণ্‌, ক্‌,ঙ্‌,চ্‌, এই সকল অনুবন্ধবর্ণসমূহে,(পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি) আচার্য্যগণ, অচ্‌ সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কোন কার্য্য করেন নাই ; এই জন্যই জানা যাইতেছে যে, অচ্‌ সংজ্ঞা মধ্যে অনুবন্ধ বর্ণের গ্রহণ হয় না।

ভাষ্যমূল।—অপ্রধানত্বাৎ বা। অপ্রধানত্বাচ্চ। ন খল্বপ্যেতেষামচ্ছু প্রাধান্যেনোপদেশঃ ক্রিয়তে। ক তর্হি। হল্ষু। কুত এতৎ। এষা হ্যাচার্য্যস্য শৈলী লক্ষ্যতে। যত্তুল্যজাতীয়াস্তুল্যজাতীয়েষূপদিশতি। অচোঽচ্ছু। হলোহল্ষু।

ভাষ্যানুবাদ।—অপ্রধানত্বহেতু বা।

অপ্রধানত্বহেতুও জানিতে হইবে যে, 'অচ্' সংজ্ঞামধ্যে অনুবন্ধবর্ণের গ্রহণ হয় না। এই সকল অনুবন্ধবর্ণসমূহের, কখনও (আচার্য্য) 'অচ্'সংজ্ঞামধ্যে প্রধানরূপে উপদেশ করেন নাই।

তবে কোথায় (অনুবন্ধের) প্রধানরূপে উপদেশ করিয়াছেন?

'হল্' সংজ্ঞা মধ্যে।

ইহা কিরূপে জানিলে?

আচার্য্যের শৈলীই (সঙ্কেত) এইরূপ দেখা যায় যে, তুল্যজাতীয় বিষয়, তাহার তুল্যজাতীয় বিষয়েই উপদেশ করেন। এই জন্যই জানিতে হইবে যে, 'অচ্', অচেরই মধ্যে, আর হল্, হলেরই মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। অতএব অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে ণ্, ক্ প্রভৃতি 'হল্' বর্ণ কদাপি গ্রহণ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—লোপশ্চ বলবত্তরঃ। লোপঃ খল্বপি তাবদ্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সকল প্রকারের বিধি অপেক্ষা লোপবিধি বলবান্। যাবতীয় অনুবন্ধবর্ণসমূহই লোপ হইয়া থাকে। এই জন্যও অচ্ প্রত্যাহার মধ্যে, অনুবন্ধবর্ণসমূহের গ্রহণ হয় নাই।

ভাষ্যমূল।—ঊকালেঽজিতি বা যোগস্তৎকালানাং যথা ভবেৎ। অচাং গ্রহণমচ্ কার্য্যং তেনৈষাং ন ভবিষ্যতি বা। অথবা যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। ঊকালোঽচ্। উ ঊ উ৩ ইত্যেবং কালোঽজ্ ভবতি। ততো হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ। হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞশ্চ ভবতি। ঊকালোঽচ্।

এবমপি কুক্কুট ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত এব পরিহারঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ("ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ" ১।২।২৭। উঊউ৩, ইহাদের কালের ন্যায় কাল যাহার, সেই 'অচ্' অর্থাৎ স্বরবর্ণ, যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া থাকে) 'ঊকালোঽচ্' এই পর্য্যন্ত যোগবিভাগ করিব। তাহার কারণ এই যে, তাহাদের (হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ এবং প্লুত উ৩র) কালের ন্যায় কাল যেই অচের, তাহারই গ্রহণ যাহাতে হইতে পারে। তাহা হইলে অচ্ সংজ্ঞার মধ্যে হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রাবিশিষ্ট, দীর্ঘ অর্থাৎ দুই

মাত্রাবিশিষ্ট এবং প্লুত অর্থাৎ তিনমাত্রাকালবিশিষ্ট অচ্ প্রযুক্ত হইবে। আর সেই হেতুই এই সকলের (ণ্, ক্, ঙ্, চ্, প্রভৃতি অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জন [অনুবন্ধ] বর্ণসমূহের) অচ্ সংজ্ঞাপ্রযুক্ত কার্য্য হইবে না।

অথবা "উকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ," এই সূত্রের যোগবিভাগ করা হইবে। তাহার একভাগ হইবে, 'উকালোঽচ্'। অর্থ হইবে,—উ উ উ৩ (এক মাত্রা, দুইমাত্রা, তিনমাত্রা বিশিষ্ট উ উ উ৩) ইহাদের ন্যায় কাল যার, তাহারই অচ্ সংজ্ঞা হয়। (অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট অনুবন্ধার্ণ ব্যঞ্জনের, অচ্ সংজ্ঞা না হওয়ার জন্য, এরূপ করা হইল।)

অবশেষে সূত্রের অবশিষ্টাংশ "হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ" যোগ করা হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের (উ উ উ৩ ইহাদের কালের ন্যায় কাল যার) যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞাও হইবে।

শ্লোকস্থিত 'উকালোঽচ্' এর ব্যাখ্যা করা হইল।

যদি এই প্রকারে,একমাত্রা,দুইমাত্রা বা তিনমাত্রাবিশিষ্ট বর্ণেরই অচ্ সংজ্ঞা-প্রযুক্ত কার্য্য হয়, তবে 'কুক্কুট' শব্দের 'ক'কারে, দুইটী অর্দ্ধমাত্রা মিলিত হইয়াও ত একমাত্রাবিশিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে এই স্থলেও অচ্ সংজ্ঞা প্রযুক্ত কার্য্যপ্রাপ্তি হইবে?

এইস্থলে দোষ হয় সত্য; সেই হেতু পূর্ব্বোক্ত পরিহার (খণ্ডন) ই সঙ্গত। অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, "আচারাৎ" (আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারা) ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারাই অচ্ কার্য্যে অনুবন্ধ বর্ণের গ্রহণ হয় না; এইরূপে খণ্ডনই সঙ্গত জানিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্—এষ এবার্থঃ। অপর আহ: হ্রস্বাদীনাং বচনাৎপ্রাগ্যাবত্তাবদেব যে গোঽস্তু। অচ কার্য্যাণি যথা স্যুস্তৎকালেষ্বস্কু কার্য্যাণি।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে অনুষ্টুপ্ ছন্দে যাহা বলা হইয়াছে, এই অর্থই অপরে নিম্নলিখিত রূপ আর্য্যাছন্দে বলিয়া থাকে, যথা:—"উকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ", এই সূত্রে "হ্রস্বাদি বাক্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অংশ, সেই পর্য্যন্তই পৃথক্ এক যোগ হউক। তাহা হইলেই এইরূপ অর্থ হইবে যে,—যেখানে অচ সংজ্ঞা-প্রযুক্ত কার্য্য হইবে, সেখানেই তত্তুল্যকালবিশিষ্ট অচের (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতের) কার্য্য হইবে।" অতএব অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনের হ্রস্বদীর্ঘাদি সংজ্ঞা হয় না বলিয়া, অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে,ণ্, ক্ প্রভৃতি বর্ণ থাকিলেও, তাহাদের অচ্ সংজ্ঞা-প্রযুক্ত কার্য্য হইবে না। কিন্তু তথাপি, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, 'কুক্কুট' শব্দে, দোষ

থাকিবেই। সুতরাং প্রথমতঃ "আচারাৎ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা যে দোষ পরিহার করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত।

ভাষ্যমূলম্।—অথ কিমর্থমন্তঃস্থানামণ্সূপদেশঃ ক্রিয়তে। ইহ সয্ঁযন্তা সব্ঁৎসরঃ যল্ঁলোকং তল্ঁলোকমিতি পরসবর্ণস্যাসিদ্ধত্বাদনুস্বারস্যৈব দ্বির্বচনম্। তত্র পরস্য পরসবর্ণে কৃতে তস্য যয়্গ্রহণেন গ্রহণাৎ পূর্ব্বস্যাপি পরসবর্ণ যথা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদঃ—অতঃপর বিচার্য্য এই যে, অন্তঃস্থবর্ণ (য র ল ব) সমূহের 'অণ্' প্রত্যাহার মধ্যে উপদেশ করা হইল কেন?

সয্ঁযন্তা, সব্ঁৎসরঃ, যল্ঁলোকং, তল্ঁলোকম্ এই সকল স্থানে, পরসবর্ণবিধায়ক ("অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ। ৮। ৪। ৫৮।") শাস্ত্র, অত্যন্ত পরে বলিয়া (তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "অনচি চ" ৮। ৪। ৪৭। [২] শাস্ত্রের দৃষ্টিতে, পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্। ৮। ২। ১। [৩] সূত্রানুসারে) অসিদ্ধ হওয়াতে, অনুস্বারের প্রথমতঃ দ্বিত্ব হইবে। সেখানে ঐ দুই অনুস্বারের পরবর্ত্তী অনুস্বারকে পরসবর্ণ করিলে, (৪) যে য়ঁকার বঁকার লঁকার প্রভৃতিরও যয়্ (৫) প্রত্যাহারের গ্রহণেই গ্রহণ হইবে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রকৃতিগত

(১) যয়্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে,অনুস্বারের স্থানে পরসবর্ণ হয়।

(২) অচ্এর পর যে যর্, তাহার দ্বিত্ব হয়; কিন্তু অচ্ পরে থাকিলে হয় না।

(৩) ৮ম অধ্যায়ের ২য় পাদ হইতে পূর্ব্বের প্রতি পরশাস্ত্র অসিদ্ধ। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

(৪) অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ। ১। ১। ৬৯। (ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)। যদি যকার বকার প্রভৃতি অন্তঃস্থ বর্ণ, অণ্প্রত্যাহারমধ্যে পাঠ না হইত, তবে পূর্ব্বোক্ত এই সূত্রানুসারে, যকার এবং বকারের সবর্ণ, য়ঁকার এবং বঁকার হইত না। সুতরাং পরবর্ত্তী অনুস্বার স্থানে যে অনুনাসিক য়ঁকার হইয়াছে, সেই য়ঁকার পরে থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বারের স্থানে আর য়ঁকার হইবে না।

(৫) সংস্কৃত ভাষায় যকারে এবং য়কারে কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু উচ্চারণে প্রভেদ আছে। যকার যদি কোন শব্দের পরে কিংবা মধ্যে হয়, তবে তাহার 'য়' উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু অনুস্বার বা অনুনাসিক বর্ণের পরে যদি থাকে, তবে নিয়তই য উচ্চারণ হইয়া থাকে।

অনুস্বারেরও পরসবর্ণ যাহাতে হইতে পারে, এই জন্য অন্তঃস্থবর্ণের অণ্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ করিতে হইবে। (২)।

ভাষ্যমূলম্।—নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। বক্ষ্যত্যেতৎ। দ্বির্বচনে পরসবর্ণত্বং সিদ্ধং বক্তব্যমিতি যাবতা সিদ্ধত্বমুচ্যতে পরসবর্ণ এব তাবদ্ভবতি। পরসবর্ণে তর্হি কৃতে তস্য যর্ গ্রহণেন গ্রহণাদ্দ্বির্বচনং যথা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদঃ—এই (পূর্ব্বোক্ত) রূপ কার্য্যসিদ্ধির জন্য, অন্তঃস্থবর্ণের অণ্ প্রত্যাহারে পাঠের প্রয়োজন নাই। কারণ, এইরূপ (বার্ত্তিক) বলা হইবে যে,—"দ্বিত্বরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, পরসবর্ণ সিদ্ধই হয়, এইরূপ বক্তব্য।"

এই বার্ত্তিকে, যে হেতু (কাত্যায়ন ঋষি কর্ত্তৃক) সিদ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই হেতুই পরসবর্ণ হইবে।

হইলই বা এই বার্ত্তিকানুসারে অনুস্বারের পরসবর্ণ; অনুস্বারের পরসবর্ণ যঁকার বঁকারাদি করিলেও ত, সেই পরসবর্ণীকৃত যঁকার বঁকারের যাহাতে যর্ প্রত্যাহারে গ্রহণ হইতে পারে, যাহাতে সেই পরসবর্ণীকৃত যঁকার বঁকারাদির দ্বিত্ব [অনচি চ। ৮। ৪। ৪৭) সূত্রানুসারে (১)] হইতে পারে, সেজন্যও ত অন্তঃস্থ বর্ণসমূহের 'অণ্' প্রত্যাহারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—মাভূদ্দির্ব্বচনম্। নন্ু চ ভেদো ভবতি। সতি দ্বির্ব্বচনে ত্রিযকারকমসতি দ্বির্ব্বচনে দ্বিযকারকম্। নাস্তি ভেদঃ। সত্যপি দ্বির্ব্বচনে দ্বিযকারকমেব। কথম্। হলো যমাং যমি লোপ ইত্যেবমেকস্য লোপেন ভবিতব্যম্।

ভাষ্যানুবাদঃ— (যঁকারের) দ্বিত্ব নাই বা হইল ? যদি বল যে,— (যঁকারের) দ্বিত্ব না করিলে (প্রয়োগ) ভেদ (ভিন্ন) হইবে। কারণ, দ্বিত্ব 'যঁ' হইলে তিন যকারবিশিষ্ট প্রয়োগ হইবে; আর 'যঁ' দ্বিত্ব না হইলে, দুই যকারবিশিষ্ট প্রয়োগ হইবে ?

(১) সং+যন্তা; এইস্থলে অচের পরস্থিত যরের দ্বিত্ব হয় বলিয়া অনুস্বার শর্ প্রত্যাহারে পাঠ হওয়াতে অনুস্বারের দ্বিত্ব সংংযন্তা এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিত্ববিধায়ক 'অনচি চ' এই সূত্রের দৃষ্টিতে পরসবর্ণবিধায়ক 'অনুস্বারস্য যযি পরসবর্ণঃ', সূত্র অসিদ্ধ বলিয়া, প্রথমতঃ অনুস্বারের দ্বিত্বই হইল। এবং পরে, পর অনুস্বারের পরসবর্ণ 'যঁ'কার ('সংযঁ্যন্তা' এইরূপ) হইল। এক্ষণে, এই সবর্ণীভূত 'যঁ'কারের, 'যয়্'প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ না হইলে, পুনঃ আর অবশিষ্ট অনুস্বারের (সং যঁন্তার সং'এর) পরসবর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব 'সযঁ্যঁ্যন্তা' এইরূপ প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

ইহাতে কোন রূপ প্রয়োগের ভেদ হইবে না। কারণ, যঁকারের দ্বিত্ব করিলেও দুই যকারই হইবে।

কিরূপে? হলোযমাং যমিলোপঃ।৮।৪।৬৪। (হল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরস্থিত যে, 'যম্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, তাহার লোপ হয়, 'যম্'প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, পূর্ব্বস্থিত একটী 'য'কারের লোপ করিলেই, যে পক্ষে তিনটী যঁকার হইবে, সেই পক্ষেও দুই 'যঁ'কারই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএবই কোন ভেদ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—এবমপি ভেদঃ। সতি দ্বির্ব্বচনে কদাচিদ্দ্বিযকারকং কদাচিৎত্রিযকারকম্। অসতি দ্বিযকারকমেব। স এষ কথং ভেদোন স্যাদ্ যদি নিত্যো লোপঃ স্যাদ্ বিভাষা চ স লোপঃ। যথাঽভেদস্তথাস্তু।

ভাষ্যানুবাদ এরূপ (এক যকারের লোপ) করিলেও ভেদ হইবে; কারণ দ্বিত্ব হইলে, কখনও দুই যকার, কখনও তিন যকার বিশিষ্ট প্রয়োগ হইবে; কিন্তু দ্বিত্ব না হইলে, কেবল মাত্র দুই 'য'কার বিশিষ্ট প্রয়োগই হইবে।

সেই এই ভেদ, কি হইলে হইত? না, যদি ('হল্'এর পরস্থিত 'যম্'এর 'যম্'পরে থাকিলে) লোপ নিত্য হইত। কিন্তু ('যম্'এর) লোপও বিকল্পে হইয়া থাকে। অতএব (বিকল্পে) প্রয়োগের ভেদ (দুই যকার এবং তিন যকারবিশিষ্ট)ই হইবে। কেন, যাহাতে অভেদই হয়, তাহাই হউক! অর্থাৎ তিন যকার সিদ্ধ করিবার জন্য বিকল্প না করিয়া নিত্যই যকারের লোপ করিয়া, দুই যকারই হউক।

ভাষ্যমূল।—অনুবর্ত্ততে বিভাষা শরোচি যদ্বারত্যয়ং দ্বিত্বম্ শা যদয়ং শরোচাতিদ্বির্বচনপ্রতিষেধং শাস্তি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যোঽনুবর্ত্ততে বিভাষেতি। কথংকৃত্বা জ্ঞাপকম্। নিত্যে হি তস্য লোপে প্রতিষেধার্থো ন কশ্চিৎস্যাৎপা যদি নিত্যো লোপঃ স্যাৎ প্রতিষেধবচনমনর্থকং স্যাৎ। অস্তুত্র দ্বির্বচনম্। ঝরোঝরিসবর্ণে ইতি লোপোভবিষ্যতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যঃ বিভাষা চ সলোপঃ ইতি ততো দ্বির্ব্বচনপ্রতিষেধং শাস্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা (অভেদ) কখনও হইতে পারে না। কারণ, 'বিভাষা' (বিকল্প) এই বাক্যের অনুবৃত্তি আসিয়া থাকে,—যে হেতু, এই যে 'শরোঽচি'। ৮।৪।৪৯। (অচ্ পরে থাকিলে শরের দ্বিত্ব হয় না) সূত্র, ইহা দ্বিত্বকে নিত্যই নিষেধ করিয়া থাকে।

যে হেতু এই "শরোঽচি" সূত্র দ্বারা, দ্বিত্বের নিষেধশাসন উপদেশ

করিতেছেন, তদ্দ্বারাই আচার্য্য পাণিনি এই জানাইতেছেন যে, 'বিভাষা' শব্দের অনুবৃত্তি আসিবে। অর্থাৎ "হলো যমাং যমি লোপঃ" সূত্রে, বিকল্পের অনুবৃত্তি আসিয়া 'হল্' এর পরস্থিত 'যম্' এর, যম্ পরে থাকিলে, বিকল্পে লোপ হইবে।

এতদ্দ্বারা 'যমের' লোপ যে, বিকল্পে হয়, তাহা কিরূপে জ্ঞাপন হইল ?

তাহার ('যম্'এর) লোপ নিত্য হইলে, প্রতিষেধের 'অচ্' পরে এমন শর্ এর দ্বিত্বনিষেধের) কোনও প্রয়োজন ছিল না ¶। (১) লোপ যদি নিত্যই হয়, তবে দ্বিত্বপ্রতিষেধসূচক (শরোঽচি) বাক্যই অনর্থক হয়।

কেন, হউক্ না দ্বিত্ব, "ঝরো ঝরি সবর্ণে"। ৮।৪।৬৫। হল্'এর পরস্থিত 'ঝর্'এর লোপ হয়. সবর্ণ 'ঝর্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে লোপ হইবে ?

সেই লোপটী (ঝরো ঝরি সবর্ণে) ও বিকল্পেই হয়. আচার্য্য (পাণিনি) এইটী দেখিয়াছেন ; এবং সে জন্যই প্রতিষেধশাস্ত্র ('শরোঽচি') করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। নিত্যেঽপি তস্য লোপে স প্রতিষেধোঽবশ্যং বক্তব্যঃ। যদেতদচোরহাভ্যামিতি দ্বির্ব্বচনং লোপাপবাদঃ স বিজ্ঞায়তে। কথম্। যর ইত্যুচ্যতে। এতাবন্তশ্চ যরঃ। যদুত ঝরোবা যমো বা। যদি চাত্র লোপঃ স্যাদ্দ্বির্ব্বচনমনর্থকং চাৎ।

ভাষ্যানুবাদ—ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কারণ, তাহার ("ঝরোঝরি সবর্ণে, সূত্রানুসারে, ঝর্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের) লোপ, নিত্য হইলেও সেই ("শরোঽচি" সূত্রানুসারে শর্প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের দ্বিত্ব) প্রতিষেধ, অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ, এই যে "অচোরহাভ্যাং দ্বে" এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এতদ্দ্বারাই জানাইতেছে যে, এই যে দ্বিত্বনির্দ্দেশ, তাহা লোপের বাধক। কেন ?

'ঝরো ঝরি সবর্ণে', এই সূত্রে, "যর্এর দ্বিত্ব হয়," এইরূপ বলা হইয়া থাকে। সেই 'যর্' (যর্প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণ) আবার এইরূপ যে,—তাহার একাংশ 'ঝর্'ও একাংশ 'যম্'। অতএব যেখানেই 'যর্' এর দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে, সেখানেই, হয় 'ঝর্', নতুবা 'যম্', রহিয়াছে বলিয়া, সর্ব্বত্র লোপ করিতে থাকিবে। যদি এস্থলে, হয় "ঝরোঝরি সবর্ণে" সূত্রানুসারে, ঝর্ এর

(১) ¶ এরূপ চিহ্ন থাকিলে ভাষ্যস্থার পতঞ্জলিকৃত বা উদ্ধৃত শ্লোক জানিতে হইবে। উদ্ধৃত হওয়াই বিশেষ সম্ভব।

অথবা "হলো যমাং যমি লোপঃ" সূত্রানুসারে, যমের নিয়তই লোপ হয়; তবে "অচোরহাভ্যাং দ্বে" সূত্রানুসারে, 'যর্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের দ্বিত্ব অনাবশ্যক হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কিং তর্হি তয়োর্যোগয়োরুদাহরণং যদকৃতে দ্বির্ব্বচনে ত্রিব্যঞ্জনঃ সংযোগঃ। প্রত্তং অবত্তং আদিত্যঃ। ইদেদানীং কর্ত্তা হর্ত্তেতি দ্বির্ব্বচনসামর্থ্যাল্লোপো ন ভবতি। এবমিহাপি লোপো ন স্যাৎ কর্ষতি হর্ষতীতি। তস্মান্নিত্যোঽপি লোপেঽবশ্যং স প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। তদেতদত্যন্তসংদিগ্ধং বর্ত্ততে; আচার্য্যাণাং বিভাষানুবর্ত্ততে ন বেতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অচোরহাভ্যাং দ্বে" সূত্রানুসারে, যেখানেই 'যর্'এর দ্বিত্ব হয়, সেখানেই যদি 'হলো যমাং যমি লোপঃ" অথবা "ঝরো ঝরি সবর্ণে" সূত্রদ্বয়ানুসারে, 'যর্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের, লোপ না হইতে পারে, তবে এই যোগ (সূত্র) দ্বয়ের প্রয়োগের উদাহরণ কোথায় পাওয়া যাইবে? কেন, যেখানে "অচোরহাভ্যাং দ্বে" সূত্রানুসারে, দ্বিত্ব না হইয়াও তিনটী ব্যঞ্জন বর্ণের একত্র সংযোগ হইয়াছে, সেখানেই ইহার উদাহরণ মিলিবে। যেমন;— প্রত্তং, (১) অবত্তং, (২) আদিত্যঃ (৩)। এইরূপ করিলে 'কর্ত্তা' 'হর্ত্তা' প্রভৃতি, যে সকল স্থলে "অচোরহাভ্যাং" সূত্রানুসারে 'র' কারের (৪) পরে

---

(১) প্র+দা+ক্ত=প্রত্ত।

(২) অব+দা+ক্ত=অবত্ত। অচ উপসর্গাত্তঃ।৭।৪।৪৭। অজন্ত উপসর্গের পরস্থিত দা ধাতুর ঘু-সংজ্ঞক অচের স্থানে তকার হয়, ককার ইৎবিশিষ্ট, তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে। এই নিয়মানুসারে প্রত্তং, অবত্তং প্রয়োগ সিদ্ধ হইল। ক্ত প্রত্যয়ে অন্যরূপ প্রয়োগও হয়, যথা,—"অবদত্তং বিদত্তং চ প্রদত্তং চাদিকর্ম্মণি। সুদত্তমনুদত্তং চ নিদত্তমিতি চেষ্যতে॥"

(৩) অদিতি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া আদিত্য, এবং তদুত্তর "আদিত্যো দেবতা অস্য" এইরূপে দেবতার্থে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া,"হলো যমাং যমি লোপঃ," সূত্রানুসারে, পর 'য'কারের লোপ করিয়া 'আদিত্য' হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত 'প্রত্তং' ইত্যাদি স্থলেও, প্র-দা ধাতুর আকার স্থানে 'ত'কার হইলে, 'দ'কার স্থানে ('খরিচ'।) 'তকার' করিলে এবং ক্ত প্রত্যয়ের 'ত'কার মিলিত হইলে, এক 'ত'কার লোপ হইয়া 'প্রত্তং' হইবে।

(৪) সংস্কৃতে 'রকার' এরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ, তথাপি বাঙ্গালা ভাষার স্পষ্ট প্রতীতির জন্য, তাহা অনেক স্থানে প্রয়োগ করা হইল।

দ্বিত্ব হইয়াছে, সে সকল স্থলে দ্বিত্ববিধানবলেই 'ঝর্' এর লোপ হইবে না। আবার 'কর্ষতি' 'হর্ষতি' প্রভৃতি স্থলেও দ্বিত্ববিধানবলেই, (কর্ত্তব্য হইলেও) লোপ হইবে না। সুতরাং "ঝরোঝরি" সূত্রানুসারে, 'ঝর্'এর লোপ নিত্য হইলেও, 'শরোচি' সূত্রানুসারে, 'কর্ষতি', 'হর্ষতি' প্রয়োগ সিদ্ধ হওয়ার জন্য 'শর্'এর দ্বিত্ব নিষেধ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। আর সেইজন্যই আচার্য্যগণের অত্যন্ত সন্দেহ হইয়া থাকে যে,—'ঝরোঝরি সবর্ণে' সূত্রে, বিভাষার (বিকল্পের) অনুবৃত্তি আসে কি না॥

সূত্রম্।—লণ্॥ ৬॥

ভাষ্যমূলম্।—অয়ং ণকারো দ্বিরনুবধ্যতে। পূর্ব্বশ্চৈব পরশ্চ। তত্রাণ্-গ্রহণেষিণ্গ্রহণেষু চ সন্দেহো ভবতি। পূর্ব্বেণ বা স্যুঃ পরেণ বেতি।

ভাষ্যানুবাদঃ—এই যে 'ণ' কার, ইহাকে দুইবার অনুবন্ধ (লোপ) বিশিষ্ট করা হইয়াছে। একবার পূর্ব্বে ('অ ই উ ণ্' সূত্রে), আবার পরে (লণ্ সূত্রে)। এইস্থলে, 'অণ্' প্রত্যাহার ও 'ইণ্' প্রত্যাহার গ্রহণে সন্দেহ হয় যে, পূর্ব্বের 'ণ'কারের সহিতই প্রত্যাহার হইবে, কিংবা পরের ('লণ্' সূত্রের) 'ণ'কারের সহিতই প্রত্যাহার হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কতমস্মিংস্তাবদণ্ গ্রহণে সন্দেহঃ ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোণ ইতি। অসন্দিগ্ধং পূর্ব্বেণ ন পরেণ। কুত এতৎ?—পরাভাবাৎ। ন হি ঢ্রলোপে পরেণ সন্তি।

ভাষ্যানুবাদ—'অণ্' প্রত্যাহার গ্রহণে, সর্ব্বশুদ্ধ কত যায়গায় সন্দেহ?

প্রথমতঃ, এইত একসূত্রে সন্দেহ হইতেছে যে, "ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোণঃ" ৬। ৩। ১১১। (১)। এখানে 'অণ্' বলিতে কোন্ 'ণ' কারের গ্রহণ হইবে?

এখানে যে পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিতই 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে, পরের 'ণ' কারের সহিত যে গ্রহণ হইবে না, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

কেন এরূপ হইবে?

পরের 'ণ' কারের অভাব প্রযুক্তই এরূপ হইবে। কারণ 'ঢ'কার বা 'রেফ্' লোপ হইলে পরে, পরের 'ণ'কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহারান্তর্গত কোন বর্ণই থাকে না। অর্থাৎ 'অ ই উ ণ্' এর 'অণ্' ভিন্ন তাহার অতিরিক্ত কোন

(১) ঢকার এবং রেফকে লোপ করায় যে, এমন বর্ণ, অর্থাৎ ঢকার এবং রেফ পরে থাকিলে, পূর্ব্বস্থিত যে 'অণ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, তাহার দীর্ঘ হয়।

প্রয়োগ পাওয়া যায় না, যাহার জন্য পর 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার করিবার জন্য, এখানে প্রয়োজন হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ননু চায়মস্তি। আতৃঢ আবৃঢ ইতি। এবং তর্হি সামর্থ্যাৎ পূর্ব্বেণ ন পরেণ। যদি পরেণ স্যাদণ্‌গ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘো চ ইত্যেব ব্রূয়াৎ। অথবৈতদপি ন ব্রূয়াৎ। অচো হেতদ্ ভবতি হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ—যদি বল যে, কেন, পূর্ব্ব 'ণ'কার ভিন্নও ত 'ঢ'কার লোপাত্মক শব্দ আছে, যাহা পরের 'ণ' কারের সহিত প্রত্যাহার করিলে, তদন্তর্গত হইয়া থাকে। যেমন 'আতৃঢ' 'আবৃঢ' (১) ইত্যাদি।

যদি এরূপই হয়, তবে সমর্থতা হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে যে,—"পূর্ব্বের 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে, পরের 'ণ' কারের সহিত নহে।" কারণ, যদি এ স্থলে, পরের 'ণ' কারের সহিতই 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে, তবে 'অণ্' এত অধিক বর্ণ লইয়া প্রত্যাহার গ্রহণই ত অনর্থক হইবে। যে হেতু 'ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোচ,' এইরূপ 'অচ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

অথবা ইহা (ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘো চঃ) ও বলিতে হইবে না। কারণ, তাহারাই 'অচ্', যাহারা হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, যেহেতু ব্যঞ্জনের দীর্ঘ নাই, সেই হেতুই, 'ঢ'কার বা 'র'কার লোপ হইলে, যদি কাহারও দীর্ঘ হয়, তবে 'অচ্' এরই হইবে। সুতরাং 'অচ্' এর গ্রহণ না করিলেও 'দীর্ঘ' এই উক্তির বলেই অচ্ এর গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অস্মিংস্তর্হ্যণ্‌গ্রহণে সন্দেহঃ কে ণ ইতি। অসংদিগ্ধং পূর্ব্বেণ

(১) তৃহ্ হিংসায়াম্, বৃহ্ উদ্যমনে, ধাতুঃ। আ—তৃহ্+ক্ত=আতৃঢ়। আ—বৃহ্+ক্ত=আবৃঢ়। 'উ'কার ইৎ। 'উপদেশেঽজনুনাসিকইৎ।' সূত্র "হোঢ়ঃ।৮।২।৩১।" পদের অন্তস্থিত হকার, এবং 'ঝল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে আছে, এমন যে হকার, তাহার স্থানে 'ঢ'কার হয়। এখানে, এই সূত্রানুসারে, 'তৃহ্' ধাতুর 'হ'কার স্থানে 'ঢ'কার হইল। পরে 'ক্ত' প্রত্যয়ের 'ত'কার যোগ হইয়া, 'ষ্টুনাষ্টুঃ'।৮।৪।৪১। সূত্রানুসারে 'ত'কার স্থানে 'ঢ' কার করিলে পর 'ঢ'কারকে নিমিত্ত করিয়া পূর্ব্ব 'ঢ'কারের লোপ করা হইল। এক্ষণে এই 'আতৃঢ়' শব্দের 'ঋকার' পর 'ণ' কারের অন্তর্গত হইলে, সন্দেহ হইতে পারে যে, ঋকারের দীর্ঘ হইবে কি না।

ন পরেণ। কুত এতৎ। পরাভাবাৎ। নহি কে পরে ণঃ সন্তি। নমু চায়মস্তি গোকা নৌকেতি। এবং তর্হি সামর্থ্যাৎ পূর্ব্বেণ ন পরেণ। যদি হি পরেণ স্যাদণ্‌গ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। কেহ চ ইত্যেব ব্রূয়াৎ। অথবৈতদপি ন ব্রূয়াৎ। অচোহ্যেতল্লবতি,হ্রস্বোদীর্ঘঃ প্লুত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদিও পূর্ব্বোক্ত স্থলে, পূর্ব্বোপায়ে পরিহার হইতে পারে বটে, তাহা হইলেও 'কেহণঃ' ৭। ৪। ১৩। (ককারাদি বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে 'অণ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের হ্রস্ব হয়) এই সূত্রে, পূর্ব্ব ণ-কারের সহিতই 'অণ্' সংজ্ঞা হইবে, কিম্বা পর ণ-কারের সঙ্গেই 'অণ্' সংজ্ঞা হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে ?

পূর্ব্ব 'ণ' কারের সঙ্গেই যে 'অণ্' প্রত্যাহার হইবে, পরের 'ণ' কারের সঙ্গে যে হইবে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, যদি পরের 'ণ' কারের সহিতই 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইত, তবে 'কেহণঃ' সূত্রে, 'অণ্' গ্রহণ অনর্থক হইত। 'কেহচঃ' এইরূপ সূত্র (পাণিনি কর্তৃক) উক্ত হইত।

অথবা এইরূপ (কেহচঃ) ও বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, 'অচ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ স্বভাবতঃই এইরূপ হইয়া থাকে যে, তাহারা হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়। সুতরাং (ব্যঞ্জনের হ্রস্ব দীর্ঘাদি সংজ্ঞা হয় না বলিয়া,) যদি কাহারও হ্রস্ব হয়, তবে অচেরই হইবে। অতএব 'কেহচঃ' এইস্থলে, অচের গ্রহণ না করিলেও হ্রস্ববিধানবলেই, 'অচ্'এর গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অস্মিংস্তর্হ্যণ্‌গ্রহণে সন্দেহঃ। অণোহপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিক ইতি। অসন্দিগ্ধং পূর্ব্বেণ ন পরেণ ইতি। কুত এতৎ। পরাভাবাৎ। নহি পদান্তাঃ পরেহণঃ সন্তি। নমু চায়মস্তি কর্তৃকর্তৃ। এবং তর্হি সামর্থ্যাৎ পূর্ব্বেণ ন পরেণ। যদি হি পরেণ স্যাদণ্‌গ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। অচোহপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিক ইত্যেব ব্রূয়াৎ। অথবৈতদপি ন ব্রূয়াৎ। অচ এবহি প্রগৃহ্যা ভবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ—তবে 'অণোপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিকঃ।' ৮। ৪। ৫৭। (প্রগৃহ্য-(১) সংজ্ঞক ভিন্ন, অন্য 'অণ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, অবসানে হইলে, সেই অণের বিকল্পে অনুনাসিক উচ্চারণ হয়), এই সূত্রে 'অণ্' গ্রহণে সন্দেহ হইবে যে, পূর্ব্বের 'ণ কারের সহিতই প্রত্যাহার হইবে অথবা পরের 'ণ' কারের সহিত ?

এই স্থলেও, পূর্ব্বের 'ণ' কারের সহিতই যে, 'অণ্' প্রত্যাহার হইবে, পরের 'ণ' কারের সহিত যে, 'অণ্' হইবে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ কেন হইবে ?

পরের 'ণ' কারের অভাব প্রযুক্তই এইরূপ হইবে। কারণ, পদান্তে বর্ত্তমান্ এমন কোন শব্দই নাই, যাহার পরের 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার হইবে।

যদি বল যে, কেন, এই যে 'কর্ত্তৃ' 'হর্ত্তৃ' প্রভৃতি শব্দ, ইহাদের অন্তেস্থিত যে ঋকার, ইহারা ত পূর্ব্ব অণের অন্তর্গত হয় নাই ; সুতরাং এখানে ত সন্দেহ হইতে পারে ?

তবে, এইরূপ হইলে, সমর্থতা হেতুই পূর্ব্ব 'ণ' কারের সহিত প্রত্যাহার হইবে, পরের 'ণ' কারের সহিত হইবে না। কারণ, যদি এস্থলে পরের 'ণ' কারের সহিতই প্রত্যাহার হইত, তবে অণ্ গ্রহণ ত অনর্থকই হইত। সূত্রে, "অচোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিকঃ" এইরূপই বলা হইত। অথবা তাহাও বলা হইত না। যে হেতু প্রগৃহ্যসংজ্ঞাও 'অচ্' এরই হইয়া থাকে। অতএব অপ্রগৃহ্য (১) বলাতেও অচ্ এরই গ্রহণ হইবে, ব্যঞ্জনের নহে।

ভাষ্যমূলম্।—অস্মিংস্তর্হ্যণ্ গ্রহণে সন্দেহঃ। উরণ্ রপর ইতি। অসন্দিগ্ধং পূর্ব্বেণ ন পরেণ। কুত এতৎ। পরাভাবাৎ। ন হ্যঃ স্থানে পরে ণঃ সন্তি।

ভাষ্যানুবাদঃ—তবে "উঃণ্ রপরঃ।" ১। ১। ৫১। ঋস্থানে 'অণ্'-প্রত্যাহারান্তর্গত যদি কোন বর্ণ আদেশ হয়, তবে তাহা রকার-পর-বিশিষ্ট হইয়া আদেশ হইয়া থাকে) এই সূত্রে অণ্ গ্রহণে সন্দেহ হইবে ?

এখানেও যে পূর্ব্ব ণকারের সহিতই প্রত্যাহার হইবে, পরের ণকারের সহিত হইবে না, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কেন এইরূপ হইবে ?

পরের অভাব বশতঃই হইবে। কারণ, রেফের স্থানে আদিষ্ট হইতে পারে, এমন কোনও শব্দ প্রয়োগ নাই, যাহার জন্য পরের 'ণ' কারের সহিত 'অণ্ প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

---

(১) দীর্ঘ ঈকার দীর্ঘ ঊকার এবং একারান্ত যে, দ্বিবচননিষ্পন্ন শব্দ তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। সুতরাং দীর্ঘ ঈকারান্ত প্রভৃতি নহে, এমন শব্দের, অপ্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইলে হ্রস্ব বা প্লুতকেই বুঝাইবে। হ্রস্ব বা প্লুত সংজ্ঞাও 'অচ্' এরই হইয়া থাকে ; অতএব 'অচ্' এর গ্রহণ না করিলেও সমর্থতা প্রযুক্তই অচের গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—নমু চায়মস্তি কর্ত্র্থং হর্ত্র্থমিতি। কিঞ্চ স্যাৎ। যদ্যত্র রপরত্বং স্যাদ্দ্বয়োরেফয়োঃ শ্রবণং প্রসজ্যেত। হলো যমাং যমিলোপ ইত্যেব-মেকস্যাত্র লোপো ভবিষ্যতীতি। বিভাষা সলোপঃ। বিভাষাশ্রবণং প্রস-জ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ—যদি বল যে, 'কর্ত্র্থং' 'হর্ত্র্থং' এই সকল প্রয়োগ ত রহিয়াছে?

থাকিলই বা, এখানে ফল কি হইবে?

যদি এখানে র-পর-বিশিষ্ট হয়, তবে, দুই রেফের স্পষ্ট শ্রবণ হইবে (১)।

হইলই বা দুই রেফ্, 'হলো যমাং যমি লোপঃ।' ৮।৪।৬৪। (২) এই সূত্রানুসারে, এক রেফের এখানে লোপ হইয়া যাইবে;

তাহাতেই বা ফল কি হইবে, লোপও ত বিকল্পে হইয়া থাকে। কাজেই বিকল্পে হওয়াতে, এক পক্ষে লোপ হইলেও অপর পক্ষেও ত বিকল্পের (দুই রেফের) স্পষ্ট শ্রবণ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অয়ংতর্হি নিত্যো লোপঃ রোরীতি। পদান্তস্যেত্যেব সঃ। ন শক্যঃ স পদান্তস্যেত্যেবং বিজ্ঞাতুম্। ইহ হি লোপো ন স্যাৎ। জর্গৃধে-র্লঙ্ অজর্ঘাঃ। পাস্পর্ধেঃ অপাস্পাঃ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত লোপ বিকল্পে হইলেও "রোরি। ৮। ৩। ১৪ (রেফের পরে রেফ থাকিলে পূর্ব্ব রেফের লোপ হয়)" এই সূত্রানুসারে, তবে নিত্যই লোপ করিব?

তাহা হইবে না; কারণ, 'রোরি' সূত্র পদান্ত বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু 'কর্ত্র্থং'এর রেফ ত পদান্তবিষয়ক নহে।

'রোরি' সূত্র যে পদান্ত বিষয়েই হয়, ইহা তুমি কিছুতেই বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইতে পার না। কারণ, তাহা হইলে এই যে—যঙ্লুগন্ত 'গৃধ' ধাতুর লঙ্ এর 'সিপ্' বিভক্তিতে অজর্ঘাঃ এবং যঙ্লুগন্ত স্পর্ধ ধাতুর লঙ্ এর সিপ্

(১) 'কর্তৃ+অর্থম্', এইস্থলে,'ইকো যণচি' সূত্রানুসারে,'ঋ'স্থানে 'র' হইলে, 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রানুসারে, সেই 'রেফ্' 'র'পর হইয়া হইবে। সুতরাং কর্তৃ+অর্থম্=কর্ত্র্র্থম্' এইরূপ দুইরেফের শ্রবণ প্রসঙ্গ হইবে।

(২) 'হল্' প্রত্যাহারের পরস্থিত, 'যম্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের লোপ হয়, 'যম্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে।

বিভক্তিতে 'অপাম্পাঃ' প্রয়োগ হইয়াছে, এই সকল স্থলে তবে রেফের (১) লোপ হইত না। 'অজর্ঘাঃ' 'অপাম্পাঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইতনা।

ভাষ্যমূলম্।—ইহ তর্হি মাতৄণাং পিতৄণামিতি রপরত্বং প্রসজ্যেত। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নাত্র রপরত্বং ভবতীতি যদয়ং ঋত ইদ্ধাতোরিতি ধাতুগ্রহণং করোতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। ধাতুগ্রহণস্যৈতৎ প্রয়োজনম্। ইহ মাভূৎ। মাতৄণাং পিতৄণামিতি। যদি চাত্র রপরত্বং স্যাদ্ধাতুগ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। রপরত্বে হলন্ত্যত্বাদিত্বং ন ভবিষ্যতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাত্র রপরত্বং ভবতীতি ততো ধাতুগ্রহণং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ—যদি এইরূপ হয়, তবে মাতৄণাং পিতৄণাং (২) প্রভৃতি স্থলেও ত রপরবিশিষ্ট শব্দ প্রতীতি হইবে?

---

(১) গৃধেনলোপে লত্তি চেরিলোপে হলুঙাদিলোপে রপরে গুণে চ। ভষ্‌ভাবজশ্‌ত্বে চ রুবেফলোপে ঢ্রলোপদীর্ঘে চ ভবেদজর্ঘাঃ ॥

এই প্রক্রিয়া অতিশয় গৌরব বলিয়া, এই স্থানের উপযোগী অংশমাত্র লিখিত হইতেছে। যথা;—'গৃধ্' ধাতুর যঙ্‌লুগন্ত দ্বিত্বাদি হইবার পর 'সিপ্' প্রত্যয়ের কার্য্য উপস্থিত হইলে 'দশ্চ। ৮। ২। ৭৫।' (ধাতুর 'দ'কার যদি পদান্তে স্থিত হয়, তবে সেই 'দ'কার স্থানে রু হয়, সিপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, বিকল্পে) এই সূত্রানুসারে ধ স্থানে যে দকার হইয়াছে, সেই দকারের র হইতে "ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোণঃ।" এই সূত্রানুসারে অকার দীর্ঘ হইয়া অজর্ঘাঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

(২) 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রে পূর্ব্বোক্ত 'কর্ত্রর্থং', 'হত্রর্থং' ইত্যাদি প্রয়োগে দোষ না ঘটিলেও মাতৃ এবং পিতৃশব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে আদিষ্ট 'নাম্' পরে থাকাতে যেখানে "নামি। ৬। ৪। ৩। (নাম্ পরে থাকিলে অজন্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়)" সূত্রানুসারে ঋকারের দীর্ঘ হইয়া "মাতৄনাম" এবং "পিতৄণাম্" প্রয়োগ হইয়াছে; সেখানে ঋ স্থানে দীর্ঘ ৠ আদেশ হওয়াতে ৠর্ অর্থাৎ মাতৄর্ণাম্ এইরূপ প্রয়োগ হইবে। কারণ, "উরণ্ রপরঃ" সূত্রের অণ্ প্রত্যাহার যদি পরের ণকারের সহিত হয়, তবে মাতৃ শব্দের হ্রস্ব ঋ স্থানে আদিষ্ট যে দীর্ঘ ৠকার, তাহাও অণ্-প্রত্যাহারান্তর্গত হইবে। সুতরাং উরণ্ রপরঃ সূত্রানুসারেই দীর্ঘ ৠকার যে আদেশ হইবে, তাহা রপরবিশিষ্ট মাতৄর্ হইয়া হইবে। অতএব যাহাতে মাতৄর্ণাম্ প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ না হয়, সেই জন্যও পূর্ব্ব ণকারের সহিত অণ্ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে ৠকার পূর্ব্ব অণ্ এর মধ্যেও পড়িবে না; সুতরাং কোন সন্দেহও হইবে না।

'মাতৄণাম্' প্রভৃতি প্রয়োগ যে, 'র'পর বিশিষ্ট হইবে না, তাহা, আচার্য্যের (পাণিনির) প্রবৃত্তিই (সূত্রারম্ভের প্রবর্ত্তন) জ্ঞাপন করিবে। কারণ, যে হেতু তিনি "ৠত ইদ্ধাতোঃ। ৭।১।১০০। (ৠকারান্তবিশিষ্ট ধাতুর অঙ্গের ইকার হয়), সূত্রে, ধাতুগ্রহণ করিয়াছেন।

'ধাতু' শব্দের গ্রহণ, 'র'পর নিষেধের জ্ঞাপক কি প্রকারে হইল?

'ৠত ইদ্ধাতোঃ' এই সূত্রে 'ধাতু' শব্দ গ্রহণের ইহাই একমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় যে, যাহাতে কেবল 'ধাতু' ৠকারান্তবিশিষ্ট হইলেই তাহার ইকার হয়, কিন্তু (আদিষ্ট) 'মাতৄ' এবং 'পিতৄ' ইহারা ধাতু না হইয়া, শব্দ হওয়াতে, 'মাতৄণাম্' 'পিতৄণাম্' ইত্যাদি প্রয়োগ, যাহাতে 'র'পর না হয়। কারণ, 'মাতৄ' প্রভৃতি শব্দ যদি 'র'পর বিশিষ্টই হইত, তবে, "ৠত ইদ্ধাতোঃ" সূত্রে 'ধাতু'-গ্রহণ অনর্থক হইত। যে হেতু 'মাতৄ' শব্দ, 'র'পরবিশিষ্ট হইলে, ('মাতৄর্' হইলে রেফ অন্তে বলিয়া) ৠকার, অন্ত্য বর্ণ না হওয়াতেই ত আর 'ই'ত্ব হইবেনা। আচার্য্য দেখিয়াছেন যে, ('মাতৄ'শব্দ) এই স্থলে, 'র'পরত্ব হয় না, সেই জন্যই ধাতু গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্যমূলম্। ইহাপি তর্হীত্বং ন প্রাপ্নোতি। চিকীর্ষতি জিহীর্ষতীতি। মাভূদেবম্। উপধায়াশ্চেত্যেবং ভবিষ্যতি। ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি মাতৄণাং পিতৄণামিতি। তস্মাত্তত্র ধাতুগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। এবং তর্হি সামর্থ্যাৎ পূর্ব্বেণ ন পরেণ। যদি পরেণ স্যাদণ্গ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। উরণ্রপর ইত্যেব ব্রূয়াৎ।

ভাষ্যানুবাদ—'চিকীর্ষতি' 'জিহীর্ষতি' ইত্যাদি স্থলেও তবে ঈত্ব প্রাপ্তি হইবে না? (১)

এই স্থলে,এই প্রকারে ঈত্ব প্রাপ্তি নাই বা হইল; "উপধায়াশ্চ।৭।১।১০১। (ধাতুর উপধাতে বর্ত্তমান্ যে ৠকার, তাহার স্থানে ঈকার হয়)" এই সূত্রানুসারে, 'কৄ'ধাতুর পরে, রেফ্ থাকিলেও, উপধাভূত ৠকারের ইত্ব হয় বলিয়া এই স্থলে ইত্ব প্রাপ্তি হইবে। সুতরাং 'চিকীর্ষতি' ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে। (২)

(১) অজ্ঝনগমাংসনি। ৬। ৪। ১৬। (অজন্ত ধাতুসমূহের, হন্ ধাতুর এবং 'অচ্' এর স্থানে গম্ অর্থাৎ 'ইন্' ধাতুস্থানে গম্ আদেশ হইয়াছে এমন যে ধাতু, তাহার হ্রস্ব স্থানে দীর্ঘ হয়, ঝল্ আদি সন্ পরে থাকিলে)।

(২)'ডুকৃঞ্' করণে, ধাতু, সন্নন্ত 'লট্'এর তিপ্ এ 'চিকীর্ষতি'প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

যদি উপধাভূত ঋকারেরও হ্রস্ব প্রাপ্ত হয়, তবে 'মাতৃ' এবং 'পিতৃ', শব্দের ঋকার, দীর্ঘ হইবার কালীন 'র'পরাবশিষ্ট হইয়া হইলেও ত ইহা প্রাপ্ত হইবে? সেই হেতুই সেখানে (ঋত ইদ্ধাতোঃ সূত্রে) 'ধাতু' শব্দ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই 'মাতৃণাম্, 'পিতৃণাম্' শব্দ ধাতু না হওয়াতে, হ্রস্ব প্রাপ্ত হইবেনা।

এই প্রকারে তবে সমর্থতা প্রযুক্তই পূর্ব্ব ণ'কারের সহিত 'অণ্ প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে; কিন্তু পরের 'ণ' কারের সহিত গ্রহণ হইবে না। কারণ, যদি পরের ণ কারের গ্রহণ হইত, তবে অণ্ প্রত্যাহারের গ্রহণই অনর্থক হইত। উরণ্রপরঃ এরূপ সূত্র বলা হইত। অর্থাৎ 'ঋস্থানে কোন আদেশ হইতে, যখন তাহা, অচ্ প্রত্যাহারের অন্তর্গতই হইবে, তখন সন্দেহনিবারক অথচ নিকটবর্ত্তী 'চ কারের সহিত অচ্ প্রত্যাহারকে অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী পরস্থিত অণ্ প্রত্যাহারের গ্রহণ অনাবশ্যক বলিয়া কখনও তাহা গৃহীত হইত না।

ভাষ্যমূল।—অস্মিংস্তর্হি ণ্ গ্রহণে সন্দেহঃ। অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয় ইতি। অসন্দিগ্ধং পরেণ ন পূর্ব্বেণ ইতি। কুতএতৎ। সবর্ণেহণ্ গ্রহণং তপরংত্বাঋৎ। *।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূর্ব্ব 'ণ' কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার গ্রহণ সিদ্ধ হইলেও, তবে "অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ। ১। ১। ৬৯। (১) এই সূত্রে, সন্দেহ হইবে?

এই স্থলে পরের 'ণ' কারের সহিতই যে 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহা কি প্রকারে হইবে?

বার্ত্তিকানুবাদ।—সূত্রকার পাণিনি, সবর্ণ সংজ্ঞাতে পরের 'ণ'কারেরই সহিত 'অণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু, তিনি 'উঋৎ' সূত্র, 'ত'পর বিশিষ্ট করিয়াছেন। *।

ভাষ্যমূল। যদয়মুঋদিত্যৃকারে তপরকরণং করোতি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ পরেণ ন পূর্ব্বেণেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু এই "উঋৎ"।৭।৪।৭। (উপধাভূত ঋবর্ণ অর্থাৎ হ্রস্ব ঋ, দীর্ঘ ৠ এবং প্লুত ঋ৩ স্থানে, ঋৎ অর্থাৎ কেবলমাত্র হ্রস্ব ঋ হয়, বিকল্পে,

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

ঢঙ্ পরে আছে এমন ণান্ত বিষয় হইলে) সূত্রে, 'ঋ'কার গ্রহণ করিতে, তপর অর্থাৎ 'ঋৎ' এইরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতেই আচার্য্য (পাণিনি) ইহা জানাইয়াছেন যে, "অণুদিৎ * * *" সূত্রে, সবর্ণ সংজ্ঞাগ্রহণে, পরের 'ণ' কারের সহিতই 'অণ্' প্রত্যাহার হইবে ; পূর্ব্বের 'ণ'কারের সহিত হইবে না। কারণ, যদি পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত 'অণ্' প্রত্যাহার হইত, তবে 'ঋ'বর্ণ তাহার মধ্যে পতিত হইত না ; সুতরাং 'ঋ'কারের সবর্ণ সংজ্ঞাও হইত না, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত তিন প্রকারের ঋকারেরও গ্রহণ হইত না। 'উরৃৎ' সূত্রে, 'ত'পরবিশিষ্ট না করিয়া কেবল ঋকারান্ত অর্থাৎ 'উঋ' এইরূপ সূত্র করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইত।

ভাষ্যমূল।—ইণ্গ্রহণেষু র্হি সন্দেহঃ অসন্দিগ্ধং পরেণ ন পূর্ব্বেণ। কুত এতৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে 'ইণ্' প্রত্যাহার সমূহ গ্রহণে সন্দেহ হইবে ?

এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, পরের 'ণ'কারের সহিতই 'ইণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে ; কিন্তু পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত হইবে না।

ইহা কিরূপে হইবে ?

শ্লোকাংশমূল।—য়্বোরন্যত্র পরেণেণ্ স্যাৎ।

শ্লোকাংশানুবাদ।—'য়্বোঃ' অর্থাৎ যেখানে (পাণিনি) 'ই'কার এবং 'উ'-কারের গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্যত্র, পরের 'ণ'কারের সহিতই 'ইণ্' প্রত্যাহারের গ্রহণ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যত্রেচ্ছতি পূর্ব্বেণ সংমৃদ্য গ্রহণং তত্র করোতি য়্বোরিতি। তচ্চ গুরু ভবতি। কথং কৃত্বাজ্ঞাপকম্। তত্র বিভক্তিনির্দ্দেশে সংমৃদ্য গ্রহণেঽর্দ্ধচতস্রো মাত্রাঃ। প্রত্যাহারগ্রহণে পুনস্তিস্রোমাত্রাঃ। সোঽয়মেবং লঘীয়সা ন্যাসেন সিদ্ধে সতি যদ্গরীয়াংসং যত্নমারভতে তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ পরেণ ন পূর্ব্বেণেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যেখানেই আচার্য্য, পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত সংমর্দ্দন করিয়া 'ইণ' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেখানেই 'য়্বোঃ' (১) এই রূপ পাঠ করিয়াছেন। তাহা ('য়্বোঃ' এইরূপ পাঠ, 'ইণ্' এইরূপ পাঠ অপেক্ষা) গুরুও হইয়া থাকে।

ইহা ('য়্বোঃ' এইরূপ গুরু অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্রাবিশিষ্ট পাঠ) কিরূপে, পর 'ণ'কারের সহিত 'ইণ্' প্রত্যাহার গ্রহণের জ্ঞাপক হইল ?

সেই স্থলে ('ই'কার 'উ'কার স্থলে), বিভক্তি নির্দ্দেশ করিলে ('য়োঃ' এই রূপ ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বিবচনের রূপ গ্রহণ করিলে) 'ই'কার 'উ'কার সংমর্দ্দন করিয়া গ্রহণ করাতে অর্দ্ধ কম চারি মাত্রা অর্থাৎ সাড়ে তিন মাত্রা হইবে।

আর পক্ষান্তরে প্রত্যাহার (ইণ্) গ্রহণে, তিন ('ইণঃ'এর ইকারে এক মাত্রা, 'ণ'কারে অর্দ্ধ, 'অ'কারে এক এবং বিসর্গে অর্দ্ধ মাত্রা, এই সমুদায়ে তিন মাত্রা) হইবে। সুতরাং উহা, এইরূপ লঘুতর প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও যে, গুরুতর যত্ন আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আচার্য্য ইহাই জানাইতেছেন যে, 'ইন্' গ্রহণ পরের 'ণ'কারের সহিতই হইবে, পূর্ব্ব 'ণ'কারের সহিত নহে।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনর্ণোঃসত্ত্বাবিবায়ং 'ণ'কারো দ্বিরনুবধ্যতে। এতজ্‌ জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ভবত্যেষা পরিভাষা ব্যাখ্যানতোবিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহা-দলক্ষণমিতি। অণুদিৎসবর্ণং পরিহায় পূর্ব্বেণাণ্ গ্রহণং পরেণেণ্ গ্রহণমিতি ব্যখ্যাস্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—পুনঃ বক্তব্য এই যে, অন্য দুইটী অসমান বর্ণ কি উৎসন্নের ন্যায় হইয়াছিল যে, এই 'ণ'কারটাকেই কেবল দুইবার অনুবন্ধ (লোপ)-বিশিষ্ট করা হইয়াছে ?

আচার্য্য পাণিনি এইটী জানাইতেছেন যে, "ব্যাখ্যান দ্বারা কোন সূত্রের বা বিষয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি (ব্যুৎপত্তি) হইয়া থাকে ; সন্দেহ হইলেই যে অলক্ষণ হইবে, তাহা নহে," (১) এইরূপ পরিভাষা হইবে। অতএব আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা করিব যে, "অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ" এই সূত্রের 'অণ্' ভিন্ন যাবতীয় 'অণ্' প্রত্যাহার, পূর্ব্বের 'ণ'কারের সহিত গ্রহণ হইবে, আর যাবতীয় 'ইণ' প্রত্যাহার, পরের 'ণ'কারের সহিতই হইবে।

সূত্রমূলম্।—ঞ ম ঙ ণ ন ম্। ৭। ঝ ভ ঞ্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যমূল।—কিমর্থমিমৌ মুখনাসিকাবচনাবুভাবনুবধ্যেতে। ন ঞকার এবানুবধ্যেত।

---

(১) পূর্ব্বে অন্যান্য দেব ঋষিকৃত ব্যাকরণে যাহা প্রসিদ্ধ ছিল, এবং পাণিনি যাহা জ্ঞাপক নিয়ম দ্বারা সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভাষ্যকার পতঞ্জলি, স্বকীয় মহাভাষ্যে সুন্দর সুস্পষ্ট সুশৃঙ্খলরূপে, পরিভাষাকারে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহারই প্রথম পরিভাষা এই যে,—"ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্।" এই পরিভাষা নাগেশভট্ট, তদীয় পরিভাষেন্দুশেখরে, বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষ্যানুবাদ।—এই পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রে, এত (‘ম্’ এবং ‘ঞ্’) দুইটী মুখ-নাসিকাবচন (অনুনাসিক বর্ণ), অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হইয়াছে; কেনইবা কেবল-মাত্র পরসূত্রস্থ (ঝ ভ ঞ্) ঞকারটীই অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হয় নাই?

ভাষ্যমূল।—যানি মকারেণ প্রত্যাহারগ্রহণানি হলো যমাং যমি লোপ ইতি। সন্তু ঞকারেণ। হলো যঞাং যঞি লোপ ইতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারপরয়োরপি ঝকারভকারয়োর্লোপঃ প্রসজ্যেত। ন ঝকারভকারৌ ঝকারভকারপরৌস্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি একমাত্র পরের ‘ঞ’ই অনুবন্ধবিশিষ্ট করা হয়, তবে ‘ম’কারের সহিত, “হলো যমাং যমি লোপঃ”(১) প্রভৃতি সূত্রে, যে সকল প্রত্যাহার করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

কেন, হউক না সেখানেও ‘ঞ’কারের সহিতই প্রত্যাহার; “হলো যঞাং যঞি লোপঃ” এইরূপই সূত্র হইবে?

এইরূপ হইতে পারে না। (তাহা হইলে) ঝকার ভকার পরে থাকিলেও ঝকার ভকারের (অসঙ্গত রূপ) লোপ প্রসঙ্গ হইবে?

তাহাও হইবে না; যেহেতু, ঝকার এবং ভকার, ঝকার এবং ভকারান্ত শব্দের পরে কুত্রাপি নাই। সুতরাং কেবলমাত্র ‘ঞ’কে অনুবন্ধ করিলে, এ স্থলে কোন দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূল। কথং পুমঃ খয্যম্পর ইতি। এতদপ্যস্তু ঞকারেণ পুমঃ খয্যঞ্পর ইতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারপরেহপি খয়ি রুঃ প্রসজ্যেত। ন ঝকারভকারপরঃ খয়স্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—“পুমঃ খয্যম্পরে” ।৮।৩।৬। (অম্ পরে আছে এমন খয়্ পরে থাকিলে, পুম্ শব্দের স্থানে রু হয় অর্থাৎ ‘ম’কার স্থানে রু হয়) এই সূত্রে, ‘অম্’ প্রত্যাহার কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

ইহাও ঞকারেরই সহিত প্রত্যাহার হউক, “পুমঃ খয্যঞ্পরে” এইরূপ সূত্র হইবে।

এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ‘ঝ’কার এবং ‘ভ’কার পরে আছে, এমন ‘খয়্’ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলেও (অসঙ্গত রূপে) ‘রু’ প্রাপ্তির প্রসঙ্গ হইবে।

---

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

হইলই বা তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ 'ঝ'কার কিম্বা 'ভ'কার পরে আছে, এমন 'খয়্' প্রত্যাহারান্তর্গত কোন বর্ণ নাই। সুতরাং এ স্থলে 'রু'র প্রসঙ্গ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যমূল।—কথং ঙমোহ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যমিতি। এতদপ্যস্তু ঞকারেণ ঙঞো হ্রস্বাদচি ঙঞুণ্নিত্যমিতি। নৈবং শক্যম্। ঝকারভকারয়োরপি হি পদান্তয়োর্ঝকারভকারাবাগমৌ স্যাতাম্। ন ঝকারভকারৌ পদান্তৌ স্তঃ। এবমপি পঞ্চাগমাস্ত্রয় আগমিনো বৈষম্যাৎ সংখ্যাতানুদেশো ন প্রাপ্নোতি। সন্তু তাবদ্যেষামাগমানামাগমিনঃ সন্তি। ঝকারভকারৌ পদান্তৌ ন স্ত ইতি কৃত্বা আগমাবপি ন ভবিষ্যতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি 'ম্'কার অনুবন্ধ না করা যায়, তবে "ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্।৮।৩।৩২।"(হ্রস্বের পরে যে 'ঙম্', সেই 'ঙম্' অন্তে আছে এমন যে পদ, তাহার পরস্থিত অচের, নিত্য 'ঙমুট্' আগম হয়, যথা,—সুগণ্ণীশঃ) সূত্রে, 'ঙম্'এর গ্রহণ কিরূপে হইবে?

কেন; এখানেও পরবর্ত্তী 'ঞ'কারের সহিতই প্রত্যাহার হইবে। আর 'ঙঞো হ্রস্বাদচি ঙঞুণ্নিত্যম্' এইরূপ সূত্র হইবে।

এরূপ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে পদান্তস্থিত ঝকার এবং ভকার আগম হইতে থাকিবে।

তাহা হইবে না; কারণ পদের অন্তে ঝকার কিম্বা ভকার, কুত্রাপি নাই।

এইরূপ করিলেও পাঁচটী বর্ণের আগম হইবে, (ঙ, ণ, ন, ঝ, ভ), আর আগমী হইবে তিনটী (ঙ, ণ, ন,); সুতরাং সমান বর্ণ না হওয়াতে, বৈষম্য হেতু, "যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্।১।৩।১০। (১) সূত্রানুসারে, সমানসংখ্যক (আগমাদি) আদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেনা?

হউক না কেন সেইরূপ; যে সকল আগমবিশিষ্ট বর্ণের আগমী বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাদিগেরই আগম প্রাপ্ত হইবে। ঝকার এবং ভকার পদান্ত-বিশিষ্ট নাই, এই কারণই ঝকার এবং ভকারের আগমও হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অথ কিমিদমক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরং বিদ্যাৎ। ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরম্। অশ্নোতের্বা সরোঽক্ষরম্। অশ্নোতে-

(১) সমানসম্বন্ধীয় যে বিধি, তাহা যথাসংখ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ যে যে বর্ণ স্থানে যে যে বর্ণ আদেশ হইবে, তাহাদের উভয় পক্ষের সম্বন্ধই যদি সমান হয়, তবে সমানসংখ্যক আদেশ বা আগমাদিবিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বা পুনরয়মৌণাদিকঃ সরন্ প্রত্যয়ঃ। বর্ণং বাহুঃ পূর্ব্ব সূত্রে ॥ অথবা পূর্ব্ব-সূত্রে বর্ণস্যাক্ষরমিতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর এই বিচার্য্য হইতেছে যে, যে সকল অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে বা হইবে, সেই অক্ষর কাহাকে বলে ?

যাহার ক্ষর অর্থাৎ বিনাশ নাই, তাহাকে 'অক্ষর' বলিয়া জানিবে ॥।

যাহা ক্ষয় হয়না অথবা ক্ষরণ (ভ্রষ্ট) হয়না, তাহাকে 'অক্ষর' বলে।

অথবা অশ্ (ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ, স্বাদিগণীয়) ধাতুর উত্তর সরন্ প্রত্যয় করিয়া 'অক্ষর' হইয়াছে।

অথবা পক্ষান্তরে অশ্ধাতুর ব্যাপ্তি অর্থে ঔণাদিক সরন প্রত্যয় করিয়া, অশ্নুতে অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় সর্ব্বত্র যাহা, তাহাই 'অক্ষর'।

কিংবা পূর্ব্ব সূত্রে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাকরণে বর্ণকে অক্ষর বলা হইয়াছে।

অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব (ব্যাকরণস্থিত) সূত্রে, বর্ণেরই অক্ষর সংজ্ঞা করা হইয়াছে। (এখানে তাহাও স্বীকৃত হইতেছে)।

ভাষ্যমূল।—কিমর্থমুপদিশ্যতে ॥

অথ কিমর্থমুপদেশঃ ক্রিয়তে। বর্ণজ্ঞানং বাগ্বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে। তদর্থমিষ্টবুদ্ধ্যর্থং লঘ্বর্থঞ্চোপদিশ্যতে ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কিজন্য উপদেশ করা হইয়াছে ?

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, অক্ষরসমূহ, বৈয়াকরণগণ কর্তৃক, কেন ব্যাকরণে উপদেশ করা হইয়াছে ?

বর্ণ অর্থাৎ অক্ষরসমূহের জ্ঞান দ্বারাই সেই অক্ষরসমূহ মিলিত হইয়া যে বাক্য হইয়া থাকে, সেই বাক্যের এবং বাক্যের বিষয়সমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে ; অর্থাৎ বাক্যের বিষয় স্বরূপ শাস্ত্রের জ্ঞান হয় ; যে বাক্যে (পদে), ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তজ্জন্য অর্থাৎ শাস্ত্র জ্ঞানের জন্য, ইষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ অভীপ্সিত পদ পদার্থ জ্ঞান হওয়ার জন্য এবং লঘু উপায়ে, অর্থ বোধ হইবার জন্য, বর্ণসমূহের উপদেশ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূল। সোঽয়মক্ষরসমাম্নায়ো বাক্সমাম্নায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্র-তারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ। সর্ব্ববেদপুণ্যফলাবাপ্তিশ্চাস্য জ্ঞানে ভবতি। মাতাপিতরৌ চাস্য স্বর্গে লোকে মহীয়েতে ॥

ইতি শ্রীমদ্ ভগবৎ পতঞ্জলিবিরচিতে ব্যাকরণমহাভাষ্যে প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে দ্বিতীয়মাহ্নিকম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে অক্ষরের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, সেই যে এই অক্ষরসমাম্নায় এবং বাক্‌সমাম্নায়, তাহা ব্যাকরণ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করাতে, পুষ্পিত অর্থাৎ পুষ্প যেমন শোভা সুগন্ধি দ্বারা লোকের নিকট মনোহর হয়, সেইরূপ মনোহর। ফলিত অর্থাৎ পুষ্প যেমন পরিণামে শোভা সুগন্ধি পরিত্যাগ করিয়া জীব-ভোগ-পুষ্টিকর-ফলাকার ধারণ করে, সেইরূপ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রদ্বারা শব্দের তাৎপর্য্য জ্ঞান হইলে, আর পদলালিত্যের দিকে দৃষ্টি না থাকিয়া চরমলক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং বিমল ব্রহ্মানন্দ ভোগ হইতে থাকে। চন্দ্রতারকাদিবৎ প্রতিমণ্ডিত অর্থাৎ চন্দ্র এবং তারকাসমূহ যেমন অনাদি কাল হইতে প্রতিকল্পেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, বাক্‌ব্যবহারও সেইরূপ অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। আর সেই বর্ণসমূহেই বেদমন্ত্রসমূহ রচিয়াছে বলিয়া, সেই বর্ণসমূহকেই 'বেদরাশি' জানিতে হইবে।

যে হেতু বর্ণসমূহের সমষ্টিই বেদ, সেই হেতু সর্ব্ববেদ অধ্যয়নজনিত পুণ্যফলও কেবলমাত্র এই বর্ণের জ্ঞানেই হইয়া থাকে। আর উহার (বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির) মাতা পিতাও স্বর্গলোকে পূজিত হন ॥

শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতব্যাকরণমহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের
প্রথম পাদের দ্বিতীয় আহ্নিক সম্পূর্ণ।

বৃদ্ধিরাদৈচ্ ॥ ১ ॥

বৃদ্ধিঃ। ১। আৎ। ১। ঐচ্। ১।

সূত্রানুবাদ।—আৎ অর্থাৎ আকার এবং ঐচ্ অর্থাৎ ঐকার, ঔকারের, বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয় ॥ ১ ॥

ভাষ্যমূল।—কুত্বং কস্মান্ন ভবতি। চোঃ কুঃ পদস্যেতি। ভত্বাৎ। কথং ভসংজ্ঞা। অয়স্ময়াদীনি ছন্দসীতি। ছন্দসীত্যুচ্যতে। ন চেদং ছন্দঃ। ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি। যদি ভসংজ্ঞা বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণ ইতি জশ্‌ত্বমপি ন প্রাপ্নোতি। উভয়সংজ্ঞান্যপি ছন্দাংসি দৃশ্যন্তে। তদ্যথা। স সুষ্টুভা স ঋকতা গণেন। পদত্বাৎ কুত্বম্। ভত্বাৎ জশ্‌ত্বং ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এই সূত্রের অন্তবর্ণ 'চ' কারের স্থানে, কুত্ব (কবর্গ) অর্থাৎ 'ক'কার কিংবা 'গ'কার কেন হয় না? চোঃ কুঃ। ৮। ২

৩০। (চবর্গস্থানে কবর্গ হয়, ঝল্ পরে থাকিলে কিংবা পদান্তে বর্তমান থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'আদৈচ্' এর 'চ' কার ত পদের অন্তস্থিতই হইয়াছে?

এই স্থলে, 'চ' কারের ভসংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া, পদসংজ্ঞার অভাব প্রযুক্তই 'ক'বর্গ হইবেনা।

কি প্রকারে 'চ' কারের 'ভ' সংজ্ঞা হইল? (১)

অয়স্ময়াদীনি ছন্দসি। ১। ৪। ২০। (অয়স্ময়াদিগণপঠিত শব্দ, বেদে ভসংজ্ঞা হইয়া থাকে।) এই সূত্রানুসারে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের 'চ'কারও 'ভ'-সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়াছে।

তাহা কিরূপে হইল? কারণ, 'অয়স্ময়াদীনি' সূত্রে ত 'ছন্দসি' অর্থাৎ বেদে 'ভ' সংজ্ঞা হয়, এই কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহা ত বেদ নহে?

সূত্রসমূহও ছন্দ অর্থাৎ বেদের ন্যায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদে যে সমস্ত পদ প্রয়োগ হইয়া থাকে, সূত্রসমূহেও সেই সমস্ত পদ প্রাপ্ত হয়, এবং এইজন্যই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বেদের ন্যায়, 'ভ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল বলিয়া ক-বর্গ হইল না।

যদি 'ভ' সংজ্ঞাই হইল, তবে 'বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ' এই দুই সূত্র, যেখানে একত্রীকৃত করিয়া পাঠ করা হইয়াছে, সেখানেও 'চ' কার স্থানে জকার হইবেনা (১), কারণ, ঝলের স্থানে জশ্ও পদান্ত হইলেই হয়। যেহেতু 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের চকার পদান্ত হয় নাই, 'ভ' সংজ্ঞা হওয়াতে, সেই হেতুই জশ্ত্বও প্রাপ্তি হইবেনা; সুতরাং 'চ' স্থানে 'জ'ও হইবে না।

কেন হইবেনা? যেহেতু, ছন্দসমূহ উভয় (পদ ও ভ) সংজ্ঞাবিশিষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, ছন্দে এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় যে, "স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন" এই মন্ত্রে 'ঋচ্' শব্দের 'চ'কার, পদত্ব মানিয়া "চোঃ কুঃ" সূত্রানুসারে, 'ক'কার হইয়াছে; কিন্তু সেই 'ক'কার, পুনঃ 'ভত্ব' মানিয়া 'জশ্ত্ব' (গকার) হয় নাই। সেইরূপ এই (বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ) স্থানেও পদত্ব মানিয়া 'জশ্ত্ব' (চকার স্থানে জকার) হইয়াছে; কিন্তু 'ভত্ব' মানিয়া 'চ'বর্গ স্থলে 'ক'বর্গ (চ স্থানে ক) হইবে না।

---

(১) ঝলাং জশোঽন্তে। ৮। ২। ৩৯। পদান্তে বর্তমান যে 'ঝল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, তাহার স্থানে 'জশ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ হয়। যেমন,— বাক্+ঈশঃ=বাগীশঃ, সেইরূপ, আদৈচ্+অদেঙ্=আদৈজদেঙ্।

ভাষ্যমূল।—কিংপুনরিদং তদ্ভাবিতগ্রহণং বৃদ্ধিরিত্যেবং যে আকারৈ-কারৌকারা ভাব্যন্তে তেষাং গ্রহণমাহোস্বিদাদৈজ্‌মাত্রস্য। কিং চাতঃ। যদি তদ্ভাবিতগ্রহণং শালীয়ো মালীয় ইতি বৃদ্ধলক্ষণশ্ছো ন প্রাপ্নোতি। আম্রময়ং শালময়ম্। বৃদ্ধলক্ষণো ময়ণ্‌ন প্রাপ্নোতি। আম্রগুপ্তায়নিঃ শালগুপ্তায়নিঃ। বৃদ্ধলক্ষণঃ ফিঞ্‌ ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ। পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে,"বৃদ্ধিরাদৈচ্‌" সূত্রে, তদ্ভাবিত অর্থাৎ বৃদ্ধি করিবার পরে সেই বৃদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন যে বর্ণসমূহ, তাহাদেরই 'বৃদ্ধি' শব্দে গ্রহণ হইবে, অর্থাৎ অকার কিংবা ইকার উকারাদি স্থলে, বৃদ্ধি হইয়া যে সকল আকার ঐকার ঔকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরই গ্রহণ হইবে অথবা আৎ ঐচ্‌ (আকার ঐকার ঔকার) মাত্রেরই গ্রহণ হইবে ?

ইহা হইতে অর্থাৎ এইরূপে বিচার দ্বারা ফল কি ?

ফল এই যে, যদি তদ্ভাবিত অর্থাৎ হ্রস্বাদিস্থানে বৃদ্ধি হইয়া উৎপন্ন বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ হয়, তবে শালীয় মালীয় প্রভৃতিস্থলে শালা এবং মালা শব্দের উত্তর আদি 'শ'কার এবং 'ম'কার স্থিত 'অচ্‌' অর্থাৎ আকারকে বৃদ্ধি মানিয়া (১) "বৃদ্ধাচ্ছঃ।" ৪।২।১১৪। (বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের উত্তর ছ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে 'ছ' প্রত্যয় হইবেনা; সুতরাং শালীয় মালীয় প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবেনা।

আম্রময় শালময় প্রভৃতি শব্দে, বৃদ্ধসংজ্ঞাবিশিষ্ট আম্র এবং শাল শব্দের উত্তর "নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ।" ৪।৩।১৪৪। (বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের এবং শরাদিগণীয় শব্দের উত্তর নিত্য 'ময়ট্‌'প্রত্যয় হয়) এইসূত্রানুসারে 'ময়ট্‌' প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে না , সুতরাং আম্রময় শালময় প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

তৃতীয়দোষ এই হইবে যে,'আম্রগুপ্তায়নিঃ','শালগুপ্তায়নিঃ'প্রভৃতি স্থলে বৃদ্ধ-লক্ষণীভূত আম্রগুপ্ত এবং শালগুপ্তশব্দের উত্তর"উদীচাংবৃদ্ধাদগোত্রাৎ।৪।১।১৫৩। (গোত্রসংজ্ঞকভিন্ন বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দের উত্তর, উত্তরদেশীয় ঋষিগণের মতে ফিঞ্‌ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে ফিঞ্‌প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে না; সুতরাং আম্র-গুপ্তায়নি শালগুপ্তায়নি প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—অথাদৈজ্‌মাত্রস্য গ্রহণম্। সর্ব্বোভাসঃ সর্ব্বভাস ইত্যাত্তর-

(১) বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্‌বৃদ্ধম্। ১।১।৭৩। যে সকল শব্দের সমুদায় অচ্‌এর মধ্যে আদি অচ্‌ বৃদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের বৃদ্ধ সংজ্ঞা হয়।

পদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চেত্যেষ বিধিঃ প্রাপ্নোতি। ইহ তাবতী ভার্য্যা যস্য তাবদ্ভার্য্যঃ যাবদ্ভার্য্যঃ। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর (পূর্ব্বপক্ষে দোষ দেখিয়া) যদি আৎ এবং ঐচ্ অর্থাৎ আকার ও ঐকার ঔকার মাত্রেরই গ্রহণ করা হয় (বৃদ্ধিশব্দে গ্রহণ করা হয়)?

এইরূপ করিলে 'সর্ব্ব যে ভাস=সর্ব্বভাস' এইস্থলে সর্ব্ব শব্দের সহিত উত্তরপদবৃদ্ধিলক্ষণসম্পন্ন 'ভাস' শব্দের "উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চ" ৬।২।১০৫। (উত্তরপদবৃদ্ধিবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বশব্দ এবং দিক্ শব্দের অন্ত্য অচ্ উদাত্তস্বরবিশিষ্ট হয়) এইসূত্রানুসারে সর্ব্ব শব্দের অন্ত্য অকার উদাত্তস্বরবিশিষ্ট হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা বিধেয় নহে।

আর তাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার, সে তাবদ্ভার্য্য (যাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার সে) যাবদ্ভার্য্য ইত্যাদি স্থলে তদ্ এবং যদ্ শব্দের উত্তর 'বতুপ্' প্রত্যয় (১) করিলে এবং সেই 'বতুপ্'কে নিমিত্ত করিয়া তদ্ এবং যদ্ শব্দের অকারের বৃদ্ধি করিয়া (২) তাবৎ এবং যাবৎ শব্দ হইলে এবং তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে তাবতী ও যাবতী শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিলে অবশ্য প্রাপ্তব্য তাবদ্ভার্য্য যাবদ্ভার্য্য ইত্যাদি রূপ পুংবদ্ভাব; তাহার বাধক "বৃদ্ধি-নিমিত্তস্য চ তদ্ধিতস্যারক্তবিকারে।" ৬।৩।৩৯। (বৃদ্ধির নিমিত্ত যে অরক্তবিকার-স্থিত তদ্ধিত, তাহার অন্তস্থিত স্ত্রীলিঙ্গবাচকশব্দ পুংবদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গের ন্যায় চিহ্নবিশিষ্ট হয় না) এই সূত্রানুসারে পুংবদ্ভাবের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি আদৈজ্মাত্রস্য গ্রহণম্। ননু চোক্তং সর্ব্বো ভাসঃ সর্ব্বভাস ইত্যুত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বঞ্চেত্যেষ বিধিঃ প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে উত্তরপদস্য বৃদ্ধিরুত্তরপদবৃদ্ধিরিতি। কথং তর্হি। উত্তর-পদস্যেত্যেবং প্রকৃত্য যা বৃদ্ধিস্তদ্বত্যুত্তরপদে ইত্যেবমেতদ্বিজ্ঞায়তে। অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। তদ্ভাবিতগ্রহণে সত্যপীহ প্রসজ্যেত। সর্ব্বঃ কারকঃ সর্ব্বকারক ইতি।

---

(১) যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্।৫।২।৩৯। যদ্, তদ্ এবং এতদ্ শব্দের উত্তর পরিমাণ অর্থে বতুপ্ প্রত্যয় হয়।

(২) আসর্ব্বনাম্নঃ।৬।৩।৯১। সর্ব্বনাম শব্দের আকারান্ত আদেশ হয়, দৃক্, দৃশ্ এবং বতুপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে।

ভাষ্যানুবাদ।—যখন উভয় পক্ষেই দোষ দেখা গেল, তখন একপক্ষ অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। হউক্ তবে আকার, ঐকার এবং ঔকার মাত্রেরই গ্রহণ। যদি বল যে, তাহা হইলে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, 'সর্ব্বো ভাসঃ' অর্থাৎ সর্ব্ব যে ভাস=সেই 'সর্ব্বভাস' এই স্থলে, উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বং চ (১) এইসূত্রানুসারে যে বিধি হইয়া থাকে (উদাত্তরূপ বিধি), তাহা প্রাপ্ত হইবে।

এই দোষ হইবে না। কারণ এই কথা জানিবে না যে,—উত্তর পদের যে বৃদ্ধি=উত্তরপদবৃদ্ধি, তাহাতে, উত্তরপদবৃদ্ধিতে; এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে।

তবে কি প্রকারে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে?

এইরূপ সমাসবাক্য করিব যে;—উত্তরপদের প্রকরণে যে বৃদ্ধি, তদ্বিশিষ্ট উত্তরপদে; এপ্রকার জানিতে হইবে। অর্থাৎ উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্বং চ ৬।২।১০৫। এইসূত্রের এক্ষণে যথার্থরূপে এই ব্যাখ্যা হইবে যে;—'উত্তর পদের,' এই অধিকার করিয়া যে বৃদ্ধি বিহিত হইবে, তদ্বিশিষ্ট (বৃদ্ধিবিশিষ্ট) উত্তরপদ পরে থাকিলে 'সর্ব্ব' শব্দ এবং 'দিক্' শব্দের অন্তস্থিত স্বরবর্ণ উদাত্ত হয় কিন্তু 'সর্ব্বভাস' সমাসবিধায়ক শব্দটী উত্তরপদের প্রকরণে বিহিত হইয়া সমাস হয় নাই বলিয়াই উদাত্তও হইবে না।

আর এইরূপ করিয়া সূত্রের ব্যাখ্যা যে কল্পনা করা হইল, তাহাও নহে। এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা অবশ্যই জানিতে হইবে। কারণ 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের বৃদ্ধি শব্দ যদি যাবতীয় আ এবং ঐ ঔর গ্রহণ না করিয়া তদ্ভাবিতেরও গ্রহণ হয়, তাহা হইলেও এইরূপ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গই আসিবে। যেহেতু এইরূপ করিলেই সর্ব্ব যে কারক=সর্ব্বকারক (২) এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

---

(১) ইহার এক প্রকার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; বিশেষ ব্যাখ্যা পরে করা যাইতেছে।

(২) কৃ ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ প্রত্যয় করিয়া "অচো ঞ্ণিতি।৭।২।১১৫। (ঞিৎ প্রত্যয় এবং ণিৎ অর্থাৎ ঞকার ও ণকার ইৎবিশিষ্টপ্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত অর্থাৎ স্বরবর্ণান্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রানুসারে 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ের ণকার ইৎপ্রযুক্ত কৃধাতুর ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া কারক হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্ব শব্দের সহিত বৃদ্ধিলক্ষণসম্পন্ন 'কারক' শব্দের সমাসে যথোচিত স্বর যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পারে, এইজন্য সর্ব্বাবস্থায়ই 'উত্তরপদবৃদ্ধৌ সর্ব্বঞ্চ' এইসূত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—যদপুচ্যতে। ইহ তাবতী ভার্য্যা যস্য তাবদ্ভার্য্যঃ যাবদ্ভার্য্য ইতি। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে। বৃদ্ধের্নিমিত্তং বৃদ্ধিনিমিত্তং বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি। কিং তর্হি। বৃদ্ধের্নিমিত্তং যস্মিন্ সোঽয়ং বৃদ্ধিনিমিত্তঃ। বৃদ্ধিনিমিত্তস্যেতি। কিঞ্চ বৃদ্ধের্নিমিত্তম্। যোঽসৌ ককারো ঞকারো ণকারো বা।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এইযে—তাবতী হইয়াছে ভার্য্যা যার, সে তাবদ্ভার্য্য; এইরূপ যাবদ্ভার্য্য প্রভৃতি বাক্য; এইসকল স্থলে "বৃদ্ধিনিমিত্তস্য চ তদ্ধিতস্যারক্তবিকারে। ৬।৩।৩৯। (১) এইসূত্রানুসারে পুংবদ্ভাবের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে; সে দোষ কিরূপে নিবারিত হইবে?

ইহা কখনও দোষ নহে। কারণ এইসূত্রের দ্বারা ইহা কখনও জানান হয় নাই যে—বৃদ্ধির যে নিমিত্ত, সে বৃদ্ধিনিমিত্ত; তাহার, বৃদ্ধিনিমিত্তের।

তবে কি?

বৃদ্ধির নিমিত্ত আছে যাহাতে, সেই এইস্থলে বৃদ্ধিনিমিত্ত; তাহার, বৃদ্ধিনিমিত্তের।

সেই বৃদ্ধির নিমিত্ত কি?

এইযে ককার, ঞকার অথবা ণকার, ইহারাই বৃদ্ধির নিমিত্ত। (২)

ভাষ্যমূল।—অথবা যঃ কৃৎস্নায়া বৃদ্ধের্নিমিত্তম্। কশ্চ কৃৎস্নায়া বৃদ্ধের্নিমিত্তম্। যস্ত্রয়াণামাকারৈকারৌকারাণাম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যে সকল বর্ণ যাবতীয় বৃদ্ধির নিমিত্ত, সেই বৃদ্ধিনিমিত্ত।

কৃৎস্ন অর্থাৎ যাবতীয় স্থলেই বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়, সে কোন কোন বর্ণ?

সেই বর্ণ এই যে, আকার ঐকার এবং ঔকার; এই তিন বর্ণেরই বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়।

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাধিকারঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে ইহা যে সংজ্ঞাবোধক সূত্র তাহা উপলব্ধি হওয়ার জন্য 'সংজ্ঞা' এই শব্দের অধিকার করা কর্ত্তব্য।*

(১) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে সামান্যতঃ হইয়াছে; বিশেষরূপে পরে বলা হইতেছে।

(২) ককার ইৎ ঞকার ইৎ এবং ণকার ইৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়।

ভাষ্যমূল।—অথ সংজ্ঞেত্যেবং প্রকৃত্য বৃদ্ধ্যাদয়ঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ। কিং প্রয়োজনম্। সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থঃ। বৃদ্ধ্যাদীনাং শব্দানাং সংজ্ঞেত্যেষ সংপ্রত্যয়ো যথা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর বক্তব্য এই যে, 'সংজ্ঞা' এই শব্দটি প্রকরণ (১) করিয়া 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের বৃদ্ধ্যাদি শব্দ, পাঠ করা কর্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি শব্দ যে সংজ্ঞাবোধক, তাহা উপলব্ধি হইবার জন্য। অর্থাৎ বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি শব্দ যে সংজ্ঞাবোধক, তাহার উপলব্ধি যাহাতে হইতে পারে, এইজন্য 'সংজ্ঞা' এই শব্দ, অধিকারবোধক করিয়া পাঠ করা কর্তব্য।

বার্ত্তিকমূল।—ইতরথা হ্যসংপ্রত্যয়ো যথা লোকে। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ইতরথা অর্থাৎ 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার অকরণে, যেমন লোকমধ্যে কাহারও সংজ্ঞা (নাম) না করিলে, কিছুই বুঝা যায় না, সেইরূপ এই স্থলেও 'বৃদ্ধি' একটী যে 'সংজ্ঞা', তাহা বুঝা যাইবে না। *।

ভাষ্যমূল।—অক্রিয়মাণে হি সংজ্ঞাধিকারে বৃদ্ধ্যাদীনাং সংজ্ঞেত্যেষ সংপ্রত্যয়ো ন স্যাৎ। ইদমিদানীং বহুসূত্রমনর্থকং স্যাৎ। অনর্থকমিত্যাহ। কথম্। যথালোকে। লোকে হ্যর্থবন্তি চানর্থকানি চ বাক্যানি দৃশ্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার না করিলে, বৃদ্ধি, গুণ প্রভৃতি যে সংজ্ঞাবোধক শব্দ, তাহা উপলব্ধি হইবেনা। আর বৃদ্ধি, গুণাদি শব্দ যদি সংজ্ঞাবোধকই না হয়, তবে বহু বহু সূত্র অনর্থক হইবে।

অনেক সূত্র অনর্থক হইবে, এই কথা বলিতেছ? কেন তাহা হইবে?

যেমন লোকে হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন লোকমধ্যে অর্থবিশিষ্ট এবং অনর্থক উভয় প্রকার বাক্যেরই ব্যবহার দেখা যায়।

ভাষ্যমূল।—অর্থবন্তি তাবৎ দেবদত্ত গামভ্যাজ শুক্লাং দণ্ডেন দেবদত্ত গামভ্যাজ কৃষ্ণামিতি।

অনর্থকানি। দশ দাড়িমানি ষড়পূপাঃ কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ অধরোরুকমেতৎকুমার্য্যাঃ স্ফৈজ্যকৃতস্য পিতা প্রতিশীন ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অর্থবিশিষ্ট বাক্যের দৃষ্টান্ত, যথা;—"দেবদত্ত শুক্ল বর্ণের

(১) প্রকরণ=অধিকার অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' এই শব্দটী বৃদ্ধিসংজ্ঞাবোধক যত সূত্র আছে, সেই সকল স্থানে ইহার অনুবৃত্তি (অধিকার) হওয়া কর্ত্তব্য।

গোতাড়ন করিতেছেন দণ্ডদ্বারা; দেবদত্ত কৃষ্ণা গোতাড়ন করিতেছেন দণ্ড-দ্বারা;" এই সকল বাক্যের অর্থ রহিয়াছে বলিয়া ইহারা অর্থবান্।

অর্থহীন বাক্যের দৃষ্টান্ত, যথা;—"দশটী দাড়িম্ব ছয়খান পিষ্টক কুণ্ড অজাজিককে তুষপিণ্ড ইহাই কুমারীর পায়জামা স্ফৈয্যকৃত নামক ব্যক্তির পিতা প্রতিশীন নামক ব্যক্তি;" এই বাক্যে কোনও শব্দের সহিত কোনও শব্দের সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহারা অনর্থক বাক্য।

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞ্যসন্দেহশ্চ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, কোন্‌টী সংজ্ঞা এবং কোন্‌টী সংজ্ঞী, যাহাতে এই সন্দেহ না হয়, এরূপ কিছু বলা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ক্রিয়মাণেঽপি সংজ্ঞাধিকারে সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরসন্দেহো বক্তব্যঃ। কুতোহ্যেতৎ। বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞা আদৈচঃ সংজ্ঞিন ইতি। ন পুনরাদৈচঃ সংজ্ঞা বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞীতি। যত্তাবদুচ্যতে সংজ্ঞাধিকারঃ কর্ত্তব্যঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থ ইতি। ন কর্ত্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার করিলেও সংজ্ঞাতে এবং সংজ্ঞীতে সন্দেহ না হয়, এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন এইরূপ বলিতে হইবে?

যাহাতে সূত্রস্থিত বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবাচক এবং আদৈচ্ (আ, ঐ, ঔ) বর্ণসমূহ সংজ্ঞী, এইরূপই বোধ হয়; কিন্তু তদ্বিপরীত 'আদৈচ্', সংজ্ঞাবাচক এবং 'বৃদ্ধি'শব্দ, সংজ্ঞিবাচক, এইরূপ প্রতীতি না হয়।

সংজ্ঞা সংজ্ঞী (১) অসন্দেহের জন্য বার্ত্তিকাদি কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। এমন কি, যাহা বলা হইয়াছে যে, সংজ্ঞার প্রতীতি হওয়ার জন্য, 'বৃদ্ধি-রাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' এই শব্দের অনুবৃত্তি করা কর্ত্তব্য; তাহাও কর্ত্তব্য নহে।

বার্ত্তিকমূল।—আচার্য্যাচারাৎ সংজ্ঞাসিদ্ধিঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যগণের আচার (ব্যবহার) দ্বারাই সংজ্ঞার সিদ্ধি হইবে। *

ভাষ্যমূল।—আচার্য্যাচারাৎ সংজ্ঞাসিদ্ধির্ভবিষ্যতি। কিমিদমাচার্য্যাচারা-দিতি। আচার্য্যাণামুপচারাৎ।

---

(১) সংজ্ঞা আছে যার, সে সংজ্ঞী।

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্যগণের আচার দ্বারাই সংজ্ঞাসিদ্ধি হইবে। এই আচার্য্যগণের আচারটী কি ?

পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্য্যগণের উপচার অর্থাৎ ব্যবহার দ্বারাই 'বৃদ্ধি' শব্দ যে সংজ্ঞাবাচক, তাহার উপলব্ধি হইবে।

বার্ত্তিকমূল।—যথা লৌকিকবৈদিকেষু। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যেমন, লৌকিক অথবা বৈদিক ব্যবহার দ্বারাই সংজ্ঞার বোধ হয়, তেমন এখানেও হইবে। *।

ভাষ্যমূল।—তদ্‌যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু। লোকে তাবন্মাতাপিতরৌ পুত্রস্য জাতস্য সংবৃতেঽবকাশে নাম কুর্ব্বাতে দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি। তয়োরুপচারাদন্যেঽপি জানন্তি ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। বেদেঽপি যাজ্ঞিকাঃ সংজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি স্ফ্যো যূপশ্চষাল ইতি। তত্রভবতামুপচারাদন্যেঽপি জানন্তি ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। এবং ইহাপি। ইহৈব তাবৎ কেচিদ্ব্যাচক্ষাণা আহুঃ। বৃদ্ধিশব্দঃ সংজ্ঞা আদৈচঃ সংজ্ঞিন ইতি। অপরে পুনঃ সিচি বৃদ্ধিরিত্যুক্ত্বা আকারৈকারৌকারানুদাহরন্তি তেন মন্যামহে যয়া প্রত্যয্যন্তে সা সংজ্ঞা যে প্রতীয়ন্তে তে সংজ্ঞিন ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবোধকই হইবে; যেমন লৌকিক এবং বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহে হইয়া থাকে।

তাহার দৃষ্টান্ত এই যে—যেমন লোকমধ্যে নবজাত পুত্রের নির্জ্জন স্থানে তাহার মাতা পিতা দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নামকরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের (ঐ পিতামাতার) ব্যবহার দেখিয়াই অন্যেও জানিতে পারে যে, এইটী (দেবদত্ত) ইহার (পুত্রের) সংজ্ঞা (নাম)। আবার বেদেও এইরূপ দেখা যায় যে, যাজ্ঞিকগণ (যজ্ঞকাণ্ডদ্রষ্টা ঋষিগণ) স্ফ্যো (১) যূপ (২) চষাল (৩) প্রভৃতি সংজ্ঞা করিয়া থাকেন; সেইস্থলে তাঁহাদিগের ব্যবহার দ্বারাই অন্যেও জানিতে পারে যে, এইটী (স্ফ্যো) ইহার সংজ্ঞা। সেইরূপ এইখানেও (বৃদ্ধিরাদৈচ্ সূত্রে) আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারাই জানিবে।

---

(১) যজ্ঞাগারে যে, কাষ্ঠনির্ম্মিত খড়্গাকার বস্তুবিশেষ থাকে, তাহাকে 'স্ফ্যো' কহে।

(২) যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের কাষ্ঠস্তম্ভের নাম 'যূপ'।

(৩) 'চষালো যূপকর্ণিকঃ' অর্থাৎ যূপকাষ্ঠের উপরিস্থিত কর্ণাকার স্থানবিশেষ।

আর এইস্থলেই কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে,—'বৃদ্ধি' শব্দ সংজ্ঞাবোধক এবং 'আদৈচ্' অর্থাৎ আকার, ঐকার, ঔকার, ইহারা সংজ্ঞিবোধক। কিন্তু অন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,—"সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু" (১) ।৭।২।১। এইসূত্রে, যে 'বৃদ্ধি'শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ যেখানেই দেখাইয়াছেন, সেখানেই, আকার ঐকার এবং ঔকারেরই দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন; সেই হেতুই আমরা মনে করিব যে, যদ্দ্বারা কোনও বিষয় প্রতীয়মান করান হয়, সে সংজ্ঞা এবং যাহারা প্রতীত হয়, তাহারা সংজ্ঞী।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে। ক্রিয়মাণেঽপি সংজ্ঞাধিকারে সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরসংদেহো বক্তব্য ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার করিলেও 'সংজ্ঞা' এবং 'সংজ্ঞী'র যাহাতে সন্দেহ না হয়, এরূপ করা কর্ত্তব্য?

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞ্যসন্দেহশ্চ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতেও কোন সন্দেহ নাই। *

ভাষ্যমূল।—সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোশ্চাসন্দেহঃ সিদ্ধঃ। কুতঃ। আচার্য্যাচারাদেব। উক্ত আচার্য্যাচারঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতে যে কোন সন্দেহ নাই, তাহা সিদ্ধই আছে; (তাহার জন্য কোনও সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার প্রয়োজন নাই)।

কিরূপে?

আচার্য্যের আচার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। আচার্য্যাচারের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।— অনাকৃতিঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যাহার আকৃতি নাই, তাহাকে সংজ্ঞা বলে। *

ভাষ্যমূল।—অথবাঽনাকৃতিঃ সংজ্ঞা আকৃতিমন্তঃ সংজ্ঞিনঃ। লোকেঽপি হ্যাকৃতিমতো মাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যাহার কোন আকৃতি নাই, তাহাকে সংজ্ঞা বলা হইবে এবং যাহারা আকৃতিবিশিষ্ট, তাহারা সংজ্ঞী হইবে। যেমন—লোকমধ্যেও আকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ডের দেবদত্ত (আকৃতিহীন) সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।

(১) 'ইক্' অন্তে আছে এমন যে অঙ্গ, তাহার বৃদ্ধি হয়, পরস্মৈপদান্থিত সিচ্ পরে থাকিলে।

বার্ত্তিকমূল।—লিঙ্গেন বা। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা সংজ্ঞাবোধক চিহ্নবিশেষের দ্বারা জানা যাইবে যে, এইটী সংজ্ঞা। *

ভাষ্যমূল।—অথবা কিঞ্চিল্লিঙ্গমাসজ্য বক্ষ্যামীত্থংলিঙ্গা সংজ্ঞেতি। বৃদ্ধি-শব্দে চ তল্লিঙ্গং করিষ্যতে নাদৈচ্ছব্দে। ইদং তাবদযুক্তং যদুচ্যতে আচার্য্যাচারাদিতি। কিমত্রাযুক্তম্। তমেবোপালভ্যাগমকং তে সূত্রমিতি তস্যৈব পুনঃ প্রমাণীকরণমিত্যেতদযুক্তম্। অপরিতুষ্যন খল্বপি ভবাননেন পরিহারেণানেনাকৃতির্লিঙ্গেনবেত্যাহ। তচ্চাপি বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা কিছু লিঙ্গ (চিহ্ন) সংলগ্ন করিয়া বলিব যে, এইরূপ চিহ্নসূচক সংজ্ঞা আর সেই চিহ্নটি 'বৃদ্ধি' শব্দে করা হইবে; কিন্তু আদৈচ্ শব্দে করা হইবে না। ('বৃদ্ধি' শব্দে, ক্'বৃদ্ধি', খ্'বৃদ্ধি' বা গ্'বৃদ্ধি' এইরূপ সংকেত করা যাইবে, সেই চিহ্নটী কালক্রমে লোপ হইয়াছে কিংবা ইচ্ছা করিয়া লোপ করা হইবে)।

পূর্ব্বে যে 'আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারা বৃদ্ধি-শব্দ সংজ্ঞাবোধক হইবে,' এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা ত অসঙ্গত হইবে?

এখানে কি অসঙ্গত?

অসঙ্গত এই যে, তাহাকে অর্থাৎ সূত্রকারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল যে, তোমার সূত্র অগমক (অবোধক) হইয়াছে; আবার তাহার অর্থাৎ বার্ত্তিককারাদির বাক্য, তাহাতে প্রমাণ করা হইল। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, এক জনের বাক্যে দোষ দেখিয়া সেই দোষ পরিহারের জন্য আর এক জনের বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না; সুতরাং সূত্রকারকে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'সংজ্ঞা' শব্দের অধিকার না করিলে, 'সংজ্ঞা'র বোধ হইবে না বলিয়া দোষ দিয়া, 'আচার্য্যাচারাৎ' অর্থাৎ বার্ত্তিককারাদি আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারাই 'সংজ্ঞা'র বোধ হইবে; এইরূপ প্রমাণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

আর বার্ত্তিককার, 'আচার্য্যাচারাৎ' এইরূপ বার্ত্তিক করিয়া ও সেই পরিহারের দ্বারা সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই 'অনাকৃতিঃ' 'লিঙ্গেন বা' এইরূপ বার্ত্তিক করিয়াছেন। অতএব 'আচার্য্যগণের ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে' এইরূপ বার্ত্তিক করিলেও 'লিঙ্গেন বা' (অথবা চিহ্নবিশেষের দ্বারা সংজ্ঞাবোধ হইবে) এইরূপ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—যদ্যপ্যেতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি ইৎসংজ্ঞা ন বক্তব্যা লোপশ্চ

ন বক্তব্যঃ। সংজ্ঞালিঙ্গমনুবন্ধেষু করিষ্যতে। ন চ সংজ্ঞায়া নিবৃত্তিরুচ্যতে। স্বভাবতঃ সংজ্ঞা সংজ্ঞিনং প্রত্যায্য স্বয়ং নিবর্ত্ততে। তেনানুবন্ধানামপি নিবৃত্তি-ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ। যদি এইরূপ বলিতেই হয়, অর্থাৎ 'চিহ্নবিশেষের দ্বারা বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞাবাচক,' এইরূপ অবশ্যই জানিতে হয়; তবে এইরূপ করিলে পরে, ইৎসংজ্ঞাও বলিতে হইবে না, লোপও বলিতে হইবেনা। কারণ, 'ইৎ'-সংজ্ঞাবিধায়ক যে সকল অনুবন্ধ বর্ণ, সে সকল বর্ণে, 'সংজ্ঞা' বোধক যে চিহ্ন, সেই চিহ্ন করা হইবে।

আবার সেই চিহ্নদ্বারা অনুবন্ধবর্ণসমূহে, 'সংজ্ঞা' আসিয়া উপস্থিত হইবে, অনুবন্ধবর্ণসমূহের লোপ হয় বলিয়া সেই সংজ্ঞারও নিবৃত্তি হয় (লোপ হয়) এইরূপ যে বলিতে হইবে, তাহাও নহে। কারণ, স্বভাবতঃই সংজ্ঞা শব্দ, তাহার সংজ্ঞীকে বোধন করাইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই হেতু অনু-বন্ধবর্ণসমূহেরও নিবৃত্তি হইবে।

বিশেষ বিবৃতি।—যেমন,—'অষ্টাভ্য ঔশ্' ।৭।১।২১। (অষ্টন্ শব্দের আকারান্ত করিবার পর, 'জস্' এবং 'শস' বিভক্তির স্থানে 'ঔশ'হয়) এই সূত্রে, 'ঔশ্', 'শ্'কার অনুবন্ধ করিবার প্রয়োজন এই যে, 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য'। ১।১।৫৫। (অনেক বর্ণ এবং 'শ্'কার ইৎবিশিষ্ট আদেশ হইলে, সকল বর্ণস্থানে ঐ আদেশ হয়), এই সূত্রানুসারে, 'জস্' এবং 'শস্'এর সমুদায় ('জ'ও 'স্' উভয়) বর্ণস্থানে 'ঔশ্' আদেশ হয়। এইস্থলে, 'শ্'কারের 'ইৎ' করিবার জন্য 'হলন্ত্যম্।' ১।৩।৩। (উপদেশকালে যে অন্ত হল্, তাহার ইৎ হয়) প্রভৃতি সূত্র, এবং 'তস্য লোপঃ'।১।৩।৯। (সেই 'ইৎ'এর লোপ হয়) ইত্যাদি লোপবিধায়ক সূত্র করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, 'বৃদ্ধি' শব্দে, 'সংজ্ঞা' বোধের জন্য যেমন 'ক' 'খ' বা কোনরূপ চিহ্ন করা হইবে; সেইরূপ 'ঔশ্'এর 'শ'কার প্রভৃতি অনুবন্ধবর্ণ স্থানেও 'ক্'শ', 'খ্'শ' বা অন্য কোন রূপ চিহ্ন করিব। তাহা হইলেই সেই চিহ্নদ্বারা 'শ'কার প্রভৃতি বর্ণ যে ইৎসংজ্ঞাবোধক তাহা জানা যাইবে। আর অনুবন্ধ বর্ণের লোপের জন্য যে সংজ্ঞালোপের (সংজ্ঞাবোধক চিহ্নের লোপের) কোনও সূত্র করিতে হইবে, তাহাও নহে। কারণ 'সংজ্ঞা' শব্দের স্বাভাবিক শক্তিই এই যে, সে সংজ্ঞীর বোধ জন্মাইয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূল।—সিদ্ধ্যত্যেবম্। অপাণিনীয়ং তু ভবতি। যথান্যাসমেবাস্ত।

নন্ন চোক্তং সংজ্ঞাধিকারঃ সংজ্ঞাসংপ্রত্যয়ার্থ ইতরথা হ্যসংপ্রত্যয়ো যথা লোক- ইতি। ন চ যথা লোকে তথা ব্যাকরণে। প্রমাণভূত আচার্য্যোদর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্‌মুখ উপবিশ্য মহতা প্রযত্নেন স্বত্রং প্রণয়তিস্ম তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা স্বত্রেণ।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু অপাণিনীয় ত হইবে অর্থাৎ পাণিনিবিরুদ্ধ ত হইবে?

তবে পাণিনি যেরূপ স্থত্র করিয়াছেন, সেইরূপই হউক! যদি বল যে, পূর্ব্বে যে দোষ উক্ত হইয়াছে,—"যেমন, লোকমধ্যে দেখা যায় যে, কোন বস্তুর কোনও সংজ্ঞা (নাম) না করিলে, লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না; সেইরূপ এখানেও যে, 'বৃদ্ধি' শব্দ কি জন্য করা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না; এই জন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' স্থত্রে, সংজ্ঞা শব্দের অধিকার (অনুবৃত্তি) করা কর্ত্তব্য"?

তাহা হইতে পারে না। কারণ, অপ্রামাণিক লোকগণ মধ্যে, যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ব্যাকরণে তাহা হওয়া কখনও সম্ভব নহে। যেহেতু, ব্যাকরণের আচার্য্য পাণিনি, কুশনির্ম্মিত পবিত্র (১) হস্তে ধারণ করিয়া, অতি পরিশুদ্ধ সময়ে, পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত প্রযত্নের সহিত স্থত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন; স্থতরাং তাহার একটী বর্ণও অনর্থক হইতে পারে না; এত বড় বড় স্থত্রের আর কথা কি?

ভাষ্যানুবাদ।—কিমতো যদশক্যম্। অতঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনাবেব। কুতোন্নু খল্বেতৎ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনাবেবেতি। ন পুনঃ সাধ্বনুশাসনেঽস্মিন্‌শাস্ত্রে সাধুত্বমনেন ক্রিয়তে। কৃতমনয়োঃ সাধুত্বম্। কথম্। বৃধিরস্মায়বিশেষেণোপদিষ্টঃ প্রকৃতিপাঠে তস্মাৎ ক্তিন্‌প্রত্যয়ঃ। আদৈচোপ্যক্ষরসমাম্নায়ে উপদিষ্টাঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা দ্বারা কি বোধ হইবে যে, যে জন্য একটী বর্ণও অনর্থক বলিতে সমর্থ হইব না?

ইহা দ্বারা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' স্থত্র দ্বারা) সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীরই বোধ হইবে। এঁ্যা; কেনই বা নিশ্চিতরূপে সংজ্ঞাসংজ্ঞীরই বোধক হইবে? "আর সাধু (পরিশুদ্ধ) শব্দের অনুশাসনের জন্য প্রণীত এই শাস্ত্রে, এই স্থত্র দ্বারা সাধুত্বই বিধান করিতেছেন," এই কথাই কেন বলা হয় না?

তাহা হইতে পারে না; কারণ, 'বৃদ্ধি' এবং 'আদৈচ্' এই শব্দদ্বয়ের সাধুত্ব পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ রহিয়াছে।

(১) তুই গাছ কুশদ্বারা নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়বিশেষের নাম 'পবিত্র'।

কিরূপে ?

বৃধি (বৃদ্ধি অর্থবাচক) ধাতু, ইহাকে প্রকৃতি (ধাতু) পাঠে, অবিশেষ রূপে (অর্থাৎ বৃদ্ধি অর্থ ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ অর্থে নহে,) উপদেশ করা হইয়াছে ; তদুত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'বৃদ্ধি' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব 'বৃদ্ধি' শব্দ যে সাধু, তাহা সিদ্ধই আছে। আর এইরূপ আদৈচ্ (আ, ঐ এবং ঔ) বর্ণসমূহও (স্বতঃসিদ্ধ) অক্ষরসমাম্নায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দদ্বয় সাধু করিবার জন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের প্রয়োজন হইতে পারে না ; অতএব, সংজ্ঞাসংজ্ঞি বোধনই এই সূত্রের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূল। প্রয়োগনিয়মার্থং তর্হীদং স্যাৎ। বৃদ্ধিশব্দাৎ পরে আদৈচঃ প্রয়োক্তব্যা ইতি। নেহ প্রয়োগনিয়ম আরভ্যতে। কিং তর্হি। সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য পদান্যুৎসৃজ্যন্তে তেষাং যথেষ্টমভিসম্বন্ধো ভবতি। তদ্যথা। আহর পাত্রং পাত্রমাহরেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে প্রয়োগের নিয়মের জন্য এই সূত্র করা হইয়াছে ; সেই নিয়ম এই যে, সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি শব্দের পরে, আ, ঐ, ঔ বর্ণসমূহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

এই স্থলে অর্থাৎ এই গ্রন্থে কোথাও শব্দসমূহ পূর্ব্বাপর স্থাপনের নিয়ম আরম্ভ করা হয় নাই

তবে কি ?

পদসমূহকে সংস্কার করিয়া করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে, তাহাদিগের, যেমন ইচ্ছা তেমনই (জনগণ কর্তৃক) ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ;—'আহর পাত্রং' (আহরণ কর পাত্রকে) এইরূপও ব্যবহার হয় ; অথবা 'পাত্রমাহর' (পাত্রকে আহরণ কর) এইরূপও ব্যবহার হয়।

ভাষ্যমূল।—আদেশাস্তর্হীমে স্যুঃ। বৃদ্ধিশব্দস্যাদৈচ আদেশাঃ। ষষ্ঠী-নির্দিষ্টস্যাদেশা উচ্যন্তে। ন চাত্র ষষ্ঠীং পশ্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহারা আদেশবাচক হউক ! 'বৃদ্ধি' শব্দ স্থানে আ, ঐ, ঔ, আদেশ হইবে। তাহা হইতে পারে না ; কারণ, ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট শব্দেরই আদেশ বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু এখানে (বৃদ্ধি শব্দে) ষষ্ঠী বিভক্তি দেখিতে পাই না।

ভাষ্যমূল।—আগমাস্তর্হীমে স্যুঃ। বৃদ্ধিশব্দস্যাদৈচ আগমাঃ। আগমা অপি ষষ্ঠীনির্দিষ্টস্যৈবোচ্যন্তে। লিঙ্গেন চ। ন চাত্র ষষ্ঠীং ন চাত্র আগমলিঙ্গং পশ্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহারা আগমবাচক হউক! বৃদ্ধি শব্দের, আ, ঐ, ঔ আগম হইবে?

তাহা হইতে পারে না। কারণ, আগমও ষষ্ঠীবিভক্তিনির্দ্দিষ্ট শব্দেরই বলা হয়। অথবা আগমবিশিষ্ট শব্দে (যেমন,'কুক্'আগমে উকার ও ককার ইৎরূপ) চিহ্ন থাকে। সেই চিহ্নের দ্বারা জানা যায় যে, এইটী আগমবাচক শব্দ। কিন্তু 'বৃদ্ধিরাদৈচ্',এই সূত্রে,না দেখি ষষ্ঠী বিভক্তি,না দেখি আগমবোধক কোন চিহ্ন।

ভাষ্যমূল।—ইদং খল্বপি ভূয়ঃ সামানাধিকরণ্যমেক বিভক্তিকত্বং চ দ্বয়োশ্চৈতদ্ভবতি। কয়োঃ। বিশেষণবিশেষ্যয়োর্বা সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোর্বা। তত্রৈতৎ স্যাদ্ বিশেষণবিশেষ্যে ইতি। তচ্চ ন। দ্বয়োর্হি প্রতীতপদার্থকয়োর্বি-শেষণবিশেষ্যভাবো ভবতি। ন চাদৈচ্ছব্দঃ প্রতীতপদার্থকঃ। তস্মাৎ সংজ্ঞা-সংজ্ঞিনাবেব।

ভাষ্যানুবাদ। ইহা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ এবং 'আদৈচ্' শব্দ), অত্যন্ত সমানাধিকরণবিশিষ্ট এবং (উভয় শব্দই) একবিভক্তিবিশিষ্ট। ইহা আবার দুই রকম হইয়া থাকে।

কাহাদের, (অর্থাৎ পরস্পর সামানাধিকরণ্য ও একত্ব কাহাদের হইয়া থাকে?)

বিশেষণ বিশেষ্যের অথবা সংজ্ঞা সংজ্ঞীর।

তবে সেইস্থলে ('বৃদ্ধি' শব্দে এবং 'আদৈচ্'শব্দে) ইহা বিশেষণবিশেষ্যই হউক!

তাহাও হইবে না। কারণ, দুইটী প্রতীতপদার্থকের অর্থাৎ যে সকল পদ ও অর্থের প্রতীতি পূর্ব্ব হইতেই লোকের বিদ্যমান আছে, তাহাদেরই বিশেষণ বিশেষ্য ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু 'আদৈচ্' শব্দ যে কি পদ, ইহার অর্থই বা কি, কি জন্যই বা ইহার প্রয়োজন, তাহার কিছুই কাহারও প্রতীতি নাই; অতএব ইহা প্রতীতপদার্থক নহে। অতএব ইহারা ('বৃদ্ধি' এবং-'আদৈচ্') সংজ্ঞাসংজ্ঞিবাচকই সিদ্ধ হইল।

ভাষ্যমূল।—তত্র ত্বেতাবান্ সন্দেহঃ কঃ সংজ্ঞী কা সংজ্ঞেতি। স চাপি ক সংদেহঃ। যত্রোভে সমানাক্ষরে। যত্র ত্বন্যতরল্লঘু সা সংজ্ঞা যদ্গুরু স সংজ্ঞী। কুত এতৎ। লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইস্থলে এই সংদেহ হইয়া থাকে যে, সংজ্ঞীই বা কোন্টী সংজ্ঞাই বা কোন্টী?

এই সন্দেহও হইতে পারে না। কারণ, সেই সন্দেহ কোথায় হইয়া থাকে ? না, যেখানে উভয়পক্ষে (সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীতে) সমান অক্ষর হইয়া থাকে) যেখানে উভয়ের মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত লঘু, সেইটী সংজ্ঞা, যেটী গুরু, সেইটী সংজ্ঞী।

কেন এইরূপ হইবে ?

এইরূপ হইবার কারণ এই যে, লঘুপ্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ যাহাতে লঘু উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, তাহার জন্যই সংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'বৃদ্ধি', ইহা একটী মাত্র শব্দ, 'আদৈচ্' অর্থাৎ আ, ঐ, ঔ, তিনটী শব্দ ; অতএব তিনটী শব্দ সংজ্ঞা না হইয়া একটী শব্দ অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' শব্দই সংজ্ঞা হইবে।

ভাষ্যমূল।—তত্রাপ্যয়ং নাবশ্যং গুরুলঘুতামেবোপলক্ষয়িতুমর্হতি। কিং তর্হি। অনাকৃতিতামপি। অনাকৃতিঃ সংজ্ঞাকৃতিমন্তঃ সংজ্ঞিনঃ। লোকেহপি হ্যাকৃতিমতোমাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইস্থলে অবশ্যই ইহা যে কেবল গুরুলঘুতাকেই উপলক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবে, তাহা নহে। তবে কি ?

ইহা অনাকৃতিতাও লক্ষ্য করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আকৃতিহীন সংজ্ঞা, আকৃতি অর্থাৎ যাহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ রহিয়াছে এবং যে, সময়ে পরিবর্ত্তনশীল, সেই আকৃতিবিশিষ্ট সংজ্ঞী। যেমন লোকমধ্যেও আকৃতিবিশিষ্ট (বাল্য, কৌমার, যৌবন, বৃদ্ধাদিপরিবর্ত্তনবিশিষ্ট) মাংসপিণ্ডের, 'দেবদত্ত' এইরূপ সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূল।—অথবাবর্ত্তিন্যঃ সংজ্ঞা ভবন্তি। বৃদ্ধিশব্দশ্চাবর্ত্ততে নাদৈচ্ছব্দঃ। তদ্‌যথা। ইতরত্রাপি দেবদত্ত শব্দ আবর্ত্ততে ন মাংসপিণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যাহা আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ পাঠ) বিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই সংজ্ঞা। ব্যাকরণে বৃদ্ধি শব্দের অনেক বার আবৃত্তি হইয়াছে ; কিন্তু 'আদৈচ্' শব্দের তাহা হয় নাই। সুতরাং 'বৃদ্ধি' শব্দই সংজ্ঞাবাচক। যেমন ;—অন্যত্রও অর্থাৎ ব্যাকরণ ভিন্ন অন্যস্থানে (লোকমধ্যে), সংজ্ঞাবাচক 'দেবদত্ত' শব্দই আবর্ত্তিত হয় ('দেবদত্ত' নাম একশত জন লোকে একশতবার ডাকিলে, একশত বারই আবর্ত্তিত হয়) ; কিন্তু সংজ্ঞী যে দেবদত্তের শরীরস্থিত মাংসপিণ্ড, তাহার আবৃত্তি হয় না।

ভাষ্যমূল।—অথবা পূর্ব্বোচ্চারিতঃ সংজ্ঞী পরোচ্চারিতা সংজ্ঞা। কুত এতৎ। সতোহি কার্য্যিণঃ কার্য্যেণ ভবিতব্যম্। তদ্‌যথা। ইতরত্রাপি

সতো মাংসপিণ্ডস্য দেবদত্ত ইতি সংজ্ঞা ক্রিয়তে। কথং বৃদ্ধিরাদৈজিতি। এতদেকমাচার্য্যস্য মঙ্গলার্থং মৃষ্যতাম্। মাঙ্গলিক আচার্য্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং বৃদ্ধিশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষকানি ভবন্ত্যায়ুষ্মৎপুরুষকাণি চাধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধযুক্তা যথা স্যুরিতি। সর্ব্বত্রৈবহি ব্যাকরণে পূর্ব্বোচ্চারিতঃ সংজ্ঞী পরোচ্চারিতা সংজ্ঞা। অদেঙ্‌গুণ ইতি যথা।

ভাষ্যানুবাদ :—অথবা যাহা, পূর্ব্বে উচ্চারিত হইবে, তাহাকে সংজ্ঞী জানিবে ; আর যাহা পরে উচ্চারিত হইবে, তাহাকে সংজ্ঞা জানিতে হইবে।

কেন এইরূপ হইবে ?

তাহার কারণ এই যে ; কার্য্যী বিদ্যমান থাকিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। যেমন ;—ব্যাকরণ ভিন্ন অন্যত্র অর্থাৎ লোকমধ্যেও ব্যবহার দেখা যায় যে, বিদ্যমান যে মাংসপিণ্ড, তাহারই 'দেবদত্ত' সংজ্ঞা করা হয়। অর্থাৎ যেমন হাতপাবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড পূর্ব্বে দেখাইয়া পরে, মনুষ্যগণ, তাহার 'দেবদত্ত' প্রভৃতি নাম রাখিয়া থাকেন, যাহার নাম রাখা হইবে, পূর্ব্বে তাহাকে না দেখাইয়া নাম রাখিতে পারেন না ; সেইরূপ ব্যাকরণেও যাহার সংজ্ঞা করা হইবে, সেই সংজ্ঞীকে পূর্ব্বে দেখাইয়া পরে তাহার সংজ্ঞা রাখা হইয়াছে।

যদি এই নিয়মই সত্য হয় ; তবে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি'-শব্দ, কিরূপে পূর্ব্বে হইল ?

আচার্য্যের (অত্যন্ত মাননীয় ঋষির) এই একটী প্রয়োগ বিরুদ্ধ হইলেও মঙ্গলাচরণের জন্য করিয়াছেন বলিয়া সহ্য করুন! কারণ, মঙ্গলকারী আচার্য্য, অত্যন্তমহৎ শাস্ত্র (সূত্র) সমূহের মঙ্গলাচরণের জন্য বৃদ্ধিশব্দ আদিতে প্রয়োগ করিয়াছেন। আদিতে মাঙ্গলিকশব্দবিশিষ্ট শাস্ত্রসমূহ, বিস্তীর্ণ (দেশ বিদেশে প্রচারিত) হয়। মাঙ্গলিক শব্দের ব্যবহারকর্ত্তা পুরুষও বীর হন এবং দীর্ঘায়ু হন। আর মঙ্গলাচরণবিশিষ্ট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অধ্যয়নশীল বিদ্যার্থিগণও যাহাতে বৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, এইজন্য 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বৃদ্ধিশব্দ পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন। নতুবা ব্যাকরণের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে উচ্চারিত শব্দ সংজ্ঞী এবং পরে উচ্চারিত শব্দ সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ;—'অদেঙ্‌গুণঃ' ।১।১।২। ('অৎ' অর্থাৎ হ্রস্ব অকার, 'এঙ্' অর্থাৎ 'এ'কার এবং 'ও'কার 'গুণ'সংজ্ঞক হয়) এইসূত্রে, পূর্ব্বোচ্চারিত 'অদেঙ্' শব্দ সংজ্ঞিবাচক এবং পরোচ্চারিত 'গুণ' শব্দ সংজ্ঞাবাচক হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—দোষবান্ খল্বপি সংজ্ঞাধিকারঃ অষ্টমেঽপি হি সংজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে তস্য পরমাম্রেড়িতমিতি। তত্রাপীদমনুবর্ত্ত্যং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—আর 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, সংজ্ঞা শব্দের অধিকার করিলে, সেইটী দোষবিশিষ্টও হয় বটে; কারণ, তাহা হইলে আবার অষ্টমঅধ্যায়ে, 'তস্য পরমাম্রেড়িতম্।৮।১।২। (দ্বিরুক্তের যে পরের রূপ, তাহার আম্রেড়িত সংজ্ঞা হয়; যেমন,—'পটং পটং' ইহার পরের 'পটং' আম্রেড়িত সংজ্ঞা-বিশিষ্ট) প্রভৃতি সংজ্ঞাবাচক সূত্রেও আবার সংজ্ঞাধিকার করিতে হইবে?

তাহা করিতে হইবে না; কারণ, সেখানেও ইহা (সংজ্ঞাধিকারক 'সংজ্ঞা' শব্দ) অনুবৃত্তিবিশিষ্ট হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবাঽস্থানেঽয়ং যত্নঃ ক্রিয়তে নহীদং লোকাদ্ভিদ্যতে। যদীদং লোকাদ্ভিদ্যেত ততো যত্নার্হং স্যাৎ। তদ্যথা। অগোজ্ঞায় কশ্চিদ্গাং সকৃথনি কর্ণে বা গৃহীত্বোপদিশতি অয়ং গৌরিতি। ন চাস্মায়াচষ্টে ইয়মস্য সংজ্ঞেতি। ভবতি চাস্য সংপ্রত্যয়ঃ। তত্রৈতৎ স্যাৎ কৃতঃ পূর্ব্বৈরভিসম্বন্ধ ইতি। ইহাপি কৃতঃ পূর্ব্বৈরভিসম্বন্ধঃ। কৈঃ। আচার্য্যৈঃ। তত্রৈতৎ স্যাৎ। যস্মৈ তর্হি সম্প্রত্যুপদিশতি তস্যাকৃত ইতি। লোকেঽপি যস্মৈ সম্প্রত্যুপদিশতি তস্যাকৃতঃ। অথ তত্র কৃতঃ। ইহাপি কৃতোদ্রষ্টব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই সকল যত্ন অস্থানেই (যত্ন করিবার অযোগ্য স্থানে) করা হইতেছে। কারণ, ইহা ত লোকবিরুদ্ধ হয় নাই। যদি ইহা ('বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র) লোকবিরুদ্ধ হইত, তবে এই সকল যত্নযোগ্য হইত। যেমন;—কোন গোজ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে, গোবিষয়ক জ্ঞান দেওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তি কোনও গোর সকৃথি (ঊরু) অথবা কর্ণে ধরিয়া উপদেশ করে যে, এইটী গো, কিন্তু ইহা তাহাকে বলে না যে, ইহা (এই গো শব্দ) ইহার (গোর) সংজ্ঞা। অথচ তাহাতেই তাহার (গোজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির) বোধও হইয়া থাকে।

সেই স্থলে, এইরূপ বলিব যে, পূর্ব্ব হইতেই ইহার (গো শব্দের) সম্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই প্রতীতি হইয়াছে? তবে আমরা বলিব যে, এখানেও পূর্ব্ব হইতেই (বৃদ্ধিশব্দ সংজ্ঞা এইরূপ) সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে?

কাহা দ্বারা সম্বন্ধ করা হইয়াছিল?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক।

সেখানে এরূপও ত হইতে পারে যে, যাহাকে (যে শিষ্যকে) সংপ্রতি উপদেশ করা হইতেছে, তাহার সহিত ত পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ করা হয় নাই ?

তাহা হইলে লৌকিক বিষয়েও এইরূপই বলিব যে, যে গোজ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে সংপ্রতি গোর বিষয় উপদেশ করা হইতেছে, তাহার সহিতও সম্বন্ধ পূর্ব্বে করা হয় নাই ?

যদি বল যে, পূর্ব্বেই করা আছে ?

তবে এখানেও সেইরূপই করা আছে জানিবে।

বার্ত্তিকমূল।—সতো বৃদ্ধ্যাদিষু সংজ্ঞাভাবাত্তদাশ্রয় ইতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংজ্ঞিবাচক বৃদ্ধ্যাদি সিদ্ধ বর্ণসমূহে, সংজ্ঞার ভাব প্রযুক্ত তদাশ্রয় হেতু, ইতরেতরাশ্রয় হইবে, সুতরাং অসিদ্ধি হইবে। *।

ভাষ্যমূল।—সতঃ সংজ্ঞিনঃ সংজ্ঞাভাবাত্তদাশ্রয়ে সংজ্ঞিনি বৃদ্ধ্যাদিষিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ। কা ইতরেতরাশ্রয়তা। সতামাদৈচাং সংজ্ঞয়া ভবিতব্যং সংজ্ঞয়া আদৈচো ভাব্যন্তে। তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্পন্তে। তদ্যথা। নৌর্নাবি বদ্ধানেতরত্রাণায় ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'বৃদ্ধিরেচি।৬৷১৷৮৮' (অ বর্ণের পরে, 'এচ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ থাকিলে, 'বৃদ্ধি' রূপ এক আদেশ হয়) এই সূত্রে, সংজ্ঞাবোধক 'বৃদ্ধি' শব্দের আদেশ হইয়াছে। এই স্থলে, সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' এই শব্দটী না বলিলে কি আদেশ হয়, তাহার কিছুই প্রতীতি হয় না, আবার, আ, ঐ, ঔ, ইহারা যে বৃদ্ধিসংজ্ঞাবাচক, তাহাও ইহারা বর্ত্তমান না থাকিলে, হইতে পারে না। অতএব সংজ্ঞী আ, ঐ, ঔ, ইহারা বর্ত্তমান না থাকিলে, বৃদ্ধিসংজ্ঞা হইতে পারে না, আবার সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' শব্দ উপস্থিত না থাকিলেও কোন্ কোন্ বর্ণের উপস্থিতি হইবে, তাহার প্রতীতি হয় না। এই জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে;—পূর্ব্বে আ ঐ ঔ প্রভৃতি সংজ্ঞী বর্ত্তমান থাকিলে, পরে তাহা সংজ্ঞাভাব ধারণ করিবে, সুতরাং সংজ্ঞার আশ্রয়স্বরূপ সংজ্ঞীতে, আর 'বৃদ্ধি' এই সংজ্ঞাবোধক শব্দ উচ্চারণ করিলে পরে বোধ হয় যে (আ ঐ ঔ) সংজ্ঞী, তাহার আশ্রয় স্বরূপ 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি সংজ্ঞাসমূহেতে, ইতরেতরাশ্রয় প্রযুক্ত অপ্রসিদ্ধি হইবে।

কিরূপে ইতরেতরাশ্রয়তা হইল ?

সংজ্ঞিবোধক আ ঐ ঔ বর্ত্তমান থাকিলে, পরে তাহার 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি

সংজ্ঞা হইবে। আবার সংজ্ঞাবাচক 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করিলে পরে (বৃদ্ধিরেচি বৎ) আ ঐ ঔ প্রভৃতির উপস্থিতি হইবে। অতএব ইহারা এক অন্যকে পরস্পর আশ্রয় করিয়াছে।

ইতরেতর অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াছে, এমন যে শাস্ত্র, সে কোনও কার্য্যে প্রকল্পিত অর্থাৎ ব্যবহৃত হইতে পারে না। যেমন, এক নৌকা, অন্য নৌকাতে বদ্ধ থাকিলে, একটা অন্যটাকে ত্রাণ করিতে (স্রোত হইতে উদ্ধার করিতে) পারেনা। (১)

ভাষ্যমূল।—ননু চ ভোঃ ইতরেতরাশ্রয়াণ্যপি কার্য্যাণি দৃশ্যন্তে। তদ্‌যথা। নৌঃ শকটং বহতি শকটং চ নাবং বহতি। অন্যদপি তত্র কিঞ্চিদ্ভবতি জলং স্থলংবা। স্থলে শকটং নাবং বহতি জলে নৌঃ শকটং বহতি। যথা তর্হি ত্রিবিষ্টব্ধকম্। তত্রাপ্যন্ততঃ সূত্রকং ভবতি। ইদং পুনরিতরেতরাশ্রয়মেব।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল যে, ওহে! (দোষদাতা!) ইতরেতরাশ্রয়প্রযুক্ত কার্য্যও ত ব্যবহারে দেখা যায়?

যেমন,—নৌকা, শকট (গাড়া) বহন করিয়া থাকে; আবার শকটও নৌকা বহন করিয়া থাকে (২)?

আর কিছু সেখানে আছে কি,—জল হউক বা স্থলই হউক? স্থলভাগে, শকট, নৌকাবহন করে; আর জলভাগে, নৌকা, শকট বহন করিয়া থাকে। অর্থাৎ যদি দুইটী বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে; তবেই ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে; সুতরাং তৎপ্রযুক্ত কোন কার্য্যসিদ্ধিও সম্ভব হয় না।

---

(১) যদি কোনও স্রোত জলে দুই খানি নৌকা ভাসিয়া যায়; তবে তাহার একখানি নৌকাকে অবলম্বন করিয়া, আর একখানি পার হইতে পারে না। যেহেতু এইখানিও চায় ঐখানিকে ধরিয়া পার হইতে, আবার ঐখানিও চায় এইখানিকে ধরিয়া পার হইতে। অতএব দুইখানিই ভাসিয়া যায়, একখানিও পার হইতে পারে না।

(২) পূর্ব্বে রাজগণ, দিগ্বিজয় বা শত্রুদমনার্থ বহির্গত হইলে, শত্রু রাজার রাজধানীর চতুর্দ্দিকে যে, কৃত্রিম গড় বা পরিখা কাটান থাকিত, সেই জলাশয় পার হইবার জন্য, গাড়ীতে করিয়া নৌকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে সেই জলাশয়ে গাড়ী চলিতে পারে না বলিয়া নৌকায় গাড়ী রসদাদি উঠাইয়া তাঁহারা জলধির পার হইতেন।

কিন্তু নৌকা ও শকটের মধ্যে, কেবল ইহারা উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে নাই। ইহাদের মধ্যে তার অন্য আশ্রয় জল অথবা স্থল রহিয়াছে। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়ও হয় নাই; কার্য্যের বাধাও হয় নাই।

তবে যদি 'ত্রিবিষ্টব্ধকের' (১) দৃষ্টান্ত বল, যে সেখানেও ত তিন খানি কাষ্ঠ, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে?

সেই স্থলেও কেবল তিনখানি কাষ্ঠই যে, দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা নহে। সেখানেও (মৃত্তিকার উপরে থাকে, এই সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও) অন্ততঃ পক্ষে কাষ্ঠ তিনখানি বাঁধিতে একগাছি সূত্র থাকে। সুতরাং সেখানেও ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয় নাই। এখানে ('বৃদ্ধি'এবং 'আদৈচ্' বিষয়ে) কিন্তু ইতরেতরাশ্রয়ই হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।—সিদ্ধংতু নিত্যশব্দত্বাৎ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—এইস্থলে, শব্দের নিত্যত্ব হেতুই সিদ্ধ হইবে। *।

ভাষ্যমূল।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। নিত্যশব্দত্বাৎ। নিত্যাঃ শব্দাঃ নিত্যেষু শব্দেষু সতামাদৈচাং সংজ্ঞাঃ ক্রিয়তে ন সংজ্ঞয়া আদৈচোভাব্যন্তে। যদি তর্হি নিত্যাঃ শব্দাঃ কিমর্থং শাস্ত্রম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা (প্রয়োগাদি) সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

শব্দের নিত্যত্ব হেতুই সিদ্ধ হইবে। যে সকল শব্দ সিদ্ধির জন্য এত যত্ন করা হইতেছে, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। কারণ, শব্দ হইয়াছে নিত্য-পদার্থ; অতএব নিত্য শব্দসমূহেই আকার ঐকার ঔকার প্রভৃতি শব্দের, সংজ্ঞা করা হইতেছে, কিন্তু 'বৃদ্ধি'প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কখনও আ, ঐ, ঔ প্রভৃতির উৎপত্তি করান হয় নাই।

শব্দ যদি নিত্যই হয়, তবে (ব্যাকরণাদি) শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূল—কিমর্থং শাস্ত্রমিতি চেন্নিবর্ত্তকত্বাৎ সিদ্ধম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—শব্দ নিত্য হইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন কি, যদি এই কথা জিজ্ঞাসা কর; তবে অসাধু প্রয়োগ নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্র সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূল।—নিবর্ত্তকং শাস্ত্রম্। কথম্। মৃজিরস্মায়বিশেষেণোপদিষ্টস্তস্য

---

(১) পূর্ব্বে প্রদীপ রাখিবার জন্য তিনখানি কাষ্ঠ আড়া আড়ি করিয়া বাঁধিয়া দীপাধার করা হইত, তাহাকে 'ত্রিবিষ্টব্ধক' বলা হইত।

সর্ব্বত্র মৃজিবুদ্ধিঃ প্রসক্তা তত্রানেন নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। মৃজেরকৃঙিৎসু প্রত্যয়েষু মৃজিপ্রসঙ্গে মার্জিঃ সাধুর্ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—শব্দ নিত্য হইলেও, অসাধু প্রয়োগের নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন।

কেন?

মৃজি ধাতু (মৃজূ শুদ্ধৌ) আচার্য্য পাণিনিকর্তৃক অবিশেষরূপে (সাধারণতঃ) উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তাহার (মৃজিধাতুর) সর্ব্বত্রই মৃজি বুদ্ধির প্রসঙ্গ হইয়াছে, সেই (অসঙ্গত সঙ্গত সকল স্থানের) সাধারণ বুদ্ধি; এই শাস্ত্রদ্বারা (অসঙ্গতস্থানের বুদ্ধি) নিবৃত্তি করা হয়।

যেমন; 'মার্ষ্টি,' এইস্থলে, 'মৃজি' ধাতুর প্রসঙ্গ রহিয়াছে। 'মৃজি'ধাতুর অবিশেষরূপে উপদেশ করাতে, 'মার্ষ্টি' এইরূপ সাধুপ্রয়োগ স্থলেও 'মৃষ্টি' এইরূপ অসাধু প্রয়োগ হইবে। এইজন্যই 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ'।৭।২।১১৪।

('মৃজি'ধাতুস্থিত, ইক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, ধাতুপ্রত্যয় পরে থাকিলে) এইরূপ শাস্ত্র (সূত্র) করিবার প্রয়োজন; যেন, ককার, ঙকার এবং গকার ইৎপ্রত্যয় ভিন্ন, অন্য প্রত্যয় পরে থাকিলে, মৃজিধাতুর প্রসঙ্গ হইলে, 'মার্জি' এইরূপ সাধু প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

বার্ত্তিকমূল।—প্রত্যেকং গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞে ভবত ইতি বক্তব্যম্।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, গুণ এবং বৃদ্ধি যেখানেই আদেশ করা যাইবে, সেখানে একটী বর্ণের প্রতিই গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইবে।*

ভাষ্যমূল।—কিং প্রয়োজনম্। সমুদায়ে মাভূতামিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রতি একটী বর্ণের প্রতি গুণ বা বৃদ্ধিসংজ্ঞা হয়; এইরূপ বলিবার প্রয়োজন কি?

সমুদায়ে সংজ্ঞা না হয়, ইহাই প্রয়োজন।

বার্ত্তিকমূল।—অন্যত্র সহবচনাৎ সমুদায়ে সংজ্ঞাপ্রসঙ্গঃ।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যত্র (অন্যান্য সূত্রে) 'সহ' এই বচন প্রয়োগ করাতেই জানিব যে, এইস্থলে, সমুদায়ে গুণ বৃদ্ধি প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হইবে না।*।

ভাষ্যমূল।—অন্যত্র সহ বচনাৎ সমুদায়ে বৃদ্ধিগুণসংজ্ঞয়োরপ্রসঙ্গঃ। যত্রেচ্ছতি সহভূতানাং কার্য্যং করোতি তত্র সহগ্রহণম্। তদ্যথা। সহসুপা। উভে অভ্যস্তং সহেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য স্থানে 'সহ' এইবচন প্রয়োগ থাকাতে, সমুদায়ে গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞার প্রসঙ্গ হইবেনা। কারণ যেখানেই (পাণিনি ঋষি) একত্র মিলিত শব্দ সমূহের কার্য্য ইচ্ছা করিয়াছেন, সেখানেই 'সহ' শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন।

যেমন,—"সহসুপা।২।১।৪।" (সমর্থ পদের সহিত সুবন্ত পদের সমাস হইয়া থাকে ; যথা,—অক্ষ্ণঃপর পরোক্ষম্)। "উভে অভ্যস্তং সহ। ৬।১।৫।" (ষষ্ঠ অধ্যায়স্থিত দ্বিত্ব প্রকরণে, যে দ্বিত্ব বিহিত হইয়াছে, তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া 'অভ্যস্ত'সংজ্ঞা হয়)।

ইত্যাদি সূত্রে 'সহ' শব্দের গ্রহণ হওয়াতে সমুদায়ের গ্রহণ হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূল।—প্রত্যবয়বং চ বাক্যপরিসমাপ্তেঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কোনও বাক্যপ্রয়োগকালীন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার প্রতি অবয়বেই বাক্য সমাপ্তি হইয়া থাকে, এইহেতুই জানিতে হইবে যে, গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞাও সমুদায়ে না হইয়া প্রত্যেকে হইবে। *

ভাষ্যমূল।—প্রত্যবয়বং চ বাক্যপরিসমাপ্তির্দৃশ্যতে। তদ্‌যথা। দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তবিষ্ণুমিত্রা ভোজ্যন্তামিতি। ন চোচ্যতে প্রত্যেকমিতি। প্রত্যেকং চ ভুজিঃ পরিসমাপ্যতে। নমু চায়মস্তি দৃষ্টান্তঃ। সমুদায়ে বাক্যপরিসমাপ্তি-রিতি। তদ্‌যথা। গর্গাঃ শতং দণ্ড্যন্তামিতি। অর্থিনশ্চ রাজানো হিরণ্যেন ভবন্তি। ন চ প্রত্যেকং দণ্ডয়ন্তি। সত্যেতস্মিন্ দৃষ্টান্তে যদি তত্র সহ গ্রহণং ক্রিয়তে। ইহাপি প্রত্যেকমিতি বক্তব্যম্। অথ তত্রান্তরেণ সহগ্রহণং সহভূতানাং কার্য্যং ভবতি। ইহাপি নার্থঃ প্রত্যেকমিতি বচনেন।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রতি অবয়বেও বাক্যপরিসমাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ;—'দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত বিষ্ণুমিত্রেরা ভোজন করুন' বলিলে, এই কথা বলে না যে, 'ইঁহারা প্রত্যেকে ভোজন করুন' ; অথচ ভোজনক্রিয়া, প্রত্যেকেতে সমাপ্ত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভোজন করিয়া থাকে।

যদি বল যে, কেন, এই ত সমুদায়ে বাক্যপরিসমাপ্তির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে,—যেমন,—'গর্গবংশীয় সন্তানদিগকে শতমুদ্রা দণ্ড কর ;' রাজা এইরূপ আদেশ করিলে, যদিও রাজাগণ হিরণ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে,তথাপি (শতমুদ্রা গর্গবংশের) প্রত্যেক লোককে দণ্ড করে না। অতএব এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি সেখানে 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হইত, তবে এখানেও (গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞাতে) 'প্রত্যেক'এর কথা বলা উচিত ছিল। আর যদি বিনা 'সহ' শব্দের গ্রহণেই

সংহভূত (একত্র মিলিত সমুদায়) বিষয়ের গ্রহণ হয়, তবে এখানে (আ, ঐ, ঔ-এর প্রত্যেক বর্ণে) ও 'প্রত্যেক' এই বচন প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূল।—অথ কিমর্থমাকারস্তপরঃ ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর বক্তব্য এই যে, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'আৎ' এই স্থলে 'ত'কার পর বিশিষ্ট কেন করা হইল ?

বার্ত্তিকমূল।—আকারস্ত তপরকরণং সবর্ণার্থম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'আৎ'এর আকার, তপরবিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন, আকারের সবর্ণ অর্থাৎ আকারের তুল্য বর্ণ কেবল দীর্ঘ আকারস্থিত উদাত্তানুদাত্তাদির গ্রহণের জন্য। *।

ভাষ্যমূল।—আকারস্য তপরকরণং ক্রিয়তে। কিং প্রয়োজনম্। সবর্ণার্থম্। তপরস্তৎকালস্যেতি তৎকালানং সবর্ণানাং গ্রহণং যথা স্যাৎ। কেষাম্। উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাম্। কিঞ্চ কারণং ন স্যাৎ। ভেদকত্বাৎ স্বরস্য। ভেদকা উদাত্তাদয়ঃ। কথং পুনর্জ্জায়তে ভেদকা উদাত্তাদয় ইতি। এবং হি দৃশ্যতে লোকে। য উদাত্তে কর্ত্তব্যেঽনুদাত্তং করোতি খণ্ডিকোপাধ্যায়স্তস্মৈ চপেটাং দদাতি। অন্যত্ত্বং করোষীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আকারের 'ত', পরে করা হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন কি ?

সবর্ণের গ্রহণ জন্য—'তপরস্তৎকালস্য' ।১।১।৭০। (১) এই সূত্রানুসারে, আকারের সমান কালবিশিষ্ট বর্ণসমূহের যাহাতে গ্রহণ হইতে পারে।

কাহাদের (কোন্ বর্ণের) ?

উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত উচ্চারণবিশিষ্টবর্ণসমূহের।

'ত'পরে উচ্চারণ না করিয়া কেবলমাত্র আকারের উচ্চারণ করিলেই বা, কেন উদাত্তাদির গ্রহণ না হইবে ?

উদাত্তাদি স্বরের পরস্পর ভেদকত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে বলিয়া। উদাত্তাদিস্বর পরস্পর পরস্পরের ভেদক হইয়া থাকে।

উদাত্তাদি স্বর যে পরস্পর ভেদক, তাহাই বা (ভবৎকর্ত্তৃক) কিরূপে জানা গেল ?

লোকমধ্যে এইরূপ দেখিয়া। কারণ, লোকমধ্যে এইরূপ দেখা যায় যে;—যে বালক, উদাত্ত পাঠ কর্ত্তব্য হইলে, অনুদাত্ত পাঠ করিয়া থাকে, খণ্ডিক

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

উপাধ্যায়, (১) ঐ বালককে, "তুই অন্যরকম পাঠ করিতেছিস্" এই বলিয়া, চপেটাঘাত (চড়) প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে জানা যাইতেছে যে, উদাত্ত এবং অনুদাত্ত স্বরে, বিশেষত্ব রহিয়াছে ; এই জন্যই অধ্যাপক তাহা বুঝিতে পারিয়া, বালককে চড় মারিয়াছে। অতএব 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি। ভেদকত্বাৎ গুণস্যেতি বক্তব্যম্। কিংপ্রয়োজনম্। আনুনাসিক্যং নাম গুণঃ। তদ্ভিন্নস্যাপি গ্রহণং যথা স্যাৎ। কিং চ কারণং ন স্যাৎ। ভেদকত্বাদ্‌গুণস্য। ভেদকা গুণাঃ। কথং পুনর্জ্ঞায়তে ভেদকাগুণা ইতি। এবং হি দৃশ্যতে লোকে। একোঽয়মাত্মা উদকংনাম তস্য গুণভেদাদন্যত্বং ভবতি। অন্যদিদং শীতমন্যদিদমুষ্ণমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার (আকারের 'ত'পর করণ করায়) কি বাস্তবিকই প্রয়োজন ?

তবে কি ?

গুণের ভেদকত্ব হেতুও আকার 'ত'পর বিশিষ্ট বলা উচিত।

তাহার প্রয়োজন কি ?

যাবতীয় স্বরবর্ণেরই অনুনাসিকত্ব নামক একটী গুণ (ধর্ম্ম) রহিয়াছে। অতএব 'আ'কার, 'ত'পর বিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন এই যে, সাধারণতঃ নিরনুনাসিক আকার ভিন্ন সেই অনুনাসিক গুণবিশিষ্ট 'আ'কারেরও যাহাতে গ্রহণ হইতে পারে।

গুণের ভেদকত্ব হেতু, 'আ'কার, 'ত'পর বিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য ? গুণসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভেদক ?

(আপনাদ্বারা) কিরূপে জানা গেল যে, গুণসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভেদক ?

সংসারে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে,—'জল' নামক একটী পদার্থ, তাহার গুণভেদে অন্যরূপ হইয়া থাকে।

যেমন,—এই জল শীতল, অতএব ইহা এক রকম, আবার এই জল উষ্ণ, সুতরাং ইহা অন্য রকম। এই জন্যই বলা হইল যে, গুণসমূহ, পরস্পর ভেদক।

ভাষ্যমূল।—নমু চ ভোঃ অভেদকা অপি গুণা দৃশ্যন্তে। তদ্‌যথা। দেবদত্তো

(১) যিনি বেদের বৃহৎ বৃহৎ মন্ত্রসমূহকে, বালকগণের সুবিধার জন্য এক এক পদ বা দুই দুই পদে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপদেশ দেন, তাঁহাকে 'খণ্ডিক উপাধ্যায়' বলে।

[illegible]পি জট্যপি শিখ্যপি স্বামাখ্যাং ন জহাতি। তথা বালো যুবা বৃদ্ধঃ বৎসো দম্যো বলীবর্দ্ধ ইতি। উভয়মিদং গুণেষূক্তম্। ভেদকা অভেদকা ইতি। কিং পুনরত্র ন্যাষ্যম্। অভেদকাগুণা ইত্যেব ন্যাষ্যম্। কুত এতৎ। যদয়মস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্ত ইত্যুদাত্তগ্রহণং করোতি। তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যোঽভেদকা গুণাইতি। যদি ভেদকা গুণাঃ স্যুঃ উদাত্তমেবোচ্চারয়েৎ। যদি তর্হ্যভেদকাগুণাঃ অনুদাত্তাদেরন্তোদাত্তাচ্চ যদুচ্যতে তৎস্বরিতাদেঃ স্বরিতান্তাচ্চ প্রাপ্নোতি। নৈষদোষঃ। আশ্রীয়মাণো গুণো ভেদকো ভবতি। তদ্যথা। শুক্লমালভেত কৃষ্ণমালভেত। তত্র যঃ শুক্লমালব্ধব্যে কৃষ্ণমালভতে নহি তেন যথোক্তং কৃতং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ। যদি বল যে, ওহে, গুণসমূহত ত অভেদকও দৃষ্ট হয়; যেমন,—দেবদত্ত নামক কোনও ব্রাহ্মণ, মস্তককে মুণ্ডন করিলে, জটা ধারণ করিলে অথবা শিখা ধারণ করিলেও তাহার স্বকীয় 'দেবদত্ত' সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে না। সেইরূপ কোন গোরুও, বালক হইলে তাহাকে বৎস, যুবা হইলে তাহাকে দম্য এবং বৃদ্ধ হইলে তাহাকে বলীবর্দ্ধ বলা যায়; কিন্তু সে স্বকীয় গোত্ব গুণ পরিত্যাগ করে না।

গুণসমূহে ত দুই ধর্ম্মই বলা হইল,—ভেদক এবং অভেদক; কিন্তু এই স্থলে ন্যায্য কি?

'গুণসমূহ অভেদক'—ইহাই এই স্থলে ন্যায্য।

কেন এরূপ হইবে?

যেহেতু 'অস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ।৭।১।৭৫। (১) এই সূত্রে, 'উদাত্ত' গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই আচার্য্য (পাণিনি) জানাইতেছেন যে, গুণসমূহ পরস্পর অভেদক। যদি গুণসমূহ (উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতাদি) পরস্পর ভেদকই হইত, তবে 'উদাত্ত' এই শব্দ পাঠ না করিয়া আচার্য্য পাণিনি, উদাত্ত স্বরই উচ্চারণ করিতেন।

তবে যদি গুণসমূহ অভেদকই হয়; তাহা হইলে, অনুদাত্তাদি এবং অন্ত উদাত্তবিশিষ্ট শব্দের উত্তর যে সকল বিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (২); তাহা, স্বরিত আদিবিশিষ্ট এবং স্বরিতান্ত বিশিষ্ট শব্দের উত্তরও প্রাপ্তি হইবে?

---

(১) অস্থি, দধি, সক্থি এবং অক্ষি শব্দের ইকার স্থানে 'অনঙ্' আদেশ [illegible] টা প্রভৃতি স্বরবর্ণ আদিবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে, এবং সেই অনঙ্ [illegible] উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট হয়।

(২) [illegible]

ইহা দোষ নহে। কারণ, আশ্রীয়মাণ (যে উদাত্ত প্রভৃতি গুণকে আশ্রয় করিয়া আদেশ হইয়া থাকে) গুণ, ভেদক হইয়া থাকে। যেমন ;—'শুক্লমালভেত কৃষ্ণমালভেত'। বেদে যে স্থলে, এই সকল আদেশবাক্যে, শুক্ল বা কৃষ্ণ পশু লাভের (যথার্থ পশু সংগ্রহের) আদেশ করা হইয়াছে ; সেখানে, যে শুক্ল পশু লাভ কর্ত্তব্য হইলে, কৃষ্ণ পশু লাভ (সংগ্রহ) করিয়া থাকে, তাহার তদ্দ্বারা (কৃষ্ণপশু দ্বারা) বেদের যথোক্তরূপ বিধান প্রতিপালন করা হয় না। সুতরাং, যেহেতু উদাত্তাদি স্বরে কোনও ভেদ নাই ; সেহেতু উদাত্তাদির গ্রহণ জন্য 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল। অসন্দেহার্থস্তর্হি তকারঃ। ঐজিত্যুচ্যমানে সংদেহঃ স্যাৎ কিমিমাবৈচাবোহোস্বিদাকারোঽপ্যত্র নির্দ্দিশ্যত ইতি। সন্দেহমাত্রমেতদ্ভবতি। সর্ব্বসন্দেহেষু চেদমুপতিষ্ঠতে। ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণমিতি। ত্রয়াণাং গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ। অন্যত্রাপি হ্যয়মেবংজাতীয়কেষু সন্দেহেষু ন কঞ্চিদ্যত্নং করোতি। তদ্যথা। ঔতোঽম্শসোরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—তবে, সন্দেহ না হয়, এই জন্য 'ত'কার উচ্চারণ প্রয়োজন। কারণ, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, 'আদৈচ্' না বলিয়া, কেবল 'ঐচ্' বলিলে সন্দেহ হইবে যে, কেবল কি ইহা 'ঐচ্'ই অথবা ইহার মধ্যে 'আ'কারও নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে (আ + ঐচ্ = ঐচ্)। এই সন্দেহ নিবারণের জন্যই 'ত'পরবিশিষ্ট 'আদৈচ্' এইরূপ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

কেবলমাত্র সন্দেহের জন্য 'আ'কার, 'ত'পরবিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য ? সকল সন্দেহেই ইহা (পরিভাষা) উপস্থিত হইবে যে,—ব্যাখ্যান দ্বারাই বিশেষ জ্ঞান জন্মে, সন্দেহ মাত্র দ্বারা কখনও তাহা অলক্ষণ হয় না। অতএব এখানেও তিন বর্ণের অর্থাৎ আকার, ঐকার, ঔকারেরই গ্রহণ হয় ; এইরূপ ব্যাখ্যা করিব। তাহা হইলে, (ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপত্তি করিতে হইলে) অন্যত্রও এই এই প্রকার জাতীয় সন্দেহসমূহে, কোনও যত্ন করিতে হইবে না। যেমন ;—"ঔতোঽম্ শসোঃ।৬।১।৯৩। (ওকারের পরে, অম্ এবং শস্ প্রত্যয়ের

তাহার উত্তর 'অঞ্' প্রত্যয় হয়। যেমন,—কপোত + অঞ্ = কাপোতম্। ময়ুর + অঞ্ = মায়ুরম্) এইস্থলে যেমন, অনুদাত্তাদিবিশিষ্ট শব্দের উত্তর 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে ; সেরূপ স্বরিতাদিবিশিষ্ট শব্দের উত্তরও প্রাপ্তি হইবে।

অচ্' থাকিলে, 'আ'কার একাদেশ হয়) এই স্থলেও যে, আ+ওতঃ=ঔতঃ; (ঔতঃ+অম্‌শসোঃ=ঔতোঽম্‌শসোঃ) হইয়াছে, কেবল 'ঔতঃ'ই নহে, ইহাও ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রতিপত্তি হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। আন্তর্য্যতস্ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রা চতুর্মাত্রা আদেশা মা ভূবন্নিতি। খট্বা ইন্দ্রঃ খট্বেন্দ্রঃ। খট্বা উদকম্ খট্বোদকম্। খট্বা ঈষা খট্বেষা। খট্বা ঊঢ়া খট্বোঢ়া। খট্বা এলকা খট্বৈলকা। খট্বা ওদনঃ খট্বৌদনঃ। খট্বা ঐতিকায়নঃ খট্বৈতিকায়নঃ। খট্বা ঔপগবঃ খট্বৌপগব ইতি। অথ ক্রিয়মাণেঽপি তকারে কস্মাদেব ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রা আদেশা ন ভবন্তি। তপরস্তৎকালস্যেতি নিয়মাৎ। ননু তঃ পরো যস্মাৎ সোঽয়ং তপরঃ নেত্যাহ। তাদপি পরস্তপরঃ। যদি তাদপি পরস্তপরঃ ঋদোরবিতি ইহৈব স্যাৎ। যবঃ স্তবঃ। লবঃ পব ইত্যত্র ন স্যাৎ। নৈষ তকারঃ। কস্তর্হি। দকারঃ। কিমত্র দকারে প্রয়োজনম্। অথ কিং তকারে। যদ্যসংদেহার্থস্তকারঃ দকারোঽপি। অথ মুখার্থস্তকারঃ দকারোঽপি। বৃদ্ধিরাদৈচ্।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে ইহাই তপর করণের প্রয়োজন যে,—আন্তর্য্য (সদৃশতমতা) প্রযুক্ত, তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা বিশিষ্ট যে স্থানি, তাহার স্থানে তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ না হইতে পারে। যেমন,—খট্বা+ইন্দ্রঃ=খট্বেন্দ্রঃ (৩ মাত্রা), খট্বা+উদকং=খট্বোদকম্ (৩ মাত্রা), খট্বা+ঈষা=খট্বেষা (৪ মা); খট্বা+ঊঢ়া=খট্বোঢ়া (৪ মা), খট্বা+এলকা=খট্বৈলকা (৪ মা), খট্বা+ওদনঃ=খট্বৌদনঃ (৪), খট্বা+ঐতিকায়নঃ= খট্বৈতিকায়নঃ (৪), খট্বা+ঔপগবঃ=খট্বৌপগবঃ (৪), এই সকল স্থলে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট 'খট্বা' শব্দের আকারের পরে, 'ইন্দ্র' ইত্যাদি এক মাত্রা বা দুইমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ থাকিলে, একত্রমিলিত হইয়া তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'আ'কার 'ত'পরবিশিষ্ট করিলেও, কেন তিনমাত্রা চারিমাত্রা বিশিষ্ট স্থানিবর্ণ সমূহের স্থানে, তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না?

'তপরস্তৎকালস্য' (১) এই নিয়ম দ্বারাই তিনমাত্রা বা চারিমাত্রা আদেশ হইবে না।

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যদি বল যে, 'ত্'কার আছে পরে যার, এমন যে বর্ণ, সেই তপর ; তাহা হইলেত 'আদৈচ্' এর 'ত'কারের পরে 'ঐ'কার থাকাতেও দুইমাত্রা বিশিষ্ট 'আ'কারেরই মাত্র গ্রহণ হইবে ; কিন্তু দুই মাত্রা বিশিষ্ট 'ঐ'কার 'ঔ'কারের গ্রহণ হইবে না ?

কেবল 'ত'কার আছে পরে যাহার, সেই যে 'ত'পর, তাহা বলা হইবে না। 'ত'কারের পরে যে বর্ণ আছে, তাহাকেও 'ত'পর বলা হইবে। তাহা হইলেই 'আদৈচ্'এর, 'ত'কারের পরে 'ঐ'কার'ঔ'কার থাকাতে, তিনমাত্রিক বা চারিমাত্রিক আদেশ 'খট্বৈতিকায়ন' প্রভৃতির 'ঐ'কারের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার প্রাপ্তি না হইয়া, দুইমাত্রিক 'ঐ'কারাদির প্রাপ্তি হইবে। (১)

যদি 'ত'কারের পরে যে বর্ণ, তাহাকেও তপর বলা যায় ; তবে "ঋদোরপ্" (২) ৩৩৫৭। এই সূত্রে, 'ঋৎ'এর তকারের পর হ্রস্ব 'উ'কার থাকাতে, একমাত্রাবিশিষ্ট হ্রস্ব 'উ'কারান্ত 'যু'ধাতু এবং 'স্তু'ধাতুরই উত্তর 'অপ্'প্রত্যয় হইয়া 'যবঃ''স্তবঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে ; কিন্তু দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ উকারান্ত 'লূ' এবং 'পূ' ধাতুর উত্তর 'অপ্' প্রত্যয়ও প্রাপ্তি হইবে না ; সুতরাং 'লবঃ' 'পবঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না ?

এই দোষ এখানে প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, ইহা (ঋদোরপ্) 'ত'কার নহে।

তবে কি ?

'দ'কার।

এখানে, 'দ'কারের প্রয়োজন কি ?

পুনরায় আমিও জিজ্ঞাসা করিব—আপনারই বা 'ত'কারের ('ঋদোরপ্' সূত্রে) প্রয়োজন কি ?

যদি সন্দেহ ('ঋ'কারে 'উ'কারে মিলিয়া ক এবং তৎপরে 'অপ্' করিয়া 'র্বপ্' সূত্র করিলে সন্দেহ হইতে পারে যে, কোন্ ২ বর্ণ মিলিয়া 'র্বপ্' হইয়াছে) না হয়, এইজন্য 'ত'কার করিবার প্রয়োজন হয় ; তবে 'দ'কারও সেই জন্যই

---

(১) 'খট্বৈন্দ্র' হইতে, 'খট্বৌঢ়া' পর্য্যন্ত চারিটী প্রয়োগ, 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিচারই পুনঃ 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রেও উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া, পুনরুক্তি ভয়ে আর ভাষ্যকার 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রের স্বতন্ত্র ভাষ্য করেন নাই ; ইহারই মধ্যে অন্তর্ভাব করিয়াছেন।

(২) [illegible] হইয়াছে।

প্রয়োজন। আর যদি মুখসুখার্থ 'ত'কারের প্রয়োজন হয়, তবে 'দ'কারও সেই জন্যই (মুখের সুখের জন্যই) প্রয়োজন।

এই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত হইল।

সূত্রমূল।—ইকো গুণবৃদ্ধী ১।১।৩।

ইকঃ। ৬। গুণবৃদ্ধী। ১। (১)

সূত্রার্থ।—'গুণ'শব্দ এবং 'বৃদ্ধি'শব্দ দ্বারা, যে স্থলে গুণ এবং বৃদ্ধি কার্য্য বিধান করা যাইবে; সেই স্থানে, সেই গুণ ও বৃদ্ধিরূপ কার্য্য, 'ইক্' প্রত্যাহারস্থিত বর্ণসমূহের স্থানে হয়, এইরূপ জানিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইগ্গ্রহণং কিমর্থম্। ইগ্গ্রহণনাৎসন্ধ্যক্ষরব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থম্ *। ইগ্গ্রহণং ক্রিয়তে। কিং প্রয়োজনম্। আকারনিবৃত্ত্যর্থং সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থং ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থঞ্চ। আকারনিবৃত্ত্যর্থং তাবৎ। যাতা বাতা। আকারস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রে, সকল বর্ণের গ্রহণ না করিয়া, কেবল ইক্ প্রত্যাহারের গ্রহণ কেন করা হইল? (অর্থাৎ এইসূত্র কেন করা হইল?)

ইক্ গ্রহণ করা হইয়াছে, আকার, সন্ধি অক্ষর এবং ব্যঞ্জন-বর্ণ নিবৃত্তির জন্য। *। ইক্ প্রত্যাহারের গ্রহণ করা হইয়াছে কি প্রয়োজনে?

গুণ ও বৃদ্ধিরূপ কার্য্য—আকারেতে নিবৃত্তির জন্য,—সন্ধ্যক্ষরেতে (এ, ও, ঐ, ঔ তে) নিবৃত্তির জন্য, এবং ব্যঞ্জন বর্ণেতে নিবৃত্তির জন্য। আকার নিবৃত্তির জন্য যথা, যাতা, বাতা (যদি ইক্ ভিন্ন সর্ব্বত্রই গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত; তবে এই স্থলেও 'আ'কারের গুণ হইয়া, 'অ'কার হইয়া যাইত, এবং 'যতা' প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ হইতে লাগিত) ইত্যাদিস্থলে 'আ'কারের গুণ প্রাপ্ত হইত; ইক্প্রত্যাহারের (গুণবৃদ্ধিকার্য্যে) গ্রহণ করাতে, তাহা হইল না।

ভাষ্যমূল।—সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থম্। গ্লায়তি, ম্লায়তি। সন্ধ্যক্ষরস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সন্ধ্যক্ষর (২) নিবৃত্তির জন্য, যথা;—গ্লায়তি, ম্লায়তি।

---

(১) এক হইতে সাত পর্য্যন্ত যে কোন অঙ্ক থাকিবে, সেই শব্দকে সেই বিভক্তি এবং বিন্দুদ্বারা একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন জানিবে।

(২) অ ই, এবং অ উ যোগে, প্রযত্ন ভেদে, এ, ঐ, ও, ঔ হয়; [illegible] [illegible] সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে সন্ধ্যক্ষর বলে।

ইক্‌প্রত্যাহার ভিন্ন সকল বর্ণে, গুণ ও বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, গ্লৈ ও ম্লৈ ধাতুর ঐকারের গুণ প্রাপ্ত হইয়া, 'এ'কার আদেশ হইত, অথচ 'আয়্' আদেশ হইয়া, গ্লায়তি, ম্লায়তি পদসিদ্ধ হইত না), সন্ধ্যক্ষরের গুণপ্রাপ্ত হইত। ইক্‌প্রত্যাহার গ্রহণ হেতু তাহা হইল না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থম্। উম্ভিতা। উম্ভিতুম্। উম্ভিতব্যম্। ব্যঞ্জনস্য গুণঃ প্রাপ্নোতি। ইগ্ গ্রহণান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যঞ্জন বর্ণে (গুণ, বৃদ্ধি) নিবৃত্তির জন্য। যথা;—উম্ভিতা, উম্ভিতুম্, উম্ভিতব্যম্, (এই স্থলে 'ভ'কারের ওষ্ঠ স্থান বলিয়া, গুণ হইয়া, 'ও'কার প্রাপ্ত হইত) এইস্থলে ব্যঞ্জনের গুণ প্রাপ্ত হইত; 'ইক্' গ্রহণ হেতু, তাহা হইবে না।

ভাষ্যমূল।—আকারনিবৃত্ত্যর্থেন তাবন্নার্থঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নাকারস্য গুণোভবতীতি। যদয়মাতোঽনুপসর্গে ক ইতি 'ক'কারমনুবন্ধং করোতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। কিৎকরণে এতৎ প্রয়োজনম্, কৃঙিতীত্যাকারলোপো যথা স্যাৎ। যদি চাকারস্য গুণঃ স্যাৎ কিৎকরণমনর্থকং স্যাৎ। গুণে কৃতে দ্বয়োরকারয়োঃ পররূপেণ সিদ্ধং রূপং স্যাদ্ গোদঃ কম্বলদ ইতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাকারস্য গুণো ভবতীতি। ততঃ 'ক'কারমনুবন্ধং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আকার নিবৃত্তির জন্য, 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কেন না, আকারে যে গুণ হয় না, তাহা, শাস্ত্রের অন্যান্য স্থলে, আচার্য্যের (পাণিনির) প্রবৃত্তিই (প্রয়োগ), জ্ঞাপন করিতেছে; যেমন এই আতোঽনুপসর্গে কঃ।৩।২।৩ ('আ'কারান্ত ধাতুর উপসর্গরহিত কর্ম্ম উপপদে থাকিলে, 'ক'প্রত্যয় হয়; অণ্ প্রত্যয় হয় না) সূত্রে, 'ক'কার অনুবন্ধ করিয়াছেন।

('ক'কার অনুবন্ধ করাতে আচার্য্যের প্রবৃত্তি) কিরূপে জ্ঞাপক হইল? উক্ত সূত্রে, 'ক'কার ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, ('ক'কার 'গ'কার 'ঙ'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর আকারের লোপ হয় (১) 'ক'কার ইৎ নিমিত্ত আকার লোপ যাহাতে হয়। যদি 'আ'কারের গুণই হয়; তবে এইসূত্রে, 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনর্থক হয়, ('অ'প্রত্যয় করিলেই), 'আ'কারের গুণ করিলে পর ('আ'কারের গুণে,

(১) ইহার বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে, "আতোলোপ ইটি চ।৬।৪।৬৪। সূত্রে

এক অকার, আর প্রত্যয়ের এক অকার) দুই 'অ'কারের পরবং এক 'আ'কার হইয়া, গোদ, কম্বলদ, এইরূপ (পদ) সিদ্ধ হইবে। আচার্য্য (পাণিনি) দেখিয়াছেন যে, 'আ'কারের গুণ হয় না; এবং সেই হেতুই 'ক'কার অনুবন্ধ করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—সন্ধ্যক্ষরনিবৃত্ত্যর্থেনাপি নার্থঃ। উপদেশসামর্থ্যাৎ সন্ধ্যক্ষরস্য গুণো ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সন্ধ্যক্ষর (এ, ও, ঐ, ঔ তে গুণ) নিবৃত্তির জন্যও 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কেন না (অই, অ উ, র সংযোগেই যখন এ, ও, ঐ, ঔ, হইয়াছে, তখন পুনঃ এ ও ঙ্, ঐ ঔচ্ উপদেশ করা হইয়াছে কেন?) এচ্এর উপদেশ হেতুই সন্ধ্যক্ষরের (এ ও ঐ ঔ র) গুণ হইবে না। অর্থাৎ যদি এ ঐ প্রভৃতি বর্ণের গুণই হইত; তবে ইহাদের উচ্চারণের কোন প্রয়োজন ছিল না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থেনাপি নার্থঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন ব্যঞ্জনস্য গুণো ভবতীতি। যদয়ং জনের্ডং শাস্তি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। ডিৎকরণে এতৎ প্রয়োজনং ডিতীতি টিলোপো যথা স্যাৎ। যদি ব্যঞ্জনস্য গুণঃ স্যাদ্ ডিৎকরণমনর্থকং স্যাৎ। গুণে কৃতে ত্রয়াণামকারাণাং পররূপেণ সিদ্ধং রূপং স্যাদুপসরজো মন্দুরজ ইতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো ন ব্যঞ্জনস্য গুণো ভবতীতি ততো জনের্ডং শাস্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যঞ্জনবর্ণসমূহে, গুণবৃদ্ধিনিবারণের জন্যও 'ইক্' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। যেহেতু, ব্যঞ্জনবর্ণের যে গুণ হয় না, তাহা আচার্য্যের (পাণিনির) অভিপ্রায়ানুসারেই জানা যাইতেছে। কেন না, তিনি (পাণিনি), 'জন' ধাতুর উত্তর, 'ড' প্রত্যয় শাসন (বিধান) করিয়াছেন।

'ড্'প্রত্যয় বিধানে, কিরূপে জানা গেল যে, ব্যঞ্জনের গুণ হয় না?

এই স্থলে, 'ড্'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, 'ড্ক'ার ইৎপ্রযুক্ত (১) 'টি' (২) র, যাহাতে লোপ হয়। যদি ব্যঞ্জনেরও গুণ হয়; তবে ড্ ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনাবশ্যক হইয়া থাকে। (যদি ব্যঞ্জনের গুণ হইত, তবে 'উপ'পূর্ব্বক 'সর'শব্দ পূর্ব্বক 'জন' ধাতু এবং 'মন্দুর' শব্দ পূর্ব্বক 'জন'ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় না করিয়া, কেবলমাত্র 'অ'প্রত্যয়

(১) 'ড'কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী 'টি'র লোপ হয়।

(২) শব্দের অন্ত্যবর্ত্তী যে 'অচ্' (স্বরবর্ণ), তদবধি শেষ পর্য্যন্ত যে সকল বর্ণ, তাহার 'টি' সংজ্ঞা হয়।

করিলেই, 'জন'ধাতুর 'ন্'কারের গুণে 'অ'কার, 'ন'কারস্থিত 'অ'কার, আর প্রত্যয়ের 'অ'কার,) 'ন'কারের গুণ করিলে পর, এই তিন 'অ'কারের স্থানে, পর 'অ'কার রূপ একটী মাত্র অকার হইয়া, উপসরজ, মন্দুরজ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। (যদি 'অ'প্রত্যয় করাতেই প্রয়োজনীয় প্রয়োগ সিদ্ধি হয়, তবে'ড্' ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না।) আচার্য্য (পাণিনি) দেখিয়াছেন যে, ব্যঞ্জনের গুণ হয় না, তজ্জন্য 'জন' ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয়, বিধান করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল :—নৈতানি সন্তি জ্ঞাপকানি। যত্তাবদুচ্যতে। কিৎকরণং জ্ঞাপকং নাকারস্য গুণো ভবতীতি উত্তরার্থমেতং স্যাৎ। তুন্দশোকয়োঃ পরিমৃজাপনু-দোরিতি। যত্তর্হি গাপোষ্টগিত্যনন্যার্থং ককারমনুবন্ধং করোতি।

এই সকল (ক ইৎ, ড্ ইৎ প্রত্যয় করা দ্বারা) আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রকাশ (জ্ঞাপন) করেনা।

যাহা উক্ত হইয়াছে যে, (আতোঽনুপসর্গে কঃ। এইসূত্রে) 'ক'কার ইৎ-বিশিষ্ট প্রত্যয় করাতে জানা যাইতেছে যে, আকারের গুণ হয় না; তাহা নহে। কেন না, এইস্থলে 'ক'কার ইৎ করা হইয়াছে, উত্তরোত্তর সূত্রে অনু-বৃত্তি (১) হইবার জন্য। "তুন্দশোকয়োঃপরিমৃজাপনুদোঃ" এইসূত্রে 'ক'কারইৎ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি হইয়া যাহাতে প্রয়োগ সিদ্ধি হইতে পারে।

আতোঽনুপসর্গে কঃ, এইসূত্রে 'ক'ইৎ'গ্রহণ না হয়, অন্য সূত্রে চরিতার্থ ("তুন্দশোকয়োঃ" সূত্রে) হইল। কিন্তু তবে "গাপোষ্টক্ ৩.২।৮." (উপসর্গ পূর্ব্বে না থাকে, অথচ কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকে, এমন যে, 'গা' ধাতু এবং 'পা'ধাতু, তাহাদের উত্তর টক্প্রত্যয় হয়। সামং গায়তীতি সামগঃ = সাম—গা + টক্। এইস্থলে, টক্প্রত্যয় 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট করিবার, 'গা' ধাতুর 'আ'কার লোপ ভিন্ন, অন্য কোনও প্রয়োজন নাই।) এইসূত্রে, অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও যে, 'ক'কার অনুবন্ধ (ইৎ) করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, 'আ'কারের গুণ হয় না।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে। উপদেশসামর্থ্যাৎ সন্ধ্যক্ষরস্য গুণো ন ভবিষ্যতীতি। যদি যদ্যৎসন্ধ্যক্ষরস্য প্রাপ্নোতি তত্তদুপদেশসামর্থ্যাদ্বাধ্যতে। আয়াদয়োপি

(১) একটী সূত্রের সম্যক্-অংশ বা কতক অংশ পরবর্ত্তী সূত্রের পশ্চাৎ গমন করিয়া যে, সেই পরবর্ত্তী সূত্রের সম্যক্ অর্থ করিয়া থাকে, তাহাকে 'অনুবৃত্তি' বলে।

ন্তহি ন প্রাপ্নুবন্তি। নৈষ দোষঃ। যং বিধিং প্রত্যুপদেশোঽনর্থকঃ স বিধি-র্বাধ্যতে। যস্য তু বিধেনিমিত্তমেব নাসৌ বাধ্যতে। গুণং চ প্রত্যুপদেশো-ঽনর্থকঃ। আয়াদীনাং পুননিমিত্তমেব।

ভাষ্যানুবাদ।—অ+ই=এ, অ+উ=ও। এ ঐ ও ঔ এই সকল বর্ণ,—'অ'কার, 'ই'কার, বা 'উ'কার যোগ হইয়াই যখন হইয়াছে, তখন পুনরায় "এ ওঙ্। ঐ ঔচ্।" এইসূত্র করিবার কোনও প্রয়োজন ছিলনা। (যেমন সূত্রে 'ক' একবার গ্রহণ করিয়া ষ পুনঃ গ্রহণ করাতে, 'ক্ষ' বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও বর্ণ গ্রহণ করে নাই; যেহেতু, যখন যাহার প্রয়োজন হইবে, তখন 'ক,ষ' যোগ করিয়াই 'ক্ষ'এর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। সেইরূপ) এইস্থলে অ ই উ ণ্, এই সূত্র উপদেশের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইলেও যখন পুনঃ "এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্।" এই সন্ধিঅক্ষর (যুক্ত অক্ষর) উচ্চারণ করা হইয়াছে, তখনই জানা যাইতেছে যে, সন্ধিঅক্ষরের গুণ হয় না।

এই বলা হইল যে, উপদেশ-সামর্থ্য হেতুই সন্ধি অক্ষরের (এ, ও, ঔ, ঔর) গুণ হইবে না; তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে,—যদি সন্ধিঅক্ষরসমূহের যাহা যাহা বিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা উপদেশবলেই নিষেধ হয়; তবে ঐকারাদির স্থানে যে 'আয়্' প্রভৃতি আদেশ (স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ঐকার স্থানে আয়্, ঔকারের স্থানে আব্ হয়, যেমন,—নৈ+অক=নায়ক) তাহাও প্রাপ্তি হইবেনা?

ইহা দোষ নহে। কারণ, যে বিধির প্রতি, ঐকারাদিসন্ধ্যক্ষর উপদেশ অনর্থক, সেই বিধিকেই বাধা করিবে; কিন্তু যে বিধির প্রতি ইহা (সন্ধ্যক্ষর) নিমিত্ত হইবে, তাহা (আয়্ প্রভৃতি আদেশ) বাধ করিবে না। গুণের প্রতি ঐ ঔ প্রভৃতি সন্ধ্যক্ষর উপদেশ অনর্থকই হইবে। আর আয়্ প্রভৃতি আদে-শের প্রতি ঐ ঔ প্রভৃতি নিমিত্তই হয়।

ভাষ্যমূল।—যদ্যপুচ্যতে জনের্ডবচনং জ্ঞাপকং ন ব্যঞ্জনস্য গুণো ভবতীতি। সিদ্ধেবিধিরারভ্যমানো জ্ঞাপকার্থো ভবতি। ন চ জনের্গুণেন সিদ্ধ্যতি। কুতোহ্যেতৎ। জনেগুর্ণ উচ্যমানোঽকারোভবতি ন পুনরেকারো বাস্যাদোকারো-বেতি আন্তর্য্যতোঽমাত্রিকস্য ব্যঞ্জনস্য মাত্রিকোঽকারোভবিষ্যতি। এব-মপ্যনুনাসিকঃ প্রাপ্নোতি। পররূপেণ শুদ্ধো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল যে, "আচার্য্য পাণিনি [illegible] 'জন'ধাতুর [illegible] 'ড' প্রত্যয় করাতেই ইহা জ্ঞাপন হইয়াছে যে,—[illegible]

হয় না,” তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, কোনও বিধি যদি (স্বভাবতঃ বা প্রকারান্তরে) সিদ্ধই থাকে; এবং তখন যদি কোনও বিধির আরম্ভ করা যায়, তবে তাহা জ্ঞাপকের জন্য হইয়া থাকে; কিন্তু ‘জন’ধাতুর ‘ন’কারের গুণ করিলে ত ‘উপসরজ’ পদ সিদ্ধ হয় না। কারণ ‘জন’ ধাতুর ‘ন’কারের গুণ করিলে, ‘ন’কারের স্থানে, কেবল মাত্র গুণসংজ্ঞক ‘অ’কারই হইবে, আর ‘একার’ অথবা ‘ওকার’ হইবে না।

অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনের (জন ধাতুর নকার প্রভৃতির) গুণসংজ্ঞক কোনও বর্ণ হইলে, তাহার সদৃশতমতা প্রযুক্ত একমাত্রাবিশিষ্ট একারই হইবে; (১) দুইমাত্রাবিশিষ্ট একার বা ওকার (সদৃশতম নহে বলিয়া) হইবে না।

এইরূপ হইলেও (নকারের স্থানে সদৃশতম অকার হইলেও) অধিক সদৃশতম অনুনাসিক (অঁকার) বর্ণ প্রাপ্ত হইবে?

তাহা হইলেও অনুনাসিক বর্ণের পর সবর্ণ (২) হইয়া প্রয়োগ শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ ‘জন’ ধাতুর উত্তর ‘ড’ প্রত্যয় না করিয়া ‘অ’প্রত্যয় করিলেও, নকারের গুণে অনুনাসিক ‘অঁ’কার হইলে, তাহার পররূপ ‘অ’প্রত্যয়ের ‘অ’কার হইয়া, ‘উপসরজ’ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—গমেরপ্যয়ং ডো বক্তব্যঃ। গমেশ্চ গুণ উচ্যমান ওকারঃ প্রাপ্নোতি। তস্মাদিগ্‌গ্রহণং কর্ত্তব্যম্‌।

যদীগ্‌গ্রহণং ক্রিয়তে। ত্যোঃ পন্থাঃ স ইগন্তিতি এতেষ্বপীকঃ প্রাপ্নুবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—‘ড’ প্রত্যয় ব্যর্থ নহে। কারণ, ‘গম’ ধাতুর জন্য (মকার ইৎএর জন্য) ও ‘ড’ প্রত্যয় বক্তব্য। নতুবা, ‘গম’ ধাতুর গুণ হয়; এইরূপ বলিলে, ‘ম’কারের গুণ হইয়া ‘ও’কার প্রাপ্তি হইবে। (৩) অতএবই ‘ইক্‌’ গ্রহণ কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—‘জন’ ধাতুর ‘ন’কারের স্থানপ্রযুক্ত সদৃশ ‘গুণ’সংজ্ঞক (অ, এ, বা ওকারের মধ্যে) কোনও বর্ণ নাই বলিয়া, অপেক্ষাকৃত মাত্রাসাদৃশ্য প্রযুক্ত, একার ওকার না হইয়া, অকারই হইতে পারে। কিন্তু মকারের ত স্থানপ্রযুক্ত

(১) স্থানেঽন্তরতমঃ ১।১।৫০। বহুবর্ণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সদৃশতম যে বর্ণ, তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

(২) অতোগুণে ৬।১।৯৭। পদান্ত ভিন্ন অকারের পরে গুণসংজ্ঞক বর্ণ থাকিলে পররূপ এক আদেশ হয়।

[illegible] ওষ্ঠ স্থান; অতএব ওষ্ঠস্থানবিশিষ্ট ওকারই হইবে।

সাদৃশ্য, 'ও'কারেতেই রহিয়াছে; অতএব, অনেক প্রকারের সাদৃশ্যের মধ্যে, স্থানপ্রযুক্ত সাদৃশ্যই বলবান্ হয় বলিয়া, অকার না হইয়া 'ও'কারই হইবে (১)। অতএব, যেহেতু 'ড'প্রত্যয় ব্যর্থ নহে, (চরিতার্থের অবকাশ আছে বলিয়া) সেই হেতুই 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে 'ইক্' গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যদি 'ইক্' গ্রহণ করা যায়, তবেও দোষ হইবে। কারণ, দ্যৌঃ (২), পন্থাঃ (৩), সঃ (৪), ইমম্ (৫) ইত্যাদি স্থলেও 'ইক্' প্রত্যাহারের প্রাপ্তি হইবে?

বার্ত্তিকমূল।—সংজ্ঞয়া বিধানে নিয়মঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা দ্বারা গুণ বা বৃদ্ধি বিধান করিলেই এই নিয়ম ('ইক্'এর উপস্থিতি) হইয়া থাকে।*

ভাষ্যমূল।—সংজ্ঞয়া যে বিধীয়ন্তে তেষু নিয়মঃ। কিং বক্তব্যমেতৎ। নহি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। গুণবৃদ্ধিগ্রহণসামর্থ্যাৎ। কথং পুনরন্তরেণ গুণবৃদ্ধিগ্রহণমিকো গুণবৃদ্ধী স্যাতাম্। প্রকৃতং গুণবৃদ্ধিগ্রহণমনুবর্ত্ততে। ক প্রকৃতম্। বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণ ইতি। যদি তদনুবর্ত্ততে। অদেঙ্ গুণবৃদ্ধিশ্চেত্যদেঙাং বৃদ্ধিসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। সংবন্ধমনুবর্ত্তিষ্যতে। বৃদ্ধিরাদৈচ্। অদেঙ্ গুণঃ। বৃদ্ধিরা-

---

(১) যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ঃ।

(২) দিব ঔৎ।৭।১৮৪। ('দিব্' এই প্রাতিপদিকের উত্তর 'ঔ' হয়, 'সু'বিভক্তি পরে থাকিলে।) এখানে বৃদ্ধিসংজ্ঞক ঔকার, 'দিব্'এর 'ই'কার স্থানে প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য 'ব'কার স্থানে প্রাপ্তি হইবে না।

(৩) পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ।৭।১।৮৫। পথিন্ মথিন্ ঋভুক্ষিন্ শব্দের 'আ'-কারান্ত আদেশ হয়, 'সু'বিভক্তি পরে থাকিলে। এই স্থলে, বৃদ্ধি আদেশ 'ইক্'-এর হয় বলিয়া, আকাররূপ বৃদ্ধি আদেশ ও পথিন্ শব্দের ইকারেরই প্রাপ্তি হইবে। অন্তের হইবে না।

(৪) ত্যদাদীনামঃ।৭।২।১০২। (ত্যদ্ প্রভৃতি অর্থাৎ ত্যদ্ শব্দ আদিতে, যে গণপঠিত শব্দের, তাহাদের অকারান্ত আদেশ হয়।) এই সূত্রে ইক্এর গ্রহণ প্রাপ্তি হইলে, তদ্ শব্দের মধ্যে ইক্এর অভাব হেতু, (গুণরূপ) অকারান্ত আদেশও হইবে না, 'সঃ' এইরূপ প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

(৫) এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে, ত্যদাদিগণ পঠিত 'ইদম্' শব্দেরও অকারান্ত আদেশ না হইয়া, গুণসংজ্ঞক 'অ'কার আদেশ, ইদম্ শব্দের ইকারের হইবে; সুতরাং 'ইমম্' এরূপ বিশুদ্ধ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

দৈচ্। তত্ত ইকো গুণবৃদ্ধী ইতি। গুণবৃদ্ধিগ্রহণমনুবর্ত্ততে। অদেঙাদৈক্ গ্রহণং নিবৃত্তম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সংজ্ঞাদ্বারা অর্থাৎ গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞাদ্বারা বিহিত যে আদেশ, তাহাতেই নিয়ম করা হইয়াছে। বিশেষার্থ, গুণশব্দ উচ্চারণ করিয়া যেখানে গুণ কার্য্য করা হইবে অথবা বৃদ্ধি শব্দ উচ্চারণ করিয়া যেখানে বৃদ্ধি কার্য্য করা হইবে, সেখানেই এই নিয়ম করা হইবে যে, গুণ এবং বৃদ্ধি কার্য্য 'ইক্'এর স্থানেই হয়। তাহা হইলে, 'দিব ঔৎ' সূত্রের ঔকারও, বৃদ্ধি শব্দের উচ্চারণ না করিয়া, ঔকার মাত্র উল্লেখ করাতেই, 'দ্যৌঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

ইহা কি আবার বলিতে হইবে? অর্থাৎ 'গুণ' 'বৃদ্ধি' সংজ্ঞা দ্বারা বিধান করিলেই যে নিয়ম প্রাপ্তি হইবে, তাহার জন্যও কি আবার একটী সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার প্রয়োজন হইবে?

নিশ্চয়ই না।

না বলিলে, কিরূপে জানা যাইবে?

('ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে) গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ বলেই জানা যাইবে যে, ইকেরই হয়।

যদি এইরূপই হয়, তবে গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের গ্রহণ ভিন্নই কিরূপে 'ইক্'-এর যে গুণ বা বৃদ্ধি হয়, তাহা বোধ হইবে?

এই প্রকরণে যে, গুণ এবং বৃদ্ধি শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অনুবৃত্তি হইবে। তাহা হইলেই গুণ এবং বৃদ্ধি যে ইক্এরই হয়, তাহাও বোধ হইবে।

কোথায় প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে?

'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, বৃদ্ধি শব্দ, এবং 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রে গুণ শব্দ, উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সূত্রদ্বয় হইতে 'বৃদ্ধি' ও 'গুণ' শব্দের অনুবৃত্তি আনিয়া কার্য্যসিদ্ধ করা হইবে।

যদি তাহাদের অনুবৃত্তি করা যায়, তবে এই দোষ হইবে যে,—'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রেও 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র হইতে, 'বৃদ্ধি' শব্দের অনুবৃত্তি আসিয়া, 'অদেঙ্'-এর (অকার, একার, ওকারের) ও বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না; কারণ, সম্বন্ধ অর্থাৎ কেবল 'বৃদ্ধি' শব্দের অনুবৃত্তি না করিয়া একত্র মিলিত যে 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' ('বৃদ্ধি' শব্দ এবং 'আদৈচ্' শব্দ একত্র মিলিত) সূত্রের অনুবৃত্তি করা হইবে। তাহা হইলেই, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' 'অদেঙ্-

গুণঃ' এইরূপ সূত্র হইবে। সুতরাং 'বৃদ্ধি' হইলে 'আদৈচ্' (আ, ঐ, ঔ) এরই হইবে; অদেঙ্ (অ, এ, ও) এর হইবে না। পূর্ব্বসূত্রে এইরূপ অর্থ হইবার পর, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' এইরূপ সূত্র করা হইবে। আর এই সূত্রে, পূর্ব্ব সূত্রদ্বয়ের মধ্যে যে, 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদেরই অনুবৃত্তি হইবে; কিন্তু 'অদেঙ্' এবং 'আদৈচ্'এর যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের নিবৃত্তি করা হইবে। তাহা হইলেই সর্ব্বত্র 'ইক্'এর গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূল।— অথবা মণ্ডূকগতয়োঽধিকারাঃ। যথা, মণ্ডূকা উৎপ্লুত্য উৎপ্লুত্য গচ্ছন্তি তদ্বদধিকারাঃ।

অথবা একযোগঃ করিষ্যতে। বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ। ততইকো গুণবৃদ্ধী ইতি। ন চৈকযোগেঽনুবৃত্তির্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা অধিকার (অনুবৃত্তি) সমূহ মণ্ডূকের (ভেকের) গতির ন্যায়ও হইয়া থাকে; এইরূপ জানিতে হইবে। যেমন মণ্ডূকগণ লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে, সেইরূপ অধিকারসমূহও হইয়া থাকে। সুতরাং ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রেও 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্র হইতে 'বৃদ্ধি' শব্দ এক লাফে 'অদেঙ্-গুণঃ' সূত্র অতিক্রম করিয়া গিয়া পড়িবে। তাহা হইলেই উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হইবে।

অথবা তিন সূত্রই একত্র সংযোগ করা হইবে। অর্থাৎ 'বৃদ্ধিরাদৈজদেঙ্ গুণঃ' এবং তৎপরে 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র, এই তিন সূত্র একত্র সংযোগ করা হইবে।

অতএব একত্র সংযোগ হওয়াতে অনুবৃত্তিও হইবে না। এইরূপে কার্য্যও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবান্যবচনাচ্চকারাকরণাচ্চ প্রকৃতাপবাদো বিজ্ঞায়তে যথোৎসর্গেণ প্রসক্তস্যাপবাদো বাধকো ভবতি। অন্যস্যাঃ সংজ্ঞায়া বচনাচ্চকারস্য চানুকর্ষণার্থস্যাকরণাৎ প্রকৃতায় বৃদ্ধিসংজ্ঞায়া গুণসংজ্ঞা বাধিকা ভবিষ্যতি। যথোৎসর্গেণ প্রসক্তস্যাপবাদো বাধকো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা সূত্রসমূহ পৃথক্ পৃথক্ই করিব; কিন্তু 'বৃদ্ধি' সংজ্ঞা করিয়া পুনঃ 'গুণ'রূপ অন্য বচন করাতে এবং গুণ শব্দের পরে 'চ'কার না করাতেই জানা যাইতেছে যে, ইহা (গুণশব্দ), প্রকরণাগত বৃদ্ধি শব্দের অপবাদক। যেমন,—উৎসর্গ (সাধারণ) সূত্র দ্বারা কোনও বিধির প্রসক্তি হইলে, অপবাদ (বিশেষ) সূত্র, তাহার বাধক হইয়া থাকে। অর্থাৎ অন্যসংজ্ঞাবোধক (অদেঙ্ গুণঃ) বচন আরম্ভ করাতে এবং অনুবৃত্তির অর্থ

প্রকাশক চকার 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রের পরে) না করাতেই প্রকরণাগত বৃদ্ধি সংজ্ঞার বাধিকা, গুণসংজ্ঞা হইবে। যেমন,—সাধারণতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত উৎসর্গ সূত্রের প্রসঙ্গাগত বিধি, অপবাদক বিশেষ সূত্র বাধক হইয়া থাকে। এই স্থলে, যদিও 'বৃদ্ধি' সূত্র, সাধারণতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্তি হইতে পারে বটে ; তথাপি 'অদেঙ্-গুণঃ' বিশেষ সূত্র করাতে, এবং এই পর সূত্রান্তে 'চ'কার না করাতে, পূর্ব্ব সূত্রকে বাধ করিয়া, অ, এ, ওরই গুণসংজ্ঞা হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবা বক্ষ্যত্যেতৎ। অনুবর্ত্তন্তে চ নাম বিধয়ো ন চানুবর্ত্তনা-দেব ভবন্তি। কিং তর্হি। যত্নাদ্ভবন্তীতি। অথবা উভয়ং নিবৃত্তং তদপেক্ষিষ্যামহে।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা এইরূপই বলা হইবে অর্থাৎ যেরূপ সূত্র আছে, সেরূপই বলা হইবে। তাহা হইলে, বিধিসমূহেরও অনুবৃত্তি হইবে ; কিন্তু কেবল অনুবৃত্তি দ্বারাই কার্য্য হইবে না।

তবে কি ?

যত্নবিশেষের দ্বারা হইবে। অর্থাৎ সূত্রের মধ্যে এমন কোনও চেষ্টা-বিশেষ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে ; কিন্তু 'অদেঙ্ গুণঃ' সূত্রে, সেরূপ কোনও চেষ্টা না দেখিতে পাওয়াতে, বৃদ্ধিকার্য্যও হইবে না।

অথবা 'বৃদ্ধি' এবং 'গুণ' উভয়ের অনুবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়া, তন্নিবন্ধন মনোগত ভাবের, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, অপেক্ষা করিব। তাহা হইলেই কার্য্যও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনরয়মলোন্ত্যশেষঃ। আহোস্বিদলোঽন্ত্যাপবাদঃ। কথং চায়ং তচ্ছেষঃ স্যাৎ কথং বা তদপবাদঃ। যদ্যেকং বাক্যং তচ্চেদং চ। অলোন্ত্যস্য বিধয়ো ভবন্তি। ইকো গুণবৃদ্ধী অলোন্ত্যস্যেতি। ততোয়ং তচ্ছেষঃ।

অথ নানাবাক্যম্। অলোঽন্ত্যস্য বিধয়ো ভবন্তি। ইকোগুণবৃদ্ধী অন্ত্যস্য চানন্ত্যস্য চেতি। ততোয়ং তদপবাদঃ।

কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে যে, 'ইক্'-এর গুণ এবং বৃদ্ধি বিধান করা হইয়াছে, তাহা কি 'অলোন্ত্যস্য'(১) সূত্রের সহিত মিলিত হইয়া, অন্ত্যবর্ণ যদি 'ইক্' হয়, তাহারই গুণ এবং বৃদ্ধি হইবে ? না, 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের অপবাদক হইবে ?

(১) ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে আদেশ, তাহা, তাহার অন্ত্যবর্ণ স্থানে হয়।

তচ্ছেষ পক্ষ (অর্থাৎ অন্ত্য ইক্‌এর স্থানে গুণবৃদ্ধি) অবলম্বন করিলেই বা কিরূপ হইবে, আর তদপবাদ পক্ষ (আদি, অন্ত্য কিংবা মধ্য, যে কোন স্থানে 'ইক্' থাকিলেই হইল) অবলম্বন করিলেই বা কিরূপ হইবে ?

যদি তাহা (অলোন্ত্যস্য) এবং ইহা (ইকোগুণবৃদ্ধী), এক বাক্য করা যায়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে যে, যাবতীয় বিধি অন্ত্যবর্ণেরই হয়; সুতরাং 'ইক্'এর গুণ বা বৃদ্ধি হইতেও অন্ত্যবর্ণেরই হইবে। অতএব এইটী 'তচ্ছেষ-পক্ষ' হইল।

আর যদি নানা বাক্য হয়, অর্থাৎ উভয় সূত্র ভিন্ন ভিন্ন বাক্যবিশিষ্ট হয়; তবে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আদেশ, অন্ত্যবর্ণের স্থানে হইবে। আর ইক্‌এর স্থানে গুণ এবং বৃদ্ধি আদেশ, অন্ত্যেরও হইবে, অনন্ত্য অর্থাৎ আদি মধ্যেরও হইবে। সেই হেতু এইটী 'তদপবাদ'পক্ষ হইবে।

পক্ষদ্বয়ে বিশেষ (প্রভেদ) কি ?

বার্ত্তিকমূল।—বৃদ্ধিগুণাবলোন্ত্যস্যেতি চেন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি বল যে, বৃদ্ধি এবং গুণাদেশ অন্ত্যবর্ণেরই হয়, তবে মিদি, মৃজি, পুগন্ত, লঘু উপধাবিশিষ্ট ঋচ্ছ এবং দৃশ্ এই সকল ধাতু, আর ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র প্রভৃতি শব্দে, 'ইক্'প্রত্যাহারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। *।

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধিগুণাবলোঽন্ত্যস্যেতি চেন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। মিদের্গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। পুগন্তলঘূপধস্য গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ঋচ্ছের্লিটি গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ঋদৃশোঙি গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি। ক্ষিপ্র-ক্ষুদ্রয়োর্গুণঃ। ইক ইতি বক্তব্যম্। অনন্ত্যত্বাদ্ধি ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বৃদ্ধি এবং গুণ আদেশ অন্ত্য ইক্‌বিশিষ্ট বর্ণেরই হয়; তবে যে সকল শব্দের অন্তে ইক্ নাই, যেমন;—মিদি ধাতু, মৃজি ধাতু, পুক্ অন্ত এবং লঘু উপধাবিশিষ্ট ধাতু, ঋচ্ছ ধাতু, দৃশি ধাতু, ক্ষিপ্র শব্দ এবং ক্ষুদ্র প্রভৃতি শব্দের, পূর্ব্ব-ইক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ সমূহের, গুণ বা বৃদ্ধি হওয়ার জন্য, 'ইকঃ' অর্থাৎ ইক্‌এর স্থানে গুণ বা বৃদ্ধি হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক দৃষ্টান্তের স্থল দেখান যাইতেছে, মিদের্গুণঃ।৭।৩।৮২। (মিদ্ ধাতুর ইক্‌এর গুণ হয়, ইৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট শকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে,

'মেদন্তে') এই স্থলে, যাহাতে পূর্ব্ব ইক্‌এরও গুণ প্রাপ্তি হয়, এজন্য 'ইকঃ' (ইক্‌এর স্থানে হয়) এইরূপ বলা উচিত। কারণ, অন্যথা মিদ্ ধাতুর অন্ত্যবর্ণ ইক্ না হওয়াতে, গুণপ্রাপ্তি হইবে না।

মৃজের্বৃদ্ধিঃ।৭।২।১১৪। (মৃজ্ ধাতুর ইক্‌এর বৃদ্ধি হয়, ধাতুপ্রত্যয় পরে থাকিলে, 'মার্ষ্টি') এই স্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। কারণ, অন্যথা 'মৃজ্' ধাতুর অন্তে, ইক্ না থাকাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না।

পুগন্তলঘূপধস্য চ।৭।৩।৮৬। (পুক্ আছে অন্তে যার, এমন যে ধাতু, আর লঘু উপধাবিশিষ্ট যে ধাতু, তাহার অঙ্গস্থিত ইক্ প্রত্যাহারের গুণ হয়, সার্ব্বধাতুক এবং আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, 'বিভেদ') এই স্থানে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা, যেহেতু লঘু উপধাবিশিষ্ট ধাতুর অন্তে কখনও 'ইক্' থাকিতে পারে না, সেইহেতু গুণও প্রাপ্তি হইবে না।

ঋচ্ছত্যৄতাম্ ৭।৪।১১। (তুদাদিগণীয় ঋচ্ছ ধাতু, ঋ ধাতু এবং ঋৎধাতুর গুণ হয়, লিট্ বিষয়ক প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'আনর্চ্ছ') এইসূত্রানুসারে, 'ঋচ্ছ'ধাতুর লিট্ এ, গুণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা 'ঋচ্ছ'ধাতুর অন্তে ইক্ নাই বলিয়া গুণও প্রাপ্তি হইবে না।

ঋদৃশোঽঙি গুণঃ।৭।৪।১৬। (ঋবর্ণান্ত ধাতু এবং দৃশ ধাতুর গুণ হয়, অঙ্ পরে থাকিলে, 'অদর্শৎ') এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা 'দৃশ্'ধাতুর অন্তে ইক্ না থাকাতে, গুণ হইবে না।

স্থূলদূরযুবহ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ।৬।৪।১৫৬। (এই সকল শব্দের যণাদি পরক কার্য্যের লোপ হয়, আর পূর্ব্বের গুণ হয়, ইষ্ঠন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এইসূত্রানুসারে, ক্ষিপ্র এবং ক্ষুদ্র শব্দের গুণ হইয়া থাকে। এইস্থলে, 'ইকঃ' এইরূপ বলা উচিত। অন্যথা, 'ক্ষিপ্র'ও 'ক্ষুদ্র'শব্দের অন্তে 'ইক্' না থাকাতে, গুণ প্রাপ্ত হইবে না।

'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে, তচ্ছেষ পক্ষ অর্থাৎ অন্ত্য ইকের গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রসমূহে 'ইকঃ' (পূর্ব্ব ইকের স্থানে আদেশ হইবার জন্য) এইরূপ ষষ্ঠ্যন্তপদ, পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূল।—সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গশ্চানিগন্তস্য। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি অন্ত্য ইকেরই গুণ বা বৃদ্ধি হয়, তবে সর্ব্বাদেশ-প্রসঙ্গও 'ইক্' অন্ত্য ভিন্ন অন্য বর্ণের হইবে। *

ভাষ্যমূল।—সর্ব্বাদেশশ্চ গুণোঽনিগন্তস্য প্রাপ্নোতি। যাতা। বাতা। কিং কারণম্। অলোঽন্ত্যস্যেতি ষষ্ঠী চৈব হ্যন্ত্যমিকমুপসংক্রান্তা। অঙ্গস্যেতি চ স্থান-ষষ্ঠী। তদ্‌যদিদানীমনিগন্তমঙ্গং তস্য গুণঃ সর্ব্বাদেশঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। যথৈব হ্যলোঽন্ত্যস্যেতি ষষ্ঠী অন্ত্যমিকমুপসংক্রান্তা এবমঙ্গস্যেত্যপি স্থানষষ্ঠী। তদ্‌যদিদানীমনিগন্তমঙ্গং তত্র ষষ্ঠ্যেব নাস্তি কুতো গুণঃ কুতঃ সর্ব্বাদেশঃ। এবং তর্হি নায়ং দোষসমুচ্চয়ঃ। কিং তর্হি পূর্ব্বাপেক্ষোঽয়ং দোষঃ। হ্যর্থে চায়ং চঃ পঠিতঃ। মিদিমৃ্জপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্রক্ষুদ্রেষ্বিগ্‌গ্রহণং সর্ব্বাদেশ-প্রসঙ্গো হ্যনিগন্তস্যেতি। মিদেগুর্ণঃ ইক ইতি বচনাদন্ত্যস্য ন। অলোঽন্ত্যস্যেতি বচনাদিকো ন। উচ্যতে চ গুণঃ স সর্ব্বাদেশঃ প্রাপ্নোতি। এবং সর্ব্বত্র।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি ইক্ এর সহিত অন্ত্যবর্ণেরই সম্বন্ধ হয়; তবে যেখানে, ষষ্ঠী আছে, কিন্তু ইক্ নাই, সেখানে, 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' (অনেক বর্ণ বা শকার ইৎ বিশিষ্ট আদেশ হইলে, তাহা সমুদায় বর্ণের স্থানে হয়) এই সূত্রানু-সারে, সর্ব্বাদেশ গুণও অনিগন্তেরই প্রাপ্তি হইবে। যেমন,—'যাতা' 'বাতা', এই স্থলে, আর্দ্ধধাতুক 'যা' ধাতুর এবং 'বা' ধাতুর সমুদায় অঙ্গের গুণ হইবে।

ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ এই যে, 'অলোঽন্ত্যস্য' এই সূত্রস্থিত ষষ্ঠী ও অন্ত্য ইক্‌কেই উপসংক্রমণ (অধিকার) করিয়াছে। আর এ দিকে 'অঙ্গস্য'।৬।৪।১। এই অধিকারবাচক ষষ্ঠীও স্থানবোধিকা। সুতরাং যে স্থলের অন্ত্যবর্ণ ইক্ নহে, সেখানে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রও প্রাপ্তি হইবে না। 'অঙ্গস্য' এই ষষ্ঠীর স্থানে কোনও আদেশ প্রাপ্ত হওয়া চাই, সুতরাং এই যে, ইগন্ত ভিন্ন অঙ্গ (যা, বা), ইদানীং তাহার সমুদায় অঙ্গের, অবাধে গুণাদেশ প্রাপ্তি হইবে। 'অলো-ঽন্ত্যস্য সূত্র,' 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' সূত্রের বাধক হইবে না, যে হেতু তাহা অন্ত্য 'ইক্' কে বিধান করিয়া থাকে।

এই দোষ এখানে প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, যেমন নাকি 'অলোঽন্ত্যস্য' এইষষ্ঠী, অন্ত্য ইক্ এর সহিত উপসংক্রামিত হইয়াছে (মিলিত হইয়াছে), সেইরূপ 'অঙ্গস্য', এই স্থানবোধিকা ষষ্ঠীর সহিতও মিলিত হইয়াছে। অত-এব এক্ষণে যদি, 'ইক্' অন্তে না আছে, এমন অঙ্গের গুণ আদেশ হয়; তবে, যখন সেখানে ষষ্ঠীই নাই, তখন গুণই বা কোথা হইতে হইবে, আর সর্ব্বাদেশই বা কোথা হইতে হইবে?

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, 'অনেকাল্ শিৎ সর্বস্য' সূত্র ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ষষ্ঠীবোধক 'অলোঽন্ত্যস্য', 'ইকোগুণবৃদ্ধী' 'অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য' এই যাবতীয় সূত্র একত্র মিলিত হইয়া যদি 'ইগন্ত অঙ্গের' বিধান করে; তবে ষষ্ঠীই অবশিষ্ট কোথায় থাকিবে যে, গুণ বা সর্ব্বাদেশ প্রাপ্তি হইবে? অতএব এইপ্রকারে, এই দোষসমূহও প্রাপ্তি হইবে না।

তাহাতেই বা কি হইল, পূর্ব্বের সহিত আপেক্ষিক এই দোষ বলিব। 'সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গশ্চানিগন্তস্য' এই বার্ত্তিকে যে, 'চ'কার পাঠ করা হইয়াছে, তাহা 'হি' শব্দের অর্থে; সুতরাং এক্ষণে এইরূপ অর্থ হইবে যে, মিদি, মৃজ, পুগন্ত, লঘূপধ, ঋচ্ছি, দৃশি, ক্ষিপ্র, এবং ক্ষুদ্র প্রভৃতি স্থলে;—'হি' অর্থাৎ যেহেতু ইগন্তাঙ্গ নাই, সেইহেতু অনিগন্তাঙ্গেরও সর্ব্বাদেশ প্রসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা; এইজন্য 'ইক্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন,— 'মিদের্গুণঃ' এইস্থলে, 'মিদ্' ধাতুর অন্তে, 'ইক্' না থাকাতে, আর গুণাদেশ ইকের হয় বলিয়া, অন্ত্য 'দ'কারের গুণ হইবে না। আবার, 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রে অন্ত্যবর্ণের গুণ হয় বলিয়া, 'মিদ্' ধাতুর অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে, 'ইক্' থাকাতে 'ইকারেরও' গুণ হইবে না। অথচ 'মিদের্গুণঃ' সূত্রে গুণের কথাও বলা হইয়াছে; সুতরাং তাহারও প্রাপ্তি হওয়া চাই; অতএব সর্ব্বাদেশ অর্থাৎ 'মিদ্' এই সমুদায় বর্ণের গুণপ্রাপ্তি হইবে। কেবল এইস্থলেই নহে, 'মৃজ'ধাতু প্রভৃতি যাবতীয় স্থলে, এইরূপ দোষ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অস্তু তর্হি তদপবাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে তদপবাদ পক্ষই হউক!

বার্ত্তিকমূল।—ইগ্‌মাত্রস্যেতি চেজ্জুসি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোর্গুণে-ষ্বনন্ত্যপ্রতিষেধঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গুণ বা বৃদ্ধি কার্য্য যদি 'ইক্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ মাত্রেরই হয়; তবে, 'জুস্'প্রত্যয় পরে থাকিলে, সার্ব্বধাতুক ও আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, হ্রস্বাদির গুণপ্রাপ্তি হইলে, সেই সকল অন্ত্য ইকেরই কেবল না হয়, এইরূপ বলিতে হইবে। *

ভাষ্যমূল।—ইগ্‌মাত্রস্যেতি চেজ্জুসি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোর্গুণে-ষ্বনন্ত্যপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ। জুসি গুণঃ। স যথেহ ভবতি। অজুহবুঃ। অবিভয়ুঃ। এবমনেনিজুঃ পর্য্যবেবিষুঃ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি কর্ত্তা হর্ত্তা নয়তি তরতি ভবতি। এবমীহিতা ঈহিতুং ঈহিতব্যমিত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

হ্রস্বস্য গুণঃ। স যথেহ ভবতি হে অগ্নে হে বায়ো ইতি। এবং হে অগ্নিচিৎ। হে সোমসুৎ। ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

জসি গুণঃ। স যথেহ ভবতি অগ্নয়ো বায়ব ইতি। এবং অগ্নিচিতঃ সোমসুতঃ ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ঋতোঙি সর্ব্বনামস্থানয়োর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি কর্ত্তরি কর্ত্তারৌ কর্ত্তার ইতি। এবং সুকৃতি সুকৃতৌ সুকৃত ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ঘের্ঙিতি গুণঃ। স যথেহ ভবতি। অগ্নয়ে বায়বে ইতি। এবং অগ্নিচিতে সোমসুতে ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ওর্গুণঃ। স যথেহ ভবতি বাভ্রব্যোমাণ্ডব্য ইতি। এবং সুশ্রুৎ সৌশ্রুত ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

নৈষ দোষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইগ্ মাত্র অর্থাৎ 'বৃদ্ধি' বা 'গুণ' আদেশ করিতে যদি যাবতীয় 'ইক্' বর্ণেরই গ্রহণ হয়; তবে, জুস্ প্রত্যয় বা সার্ব্বধাতুক আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, অথবা হ্রস্বাদির গুণ কর্ত্তব্য হইলে, তাহা অন্ত্য ইক্ বর্ণের না হয়; এইরূপ প্রতিষেধ করিতে হইবে।

জুসি চ।৭।৩।৮৩। (অচ্ আদিতে আছে যার, এমন জুস্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, ইক্ অন্ত বিশিষ্ট অঙ্গের গুণ হয়) এই সূত্রানুসারে, 'জুস্'প্রত্যয় পরে থাকিলে; যেমন,—'অজুহবুঃ' 'অবিভয়ু' (১) প্রভৃতি স্থলে গুণ হইয়া থাকে; সেইরূপ,—'অনেনিজুঃ' 'পর্য্যবেবিষুঃ' (২) এই সকল স্থলেও গুণপ্রাপ্তি হইবে।

সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ।৭।৩।৮৪। (সার্বধাতুক এবং আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, ইক্ অন্তবিশিষ্ট অঙ্গের গুণ হয়) এইসূত্রানুসারে, যেমন,—'কর্ত্তা' 'হর্ত্তা' 'নয়তি' 'তরতি' 'ভবতি' (৩) প্রভৃতি স্থলে গুণ হইয়া থাকে,

(১) 'হু'দানাদানয়োঃ। 'হু'ধাতুর লিঙে, 'ঝি'র জুসে, অজুহবুঃ। 'ইভি'ভয়ে 'ইভি'ধাতুর জুসে প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

(২) 'নিজির্' পোষণে। নিজ্ ধাতু লিঙ্এর জুস্। অনেনিজুঃ। 'বিষ্ল'ব্যাপ্তৌ ধাতু। লিঙের জুস্ 'পর্য্যবেবিষুঃ'।

(৩) কৃ, হৃ, নী, তৄ এবং ভূ ধাতুর স্থানে যথাক্রমে গুণ হইয়া উক্ত প্রয়োগ হইয়াছে।

তেমন 'ঊহিত্বা' 'ঊহিতুম্' 'ঊহিতব্যম্' (১) এই সকল স্থলেও গুণপ্রাপ্তি হইবে।

হ্রস্বস্য গুণঃ।৭।৩।১০৮। (হ্রস্বের গুণ হয়, সম্বোধনে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,—'হে অগ্নে', 'হে বায়ো' প্রভৃতি স্থলে, গুণ হইয়া থাকে, সেরূপ,—'হে অগ্নিচিৎ' 'হে সোমসুৎ' এইসকল স্থলেও গুণপ্রাপ্ত হইবে।

জসি চ।৭।৩।১০৯। (হ্রস্বান্ত যে অঙ্গ, তাহার গুণ হয়, 'জস্' বিভক্তি পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,—'অগ্নয়ঃ' 'বায়বঃ' এই সকল স্থলে গুণ হইয়া থাকে; সেরূপ,—'অগ্নিচিতঃ' 'সোমসুতঃ' এই সকল স্থলেও গুণপ্রাপ্তি হইবে।

ঋতোঙি সর্ব্বনামস্থানয়োঃ।৭।৩।১১০। (ঙি বিভক্তি এবং সর্ব্বনামস্থান-সংজ্ঞক বিভক্তি অর্থাৎ সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্, প্রভৃতি বিভক্তি পরে থাকিলে, ঋদন্তাঙ্গের গুণ হয়) এইসূত্রানুসারে; যেমন,—'কর্ত্তরি' 'কর্ত্তারৌ' 'কর্ত্তারঃ' ইত্যাদি স্থলে গুণ হয়; সেরূপ,—'সুকৃতি' 'সুকৃতৌ' 'সুকৃতঃ' প্রভৃতি স্থলেও গুণ প্রাপ্ত হইবে।

ঘের্ঙিতি।৭।৩।১১১। (ঘিসংজ্ঞা বিশিষ্ট যে শব্দ, তাহার উত্তর ঙিৎ অর্থাৎ ঙ কার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় এবং সুপ্ বিভক্তি পরে থাকিলে, 'গুণ' হয়;) এইসূত্রানুসারে, যেমন,—অগ্নয়ে, বায়বে, প্রভৃতি স্থলে গুণ হয়; সেরূপ,—'অগ্নিচিতে' প্রভৃতি স্থলেও 'গুণ' প্রাপ্ত হইবে।

ওর্গুণঃ।৬।৪।১৪৬। (উবর্ণান্তবিশিষ্ট 'ভ' সংজ্ঞক শব্দের গুণ হয়, তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, যেমন,—'বাভ্রব্য' 'মাণ্ডব্য' প্রভৃতি স্থলে 'উ'কারের গুণ হইয়া থাকে; সেরূপ 'সুশ্রুৎ' শব্দের উত্তরও (তদ্ধিত বিহিত 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া) সৌশ্রুত হইলে, 'শ্রু'র 'উ'কারের 'গুণ' প্রাপ্তি হইবে।

এই সকল দোষ প্রাপ্ত হইবে না।

বার্ত্তিকমূল।—পুগন্তলঘুপধগ্রহণমনন্ত্যনিয়মার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—পুক্ অন্ত এবং লঘু উপধা গ্রহণ, অনন্ত্যের নিয়মের জন্য। *।

ভাষ্যমূল।—পুগন্তলঘুপধগ্রহণমনন্ত্যনিয়মার্থং ভবিষ্যতি। পুগন্তলঘূপ-

(১) 'ঊহ' ধাতুর উত্তর ক্ত্বা, তুমুন্ এবং তব্য প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে ঊহিত্বা ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়াছে।

ধইগুণশঙ্কাস্যান্যস্যানস্যেতি। প্রকৃতস্যৈব নিয়মঃ স্যাৎ। কিং চ প্রকৃতম্? সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরিতি। তেন ভবেদিহ নিয়মান্ন স্যাৎ ঈহিতা ঈহিতুম্ ঈহিতব্যমিতি। হ্রস্বান্ত্যো গুণস্ত্বনিয়তঃ সোহনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। অথাপ্যেবং নিয়মঃ স্যাৎ। পুগন্তলঘূপধস্য সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরেবেতি।

এবমপি সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োগুণোহনিয়তঃ সোহনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। ঈহিতা ঈহিতুম্ ঈহিতব্যমিতি। অথাপ্যুভয়তো নিয়মঃ স্যাৎ। পুগন্তলঘূপধস্যৈব সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরেব পুগন্তলঘূপধস্যেতি। এবমপ্যয়ং জুসি গুণোহনিয়তঃ সোহনন্ত্যস্যাপি প্রাপ্নোতি। অনেনিজুঃ পর্য্যবেবিষুরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (১) এই সূত্রে, লঘু উপধা গ্রহণ,—অন্ত্য 'ইক্'এর গুণ না হয়, এই নিয়ম করিবার জন্য জানিতে হইবে। অর্থাৎ যদি কোনও স্থানে অন্ত্য 'ইক্' ভিন্ন অন্য 'ইক্'এর গুণ হয়; তবে কেবলমাত্র তাহা, লঘু উপধাবিশিষ্ট 'ইক্'এরই হইবে; এতদ্ভিন্ন (লঘুউপধা ভিন্ন) অন্য কোনও অন্ত্যরহিত 'ইক্'এর গুণ হইবে না।

প্রকরণবশতঃ পূর্ব্বাপর সকল 'ইক্'এরই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা (পুগন্তলঘূপধস্য চ) তাহাতে (প্রকরণপ্রাপ্তবিষয়ে) নিয়ম করিল।

সেই প্রকরণটি কি?

সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ (২) এই সূত্রানুসারে যাবতীয় ইগন্ত অঙ্গমাত্রেরই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই হেতু এই 'পুগন্ত' ও 'লঘু উপধার' জন্য নিয়ম করাতে, 'ঈহিতা, ঈহিতুম্, ঈহিতব্যম্' এই সকল স্থলে, 'ঈহ্' ধাতুর 'ঈ'কার উপধাভূত হইলেও লঘু না হইয়া গুরু হওয়াতে (৩) গুণ প্রাপ্তি হইল না; সুতরাং প্রয়োগসমূহও সিদ্ধ হইল।

ঐ সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হইলেও, (হে অগ্নে, হে বায়ো, অগ্নয়ঃ, বায়বঃ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া) 'হে অগ্নিচিৎ', 'হে সোমসুৎ,' ইত্যাদির যে উল্লেখ

(১) এই সূত্রের এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; প্রকারান্তরে করা হইবে।

(২) অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(৩) দীর্ঘের গুরু সংজ্ঞা হয়; এবং সংযুক্তবর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্বের গুরুসংজ্ঞা হয়।

করা হইয়াছে, সে সকল স্থলে, হ্রস্ব স্বর সমূহের গুণের ত কোন নিয়ম করা হয় নাই; সুতরাং সেই স্থলে ত অনন্ত্য বর্ণেরও গুণ প্রাপ্তি হইবে?

এই দোষ নিবারণ জন্য এইস্থলে, এইরূপ নিয়ম করা হইবে যে,—পুগন্ত-লঘূপধস্য সূত্রানুসারে যদি কোথাও লঘু উপধার গুণ হয়; তবে 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধধাতুক' পরে থাকিলেই হয়; সুতরাং 'অগ্নিচিৎ' 'সোমসুৎ' প্রভৃতি স্থলে, সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে নাই বলিয়া লঘু উপধারও গুণ হইবে না।

এইরূপ লঘু উপধার নিয়ম করিলেও কিন্তু সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, যে পূর্ব্বেরই গুণ হইবে, কি মধ্যেরই হইবে, কি পরেরই হইবে, তাহার কোন নিয়ম করা হয় নাই, সুতরাং তাহা অন্ত্য ভিন্ন অন্য বর্ণেরও 'গুণ' প্রাপ্তি হইবে? অতএব 'ঈহিতা', 'ঈহিতুম্', 'ঈহিতব্যম্' ইত্যাদি স্থলেও 'ঈ'কারের গুণ হইতে থাকিবে?

এইরূপ দোষ হইলে তদ্দোষ নিবারণ জন্য, অনন্তর উভয় পক্ষেই নিয়ম করা হইবে;—'পুগন্ত' এবং 'লঘু উপধার' যদি গুণ হয়; তবে 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধধাতুক' পরে থাকিলেই হইবে। আর 'সার্বধাতুক' এবং 'আর্ধ-ধাতুক' পরে থাকিলে, যদি গুণ হয়; তবে 'পুগন্ত' এবং 'লঘু উপধার'ই হইবে।

এইরূপ নিয়ম করিলে, অন্যত্র বারণ হইলেও 'জুসি চ', এই সূত্রানুসারে, যেখানে 'জুস্' প্রত্যয় পরে থাকিলে, গুণ প্রাপ্তি হয়; সেখানে কোন নিয়ম করা হয় নাই বলিয়া, অন্ত্য হয় নাই এমন যে 'ইক্', তাহারও গুণ প্রাপ্তি হইবে। যেমন,—'অনেনিজুঃ' 'পর্য্যবেবিষুঃ' ইত্যাদি।

ভাষ্যমূল।—এবং তর্হি নায়ং তচ্ছেষঃ নাপি তদপবাদঃ। অন্যদেবেদং পরিভাষান্তরমসম্বদ্ধমনয়া পরিভাষয়া। পরিভাষান্তরমিতি চ মত্বা ক্রোষ্ট্রীয়াঃ পঠন্তি। নিয়মাদিকো গুণবৃদ্ধী ভবতো বিপ্রতিষেধেনেতি। যদি চায়ং তচ্ছেষঃ স্যাত্তেনৈব তস্যাযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। অথাপি তদপবাদঃ। উৎসর্গা-পবাদয়োরপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। তত্র নিয়মস্যাবকাশঃ। রাজ্ঞঃ ক চ। রাজকীয়ম্। ইকোগুণবৃদ্ধী ইত্যস্যাবকাশঃ। চয়নং চায়কো লবনং লাবক ইতি। ইহোভয়ং প্রাপ্নোতি মেদ্যতি মার্ষ্টীতি। ইকোগুণবৃদ্ধী ইত্যেতদ্ভবতি বিপ্রতিষেধেন।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ হইলে, তবে বলিব যে, ইহা না 'তচ্ছেষ' না 'তদপবাদ'; ইহা একটী অন্য পরিভাষান্তর; ইহার সহিত কাহারও সম্বন্ধ

নাই। আর ইহা একটী পরিভাষাজ্ঞর, এই মনে করিয়াই ক্রোষ্ট্রীয় ঋষিগণ পাঠ করিয়া থাকেন যে;—বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধ হেতু নিয়ম অর্থাৎ 'অলোহন্ত্য' সূত্র দ্বারা অন্ত বর্ণের যে নিয়ম করা হইয়াছে, তদপেক্ষা 'ইকোগুণবৃদ্ধী' বিধানপর বলিয়া গুণ বা বৃদ্ধিই হইবে।

যদি ইহা 'তচ্ছেষ' অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের আদেশ হইত; তবে 'বিপ্রতিষেধ' বলাই অসঙ্গত হইত। আর যদি 'তদপবাদ' অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণ বিধির বাধক হইত; তবে, উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) এবং অপবাদ (বিশেষ বিধি) ইহাদের বিপ্রতিষেধও অসঙ্গত।

তত্র অর্থাৎ অন্যত্র নিয়মের (অলোহন্ত্যবিধির) অবকাশ রহিয়াছে; যেমন;—রাজ্ঞঃ ক চ।৪।২।১৪০। (বৃদ্ধ সংজ্ঞা প্রযুক্ত 'ছ'প্রত্যয় সিদ্ধ হইলে, তাহার সহিত সংযোগে, মাত্র 'ক'কার আদেশ বিধান হইয়া থাকে) এই সূত্রানুসারে, 'রাজন্' শব্দের অন্তস্থিত নকার স্থানে 'ক'কার হইয়া যাইবে; সুতরাং 'রাজকীয়ম্' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

আর 'ইকোগুণবৃদ্ধী' এইসূত্রের অবকাশ চিঞ্ চয়নে, ধাতুর উত্তর, 'ল্যুট্'প্রত্যয় করিলে 'চয়ন' আর 'ণক', প্রত্যয় করিলে 'চায়ক', এইরূপ পূঞ্ পবনে ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিলে 'পবন' এবং 'ণক' প্রত্যয় করিলে 'পাবক' হইবে) চয়নং ('চি'ধাতুর 'ই'কারের গুণ করিয়া), চায়কং ('চি' ধাতুর 'ই'কারের বৃদ্ধি করিয়া), পবনং ('পূ' ধাতুর উর গুণে), পাবকঃ (উকারের বৃদ্ধিতে), ইত্যাদি স্থলে হইবে। কিন্তু 'মেদ্যতি' এবং 'মাষ্টি' ইত্যাদি স্থলে উভয় অর্থাৎ 'অলোহন্ত্যা' এবং 'ইকো গুণবৃদ্ধী' প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এইস্থলেই তুল্যবল বিরোধ হওয়াতে, পরকার্য্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' হইবে।

ভাষ্যমূল।—নৈষযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। বিপ্রতিষেধে পরমিত্যুচ্যতে। পূর্ব্বশ্চায়ং যোগঃ পরো নিয়মঃ।

ইষ্টবাচী পরশব্দঃ। বিপ্রতিষেধে পরং যদিষ্টং তদ্ভবতীতি। এবমপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। দ্বিকার্য্যযোগো হি বিপ্রতিষেধঃ। ন চাত্রৈকো দ্বিকার্য্যযুক্তঃ। নাবশ্যং দ্বিকার্য্যযোগ এব বিপ্রতিষেধঃ। কিং তর্হ্যসম্ভবোপি। স চাস্ত্যত্রাসম্ভবঃ।

কোহসাবসম্ভবঃ। ইহ তাবন্মৃক্তেভ্যঃ প্রক্ষেভ্য ইতি। একঃ স্থানী দ্বাবাদেশৌ। ন চাস্তি সম্ভবঃ। যদেকস্য স্থানিনো দ্বাবাদেশৌ স্যাতাম্। ইদানীং মেদ্যতি মেদ্যকঃ মেদ্যন্তি ইতি। দ্বৌ স্থানিনৌ এক আদেশঃ।

ন চাস্তি সংভবঃ। দ্বয়োঃ স্থানিনোরেক আদেশঃ স্থাদিতোযোঽসম্ভবঃ। সত্যেতস্মিন্নসম্ভবে যুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। এবমপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। দ্বয়োর্হি সাবকাশয়োঃ সমবস্থিতয়োর্বিপ্রতিষেধোভবতি। অনবকাশশ্চায়ং যোগঃ। ননু চ ইদানীমেবাস্যাবকাশঃ প্রকৢপ্তঃ। চয়নং চায়কো লবনং লাবক ইতি। অত্রাপি নিয়মঃ প্রাপ্নোতি। নাপ্রাপ্তে নিয়মেঽয়ং যোগ আরভ্যতে। যাবতা চ নাপ্রাপ্তে নিয়মেঽয়ং যোগ আরভ্যতে তস্মাস্তস্যাপবাদোঽয়ং যোগো ভবতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চাযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এইস্থলে বিপ্রতিষেধ কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্ ।১।৪।২।' (তুল্যবলবিরোধে পরকার্য্য হইয়া থাকে) এইসূত্রে, 'বিপ্রতিষেধে পরং' এইরূপ বলা হইয়াছে। আর এখানে এই যোগ অর্থাৎ 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র পূর্ব্বে করা হইয়াছে, কিন্তু নিয়ম অর্থাৎ 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র পরে করা হইয়াছে। অতএব, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' কার্য্য পূর্ব্বে হইতে পারে না।

এইস্থলে দোষ হইবে না; কারণ, 'পর'শব্দ ইষ্টার্থবাচক বলিব, তাহা হইলেই 'বিপ্রতিষেধে পরং' এই বাক্যদ্বারা, যাহা অভীষ্ট, তাহাই হইবে।

এইরূপ করিলেও 'বিপ্রতিষেধ' বলা অসঙ্গত। যে হেতু দুইটী কার্য্য একত্র সংযোগ হইলেই 'বিপ্রতিষেধ' হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে ত একস্থানে দুই কার্য্যের সংযোগ হয় নাই?

অবশ্য কেবল মাত্র একস্থলে দুই কার্য্যের সংযোগ হইলেই বিপ্রতিষেধ হয় না।

তবে কি?

অসম্ভব হইলেও বিপ্রতিষেধ হয়। সেই অসম্ভবই এইস্থলে হইয়াছে।

এই অসম্ভবের দৃষ্টান্ত কোথায়?

'বৃক্ষেভ্যঃ' 'প্লক্ষেভ্যঃ' প্রভৃতি এই সকল স্থলে, 'স্থানী' এক (১) অথচ আদেশ দুইটী; সুতরাং ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

---

(১) সুপি চ ।৭।৩।১০২ (যঞ্‌ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদিবিশিষ্ট সুপ্‌ পরে থাকিলে, অকারান্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়) এইসূত্রানুসারে, 'বৃক্ষ'শব্দের অন্ত্য 'অ'কারের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ছিল। আর 'বহুবচনে ঝল্যেৎ ।৭।৩।১০৩।' (বহুবচনবিহিত ঝল্‌ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদি বিশিষ্ট 'সুপ্‌' বিভক্তিবিহিত শব্দ পরে থাকিলে, অকারান্ত অঙ্গের স্থানে একার হয়) এইসূত্রানুসারে, 'বৃক্ষ' শব্দের

যদি একটী স্থানীর দুই আদেশই প্রাপ্তি হয়; তবে সংপ্রতি 'মেজ্জতি' 'মেদ্যতঃ' 'মেদ্যন্তি' (১) এই সকল স্থলে, দুই স্থানীরও এক আদেশ প্রাপ্তি হউক!

ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। দুই স্থানীর যে এক আদেশ হয়; ইহা একান্তই অসম্ভব। অতএব এরূপ অসম্ভব হইলে বিপ্রতিষেধ হওয়া সঙ্গতই হইবে।

এরূপ করিলেও বিপ্রতিষেধ অসঙ্গত হইবে। কারণ দুইটী সূত্রের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্তির অবকাশ থাকিলে, সেই সকল স্থলে কার্য্য করিয়া, যদি আসিয়া একস্থলে প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তবেই বিপ্রতিষেধ হইয়া থাকে; কিন্তু এই যোগ অর্থাৎ ইকো গুণবৃদ্ধী সূত্র, অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হইতে অবকাশ পায় নাই।

যদি বল যে, এক্ষণই ইহার অবকাশ উল্লেখ করা হইল;—যেমন,—'চয়নং' 'চায়কঃ' 'লবনং' 'লাবকঃ' ইত্যাদি?

এই সকল স্থলেও নিয়ম ('অলোঽন্ত্যস্য'সূত্র) প্রাপ্তি আছে? অর্থাৎ 'চি' ধাতু এবং 'পূ'ধাতুর মধ্যে যখন দুইটী 'ইক্' বর্ণ নাই, কেবল একটী করিয়া ইকার এবং উকার রহিয়াছে, আবার সেই ইকার উকারও ধাতুর অন্তেই অবস্থান করিতেছে; তখন এখানে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াও গুণবৃদ্ধি কার্য্য সমাধা হইয়া, 'চয়নং' 'চায়কঃ' 'লবনং' 'লাবকঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যেখানে নিয়মের ('অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের) প্রাপ্তি নাই, সেখানেই এইযোগ (ইকোগুণবৃদ্ধী সূত্র) আরম্ভ করা হইয়াছে।

যেহেতু, নিয়মের অলোঽন্ত্যসূত্রের অপ্রাপ্তিতে এই যোগ ('ইকোগুণবৃদ্ধী সূত্র') আরম্ভ করা হইয়াছে; সেইহেতু ইহা, ঐসূত্রের ('অলোঽন্ত্য' সূত্রের) অপবাদক। অতএব 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্র উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) হওয়াতে,

---

'ভ্যস্' প্রত্যয় পরে থাকাতে 'এ'কারও প্রাপ্তি ছিল। অতএব এ স্থলে একমাত্র স্থানী 'বৃক্ষ' শব্দের 'অ'কার স্থানে 'দীর্ঘ'ত্ব এবং 'এ'ত্ব দুই আদেশ প্রাপ্তি হইয়াছিল।

(১) 'মিদ্' ধাতুর, 'ইক্'এর গুণ হয় বলিয়া 'ই'কারের গুণ; আর অন্ত্যবর্ণের গুণ হয় বলিয়া 'দ' কারের গুণ, এই উভয় কার্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল।

এবং 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্র অপবাদ হওয়াতে; 'উৎসর্গে' এবং 'অপবাদে' বিপ্রতিষেধ (তুল্যবলবিরোধ) ই অসঙ্গত।

ভাষ্যমূল।—অথাপি কথঞ্চিদিকো গুণবৃদ্ধী ইত্যস্যাবকাশঃ স্যাৎ। এবমপি যথেহ বিপ্রতিষেধাদিকো গুণো ভবতি মেদ্যতি মেদ্যতঃ মেদ্যন্তি ইতি। এব-মিহাপি প্রাপ্নোতি। অনেনিজুঃ পর্য্যবেবিষুরিতি।

এবং তর্হি বৃদ্ধির্ভবতি গুণো ভবতীতি যত্র ব্রূয়াদিক ইতি তত্র উপস্থিতং দ্রষ্টব্যম্। কিং কৃতং ভবতি। দ্বিতীয়া ষষ্ঠী প্রাদুর্ভাব্যতে। তত্র কামচারঃ। গৃহ্যমাণেন বেকং বিশেষয়িতুম্। ইকা বা গৃহ্যমাণম্।

যাবতা কামচারঃ। ইহ তাবন্মিদিমৃজিপুগন্তলঘূপধর্চ্ছিদৃশিক্ষিপ্রক্ষুদ্রেষু গৃহ্যমাণেনেকং বিশেষয়িষ্যামঃ। এতেষাং য ইগিতি। ইহেদানীং জুসি সার্বধাতুকার্দ্ধধাতুকহ্রস্বাদ্যোগুণেষ্বিকা গৃহ্যমাণং বিশেষয়িষ্যামঃ। এতেষাং গুণো ভবতি ইকঃ। ইগন্তানামিতি।

অথবা সর্ব্বত্রৈবাত্র স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। ইহ তাবন্মিদেরিত্যবিভক্তিকো নির্দ্দেশঃ। মিদ এঃ মিদেঃ মিদেরিতি। অথবা ষষ্ঠী সমাসো ভবিষ্যতি মিদইঃ মিদিঃ মিদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদিও 'চয়নং' 'লবণং' ইত্যাদি স্থলে 'চি' ধাতু বা 'লূ' ধাতুর মধ্যে কেবল একটী মাত্র 'ইক্' থাকাতে, তাহাও আবার অন্ত্য বর্ণই হওয়াতে, 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রের দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে বটে; তথাপি কোনও প্রকারে 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রেরও ত অবকাশ আছে? অর্থাৎ 'ইকো-গুণবৃদ্ধী' সূত্র যখন, পূর্ব্বাপর যাবতীয় 'ইক্' এরই 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' করে, তখন 'চি' এবং 'লূ' ধাতুর 'ইক্' অন্ত্য বিশিষ্ট হইলে, তাহারও ত 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি' 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রানুসারেই করিবে?

এইরূপ করিলেও যেইস্থলে, তুল্যবলবিরোধে পরকার্য্য হয়, বলিয়া পর (ইষ্ট) কার্য্য, 'ইক্' এর গুণ হইবে; যেমন,—'মিদ্' ধাতুর 'সার্বধাতুক' বা 'আর্দ্ধ ধাতুক' পরে থাকিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইক্' এর গুন হয় বলিয়া, 'ই'কারের গুণ হইয়া, 'মেদ্যতি' 'মেদ্যতঃ' 'মেদ্যন্তি' প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়াছে; সেরূপ 'অনে-নিজুঃ,' 'পর্য্যবেবিষুঃ' এহা 'নিজ' ধাতু 'বিষ' ধাতুর ও, 'নি'বা 'বি'র উত্তরবর্ত্তী 'ইকারেরও গুণপ্রাপ্তি হইবে?

এরূপ দোষ হইলে,তবে যেখানে'বৃদ্ধি হয়''গুণ হয়'এইরূপ আদেশ করাহইবে, সেখানে 'ইকঃ' এইরূপ একটী'ষষ্ঠ্যন্ত পদের'উপস্থিতি দেখিতে(জানিতে) হইবে।

কি হইবে ?

দ্বিতীয় একটী ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) করিতে হইবে। তাহা হইলেই 'অঙ্গস্য' প্রভৃতি অধিকারবোধক সূত্রের উত্তর যেখানে, 'গুণ' বা 'বৃদ্ধি'র প্রাপ্তি সম্ভাবনা হইবে, সেখানে 'ইকঃ' এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থিতি হইবে। আর সেস্থলেও উহা (ইকঃ) স্বকীয় ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। তাহা হইলেই গৃহ্যমান ('মিদেগুর্ণঃ' প্রভৃতি) সূত্রের সহিত 'ইক্' এর বিশেষণ করিতে পারিব ; অথবা 'ইক্'এর সহিত গৃহ্যমান সূত্রসমূহের বিশেষণ করিতে সমর্থ হইব। আর যেহেতু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইব ; সেই হেতু, "মিদ্ ধাতু, মৃজ্ ধাতু, পুগন্তলঘূপধ ধাতু, ঋচ্ছ ধাতু, দৃশ্ ধাতু, ক্ষিপ্র শব্দ" এই সকল স্থলে, 'মিদেগুর্ণঃ' প্রভৃতি গৃহ্যমাণ সূত্রসমূহের সহিত 'ইক্'এর বিশেষণ করিবে ; তাহা হইলেই এরূপ অর্থ হইবে যে, "এই সকল স্থলের যে 'ইক্,' তাহাদের 'গুণ' এবং বৃদ্ধি হয়।" আর, 'জুস্' পরে থাকিলে, 'সার্ব্বধাতুক বা আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, যাহাদের গুণ হয়, অথবা 'হ্রস্বাদি'র যেখানে গুণ হয় ; সেখানে, একণে 'ইক্' এর সহিত এই সকল গৃহ্যমাণ ('জুসি চ' প্রভৃতি) সূত্রসমূহের বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই ইহাদিগের যে 'গুণ' হইবে, তাহা 'ইক্'এর স্থানেই হইবে। সুতরাং 'জুসি চ' প্রভৃতি সূত্রে গুণ হইতে, 'ইক্' অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদেরই হইবে। তবেই 'নিজ্' ধাতুর অভ্যাবর্ণ 'ইক্' না হওয়াতে, 'অনেনিজুঃ' প্রভৃতি স্থানে কোন দোষও হইবে না।

অথবা এই সর্ব্বত্রই 'স্থানী'র নির্দ্দেশ করা হইবে। তাহা হইলে, 'মিদেগুর্ণঃ' এই সূত্রের বিভক্তিবিহীন নির্দ্দেশ করা হইবে। যেমন,—মিদ এঃ ('ই' ষষ্ঠীর একবচনে 'এঃ') 'মিদেঃ' অর্থাৎ ইহাতে সূত্রেই 'মিদ্' ধাতুর ইকারের গুণ 'গুণ' উল্লিখিত হইল ; অতএব 'মিদেঃ' সূত্রে এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অথবা 'মিদেগুর্ণঃ' সূত্রে, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করা হইবে। যেমন,—'মিদঃ' 'ইঃ' 'মিদিঃ' অর্থাৎ 'মিদ্' ধাতুর স্থিত যে ইকার, (মিদির ষষ্ঠীর এক বচনে) মিদেঃ অর্থাৎ সেই 'ই'কার স্থানে গুণ হয় ; এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—পুগন্তলঘূপধস্যেতি নৈবং বিজ্ঞায়তে পুগন্তাঙ্গস্য লঘূপধস্যেতি। কথং তর্হি পুকি অন্তঃ পুগন্তঃ লঘ্বী উপধা লঘূপধা পুগন্তশ্চ লঘূপধা চ পুগন্তলঘূপধং পুগন্তলঘূপধস্যেতি। অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। অঙ্গবিশেষণে হ্যভিন্নপ্রসঙ্গঃ। ভিনত্তি ছিনত্তীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'পুগন্তলঘূপধস্য' এই সূত্রের দ্বারা এইরূপ অর্থ জানা যাইতেছেনা যে,—'পুক্' অন্তে আছে যার এমন যে অঙ্গ, সে 'পুগন্ত' এবং লঘু উপধা অন্তে আছে যার সে 'লঘূপধ'; এবম্ভূত পুগন্তাঙ্গের এবং লঘুপধার।

তবে কিরূপ?

পুক্ পরে আছে এমন যে অন্ত, সে পুগন্ত; লঘু যে উপধা, সে লঘূপধা; পুগন্ত এবং লঘূপধা, সে পুগন্তলঘূপধ, তাহার, পুগন্তলঘূপধের। ইহা (এইসূত্র) এইরূপ (অর্থবিশিষ্ট) অবশ্য জানিতে হইবে। অন্যথা, অঙ্গের বিশেষণ করিলে 'ভিনত্তি' 'ছিনত্তি' প্রভৃতি শব্দে, 'ভি' এবং 'ছি'র 'ই'কারের, উপধাবিহীন হইলেও গুণপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে।

ভাষ্যমূল।—ঋচ্ছেরপি প্রশ্লিষ্টনির্দ্দেশোঽয়ং ঋ ঋ ঋতাম্। ঋচ্ছত্যৄতামিতি। দৃশেরপি যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। ঊরঙি গুণঃ। উঃ অঙি গুণো ভবতি। ততো দৃশঃ। দৃশেশ্চাঙি গুণো ভবতি। উরিত্যেব।

ক্ষিপ্রক্ষুদ্রয়োরপি যণাদিপরং গুণ ইত্যেতৎ সিদ্ধম্। সোঽয়মেবং সিদ্ধে সতি যৎপূর্ব্বগ্রহণং করোতি তস্যৈতৎ প্রয়োজনম্। ইকো যথা স্যাদনিকো মা ভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ঋচ্ছত্যৄতাম্' (১) সূত্রে, ঋচ্ছের উত্তর ও প্রশ্লিষ্ট (আক্লিষ্ট বা ঊহ্য) নির্দ্দেশ—'ঋ ঋ ঋতাম্' এইরূপ জানিতে হইবে। তৎপরে ঐ 'ঋতাম্' শব্দ, ঋচ্ছতি শব্দের সহিত সমাস করিয়া 'ঋচ্ছত্যৄতাম্' এইরূপ পদ সিদ্ধ হইবে।

'ঋদৃশোঽঙি গুণঃ' (২) এই সূত্রে, 'দৃশের্'ও যোগবিভাগ করা হইবে। তার এক ভাগ করা হইবে, 'ঊরঙি গুণঃ'; ঋকারের, অঙ্ পরে থাকিলে গুণ হয়। পর 'দৃশঃ' এইরূপ আর একভাগ করিব; অর্থ হইবে—অঙ্ পরে থাকিলে, দৃশ্ ধাতুরও গুণ হয়। আর পূর্ব্বোক্ত 'উরঙি গুণঃ' সূত্রের অনুবৃত্তি আনিয়া অর্থ এইরূপ হইবে যে, 'দৃশ্' ধাতুর গুণ, ঋকারেরই হয়।

স্থূলদূরযুব হ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। ৬।৪।১৫৬। (এই সকল শব্দের উত্তর ইষ্ঠাদি প্রত্যয় হইলে, যণাদি পরে থাকিলে, তাহাদের লোপ হয় এবং পূর্ব্বের গুণ হয় যথা,—'ক্ষেপিষ্ঠঃ' 'ক্ষোদিষ্ঠঃ' ইত্যাদি) এই সূত্রে, 'ক্ষিপ্র এবং ক্ষুদ্র শব্দেরও যণাদি পরে থাকিলে গুণ হয়' এইরূপ বলিলেই গুণ সিদ্ধ হইত। সুতরাং তাহা এইরূপে সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন সূত্রে, 'পূর্ব্বস্য চ গুণঃ' এইরূপ পূর্ব্বশব্দের গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার ইহাই প্রয়োজন

[illegible]

যে,—পূর্ব্বে বর্ত্তমান আছে যে 'ইক্', তাহারই যাহাতে 'গুণ' হয়, এবং 'ইক্' ভিন্ন অন্য বর্ণের গুণ না হয়। এইরূপে সর্ব্বত্রই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথ বৃদ্ধিগ্রহণং কিমর্থম্। কিং বিশেষেণ বৃদ্ধিগ্রহণং চোদ্যতে ন পুনর্গুণগ্রহণমপি। যদি কিঞ্চিদ্‌গুণগ্রহণস্য প্রয়োজনমস্তি বৃদ্ধিগ্রহণস্যাপি তদ্‌ভবিতুমর্হতি। কো বা বিশেষঃ।

অয়মস্তি বিশেষঃ। গুণবিধৌ ন ক্বচিৎ স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। তত্রাবশ্যং স্থানি-নির্দ্দেশার্থং গুণগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। বৃদ্ধিবিধৌ পুনঃ সর্ব্বত্রৈব স্থানী নির্দ্দিশ্যতে। অচোঞ্ণিতি। অত উপধায়াঃ। তদ্ধিতেষ্বচামাদেরিতি।

অত উত্তরং পঠতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে,—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি?

'বৃদ্ধি' শব্দে, 'গুণ' শব্দাপেক্ষা কি বিশেষ দেখিয়া, 'বৃদ্ধি' গ্রহণেরই উল্লেখ হইল, কিন্তু পুনঃ 'গুণ' গ্রহণেরও উল্লেখ হইল না? যদি 'গুণ' শব্দ গ্রহণের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন হয়; তবে 'বৃদ্ধি' শব্দ গ্রহণেরও তাহাই প্রয়োজন হইতে সমর্থ হইতে পারে? ইহাতে আর বিশেষ কি আছে?

বিশেষ এই আছে যে,—গুণ বিধিতে যোথাও স্থানীর নির্দ্দেশ নাই, (যেমন,—'সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' এই সূত্রে, সার্ব্বধাতুক বা আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে, কাহার স্থানে গুণ হইবে, এমন কোন স্থানীর উল্লেখ হয় নাই) অতএব সেই স্থলে স্থানীর নির্দ্দেশের জন্য, এইসূত্রে গুণ শব্দের গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বৃদ্ধি বিধানে সর্ব্বত্রই স্থানীর নির্দ্দেশ হইয়াছে। যেমন,—অচোঞ্ণিতি। ৭।২।১১৫। (ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ পরে থাকিলে অজন্তাঙ্গের বৃদ্ধি হয়) সূত্রে 'অচ্' এর স্থানে বৃদ্ধি হয়, এরূপ স্থানীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অত উপধায়াঃ। ৭।২।১১৬। (উপধাভূত যে অকার, তাহার বৃদ্ধি হয়, ঞিৎ এবং ণিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রেও স্থানী 'অ'কারের উল্লেখ আছে।

তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ।৭।২।১১৭। ('ঞ') ইৎ এবং 'ণ'ইৎ বিশিষ্ট তদ্ধিত পরে থাকিলে, অচ্ সমূহের মধ্যে যে আদি 'অচ্', তাহার বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রেও স্থানী অচের উল্লেখ আছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি?

[illegible] উত্তর (বার্ত্তিককার) পাঠ করিতেছেন।

বার্ত্তিকমূল। বৃদ্ধিগ্রহণমুত্তরার্থম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রে, অনুবৃত্তি হওয়ার জন্যই বৃদ্ধি গ্রহণ করা হইয়াছে।*

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধিগ্রহণং ক্রিয়তে উত্তরার্থম্। ক্ঙিতিপ্রতিষেধং বক্ষ্যতি স বৃদ্ধেরপি যথা স্যাৎ। কশ্চেদানীং ক্ঙিৎপ্রত্যয়েষু বৃদ্ধেঃ প্রসঙ্গঃ। যাবতা ঞ্ণিতীত্যুচ্যতে। তচ্চ মৃজ্যর্থম্। মৃজের্বৃদ্ধিরবিশেষেণোচ্যতে সেকো যথাস্যাদনিকো মাভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের যে গ্রহণ করা হইয়াছে, উত্তর (পর) সূত্রে প্রয়োজন হইবার জন্য। ক্ঙিতি চ ।১।১৫ (গ ইৎ, ক ইৎ এবং ঙ ইৎ নিমিত্ত হইলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না) এই সূত্রানুসারে, গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ বলা হইবে, সেই নিষেধ যাহাতে কেবলমাত্র গুণের না হইয়া, বৃদ্ধিরও হয়; এজন্যই 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ প্রয়োজনীয়।

এখন কোথায় গ, ক্ বা ঙ্ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে,বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে? (যে জন্য নিষেধ করিতে পারে?) যাবতীয় স্থলে ত, 'ঞ' বা 'ণ' ইৎ হইলেই বৃদ্ধি বলা হইয়াছে?

বার্ত্তিকমূল।—মৃজার্থমিতি চেদ্যোগবিভাগাৎ সিদ্ধম্ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি 'মৃজ্' ধাতুর জন্য, বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন হয়; তবে তাহা যোগবিভাগ দ্বারাই সিদ্ধ হইবে।*

ভাষ্যমূল।—মৃজ্যর্থমিতি চেদ্ যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। মৃজের্বৃদ্ধিরচঃ। ততো ঞ্ণিতি। ঞ্ণিতি ণিতি চ বৃদ্ধির্ভবতি। অচইত্যেব। যদ্যচো বৃদ্ধিরুচ্যতে। ন্যমার্ট্ অটোঽপি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি 'মৃজ' ধাতুর জন্যই 'বৃদ্ধি' শব্দগ্রহণের প্রয়োজন হয়; তবে যোগ বিভাগ করা হইবে। তাহা হইলে, এক ভাগ করা হইবে,— 'মৃজের্বৃদ্ধিরচঃ' (অর্থ হইবে,—'মৃজ' ধাতুর অচ্এর বৃদ্ধি হয়), তার পরে পরভাগ করা হইবে,—ঞ্ণিতি; অর্থ হইবে,—ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ পরে থাকিলে, বৃদ্ধি হয়; আর সেই 'বৃদ্ধি' ও 'অচ্'এর স্থানেই হইবে।

যদি 'অচ্' বলিতে, যাবতীয় 'অচ্'এরই 'বৃদ্ধি' হয়; তবে 'ন্যমার্ট্' (নি+অমার্ট্, 'মৃজ' ধাতুর 'লুঙ্' এতে যেখানে, 'লুঙ্ লঙ্ লৃঙ্ক্ষ্বড়ুদাত্তঃ ৬।৪।৭১।' সূত্রানুসারে, 'অট্' আগম করা হইয়াছে, সেখানেও) 'অট্' এরও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূল।—অটি চোক্তম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'অট্' আগমেও যে কোন দোষ হইবে না, তাহা উক্ত হইয়াছে। *

ভাষ্যমূল।—কিমুক্তম্। অনন্ত্যবিকারেঽন্ত্যসদেশস্য কার্য্যং ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কি বলা হইয়াছে?

যে স্থলে অন্ত্যবর্ণের বিকার হয় নাই, সে স্থলে, অন্ত্যবর্ণের সদেশ অর্থাৎ অবিকতর নিকটবর্ত্তী বর্ণেরই কার্য্য হইয়া থাকে। (এজন্য 'ন্যমার্ট্'এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'অট্' আগমের 'অ'কার অন্ত্যবর্ণের নিকটবর্ত্তী না হইয়া অনেক দূরবর্ত্তী হওয়াতে, 'বৃদ্ধি'র প্রাপ্তি হইবে না)।

বার্ত্তিকমূল। বৃদ্ধিপ্রতিষেধানুপপত্তিস্ত্বিক্প্রকরণাৎ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি 'অচ্'এর বৃদ্ধি বলা যায়; তবে 'ইক্' প্রকরণোল্লিখিত বৃদ্ধিরই নিষেধ হওয়াতে, অচ্ স্থানীক বৃদ্ধির নিষেধ প্রতিপন্ন হইবে না। *।

ভাষ্যমূল।—বৃদ্ধেস্তু প্রতিষেধো নোপপদ্যতে। কিং কারণম্। ইক্প্রকরণাৎ। ইগ্লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈবং সতি মৃজেরিগ্লক্ষণা বৃদ্ধির্ভবতি। তস্মান্মৃজেরিগ্লক্ষণা বৃদ্ধিরেষিতব্যা। এবং তর্হি। ইহান্যে বৈয়াকরণা মৃজেরজাদৌ সংক্রমে বিভাষা বৃদ্ধিমারভন্তে। পরিমৃজন্তি। পরিমার্জন্তি। পরিমমৃজতুঃ। পরিমমার্জতুরিত্যাদ্যর্থম্। তদিহাপি সাধ্যম্। তস্মিন্ সাধ্যে যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। মৃজের্বৃদ্ধিরচো ভবতি। ততোঽচি কিঙতি। অচি ক্ঙিতি মৃজের্বৃদ্ধির্ভবতি। পরিমার্জন্তি। পরিমমার্জতুঃ। কিমর্থমিদম্। নিয়মার্থম্। অজাদাবেব ক্ঙিতি নান্যত্র। ক্বান্যত্র। মাভূৎ। মৃষ্টঃ। মৃষ্টবানিতি। ততো বা। বাচি ক্ঙিতি মৃজের্বৃদ্ধির্ভবতি। পরিমৃজন্তি। পরিমার্জন্তি। পরিমমৃজতুঃ। পরিমমার্জতুরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—(ক্গ্ঙ্ ইৎ নিমিত্ত) বৃদ্ধি উপপন্ন হইবে না।

কারণ কি?

'ইক্' প্রকরণ হেতু। কারণ, ক, গ, বা ঙকার ইৎনিমিত্তক যে নিষেধ; তাহা, কেবল 'ইক্' লক্ষণক গুণ বা বৃদ্ধিরই হইয়া থাকে। যদি এইরূপ হয়, অর্থাৎ 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' সূত্রে 'অচ্'এর বৃদ্ধি হয়; তবে 'মৃজ্' ধাতুর, 'ইক্'লক্ষণসম্পন্ন বৃদ্ধি হইবে না। সেই হেতুই 'মৃজ্' ধাতুর, 'ইক্' লক্ষণ সম্পন্ন বৃদ্ধি [illegible]।

এইরূপ হইলে অর্থাৎ 'অচ্'এর গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ না হইয়া 'ইক্'এর নিষেধপ্রাপ্তি হইতে পারে; এজন্যই যদি 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' সূত্রে, 'ইক্'এর বৃদ্ধি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন; তবে এই পক্ষ গ্রহণ করিব যে, এইস্থলে অন্যান্য বৈয়াকরণগণ, অজাদির সহিত 'মৃজ্' ধাতুর সংক্রমণে (সংযোজনে) বিকল্পে বৃদ্ধির আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন,—(বৃদ্ধ্যভাব পক্ষে) পরিমৃজন্তি। (বৃদ্ধি পক্ষে) পরিমার্জন্তি। এইরূপ, পরিমমৃজতুঃ, পরিমমার্জতুঃ, ইত্যাদি প্রয়োগের জন্য। তাহা (বিকল্প) এইস্থলেও সাধনীয়। সুতরাং তাহা সাধনীয় প্রতিপন্ন হইলে, যোগ বিভাগ করা হইবে। তাহার একাংশ হইবে;—'মৃজের্বৃদ্ধিরচোভবতি' অর্থাৎ 'মৃজ্' ধাতুর অচেরই বৃদ্ধি হয়। তৎপরে অপরাংশ করিব—'অচিক্ঙিতি,' সমুদায় মিলিয়া অর্থ এই হইবে যে, ক, গ, এবং ঙ ইৎবিশিষ্ট অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'মৃজ' ধাতুর বৃদ্ধি হয়। যেমন,—'পরি'পূর্ব্বক 'মৃজ' লট্ এর 'ঝি' (অন্তি) করিয়া 'পরিমার্জন্তি' এবং 'লিট্'এর 'অতুস্' করিয়া 'পরিমমার্জতুঃ' প্রয়োগ হইবে।

ইহা কি জন্য?

ইহা এই নিয়ম করিবার জন্য যে, 'অচ্' আদিতে আছে যার, এমন 'ক' 'গ' এবং 'ঙ' ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে, তৎপ্রযুক্ত গুণ বা বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু অন্যত্র নহে।

অচ্ আদি বিশিষ্ট প্রত্যয় ভিন্ন অন্যত্র কোথায় প্রাপ্তি সম্ভব আছে?

'মৃষ্টঃ' 'মৃষ্টবান্,' (মৃজ ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ 'ক্ত' এবং 'ক্তবতু' প্রত্যয় করিয়া 'মৃষ্টঃ' 'মৃষ্টবান্' হইয়াছে) এই সকল হলাদি প্রত্যয় স্থলে যাহাতে বৃদ্ধি না হয়।

তদনন্তর 'বা' শব্দ সংলগ্ন করিব। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে, অচ্ পরে আছে এমন কিৎ, গিৎ বা ঙিৎ পরে থাকিলে, মৃজ্ ধাতুর বৃদ্ধি হয় বিকল্পে। তাহা হইলেই লট্এর ঝিতে) 'পরিমৃজন্তি', 'পরিমার্জন্তি'। 'পরিমমৃজতুঃ' 'পরিমমার্জতুঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ বিকল্পে সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—ইহার্থমেব তর্হি সিজর্থং বৃদ্ধিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। সিচিবৃদ্ধির-বিশেষেণোচ্যতে সেকো যথাস্যাদনিকোমাভূদিতি। কস্য পুনরনিকঃ প্রাপ্নোতি। অকারস্য। অচিকীর্ষীৎ। অজিহীর্ষীৎ। নৈতদস্তি। লোপোঽত্র বাধকো ভবিষ্যতি।

আকারস্ত তর্হি প্রাপ্নোতি। অয়াসীৎ। অবাসীৎ। নাস্ত্যত্র বিশেষঃ। সত্যাংসত্যাং বা।

সন্ধ্যক্ষরস্ত তর্হি প্রাপ্নোতি। নৈব সংধ্যক্ষরমন্ত্যমস্তি। ননু চেদমস্তি ঢ-লোপে কৃতে উদবোঢাম্। উদবোঢম্। উদবোঢেতি। অসিদ্ধো ঢলোপঃ। তস্যাসিদ্ধত্বান্নৈতদন্ত্যং ভবতি।

ভাষানুবাদ।—এই স্থানের জন্য তবে সিজর্থে 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু ৮।২।১। (ইগন্তাঙ্গের বৃদ্ধি হয় পরস্মৈপদ পরে থাকিলে, লুঙ্ এর 'সিচ'এ) সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দ, কাহার স্থানে বৃদ্ধি হয়, এরূপ কিছু উল্লেখ না করিয়া অবিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সেখানে যাহাতে 'ইক্' বিশিষ্টেরই বৃদ্ধি হয়; এবং 'ইক্' রহিত বর্ণের যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, এজন্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণ কর্ত্তব্য।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্ 'ইক্' রহিত বর্ণের বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছিল? অকারের। 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'সন' প্রত্যয় করিয়া 'লুঙ্' এর 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'সন্'এর অন্ত 'ন'কার ইৎ হইবার পর, অকারের বৃদ্ধি হইবে; সুতরাং 'অচিকীর্ষীৎ,' 'অজিহীর্ষীৎ' ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে না?

ইহা হইতে পারে না। কারণ, এই স্থলে, 'অতোলোপঃ' ।৬।৪।৪৮। (আর্দ্ধধাতুককালে যে 'অ'কারান্ত, সেই 'অ'কারের লোপ হয়, আর্দ্ধ-ধাতুক পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'সন্' প্রত্যয়ের 'অ'কার লোপ হইলে, লোপ বিধি সকলবিধি অপেক্ষা বলবান্ হয় বলিয়া, লোপ, বৃদ্ধির বাধক হইবে। তাহা হইলে প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

তবে আকারের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যেমন.—আকারান্ত 'যা' ধাতু এবং 'বা' ধাতুর উত্তর, 'লুঙ্'এর 'সিচ্' এ অকারের বৃদ্ধি হইয়া,'অয়াসীৎ' 'অবাসীৎ' প্রভৃতি স্থলে দোষ হইবে?

এই স্থলে কি দোষ হইবে? কারণ, এখানে 'বৃদ্ধি' হইলে, অথবা না হইলে, কোনও বিশেষ ত নাই। অর্থাৎ 'আ'কারের বৃদ্ধি করিলেও আবার 'আ'কারই হইবে। তবে সন্ধ্যক্ষরের (এ, ও, ঐ ঔ র) বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না, কারণ, সন্ধ্যক্ষর কাহারও (কোনও ধাতুর) অন্তে নাই। যদি বল যে, 'বহ' ধাতুর 'হ'কার স্থানে 'ঢ'কার করিবার পর লুঙ্ লিঙ্

এর 'ঙ' স্থানে 'ঢ' হইলে, সেই পরবর্ত্তী 'ঢ'কে নিমিত্ত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঢকারের, 'ঢো ঢে লোপঃ' ।৮।৩।১৩। ('ঢ'কার পরে থাকিলে, ঢকারের লোপ হয়) সূত্রানুসারে লোপ হইলে, 'সহি বহোরোদবর্ণস্য' ।৬।৩।১১। ('সহ্' ধাতু এবং 'বহ্' ধাতুর 'অ'বর্ণের স্থানে, 'ও'কার হয়, 'ঢ' লোপ হইলে) এই সূত্রানুসারে, বহ্ ধাতুর লোপাবশিষ্ট 'ব'কারের 'অ'কারের স্থানে 'ও'কার হইলে, ত এই স্থলে, সন্ধ্যক্ষর 'ও'কার পাওয়া যাইবে। যাহাদের, লুঙ্ এ, 'উদবোঢাম্', 'উদবোঢম্' উদবোঢ প্রভৃতি ('উৎ' উপসর্গের সহিত মিলিত হইয়া) প্রয়োগ হইয়া থাকে ?

ইহাও 'ও'কারান্ত নহে। যে হেতু 'ঢোঢে লোপঃ' সূত্র, অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের হওয়াতে ; আর 'সহিবহোরোদবর্ণস্য' এই 'ও'কারের বিধায়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সূত্রের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হইয়াছে। 'ঢ' সুতরাং 'ঢ'কার লোপ অসিদ্ধ বলিয়া, ইহা ('ও'কার) অন্ত্য হইবে না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জনস্য তর্হি প্রাপ্নোতি। অভৈৎসীৎ। অচ্ছৈৎসীৎ। হলন্তলক্ষণা বৃদ্ধির্বাধিকা ভবিষ্যতি। যত্র তর্হি সা প্রতিষিধ্যতে নেটীতি। অকোষীৎ। অমোষীৎ। সিচিবৃদ্ধেরপ্যেষ প্রতিষেধঃ। লক্ষণং হি নাম ধ্বনতি ভ্রমতি মুহূর্ত্তমপি নাবতিষ্ঠতে। অথবা সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈ পদেষ্বিতি সিচি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। তস্যা হলন্ত লক্ষণাবৃদ্ধির্বাধিকা। তস্যা অপি নেটীতি প্রতিষেধঃ। অস্তি পুনঃ ক্বচিদন্যত্রাপি অপবাদে প্রতিষিদ্ধে উৎসর্গোপি ন ভবতি। অস্তীত্যাহ। সুজাতে অশ্বসূনৃতে অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতম্। শুক্রং তে অন্যদিতি। পূর্ব্বরূপে প্রতিষিদ্ধোঽয়াদয়োঽপি ন ভবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল স্থলে না হইলে, তবে ব্যঞ্জনের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ? যেমন,—'ভিদ্' ধাতু এবং 'ছিদ্' ধাতুর উত্তর, লুঙ্ এর 'সিচ্'এ, 'দ্'কারের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং 'অভৈৎসীৎ' 'অচ্ছৈৎসীৎ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না ?

এই স্থলে দোষ হইবে না। কারণ, 'বদব্রজ হলন্তস্যাচঃ' ৭।২।৩। (বদ ধাতু, ব্রজ ধাতু এবং হলন্তধাতুর অঙ্গস্থিত অচ্ এর স্থানে বৃদ্ধি হয় পরস্মৈপদী সিচ্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, হলন্ত ধাতুর অচের বৃদ্ধি হয় বলিয়া, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' এই অবিশেষ সূত্রকে, বিশেষ সূত্র বাধ করিবে। সুতরাং অচ্ এরই বৃদ্ধি হইবে। 'হল্'এর হইবে না।

যে স্থলে, হলন্ত লক্ষণসম্পন্ন 'বদ ব্রজাদি' সূত্রের, 'নেটি'। ৭।২।৪।

(ইয়াদি সিচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, হলন্ত ধাতুর অচের বৃদ্ধি হয় না) এই সূত্র বাধক হইয়া থাকে, সেখানে কি হইবে? যেমন,—অকোষীৎ ('কুষ্' ধাতুর 'লুঙ্'এর 'সিচ্'এ) অমোষীৎ ('মুষ' ধাতু, 'লুঙ'এর 'সিচ্'এ) প্রভৃতি হলন্ত ধাতুর যখন 'অচ্'এর বৃদ্ধি নিষেধ করিতেছে, তখন ত পুনঃ 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রানুসারে, সাধারণভাবে হলন্তেরও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না, কারণ 'নেটি' সূত্র যে কেবল 'বদব্রজ' সূত্রেরই প্রতিষেধক তাহা নহে; কিন্তু 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' এই সাধারণ সূত্রেরও প্রতিষেধক। কারণ, প্রতিষেধ লক্ষণ-নামক সূত্র, তাহার আপনার অধিকারে অন্য কোন সূত্র না আসিতে পারে; এজন্য ধ্বনি (গর্জ্জন) করিতে থাকে, ভ্রমণ করিতে (পাহারা দিতে) থাকে, একমুহূর্ত্তও অবস্থান করে না (বসে না)।

অথবা সামান্য লক্ষণসম্পন্ন 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রানুসারে, 'সিচ্' পরে থাকিলে, সামান্যতঃ সর্ব্বত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 'বদব্রজ হলন্তস্যাচঃ' এই বিশেষ হলন্ত লক্ষণ সম্পন্ন সূত্র, তাহার সেই বৃদ্ধির দিকে বাধক হইবে। এবং এই হলন্ত লক্ষণসম্পন্ন বিশেষ সূত্রকেও তদপেক্ষা বিশেষ লক্ষণ সম্পন্ন 'নেটি' সূত্র, বাধ করিবে।

ইহা ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে, এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে কি যে, অপবাদ (বিশেষ সূত্র)কে বাধ করিলে, উৎসর্গ (সামান্য সূত্র) ও প্রবর্ত্তিত হয় না।

আমরা বলিব যে,—আছে। যেমন, সামবেদে এরূপ মন্ত্র আছে যে, "সুজাতে অশ্বসূনৃতে অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতম্,' শুক্রং তে অন্যৎ" ইত্যাদি স্থলে, 'এ'কারের পরে এবং 'ও'কারের পরে, 'অ'কার থাকিলে, এঙঃ পদান্তাদতি। ৬।১।১০৯। (পদান্তস্থিত 'এঙ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরে, 'অ'কার থাকিলে, পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হয়) এই সূত্রকে বাধ করিয়া, 'সুজাতে অশ্বসূনৃতে' এইরূপ প্রকৃতিভাব হইলে, উৎসর্গ সূত্র 'এচোঽয়বায়াবঃ'। ৬।১।৭৮। (এচ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরে অচ্ থাকিলে, যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্, আব্, হইয়া থাকে) সূত্রানুসারে, অয়াদি আর প্রাপ্তি হয় নাই।

ভাষ্যম্।—উত্তরার্থমেব তর্হি সিজর্থং বৃদ্ধিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। সিচিবৃদ্ধিরবিশেষেণোচ্যতে। সাক্ঙিতি মাভূৎ। ন্যনুবীৎ। ন্যধুবীৎ। নৈতদস্তি-প্রয়োজনম্। অন্তরঙ্গত্বাদত্রোবঙাদেশে কৃতেঽনন্ত্যত্বাদ্বৃদ্ধির্ন ভবিষ্যতি।

যদি তর্হি সিচাস্তরঙ্গং ভবতি। অকার্ষীৎ। অহার্ষীৎ। গুণে কৃতে চান্ত্যত্বাদ্বৃদ্ধিন প্রাপ্নোতি।

মাভূদেবং হলন্তস্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি ন্যস্তারীৎ। ন্যদারীৎ। গুণেকৃতে হবাদেশে চানন্ত্যাদ্বৃদ্ধির্ন প্রাপ্নোতি। হলন্ত লক্ষণায়াশ্চ নেটীতি প্রতিষেধঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্র, অবিশেষের রূপে (সামান্যতঃ), উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই বৃদ্ধি 'ক,' 'গ,' কিংবা 'ঙ' ইৎ হইলে না হয়, এইজন্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা, ন্যনুবীৎ (নি—ণু ধাতুর লুঙ্ এর সিচ্), ন্যধুবীৎ (নি—ধূঞ্ ধাতু) ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। কারণ, এই স্থলে বৃদ্ধি হইলে, উকারের বৃদ্ধিতে ঔকার হইত।

এই স্থানের জন্য 'বৃদ্ধি' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কারণ, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রে, বৃদ্ধি করিবার জন্য নিমিত্ত অনেক থাকাতে, আর 'অচিশ্নুধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ'। ৬।৪।৭৭। (শ্নু প্রত্যয় অন্তে আছে যার, ইবর্ণ বা উবর্ণ অন্তে আছে যার এমন ধাতুর; আর 'ভ্রূ' শব্দের অঙ্গের, 'ইয়ঙ্' এবং 'উবঙ্' আদেশ হয়, 'অচ্' আদি বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রে, 'উবঙ্' আদেশ করিবার জন্য; নিমিত্ত কম হইয়াছে; সুতরাং অন্তরঙ্গও হইয়াছে। অতএব অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ শাস্ত্র অসিদ্ধ হয় বলিয়া, পূর্ব্বে 'উবঙ্' আদেশ হইলে, 'উ' কারান্ত ধাতু আর অন্তে না থাকাতে, স্বতঃই বৃদ্ধি হইবে না।

যদি বল যে, 'সিচ্' বিধিতেও অন্তরঙ্গ কার্য্য হয়; তবে 'অকার্ষীৎ' 'অহার্ষীৎ' ইত্যাদি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কারণ, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রাপেক্ষা, 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ'। ৭.৩.৮৪।(১) সূত্র অন্তরঙ্গ বলিয়া, এই সূত্রানুসারে 'কৃ'ধাতু ও 'হৃ'ধাতুর 'ঋ'কারের গুণ করিলে (অকর্, অহর্) 'র'পরবিশিষ্ট শব্দ হইবে। তখন 'ঋ' অন্তে না থাকাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ ('সিচিবৃদ্ধিঃ' সূত্রানুসারে) নাইবা হইল; পূর্ব্বোল্লিখিত 'বদব্রজহলন্তস্যাচঃ' সূত্রানুসারে, 'হল্' (রেফ) অন্তবিশিষ্ট ধাতুরই বৃদ্ধি হইবে? তাহা হইলেই 'অকার্ষীৎ' 'অহার্ষীৎ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে?

তবে 'ন্যস্তারীৎ' 'ন্যদারীৎ' এই সকল স্থলে দোষ হইবে। কারণ, 'স্তৃঞ্' ধাতু এবং 'দৃ'ধাতুর 'ঋ'কারের গুণ করিলে, 'র'পর বিশিষ্ট হইবে, সুতরাং 'ঋ' অন্তবিশিষ্ট না হওয়াতে, বৃদ্ধিও ('সিচিবৃদ্ধিঃ' সূত্রানুসারে) প্রাপ্তি

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

হইবে না? ('বদব্রজ' সূত্রানুসারে) হলন্তলক্ষণসম্পন্ন ('র'পর বিশিষ্ট 'অস্তর্' 'অদর্') হওয়াতেও বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। কারণ, তাহাকেও আবার 'নেটি' সূত্র, নিষেধ করিবে। অতএব 'বৃদ্ধি' সর্ব্বতোভাবে নিষেধ হওয়াতে, 'অস্তারীৎ' 'অদারীৎ' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। (১)

এইরূপ ঋকারন্তও 'বৃঙ্' এবং 'বৃঞ' ধাতুই কেবল অনিট্; আর যাবতীয় ঋকারান্ত ধাতু সেট্; অতএব, 'স্তৃ' এবং 'দৃ' ধাতুও ইডাদি হইয়াছে বলিয়া, 'অস্তারীৎ' 'অদারীৎ' প্রভৃতি স্থলে, দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—মাভূদেবম্। ল্রান্তস্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি অলাবীৎ। অযাবীৎ। গুণেকৃতেঽবাদেশে চানন্তাত্বাদ্বৃদ্ধির্ন প্রাপ্নোতি। হলন্তলক্ষণায়াশ্চ নেটিতি প্রতিষেধঃ। মাভূদেবম্। ল্রান্তস্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। লান্তস্যেত্যুচ্যতে। নচেদং ল্রান্তম্। ল্রান্তেত্যত্র বকারোপি নির্দ্দিশ্যতে। কিং বকারো ন শ্রূয়তে। লুপ্তনির্দ্দিষ্টো বকারঃ। যস্ত্বেবং মা ভবানবীৎ। মাভবান্ মবীৎ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

অবিমব্যোর্নেতি বক্ষ্যামি। তদ্বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। নিশ্বিভ্যাং চৌ নিপাতব্যৌ। যত্তপ্যেতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি নিশ্ব্যোঃ প্রতিষেধো ন বক্তব্যো ভবতি। গুণেকৃতেঽয়াদেশে চ যান্তানাং নেত্যেব প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। এবং তর্হ্যাচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ন সিচ্যন্তরঙ্গং ভবতীতি। যদয়মতো হলাদের্লঘোরিত্যকারগ্রহণং করোতি।

কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। অকারগ্রহণস্যৈতৎপ্রয়োজনম্। ইহ মাভূৎ। অকোষীৎ। অমোষীৎ। যদি সিচ্যন্তরঙ্গং স্যাৎ। অকারগ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। গুণেকৃতে হলযুত্বাদ্বৃদ্ধির্ন ভবিষ্যতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো ন সিচ্যন্তরঙ্গং ভবতীতি ততোঽকার গ্রহণং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'স্তৃ' এবং 'দৃ' ধাতুর, 'ঋ'কারের গুণ হইয়া 'র'পর বিশিষ্ট ধাতু হইলে; এই পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রয়োগ সিদ্ধি নাইবা হইল। অতো ল্রান্তস্য।৭।২।২। (হ্রস্ব অকারের সমীপবর্ত্তী 'ল'কার এবং 'রেফ্', সেই 'রেফ্' 'লকার' অন্তে আছে যার তদন্তাঙ্গের 'অ'কারের বৃদ্ধি হয়, পরস্মৈপদী সিচ্, পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'ল'কার রেফান্তের 'অ'কারের বৃদ্ধি হ[illegible]

(১) ত্বিষ, তুষ, দ্বিষ, দুষ, পুষ্য, পিষ, বিষ, শিষ, শুষ, শ্লিষ্যতেঃ [illegible] ঘসিঃ। (কৃষি) ষকারান্ত ধাতুর মধ্যে, ইহারাই 'অনিট্'। এতদ্ভিন্ন [illegible] ষকারান্ত ধাতু 'ইট্']

বলিয়া, 'স্তৃ' ও 'দৃ' ধাতুর 'ঋ'কারের গুণ হইয়া রেফান্ত হইলেও, বৃদ্ধি হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

যদি এইরূপই হয়; তবে 'অলাবীৎ' ('লুঞ্' ধাতু লুঙ্এর সিচ্এ), 'অযাবীৎ' (যু ধাতুর ঐরূপ) এই সকল স্থলে কি হইবে? কারণ 'লূ' এবং 'যু' ধাতুর গুণ করিলে অব্ আদেশ হইলে, 'উ'কার, অন্তে না হওয়াতে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। 'বদব্রজ' সূত্রানুসারে হলন্ত লক্ষণের বৃদ্ধি করিতে গেলেও 'নেটি' সূত্রানুসারে প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

এই প্রকারে নাইবা হইল, 'অতোল্রান্তস্য' সূত্রানুসারেই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ল্রান্তস্য (রেফ্ লকারান্তের) বলিয়া সিদ্ধ বলিবে? ইহা ত 'ল'কারান্তও নয় রেফান্তও নয়?

ল্রান্ত এই স্থলে 'ব' কার ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

'ব'কার শুনা যাইতেছে না কেন?

লোপ নির্দ্দিষ্ট বকার জানিতে হইবে; অর্থাৎ 'ব্ল্-বান্তস্য' এইরূপ 'ব'কারাদি বিশিষ্ট সূত্র করা হইবে; কিন্তু 'লোপোব্যোর্বলি'। ৬।১।৬৬। ('ব'কার এবং 'য'কারের লোপ হয়, 'বল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে) সূত্রানুসারে, 'ব'কারের লোপ জানিতে হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে যে স্থলে 'অব' এবং 'মব' ধাতুর স্থলে, 'মাভবান্ অবীৎ, মাভবান 'মবীৎ' (১) প্রয়োগ হইযাছে; সেই স্থলেও 'ব'কারান্ত ধাতুর 'অ'কারের বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না। কারণ 'অব' ধাতু এবং মব' ধাতুর 'ব'কার পরে থাকিলে, 'অ'কারে বৃদ্ধি হয় না, এইরূপ বলিব।

তাহা হইলে, তাহাও ত বলিতে হইবে?

তাহা বলিতে হইলেও অতিরিক্ত কিছু বলা হইবে না। কারণ, 'নি' এবং 'শ্বি' দ্বারা তাহা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ 'হ্ম্যন্তক্ষণশ্বসজাগৃণিশ্ব্যেদিতাম্ ।৭।২।৫। (হ,ম এবং যকারান্তের, ক্ষণাদি ণ্যন্তের, শ্বি ধাতুরই দিতের, বৃদ্ধি হয় না, ইডাদি 'সিচ্' পরে থাকিলে) এই সূত্রের, নি, শ্বি পরিত্যাগ করিব, তৎপরিবর্ত্তে 'অব', 'মব' ধাতুর গ্রহণ করিব; তাহা হইলেই গৌরবও

(১) 'অব ধাতু' এবং 'মব' ধাতুর স্থানে, অবীৎ, এবং মবীৎ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

হইবে না ; অথচ প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে। আর যদি এইরূপ বলা যায় ; তবে 'হ্ম্যন্ত * * *' সূত্রে, 'নি' এবং 'শ্বি'র প্রতিষেধও বলিতে হইবে না। কারণ 'ণি' এবং 'শ্বি'র গুণ একার করিলে, 'এ'কার স্থানে 'অয়্' আদেশ হইলে ; সূত্রে, হকার, মকার এবং যকারান্তের বৃদ্ধি নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া, 'অয়্' আদেশও 'য'কারান্ত হওয়াতে, বৃদ্ধির প্রতিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

এইরূপ করিলে তবে, আচার্য্যের (পাণিনির) প্রবৃত্তি (সূত্রারম্ভের অভিপ্রায়)ই জ্ঞাপন করিবে যে, 'সিচ্' পরে থাকিলে, অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না। যেহেতু 'অতোহলাদের্লঘোঃ ।৭।২।৭। ('হল্' আদিতে আছে এমন যে 'ধাতু', তাহার যে 'লঘু' অকার, তাহার বৃদ্ধি হয় বিকল্পে, 'ইট্' আদিবিশিষ্ট পরস্মৈপদী 'সিচ্'পরে থাকিলে) এই সূত্রে, 'অ'কারের গ্রহণ করিয়াছেন।

কেমন করিয়া (অকারগ্রহণ) জ্ঞাপক হইল ?

'অ'কার গ্রহণের ইহাই প্রয়োজন যে, 'অকোষীৎ' ('কুষ'ধাতু) অমোষীৎ ('মুষ' ধাতু) এই সকল স্থলে, 'উ'কার লঘু হইলেও 'অ'কার না হওয়াতে, 'বৃদ্ধি' না হয়। যদি 'সিচ্' বিষয়ে ও অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় ; তবে 'অ'কারের গ্রহণই অনাবশ্যক হয়। কারণ, ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ সূত্রানুসারে) গুণ করিলে, অর্থাৎ 'কোষ' 'মোষ' হইলে, লঘুত্বাভাবপ্রযুক্ত 'বৃদ্ধি' হইবে না। অতএব আচার্য্য ইহা দেখিয়াছেন যে, 'সিচ্' কার্য্যে, অন্তরঙ্গ হয় না ; সেই হেতুই 'অ'কার গ্রহণ (সূত্রে) করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্ত্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যত্র গুণঃ প্রতিষিধ্যতে তদর্থমেতৎ স্যাৎ। ন্যকুটীৎ। ন্যপুটীৎ। যত্তর্হি শ্বিণ্যোঃ প্রতিষেধং শাস্তি তেন নেহান্তরঙ্গমস্তীতি দর্শয়তি। যচ্চ করোত্যকারগ্রহণং লঘোরিতি কৃতেঽপি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা ("অতো হলাদের্লঘোঃ" সূত্রে, 'অ'কার গ্রহণ) কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কারণ, বচনে (সূত্রে), ইহার ('অকার-গ্রহণের) অন্য প্রয়োজন আছে।

কি সেই প্রয়োজন ?

যেই স্থলে গুণের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, সেই স্থানের জন্য ইহা ('অ'কার-গ্রহণ) করা হইয়াছে। যেমন ;—'কুট'ধাতুর গুণনিষেধ (১) হওয়াতে, 'ন্যকুটীৎ' এবং 'পুট' ধাতুর গুণ নিষেধ হওয়াতে, 'ন্যপুটীৎ' (২) প্রয়োগ

(১) [illegible] । গাঙ্কুটাদিভ্যো ঞ্ণিন্ ঙিৎ। ১।২।১। (পাঃ [illegible]

সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব যেহেতু ণি এবং ণিতে বৃদ্ধির প্রতিষেধ করিয়াছেন, সেই হেতুই আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, এই স্থলে (‘সিচ্’এতে) অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না। আর যেহেতু, ‘অতোহলাদের্লঘোঃ’ সূত্রে, ‘লঘু’ গ্রহণ সত্ত্বেও ‘অ’কার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ও আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে ‘সিচ্’ বিষয়ে, অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না।

বার্ত্তিকমূল।—তস্মাদিগ্লক্ষণা বৃদ্ধিঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সেই হেতুই ‘ইক্’ লক্ষণসম্পন্নের বৃদ্ধি হইবে। *

ভাষ্যমূল।—তস্মাদিগ্লক্ষণাবৃদ্ধিবাস্থেয়া।

ভাষ্যানুবাদ। সেই হেতুই, যাহাতে ‘ইক্’ লক্ষণসম্পন্ন বর্ণের বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ‘বৃদ্ধি’ শব্দ (‘ইকো গুণবৃদ্ধী’ সূত্রে) গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূলম্।—ষষ্ঠ্যাঃ স্থানে যোগত্বাদিগ্নিবৃত্তিঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত স্থানের যোগ রহিয়াছে বলিয়া, যাবতীয় ‘ইক্’এর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।*

ভাষ্যমূল।—ষষ্ঠ্যাঃ স্থানে যোগত্বাৎ সর্ব্বেষামিকাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। দধি। মধু। পুনর্বচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—‘ইকো গুণবৃদ্ধী’ সূত্রে, ‘ইকঃ’ শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ‘ষষ্ঠী স্থানে যোগা’ ।১।১ ৪৯ (যে ষষ্ঠী দ্বারা, কোন সম্বন্ধ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার স্থানে হয়, এরূপ জানিতে হইবে) এই সূত্রানুসারে ‘ইকঃ’ এই ষষ্ঠী দ্বারা যাবতীয় ‘ইক্’এরই স্থানে, ‘গুণ’ বা বৃদ্ধি’ হইতে থাকিবে। অতএব ‘ইক্’ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, কুত্রাপি দেখা যাইবে না। সুতরাং ‘দধি’ শব্দের ‘ই’কার এবং ‘মধু’ শব্দের ‘উ’কার‘ও নিবৃত্তি হইয়া ‘এ’কার এবং ‘ও’কার (দধে, মধো) প্রাপ্ত হইবে।

যদি তাহাই হয় তবে পুনরায় বচন (সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ’ সূত্রে, গুণবিধান প্রভৃতি) কি জন্য?

বার্ত্তিকমূল —অন্যতরার্থং পুনর্বচনম্।*।

হইয়াছে এমন যে ধাতু তাহার, এবং কুটাদিগণ পঠিত ধাতুর, ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে, ঙিৎ সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে, কুটাদি-গণপঠিত কুট এবং পুট ধাতুর ঙিৎ সংজ্ঞা হইয়াছে। অতএব “ক্ঙিতি চ” সূত্রানুসারে, গুণের নিষেধ হইবে।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যতর অর্থাৎ গুণ বা বৃদ্ধির মধ্যে কোনও একটী হওয়া জন্য পুনর্ব্বচন। *।

ভাষ্যমূল।—অন্যতরার্থমেতৎ স্যাৎ। সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োর্গুণ এবেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা ('ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রানুসারে গুণ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তি সত্ত্বেও, গুণ বা বৃদ্ধি বিধায়ক সূত্রে), গুণ বা বৃদ্ধিরূপ দুই কার্য্য একত্র না হইয়া, ইহার কোনও একটী কার্য্য হওয়ার জন্য করা হইয়াছে। যেমন,—'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রে, ইগন্তাঙ্গের গুণ বিধান করা হইয়াছে; অতএব এই স্থলে, যাহাতে গুণই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্তি না হয়, এই জন্য, বচনের (সূত্রের) প্রযোজন।

বার্ত্তিকমূল।—প্রসারণে চ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংপ্রসারণেও যাবতীয় 'যণ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে? *

ভাষ্যমূল।—প্রসারণে চ সর্বেষাং যণাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অদ্যাপি প্রাপ্নোতি। যাতা। বাতা।

পুনর্বচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—'সংপ্রসারণ' কার্য্যেও সকল 'যণ্'এর নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে। অতএব 'যা' ধাতুর এবং 'বা' ধাতুর স্থানে 'য'কার বা 'ব'কারের সংপ্রসারণ হইয়া, 'ই'কার বা 'উ'কার প্রাপ্তি হইবে, সুতরাং 'যাতা,' 'বাতা' এইরূপ প্রয়োগেও নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে।

যদি তাহাই হয়, তবে এক্ষণে পুনরায় বচন (সূত্র) করিবার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূল।—বিষয়ার্থং পুনর্বচনম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রাপ্য বিষয় নির্ব্বাহের জন্য পুনরায় বচন (সূত্র) করা কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূল।—বিষয়ার্থমেতৎ স্যাৎ। বচিস্বপিযজাদীনাং কিত্যেবেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যে স্থলে সংপ্রসারণের বিষয় প্রাপ্তি হওয়া উচিত, সেই স্থলেই যাহাতে সংপ্রসারণ হয়, সেইজন্য বচন (সূত্র) করা কর্ত্তব্য। যেমন;—'বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি'।৬।১।১৫। ('বচ্' ধাতু, 'স্বপ্' ধাতু এবং যজাদি ধাতুর সংপ্রসারণ হয়, কিৎ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, কেবল 'ক্'কার ইৎ পরে থাকিলেই, যাহাতে সূত্রোক্ত ধাতু সমূহের সংপ্রসারণ হয়, অন্যত্র না হয়, এই জন্য বচন করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূলম্।—উরণ র পরে চ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'উরণ্ র পরঃ' সূত্রপ্রযুক্ত, 'ঋ' স্থানে 'র' পরবিশিষ্ট 'অণ্' কার্য্যেও 'ঋ'কারের সর্ব্বত্রই নিবৃত্তি হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—উরণ্ পরে চ সর্বেষামৃকারাণাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অন্যাপি প্রাপ্নোতি। কর্ত্। হর্ত্॥

ভাষ্যানুবাদ।—'ঋ' স্থানে 'র' পর বিশিষ্ট 'অণ্' কর্ত্তব্য হইলে, তাহার কোন বিশেষ না বলাতে, যাবতীয় 'ঋ'কারের ই নিবৃত্তি হইয়া, 'র' পর বিশিষ্ট 'অণ' প্রাপ্তি হইবে। অতএব 'কর্ত্তৃ' শব্দ এবং 'হর্ত্তৃ' শব্দের অন্ত্যস্থিত 'ঋ'কারেরও নিবৃত্তি হইয়া অর্ বা আর্ প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তু ষষ্ঠ্যধিকারে বচনাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে, এই (সূত্র) বচন করাতে, ইহা সিদ্ধই আছে। *

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। ষষ্ঠ্যাধিকারে ইমে যোগাঃ কর্ত্তব্যাঃ। একস্তাবৎ ক্রিয়তে। তত্রৈবেমাবপি যোগৌ ষষ্ঠ্যাধিকারমনুবর্ত্তিষ্যেতে। অথবা ষষ্ঠ্যাধিকারে ইমৌ যোগাবপেক্ষিষ্যামহে॥ অথবেদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ। সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োর্গুণো ভবতীতি। ইহ কস্মান্ন ভবতি। যাতা। বাতা। ইদং তত্রাপেক্ষিষ্যতে। ইকো গুণবৃদ্ধী ইতি॥ যথৈব তর্হি ইদং তত্রাপেক্ষিষ্যতে। এবমিহাপি তদপেক্ষিষ্যামহে। সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরিকো গুণবৃদ্ধী ইতি॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলি-বিরচিতে ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে
প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে তৃতীয়মাহ্নিকম্॥

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্র করিলেও এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। কিরূপে?

এই যোগ অর্থাৎ সূত্রসমূহ ষষ্ঠীবিভক্তির অধিকারে করা হইবে। একটী ('উরণ-রপরঃ' সূত্র) ত 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' সূত্রের অধিকারে করাই হইয়াছে। সেই স্থলে এই যোগ অর্থাৎ সূত্র ('ইকো গুণবৃদ্ধী' এবং 'ইগ্‌যণঃ সংপ্রসারণম্') দুইটীও করিয়া ষষ্ঠীর অধিকারকে অনুবৃত্তি করা হইবে। অথবা সেই 'ষষ্ঠী স্থানে

যোগা' সূত্রের ষষ্ঠীর অধিকারে আমরা, এই সূত্রদ্বয়েরও ব্যাখ্যা করিবার জন্য, অপেক্ষা করিব। তাহা হইলে কুত্রাপি কোনও দোষ হইবে না (১)।

অথবা এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,—'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে যে গুণ হয়, তাহা 'যাতা' 'বাতা' প্রভৃতি স্থলে, 'যা' ধাতু এবং 'বা' ধাতুর পরে আর্ধ ধাতু বর্ত্তমান সত্ত্বেও কেন 'আ'কারের গুণ হয় না ?

ইহার উত্তর এই যে,—সেই স্থলে (সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রে), 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রের অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলেই 'যাতা' 'বাতা' ইত্যাদি স্থলে, 'যা' এবং 'বা' ধাতু ইগন্ত না হওয়ায় গুণও প্রাপ্তি হইবে না। অতএব কোন দোষও হইবে না।

তবে যেমন নাকি সেখানে ইহার ('ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রের) অপেক্ষা করা হইবে, সেইরূপ, এখানেও তাহার ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রের) অপেক্ষা করা হইবে। অতএব উভয় সূত্র একত্র মিলিয়া এইরূপই অর্থ হইবে যে, সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, যদি কোথাও গুণ হয়, তবে তাহা 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রের সহিত মিলিত হইয়াই হয়।

শ্রীমৎভগবৎপতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের তৃতীয় আহ্নিকানুবাদ সমাপ্ত।

---

(১) 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যক সূত্র, আর 'উরণরপরঃ' তাহার দুই সূত্র পরে অর্থাৎ একপঞ্চাশৎ সূত্র বলিয়া, উহার অধিকারে পড়িয়াছে; কিন্তু 'ইকোগুণবৃদ্ধী' তৃতীয় সূত্র বলিয়া অনেক পূর্ব্বে,আর 'ইগ্‌যণঃ সংপ্রসারণম্' সূত্র, উহার চারি সূত্র পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চচত্বারিংশ সূত্র হইলেও অর্থ করিবার সময়, এই সকল সূত্র, 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' সূত্রের অধিকারে লইয়া গিয়া অর্থ করিব, তাহা হইলেই কোনও দোষ থাকিবে না। কারণ, এক্ষণে সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে;—'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। 'ইগ্‌যণঃ সংপ্রসারণম্' ১।১।৪৫ (যণের স্থানে যে ইক তাহার সংপ্রসারণ সংজ্ঞা হয়)। 'উরণ্‌ রপরঃ ১।১।৫২ ('ঋ' স্থানে যে 'অণ্' তাহা 'র' পর বিশিষ্ট হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়।)

অথ চতুর্থ আহ্নিকঃ।

ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে।১।১।৪।

ন।১°। ধাতুলোপে।৭°। আর্ধধাতুকে।৭°।

ধাতুর অংশের লোপনিমিত্তক-আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, 'ইক্'এর গুণও হয় না এবং বৃদ্ধিও হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—ধাতুগ্রহণং কিমর্থম্। ইহমাভূৎ। লূঞ্। লবিতা। লবিতুম্। পূঞ্। পবিতা। পবিতুম্।

আর্ধধাতুক ইতি কিমর্থম্। ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি।

কিং পুনরিদমার্দ্ধধাতুকগ্রহণং লোপবিশেষণম্। আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে সতি যে গুণবৃদ্ধী প্রাপ্নুত স্তে ন ভবত ইতি। আহোস্বিদ্গুণবৃদ্ধিবিশেষণ-মার্ধধাতুকগ্রহণং ধাতুলোপে সত্যার্ধাতুকনিমিত্তে যে গুণবৃদ্ধি প্রাপ্নুত স্তে ন ভবত ইতি।

কিং চাতঃ। যদিলোপবিশেষণম্। উপেদ্ধঃ। প্রেদ্ধঃ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। অথ গুণবৃদ্ধিবিশেষণম্। ক্নোপয়তীত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' এই সূত্রে, 'ধাতু' এই শব্দটি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? যদি 'ধাতু' গ্রহণ না করা যাইত, তবে ধাতুর লোপ ভিন্ন যে কোন প্রকারের লোপ হইলেই গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না; সুতরাং 'লূঞ্' ধাতুর, কেবল উভয়পদী-সম্পাদনার্থ যে 'ঞ' অনুবন্ধ করা হইয়াছে, সেই 'ঞ'র লোপ হইলেই গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না; অতএব 'লূ' ধাতুর ঊকারের গুণ হইয়া 'লবিতা' 'লবিতুম্' ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইত না। অথবা 'পূঞ্' ধাতুরও 'পবিতা,' পবিতুম্' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রে 'আর্ধকধাতুক' শব্দ কি জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে?

'ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি' (তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া বৃষভ, অতিশয় ধ্বনি করিয়া থাকে) এই স্থানে, 'রোরবীতি' শব্দে, 'রু' ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় করিলে, 'যঙন্ত রুরুয় ধাতুর 'য'কার লোপ প্রযুক্ত, ধাত্বংশ লোপ হইলেও, আর্ধধাতুক-নিমিত্তক-লোপ না হওয়াতে এবং তদনন্তর-বিধেয় 'তিপ্' প্রত্যয়, 'আর্ধধাতুক' না হইয়া সার্বধাতুক হওয়াতে, তন্নিমিত্তক (সর্বধাতুক গুণ

হইলেও আর্ধধাতুক নিমিত্তক) গুণ না হওয়াতে, এই স্থলে, গুণের বা বৃদ্ধির নিষেধ হইল না, অর্থাৎ 'রু'র গুণই হইয়া 'রোরবীতি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইল।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে,—এই সূত্রে যে 'আর্ধধাতুক' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা কি লোপেরই বিশেষণ হইবে? অর্থাৎ এইরূপ অর্থ হইবে যে, আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলে, যেখানে যে গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্তি আছে, তাহা হইবে না?

অথবা গুণবৃদ্ধির বিশেষণবিশিষ্ট আর্ধধাতুক গ্রহণ করিব? অর্থাৎ যে কোন কারণে ধাত্বংশের লোপ হইলেই, আর্ধধাতুক-নিমিত্তক যে গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইত, তাহা হইবে না?

আচ্ছা, যদি লোপেরই বিশেষণ করি, তাহাতেই বা কি হইবে?

উপ পূর্ব্বক এবং প্র পূর্ব্বক 'ইন্ধী' ধাতুর 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে, ক্ত প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎ হইলে, 'অনিদিতাং হল উপধায়া কিঙতি চ ।৬।৪।২৪ (হলন্ত ইকার ইৎ বিহীন যে অঙ্গ, তাহার উপধাভূত 'ন'কারের লোপ হয়, ককার বা ঙকার ইৎ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে 'ন' কারের লোপ হইলে, আর্ধধাতুক নিমিত্ত গুণ না হওয়াতে গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ হইবে না।

অনন্তর গুণবৃদ্ধিরই বিশেষণ করিব?

তাহা হইলেও 'ক্নূঞ' ধাতুর উত্তর 'ণিচ্' প্রত্যয় করিলে, তৎস্থানে 'পুক্' আগম হইলে, 'পুক্' অন্তের ধাতু সংজ্ঞা হওয়াতে, 'পূ' র উকার ধাত্বংশ লোপ হওয়াতে, 'ক্নু' 'উকারের 'গুণ' হইবে না; সুতরাং 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না। গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যথেচ্ছসি তথাস্তু॥ অস্তু লোপবিশেষণম্॥ কথম্ উপেদ্ধঃ প্রেদ্ধঃ ইতি॥

বহিরঙ্গো গুণোঽন্তরঙ্গঃ প্রতিষেধঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

যদ্যেবং, নার্থো ধাতুগ্রহণেন। ইহ কস্মান্ন ভবতি। লূঞ্। লবিতা। লবিতুম্।

আর্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। ন চৈষ আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তো লোপঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যেমন ইচ্ছা কর, তেমনই হউক্। হউক্ তবে লোপেরই বিশেষণ?

তবে 'ইন্ধী' ধাতুর 'ন'কার লোপ হইয়া 'ইদ্ধ' হইলে, 'উপ' উপসর্গের সহিত

মিলিত হইলে, 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রানুসারে, 'উপ' এবং 'প্র' উপসর্গের 'অ'কারের পরে ইন্ধ'র ইকার থাকাতে, কিরূপে 'গুণ' হইবে এবং 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে? এই স্থলে দোষ হইবে না; যেহেতু,—যখন 'ইন্ধ' ধাতুর 'ন'কারের লোপ হইয়া 'ক্ত' প্রত্যয় যোগ হইবে, তখন, 'উপ' বা 'প্র' উপসর্গ সংযোগ না হওয়াতে, 'আদ্‌গুণঃ' ৬।১ ৮৭। (অ বর্ণের পরে 'অচ্' থাকিলে, পূর্ব্বাপরের স্থানে গুণ-রূপ এক আদেশ হয়, সংহিতা-বিষয়ে) সূ ানুসারে গুণ-কার্য্য বহিরঙ্গ এবং গুণবৃদ্ধির নিষেধকার্য্য অন্তরঙ্গ হইবে। এক্ষণে, 'অন্তরঙ্গ-কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গকার্য্য অসিদ্ধ হয়,' এই পরিভাষানুসারে, বহিরঙ্গগুণ-কার্য্য অসিদ্ধ হইবে। সুতরাং যখন অন্তরঙ্গ নিষেধ বহিরঙ্গগুণ-কার্য্যকে দেখিতেই পাইবে না। অতএব পরে গুণও হইয়া যাইবে। 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে 'ন ধাতু লোপ আর্দ্ধধাতুকে' সূত্রে, 'ধাতু' শব্দ গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই?

যদি বল যে, 'ধাতু' গ্রহণ না করিলে, 'লূঞ' ধাতুর 'ঞ'কার ধাত্বংশ না হইলেও ত তাহার লোপ হওয়াতে, 'লূ' ধাতুর উকারের গুণও হইবে না, 'অব্' আদেশ হইয়া 'লবিতা' 'লবিতুম্' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না?

এই স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলেই, গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু এই স্থলে, 'ঞ' লোপ, আর্দ্ধধাতুক-নিমিত্তক হয় নাই। অতএব কোন দোষও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা পুনরস্তু গুণবৃদ্ধিবিশেষণম্। ননু চ ক্নোপয়তীত্যত্রাপি প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নিপাতনাৎ সিদ্ধম্॥ কিং নিপাতনম্। চেলে ক্নোপেরিতি পরিগণনং কর্ত্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা 'আর্দ্ধধাতুক' শব্দ, পুনশ্চ গুণবৃদ্ধিরই বিশেষণ হউক। যদি চ পূর্ব্বোক্ত 'ক্নোপয়তি' শব্দে, 'পুক্'এর 'উ'কার লোপনিমিত্তক, 'ক্নূ'র 'উ'কারের গুণ নিষেধ হইয়া, 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না, এইরূপ দোষ বল, তবে তাহাতেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, তাহাও নিপাতনেই সিদ্ধ হইবে।

কি সেই নিপাতন?

'চেলে ক্নোপেঃ' ৩।৪।৩৩। এই সূত্রে যে হেতু সূত্রকার 'ক্নোপ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই জ্ঞাপকানুসারেই এইরূপ জানিতে হইবে যে, 'ক্নূঞ্' ধাতুর 'উ'কারের গুণ নিপাতনেই সিদ্ধ হইবে। তবেই 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

এক্ষণে, কোন্ কোন্ স্থলে গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয়, তাহার গণনা করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকামূলম্।—যঙ্‌যক্ক্যবলোপে প্রতিষেধঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যঙ্, যক্, ক্যপ্ এবং বকার লোপবিষয়ে, গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়া থাকে। *

ভাষ্যমূলম্।—যঙ্‌যক্ক্যবলোপে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যঙ্। বেভিদিতা। মরীমৃজঃ॥ যক্। কুষুভিতা। মগধকঃ॥ ক্য। সমিধিতা। দৃষদকঃ॥ বলোপে। জীরদানুঃ। কিং প্রয়োজনম্॥

বঙ্গানুবাদ।—যঙ্, যক্, ক্যপ্ এবং বলোপবিষয়ে, গুণবৃদ্ধির প্রতিষেধ বলিতে হইবে।

যঙন্তের দৃষ্টান্ত যথা ;—'ভিদির' বিদারণে ধাতু। তদুত্তর যঙ্ প্রত্যয় করিলে বেভিদ্য হইলে পরে, 'তৃচ্' প্রত্যয় করিব। এক্ষণে 'যস্য হলঃ' ।৬।৪।৪৯। (হল্ এর পরস্থিত 'য'কারের লোপ হয়,আর্ধধাতুক পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে 'য'কারের লোপ হইলে, সেই ধাত্বংশ 'য'কারের লোপ নিমিত্ত 'ভিদ্'এর 'ই'কারের গুণ নিষেধ হইল। এইরূপ 'মৃজ্'ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'মরিমৃজঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। ইহা, 'যঙোচিচ' ।২।৪।৭৪। (অচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'যঙ্'এর লুক্ হয়, এই সূত্রে 'চ'কার গ্রহণ করাতে তাহা বিনাও লুক্ হয়) সূত্রানুসারে, 'যঙ্'এর লুক্ হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।

'যক্' লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'কুষুভ' ও 'মগধ' ধাতু কণ্ড্বাদিগণ-পঠিত। কণ্ড্বাদিভ্যো যক্ ।৩।১।২৭। এই সূত্রানুসারে, কণ্ড্বাদিগণ-পঠিত, 'কুষুভ'ও 'মগধ' ধাতুর উত্তর, 'যক্' প্রত্যয় করিয়া, 'সনাদ্যন্তাধাতবঃ। ৩।১।৩২। (সন্ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, 'কমের্ণিঙ্' স্থিত ণিঙন্ত প্রত্যয় অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদের ধাতু সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে, ধাতু সংজ্ঞা হইলে, তদুত্তর 'ণ্বুলতৃচৌ' সূত্রানুসারে 'তৃচ্' এবং 'ণ্বুল' প্রত্যয় করিব। এক্ষণে 'যস্য হলঃ' সূত্রানুসারে 'য'কারের লোপ হইলে, ধাত্বংশলোপনিমিত্তক গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না, সুতরাং 'তৃচ্' প্রত্যয়ে 'কুষুভিতা' এবং 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে, 'মগধকঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ক্য লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—সমিধ এবং দৃশদ শব্দের উত্তর 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্'। (১) সূত্রানুসারে, ইচ্ছার্থে 'ক্যচ্' প্রত্যয় করিলে, তাহার ধাতু সংজ্ঞা করিবার

(১) ৩।১।৮ সূত্র। যদি ইচ্ছার্থক কর্ম্ম পদ ; ইচ্ছার্থ কর্ত্তার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সুবন্ত অর্থাৎ নাম হয়, তবে তাহার উত্তর ইচ্ছার্থে ক্যচ্ প্রত্যয় হয়।

পরে, 'ক্যস্যবিভাষা'। (১) সূত্রানুসারে, 'য'কারের লোপ করিলে, ধাত্বংশলোপ-নিমিত্তক গুণ-বৃদ্ধি না হইয়া 'তৃচ্' প্রত্যয়ে 'সমিধিতা' এবং 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে, দৃষদুকঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ব লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'জীব' ধাতুর উত্তর উনাদিস্থিত 'রদানুক্' প্রত্যয় করিলে, 'লোপোব্যোর্বলি। (২) সূত্রানুসারে, 'ব'কারের লোপ হইলে, সেই ধাত্বংশ 'ব'কারের লোপনিমিত্তক, (আর্ধধাতুক পরে থাকিলেও) গুণ হইবে না ; সুতরাং 'জীরদানু' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

ধাত্বংশ লোপ হইলে কোন্ কোন্ স্থলে, আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হয় না, তাহার গণনা করিরার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ যাবতীয় স্থলেই কেন ধাত্বংশ লোপে, গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয় না?

তাহা হইলে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে দোষ ঘটিবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—নুম্‌লোপস্রিব্যনুবন্ধলোপেঽপ্রতিষেধার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—নুম্ লোপে, স্রিব্ ধাতুর অংশ লোপে এবং অনুবন্ধলোপে গুণবৃদ্ধি নিষেধের প্রতিষেধ হইবার জন্য, পরিগণন করা কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—নুম্লোপে স্রিব্যনুবন্ধলোপে চ প্রতিষেধো মাভূদিতি।

নুম্লোপে। অভাজি। রাগঃ। উপবর্হণম্। স্রিবেঃ। আস্রেমাণম্।

অনুবন্ধলোপে। লূঞ্। লবিতা। লবিতুম্।

ভাষ্যানুবাদ।—নুম্ লোপে, স্রিব্ ধাতুর অংশ লোপে এবং অনুবন্ধ লোপে, যাহাতে গুণবৃদ্ধির প্রতিষেধ না হয়, অর্থাৎ গুণবৃদ্ধিই হয়, সেই জন্য পরিগণন করা কর্ত্তব্য।

'নুম্' লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'ভন্জ' ধাতুর 'ন'কার অর্থাৎ 'নুম্'এর লোপ হইলেও, অকারের বৃদ্ধি হইয়া আকার হয়, এইরূপে 'অভাজি' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। 'রঞ্জ্' ধাতুর 'নুম্' (নকার) লোপ হইলেও 'রাগ' প্রয়োগ 'অ'কারের বৃদ্ধি হওয়াতেই হইবে।

'উপ' পূর্ব্বক 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিলে, 'ইদিতো নুম্ ধাতো'

---

(১) ৬।৪।৫০। সূত্র। হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত ক্যচ্ এবং ক্যঙ্‌র লোপ হয় বিকল্পে, আর্ধধাতুক পরে থাকিলে।

(২) যকার এবং বকারের লোপ হয়, 'বল' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে।

৭৩।৫৮ সূত্রানুসারে, ইকারের স্থানে 'গুম্' হইলে, 'অচ্যনিটি' (অচ্ পরে থাকিলে 'ইট' বিশিষ্ট ভিন্ন, অন্য কোন ধাতুর 'নুম্'এর লোপ হয়;) কিন্তু তথাপি 'ঋ' কারের গুণ হইয়া 'উপবর্হণম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

'স্রিব ধাতুর দৃষ্টান্ত যথা ;—'আস্রেমাণম্' শব্দ বেদে পঠিত হইয়াছে। 'নঞ্' পূর্ব্বক 'স্রিব' ধাতু 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'ব'কারের লোপ হইলেও ধাত্বংশ লোপ-নিমিত্তক গুণনিষেধ না হইয়া 'ই'কারের গুণ হওয়াতে, 'আস্রেমাণম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

অনুবন্ধ লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'লূঞ্' ধাতুর 'ঞ্'ধাত্বংশ লোপ হইলেও উকারের গুণ হইয়া, 'লবিতা,' 'লবিতুম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। পরিগণন না করিলে, এই সকল দোষ হইত।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পরিগণনং ক্রিয়তে। স্যদঃ। প্রশ্রথঃ হিমশ্রথ ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

বক্ষ্যত্যেতৎ। নিপাতনাৎস্যদাদিষ্বিতি। ততর্হি পরিগণনং কর্ত্তব্যম্।

ন কর্ত্তব্যম্।

শ্নল্লোপে কস্মান্নভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পরিগণন করা যায়,তবেও ত 'স্যদঃ,' 'প্রশ্রথঃ,' 'হিমশ্রথঃ' (১) ইত্যাদি স্থলেও, গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না।

এই সকল স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, স্যদাদিতে, নিপাতনের দ্বারা প্রয়োগসিদ্ধি বলা হইবে।

তাহা হইলে তবে, পরিগণন করাই কর্ত্তব্য ?

তাহাও কর্ত্তব্য নহে।

তবে 'শ্নম্'এর লোপ হইলে, কেন 'গুণ' বা 'বৃদ্ধি'র নিষেধপ্রাপ্তি হইবে না ?

বার্ত্তিকমূলম্।—ইক্প্রকরণান্নল্লোপে বৃদ্ধিঃ।

---

(১) স্যন্দূ (প্রস্রবণে) ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া, নুম্ (নকারের) লোপ করিলে, 'স্যদঃ' এবং 'প্র' পূর্ব্বক শ্রন্থ (শ্রন্থগ্রন্থ সন্দর্ভে) ধাতু আর 'হিম' শব্দ পূর্ব্বক 'শ্রন্থ' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিলে (নুম্ লোপ হইয়া) 'প্রশ্রথঃ' 'হিমশ্রথঃ' প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ইহারা 'ধাত্ব' লোপাদি গণনার মধ্যে পতিত না থাকাতে, গুণবৃদ্ধির নিষেধও প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ইক্-প্রকরণস্থ বলিয়াই 'শ্লু' লোপ হইলে বৃদ্ধির নিষেধ হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—ইগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈবেগ্‌লক্ষণা বৃদ্ধিঃ।

যদীগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। স্যদঃ। প্রশ্রথঃ। হিমশ্রথ ইত্যত্র ন প্রাপ্নোতি। ইহ চ প্রাপ্নোতি। অবোদঃ। এধঃ। ওদ্ম ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্র, 'ইক্'লক্ষণ-সম্পন্ন 'গুণ' এবং 'বৃদ্ধি'রই নিষেধ করে, কিন্তু 'অভাজি' প্রভৃতি স্থলে যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ইক্-লক্ষণক বৃদ্ধি হয় নাই।

যদি ইক্‌লক্ষণক গুণ বা বৃদ্ধিরই নিষেধ হয়, তবে যেখানে 'ইক্'এর প্রাপ্তি নাই, যেমন ;—স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ (১) এই সকল স্থলে নিষেধ (কর্ত্তব্য হইলেও) প্রাপ্তি হইবে না।

আর অবোদঃ, এধঃ, ওদ্মঃ (২) প্রভৃতি স্থলে, (অকর্ত্তব্য হইলেও) নিষেধই প্রাপ্তি হইবে ?

বার্ত্তিকমূলম্।—নিপাতনাৎ স্যদাদিষু। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্যদাদিতে নিপাতনেই প্রতিষেধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—নিপাতনাৎ স্যদাদিষু প্রতিষেধো ভবিষ্যতি।

ন চ ভবিষ্যতি। যদীগ্‌লক্ষণয়োঃ প্রতিষেধঃ ত্রিব্যনুবন্ধলোপে কথম্।

ভাষ্যানুবাদ।—স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ প্রভৃতি স্থলে নিপাতনেই 'বৃদ্ধি'র প্রতিষেধ হইবে।

---

(১) অত উপধায়াঃ।৭।২।১১৬। (উপধাস্থিত অকারের বৃদ্ধি হয়, 'ঞ' এ 'ণ' ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে এই সূত্রানুসারে, ('স্যন্দূ' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিলে 'অ'কারের বৃদ্ধি 'ইক্'লক্ষণক না হওয়াতে, তাহার নিষেধও হইবে না। 'স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

(২) 'অব' পূর্ব্বক 'উন্দী' (পরিক্লেদনে) ধাতু, 'আ' পূর্ব্বক 'ইন্ধী' (ইন্ধনে) ধাতু এবং 'আ' পূর্ব্বক 'উন্দী' ধাতু 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে, 'ঘঞ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে উপসর্গের দীর্ঘ হয় বলিয়া উক্ত উপসর্গ-সমূহের দীর্ঘ হওয়াতে 'অবোদঃ,' 'এধঃ' এবং 'ওদ্ম' প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু ইহার 'ইক্' না হওয়াতে, বৃদ্ধির নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

তাহা হইবে না। কারণ, যদি ইক্‌লক্ষণক গুণবৃদ্ধিরই প্রতিষেধ হয়, তবে (ইক্‌লক্ষণক) স্রিব্ ধাতুর 'ই'কারের এবং অনুবন্ধ লোপের (লূঞ্ ধাতুর) 'ই'কার এবং 'উ'কারের কি প্রকারে গুণ হইবে? অর্থাৎ 'আস্রেমাণম্' 'লবিতা' 'লবিতুম্' প্রভৃতি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রত্যয়াশ্রয়ত্বাদন্যত্র সিদ্ধম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রত্যয়াশ্রয়ত্ব হেতুই অন্যত্র সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—আর্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। ন চৈষ আর্ধধাতুক-নিমিত্তো লোপঃ। যদ্যার্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। জীরদানুঃ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই স্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, আর্ধধাতুক-নিমিত্তক যেখানে ধাত্বংশের লোপ হইবে, সেখানেই গুণ-বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়া থাক, কিন্তু ইহা (স্রিব ধাতুর এবং লূঞ্ ধাতুর অংশ, 'ই' এবং 'ঞ') আর্ধধাতুক-নিমিত্তক লোপ হয় নাই। অতএব এই স্থলে, গুণের প্রতিষেধও হইবে না; কোন দোষও হইবে না।

যদি আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলেই প্রতিষেধ হয়, তবে যে স্থলে, 'জীব' ধাতুর উত্তর উণাদিস্থিত 'রদানুক' প্রত্যয় করিয়া, 'লোপোব্যোর্বলি'।৬।১ ৬৬। সূত্রানুসারে 'ব'কারের লোপ করা হইয়াছে; তাহা ত আর আর্ধধাতুক-নিমিত্তক লোপ হয় নাই। সেই স্থলে কেন গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না? অতএব এই নিয়মানুসারে 'জীরদানুঃ'র 'ঈ'কারের 'গুণ'এর নিষেধ প্রাপ্ত হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—রকিজ্যঃ সংপ্রসারণম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'জ্য'ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় করিলে, 'য'কারের সংপ্রসারণ করিয়া 'জীরদানুঃ' পদ সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—নৈতজ্জীবে রূপম্। রক্যেতজ্জ্যঃ সংপ্রসারণং ভবতি। যাবতা চেদানীং রকি জীবেরপি সিদ্ধং ভবতি।

কথমুপবর্হণম্॥ বৃহিঃ প্রকৃত্যন্তরম্।

কথং বিজ্ঞায়তে বৃহিপ্রকৃত্যন্তরমিতি।

অচীতি হি লোপ উচ্যতে। অনজাদাবপি দৃশ্যতে নিবৃহ্যতে॥ অনিটীতি চোচ্যতে। ইডাদাবপি দৃশ্যতে নিবর্হিতা নিবর্হিতুমিতি॥ অজাদাবপি ন বৃহ্যতো, অনিটাকি চোচ্যতে। ইডাদাবপি দৃশ্যতে নিবর্হিতা। নিবর্হিতুমিতি॥ অজাদাবপি ন দৃশ্যতে। বৃংহয়তি। বৃংহকঃ॥ তস্মান্নার্থঃ পরিগণনেন॥

ভাষ্যানুবাদ।—'জীরদানুঃ' শব্দ, 'জীব' ধাতুর রূপ নহে, কিন্তু 'জ্য' ধাতুর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া, 'য'কারের সংপ্রসারণ করিলে, 'জির' এইরূপ রূপ হইবে; তদুত্তর 'রদানুক্' প্রত্যয় করিলে 'ই'কারের, 'ঢ্র'লোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইলেই 'জীরদানুঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

অথবা এক্ষণে 'রক্' প্রত্যয় করিলে, 'জীব' ধাতুর দ্বারাও প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ 'রক্' প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎ হওয়াতে, 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারেই গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে। 'জীরদানু'ও সিদ্ধ হইবে।

উপবর্হণম্ প্রয়োগ (নুম্এর লোপ হইলে, গুণ) কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

'বৃহি' ধাতুর 'বৃহ' নহে। বৃহ্, ধাত্বন্তর বলিব।

'উপবর্হণম্', যে অন্য 'বৃহ' ধাতুর, তাহা কিরূপে জানিলেন?

'অচ্যনিটি' বার্ত্তিকে,'অচ্' পরে থাকিলে লোপ হয়, বলা হইয়াছে,অথচ 'অচ্' পরে না থাকিলেও লোপ দেখা যায়। যেমন,—'নি' পূর্ব্বক 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'যক্' প্রত্যয় করিয়া 'লুট্'এর 'তা' প্রত্যয় করিলে, 'যক্' প্রত্যয় 'অজাদি' না হইলেও 'নুম্'এর লোপ হইয়া 'নিবৃহ্যতে' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।

বার্ত্তিকে 'অনিট্' বিষয়ে 'নুম্'এর লোপ বলা হইয়াছে, 'ইডাদিতে'ও লোপ দেখা যাইতেছে। যেমন;—'নিবর্হিতা', 'নির্বাহ তুম্' ইত্যাদি।

আবার অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলেও 'নুম্'এর লোপ অনেক স্থানে দেখা যায় না। যেমন;—বৃংহয়তি, বৃংহকঃ ('ণিচ্'এর 'ই' থাকে বলিয়া 'বৃংহয়তি' স্থানে অজাদি প্রত্যয়, এবং 'ণ্বুল্'এর স্থানে 'অক' হয় বলিয়া 'বৃংহকঃ' স্থলে অজাদি প্রত্যয় হইয়াছে)। অতএব জানা যাইতেছে যে, 'বৃহ'ধাতু, 'উপবর্হণম্' স্থলে ধাত্বন্তর। সুতরাং কোন কোন স্থলে গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয়; তাহার পরিগণনার কোনও প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পরিগণনং ন ক্রিয়তে। ভেৎস্যতে। ছেৎস্যতে। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

নৈষ দোষঃ। ধাতুলোপ ইতি নৈবং বিজ্ঞায়তে ধাতোর্লোপো ধাতুলোপো ধাতুলোপ ইতি।

কথং তর্হি।

ধাতোর্লোপো যস্মিংস্তদিদং ধাতুলোপঃ ধাতুলোপ ইতি। তস্মাদিগ্লক্ষণা বৃদ্ধিঃ।

যদি তর্হি ইগ্লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। পাপচকঃ। পাপঠকঃ মগধকঃ। দৃশদকঃ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পরিগণন না করা হয়; তবে ভেত্তর্তে, ছেত্তেতে, এই সকল স্থলেও গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে?

ইহা দোষ নহে। কারণ, 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্রে, 'ধাতুলোপ' শব্দ এইরূপ জানিবে না যে, ধাতুর লোপ ধাতুলোপ, 'ধাতুলোপ' ইতি।

তবে কিরূপ?

ধাতুর লোপ আছে যাহাতে, সে ধাতুলোপ, সেই এই ধাতুলোপ 'ধাতুলোপ' ইতি। তদুত্তর ইক্‌লক্ষণসম্পন্নেরই বৃদ্ধি করা হইবে।

তবে যদি ইক্‌লক্ষণসম্পন্ন গুণ-বৃদ্ধিরই প্রতিষেধ করা হয়, তবে পাপচকঃ ('পচ্'ধাতু 'ণ্বুল্'), পাপঠকঃ ('পঠ' ধাতু 'ণ্বুল্'), মগধকঃ, দৃষদকঃ ইত্যাদি স্থলে প্রাপ্ত হইবে না?

বার্ত্তিকমূলম্।—অল্লোপস্য স্থানিবত্ত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'অৎ'লোপের স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—অকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্‌ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'পাপচকঃ' প্রভৃতি স্থলে, 'যঙ্' 'যক্' প্রভৃতির 'অ'কারের লোপ হইলে, 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানুসারে, 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিবার পর, 'হল্' উপধাবিশিষ্ট না হওয়াতে, গুণ বা বৃদ্ধির প্রাপ্তিই হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনারম্ভো বা। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা এই 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্র আরম্ভ না করাই কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—অনারম্ভো বা পুনরস্য যোগস্য ন্যায্যঃ॥ কথং বেভিদিতা। মরীমৃজকঃ। কুষুভিতা। সমিধিতা ইতি।

অত্রাপ্যকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্‌ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ।

যত্র তর্হি স্থানিবদ্ভাবো নাস্তি তদর্থময়ং যোগো বক্তব্যঃ॥ ক চ স্থানিবদ্ভাবো নাস্তি?

যত্র হলচোরাদেশঃ। লোলুবঃ। পোপুবঃ। মরীমৃজঃ। সরীসৃপ ইতি।

অত্রাপ্যকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্‌ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ॥ লুকি কৃতে ন প্রাপ্নোতি॥ ইদমিহ সংপ্রধার্য্যম্। লুক্‌ক্রিয়তামল্লোপ ইতি॥ কিমত্র কর্ত্তব্যম্। পরত্বাদল্লোপঃ নিত্যো লুক্। কৃতেঽপ্যল্লোপে প্রাপ্নোত্যকৃতেঽপি প্রাপ্নোতি॥ লুগপ্যনিত্যঃ॥ কথম্॥ অন্যস্য কৃতে প্রাপ্নোতি। অন্যস্যাকৃতে। শব্দান্তরস্য চ প্রাপ্ন বন্বিধিরনিত্যো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই সূত্রের আরম্ভণ্ন করাই কর্ত্তব্য।

যদি এই 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্র আরম্ভ না করা হয়, তবে 'বেভিদিতা' ('ভিদ্'ধাতু 'যঙ্'এর লোপে, 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), 'মরীমৃজকঃ' ('মৃজ্'ধাতু 'যঙ্'এর লোপে, 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), 'কুষুভিতা' ('কুষুভ' ধাতু কণ্ড্বাদিগণীয়, 'যক্' প্রত্যয়লোপে 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), সমিধিতা ('সমিধ'শব্দ 'ক্যচ্' প্রত্যয়ে নামধাতু করিয়া ক্যচের লোপ এবং 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ) ইত্যাদি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? (গুণ বা বৃদ্ধি কেন হইবে না?)

এই স্থলেও ধাতুসংজ্ঞক যঙাদি প্রত্যয়ের 'অ'কারের লোপ করিলে, 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানুসারে, লুপ্ত 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিলে (উপধাভাব-প্রযুক্ত) গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না।

যদি এইরূপ হয়, তবে যেখানে স্থানিবদ্ভাব নাই, সে স্থানের জন্য, এই সূত্র করা হইবে?

কোথায়ই বা স্থানিবদ্ভাব নাই?

যেই স্থানে, হল্ অচ্ সমুদয়ের (লোপ) আদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ 'যঙ্লুক্' বিষয়ে। যেমন,—লোলুবঃ ('লূঞ্'ধাতু 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'যঙ্'লুক্ করিলে এইরূপ সিদ্ধ হইবে), পোপুবঃ ('পূঞ্'ধাতু), মরীমৃজঃ (মৃজ্ ধাতু), সরীসৃপঃ ('সৃপ্'ধাতু) এই সকল শব্দ, 'যঙোঽচি চ' ২।৪।৭৪। সূত্রানুসারে, যাবতীয় 'যঙ্'ভাগের লুক্ করা হইয়াছে।

এই স্থলেও একবারে 'যঙ্'ভাগের 'লুক্' না করিয়া, পূর্ব্বে অকারলোপ করিয়া, পরে 'য'কার লোপ করিব, তাহা হইলেই, হল্, অচ্, উভয়ের লোপ না হইয়া অকার-নামক অচ্এর লোপ হইবে। সুতরাং 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানুসারে, অকারের স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত (উপধা না হওয়াতে) গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না?

তাহা হইবে না। কারণ, এই স্থলে 'অ'কারের লোপ প্রাপ্তই হইতে পারে না। প্রথমতঃ 'যঙ্'এর 'যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে 'লুক্' করিলে, 'অ'কার থাকিবেই না; সুতরাং তাহার লোপও হইবে না, স্থানিবদ্ভাবও প্রাপ্তি হইবে না।

এই স্থলে ইহা বিচার্য্য যে, 'যঙ্'এর লুক্ই পূর্ব্বে করা হইবে ('যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে) অথবা 'অ'কারের লোপই ('অতো লোপঃ' সূত্রানুসারে) পূর্ব্বে করা হইবে; এই স্থলে কোন্টী কর্ত্তব্য?

'যঙোঽচি চ।' ২।৪।৭৪। সূত্রাপেক্ষা, 'অতো লোপঃ।' ৬।৪।৪৮। সূত্র পরে বলিয়া, পূর্ব্বে (পরবিধি বলবান্ বলিয়া) 'অ'কারের লোপই কর্ত্তব্য।

তাহা নহে। পূর্ব্বে 'যঙ্'এর লুক্ই কর্ত্তব্য। যেহেতু, 'যঙ্'লুক্ নিত্য (পরবিধি অপেক্ষাও নিত্যবিধি বলবান্) কারণ, 'অ'কারের লোপ করিলেও 'য'কারের লুক্প্রাপ্তি হইবে, না করিলেও প্রাপ্তি হইবে।

(যঙ) 'লুক্'ও অনিত্য।

কিরূপে ?

কারণ, অকারের লোপ করিলে, অন্যের (য্ভাগের) 'লুক্'-প্রাপ্তি হইবে ; আর অকারের লোপ না করিলে, অন্তের (সমুদায় 'যঙ্' প্রত্যয়ের) 'লুক্'-প্রাপ্তি হইবে। শব্দান্তরে যে বিধি-প্রাপ্তি হয়, তাহা অনিত্য হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—অনবকাশস্তর্হি লুক্॥ সাবকাশো লুক্। কোঽবকাশঃ॥ অবশিষ্টঃ॥

অথাপি কথঞ্চিদনবকাশো লুক্ স্যাদেবমপি ন দোষঃ। অল্লোপে যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। অতো লোপঃ। ততো যস্য, যস্য চ লোপো ভবতি। অত ইত্যেব। কিমর্থমিদম্॥ লুকং বক্ষ্যতি তদ্বাধনার্থম্॥ ততো হলঃ। হল উত্তরস্য যস্য চ লোপো ভবতি। ইহ তর্হি পরত্বাদ্যোগবিভাগাদ্বা লোপো লুকং বাধেত॥ কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদম্। নোনূয়তের্নোনাব। সমানাশ্রয়ো লুগ্লোপেন বাধ্যতে।

কশ্চ সমানাশ্রয়ঃ॥ যঃ প্রত্যয়াশ্রয়ঃ॥ অত্র প্রাগেব প্রত্যয়োৎপত্তের্লুগ্ভবতি। কথং স্তনঃ। প্রশ্রথঃ। হিমশ্রথঃ। জীরদানুঃ। নিকুচিত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে (যঙ্) লুক্ অনবকাশ-বিষয় বলিয়া অপবাদক হইবে ?

তাহা নহে। লুক্ অবকাশবিশিষ্ট।

যদি সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে অকারের লোপ হইয়া যায়, তবে 'যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে 'যঙ্'লুকের অবকাশ কোথায় ?

অকার লোপ করিবার পরে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ 'য্'কার লোপ করিবার জন্য 'লুক্' (যঙোঽচি চ) প্রবর্ত্তিত হইবে।

অনন্তর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যদি কোনও প্রকারে 'লুক্'এর প্রবর্ত্তিত হওয়ার অবকাশ নাও থাকে, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, অকারলোপ-বিষয়ে যোগবিভাগ করা হইবে। এক ভাগ করা হইবে 'অতো লোপঃ' ; তার পরে করিব 'যস্য' ('যস্য হলঃ' সূত্র হইতে 'যস্য')। তাহা হইলেই 'য'কারেরও লোপ হইবে। কিন্তু যেই স্থানের 'অ'কারের লোপ হইয়াছে, সেই স্থানেরই 'য'কারের লোপ হইবে।

কি জন্ত এইরূপ করা হইল ?

'লুক্' বলা হইবে। তাহাকে বাধা করিবার জন্য। তার পরে আর এক ভাগ করা হইবে 'হলঃ'। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে,—'হল্'এর পরবর্ত্তী যে 'য'কার, তাহারও লোপ হয়। অতএব, এই স্থলে তবে কি পরত্ব হেতু, কি যোগবিভাগ হেতু, 'লোপ'বিধি, 'লুক্'বিধিকে বাধা করিবে, অর্থাৎ 'লুক্' হইবার পূর্ব্বে লোপই হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এইরূপ যোগবিভাগ করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি হয়,তবে 'কৃষ্ণো নোনাব বৃষভোদীদমং' এই শ্রুত্যংশে, 'নোনাব' শব্দ কিরূপে সিদ্ধ হইল ? কারণ, 'ণু' (স্তুতৌ) ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় করিয়া 'নোনূয়' প্রয়োগ হইবে। পরে 'লিট্'এর 'ণল্' প্রত্যয় করিলে, যদি 'অ'কারের লোপ করিয়া 'য'কারের লোপ করা হয়, তবে এই স্থলেও 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিয়া ণু ধাতুর 'উ'কার' অজন্তাঙ্গ না হওয়াতে, 'ণল'এর 'ণ'ইৎ প্রত্যয় পরে :থাকিলেও 'উ'কারের বৃদ্ধি 'ঔ' হইয়া নোনাব প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না ?

এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ, সমান আশ্রয়সম্পন্ন লুক্ই লোপের দ্বারা বাধিত হয়।

কে সমানাশ্রয় ?

যে প্রত্যয়াশ্রয়। অর্থাৎ এই স্থলে যদি পরবর্ত্তী 'ণল্' :প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া, অকার লোপ বা যঙ্ লুক্-প্রাপ্তি হইত, তবেই অলোপ, লুক্কে বাধা করিত। এখানে কিন্তু প্রত্যয় (ণল্) উৎপত্তির পূর্ব্বেই, 'যঙ্'এর লুক্ হইয়াছে। ('যঙোঽচি চ' সূত্রে, 'চ'কার গ্রহণ প্রযুক্ত, কোন নিমিত্ত না থাকিলেও 'যঙ্'এর লুক্ হয় বলিয়া, এখানেও 'ণল্' প্রত্যয়ের পূর্ব্বেই 'যঙ্'এর লুক্ হইবে ; সুতরাং 'উ'কারের বৃদ্ধি হইয়া 'ঔ'কার হইবে ; 'নোনাব' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে)।

স্তদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ, জীরদানুঃ, নিকুচিতঃ ইত্যাদি প্রয়োগ কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ?

বার্ত্তিকমূলম্।—উক্তং শেষে। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এই সকল প্রয়োগ শেষে উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্॥ নিপাতনাৎ স্তদাদিষু। প্রত্যয়াশ্রয়ত্বাদত্র সিদ্ধম্। রকি জ্যঃ সংপ্রসারণম্॥ নিকুচিতেঽপ্যুক্তম্॥ কিম্॥ সন্নিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—শেষে কি উক্ত হইয়াছে ?

এই উক্ত হইয়াছে যে,—ভদঃ, প্রশ্রথঃ প্রভৃতি শব্দে ত নিপাতনেই সিদ্ধ হইয়াছে। আর অন্যান্য স্থলে প্রত্যয়াশ্রয়ত্ব প্রযুক্তই সিদ্ধ হইবে।

'জীরদানুঃ' শব্দ, 'জ্যা' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া, 'য'কারের সংপ্রসারণ (এবং দীর্ঘ) করিলেই সিদ্ধ হইবে।

'নিকুচিত' শব্দেও উক্তই হইয়াছে।

কি উক্ত হইয়াছে?

সন্নিপাত অর্থাৎ দুইয়ের সম্বন্ধলক্ষণসম্পন্ন যে বিধি, সে তাহার বিঘাতকের (নষ্টের) হেতু হয় না।

তাৎপর্য্যার্থ।—'নি'পূর্ব্বক (ইত্যাদি) 'কুঞ্চ'ধাতু 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'নিকুচিত' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, 'কুন্চ' ধাতুর যে 'ন'কার, তাহা,'অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ক্ঙিতি চ।'৬।৪।২৪। (১) সূত্রানুসারে,'ক্ত'প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎনিমিত্তক কিৎ হওয়াতে, লোপ হইয়াছে। অতএব যে 'ক্ত' (আর্দ্ধধাতুক) প্রত্যয়কে নিমিত্ত করিয়া 'ন'কার লোপ হইয়াছে, আবার সেই 'ক্ত'প্রত্যয়কেই নিমিত্ত করিয়া 'কুঞ্চ' ধাতুর উকার উপধাও হইবে না; সুতরাং 'পুগন্তলঘুপধস্য' সূত্রানুসারে, 'উ'কারের গুণও হইবে না। কারণ, পিতা পুত্র যেমন পরস্পর পরস্পরের হন্তা হয় না, সেইরূপ যে যাহার উৎপাদক হইয়া থাকে, সে তাহার বিনাশক হয় না। অতএব 'কুঞ্চ' ধাতুর 'উ'কার উপধা না হওয়াতে, গুণপ্রাপ্তিও নাই; 'ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' সূত্র করিবারও প্রয়োজন নাই।

(উদুপধাদ্ভাবাদিকর্ম্মণোরন্যতরস্যাম্ ১।২।২১।সূত্রানুসারে, 'নিষ্ঠা' প্রত্যয় প্রযুক্ত বিকল্পে কিত্বকার্য্য হয় বলিয়া, 'ক্ঙিতি চ' সূত্র [illegible] এই স্থলে প্রাপ্তিসম্ভব হইল না।)

ক্ক্ঙিতি চ।৫।

ক্ক্ঙিতি ৭।৮।১।

গকার ইৎ, ককার ইৎ এবং ঙকার ইৎ নিমিত্ত হইলে, গুণ বা বৃদ্ধি [illegible]

বার্ত্তিকমূলম্।—ক্ক্ঙিতি প্রতিষেধে তন্নিমিত্তগ্রহণম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—গ্, ক্, বা ঙ ইৎ প্রতিষেধ বিষয়ে, সেই সকল বর্ণ নিমিত্ত হইলে, প্রতিষেধ হয়; এইরূপ 'নিমিত্ত' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। *

(১) হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত শব্দসমূহের এবং ইকার ইৎ (লোপ) ভিন্ন শব্দসমূহের উপধাভূত 'ন'কারের লোপ হয়, ক এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে।

ভাষ্যমূলম্।—ক্ঙিতি প্রতিষেধে তন্নিমিত্ত গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ক্ঙিন্নিমিত্তে যে গুণ বৃদ্ধীপ্রাপ্নুতস্তে ন ভবত ইতি।

বক্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—'ক্ঙিতি চঙ' সূত্রের স্বভাবতঃ এইরূপ অর্থ হয় যে, গ ইৎ, ক ইৎ এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু বার্ত্তিককার বলিতেছেন যে, এই সূত্রে, প্রতিষেধ বিষয়ে 'নিমিত্ত' শব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে, গ, ক, এবং ঙ ইৎ প্রযুক্ত, যে সকল স্থলে, গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত; তাহা হইবে না; এইরূপ বলা উচিত।

তাহার (নিমিত্ত গ্রহণের) প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—উপধারোরবীত্যর্থম্।

বার্ত্তিকানুবাদ—উপধার জন্য এবং 'রোরবীতি' র জন্য। *

ভাষ্যমূলম্।—উপধার্থং রোরবীত্যর্থং চ।

উপধার্থং তাবৎ। ভিন্নঃ। ভিন্নবানিতি॥ কিং পুনঃ কারণং ন সিদ্ধ্যতি॥ ক্ঙিতীত্যুচ্যতে। যত্র ক্ঙিত্যনন্তরো গুণো ভবিষ্যতি তত্রৈব স্যাৎ। চিতম্। স্তুতম॥ ইহতু নস্যাদ্। ভিন্নঃ ভিন্নবানিতি।

নমু চ যস্ত গুণ চ্যতে তং ক্ঙিৎপরত্বেন বিশেষয়িষ্যামঃ। পুগন্ত লঘূপধস্যাঙ্গস্য গুণ উচ্যতে তচ্চাত্র ক্ঙিৎপরম্।

পুগন্ত লঘূপধস্যেতি নৈবং বিজ্ঞায়তে পুগন্তাঙ্গস্য লঘূপধস্য চেতি॥ কথং তর্হি॥ পুকি অন্তঃ পুগন্তঃ লঘ্বী উপধা লঘূপধা পুগন্তশ্চ লঘূপধাচ পুগন্ত লঘূপধং পুগন্ত লঘূপধস্যেতি॥ অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। অঙ্গবিশেষণে সতীহ প্রসজ্যেত। ভিনত্তি। ছিনত্তীতি।

রোরবীত্যর্থং চ। ত্রিধাবদ্ধো বৃষভোরোরবীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উপধাকার্য্য সিদ্ধির জন্য এবং 'রোরবীতি' প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য, সূত্রে, 'নিমিত্ত' গ্রহণ কর্ত্তব্য।

উপধা কার্য্যের জন্য, যথা,—'ভিন্নঃ,' 'ভিন্নবান্' ইত্যাদি প্রয়োগ যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে।

'নিমিত্ত' শব্দের গ্রহণ না করিলে; কি কারণে বা ইহারা সিদ্ধ হইবে না?

এই সকল সিদ্ধ না হইবার কারণ এই, সূত্রে, এইরূপ বলা হইয়াছে যে,—গ, ক এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হয়। সুতরাং "এতদ্বারা এই

রূপ অর্থই প্রকাশিত হইবে যে, যে স্থলে গ্, ক্ বা ঙ্ ইৎএর অব্যবহিত পূর্ব্বে গুণ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, সেই স্থলেই (নিষেধ) হইবে। যেমন ;—চিতম্ ('চিঞ্' ধাতু 'ক্ত' প্রত্যয়), স্তুতম্ ('স্তুঞ্' ধাতু 'ক্ত' প্রত্যয়) এ সকল স্থলে, 'ক্' ইৎ বিশিষ্ট 'ক্ত' প্রত্যয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, 'চি' এবং 'স্তু'ধাতুর 'ই' এবং 'উ'কার থাকাতে যে, 'সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাদেরই গুণের নিষেধ করিল। কিন্তু এই সকল স্থলে নিষেধ হইবে না। যেমন,—ভিন্ন ('ভিদির্' ধাতু'ক্ত'প্রত্যয়ে সিদ্ধ) ভিন্নবান্ ('ক্তবতু'প্রত্যয়ে সিদ্ধ)। এই সকল স্থলে 'ভিদ' ধাতুর পরে, 'ক্'ইৎ বিশিষ্ট 'ক্ত'প্রত্যয় হ লে ও 'দ'কার ব্যবধানে থাকাতে, 'পুগন্তলঘূপধস্য' সূত্রানুসারে যে, 'ই'কারের গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহার নিষেধ হইবে না . সুতরাং 'ভিন্ন' প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

যদি বল যে, যাহার গুণ বলা হইয়াছে, তাহারই ক, গ্, ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, নিষেধ হয় ; এইরূপ বিশেষণ করিব। যেমন,— 'পুক্' অন্ত এবং লঘু উপধা-বিশিষ্ট অঙ্গের গুণ বলা হইয়াছে। তাহা এই স্থলে, ক্, গ্, ঙ্ ইৎ পর বিশিষ্ট, হইলে হয় না, এইরূপ হইবে।

'পুগন্তলঘূপধস্য' এই সূত্রের অর্থ এইরূপ জানিবে না যে,—'পুগন্ত যে অঙ্গ, তাহার এবং লঘূউপধার,' এইরূপ সমাস বলা হইয়াছে।

তবে কিরূপ ?

পুকেতে যে অন্ত সে পুগন্ত ; আর, লঘু যে উপধা সে লঘূপধা। পুগন্ত এবং লঘূপধা পুগন্তলঘূপধ, তাহার পুগন্তলঘূপধের।

'পুগন্ত লঘূপধস্য চ' সূত্রে, এইরূপ বিগ্রহবাক্য, অবশ্যই জানিতে হইবে। নতুবা 'অঙ্গের' বিশেষণ করিলে,। 'ভিনত্তি,' 'ছিনত্তি' প্রভৃতি স্থলেও ('ই'কারের) গুণ প্রসঙ্গ হইবে।

'রোরবীতি' প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য যে, 'নিমিত্ত' গ্রহণ কর্ত্তব্য ; তাহার দৃষ্টান্ত। যথা ;—'ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি' এই স্থলে, 'রোরবীতি'শব্দে, 'রু'ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় করিয়া 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'যঙ্' এর 'ঙ'ইৎ হওয়াতে, 'রু'ধাতুর 'উ'কারের গুণ হইত না, সুতরাং 'রোরবীতি' প্রয়োগও সিদ্ধ হইত না। কিন্তু নিমিত্ত গ্রহণ করাতে ; যেহেতু এই স্থলে, 'যঙ্' নিমিত্ত গুণ হয় নাই, সেই হেতুই 'ঙ'ই প্রযুক্ত গুণের নিষেধও হইবে না। (এই স্থলে, 'তিপ্' নিমিত্তই গুণ হইয়াছে)।

ভাষ্যমূলম্।—যদি তন্নিমিত্ত গ্রহণং ক্রিয়তে। শচঙন্তে দোষঃ। রিয়তি। পিয়তি। ধিয়তি॥ প্রাহৃদ্রুবং। প্রাসুস্রুবৎ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এই সূত্রে 'নিমিত্ত' গ্রহণ করা যায়; তবে, 'শচঙন্তে' দোষ হইবে। যেমন;—'রি'ধাতুর উত্তর 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'কর্ত্তরি শপ্ সূত্রানুসারে যেখানে 'শপ্ আগম হইবে; সেখানে, 'রি'র ইকারের 'ইয়ঙ্' আদেশ না হইয়া 'গুণ' হইবে। অতএব, ('রি'ধাতুর) রিয়তি, ('পি'ধাতুর,) পিয়তি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ ('প্র'পূর্ব্বক 'স্রু' ধাতুর উত্তর 'লুঙ্' এর'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'চঙ্' হইলে, 'চঙ্'এর 'ঙ্' ইৎ হওয়াতে, গুণএর নিষেধ হইবে না; সুতরাং প্রাসুস্রুবং রূপও সিদ্ধ হইবে না) 'প্র'পূর্ব্বক 'দ্রু'ধাতুর উত্তর 'প্রাহৃদ্রুবং' এবং 'প্র'-পূর্ব্বক 'স্রু'ধাতুর উত্তর 'প্রাসুস্রুবৎ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—শচঙন্তস্যান্ত লক্ষণত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'শ'কারান্ত এবং চঙন্তের, অন্তরঙ্গ লক্ষণ প্রযুক্ত 'গুণ' হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—অন্তরঙ্গ লক্ষণত্বাদেবেয়ঙুবঙোঃ কৃতয়োরনুপধাত্বাদ্ গুণো ন ভবিষ্যতি এবং ক্রিয়তে চেদং তন্নিমিত্ত গ্রহণং ন চ কশ্চিদ্দোষো ভবতি। ইমানি চ ভূয় স্তন্নিমিত্ত গ্রহণস্য প্রয়োজনানি। হতো হথঃ। উপোয়তে। ঔয়ত। লৌয়মানিঃ। পৌয়মানিঃ। নেনিক্ত ইতি।

নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি। ইহ তাবৎ হতোহথ ইতি। প্রসক্তস্যানভি-নিবৃত্তস্য প্রতিষেধেন নিবৃত্তিঃ শক্যা কর্ত্তুম্। অয়ং চ ধাত্বুপদেশাবস্থায়ামেবাকারঃ। ইহচোপেয়তে ঔয়ত লৌয়মানিঃ পৌয়মানিরিতি। বহিরঙ্গে গুণবৃদ্ধী। অন্তরঙ্গঃ প্রতিষেধঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে। নেনিক্ত ইতি পররূপেণ ব্যবহিতত্বান্ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—শপ্ এবং চঙ্ প্রত্যয় পরে থাকিলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, 'রি'ধাতুর উত্তর 'শপ্' প্রত্যয় করিলে, এবং 'প্র'পূর্ব্বক'দ্রু'-ধাতুর উত্তর 'লুঙ্'এর 'চঙ্' করিলে, 'ইয়ঙ্' আদেশ(১) অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রথমতঃ, ইয়ঙ্ আদেশ এবং 'উবঙ্' আদেশ হইবে। এইরূপে 'রিয়তি' প্রভৃতি স্থলে, 'ইয়ঙ্' বা উবঙ্'আদেশ হইবার পরে, 'ই'বা 'উ'উপধা না হওয়াতে গুণও হইবে না।

এইরূপে এই 'তন্নিমিত্ত' গ্রহণ করা হইবে; এবং কোন দোষও হইবে না অথচ 'নিমিত্ত'গ্রহণের, রাশি রাশি এই সকল প্রয়োজন রহিয়াছে, যেমন;—

হতঃ ('হন্'ধাতু 'তস্' বা'ক্ত'), হথঃ ('হন'ধাতু 'থস্'), উপোয়তে (উপ-পূর্ব্বক 'আঙ্'পূর্ব্বক 'বেঞ্' ধাতু কর্ম্মণি 'যক্' 'ত' আত্মনেপদের রূপ), ঔয়ত (আ—বেঞ্+ত), লৌয়মানিঃ ('লূয়মান' শব্দ অপত্যার্থে 'ঞি') পৌয়মানিঃ পূয়মান+ঞি), নেনিক্ত ('নিজিরং'ধাতু, যঙন্ত ক্ত') ইত্যাদি।

এই সকল কখনও ('নিমিত্ত'গ্রহণের) প্রয়োজন হইতে পারে না।

যদি বল যে 'হতঃ' 'হথঃ' এই সকল প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ 'নিমিত্ত' গ্রহণ যদি না করা যায়, তবে সাধারণতঃ এরূপ অর্থ হইবে যে, গ, ক, এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, তাহার পূর্ব্বে, গুণসংজ্ঞক কোনও বর্ণই থাকিতে পারিবে না; তবে 'ঙিৎ' (১) 'তস্', 'থস্' প্রভৃতি প্রত্যয়ের ত 'থ' পরে থাকিলে, গুণবাচক 'হন' ধাতুর 'হ'কারস্থিত গুণবাচক অকার, কিরূপে অবস্থান করিবে?

এই স্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, কোনও স্থলে যদি কোনও পদার্থের বা আদেশের প্রসক্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহা, অনির্ভিনিবৃত্ত অর্থাৎ অনিষ্পন্ন হয়; তবেই তাহার প্রতিষেধের দ্বারা, নিবারণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু এই স্থলে (হন) ধাতুর উপদেশ কালেই ('হ'কারে) অকার রহিয়াছে। অতএব এইস্থলে অকারের প্রাপ্তিও নাই, নিষেধও হইবে না।

(১) সার্বধাতুকমপিৎ ।১।২।৪। 'প'কার ইৎ হয় নাই এখন যে সার্বধাতুক, তাহার 'ঙ' ইৎ এর ন্যায় কার্য্য হয়। এই জন্য তস্, থস্ প্রভৃতি প্রত্যয় অপিৎ সার্বধাতুক হওয়াতে, ঙিৎ হইয়াছে।

উপোয়তে, ঔয়ত, লৌয়মানিঃ, পৌয়মানিঃ এই সকল স্থলেও 'যক্' প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট 'য'কার পরে আছে বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞক 'ও'কার এবং 'ঔ'কার নিবৃত্তি হইবে না। কারণ, 'আদ্‌গুণঃ প্রভৃতি সূত্রানুসারে, যে সকল গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহারা 'বহিরঙ্গ' এবং নিষেধ কার্য্য অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ শাস্ত্র অসিদ্ধ হয়। এজন্য অন্তরঙ্গ কার্য্য বহিরঙ্গ কার্য্যকে দেখিতে পায় না বলিয়া গুণ এবং বৃদ্ধি হইল।

'নেনিক্ত' এই স্থলে 'ক' ইৎবিশিষ্ট 'ক্ত' প্রত্যয় পরে থাকিলেও 'গুণ' বাচক 'নে'র একারের পরে, বর্ণ দ্বয় ব্যবধান থাকাতে গুণের নিষেধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—উপাধার্থেন তাবন্নার্থঃ। ধাতোরিতিবর্ত্ততে। ধাতুঃ ক্ক্ ঙিৎ পরন্বেন বিশেষয়িষ্যামঃ।

যদি ধাতুর্ব্বিশেষ্যতে বিকরণস্থ ন প্রাপ্নোতি। চিনুতঃ। সুনুতঃ। লুনীতঃ। পুনীত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উপধাকার্য্যের জন্য ও 'নিমিত্ত' শব্দগ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, (ন ধাতু লোপ 'আর্দ্ধধাতুকে' সূত্র হইতে 'ধাতু' শব্দের অনুবৃত্তি আনিয়া) 'ধাতুর'ত বর্ত্তমানই আছে। সেই 'ধাতু' শব্দকে, গ্কঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ বৃদ্ধি কার্য্য নিষেধ হয়, এইরূপ বিশেষণ করিব। এক্ষণে, এইরূপ অর্থ হইবে যে, ধাতুর পরে ক্, গ্, ঙ্ ইৎ থাকিলে গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না।

যদি ধাতুর বিশেষণ করা যায়; বিকরণের প্রাপ্তি হইবে না? যেমন,—চিনুতঃ ('চিঞ্' চয়নে, স্বাদিগণীয় ধাতু বলিয়া, 'শ্নু' বিকরণ হইয়াছে, অতএব প্রত্যয়ের 'শ্নু' ধাতু না হওয়াতে, তাহার 'উ'কারের গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে না), সুনুতঃ ('ষুঞ্' অভিষবে ধাতু), লুনীতঃ ('লূঞ্' লবনে ক্র্যাদিগণীয় 'শ্না' বিকরণবিশিষ্ট ধাতু), পুনীতঃ ('পূঞ্' পবনে) ইত্যাদি।

ভাষ্যমূলম্।—নৈষদোষঃ। বিহিত বিশেষণং ধাতুগ্রহণম্। ধাতোর্যো বিহিত ইতি।

ধাতোরেব তর্হি ন প্রাপ্নোতি।

নৈবং বিজ্ঞায়তে ধাতোর্বিহিতস্য ক্ক্ ঙিতীতি।

কথং তর্হি।

ধাতোবিহিতে ক্ক্ ঙিতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল স্থলে দোষ হইবে না। কারণ, বিহিত বিশেষণ-বিশিষ্ট, 'ধাতু' শব্দ গ্রহণ করিব। এক্ষণে এই অর্থ হইবে যে, ধাতুর উত্তর বিহিত যে, গ্, ক্, ঙ্ ইৎ প্রত্যয়, তাহা পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না। তাহা হইলেই, 'চি'ধাতুর উত্তর ('ঙ্ ইৎ বিশিষ্ট') 'তস্' প্রত্যয় করিলে, 'শ্নু' প্রত্যয়ও ধাতুর উত্তর বিহিত করাতে, তাহার 'উ'কারের গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না।

যদি এইরূপ হয়, তবে (মধ্যে 'শ্নু' প্রত্যয় ব্যবধান থাকাতে) ধাতুরই (গুণ বা বৃদ্ধি) প্রাপ্তি হইবে না। এইরূপ জানিবে না যে, ধাতুর উত্তর যাহা বিহিত (শ্নু, শ্না প্রভৃতি) হইয়াছে; তাহারই 'ইক্'এর গুণবৃদ্ধির নিষেধ হইবে।

তবে কি?

গ্, ক্, ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, ই, ধাতুই হউক্ বা তদুত্তর বিহিতই হউক্, তাহার গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষং যত্র কার্য্যং তত্র দ্রষ্টব্যম্॥ পুগন্তলঘূপধস্যেত্যুপস্থিত মিদং ভবতি ক্ক্ঙিতি নেতি।

অথবা যদেতস্মিন্‌যোগে ক্ঙিদ্‌গ্রহণং তস্যানবকাশত্বাদ্ গুণবৃদ্ধীন ভবিষ্যতঃ।

অথবাচার্য্য প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ভবত্যুপধালক্ষণস্য প্রতিষেধ ইতি। যদয়ং ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। ইকোঝল্ হলন্তাচ্চেতি ক্নুসনৌ কিতৌ করোতি।

কথংকৃত্বা জ্ঞাপকম্॥ কিৎ করণ এতৎপ্রয়োজনং গুণঃ কথং নস্যাদিতি। যদি চাত্রগুণপ্রতিষেধো ন স্যাৎ কিৎকরণ মনর্থকং স্যাৎ। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো-ভবত্যুপধালক্ষণস্যাপি গুণস্য প্র তিষেধ ইতি। ততঃ ক্নুসনৌ কিতৌ করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই নিয়ম করিব যে, কার্য্য-কাল, সংজ্ঞা এবং পরিভাষার হইয়া থাকে; সুতরাং ('ক্ঙিতিচ' এই পরিভাষা সূত্রও) যেখানে কার্য্য ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' প্রভৃতি স্থলে) উপস্থিত হইবে, সেখানে ই ইহা দেখা যাইবে। 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' সূত্রেই 'গুণ'কার্য্য প্রাপ্তি হইবে, সেই স্থানেই ('ক্ঙিতি' পরিভাষাসূত্র') ইহা উপস্থিত হইবে; সুতরাং 'কিৎ,' 'গিৎ' এবং 'ঙিৎ' পরে থাকিলে, গুণ হইবে না।

অথবা এই (ক্ঙিতি চ) সূত্রে যে, গ, ক, বা ঙ্ ইৎ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার কোথাও অবকাশ নাই; তাহার অনবকাশ হেতুই জানা যাইতেছে যে, যেখানে গুণ এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইবে, (ক্ঙিৎপরে থাকিলে) তাহার ই নিষেধ হইবে।

অথবা আচার্য্যের অভিপ্রায় এইরূপই জানা যাইতেছে যে, উপধালক্ষণের ই গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ হয়। যেহেতু তিনি, 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ' ৩।২।১৪০। (১) (সূত্রে, 'ক্নু'প্রত্যয়; 'ইকোঝল্'।১।২।৯। (২) এবং 'হলন্তাচ্চ ১।২।১০। (৩) 'সন'প্রত্যয় 'ক' ইৎবিশিষ্ট করা হইয়াছে।

(১) ত্রস্ গৃধ্, ধৃষ্, এবং ক্ষিপ্ ধাতুর উত্তর 'ক্নু'প্রত্যয় হয়।

(২) 'ইক্'প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণ পরে আছে যার, এমন ঝল্‌প্রত্যাহারান্তর্গত আদিবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর 'সন্' হয় এবং তাহা 'কিৎ' হয়।

(৩) 'ইক্'প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণের সমীপস্থিত হল্‌এর পরে ঝল্‌আদি বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর 'সন্' হয় এবং তাহা কিৎ হয়।

কি করিয়া ইহা জ্ঞাপক হইল ?

'ক্ত'প্রত্যয়ে, এবং 'সন্'প্রত্যয়ের এ স্থলে, 'ক'ইৎ করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, কোনও প্রকারে যেন গুণ না হয়। যদি এই স্থলে গুণের নিষেধ না হয়; তবে এই স্থলে 'ক' ইৎ বিশিষ্ট 'ক্ত'প্রত্যয় করা অনর্থক হয়। আচার্য্য, ইহা দেখিয়াছেন যে, উপধালক্ষণ সম্পন্ন গুণের ও প্রতিষেধহয়; এবং সেই হেতুই, ক্ত, এবং 'সন্' প্রত্যয় 'ক'ইৎ বিশিষ্ট করিয়াছেন।

ভাষ্যমূলম্।—রোরবীত্যর্থেনাপি নার্থঃ। ক্ঙিতীত্যুচ্যতে। ন চাত্র কিতং ঙিতং বা পশ্যামঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন প্রাপ্নোতি॥ ন লুমতা তস্মিন্নিতি প্রত্যয় লক্ষণ প্রতিষেধঃ।

তথাপি ন লুমতাঙ্গস্যেত্যুচ্যতে এবমপি ন দোষঃ।

কথম্। ন লুমতা লুপ্তেঽঙ্গাধিকারঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। কিং তর্হি যোসৌ লুমতা লুপ্যতে তস্মিন্যদঙ্গং তস্য যৎকার্য্যং তন্নভবতীতি। অথাপ্যঙ্গাধিকারঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। এবমপি ন দোষঃ॥ কথম্। কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষং যত্র কার্য্যং তত্রদ্রষ্টব্যম্। সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োগুণোভবতীত্যুপস্থিতমিদং ভবতি ক্ঙিতি নেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'রোরবীতি' প্রয়োগসিদ্ধ হইবার জন্য ও নিমিত্ত গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কারণ, সূত্রে ক্, গ্, এবং ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ বলা হইয়াছে; কিন্তু এই স্থলে 'ক'ইৎ ও দেখিতে পাই না বা 'ঙ'ইৎও দেখিতে পাই না। যদি বল যে, ('রু ধাতুর উত্তর যে, 'ঙ'ইৎ বিশিষ্ট 'যঙ্' প্রত্যয় করা হইয়াছে) 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্'। ১।২।৬২। (১) সূত্রানুসারে, প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া 'ঙ'ইৎ হইয়াছে। তাহা হইতে পারে না। কারণ, ন লুমতাঙ্গস্য ।১।১।৬৩। (২) সূত্রানুসারে, প্রত্যয়লক্ষণের নিষেধ হইয়া থাকে; সুতরাং এইস্থলে 'যঙ্' প্রত্যয়েরও, 'লুক্' বলিয়া লোপ হওয়ায়, সেই 'লুক্' বিশিষ্ট 'যঙ'প্রত্যয় পরে থাকিলে, প্রত্যয়লক্ষণের প্রতিষেধ হইবে। (১)

(সূত্রকারপক্ষে) অনন্তরযদি, 'নলুমতাঙ্গস্য'ও বলা যায় তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না।

কেন ?

---

(১) প্রত্যয়ের লোপ হইলেও তাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য হইয়া থাকে।

(২) লুক্, শ্লু এবং লুপ্, ইহারা লুবিশিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে 'লুমৎ' বলে। লুমৎ শব্দের দ্বারা লোপ্ হইলে তৎ নিমিত্ত অঙ্গকার্য্য হয় না।

* 'ন লুমতাঙ্গস্য সূত্র, অঙ্গাধিকার প্রকরণে প্রতিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব 'লুমতা' শব্দ দ্বারা যাহা লোপ হইবে; তাহাতে যে অঙ্গ অবস্থান করিবে, তাহার যে কার্য্য প্রাপ্তি হয়; তাহা হইবে না। সুতরাং 'ক্ঙিতি চ' সূত্র অঙ্গাধিকারী (৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদ হইতে অঙ্গাধিকার আরম্ভ হইয়াছে) না হওয়াতে প্রাপ্তি হইবে না।

অনন্তর বক্তব্য এই যে, যদি অঙ্গাধিকারের প্রতি নির্দ্দেশ ('নলুমতাঙ্গস্য' সূত্র) করা যায়, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না।

কিরূপে ?

সংজ্ঞা এবং পরিভাষা, কার্য্যকালে হইয়া থাকে, অতএব যেখানে কার্য্য হইবে, সেখানে ই ইহার ('ক্ঙিতি চ'র) উপস্থিত দেখা যাইবে। অতএব 'সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে গুণ হইবে, সেখানে ই এই 'ক্ঙিতি চ' সূত্র উপস্থিত হইয়া গুণের নিষেধ করিবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা ছান্দসমেতৎ। দৃষ্টানুবিধিশ্ছন্দসি ভবতি।

অথবা বহিরঙ্গো গুণোঽন্তরঙ্গঃ প্রতিষেধঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

অথবা পূর্ব্বস্মিন্‌যোগে যদার্দ্ধধাতুকগ্রহণং তদনবকাশং তস্যানবকাশত্বাদ্‌গুণো-ভবিষ্যতি।

ইহ কস্মান্ন ভবতি। লৈগবায়নঃ। কাময়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা (রোরবীতি), ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ জানিবে। বেদেতে যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, পরবর্ত্তীলোকগণও সেইরূপই বিধান করিয়া থাকেন।

অথবা ('রোরবীতি' এই স্থলে,) গুণকার্য্য বহিরঙ্গ, প্রতিষেধ কার্য্য অন্তরঙ্গ। সুতরাং অন্তরঙ্গ কার্য্যকর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গকার্য্য অসিদ্ধ হয় বলিয়া, গুণই হইবে।

অথবা পূর্ব্বসূত্রে ('ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে') যে, 'আর্দ্ধধাতুক' শব্দের গ্রহণ হইয়াছে, তাহা চরিতার্থ হইতে কোথাও অবকাশ পায় নাই। সুতরাং তাহার অনবকাশত্ব প্রযুক্ত গুণই হইবে। (১)

যদি তাহাই হয়, তবে 'লৈগবায়নঃ' (২), 'কাময়তে' (৩) এই দুইস্থল

(১) এইটী 'নলুমতাঙ্গস্য' সূত্রের, বার্ত্তিককারপক্ষে অর্থগ্রহণ করিয়া খণ্ডন করা হইল।

(১) নিরবকাশোবিধিরপবাদো ভবতি।

স্থানে, কিরূপে বৃদ্ধি হইল?

বার্ত্তিকামূলম্।—তদ্ধিতকাম্যোশ্চ প্রকরণাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তদ্ধিত প্রত্যয় এবং কম ধাতুর যে বৃদ্ধি, 'ইক্' প্রকরণেতেই প্রাপ্তি হয়। *

ভাষ্যমূলম। ইগ্লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈতে ইগ্লক্ষণে।

ভাষ্যানুবাদ।—ইক্ লক্ষণ সম্পন্ন যে গুণ এবং বৃদ্ধি ('ক্ঙিতিচ' সূত্রে), তাহারই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ইক্ লক্ষণ সম্পন্ন নহে।

বার্ত্তিকমূলম্।—লকারস্য ঙিত্ত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাবপ্রসঙ্গঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—লকার সমূহের 'ঙ'ইৎপ্রযুক্ত আদেশেও তাহার স্থানিবদ্ভাবের প্রসঙ্গ হইবে? *

ভাষ্যমূলম্।—লকারস্য ঙিত্ত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাবঃ প্রাপ্নোতি। অচিনবম্। অসুনবম্। অকরবম্।

ভাষ্যানুবাদ।—লঙ্ 'লুঙ্' 'লিঙ্' প্রভৃতি 'ল'কারসমূহের 'ঙ'ইৎ প্রযুক্ত, তাহাদের স্থানে যাহা আদেশ হবে তাহাদেরও স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্তি হইবে।

যেমন;—অচিনবম্ ('চিঞ্'ধাতু 'শ্নু'বিকরণ বিশিষ্ট, অসুনবম ('ষুঞ্'ধাতু), অকরবম্ ('ডুকৃঞ্'করণে ধাতু) ইত্যাদি স্থলে, 'ঙ' ইৎবিশিষ্ট 'লঙ্' ল'কার করিলে, তাহার স্থানিবদ্ভাব মানিয়া গুণ নিষেধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—লকারস্য ঙিত্ত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাব প্রসঙ্গ ইতিচেদ্ যাসুটো ঙিদ্বচনাৎসিদ্ধম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—লঙাদি 'ল'কার 'ঙ'ইৎবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, যদি বল যে, আদেশ সমূহেও তাহার স্থানিবদ্ভাবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, তবে 'যাসুট্' প্রত্যয়ে 'ঙ'ইৎকার্য্য করাতেই তাহা (গুণ বৃদ্ধি) সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—যদয়ং যাসুটোঙিদ্বচনং শাস্তি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ন ঙিদাদেশা ঙিত্ত্বাভবন্তীতি॥ যদ্যেতজ্জ্ঞাপ্যতে কথং নিত্যং ঙিতঃ ইতশ্চেতি। ঙিতো যৎকার্য্যং তন্নভবতি ঙিতি যৎকার্য্যং তন্নভবতীতি।

কিং বক্তব্যমেতৎ॥ ন হি॥ কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। যাসুট এব ঙিদ্বচনাৎ। অপর আহ। পৃথক্ষবহিরাসুট্ সমুদায়স্য ঙিত্ত্বে ঙিত্ত্বং চৈনং করোতি। তত্রৈতৎ প্রয়োজনং ঙিতোযৎকার্য্যং তদ্যথাস্যাদ ঙিতি যৎ কার্য্যং তন্মাভূদিতি বক্তি চ॥ ৫॥



ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু, 'যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তো ঙিচ্চ' ।৩।৪।১০২। ('লিঙ্' ইহাতে পরস্মৈপদের বিভক্তি সমূহ পরে থাকিলে, 'যাসুট্' আগম হয়; আর তাহা উদাত্তস্বর বিশিষ্ট হয় এবং 'ঙ'ইৎ হয়) এই সূত্রে, (পাণি আচার্য্য) 'য়াসুট্' আগম এবং তাহার 'ঙ'ইৎপ্রযুক্ত কার্য্য উপদেশ করিয়াছেন তাহাতেই আচার্য্য জানাইতেছেন যে, 'লঙ্' 'লিঙ্' প্রভৃতি 'ঙ'ইৎ বিশিষ্ট লকারের স্থানে যাহা আদেশ হয়, তাহাতে "ঙ'ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য হয় না।

যদি এইরূপ জ্ঞাপন করে; তবে 'নিত্যং ঙিতঃ ।৩।৪।৯৯। (১) 'ইতশ্চ' ৩।৪।১০০। (২) প্রভৃতি সূত্রে, 'ঙ'ইৎপ্রযুক্ত যে কার্য্য হওয়া উচিত, তাহা কিরূপে হইয়া থাকে ?

এই স্থলে এই নিয়ম করা হইবে যে,—'ঙ'ইৎ হইলে, তাহার স্থানে যে কার্য্য, তাহা ('লঙ্'প্রভৃতিতেও) হইয়া থাকে। কিন্তু 'ঙ'ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয়াদি পরে থাকিলে, যে কার্য্য (গুণ নিষেধাদি), তাহা হইবে না।

এইরূপ কি বলা কর্ত্তব্য ?

নহে।

না বলিলে, কিরূপে অবগত হইবে ?

'যাসুট্' আগমে, 'ঙ'ইৎ কার্য্য দ্বারাই অবগতি হইবে। কারণ, 'লিঙ'এর স্থানে যে 'যাসুট্' আগম হইয়াছে, তাহা সমুদায় স্থানেই 'ঙ'ইৎএর স্থানিবদ্ভাব করিয়া পর্য্যাপ্তরূপে (সম্পূর্ণরূপে) কার্য্যসিদ্ধি হইবে না বলিয়াই, ঙিত্বসত্ত্বেও পুনারয় 'যাসুট্'প্রত্যয়, ঙিৎ করিয়াছেন। তাহার (এইরূপ করিবার) প্রয়োজন এই যে,—'ঙ'ইৎ প্রযুক্ত যে কার্য্য, তাহা যাহাতে হইতে পারে। কিন্তু 'ঙ'ইৎ পরে থাকিলে যে কার্য্য, তাহা যাহাতে না হয়।

'ক্ঙিতি চ' সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইল ॥

---

(১) সকার আছে অন্তে যার, এমন যে ঙ ইৎবিশিষ্ট উত্তম পুরুষ, তাহার নিত্যই লোপ হয়।

(২) ঙইৎ হইয়াছে এমন যে 'ল'কার, সেই লকারের স্থানে পরস্মৈপদস্থি ইকারান্ত,, তাহার লোপ হয়।

দীধীবেবীটাম্ ।৬।

দীধী। বেবী। ইটাম্।৬।

'দীধী'ধাতু, 'বেবী'ধাতু এবং ইট্'এর গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—কিমর্থমিদমুচ্যতে॥ গুণবৃদ্ধী মা ভূতামিতি। আদীধ্যনম্ আদীধ্যকঃ। আবেব্যনম্। আবেব্যকঃ। অয়ংযোগঃ শক্যোঽকর্ত্তুম্॥ কথম্।

বার্ত্তিকমূলম্।—দীধীবেব্যোশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদ্ দৃষ্টানুবিধিত্বাচ্চ ছন্দসোঽদীধেদ-দীধয়ুরিতি গুণদর্শনাদপ্রতিষেধঃ। *।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা কেন বলা হইল ?

গুণ বা বৃদ্ধি না হয়, এইজন্য বলা হইল। যেমন,—আদীধ্যনম্ ('আ'—'দীধীঙ্' দীপ্তিদেবনয়োঃ ধাতু+'ল্যুট্' প্রত্যয় এই স্থলে গুণ প্রাপ্তি ছিল), আদীধ্যকঃ (আ—দীধীঙ্+ণ্বুল্ প্রত্যয়, এই স্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি ছিল), আবেব্যনম্ (আ-বেবীঙ্ বেতিনাতুল্যে+ল্যুট্, গুণ প্রাপ্তি ছিল), আবেব্যকঃ (আ—বেবীঙ্×ণ্বুল্, বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ছিল) এই সকল স্থলে, গুণ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তি ছিল, এই সূত্রানুসারে নিষেধ হইল।

এই সূত্র না করিলেও চলে।

কিরূপে ?

বার্ত্তিকানুবাদ।—দীধীঙ্ এবং বেবীঙ্ ধাতু, ছন্দ (বেদ) বিষয়ক, ছন্দে যেরূপ বিধান দেখা যায়, পশ্চাদ্বর্ত্তী গ্রন্থাদিতেও ছন্দেরই অনুকরণ হয় বলিয়া এবং ছন্দেও 'অদীধেৎ' 'অদীধয়ুঃ' প্রভৃতিস্থলে, গুণ দেখা যায় বলিয়া (গুণ বৃদ্ধির) প্রতিষেধ অনাবশ্যক। *।

ভাষ্যানুবাদ।-দীধীবেব্যো ছন্দসো বিষয়ৌ দৃষ্টানুবিধিশ্চ ছন্দসি ভবতি। দীধীবেব্যোশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদ্দৃষ্টানুবিধিত্বাচ্চ ছন্দসঃ। অদীধেদদীধয়ুরিত্যত্র চ গুণস্য দর্শনাদপ্রতিষেধঃ।

অনর্থকঃ প্রতিষেধঃ। অপ্রতিষেধঃ॥

প্রজাপতির্বৈ যৎকিঞ্চন মনসা অদীধেৎ॥ হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ॥ অদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—দীধী এবং বেবী ধাতু বেদের বিষয়। যেরূপ বেদে দেখা যায়, সেইরূপই পরবর্ত্তী গ্রন্থে অনুবিধান হইয়া থাকে। দীধী বেবী ধাতুর

বিষয়প্রযুক্ত, পশ্চাদনুকরণকারী প্রয়োগকর্ত্তাগণও বেদের প্রয়োগ দেখিয়াই প্রয়োগ করিবেন। ('আদীধ্যনম্' প্রয়োগও বেদের অনুকরণ করিয়াই সিদ্ধ হইবে)।

(আর বেদের প্রয়োগ সিদ্ধির জন্যও এই সূত্রের প্রয়োজন নাই; কারণ, বেদে, তাহার অন্যথা অর্থাৎ গুণও দেখা যায়। যেমন;—) অদীধেৎ ('লঙ্' এর 'তিপ্'), অদীধয়ুঃ ('লিঙ্'এর 'ঝি'র স্থানে জুস্) এই সকল স্থলে, গুণ দেখা যায় বলিয়া, অপ্রতিষেধ অর্থাৎ গুণবৃদ্ধির নিষেধ করা নিষ্প্রয়োজন।

('অপ্রতিষেধ' শব্দের অর্থ, এইরূপ নহে যে, কোথাও প্রতিষেধ হয় না; তবে) এইরূপ প্রতিষেধ বিধায়ক সূত্র অনর্থক; এই অর্থে 'অপ্রতিষেধ' শব্দ বলা হইয়াছে। (বেদে, 'গুণ'এর স্থল দেখান হইতেছে),—

"প্রজাপতির্বৈ যৎকিংচন মনসা অদীধেৎ। হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ। অদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।"

ভাষ্যমূলম্।—ভবেদিদং যুক্তমুদাহরণমদীধেদিতি।

ইদং ত্বযুক্তমদীধয়ুরিতি। অয়ং জুসিগুণঃ প্রতিষেধ-বিষয় আরভ্যতে স যথৈব ক্ঙিতিচেত্যেনং বাধতে। এবমেনমপি বাধেত।

নৈষদোষঃ। জুসিগুণঃ প্রতিষেধবিষয়ঃ আরভ্যমাণস্তুল্যজাতীয়ং প্রতিষেধং বাধতে॥ কশ্চতুল্যজাতীয়ঃ। প্রত্যয়াশ্রয়ঃ। প্রকৃত্যাশ্রয়শ্চায়ম্।

অথবা যেন নাপ্রাপ্তে তস্য বাধনং ভবতি ন চাপ্রাপ্তে ক্ঙিতিনেত্যেতস্মিন্ প্রতিষেধে জুসিগুণ আরভ্যতে। অস্মিন্পুনঃ প্রাপ্তে চাপ্রাপ্তেচ।

যদি তর্হ্যয়ং যোগোনারভ্যতে। কথং দীধ্যদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'অদীধেৎ' এইটী উপযুক্ত উদাহরণই হইতে পারে বটে; কিন্তু 'অদীধয়ুঃ, এই উদাহরণটী ত অসঙ্গত? কারণ, জুসিচ ৭।৩।৮৩ এই যে প্রতিষেধ বিষয়ক সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে; তাহা, যেই প্রকারে, (গুণবৃদ্ধি নিষেধক) 'ক্ঙিতিচ' সূত্রকে বাধ করিয়াছে, ('গুণ'বিধান করিয়াছে) সেই প্রকারে ইহাকে ('দীধীবেবীটাম্' সূত্রকে) ও বাধ করিবে।

ইহা, কোনও দোষ নহে। কারণ, প্রতিষেধ বিষয়ক যে 'জুসিগুণঃ' আরভ্যমাণ সূত্র; তাহা, তুল্যজাতীয় প্রতিষেধকেই বাধ করিবে।

কোন্টী তুল্যজাতীয় প্রতিষেধ?

যেইটী প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু এই (দীধীবেবীটাম্) প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে।

তাৎপর্য্যার্থ।--জুসি চ ৭।৩।৮৩। (অজাদি 'জুস্'প্রত্যয় পরে থাকিলে, ইগন্তাঙ্গের গুণ হয়) 'জুস্'প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া গুণ হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্র, যদি কাহাকেও বাধ করে; তবে প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে 'ক্ঙিতি চ' সূত্র করা হইয়াছে, তাহাকে ই বাধ করিবে; কিন্তু প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে, 'দীধীবেবীটাম্' সূত্র করা হইয়াছে, তাহাকে (বিষয় ভিন্ন বলিয়া) বাধ করিবে না।

অথবা 'যাহার অপ্রাপ্তে যে বিধি আরম্ভ করা হয়, সে কেবলমাত্র তাহারই বাধক হয়; কিন্তু অন্যের বাধক হয় না'। এই নিয়মানুসারে, 'ক্ঙিতি' সূত্রানুসারেই 'জুস্'প্রত্যয় পরে থাকিলে, গুণের নিষেধ প্রাপ্তি হইয়াছিল; সুতরাং তাহার প্রতিষেধের জন্যই 'জুসি চ' সূত্র করা হইয়াছে। এইস্থলে ('দীধীবেবীটাম্,'এর স্থলে), ('ক্ঙিতি' সূত্রানুসারে) কিন্তু নিষেধ প্রাপ্তেও সূত্রারম্ভ করা প্রয়োজন। নিষেধ অপ্রাপ্তেও সূত্র আরম্ভ করা প্রয়োজন।

অতএব ছন্দ দৃষ্ট-বিধ্যনুসারে প্রয়োগাদি সিদ্ধ হইবে বলিয়াই এই সূত্র অনাবশ্যক প্রতিপন্ন হইল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এই যোগ অর্থাৎ সূত্র আরম্ভ না করা যায়; তবে দীধ্যৎ ('দীধীঙ্' ধাতুর 'লেট্' 'ল'কারে 'ঽ'কারের গুণ না হওয়াতে, 'যণ্' হইয়া অর্থাৎ সন্ধিতে 'ঈ'র স্থানে 'য' হইয়া 'দিধ্যৎ' হইয়াছে) এই প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—দীধ্যদিতি চ শ্যন্ব্যত্যয়েন সিদ্ধম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—'দীধ্যৎ' এই প্রয়োগ, গণের ব্যতিক্রম করিয়া 'শ্যন্'প্রত্যয় করিলেই সিদ্ধ হইবে।*

ভাষ্যমূলম্।—দীধ্যদিতি চ শ্যন্ ব্যত্যয়েন সিদ্ধো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'দীধ্যৎ' এই প্রয়োগ, ব্যতিক্রম করিয়া 'শ্যন'প্রত্যয় করিলেই সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ 'দীধী' ধাতু, অদাদিগণে পাঠ না করিয়া, 'শ্যন্' বিকরণ—বিশিষ্ট দিবাদিগণে পাঠ করিলেই, 'শ্যন্'এর 'ঙ'ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য হয় বলিয়া, 'ক্ঙিতি' সূত্রানুসারেই গুণের নিষেধ হইবে; সুতরাং 'দীধীবেবীটাম্' সূত্র করা অনাবশ্যক।

ভাষ্যমূলম্।--ইটশ্চাপিগ্রহণং শক্যমকর্ত্তুম্॥ কথমকণিষমরণিষং কণিতাশ্বো-রণিতাশ্ব ইতি।

আর্দ্ধধাতুকস্যেড্বলাদেরিত্যত্র ইডিত্যনুবর্ত্তমানে পুনরিড্‌গ্রহণস্যপ্রয়োজনম্। ইট্ ইডেব যথা স্যাৎ, যদন্যৎপ্রাপ্নোতি তন্মাভূদিতি।

কিং চান্যৎ প্রাপ্নোতি॥ গুণঃ॥ যদি নিয়মঃ ক্রিয়তে। পিপঠিষতের-প্রত্যয়ঃ পিপঠীঃ। দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি।

নৈষদোষঃ। আঙ্গং যৎকার্য্যং তন্নিয়ম্যতে ন চৈতদাঙ্গম্।

অথবা সিদ্ধং দীর্ঘত্বং তস্যাসিদ্ধত্বান্নিয়মো ন ভবিষ্যতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—'দীধীবেবীটাম্'সূত্রে, 'ইট্'এর গ্রহণও না করিলে চলে।

অকণিষম্ ('কণ' গতৌ 'লঙ্'এর 'সিপ্' 'ইট্'আগম), অরণিষম্ ('রণ'-গতৌ), কণিতাশ্বঃ ('কণ'ধাতু 'লুট্'এর 'বস্'প্রত্যয় 'ইট্'আগম), রণিতাশ্বঃ ('রণ'ধাতু 'বস্'প্রত্যয়) প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

আর্ধধাতুকস্যেড বলাদেঃ।৭।২।৩৫। (বল্‌প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদি বিশিষ্ট আর্ধধাতুকের 'ইট্'আগম হয়) এই সূত্রানুসারে ইট্ আগম হইয়া থাকে। কিন্তু এইসূত্রে, পূর্ব্বস্থিত "নেড্‌বশিকৃতি।৭।২।৮।" এই সূত্র হইতে 'ইট্'শব্দের অনুবৃত্তি আনিলেই যাবতীয় কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অথচ এইরূপ অনুবৃত্তি আসাসত্বেও যে, "আর্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ" সূত্রে, পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুবৃত্তি আসাসত্বেও যখন পুনঃ 'ইট্'গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন তাহার ইহাই প্রয়োজন যে, 'ইট্' আগম হইলে, সেই 'ইট্' যাহাতে 'ইট্' এইরূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং অন্য যাহা কিছু প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা না হয়।

('ইট্'এর স্থানে) অন্য কি প্রাপ্তি ছিল?

গুণ অর্থাৎ 'সার্বধাতুকার্ধকয়োঃ' সূত্রানুসারে, গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল।

যদি (এই 'আর্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ') সূত্রে, 'ইট্' গ্রহণ ব্যর্থ হওয়াতে) এইরূপ নিয়মই করা হয়, তবে, 'পঠ্'ধাতুর উত্তর 'সন্'প্রত্যয় করিয়া "পিপ-ঠিষতেঃ"র উত্তর অপ্রত্যয় অর্থাৎ সম্যক্ লোপবিশিষ্ট 'ক্বিপ্'প্রত্যয় করিয়া ধাতুত্ব নষ্ট হইয়া প্রাতিপদিক হইলে, তাহার প্রথমার একবচনে, 'পিপঠীঃ' এইস্থলে, দীর্ঘত্ব (র্ব্বোরুপধায়াদীর্ঘইকঃ) প্রাপ্তি হইবে না?

এইস্থলে দোষ হইবে না। কারণ, অঙ্গস্থিত যে কার্য্য তাহারই নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু পিপঠিস্ অন্তবর্ত্তী 'স্'স্থানে 'র'হইলে, 'র্বোরুপধায়াদীর্ঘঃ। ৮।২।৭৬। সূত্রানুসারে যে দীর্ঘ হইয়াছে; তাহা, অঙ্গের উত্তর হয় নাই বলিয়া, ইহা অঙ্গে কার্য্য হয় নাই; সুতরাং 'পিপঠিস্'এর 'ইট্'আগম বিহিত 'ই'কারের দীর্ঘ হইলেও কোন দোষ হইবে না।

অথবা দীর্ঘবিধায়ক "র্বোরুপধায়াদীর্ঘঃ" অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদস্থিত বলিয়া অসিদ্ধ হওয়াতে, দীর্ঘত্ব অসিদ্ধ হওয়াতে তৎপ্রতি নিয়ম হইবে না।

হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ। ৭।

হলঃ। ১। অনন্তরাঃ। ১। সংযোগঃ। ১।

স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবধান না হয় এমন যে হল্ (ব্যঞ্জনবর্ণ), তাহার সংযোগ সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—অনন্তরা ইতি॥ কথমিদং বিজ্ঞায়তে। অবিদ্যমানমন্তরং যেষামিতি। আহোস্বিদবিদ্যমানা অন্তরা যেষামিতি।

কিংচাতঃ। যদি বিজ্ঞায়তে অবিদ্যমানমন্তরং যেযামিতি।

অবগ্রহে সংযোগ সংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। অপ্স্বি ত্যপ্স্বিতি। বিদ্যতে হ্যত্রান্তরমিতি।

অথ বিজ্ঞায়তেঽবিদ্যমানা অন্তরা যেষামিতি ন দোষো ভবতি। যথা ন দোষস্তথাস্ত।

অথবা পুনরস্ত অবিদ্যমানমন্তরং যেষামিতি। নন্বুচোক্তং। অবগ্রহে সংযোগ সংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি অপ্স্বিত্যপ্সু ইতি। বিদ্যতে হ্যত্রান্তরমিতি। নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্।

ভাষানুবাদ।—সূত্রস্থিত 'অনন্তরা' শব্দ; কিরূপে ইহা জানা যাইবে যে,—'বিদ্যমান নাই অন্তর (বিলম্বিত কাল) যাহাদের' এইরূপই সমাস হইবে? অথবা 'বিদ্যমান নাই অন্তরা (ভিন্নজাতীয় অর্থাৎ স্বরবর্ণ ব্যবধান) যাহাদের, এইরূপ সমাস হইবে?

ইহাতে অর্থাৎ এইরূপ বিচারে কি ফল হইবে?

যদি এইরূপ মনে করে যে, 'বিদ্যমান নাই অন্তর (ব্যবধান কাল) যাহাদের' তাহাই অনন্তর; তবে, অবগ্রহে (১) সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না।

যেমন,—বেদেতে যে স্থলে পদ বিভাগ করিবার জন্য 'অপ্সু' শব্দ স্থলে, 'অ প্ সু' পাঠ করা হইয়াছে, সেই স্থলে, 'প'কারের পরে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিয়া 'সু'র পাঠ হয়, বলিয়া উহাদের, সংযোগ সংজ্ঞাও হইবে না।

---

(১) 'অ প্ সু' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বেদে যেখানে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাকে 'অবগ্রহ' বলে।

(সুতরাং 'অপ্‌স্নু'র 'অকারের গুরু সংজ্ঞাও হইবে না)। কারণ, এই স্থলে ('প্‌' এবং 'স্নু'তে) অন্তর (কালবিলম্ব) ই রহিয়াছে।

অনন্তর, যদি "বিদ্যমান নাই অন্তর (বর্ণ ব্যবধান) যাহাদের, সেই অনন্তর" এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়; তবে, কোনও দোষ হইবে না। অতএব যেরূপ বিগ্রহ করিলে দোষ না ঘটে, তাহাই হউক!

অথবা পুনরায় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে, 'বিদ্যমান নাই অন্তর (কাল) যাহাদের', এইরূপই বিগ্রহবাক্য হউক। যদি বল যে, অগ্রাহে সংযোগ। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না। যেমন (পূর্ব্বোক্ত) 'অপ্‌স্নু' ইতি 'অপ্সু' ইতি। এই স্থলেত কালই ব্যবধান রহিয়াছে? (এই দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; কারণ,) এই স্থলে সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, কোন দোষও হইবে না, বা এই স্থলে সংযোগ সংজ্ঞা দ্বারা কোন প্রয়োজনও সাধিত হইবার নাই। অর্থাৎ 'অপ্‌স্নু' এই স্থলে, 'অ'কারের 'গুরু' করিয়া "গুরোরনৃতোহনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচা" সূত্রানুসারে, 'অ'কারকে প্লুত করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—সংযোগসংজ্ঞায়াং সহবচনং যথান্যত্র।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—যেমন অন্যত্র সূত্রকার 'সহ'শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ সংযোগ সংজ্ঞায়ও কর্ত্তব্য।*

ভাষ্যমূলম্।—সংযোগসংজ্ঞায়াং সহ গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। হলোঽনন্তাঃ সহেতি বক্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্॥ সহ ভূতানাং সংযোগসংজ্ঞা যথাস্যাদেকৈকস্যমাভূদিতি। যথান্যত্র॥ তদ্‌যথা। সহসুপা। উভে অভ্যস্তং সহেতি।

কিং চ স্যাৎ। যদ্যেকৈকস্য সংযোগ সংজ্ঞাস্যাৎ। ইহ নির্যায়াৎ। নির্বায়াৎ বাঞ্চস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং প্রসজ্যেত। ইহ চ সংস্কষীষ্টেতি ঋতশ্চ সংযোগাদেরিতীট্ প্রসজ্যেত। ইহ চ সংহ্রিয়ত ইতি গুণোর্ত্তিসংযোগাদ্যোরিতি গুণঃ প্রসজ্যেত। ইহ চ দৃষৎকরোতি সমিৎকরোতীতি সংযোগান্তস্যেতি লোপঃ প্রসজ্যেত। ইহ চ শক্তো বস্তেতি স্কোঃসংযোগাদ্যোরন্তেচেতি লোপঃপ্রসজ্যেত। ইহ চ নির্যাতো নির্বাতঃ সংযোগাদেরাতোধাতোরিতি নিষ্ঠানত্বং প্রসজ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ—সংযোগসংজ্ঞাতে, 'সহ শব্দেরগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ "হলোনন্তরাঃ সংযোগঃ সহ"

তাহার (এরূপ বলিবার) প্রয়োজন কি ?

সহ গ্রহণের প্রয়োজন এই যে, সহ অর্থাৎ একত্রীভূত বর্ণ সমূহের, যাহাতে সংযোগ সংজ্ঞা হয়, এক একটা বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা না হয়। যেমন অন্যত্র হইয়া থাকে।

সেইটী যেমন অন্যান্য স্থলেও, যেখানে একত্র মিলিত শব্দ সমূহের কার্য্য করিতে হইবে, সেই স্থলে 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হয়। তাহার উদাহরণ যথা ;—"সহসুপা। ২.১।৪।" (সুবন্তের সহিত সুবন্তের সমাস হইয়া থাকে) উভে অভ্যস্তং সহ। ৬।১।৫। (১) ইত্যাদি সূত্রে, সমুদায়ে মিলিত হইয়া কার্য্য হইবার জন্য 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে।

যদি এক একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক রূপে, সংযোগ সংজ্ঞা হয় ; তাহা হইলেই বা কি দোষ হয় ?

নির্যায়াৎ (নিব্—যা+[লিঙ্ এর] যাৎ) নির্বায়াৎ (নির্—বা+[লিঙ্ এর] যাৎ) ; এই সকল স্থলে, 'রেফ্, যকার' এবং 'রেফ্, বকার' প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে, সংযোগ সংজ্ঞা বিশিষ্ট হওয়াতে ; "বান্যস্য সংযোগাদেঃ।৬।৪।৬৮।" ('ঘু' সংজ্ঞক ধাতু, মা, স্থা, গা, পা প্রভৃতি কতিপয় ধাতু ভিন্ন অন্য সংযোগ-তাদি বিশিষ্ট ধাতুর 'আ'কারের স্থানে 'এ'কার হয়, আর্ধধাতুকস্থিত 'ক'ইৎ বিশিষ্ট 'লিঙ্' পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'এ'কার প্রাপ্তি হইবে।

সংস্কৃষীষ্ট (সং—হৃ+লুঙ্ এর তিপ্ আত্মনেপদ), এই স্থলে, 'অনুস্বার' (হল্ মধ্যে পাঠ হেতু) এবং 'হৃ' উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সংযোগ বিশিষ্ট হওয়াতে, ঋতশ্চ। ৭ ৪ ৯২। (১) এই সূত্রানুসারে, 'ইট্' আগম প্রসঙ্গ হইবে।

সংহৃয়ত (সং—হৃ+লিঙ্ এর ত), এই স্থলে, 'গুণোর্ত্তি সংযোগাদ্যোঃ। ৭.৪।২৯। (২) এই সূত্রানুসারে, গুণ প্রাপ্তি হইবে।

---

(১) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(১) ঋকারান্ত ধাতুর ও রুক্, রিক্ এবং রীক্ আগম হয়, যঙ্ এবং যঙ্ লুক্ পরে থাকিলে।

(২) ঋ ধাতুর এবং সংযোগ আদি বিশিষ্ট ঋকারান্তরের গুণ হয়, যক্ পরে থাকিলে, যকার আদি বিশিষ্ট আর্ধধাতুক পরে থাকিলে এবং লিঙ্ পরে থাকিলে।

'দৃষৎ করোতি, সমিৎ করোতি' ইত্যাদি স্থলে, ত এবং ক কার প্রত্যেকে সংযোগ বিশিষ্ট বলিয়া, সংযোগান্তস্যলোপঃ। ৮।২।২৩। (১) এই সূত্রানুসারে 'ত'কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

শক্তা (শক+লুট্, তিপ, তা) বস্তা (বস+তিপ্, তা), প্রভৃতি স্থলে, "স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ। ৮।২।২৯। (২) এই সূত্রানুসারে, 'ক'কার এবং 'স'কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

নির্যাতঃ (নির্—যা+ক্ত), নিবাতঃ (নির্—বা+ক্ত) এই স্থলে, 'সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বতঃ। ৮।২।৪৩। (সংযোগ আদিবিশিষ্ট আকারান্ত ধাতুর 'যণ' বিশিষ্টের নিষ্ঠার স্থানে 'ন' হয়) এই সূত্রানুসারে নিষ্ঠার স্থানে, নত্ব প্রসঙ্গ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—নৈষদোষঃ। যত্তাবদুচ্যতে ইহ তাবন্নির্যায়াৎ নির্বায়াৎ। বান্যস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং প্রসজ্যেতেতি। নৈবং বিজ্ঞায়তে। সংযোগ আদির্যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগৌ আদী যস্য সোয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি। এবং তাবৎ সবমাঙ্গং পরিহৃতম্।

ভাষানুবাদ।—ইহা কখনও দোষ নহে। কারণ, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—নির্যায়াৎ নির্বায়াৎ ইত্যাদি স্থলে, "বান্যস্য সংযোগাদেঃ।" এই সূত্রানুসারে 'এ'ত্ব—প্রসঙ্গ হইবে; তাহা হইবে না। কারণ, এইরূপ জানিবেন না যে, 'সংযোগ' হইয়াছে আদি যার, সে, 'সংযোগাদি', তাহার সংযোগাদির।

তবে কিরূপ?

সংযোগদ্বয় হইয়াছে আদি যার, সে, 'সংযোগাদি', তাহার 'সংযোগাদেঃ'। অতএব 'নির্যায়াৎ' প্রভৃতি স্থলে, 'রেফ্' এবং 'য'কার উভয়ই সংযোগ সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইলেও, উভয়েই ধাতুর অবয়ব বিশিষ্ট সংযোগদ্বয় হয় নাই। কারণ, রেফ্‌টী উপসর্গের অবয়ব। সুতরাং 'এ'ত্বও হইবে না।

এইরূপে যাবতীয় আঙ্গ কার্য্য পরিহার (দোষোদ্ধার) করা হইল।

ভাষ্যমূলম্।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ দৃষৎ করোতি সমিৎ করোতি। সংযোগান্তস্যেতি লোপঃ প্রসজ্যেতেতি॥ নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগোঽন্তো যস্য তদিদং সংযোগান্তং সংযোগান্তস্যেতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগাবন্তৌ যস্য তদিদং সংযোগান্তং সংযোগান্তস্যেতি।

(১) (২) ইহাদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে,—'দৃষৎ করোতি', 'সমিৎ-করোতি', এই সকল "সংযোগান্তস্তলোপঃ।" এই সূত্রানুসারে, 'ত'-কারের লোপপ্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইবে না। কারণ, এইরূপ মনে করিবেন না যে, সংযোগ হইয়াছে অন্তে যাহার সে সংযোগান্ত, তাহার 'সংযোগান্তের।

তবে কি ?

সংযোগদ্বয় অন্তে আছে যাহার, সে সংযোগান্ত, তাহার—'সংযোগান্তের'। অতএব 'দৃষৎকরোতি'র 'ত'কার একটী সংযোগ হওয়াতে 'লোপ' হইল না।

ভাষ্যমূলম্।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ শক্তা বস্তেতি স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি লোপঃ প্রসজ্যেতেতি॥ নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগাবাদী সংযোগাদী সংযোগাদ্যো-রিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগয়োরাদী সংযোগাদী সংযোগাদ্যোরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা বলা হইয়াছে যে, 'শক্তা' 'বস্তা' এই সকল স্থলে, "স্কোঃ সংযোগাদ্যোঃ" এই সূত্রানুসারে, যথাক্রমে 'ক'কার এবং 'স'কারের লোপ হইবে; তাহাও হইবে না। কারণ, ইহা কখনও মনে করিবেন না যে, সংযোগদ্বয় বিশিষ্ট যে আদি, সে সংযোগাদি, তাহাদের—'সংযোগাদিদের'।

তবে কি ?

সংযোগদ্বয়ের যে আদি সে সংযোগাদি তাহাদের—'সংযোগাদিদের'॥ অতএব 'শক্তা' 'বস্তা' ইহাদের 'ক'কার এবং 'স'কার ইহারা সংযোগাদি হইলেও দুইটী সংযোগের আদি না হওয়াতে, লোপও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ নির্যাতো নির্বাত ইতি সংযোগাদে-রাতো ধাতোর্যণ্বত ইতি নিষ্ঠানত্বং প্রসজ্যেতেতি। নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগ আদির্যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগাবাদী যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আর পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে যে,—'নির্যাতঃ', 'নির্বাতঃ' এই সকল স্থলে, 'সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বতঃ'। ৮।২।৪৪। এই সূত্রানু-সারে, নিষ্ঠা অর্থাৎ 'ক্ত' এবং ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত'কারের 'ন'ত্ব প্রসঙ্গ হইবে।

এই স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, এইরূপ মনে করিবে না যে, সংযোগ আছে আদিতে যার, সে সংযোগাদি, তাহার সংযোগাদির।

তবে কি ?

সংযোগদ্বয় আছে আদিতে যার, সে সংযোগাদি, তাহার সংযোগাদিত্ব। এইরূপ হইলে, নির্বাতঃ প্রভৃতির, 'রেফ্' এবং 'ব'কার, উভয়ে প্রত্যেকে সংযোগ হইলেও, সংযোগদ্বয় (ধাতুর) না হওয়াতে 'ন'ত্ব হইবে না। কোন দোষও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—কথং কৃত্বা একৈকস্য সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি॥ প্রত্যেকং বাক্যপরিসমাপ্তিদৃষ্টেতি। তদ্যথা বৃদ্ধি গুণ সংজ্ঞে প্রত্যেকং ভবতঃ।

নন্বু চায়মস্তি দৃষ্টান্তঃ। সমুদায়ে বাক্য পরিসমাপ্তি রিতি। তদ্যথা। গর্গাঃ শতং দণ্ড্যন্তাম্। অর্থিনশ্চ রাজানো হিরণ্যেন ভবন্তি। ন চ প্রত্যেকং দণ্ডয়ন্তি। সত্যে তস্মিন্ দৃষ্টান্তে যদি তত্র প্রত্যেক মিত্যুচ্যতে ইহাপি সহগ্রহণং কর্ত্তব্যম্॥ অথ তত্রান্তরেণ প্রত্যেকমিতিবচনং প্রত্যেকং গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞে ভবতঃ। ইহাপিনার্থঃ সহগ্রহণেন।

ভাষ্যানুবাদ।—কেমন করিয়া এক একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে?

তাহা, যেমন করিয়া (অ, এ, ও, এবং আ, ঐ, ঔ র প্রত্যেক বর্ণের) গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়াছিল।

যদি বল যে, সমুদায়ে বাক্য পরিসমাপ্তিরও ত এই দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; যেমন— "গর্গবংশীয় জনগণকে শতমুদ্রা দণ্ড কর," রাজগণ এইরূপ আদেশ করিলে, যদিও রাজগণ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন বটে; তথাপি গর্গবংশের প্রত্যেকটী লোকের নিকট শতমুদ্রা দণ্ডবিধান করেন না। (কিন্তু সকলকে মিলিয়া শতমুদ্রা দণ্ডবিধান করেন)।

অতএব এইরূপ উভয় প্রকারের দৃষ্টান্ত সত্ত্বে, যদি সেই স্থলে ('বৃদ্ধিরাদৈচ' সূত্রে) 'প্রত্যেকে'র (আ, ঐ, ঔর পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাবোধ হইবার জন্য) গ্রহণ করা হয়; তবে এই স্থলেও (একত্র মিলিত বর্ণসমূহের সংযোগ সংজ্ঞা বোধ হওয়ার জন্য) 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আর যদি সেই স্থলে, "প্রত্যেক" এই শব্দের গ্রহণ বিনাই যদি প্রত্যেক বর্ণের গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে, এই স্থলেও 'সহ' শব্দ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—অথ যত্র বহূনামানন্তর্য্যম্। কিং তত্র দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগ সংজ্ঞা ভবতি। আহোস্বিদবিশেষেণ॥ কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে, জিজ্ঞাস্য এই যে, যেখানে অনেক বর্ণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, সেখানে দুই দুইটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা

হইবে, অথবা অবিশেষ রূপে অর্থাৎ একটী, দুইটী, বা একত্র মিলিত সমুদায় বর্ণের সংজ্ঞা হইবে ?

এস্থলে এরূপ দুইপক্ষ করাতে বিশেষ কি হইবে ?

বার্ত্তিকমূলম্।—সমুদায়ে সংযোগাদিলোপো মস্জেঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ। সমুদায় বর্ণ একত্র মিলিত হইয়া সংযোগ সংজ্ঞা হইলে সংযোগের আদিভূত 'মস্জ' ধাতুর 'স'কার লোপ হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—সমুদায়ে সংযোগাদি লোপো মসজের্ণসিদ্ধ্যতি। মঙ্‌ক্তা। মঙ্‌ক্তুম্।

ইহ চ নির্গ্লেয়াৎ নির্গ্লায়াৎ নির্ম্লেয়াৎ নির্ম্লায়াৎ। বান্তস্য সংযোগাদেরিত্যেত্ত্বং ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ সংস্বরিষীষ্টেতি ঋতশ্চ সংযোগাদেরিতীট্‌ ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ সংস্বর্য্যতে ইতি গুণোর্ত্তি সংযোগাদ্যোরিতি গুণো ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ গোমান্ করোতি যবমান্ করোতীতি সংযোগান্তস্য লোপঃ ইতি লোপো ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ নির্গ্লানো নির্ম্লান ইতি সংযোগাদেরাতোধাতো র্যণ্বত নিষ্ঠানত্বং ন প্রাপ্নোতি।

অস্তু তর্হি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগ সংজ্ঞা।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি একত্র মিলিত সমুদায় বর্ণে সংযোগ সংজ্ঞা হয়, তবে সংযোগের আদিভূত 'মস্জ' ধাতুর 'স'কারের লোপও সিদ্ধ হইবে না। যেমন, মঙ্‌ক্তা (টুমস্জো শুদ্ধৌ, এই 'মস্জ' ধাতুর উত্তর, লুট্‌এর 'তিপ্'এবং তদনন্তর 'ডা' প্রত্যয় করিলে, "মস্জিনশোর্ঝলি। ৭।১।৬০।" এই সূত্রানুসারে, ঝল্ অন্তর্গত অর্থাৎ 'তা' পরে থাকাতে, 'মস্জ' ধাতুর 'ম'কার স্থিত অকারের পরে, নুম্ আগম হইয়াছে। অর্থাৎ 'মনস্জ তা' এইরূপ স্থিতি হইয়াছে। এক্ষণে এই 'ন্স্জ্' একত্র মিলিত তিনটী বর্ণের যদি, সংযোগ সংজ্ঞা বলা হয়, তবে, 'স'কার, সংযোগের 'আদি' না হইয়া, 'মধ্য' হওয়াতে, "স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ।' এই সূত্রানুসারে, 'স'কারের লোপ হইবে না), মঙ্‌ক্তুম্ (পূর্ব্ববৎ, 'তুমন্' প্রত্যয় মাত্র বিশেষ) এই সকল স্থলে 'স'কারের লোপ হইবে না। প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

আর, নির্গ্লেয়াৎ, নির্গ্লায়াৎ (নির্—গ্লা ধাতু, আশীর্লিঙ্, যাসুট্ 'তিপ্'); নির্ম্লেয়াৎ, নির্ম্লায়াৎ (নির্—ম্লা+যাসুট্, তিপ্) এই স্থলে, (গ্লা এবং ম্লা ধাতু

সংযোগবিশিষ্ট হইলেও 'স্ম্রা' এবং 'গ্ম্রা'এর রেফটী ধাতুর রেফ না হইয়া উপসর্গের হওয়াতে) বান্তস্য সংহোগাদেঃ' সূত্রানুসারে, 'এ'কার প্রাপ্তি হইবে না।

আর, সংস্বরিষীষ্ট (সং—স্বৃ+লঙ্‌ ত) এই স্থলে, 'সং'উপসর্গের অনুস্বার এবং ধাতুর 'স'কার 'ৰ'কার একত্র সংযোগ হওয়াতে) 'ঋতশ্চ সংযোগাদেঃ' এই সূত্রানুসারে, ইট্‌প্রাপ্ত হইবে না।

আর, সংস্বর্য্যতে (সং—স্বৃ+ত, আত্মনেপদ) এই স্থলে, (উপসর্গের 'সং'এর অনুস্বারের সহিত 'স্বৃ' ধাতুর 'স'কার মিলিত হওয়াতে, 'স'কার সংযোগের আদি হইবে না বলিয়া) 'গুণোত্তি সংযোগাদ্যোঃ' সূত্রানুসারে, গুণপ্রাপ্তি হইবে না।

আর গোমান্‌করোতি (গোমৎ শব্দের উত্তর, প্রথমার একবচনে 'নুম্‌' আগমন করিলে, যখন 'গোমন্ত্‌' এইরূপ স্থিতি হইবে; তখন তাহার সহিৎ 'করোতি' শব্দ যোগ করিলে, 'ন্‌ৎক' এই তিন বর্ণ একত্র সংযোগ হওয়াতে, 'ৎ'কার, সংযোগের অন্ত না হওয়াতে) এবং যবমান্‌ করোতি (যবমৎ শব্দ) এই স্থলে, "সংযোগান্তস্যলোপঃ" এই সূত্রানুসারে, ('ত'কারের) লোপ প্রাপ্তি হইবে না।

আর, 'নির্গ্লানঃ' (নির—গ্লৈ+ক্ত), নির্ম্লানঃ (নির্‌—ম্লৈ+ক্ত) এইস্থলে, "সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বতঃ" এই সূত্রানুসারে 'নিষ্ঠা'স্থিত 'ক্ত' প্রত্যয়ের 'ন'ত্ব প্রাপ্তি হইবে না। কিন্তু দুই দুইটী বর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, এই সকল স্থলে, কোনও দোষ হইবে না।

আচ্ছা তবে, দুই দুইটী বর্ণেরই সংযোগ সংজ্ঞা হউক।

বার্ত্তিকমূলম্‌।—দ্বয়োর্হলোঃ সংযোগ ইতিচেদ্দ্বির্বচনম্‌।

বার্ত্তিকানুবাদ।—দুইটী ব্যঞ্জনের যদি সংযোগ সংজ্ঞা হয়, তবে, দ্বিত্ব কার্য্য হইবে না।

বার্ত্তিকানুবাদ।—দ্বয়োর্হলোঃ সংযোগ ইতিচেদ্দ্বির্বচনং ন সিদ্ধ্যতি। ইন্দ্রমিচ্ছতি ইন্দ্রীয়তি। ইন্দ্রিয়তেঃ সন্‌। ইন্দিদ্রীয়িষতি। নদ্রাঃ সংযোগাদয় ইতি দকারস্য দ্বির্বচনং ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—দুই দুইটী ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, অবশ্য কর্ত্তব্য দ্বিত্ব স্থলে, দ্বিত্ব সিদ্ধ হইবে না। যেমন;—'ইন্দ্রকে ইচ্ছা করে' এইরূপ বাক্যে, 'ইন্দ্র' শব্দের উত্তর, ইচ্ছার্থে 'ক্যচ্‌' প্রত্যয় করিলে) ইন্দ্রীয়তি। (একণে, 'সনাদ্যন্তাধাতবঃ' বলিয়া তাহার ধাতু সংজ্ঞা হইলে)

'ইন্দ্রীয়িষতি'র উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করিলে, পুনঃ 'ইন্দিদ্রীয়িষতি' প্রয়োগ হইল। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, 'ইন্দ্র' শব্দের 'ন্দ্র'এর দুই দুই বর্ণ মিলিয়া পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা হওয়াতে, 'ন্ দ্' এক সংযোগ এবং 'দ র' আর এক সংযোগ হইয়াছে। সুতরাং 'দ'কারও, সংযোগের আদিভূত হওয়াতে, 'সন্' প্রত্যয় পরে থাকাতে, 'দ'কারের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, 'নন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ঃ। ৬৷১৷৩। (১) এই সূত্রানুসারে, (সংযোগাদি দ্বিত্ব নিষেধ করে বলিয়া) 'দ'কারের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বাজ্‌বিধেঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা 'অচ্' বিধি হওয়াতে, দোষ হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। অজ্‌বিধেঃ। ন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ো ন দ্বিরুচ্যন্তে। অজাদেরিতি বর্ত্ততে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা কোনও দোষ নহে।

কি কারণে?

অচ্ বিধান হেতু। অর্থাৎ 'অচ্'কে আশ্রয় করিয়া দ্বিত্ব নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া। 'নন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ঃ। ৬৷১৷৩। (অচ্ এর পরস্থিত সংযোগের আদিভূত, ন, দ, এবং র এর দ্বিত্ব হয় না) এই সূত্রে, সংযোগের আদিভূত ন, দ, এবং র এর দ্বিত্ব নিষেধ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই স্থলেই "আদি 'অচ্' এর পরস্থিত" এরূপ বাক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং 'ইন্দ্র' শব্দের আদি 'অচ' 'ই'কারের অব্যবহিত পরে 'দ'কার না থাকিয়া 'ন'কার ব্যবধান থাকাতে, 'দ'কারের দ্বিত্ব নিষেধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথ যত্রৈবং বহূনাং সংযোগ সংজ্ঞা তথাপি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ কিং গতমিয়তা সূত্রেণ। আহোস্বিদন্যতরস্মিন্‌পক্ষে ভূয়ঃ সূত্রং কর্ত্তব্যম্॥

গতমিত্যাহ॥ কথম্॥

যদাতাবদ্বহূনাং সংযোগ সংজ্ঞা তদৈবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে। অবিদ্যমানমন্তরমেষামিতি॥ যদাদ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগ সংজ্ঞা তদৈবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে। অবিদ্যমানা অন্তরা এষামিতি। দ্বয়োশ্চৈবান্তরা কশ্চিদ্বিদ্যতে বা ন বা।

এবমপি বহূনামেব প্রাপ্নোতি। যান্ হি ভবানত্রষষ্ঠ্যা প্রতি নির্দ্দিশতি এতেষামন্তেন ব্যবায়েন ভবিতব্যম্।

(১) অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের পর, সংযোগের আদিভূত যে, ন, দ এবং র, তাহার দ্বিত্ব হয় না।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এই প্রকারই হয়, তবে এক্ষণে এইরূপ বলিব যে,—হয় বহুবর্ণ একত্র মিলিতেরই সংযোগ সংজ্ঞা, অথবা দুই বর্ণেই পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা। অর্থাৎ দুই পক্ষের, যে কোন এক পক্ষই হউক্! উভয়ই সঙ্গত।

এই একটী সূত্রের দ্বারাই কি ইহা চরিতার্থ হইল? অথবা অন্যতর পক্ষে পুনঃ পুনঃ সূত্র করা কর্ত্তব্য হইবে?

এই এক সূত্র দ্বারাই গত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কার্য্য শেষ হইবে।

কিরূপে?

যখন সেখানে বহুবর্ণের মিলিত হইলে সংযোগ সংজ্ঞা হইবে,—সেখানে এইরূপ বিগ্রহ অর্থাৎ সমাসের ব্যাসবাক্য করা হইবে যে,—বিদ্যমান নাই অন্তর (কাল) যাহাদের তাহারা—'অনন্তরাঃ'। আর যখন দুই দুইটীর সংযোগ সংজ্ঞা হয়, সেখানে এইরূপ বিগ্রহ করা হইবে যে,—বিদ্যমান নাই অন্তরা (বর্ণান্তর দ্বারা ব্যবধান) ইহাদিগের—তাহারা "অনন্তরা"। অতএব দুই বর্ণের মধ্যে, কোনও অন্য বর্ণ ব্যবধান থাকিতেও পারে, না ও থাকিতে পারে।

এইরূপ হইলেও অনেক বর্ণ মিলিতের সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কারণ, আপনি যে হেতু এই বিগ্রহে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ—বিগ্রহ বাক্যের শেষে যে "এষাং" এইরূপ ষষ্ঠীর বহুবচন করিয়াছেন, তাহা যাহাতে অন্তের (বর্ণান্তরের) দ্বারা ব্যবধান হইতে পারে; এই জন্যই করিয়াছেন। কারণ, 'এষাং' এইরূপ বহুবচন নিষ্পন্ন শব্দ একবর্ণ ব্যবধান থাকিলে হইতে পারে না।

ভাষ্যমূলম্।—অস্তুতর্হি সমুদায়ে সংজ্ঞা। ননুচোক্তং সমুদায়ে সংযোগাদি-লোপো মস্জেরিতি॥ নৈষদোষঃ। বক্ষ্যত্যেতৎ। অন্ত্যাৎপূর্ব্বো মস্জেমিদনু-ষঙ্গ সংযোগাদিলোপার্থমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আচ্ছা তবে সমুদায় বর্ণেই (সংযোগ) সংজ্ঞা হউক! যদি বল যে, সমুদায়ে সংযোগ সংজ্ঞা হইলে 'মস্জ' ধাতুর সংযোগের আদিভূত বর্ণের (সকারের) লোপ সিদ্ধ হইবে না?

এই স্থলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, এই কথা বলা হইবে যে, 'মস্জেরন্ত্যাৎপূর্ব্বোনুম্বাচ্যঃ' ('মস্জ' ধাতুর অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণে, 'নুম্' আগম হয়; এইরূপ বলা কর্ত্তব্য)। অনুষঙ্গ অর্থাৎ উপধা এবং সংযোগের আদি বর্ণের লোপের জন্যই এই 'ম' ইৎ বিশিষ্ট নুম্' আগম করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা অবিশেষেণ সংযোগ-সংজ্ঞা বিজ্ঞাস্যতে দ্বয়োরপিবহূনামপি তত্র দ্বয়োর্যা সংজ্ঞা তদাশ্রয়োলোপো ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে। ইহ নির্গ্লেয়াৎ। নির্গ্লায়াৎ। নির্ম্লেয়াৎ। নির্ম্লায়াৎ। বান্যস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা সাধারণরূপে সংযোগ সংজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করা যাইবে। দুই দুই বর্ণেরও হইবে এবং বহুবর্ণেরও সংযোগসংজ্ঞা হইবে। সে স্থলে অর্থাৎ দুইবর্ণেরই হউক, বা বহুবর্ণেরই হউক, যেহেতু বহুবর্ণের মধ্যেও দুইবর্ণ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং দুই দুই বর্ণের যে (সংযোগ) সংজ্ঞা, তাহাকে আশ্রয় করিয়া লোপ হইবে।

তবে যে বলা হইয়াছে নির্গ্লেয়াৎ, নির্গ্লায়াৎ, নির্ম্লায়াৎ, নির্ম্লেয়াৎ এই স্থলে, 'বান্যস্য সংযোগাদেঃ ৬।৪।৬৮।' (১) এই সূত্রানুসারে, ('গ্লা' এবং 'ম্লা'র মধ্যে 'র্ গ্ ল, র্ ম্ ল তিনবর্ণ সংযোগস্থলে') এত্বপ্রাপ্তি হইবে না ?

ভাষ্যমূলম্।—অঙ্গেন সংযোগাদিং বিশেষয়িষ্যামঃ। অঙ্গস্য সংযোগাদেরিতি। এবং তাবৎসর্ব্বমাঙ্গং পরিহৃতম্। যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ গোমান্ করোতি যবমান্ করোতীতি সংযোগান্তলোপো ন প্রাপ্নোতীতি। পদেন সংযোগান্তং বিশেষয়িষ্যামঃ। পদস্য সংযোগান্তস্যেতি॥ যদপ্যুচ্যতে। ইহ নির্গ্লানো নির্ম্লান ইতি সংযোগাদেরাতোর্ধাতোর্ণ্বত ইতি নিষ্ঠানত্বং ন প্রাপ্নোতীতি। ধাতুনা সংযোগাদিং বিশেষয়িষ্যামঃ। ধাতোঃ সংযোগাদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অঙ্গের সহিত সংযোগাদির বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই সংযোগের আদিভূত যে অঙ্গ বিকল্পে তাহার আকার স্থানে একার হইবে। এইরূপে অঙ্গবিহিত কার্য্যে যত দোষ উপস্থিত হইবে, তাহার পরিহার হইবে।

তবে যে বলা হইয়াছে, 'গোমান্ করোতি' 'যবমান্ করোতি' ইত্যাদি স্থলে, "সংযোগান্তস্য লোপঃ" সূত্রানুসারে সংযোগের অন্তস্থিত বর্ণের (গোমন্ 'ৎক') লোপ প্রাপ্ত হইবে না ; সেই দোষও থাকিবে না। কারণ, এই স্থলে পদের সহিত সংযোগান্তের বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই, পদের সংযোগান্তের লোপ হইবে। 'গোমান্ করোতি' 'ন্' 'ক'কার ভিন্ন পদের হওয়াতে, 'ত'কার লোপের বাধা হইবে না। আর যাহা বলা হইয়াছে যে, 'নির্গ্লানঃ' 'নির্ম্লানঃ' প্রভৃতি স্থলে,

(১) ঘু সংজ্ঞকধাতু, মা এবং স্থা প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্য সংযোগ আদি বিশিষ্ট-ধাতুর আকার স্থানে একার হয় বিকল্পে ককারইৎবিশিষ্ট লিঙ্ সম্বন্ধী আর্দ্ধ-ধাতুক পরে থাকিলে।

'সংযোগাদেরাতো ধাতোর্যণ্বতঃ, ৮।২।৪৩। (১) এই সূত্রানুসারে 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ 'ক্ত' 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত'কারের 'ন'ত্ব হইবে না, তাহাও নহে। কারণ, সম্প্রতি আমরা সংযোগের আদির সহিত বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই ধাতুর সংযোগাদির 'ক্ত' 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত' কারের 'ন'ত্ব হইবে। নির্গ্লান, প্রভৃতি স্থলেও 'গ্লা' ধাতুর (সংযোগ আদি হওয়াতে) পরে 'ন'ত্ব হইয়া প্রয়োগসিদ্ধি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—স্বরানহিতবচনম্। *

বার্ত্তিকানুবাদঃ।—স্বরবর্ণ দ্বারা অব্যবহিতবর্ণের বচন হইয়া থাকে। *

ভাষ্যমূলম্।—স্বরৈরনন্তর্হিতা হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা ভবন্তীতি বক্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্।

ব্যবহিতানাং মাভূৎ। পচতি পনসম্।

নমু চানন্তরা ইত্যুচ্যতে তয়োশ্চৈবানন্তরা ইত্যুচ্যতে তেন ব্যবহিতানাং ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—স্বরবর্ণ সমূহ দ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এমন যে 'হল্' (ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহ), তাহার সংযোগ-সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা উচিত।

ইহার প্রয়োজন কি?

ব্যবধান বিশিষ্ট বর্ণ সমূহের সংযোগ সংজ্ঞা যাহাতে না হয়। যেমন,—'পচতি পনসম্' ('প'এর পর 'অ'কার ব্যবধান, এইরূপে প্রত্যেক বর্ণের পরে স্বর-বর্ণ ব্যবধান থাকাতে যাহাতে সংযোগ-সংজ্ঞা না হয়)।

যদি বল যে, সূত্রে যে 'অনন্তরা' এই শব্দ বলা হইয়াছে, তাহাতে দুই বর্ণের মধ্যে যে অনন্তর অর্থাৎ অ ব্যবধান, তাহারই সংযোগসংজ্ঞা হইবে, সুতরাংই ব্যবহিত বর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—দৃষ্টমানন্তর্য্যং ব্যবহিতেঽপি। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ব্যবধানেও আনন্তর্য্য শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। *

ভাষ্যমূলম্।—ব্যবহিতেঽপ্যনন্তরশব্দো দৃশ্যতে। তদ্যথা।—অনন্তরাবিমৌগ্রামা-বিত্যুচ্যতে। তয়োশ্চৈবান্তরানদ্যশ্চ পর্ব্বতাশ্চ ভবন্তীতি।

যদি তর্হি অনন্তরশব্দো ব্যবহিতেঽপি ভবতি আনন্তর্য্যবচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যবধান হইলে অনন্তর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন,

* (১) সংযোগ আদিভূত যে আকারান্ত যণ্ বিশিষ্টধাতু, তাহার নিষ্ঠা (ক্ত, ক্তবতু) প্রত্যয়ের 'ত'কারের স্থানে নকার হয়।

—এই গ্রাম দুইটী (পরস্পর) "অনন্তর" এইরূপ বলা হয়, অথচ তাহাদের ব্যবধানে, কত নদী কত পর্ব্বত থাকে।

অনন্তর শব্দ যদি ব্যবধানেও প্রয়োগ হয়, তবে সূত্রে আনন্তর্য্য বচন কেন প্রয়োগ করিলেন ?

বার্ত্তিকমূলম্।—আনন্তর্য্যবচনং কিমর্থমিতি চেদেকপ্রতিষেধার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'আনন্তর্য্য' বচন কেন করা হইল, যদি এই কথা বল, তাহা হইলে একবর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা নিষেধের জন্য বলিব। *

ভাষ্যমূলম্।—একস্য হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা মাভূদিতি। কিং চ স্যাৎ। যদ্যেকস্য হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা স্যাৎ। ইয়েষ। উবোখ। ইজাদেশ্চ গুরুমতোনৃচ্ছ ইত্যাম্ প্রসজ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ।—একটী ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা যাহাতে না হয়, (এই জন্য 'আনন্তর্য্য' বচনের প্রয়োজন)।

কি (দোষ) হইবে, যদি একটী হলের (ব্যঞ্জনের) সংযোগ-সংজ্ঞা হয় ?

'ইষ' এবং 'উখ' ('ইচ্' আদি হওয়াতে) ধাতুর, "ইজাদেশ্চ গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ। ৩।১।৩৫। ('ইচ্' আদিস্থিত যে গুরুসংজ্ঞাবিশিষ্ট ধাতু, তাহার উত্তর 'আম্' আগম হয়, 'লিট্'এর বিভক্তি পরে থাকিলে, 'ঋচ্ছ' ধাতু ভিন্ন অন্যত্র) এই সূত্রানুসারে, 'আম্' প্রাপ্তি হইবে; অতএব 'ইয়েষ', 'উবোখ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বাহতজ্জাতীয়ব্যবায়াৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তজ্জাতীয়বর্ণ ব্যবধান না থাকাতে, সেই দোষ হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ।

কিং কারণম্।

অতজ্জাতীয়ব্যবায়াৎ। অতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতি।

কথং পুনর্জ্ঞায়তে। অতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতীতি।

এবং হি কং চিৎ কশ্চিৎ পৃচ্ছতি অনন্তরে এতে ব্রাহ্মণকুলে ইতি।

স আহ। নানন্তরে। বৃষলকুলমনয়োরন্তরেতি।

কিং পুনঃ কারণং ক্বচিদতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতি ক্বচিন্ন।

সর্ব্বত্রৈবহ্যতজ্জাতীয়কং ব্যবধায়কং ভবতি।

কথমনন্তরাবিমৌগ্রামাবিতি।

গ্রামশব্দোঽয়ং বহ্বর্থঃ। অস্ত্যেব শালা সমুদায়ে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামো দগ্ধ ইতি।

অস্তি বাটপরিক্ষেপে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামং প্রবিষ্ট ইতি॥ অস্তি মনুষ্যেষু বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামো গতো গ্রাম আগত ইতি॥ অস্তি সারণ্যকে সসীমকে সস্থণ্ডিলকে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামলব্ধ ইতি। তদ্‌যঃ সারণ্যকে সসীমকে সস্থণ্ডিলকে বর্ত্ততে তমভিসমীক্ষ্যৈতৎপ্রযুজ্যতেঽনন্তরাবিমৌগ্রামাবিতি। সর্ব্বত্রৈব হ্যতজ্জাতীয়কং ব্যবধায়কং ভবতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই দোষ হইবে না। কারণ কি?

যে হেতু, ভিন্নজাতীয় বস্তুরই ব্যবধান হইয়া থাকে। লোক-সমাজে ভিন্ন-জাতীয় বস্তু দ্বারাই ব্যবধান হইয়া থাকে।

ইহা কিরূপে জানিলে যে, ভিন্নজাতীয় বস্তুই ব্যবধায়ক হইয়া থাকে?

এইরূপ কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে যে, এই সকল ব্রাহ্মণকুল কি পরস্পর অনন্তর (অব্যবধান)?

সে বলে (উত্তর করে) যে, অব্যবধান নহে। বৃষণ (শূদ্র) কুল ইহাদের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে।

তবে বা কি কারণেই আবার কোথাও অন্যজাতীয় বস্তু লোকে (মনুষ্য-সমাজে) ব্যবধায়ক হইয়া থাকে, কোথাও হয় না?

সর্ব্বত্রই অন্য জাতীয় বস্তু ব্যবধায়ক হইয়া থাকে।

তবে কিরূপে এই 'গ্রাম দুইটী পরস্পর অব্যবধান' এইরূপ বলা হইয়াছে?

এইখানে গ্রাম শব্দ বহু অর্থবাচক; কারণ, শালা (গৃহ) সমূহে, গ্রাম শব্দ বর্ত্তমানই আছে; যেমন,—(গৃহ দগ্ধ হইলে) 'গ্রাম দগ্ধ' এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

গ্রাম শব্দ, বাটপরিক্ষেপে (১) বর্ত্তমান রহিয়াছে; যেমন,—গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে অর্থাৎ গ্রামের সীমানাস্থিত রাস্তা অতিক্রম করিয়া কেহ গ্রামে প্রবেশ করিলে, তাহারও নাম গ্রাম।

মনুষ্য সমূহেও গ্রাম শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যথা,—(কোন মনুষ্য গেলে বা আসিলে) 'গ্রাম গিয়াছে, গ্রাম আসিয়াছে' এইরূপ বলা হয়।

---

(১) পূর্ব্বকালে গ্রামের চারিদিকে প্রাচীর এবং প্রাচীরের চারিদিকে বেষ্টিত রাস্তা থাকিত; এখনও 'জয়পুর' প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে। সেই রাস্তাকেই 'বাটপরিক্ষেপ' বলে।

গ্রাম শব্দ,—অরণ্যের সহিত, সীমার সহিত, স্থণ্ডিলের (১) সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং তাহা (এরূপ ব্যবহার) সম্পূর্ণ দেখিতে পাইয়াই এরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, এই গ্রাম দুইটী পরস্পর অব্যবধান। সুতরাং সর্ব্বত্র ভিন্নজাতীয় বস্তু ব্যবধানকার হইবেক; অতএব লোকব্যবহার দ্বারাই যখন সিদ্ধ হইবে, তখন স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবধান না হয়, এমন ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা হয়, এইরূপ সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ।

মুখনাসিকাবচনঃ (১) অনুনাসিকঃ (১)

সূত্রানুবাদ।—মুখের সহিত এবং নাসিকার সহিত একত্র মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয় যে বর্ণ, তাহার 'অনুনাসিক' সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—কিমিদং মুখনাসিকাবচনম্। মুখঞ্চ নাসিকা চ মুখনাসিকম্ মুখনাসিকং বচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

যদ্যেবং মুখনাসিক-বচন ইতি প্রাপ্নোতি।

নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বং ভবিষ্যতি।

অথবা মুখনাসিকমাবচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

অথ কিমিদমাবচনমিতি।

ঈষদ্বচনমাবচনমিতি। কিঞ্চিন্মুখবচনং কিঞ্চিন্নাসিকাবচনম্।

মুখদ্বিতীয়া বা নাসিকাবচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

মুখোপসংহিতা বা নাসিকাবচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

ভাষ্যমূলম্।—এই (সূত্রে) মুখনাসিকাবচন জিনিষটী কি ?

মুখ এবং নাসিকা মুখনাসিক, মুখনাসিক হইয়াছে বচন (২) ইহার, সে মুখনাসিকাবচন।

যদি এইরূপই (সমাস) হয়; তবে মুখনাসিকবচন এইরূপ (আকার শূন্য 'ক' কার) প্রাপ্তি হইবে ?

(তাহা হইলেও পুনঃ) নিপাতনের দ্বারা দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে।

---

(১) যজ্ঞার্থ নির্ম্মিত রেখাভ্যন্তরস্থ ভূমি।

(২) উচ্চারণের যে সাধক, তাহার নাম বচন।

অথবা মুখনাসিক হইয়াছে আবচন ইহার, তাহাই এই মুখনাসিকাবচন।

আবার এই আবচন জিনষটাই বা কি ?

ঈষৎ (যৎকিঞ্চিৎ) বচনের নাম আবচন, কিঞ্চিৎ মুখবচন, কিঞ্চিৎ নাসিকা-বচন।

অথবা মুখদ্বিতীয়া (মুখকে সহায় করিয়া) নাসিকা হইয়াছে বচন ইহার, সেই এই মুখনাসিকাবচন।

অথবা মুখের সমীপে মিলিত হইয়াছে যে নাসিকা, তাহাই হইয়াছে বচন ইহার সে মুখনাসিকাবচন।

ভাষ্যমূলম্।—অথ মুখগ্রহণং কিমর্থম্। নাসিকাবচনোঽনুনাসিক ইতীয়ত্যুচ্যমানে যমানুস্বারাণামেব প্রাপ্নোতি। মুখগ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাসা এই যে, 'মুখ' শব্দের গ্রহণ (সূত্রে) কেন করা হইল ?

যদি 'মুখ' শব্দের উল্লেখ না করিয়া, সূত্রে কেবল নাসিকাবচনকেই অনুনাসিক বলে ; তবে যম (১) এবং অনুস্বার প্রভৃতিরই কেবলমাত্র অনুনাসিক সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু পুনঃ 'মুখ' শব্দের গ্রহণ করিলে, কোনও দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথ নাসিকাগ্রহণং কিমর্থম্।

মুখবচনোঽনুনাসিক ইতীয়ত্যুচ্যমানে ক চ ট ত পানামেব প্রাপ্নোতি। নাসিকা-গ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাসা এই যে, নাসিকা শব্দ গ্রহণ করা হইল কেন ?

'নাসিকা' গ্রহণ না করিয়া, মুখবচনোঽনুনাসিকঃ, কেবলমাত্র এত টুকুই বলিলে, 'ক চ ট ত প' ইহাদেরই অনুনাসিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু পুনঃ 'নাসিকা' শব্দের গ্রহণ করিলে, কোন দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—মুখগ্রহণং শক্যমকর্ত্তুম্। কেনেদানীমুভয়বচনানাং সিদ্ধং ভবিষ্যতি। প্রাসাদবাসিন্যায়েন। তদ্যথা কেচিৎ প্রাসাদবাসিনঃ কেচিদ্ভূমি-বাসিনঃ কেচিদুভয়বাসিনঃ। তত্র যে প্রাসাদবাসিনো গৃহ্যন্তে তে প্রাসাদবাসি-গ্রহণেন। যে ভূমিবাসিনো গৃহ্যন্তে তে ভূমিবাসিগ্রহণেন। যে তূভয়বাসিনঃ

(১) বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণের পরে পঞ্চমবর্ণ থাকিলে, মধ্যে তৎসদৃশ যে একটী বর্ণের আগম হয়, তাহার নাম 'যম'। যেমন,—পলিক্ক্নী চখ্খ্নতুঃ, অগ্গ্নিঃ, ঘ্ঘ্নন্তি ইত্যাদি। (ইহার ব্যবহার বেদেই দৃষ্ট হয়)।

গৃহ্যন্তে তে প্রাসাদবাসিগ্রহণেন ভূমিবাসিগ্রহণেন চ। এবমিহাপি কেচিন্মুখ-বচনাঃ কেচিন্নাসিকাবচনাঃ কেচিদুভয়বচনাঃ। তত্র যে মুখবচনা গৃহ্যন্তে তে মুখগ্রহণেন। যে নাসিকাবচনা গৃহ্যন্তে তে নাসিকাগ্রহণেন। যে উভয়বচনা গৃহ্যন্তে তে মুখগ্রহণেন নাসিকাগ্রহণেন চ।

ভাষ্যানুবাদ।—(সূত্রে) 'মুখ' শব্দ গ্রহণ না করিলেও চলে।

তবে ('মুখ' গ্রহণ না করিলে) সংপ্রতি কিরূপে (মুখ ও নাসিকা) উভয় স্থানোৎপন্ন বচনের (বর্ণের) অনুনাসিক সংজ্ঞা সিদ্ধ হইবে ?

প্রাসাদবাসিন্যায়ের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। যেমন,—কোন কোন লোক প্রাসাদে (অট্টালিকায়) বাস করে, কেহ কেহ ভূমিতে (মৃত্তিকোপরি) বাস করে, কেহ কেহ বা উভয় স্থানেই বাস করে ; তন্মধ্যে যাহারা প্রাসাদবাসী, তাহারা প্রাসাদবাসীগ্রহণেই গৃহীত হয়, যাহারা ভূমিবাসী তাহারা ভূমিবাসীগ্রহণেই গৃহীত হয়, আর যাহারা উভয়বাসী, তাহারা প্রাসাদবাসীগ্রহণেও গৃহীত এবং ভূমিবাসী গ্রহণেও গৃহীত হয়। সেরূপ এখানেও কোন কোন বর্ণ মুখবচন, কোন কোন বর্ণ নাসিকাবচন, আর কোন কোন বর্ণ উভয়বচন ; তন্মধ্যে যাহারা মুখবচন, তাহারা 'মুখ' গ্রহণেই গৃহীত হয়, যাহারা নাসিকাবচন, তাহারা নাসিকা-গ্রহণেই গৃহীত হয়, আর যাহারা উভয়বচন, তাহারা মুখ এবং নাসিকা উভয় গ্রহণে গৃহীত হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ভবেদুভয়বচনানাং সিদ্ধম্। যমানুস্বারাণামপি প্রাপ্নোতি। নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্।

ইতরেতরাশ্রয়ং তু ভবতি।

কা ইতরেতরাশ্রয়তা? সতোঽনুনাসিকস্য সংজ্ঞয়া ভবিতব্যম্। সংজ্ঞয়া চানুনাসিকো ভাব্যতে তদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্প্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি উভয় বচনেরই সংযোগ সংজ্ঞা সিদ্ধি হয় ; তবে 'যম', 'অনুস্বার' প্রভৃতিরও ত প্রাপ্তি হইবে ?

হইলই বা, তাহাতে কোন দোষও নাই, কোন প্রয়োজনও নাই।

কিন্তু ইতরেতরাশ্রয়ত হইবে ?

কিরূপে ইতরেতরাশ্রয়তা (অন্যোন্যাশ্রয়তা) হইবে, যে পূর্ব্ব হইতে অনুনাসিক বর্ত্তমান থাকিলেই তাহার পরে সংজ্ঞা হইতে পারে ; আবার সংজ্ঞা হইলে, পরে তাহা অনুনাসিক বর্ণকে গ্রহণ করে (পরস্পরের অপেক্ষা করি-

আছে যে, অনুনাসিক বলিয়া কোন বর্ণ থাকিলে, তাহার সংজ্ঞা করিবে, আবার অনুনাসিক সংজ্ঞা হইলে, পরে তদ্দ্বারা অনুনাসিক বর্ণসমূহের গ্রহণ হইবে) সুতরাং ইতরেতরাশ্রয় হইবে। ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটিত কোনও কার্য্য (শাস্ত্রাদিতে) কুত্রাপি কল্পিত (ব্যবহৃত) হয় না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনুনাসিকসংজ্ঞায়ামিতরেতরাশ্রয়ে উক্তম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অনুনাসিক সংজ্ঞাতে যে ইতরেতরাশ্রয় (জনিত দোষ ঘটিবে, তাহার পরিহার পূর্ব্বেই) উক্ত হইয়াছে। *

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্।

সিদ্ধং তু নিত্যশব্দত্বাদিতি। নিত্যাঃ শব্দাঃ নিত্যেষু শব্দেষু সতোঽনুনাসিকস্য সংজ্ঞা ক্রিয়তে ন সংজ্ঞয়া অনুনাসিকো ভাব্যতে।

যদি তর্হিঃ নিত্যাঃ শব্দাঃ। কিমর্থং শাস্ত্রম্।

কিমর্থং শাস্ত্রমিতি চেন্নিবর্ত্তকত্বাৎ সিদ্ধম্। নিবর্ত্তকং হি শাস্ত্রম্।

কথম্।

আঙস্মা অবিশেষেণোপদিষ্টোঽননুনাসিকস্তস্য সর্ব্বত্রাননুনাসিকবুদ্ধিঃ প্রসক্তা তত্রানেন নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। ছন্দস্যচি পরত আঙোঽনুনাসিকস্য প্রসঙ্গেঽনুনাসিকঃ সাধুর্ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কি বলা হইয়াছে?

শব্দ নিত্য বলিয়াই সমস্ত প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যাবতীয় শব্দই নিত্য; সুতরাং নিত্য শব্দের মধ্যে স্বতঃই সিদ্ধ রহিয়াছে যে অনুনাসিক, তাহার সংপ্রতি এই সূত্র দ্বারা সংজ্ঞা করা হইতেছে; কিন্তু সংজ্ঞা করিবার পরে যে, সংপ্রতি অনুনাসিক বর্ণ উৎপন্ন হইল, তাহা নহে।

শব্দ যদি তবে নিত্যই হয়, তবে আর শাস্ত্র করিবার প্রয়োজন কি? (যেহেতু, অসিদ্ধ বিষয়কে সিদ্ধ করিবার জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন; যদি তাহা নিত্য সিদ্ধই হইল, তবে আর শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?)

যদি এই কথা বল যে, "শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?" তবে নিবর্ত্তকত্ব হেতুই শাস্ত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। শাস্ত্র হইয়াছে (নিষিদ্ধ বিষয়ের) নিবর্ত্তক।

কিরূপে?

যেমন 'আঙ্' উপসর্গটী, ইহাকে (এই ছাত্রকে) সাধারণ ভাবে নিরনুনাসিক উপদেশ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার সর্ব্বত্রই নিরনুনাসিকবুদ্ধি, প্রসক্ত হইবে উপস্থিত হইবে; এবং তাহাই এই (পরবর্ত্তী) সূত্র দ্বারা নিবৃত্তি করা

হইতেছে যে, অচ্ (স্বরবর্ণ) পরে থাকিলে, বেদে "আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি। ৬।১।১২৬। (আঙ্ উপসর্গের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে, অনুনাসিক হয় এবং তাহার প্রকৃতি ভাব হয় অর্থাৎ সন্ধি হয় না, বেদে) এই সূত্রানুসারে, প্রসঙ্গক্রমে, বেদে অনুনাসিকই সাধু হইবে।

তুল্যাস্যপ্রয়ত্নং সবর্ণম্।

তুল্যাস্যপ্রয়ত্নং। ১। সবর্ণম্। ১।

সূত্রানুবাদ।—তালু প্রভৃতি স্থান এবং আভ্যন্তরপ্রয়ত্ন, ইহারা দুইটাই, যে যাহার সহিত তুল্য, তাহারা (তালু প্রভৃতি স্থান এবং আভ্যন্তরপ্রযত্নবিশিষ্ট বর্ণ সমূহ) পরস্পর সবর্ণ-সংজ্ঞা-বিশিষ্ট হয়।

ভাষ্যমূলম্।—তুলয়াসম্মিতং তুল্যম্। আস্যং চ প্রযত্নশ্চ আস্যপ্রযত্নম্। তুল্যাস্যং চ তুল্যপ্রযত্নঞ্চ সবর্ণসংজ্ঞং ভবতি।

কিং পুনরাস্যম্।

লৌকিকমাস্যম্। ওষ্ঠাৎ প্রভৃতি প্রাক্কাকলকাৎ।

কথং পুনরাস্যম্।

অস্যন্ত্যনেনবর্ণানিতি আস্যম্।

অন্নমেতদাস্যন্দত ইতি বা আস্যম্।

অথ কঃ প্রযত্নঃ।

প্রযতনং প্রযত্নঃ প্র পূর্ব্বাৎ যততের্ভাবসাধনো নঙ্ প্রত্যয়ঃ।

যদিলৌকিকমাস্যম্। কিমাস্যোপাদানে প্রয়োজনম্। সর্ব্বেষাং হি তত্তুল্যম্।

বক্ষ্যত্যেতৎ। প্রযত্নবিশেষণমাস্যোপাদানমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তুলা (তুলনামক পরিমাণযন্ত্র) দ্বারা সম্যক্প্রকারে পরিমাণ করা যায় যাহা, তাহার নাম তুল্য। আস্য এবং প্রযত্ন আস্যপ্রযত্ন। তুল্য আস্য এবং তুল্য প্রযত্ন বিশিষ্ট বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়।

আস্য জিনিসটী পুনঃ কিরূপ?

আস্য বলিতে লোকসমাজে যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই নাম 'আস্য'; অর্থাৎ ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কাকলকের (১) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

---

(১) আমাদের গ্রীবার মধ্যে যে উন্নত স্থান আছে, তাহার নাম 'কাকলক।"

'আস্য' এই শব্দটী কিরূপে নিষ্পন্ন হইল? অর্থাৎ ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কাকলকের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত যে মুখ, তাহার 'আস্য' সংজ্ঞা কিরূপে সিদ্ধ হইল?

অস্যন্তি (বহির্নির্গচ্ছন্তি) অর্থাৎ বহির্গত হয় বর্ণ সমূহ ইহা (এইস্থানে) দ্বারা, এই জন্য ইহার নাম 'আস্য'।

অথবা অন্ন সমূহ 'আস্যন্দতে' (দ্রবীকরোতি)' অর্থাৎ দ্রবীভূত হয় এখানে নিক্ষেপ করিলে, এই জন্য ইহার নাম 'আস্য'।

আস্য যেন সিদ্ধ হইল, অনন্তর জিজ্ঞাসা এই যে, 'প্রযত্ন' জিনিসটী কি?

প্র (প্রকৃষ্টরূপে) যতন, প্রযত্ন; 'প্র' পূর্ব্বক 'যত' ধাতু ভাববাচ্যে 'নঙ্' প্রত্যয়।

যদি লোকপ্রসিদ্ধ আস্য শব্দই এই স্থলে গৃহীত হইয়া থাকে, তবে আবার (স্বতঃসিদ্ধ) আস্য শব্দ শাস্ত্রে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? সকলেরই ত তাহা একরূপ?

"প্রযত্নের বিশেষণ করিবার জন্যই সূত্রে 'আস্য' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন; এই কথা পরে বলা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সবর্ণসংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেষ্বতিপ্রসঙ্গঃ প্রযত্নসামান্যাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—সবর্ণ সংজ্ঞাতে ভিন্ন দেশে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে) উৎপন্ন যে বর্ণ, তাহাদেরও প্রযত্ন সমান বলিয়া অতিপ্রসঙ্গ (১) হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—সবর্ণসংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেষ্বতিপ্রসঙ্গো ভবতি। জবগডদশাম্।

কিং কারণম্।

প্রযত্নসামান্যাৎ। এতেষাং হি সমানঃ প্রযত্নঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সবর্ণ সংজ্ঞা করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন যে বর্ণ, তাহার অতিপ্রসঙ্গ হইবে। যেমন,—জ, ব, গ, ড, দ, ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ তালু, ওষ্ঠ, প্রভৃতি স্থান হইতে উৎপন্ন যে বর্ণ, ইহারাও পরস্পর সবর্ণ হইবে।

কারণ কি?

প্রযত্ন সমান বলিয়া। এই সকল (জ, ব, গ, ড, দ) বর্ণের প্রযত্ন সমান (একই)।

---

(১) প্রসঙ্গকে অতিক্রম করিয়া অন্য বিষয়কে বুঝাইলে, তাহাকে 'অতিপ্রসঙ্গ' বা 'অতিব্যাপ্তি' বলে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধং ত্বাস্যে তুল্যদেশপ্রযত্নং সবর্ণম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আস্যে (মুখে) যাহাদের তুল্য স্থান এবং প্রযত্ন তাহার সবর্ণসংজ্ঞা সিদ্ধই হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ।

কথম্।

আস্যে যেষাং তুল্যোদেশঃ প্রযত্নশ্চ তে সবর্ণসংজ্ঞা ভবন্তীতি বক্তব্যম্।

এবমপি কিমাস্যোপাদানে প্রয়োজনং সর্ব্বেষাং হি তত্তুল্যম্।

প্রযত্নবিশেষণমাস্যোপাদানম্। সন্তি হ্যাস্যাদ্বাহ্যাঃ প্রযত্নাঃ। তে হাপিতা ভবন্তি। তেষু সংস্বসৎস্বপি সবর্ণসংজ্ঞা ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

আস্যে (মুখাভ্যন্তরে) যাহাদের তুল্য স্থান এবং তুল্য প্রযত্ন, তাহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলিতে হইবে।

এইরূপ হইলেও পুনঃ (সূত্রে) আস্য শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি? কারণ তাহা ত সকলেরই তুল্য?

প্রযত্নের বিশেষণ হওয়ার জন্য 'আস্য' শব্দ (সূত্রে) উল্লেখ করা হইয়াছে। মুখের বাহিরে কতকগুলি প্রযত্ন রহিয়াছে; 'আস্য' শব্দ গ্রহণে তাহারা বিনষ্ট হইবে, অর্থাৎ সবর্ণ সংজ্ঞাতে তাহারা গৃহীত হইবে না। তাহারা (বাহ্যপ্রযত্ন সমূহ) তুল্য হইলেও হইবে; না হইলেও (সবর্ণ সংজ্ঞা) হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কে পুনস্তে।

বিবারসংবারৌ। শ্বাসনাদৌ। ঘোষবদঘোষবত্তা। অল্পপ্রাণতা মহাপ্রাণতেতি॥ তত্র বর্গানাং প্রথমদ্বিতীয়া বিবৃতকণ্ঠাঃ। শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ। একেঽল্পপ্রাণাঃ ইতরে মহাপ্রাণাঃ। তৃতীয়চতুর্থাঃ সংবৃতকণ্ঠানাদানুপ্রদানা ঘোষবন্তঃ। একেঽল্পপ্রাণাঃ। অপরে মহাপ্রাণাঃ। যথা তৃতীয়াস্তথা পঞ্চমা আনুনাসিক্যবর্জ্জম্। আনুনাসিক্যমেষামধিকো গুণঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহারা কি কি?

বিবার, সংবার; শ্বাস, নাদ; ঘোষবত্তা, অঘোষবত্তা; অল্পপ্রাণতা, মহাপ্রাণতা ইত্যাদি।

তন্মধ্যে বর্গের যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণ, বিবৃতকণ্ঠ, শ্বাসানুপ্রদান এবং অঘোষপ্রযত্নবিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে একটী অর্থাৎ প্রথম বর্ণ অল্পপ্রাণ-

বিশিষ্ট, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ মহাপ্রাণবিশিষ্ট॥ তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ সংবৃত, কণ্ঠ, নাদানুপ্রদান এবং ঘোষবান্; তাহার মধ্যে একটী অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণবিশিষ্ট। অন্য বর্ণ মহাপ্রাণবিশিষ্ট। তৃতীয় বর্ণের যেরূপ প্রযত্ন, পঞ্চম বর্ণেরও সেইরূপ প্রযত্ন, অনুনাসিক ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণে তৃতীয় বর্ণ অপেক্ষা অনুনাসিক ধর্ম্মমাত্র অধিক।

ভাষ্যমূলম্।—এবমপ্যবর্ণস্য সবর্ণসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। বাহ্যংহ্যাস্যা স্থানমবর্ণস্য।

সর্ব্বমুখস্থানমবর্ণস্য একে ইচ্ছন্তি। এবমপি ব্যপদেশো ন প্রকল্পতে। আস্যে যেষাং তুল্যোদেশ ইতি। ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ব্যপদেশো ভবিষ্যতি। সিদ্ধ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এরূপ হইলেও অবর্ণের (অকারে আকারে) সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না। কারণ অ বর্ণের স্থান মুখের বাহিরে।

(এই স্থলেও কোন দোষ হইবে না), যেহেতু, এক সম্প্রদায়ের জনগণ, মুখই অ বর্ণের অবস্থান-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এইরূপ হইলেও (মুখ অ বর্ণের স্থান হইলেও) ব্যপদেশ [মুখ্য স্থানে মুখ্য ব্যবহার] প্রকল্পিত হইবে না। আস্যে (মুখের অভ্যন্তরে কোনও এক স্থানে) যে সকল বর্ণের তুল্য স্থান, তাহাদের সবর্ণসংজ্ঞা হইয়া থাকে; সুতরাং মুখের একদেশ হইতে উচ্চারিত বর্ণের সবর্ণসংজ্ঞাই যখন মুখ্য; তখন 'অ' বর্ণ মুখের একদেশে উচ্চারিত না হইয়া সর্ব্বমুখব্যাপী হইলে, কিরূপে সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

ব্যপদেশিবদ্ভাব (ভিন্ন দেশের ন্যায় ভাব অর্থাৎ অমুখ্য স্থলেও মুখ্য ব্যবহার) হইয়া থাকে বলিয়া এই স্থলেও (অবর্ণের, মুখের একদেশে) মুখ্য ব্যবহার হইয়া, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সূত্রং তর্হি ভিদ্যতে।

যথান্যাসমেবাস্তু।

ননুচোক্তং সবর্ণসংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেষ্বতিপ্রসঙ্গঃ প্রযত্নসামান্যাদিতি।

নৈষদোষঃ। ন হি লৌকিকমাস্যম্।

কিং তর্হি।

তদ্ধিতান্তমাস্যম্। আস্যেভবমাস্যম্। শরীরাবয়বাদ্যৎ।

কিং পুনরাস্যেভবম্।

স্থানং করণং চ।

এবমপি প্রযত্নোঽবিশেষিতো ভবতি।

প্রযত্নশ্চ বিশেষিতঃ। কথম্।

ন হি প্রয়তনং পয়ত্নঃ। কিং তর্হি।

প্রারম্ভো যত্নস্য প্রযত্নঃ।

যদি প্রারম্ভোযত্নস্যপ্রযত্নঃ। এবমপ্যবর্ণস্য এঙোশ্চ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা হইলে (প্রকারান্তরে সিদ্ধ করিলে) সূত্র ত ভিন্ন হইবে?

আচ্ছা, তবে সূত্র যেরূপ আছে, সেরূপই হউক? যদি বল যে, সবর্ণ সংজ্ঞায় (মুখের) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অতিপ্রসঙ্গ হইবে, যেহেতু প্রযত্ন পরস্পর সমান?

এইস্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, লোকে আস্য বলিতে যাহা ব্যবহার হয়, এইস্থলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

তবে কি হইবে?

তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন আস্য শব্দ, এখানে গ্রহণ করা হইবে। আস্যে (মুখে) উৎপন্ন যে সকল বর্ণ, তাহারই নাম আস্য। আস্য শব্দ শরীরের অবয়বকে বুঝায় বলিয়া শরীরাবয়বাদ্‌যৎ ৫।১।৬। (শরীরের অবয়ববাচক শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় হয়) 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, আস্যে কি উৎপন্ন হয়?

স্থান এবং করণ (উচ্চারণসহায়ক প্রযত্নাদি।)

এইরূপ হইলেও প্রযত্নকে বিশেষ করিবে না, অর্থাৎ আস্য শব্দ এইরূপ তদ্ধিতপ্রত্যয়বিশিষ্ট হইলেও তাহাতে 'প্রযত্ন' শব্দ গৃহীত হইবে না; তাহা অনুল্লিখিতই থাকিবে?

প্রযত্ন ও বিশেষিত (বিশেষত্ব প্রযুক্ত গৃহীত) হইবে।

কিরূপে?

কারণ, প্র (প্রকৃষ্টরূপে) যত্নের নাম যে প্রযত্ন, তাহা নহে।

তবে কি?

প্রারম্ভ যত্নের নাম প্রযত্ন।

যদি প্রারম্ভ যত্নের নামই প্রযত্ন হয়; তবে এইরূপ হইলেও ত অবর্ণের এবং এঙ্ (এও) এর পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে?

ভাষ্যমূলম্।—প্রশ্লিষ্টবর্ণাবেতৌ। অবর্ণস্য তর্হ্যেচোশ্চ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি বিবৃততরাবর্ণাবেতৌ। এঙয়োরেব তর্হি মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

নৈতৌ তুল্যস্থানৌ।

উদাত্তাদীনাং তর্হি সবর্ণসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। অভেদকা উদাত্তাদয়ঃ।

অথবা কিং ন এতেন প্রারম্ভোযত্নস্য প্রযত্ন ইতি। প্রযতনমেব প্রয়ত্নঃ তদেব চ তদ্ধিতান্তমাস্যম্। যৎসমানং তদাশ্রয়িষ্যামঃ।

কিং সতিভেদে, সতীত্যাহ। সত্যেব হি ভেদে সবর্ণসংজ্ঞয়া ভবিতব্যম্।

কুত এতৎ।

ভেদাধিষ্ঠানাহি সবর্ণসংজ্ঞা। যদি হি যত্র সর্ব্বং সমানং তত্র স্যাৎ সবর্ণসংজ্ঞাবচনমনর্থকং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা ('অ'বর্ণে এবং একার ওকারে পরস্পর সবর্ণ) হইবে না। কারণ, ইহারা উভয়েই প্রশ্লিষ্ট (একত্র মিলিত) বর্ণ। (১)

আচ্ছা, তবে 'অ'বর্ণ এবং ঐকার ঔকারের সহিত পরস্পর (২) সবর্ণসংজ্ঞা হইবে?

তাহাও হইবে না। কারণ, এই (ঐ, ঔ) বর্ণদ্বয় বিবৃততর প্রয়ত্নবিশিষ্ট। অর্থাৎ অবর্ণের কেবল বিবৃতপ্রয়ত্ন, এবং ঐকার ঔকারের বিবৃততর প্রয়ত্ন বলিয়া, প্রযত্নভেদ হওয়াতে, ইহারা পরস্পর সবর্ণ হইতে পারিবে না।

আচ্ছা তবে, এই (ঐ এবং ঔ) বর্ণদ্বয়ের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হউক?

তাহাও হইবে না। কারণ, ইহাদের (ঐকার এবং ঔকারের) স্থানই সমান নহে।

(যদি এইরূপই হয়) তবে, উদাত্ত প্রভৃতি অর্থাৎ উদাত্ত অ, অনুদাত্ত অও এবং স্বরিত অও পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারিবে না।

তাহাতেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, উদাত্তানুদাত্তাদিও পরস্পর অভেদবাচক। (ভেদবাচক নহে)।

---

(১) যেমন কর্দ্দমাক্ত জল মাটীর সহিত অত্যন্ত প্রশ্লিষ্ট বলিয়া কোন্ অংশ জল কোন্ অংশ মাটী, তাহা পৃথক্ করা যায় না; সেরূপ অকারে, ইকার বা উকারের অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট (মিলিত) থাকাতেও চিনিবার যো থাকে না বলিয়া, 'এ'কার বা 'ও'কারের সহিত যে অকার মিলিত আছে তাহাও জানা যায় না। এজন্যই 'অ'বর্ণের সহিত 'এ'কার 'ও'কার সবর্ণও হইবে না।

(২) ঐ এবং ঔ বলিলে তৎপূর্ব্বভাগে অকার স্পষ্ট প্রতীতি হয় বলিয়া (অ+ই=ঐ, অ+উ=ঔ) পুনঃ এইরূপ শঙ্কা করা হইয়াছে।

অথবা "প্রারম্ভ হইয়াছে যে যত্ন, তাহার নাম প্রযত্ন" এইরূপ অর্থ করিবার আমাদের প্রয়োজন কি ?

প্রযতন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যত্নের নামই প্রযত্ন; আর সেই তদ্ধিতপ্রত্যয় নিষ্পন্নই "আস্য" শব্দ। সুতরাং যে বর্ণ যে বর্ণের সমান, তাহাকেই আশ্রয় করিবে।

কি, ভেদ (বাহ্য প্রযত্ন সকল ভিন্ন) হইলেও সবর্ণসংজ্ঞা হইবে ?

হাঁ, তাহাই হইবে। যেহেতু বর্ণসমূহ পরস্পর (কোনও ধর্ম্মপ্রযুক্ত) ভিন্ন হইলেও, পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারে।

কেন এইরূপ হইবে ?

ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণসমূহ অবস্থিত হইলেই সবর্ণসংজ্ঞা হইয়া থাকে। নতুবা যে সকল বর্ণের সকল ধর্ম্মই সমান, তাহারাই যদি পরস্পর সবর্ণ হয়; তাহা হইলে সবর্ণ সংজ্ঞার জন্য পৃথক্ সূত্র করাই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে যাহা ছিল না, পরে তাহা বিধান করিবার জন্যই সূত্রের প্রয়োজন।)

ভাষ্যমূলম্।—যদি তর্হি সতি ভেদে কিংচিৎসমানমিতিকৃত্বা সবর্ণসংজ্ঞা ভবিষ্যতি অকারহকারয়োঃ ষকারঠকারয়োঃ সকারথকারয়োঃ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। এতেসাং হি সর্ব্বমন্যৎ সমানং করণবর্জ্জম্।

এবং তর্হি প্রযতনমেবপ্রযত্নঃ তদেব হি তদ্ধিতান্তমাস্যম্, ন ত্বয়ং দ্বন্দ্বঃ, আস্যং চ প্রযত্নশ্চ আস্য প্রযত্নমিতি। কিং তর্হি ? ত্রিপদোয়ং বহুব্রীহিঃ; তুল্য আস্যে প্রযত্ন এষামিতি।

অথবা পূর্ব্বস্তৎপুরুষস্ততো বহুব্রীহিঃ। তুল্য আস্যে তুল্যাস্যস্তুল্যাস্যঃ প্রযত্ন এষামিতি।

অথবা পরস্তৎপুরুষস্ততো বহুব্রীহিঃ। আস্যে প্রযত্নঃ আস্যপ্রযত্নঃ। তুল্য আস্যপ্রযত্ন এষামিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে যদি বর্ণসমূহ পরস্পর ভেদ সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, এই করিয়া সবর্ণসংজ্ঞা হয়; তবে অকারের সহিত হকারের, ষকারের সহিত ঠকারের, সকারের সহিত থকারের সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কারণ, ইহাদের আর সমস্ত ধর্ম্মই (স্থান প্রভৃতি) সমান; কেবল করণ অর্থাৎ প্রযত্ন সমান নহে।

এইরূপ দোষ হইলে, তবে প্র যতন (প্রকৃষ্ট যত্ন) ই প্রযত্ন; আর সেই

তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন 'আস্য' শব্দ। কিন্তু ইহা আস্য এবং প্রযত্ন=আস্য-প্রযত্ন এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন নহে।

তবে কি?

ইহা ত্রিপদ বহুব্রীহি। যেমন;—তুল্য হইয়াছে আস্যে (মুখে) প্রযত্ন ইহাদের, এইরূপ বিগ্রহ করিব। তাহা হইলেই কোন দোষও হইবে না।

অথবা পূর্ব্বভাগে তৎপুরুষ সমাস করিব, পরে বহুব্রীহি সমাস করিব। যেমন;—তুল্য আস্যে (আস্যে তুল্য ৭মী তৎপুরুষ) তুল্যাস্যঃ; তুল্যাস্য-প্রযত্ন হইয়াছে ইহাদের (বহুব্রীহি) সে তুল্যাস্যপ্রযত্ন।

অথবা পরাংশে তৎপুরুষ এবং তদনন্তর পূর্ব্বাংশে বহুব্রীহি সমাস করিব। যেমন;—আস্যে প্রযত্ন (৭মী তৎ) আস্যেপ্রযত্ন; তুল্য হইয়াছে আস্যে প্রযত্ন ইহাদের, এইরূপ বিগ্রহবাক্য করিয়া "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্" এই সূত্র নিষ্পন্ন হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্য। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ সূত্রে, তস্য (তাহার) এই শব্দ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—তস্যেতিতুবক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। যো যস্য তুল্যাস্য-প্রযত্নঃ স তস্য সবর্ণসংজ্ঞো যথাস্যাৎ। অন্যস্য তুল্যাস্যপ্রযত্নোঽন্যস্য সবর্ণসংজ্ঞো-মাভূৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তস্য (তাহার) এইরূপ বাক্য বলা উচিত।

তাহার প্রয়োজন কি?

যে যাহার তুল্য আস্য এবং প্রযত্ন, সে তাহারই যাহাতে সবর্ণ সংজ্ঞা হয়; অন্য এক বর্ণের সহিত তুল্য আস্য এবং প্রযত্ন, সে সেই বর্ণের সবর্ণ না হইয়া, অন্য বর্ণের সবর্ণ, যাহাতে প্রাপ্তি না হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্যাবচনং বচনপ্রামাণ্যাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ। বচনের প্রামাণ্য অর্থাৎ এই সূত্রের আরম্ভ হেতুই তস্য (তাহার)—এইরূপ বাক্য (সংযোগ) করিবার প্রয়োজন নাই। *

ভাষ্যমূলম্।—তস্যেতি ন বক্তব্যম্। অন্যস্য তুল্যাস্য প্রযত্নো ন্যস্য সবর্ণসংজ্ঞঃ কস্মান্নভবতি। বচনপ্রামাণ্যাৎ। সবর্ণসংজ্ঞাবচনসামর্থ্যাৎ। যদি হি অন্যস্য তুল্যাস্যপ্রযত্নোঽন্যস্য সবর্ণসংজ্ঞঃস্যাৎ। সবর্ণসংজ্ঞাবচনমনর্থকং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—"তুল্যাস্যপ্রযত্নং" এইসূত্রে 'তস্য' শব্দ বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্যের তুল্য স্থান এবং প্রযত্ন অন্যের সবর্ণ কেন হইবে না?

বচন অর্থাৎ সূত্রের প্রামাণ্যহেতুই তাহা হইবে না—সবর্ণসংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রের আরম্ভ হেতুই, সবর্ণ ভিন্ন অন্যবর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞা হইবে না। কারণ, যদি অন্যবর্ণের স্থান এবং প্রযত্ন তুল্য হইলে, অন্য বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে এই সবর্ণ সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র করাই অনাবশ্যক।

বার্ত্তিকমূলম্।—সম্বন্ধিশব্দৈর্বা তুল্যম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ। অথবা সম্বন্ধি শব্দ দ্বারাই ইহা তুল্য হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সম্বন্ধিশব্দৈর্বা পুনস্তুল্যমেতৎ। তদ্‌যথা সম্বন্ধিশব্দাঃ। মাতরি বর্ত্তিতব্যং পিতরি শুশ্রূষিতব্যমিতি ন চোচ্যতে স্বস্যাং মাতরি স্বস্মিন্ পিতরীতি। সম্বন্ধাচ্চৈতদ্গম্যতে যা যস্য মাতা যশ্চ যস্য পিতেতি। এবমিহাপি তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণমিত্যত্র সম্বন্ধিশব্দাবেতৌ তত্র সম্বন্ধাদেতদ্গন্তব্যং যৎ-প্রতি যত্তুল্যাস্যপ্রযত্নং তৎপ্রতি তৎ সবর্ণসংজ্ঞং ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা সম্বন্ধি শব্দ বশতঃই ইহা তুল্য হইবে। সম্বন্ধি শব্দের উদাহরণ যথা—যদি কেহ বলে যে, মাতার অধীনে থাকিবে, পিতাকে শুশ্রূষা করিবে; তখন একথা কেহ বলিয়া দেয় না যে, নিজের মাতার বা নিজের পিতার অধীনে থাকিবে; কিন্তু সম্বন্ধ হেতুই ইহা বোধ করিতে পারে যে, যে যার মাতা এবং যে যার পিতা, সে তাহার অধীনে থাকিবে; সেইরূপ এই স্থলেও তুল্য স্থান এবং প্রযত্ন-বিশেষের সবর্ণ সংজ্ঞা বলিলে, ইহারা সম্বন্ধি শব্দ বলিয়া সম্বন্ধ হেতুই ইহা জানা যাইবে যে, যে যার প্রতি তুল্য স্থান এবং প্রযত্ন বিশিষ্ট, সে তাহারই প্রতি সবর্ণ সংজ্ঞা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঋকারঌকারয়োঃ সবর্ণবিধিঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঋকার এবং ঌকারের সবর্ণ সংজ্ঞা বিধান করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ঋকারঌকারয়োঃ সবর্ণসংজ্ঞা বিধেয়া। হোতৃ ঌকারঃ হোতৄকার ইতি। কিং প্রয়োজনম্। অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ ইতি দীর্ঘত্বং যথা স্যাৎ। নৈতদস্তি প্রয়োজনং। বক্ষ্যত্যেতৎ। সবর্ণদীর্ঘত্বে ঋতি ঋ বা বচনম্ ঌতি ঌ বা বচনমিতি। তৎসবর্ণে যথা স্যাৎ। ইহ মা ভূদ্ দধ্যৢকারঃ মধ্বৢকার ইতি। যদেতৎ সবর্ণদীর্ঘত্বে ঋতীতি এতদৃত ইতি বক্ষ্যামি। ততঃ ঌতি। ঌকারে পরত ঌকারো বা ভবতীতি। ঋতইত্যেব।

তন্ন বক্তব্যং ভবতি। অবশ্যং তদ্বক্তব্যং। উকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুত-সংজ্ঞো ভবতীত্যুচ্যতে ন চ ঋকার ৯কারো ব্যঞ্জন্তি। ঋকারস্য ৯কারস্য চাচ্ত্বং বক্ষ্যামি, তচ্চাবশ্যং বক্তব্যম্ প্লুতো যথা স্যাৎ। হোতৃ ঋকারঃ হোতৃকারঃ। হোতৃ ৩কার ইতি। হোতৃ ৯কারঃ হোতৃ৯কারঃ। হোত্৯৩-কার ইতি।

কি পুনরত্র জ্যায়ঃ। সবর্ণসংজ্ঞাবচনমেব জ্যায়ঃ। দীর্ঘত্বং চৈব হি সিদ্ধং ভবতি। অপি চ ঋকারগ্রহণেন ৯কারগ্রহণং সন্নিহিতং ভবতি। ঋত্যকঃ খট্বঋশ্যঃ মালঋশ্যঃ। ইদমপি সিদ্ধং ভবতি। খট্ব৯কারো মাল৯কার ইতি। বা সুপ্যাপিশলেঃ। উপর্কারীয়তি উপার্কারীয়তি। ইদমপি সিদ্ধং ভবতি উপল্কারীয়তি উপাল্কারীয়তি। যদি তর্হি ঋকারগ্রহণেন ৯কার-গ্রহণং সন্নিহিতং ভবতি। উরণ্ রপর ৯কারস্যাপি রপরত্বং প্রাপ্নোতি। ৯কারস্য লপরত্বং বক্ষ্যামি। তচ্চাবশ্যং বক্তব্যম্। অসত্যাং সবর্ণসংজ্ঞায়াং বিধ্যর্থম্। তদেব সত্যাং রেফবাধনার্থং ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে ইত্যত্র ঋকারগ্রহণং চোদিতং মাতৄণাং পিতৄণামিত্যে-তদর্থম্। তদিহাপি প্রাপ্নোতি। কৢপামানং পশ্যেতি। অথাসত্যামপি সবর্ণ-সংজ্ঞায়ামিহ কস্মান্ন ভবতি প্রক্ৢপামানং পশ্যেতি। চু টু তু ল শর্ব্যবায়ে নেতি বক্ষ্যামি।

অপর আহ ত্রিভিশ্চ মধ্যমৈর্বর্গৈর্ল শৈশ্চ ব্যবায়ে নেতি বক্ষ্যামীতি। বর্ণৈকদেশাশ্চ বর্ণগ্রহণেন গৃহ্যন্ত ইতি যোঽসৌ ৯কারে লকারস্তদাশ্রয়ঃ প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। যদ্যেবং নার্থো রষাভ্যাং ণত্বে ঋকারগ্রহণেন। বর্ণৈকদেশাশ্চ বর্ণগ্রহণেন গৃহ্যন্ত ইতি যোঽসৌ ঋকারে রেফস্তদাশ্রয়ং ণত্বং ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ঋকার এবং ৯কারের সবর্ণ সংজ্ঞা বিধান করা কর্ত্তব্য, যথা—হোতৃ+৯কার এস্থলে যাহাতে সবর্ণ বৃদ্ধি হইয়া হোতৄকার প্রয়োগ হয়।

ইহার প্রয়োজন কি?

"সবর্ণ অচ্ পরে থাকিলে 'অক্'এর স্থানে দীর্ঘ হয়," এই নিয়মানুসারে যাহাতে দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে।

ইহার প্রয়োজন নাই; কারণ, "সবর্ণের দীর্ঘ বিষয়ে ঋতি ঋ বা অর্থাৎ ঋর পরে ঋ থাকিলে বিকল্পে ঋ হয় এবং ৯তি ৯ বা অর্থাৎ ৯ পরে থাকিলে বিকল্পে ৯ হয়", এইরূপ বার্ত্তিক বলা হইবে; সুতরাং ৯ স্থানে

দীর্ঘ করিতে গেলে যাহাতে সবর্ণ দীর্ঘ হয় তাহাই করা হইবে, কিন্তু ঌকারের দীর্ঘ নাই বলিয়া বাধ্য হইয়া দীর্ঘ ৠকারই হইল।—(দধি+ঌকার) দধ্যৢকার, (মধু+ঌকার) মধ্বৢকার যাহাতে এই স্থানে দীর্ঘ না হয়।

এই যে সবর্ণ দীর্ঘ বিষয়ে 'ঋতি' এইরূপ বলা হইয়াছে, সেই স্থলে 'ঋতঃ' এইরূপ বলিব। তার পরে 'ঌতি' এইরূপ বলিব। এক্ষণে অর্থ হইবে যে, ঌকার পরে থাকিলে বিকল্পে ঌকার হয়। এবং তাহা ঋ স্থানেই হয়।

তাহা আর বলিতে হইবে না।

অবশ্যই তাহা বলিতে হইবে; কারণ 'ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ' এই সূত্রানুসারে, উর সমান বর্ণের যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা হইযাছে, তাহা হইবে না; কারণ, ঋকার এবং ঌকার 'অচ্' নহে।

ঋকার এবং ঌকারেরও অচ্‌ত্ব বলিব। এবং তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে, যাহাতে প্লুত সংজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে। যথা—হোতৃ+ঋকার= হোতৄকার=হোতৃ৩কার, হোতৃ+ঌকার=হোতৄকার=হোতৢ৩কার, এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ?

('ঋতি ঋ বা' বচন অপেক্ষা) সবর্ণ সংজ্ঞা বচনই শ্রেষ্ঠ; ইহাতে দীর্ঘত্বও সিদ্ধ হইবে, এমন কি ঋকার গ্রহণে ঌকারের গ্রহণও সন্নিহিত হইবে—'ঋত্যকঃ' এই সূত্রানুসারে খট্ব ঋষ্য, মাল ঋষ্য এই সকল স্থলে যেমন প্রকৃতি ভাব হইযাছে। (সেইরূপ খট্ব ঌকার, মাল ঌকার এই স্থলে ঌকার পরে থাকা সত্বেও হইবে; বা সুপ্যাপিশলেঃ ৬।১।৯২ (অবর্ণান্ত উপসর্গের পরে ঋকার আদিবিশিষ্ট সুপ্‌ ধাতু অর্থাৎ নাম ধাতু থাকিলে বিকল্পে বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রানুসারে (উপ+ঋকারীয়তি) উপর্কারীয়তি বা উপার্কারীয়তি যেমন সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ (উপ+ঌকারীয়তি) উপল্কারীয়তি বা উপাল্কারীয়তি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

ঋকার গ্রহণে যদি ঌকারের গ্রহণও সন্নিহিত হয়, তবে "উরণ্ রপরঃ" ১।১।৫১ এই সূত্রানুসারে ঌকারেরও রপরত্ব প্রাপ্তি হইবে।

ঌকারের লপরত্ব বলিব এবং তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। সবর্ণ

সংজ্ঞা না হইলে বিধান হইবার জন্য এবং সেই স্থলে থাকিলেই এই স্থলেও রেফের বাধা দিবার জন্য ব্যবহার হইবে। নতুবা "রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে।" ৮।৪।১ এই সূত্রানুসারে রেফ্ এবং ষকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হয় বলিতে গিয়া যেমন ঋকারেরও গ্রহণের বিষয় উক্ত হইয়াছে—মাতৃণাং, পিতৃণাং ইত্যাদি স্থলে ণত্ব সিদ্ধি হইবার জন্য, 'কৢপামানং পশ্য' এই স্থলে ৯র পরেও (অট্, কবর্গ, পবর্গ, ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব হয় বলিয়া) ণ হইত।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, সবর্ণ সংজ্ঞা হইলেও 'প্রকৢপ্যমানং পশ্য' এই স্থলে কেন ণত্ব হয় না?

"চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, ল, এবং শর্ ব্যবধান থাকিলে ণত্ব হয় না" এরূপ বলিব (৯বর্ণের মধ্যে ল বর্ণ অবস্থিত আছে বলিয়া হইবে না)।

অন্য কোনও ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, "বর্গের মধ্যস্থিত যে তবর্গ অর্থাৎ আদি কবর্গ এবং অন্ত্য পবর্গ ভিন্ন তন্মধ্যবর্ত্তী চ, ট, ত বর্গ এবং ল, শ, স ব্যবধান থাকিলে ণত্ব হয় না বলিব।" বর্ণের একদেশও বর্ণ গ্রহণে গৃহীত হয় বলিয়া ৯কারের মধ্যে যে লকারাংশ, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ণত্ব নিষেধ হইবে।

যদি এই রূপই হয় তবে র এবং ষকারের পরে ণত্ব বিধান কালে ঋকারের গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই। যেহেতু বর্ণের একদেশ যখন বর্ণ গ্রহণে গৃহীত হয়, তখন ঋকারের মধ্যে যে রেফ্ অংশ আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ণত্ব হইবে।

নাজ্ঝলৌ ॥ ১০ ॥

ন + আ + অচ্ + হলৌ। ১০।

সূত্রানুবাদ।—আকারের সহিত যে অচ্ তাহাকে আচ্ বলে। সেই আচ্ এবং হল্, ইহারা পরস্পর সবর্ণ হয় না।

বার্ত্তিকমূলম্।—আজ্ঝলোঃ প্রতিষেধে শকারপ্রতিষেধোঽজ্ঝল্ত্বাৎ *।—

বার্ত্তিকানুবাদ।—অচ্ এবং হলের সবর্ণ সংজ্ঞা নিষেধ কালে, শকারের, অচ্ এবং হল্ত্ব হেতু নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—অজ্ঝলোঃ প্রতিষেধে শকারস্য শকারেণ সবর্ণসংজ্ঞায়াঃ

প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্। অজ্ঝল্ত্বাৎ। অচ্চৈব হি শকারো হল্ চ। কথং তাবদচ্ত্বং। ইকারসবর্ণগ্রহণেন শকারমপি গৃহ্ণাতীত্যেবমচ্ত্বং হল্ষু চোপদেশাদ্ধল্ত্বম্। তত্র কো দোষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অচ্ এবং হলের নিষেধ কালে শকারের সহিত শকারের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

তাহার কারণ কি?

অচ্ এবং হল্ত্ব হেতু,—যেহেতু শকার, অচ্ এবং হল্ উভয়ই।

শকার অচ্ কিরূপে?

ইকার, সবর্ণ গ্রহণে শকারকেও গ্রহণ করিবে, অতএব ইহাও অচ্ আর হল্ সংজ্ঞাতে উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া ইহা হল্ও বটে।

তাহাতে দোষ কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—তত্র সবর্ণলোপে দোষঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—তাহাতে সবর্ণলোপে দোষ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—তত্র সবর্ণলোপে দোষো ভবতি। পরশ্শতানি কার্য্যাণি ঝরোঝরি সবর্ণ ইতি লোপো ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—শকার, শকারের সবর্ণ না হইলে, যে স্থলে সবর্ণের লোপের বিষয় হইবে, সেই স্থলে দোষ হইবে যথা—(পরঃ+শতানি) 'পরশ্শতানি কার্য্যাণি' এস্থলে "ঝরোঝরি সবর্ণে" ৮।৪।৬৫ (হলের পরস্থিত যে ঝর্ তাহার লোপ হয় বিকল্পে, সবর্ণ ঝর্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে শকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধমনচ্ত্বাৎ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—অনচ্ত্বহেতু ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। অনচ্ত্বাৎ। কথমনচ্ত্বম্। স্পৃষ্টং করণং স্পর্শানাম্। ঈষৎস্পৃষ্টমন্তঃস্থানাম্। বিবৃতমূষ্মণাম্। ঈষদিত্যেবানুবর্ত্ততে। স্বরাণাঞ্চ বিবৃতম্। ঈষদিতি নিবৃত্তম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

ইহা অচ্ নহে বলিয়া।

কেন ইহা (এই শকার) অচ্ নহে?

স্পর্শবর্ণ সমূহের স্পৃষ্ট প্রযত্ন, অন্তঃস্থ বর্ণ সমূহের ঈষৎস্পৃষ্ট প্রযত্ন, ঊষ্মবর্ণ

সমূহের বিবৃত প্রযত্ন, এ স্থলে ঈষৎ শব্দের অনুবৃত্তি আসিবে অর্থাৎ উষ্মবর্ণ সমূহের ঈষদ্বিবৃত প্রযত্ন, স্বর সমূহের কিন্তু বিবৃত প্রযত্ন, এস্থলে 'ঈষৎ' শব্দ নিবৃত্ত হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।— বাক্যাপরিসমাপ্তের্বা।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা বাক্যের অপরিসমাপ্তি হেতু ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—বাক্যাপরিসমাপ্তের্বা পুনঃ সিদ্ধমেতৎ। কিমিদং বাক্যাপরিসমাপ্তেরিতি। বর্ণানামুপদেশস্তাবদুপদেশোত্তরকালা ইৎসংজ্ঞা ইৎসংজ্ঞোত্তরকাল আদিরন্ত্যেন সহেতেতি প্রত্যাহারঃ প্রত্যাহারোত্তরকালা সবর্ণসংজ্ঞা সবর্ণসংজ্ঞোত্তরকালমণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয় ইতি সবর্ণগ্রহণম্। এতেন সর্ব্বেণ সমুদিতেনান্যত্র সবর্ণানাং গ্রহণং ভবতি। ন চাত্রৈকারঃ শকারং গৃহ্নাতি। যথৈব তর্হীকারঃ শকারং ন গৃহ্নাতি এবমীকারমপি ন গৃহ্নীয়াৎ। তত্র কো দোষঃ। কুমারী ঈহতে কুমারীহতে অকঃ সবর্ণ ইতি দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি।

নৈষ দোষঃ। যদেতদকঃ সবর্ণ ইত্যত্র প্রত্যাহারগ্রহণং তত্রেকার ঈকারং গৃহ্নাতি শকারং ন গৃহ্নাতি। অপর আহ অজ্ঝলোঃ প্রতিষেধে শকারপ্রতিষেধোঽজ্ঝল্ত্বাৎ। অজ্ঝলোঃ প্রতিষেধে শকারস্য শকারেণ সবর্ণসংজ্ঞায়াঃ প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি।

কিং কারণম্। অজ্ঝল্ত্বাৎ। অচ্চৈব হি শকারো হল্ চ। কথং তাবদচ্ত্বং। ইকারঃ সবর্ণগ্রহণেন শকারমপি গৃহ্নাতীত্যেবমচ্ত্বং হলৃপদেশাদ্ধল্ত্বম্। তত্র কো দোষঃ। তত্র সবর্ণলোপে দোষঃ। তত্র সবর্ণলোপে দোষো ভবতি। পরশ্শতানি কার্য্যাণি ঝরোঝরিসবর্ণ ইতি লোপো ন প্রাপ্নোতি সিদ্ধমনচ্ত্বাৎ। সিদ্ধমেতৎ। কথম্। অনচ্ত্বাৎ। কথমনচ্ত্বম্। বাক্যাপরিসমাপ্তের্বা। উক্তা বাক্যাপরিসমাপ্তিঃ। অস্মিন্ পক্ষে বেত্যেতদসমর্থিতং ভবতি। এতচ্চ সমর্থিতম্। কথম্। অস্তু বা শকারস্য শকারেণ সবর্ণসংজ্ঞা বা মা ভূৎ। ননু চোক্তং পরশ্শতানি কার্য্যাণি ঝরোঝরীতি লোপো ন প্রাপ্নোতীতি। মাভূল্লোপঃ ননু চ ভেদো ভবতি সতি লোপে দ্বিশকারকং অসতি লোপে ত্রিশকারকম্। নাস্তি ভেদঃ। অসত্যপি লোপে দ্বিশকারকমেব। কথম্। বিভাষা দ্বির্বচনম্। এবমপি ভেদঃ। অসতি লোপে কদাচিদ্দ্বিশকারকং কদাচিৎ ত্রিশকারকম্। সতি লোপে দ্বিশকারকমেব। স এষ কথং ভেদো ন স্যাৎ যদি নিত্যো লোপঃ স্যাৎ বিভাষা তু সলোপঃ। যথাঽভেদস্তথাস্তু।

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে ব্যাকরণমহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমেপাদে চতুর্থমাহ্নিকম্।

ভাষ্যানুবাদ——অথবা বাক্যের অসমাপ্তি হেতু ইহা সিদ্ধ হইবে।

এই বাক্যের অপরিসমাপ্তি বিষয়টী কি?

পাণিনি প্রথমতঃ অ ই উ প্রভৃতি বর্ণসমূহের উপদেশ করিয়াছেন। উপদেশের পরে ইৎ সংজ্ঞা করিয়াছেন। ইৎ সংজ্ঞার পরে "আদিরন্ত্যেন সহেতা" এই সূত্রানুসারে অন্ত্যবর্ণের সহিত আদিবর্ণের প্রত্যাহার সংজ্ঞা করিয়াছেন। প্রত্যাহারের পরে সবর্ণ সংজ্ঞা করিয়াছেন। সবর্ণ সংজ্ঞার পরে, সবর্ণ সংজ্ঞায় কোন্ কোন্ বর্ণের গ্রহণ হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য "অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ" এই সূত্রানুসারে সবর্ণ সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা সকলের কার্য্য শেষ হইলে সবর্ণের গ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং এই স্থলে ইকার শকারকে সবর্ণসংজ্ঞায় গ্রহণ করিবে না।

তবে যেমন ইকার, শকারকে সবর্ণ সংজ্ঞায় গ্রহণ করিল না, সেইরূপ ঈকারকেও গ্রহণ না করুক!

তাহাতে দোষ কি? অর্থাৎ ঈকে ঈর সবর্ণ না করিলে কি দোষ হয়?

কুমারী+ঈহতে=কুমারীহতে, এই স্থলে "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" এই সূত্রানুসারে দীর্ঘত্বপ্রাপ্তি হইবে না।

এই স্থলে কোন দোষ হইবে না; কারণ—"অকঃ সবর্ণে" সূত্রে যে "অক্" প্রত্যাহারের গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ইকার ঈকারকেই গ্রহণ করিবে, শকারকে গ্রহণ করিবে না।

অন্য কেহ বলিয়া থাকেন যে, "অচ্" এবং "হলের" নিষেধে শকারেরও নিষেধ করিতে হইবে। যেহেতু "শকার" "অচ্" এবং "হল্" উভয়ই হইয়াছে। অচ্ এবং হলের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা নিষেধকালে শকারের সহিত শকারের সবর্ণ সংজ্ঞার নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

তাহার কারণ কি?

যেহেতু "শকার" "অচ্" এবং "হল্" এই উভয় সংজ্ঞাবিশিষ্ট। "শকার" "অচ্"ও হইয়াছে এবং "হল্"ও হইয়াছে।

ইহা অচ হইল কিরূপে?

ইকার সবর্ণের গ্রহণে শকারকেও গ্রহণ করিবে। এই জন্য ইহা অচ্ত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট। আর হলের মধ্যে পাঠ করা হইয়াছে বলিয়া ইহা হল্ত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট। তাহাতে দোষ কি? (অর্থাৎ যদি "শকার" শকারের সবর্ণ না হয়, তাহাতে দোষ কি?)

তাহাতে সবর্ণের লোপে দোষ হইবে—তাহা হইলে যেস্থলে সবর্ণের লোপ হইবে, সেই স্থলে দোষ হইবে। যথা——পরঃ+শতানি··'পরশ্শতানি কার্য্যাণি' এই স্থলে "ঝরোঝরি সবর্ণে" এই সূত্রানুসারে শকার শকারের সবর্ণ না হওয়াতে লোপপ্রাপ্তি হইবে না।

অচ্ত্ব না হওয়াতে, ইহা সিদ্ধ হইবে।

ইহা (লোপ) সিদ্ধ হইবে। কিরূপে?

ইহা অচ্ হয় নাই বলিয়া।

কেন ইহা অচ্ হইল না?

বাক্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই বলিয়াই এস্থলে অচ্ হইল না। বাক্যের অপরিসমাপ্তি বিষয়টি কি তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এই স্থলে বা শব্দটী (অর্থাৎ বাক্যাপরিসমাপ্তের্ব্বা হইবে "বা" শব্দটী) সমর্থন করা যায় না।

ইহাও সমর্থন হইবে। কিরূপে?

শকারের সহিত শকারের, সবর্ণ সংজ্ঞা না ই বা হইল, বিকল্পে (লোপ) বা শব্দটী করিলেই সমর্থন হইবে। যদি বল যে পূর্ব্বোক্ত "পরশ্শতানি কার্য্যাণি" এই স্থলে "ঝরোঝরি" সূত্রানুসারে লোপ প্রাপ্ত হইবে না।

লোপ নাই বা হইল?

যদি বল যে কার্য্যগত ভিন্ন হইবে;—লোপ হইলে দুই শকার বিশিষ্ট, এবং লোপ না হইলে তিন শকার বিশিষ্ট (পরশ্শ্শতানি) প্রযোগ হইবে।

ইহাতে কোন ভেদ নাই, কারণ, লোপ না হইলেও দুই শকার বিশিষ্ট রূপই হইবে।

কেন? দ্বির্বচন অর্থাৎ দ্বিত্ববিধান বিকল্পে হইয়া থাকে।

এইরূপ হইলেও ত ভেদ হইবে, কারণ লোপ না হইলে কখনও দুই শকার বিশিষ্ট কখনও তিন শকার বিশিষ্ট রূপ হইবে, কিন্তু লোপ হইলে সর্ব্বদাই দুই শকার বিশিষ্ট রূপ হইবে। কিরূপ হইলে সেই ভেদ

হইত না। যদি লোপ নিত্য হইত। কিন্তু সেই লোপ বিকল্পে হইয়াছে, সুতরাং সেই ভেদ ত অবশ্যই হইবে। অতএব যেরূপ ভেদ আছে, সেই রূপই হউক।

শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিত 'মহাভাষ্যের
প্রথমঅধ্যায়স্থিত প্রথমপাদে
৪র্থ আহ্নিক সমাপ্ত।

পঞ্চম আহ্নিক।

ঈদূদেদ্দ্বিবচনম্ প্রগৃহ্যম্। ১১।

ঈং——ঊং——এং——দ্বিবচনম্। ১। প্রগৃহ্যম্। ১।

স্থত্রানুবাদ।-ঈকারান্ত ঊকারান্ত এবং একারান্ত দ্বিবচননিষ্পন্ন শব্দের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—কিমর্থমীদাদীনাং তপরাণাং প্রগৃহ্যসংজ্ঞোচ্যতে। তপরস্তৎকালস্যেতি তৎকালানাং সবর্ণানাং গ্রহণং যথা স্যাৎ। কেষাম্। উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাম্। অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি। প্লুতানাং তু প্রগৃহ্যসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্। অতৎকালত্বাৎ ন হি প্লুতাস্তৎকালাঃ, অসিদ্ধঃ প্লুতঃ তস্যাসিদ্ধত্বাৎ তৎকালাএব ভবন্তি। সিদ্ধঃ প্লুতঃ স্বরসন্ধিষু। কথং জ্ঞায়তে। যদয়ং প্লুতঃ প্রকৃত্যেতি প্লুতস্য প্রকৃতিভাবং শাস্তি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। সতোহি কার্য্যিণঃ কার্য্যেণ ভবিতব্যম্। কিমেতস্য জ্ঞাপনে প্রয়োজনম্। অপ্লুতাদপ্লুতইত্যেতন্ন বক্তব্যম্। কিমতো যৎ সিদ্ধঃ প্লুতঃ স্বরসন্ধিষু সংজ্ঞাবিধাবসিদ্ধঃ তস্যাসিদ্ধত্বাৎ তৎকালাএব ভবন্তি। সংজ্ঞাবিধৌ চ সিদ্ধঃ। কথম্। কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষং, যত্র কার্য্যং তত্র উপস্থিতং দ্রষ্টব্যং; প্রগৃহ্যঃ প্রকৃত্যেত্যুপস্থিতমিদং ভবতি। ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যমিতি।

কিং পুনঃ প্লুতস্য প্রগৃহ্যসংজ্ঞাবচনে প্রয়োজনম্। প্রগৃহ্যাশ্রয়ঃ প্রকৃতিভাবো যথা স্যাৎ। মা ভূদেবম্। প্লুতঃ প্রকৃত্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। নৈবং শক্যম্। উপস্থিতে হি দোষঃ স্যাৎ। অপ্লুতবদুপস্থিত ইত্যত্র পঠিষ্যতি হ্যাচার্য্যঃ বদ্বচনম্

প্লুতকার্য্যপ্রতিষেধার্থম্। প্লুতপ্রতিষেধে হি প্রগৃহ্যপ্লুতপ্রতিষেধপ্রসঙ্গোঽন্যেন বিহিতত্বাদিতি। তস্মাৎ প্লুতস্য প্রগৃহ্যসংজ্ঞৈষিতব্যা, প্রগৃহ্যাশ্রয়ঃ প্রকৃতিভাবো যথা স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈৎ, ঊৎ ইত্যাদি স্থলে, ঈকার ঊকারের পরে, 'ত'কার পর বিশিষ্টের কেন প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করা হইল? "তপরস্তৎকালস্য" এই সূত্রানুসারে তৎকালবিশিষ্ট যে সবর্ণ, তাহাদের যাহাতে প্রগৃহ্যসংজ্ঞায় গ্রহণ হইতে পারে।

কাহাদের?

উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত উচ্চারণ বিশিষ্ট বর্ণেরও যাহাতে সবর্ণ হয়।

ইহার কি প্রয়োজন আছে?

তা' বৈকি।

তাহা হইলেও ত প্লুতের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না।

তাহার কারণ কি?

তাহার (ঈকারাদির) তুল্য কাল বিশিষ্ট হয় নাই বলিয়া, (প্লুতের প্রাপ্তি হইবে না) প্লুত কখনও 'তৎকাল' বিশিষ্ট নহে। প্লুতবিধায়ক শাস্ত্র অর্থাৎ "দূরাদ্ধূতে চ" ৮।২।৮৪ ইত্যাদি প্লুত বিধায়ক শাস্ত্র (অসিদ্ধকাণ্ডে পঠিত হইয়াছে বলিয়া) অসিদ্ধ হওয়াতে তৎকালেরই অর্থাৎ দীর্ঘেরই মাত্র প্রগৃহ্য সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে।

স্বরসন্ধিতে প্লুতবিধায়ক শাস্ত্র সিদ্ধই রহিয়াছে।

কিরূপে জানা যাইবে?

যেহেতু প্লুত প্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্ ৬।১।১২৫ (প্লুত এবং প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইলে তাহাদের পরে অচ্ থাকিলে নিত্য প্রকৃতিভাব হয়) এই সূত্রানুসারে প্লুতের প্রকৃতিভাব আদেশ করিয়াছেন।

কিরূপে ইহা জ্ঞাপক হইল?

কার্য্যী থাকিলেই তদ্দ্বারা কার্য্য হইতে পারে।

এই জ্ঞাপনের প্রয়োজন কি?

(অতোরোরপ্লুতাদপ্লুতে) এই সূত্রে 'অপ্লুতাদপ্লুতে' ইহা বলিবার আর প্রয়োজন হয় না।

স্বরসন্ধিতে যদি প্লুত কার্য্য সিদ্ধও হয়, তাহাতেই বা কি হইল; কারণ, সংজ্ঞাবিধিতে ত অসিদ্ধই রহিল, অতএব সেই অসিদ্ধত্ব হেতু তৎকালেরই

গ্রহণ হইবে (যেহেতু "ঈদূদেদ্দ্বিবচনং" এই সূত্র সংজ্ঞাবিধায়ক)। সংজ্ঞা-বিধিতেও ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

"কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষম্" ('সংজ্ঞাবিহিতকার্য্য' যথাকালে হইয়া থাকে, এইরূপ পরিভাষা রহিয়াছে) এই পরিভাষা অনুসারে যে স্থলেই কার্য্য হইবে, সেই স্থলেই ইহা উপস্থিত দৃষ্ট হইবে; সুতরাং প্রগৃহ্যের প্রকৃতিভাব যে স্থানেই করা হইবে, সেই স্থানেই ইহা উপস্থিত হইবে যে, "ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্"।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, প্লুতের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা করিবার প্রয়োজন কি?

প্রগৃহ্যকে আশ্রয় করিয়া যাহাতে প্রকৃতি ভাব হয়। এইরূপে নাই বা হইল, প্লুতের ত স্বতন্ত্র ভাবই প্রকৃতি ভাব ("প্লুত প্রগৃহ্যা" এই সূত্রানুসারে প্রকৃতিভাব) হইবে।

এইরূপ করিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে "উপস্থিতে" এই স্থলে দোষ হইবে—"অপ্লুতবদুপস্থিতে" ৬।১।১২৯ (উপস্থিত অর্থাৎ অনার্ষ অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ ভিন্ন অন্যত্র 'ইতি' শব্দ পরে থাকিলে প্লুতের স্থানে অপ্লুতের ন্যায় কার্য্য হয়। অর্থাৎ যণ্ প্রভৃতি কার্য্য হয়।) এইসূত্রে আচার্য্য পাঠ করিবেন যে,'বৎ'শব্দটী প্লুতকার্য্যে নিষেধের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে, কারণ, প্লুতের নিষেধে 'প্রগৃহ্যপ্লুতে'রই নিষেধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, যেহেতু অন্য সূত্রানুসারে তাহা বিহিত হইয়াছে।

অতএব প্লুতের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য; প্রগৃহ্যকে আশ্রয় করিয়া যাহাতে প্রকৃতিভাব হইতে পারে।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পুনর্দীর্ঘাণামতপরাণাং প্রগৃহ্যসংজ্ঞোচ্যতে এবমপ্যো-কারএব একঃ সবর্ণান্ গৃহ্ণীয়াদ্ ঈকারোকারৌ ন গৃহ্ণীয়াতাম্। কিং কারণম্। অনণ্ত্বাৎ। যদি পুনর্হ্রস্বানামতপরাণাং প্রগৃহ্যসংজ্ঞোচ্যতে। নৈবং শক্যম্। ইহাপি প্রসজ্যেত। অকুর্ব্বহি অত্র অকুর্ব্বহ্যত্রেতি। তস্মাৎ দীর্ঘা-ণামেব তপরাণাং প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বক্তব্যা। দীর্ঘাণাং চোচ্যমানা প্লুতানাং ন প্রাপ্নোতি। এবং তর্হি কিং ন এতেন যত্নেন যৎ সিদ্ধঃ প্লুতঃ স্বরসন্ধি-ষ্বিতি। অসিদ্ধঃ প্লুতস্তস্যাসিদ্ধত্বাৎ তৎকালাএব ভবন্তীতি। কথং যৎ তজ্জ্ঞা-পকমুক্তং প্লুতপ্রগৃহ্যা অচীতি। প্লুতভাবী প্রকৃত্যেত্যেবমেতৎ বিজ্ঞায়তে। কথং যত্তৎ প্রয়োজনমুক্তম্। ক্রিয়তে তন্ন্যাস এব। অপ্লুতাদপ্লুত ইতি।

এবমপি যৎ সিদ্ধে প্রগৃহ্যকার্য্যং তৎ প্লুতস্য ন প্রাপ্নোতি অণোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিক ইতি। এবং তর্হি কিং ন এতেন যত্নেন কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষমিতি যথোদ্দেশমেব সংজ্ঞাপরিভাষম্। অত্র চাসাবসিদ্ধঃ তস্যাসিদ্ধত্বাৎ তৎকালাএব ভবন্তি। কথং পুনরিদং বিজ্ঞায়তে ঈদাদয়ো দ্বিবচনমাহোস্বিদীদাদ্যন্তং যদ্দ্বিবচনমিতি কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি তপরবিহীন দীর্ঘবর্ণসমূহের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বলা হয়, তাহা হইলেও, কেবল একমাত্র একারই তাহার সবর্ণ সমূহকে গ্রহণ করুক, কিন্তু ঈকার বা ঊকার, তাহার সবর্ণসমূহকে গ্রহণ না করুক।

তাহার কারণ কি? যেহেতু ইহা অণ্ হয নাই, অর্থাৎ ঈ, ঊ, 'অইউণ্' প্রভৃতি সূত্রে পঠিত হয় নাই; কিন্তু 'এ' কারের 'এওঙ্' সূত্রে পাঠ হইযাছে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি 'ত' পর বিহীন হ্রস্ববর্ণ সমূহের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বলা হয়, এইরূপ বলিতে পারা যায না, কারণ, তাহা হইলে "অকুর্ব্বহি+অত্র =অকুর্ব্বহ্যত্র" এইস্থলেও (প্রগৃহ্যসংজ্ঞা) প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সিদ্ধ হইবে না। সেই হেতু তপরবিশিষ্ট দীর্ঘবর্ণ সমূহেরই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা বলিতে হইবে। এবং দীর্ঘবর্ণ সমূহের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা বলিলে প্লুতসমূহের প্রগৃহ্য প্রাপ্তি হইবে না।

যদি এইরূপই হয়, তবে স্বরসন্ধিতে যখন প্লুত সিদ্ধই আছে, তখন আমাদের এরূপ যত্নের প্রযোজন কি? প্লুত অসিদ্ধই রহিযাছে, তাহার অসিদ্ধত্ব হেতু ঠিক্ তৎকালেরই হইবে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, প্লুতবিধায়ক শাস্ত্রকে স্বরসন্ধি কার্য্যে সিদ্ধ হইবে মানিয়া আবার তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা নিবারণের জন্য তপর করা অনাবশ্যক, বরং স্বরসন্ধি বিষয়ে অষ্টম অধ্যায়ের অসিদ্ধ কাণ্ডস্থিত প্লুত কার্য্য অসিদ্ধ স্বীকার করিলেই অক্লেশে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। যদি এইরূপই হয, তাহা হইলে "প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্" এই স্থলে যে স্বরসন্ধি বিষযে প্লুতের সিদ্ধতা রহিযাছে, বলিয়া জ্ঞাপক দেখান হইয়াছে. তাহার কি হইবে? সেইস্থলে ভবিষ্যতে যে প্লুত হইবে, তাহার প্রকৃতিভাব মানিয়াই এই স্থলে ইহা বিজ্ঞাপিত হইযাছে বলিযা জানিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বে যে প্রয়োজনের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তাহা এইস্থলে ন্যাস (অর্থাৎ প্রক্ষেপ বা ঊহ্য) করিতে হইবে

"অপ্লুতাৎ—অপ্লুতে" এইরূপ করা হইবে। এইরূপ সত্ত্বেও, সিদ্ধ বিষয়ে যে প্রগৃহ্য কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাতে প্লুতের প্রাপ্তি হইবে না;—

"অণো প্রগৃহ্যস্যানুনাসিকঃ" এই সূত্রে ঐ দোষ ঘটিবে।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের এত চেষ্টা করিবারই বা প্রয়োজন কি যে, সংজ্ঞাপরিভাষা কার্য্যকালেই হইবে; সংজ্ঞাপরিভাষা যথোদ্দেশে করিলেই ত হইল? অর্থাৎ তাহা হইলে যে স্থানেই কার্য্য হউক না কেন, সেই স্থানই উদ্দেশ করিয়া খুঁজিয়া লইবে।

ইহা এই স্থলে অসিদ্ধ হইবে; সুতরাং ইহার অসিদ্ধতা হেতু তৎকালেই হইবে, অর্থাৎ যে সময়ে প্লুতের বিষয় উপস্থিত হইবে, সেই সময়েই কার্য্য হইবে।

ইহা কিরূপে জানা যাইবে যে, ঈকার এবং ঊকার, আদি বিশিষ্ট যে, দ্বিবচন নিষ্পন্ন শব্দ তাহারই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে অথবা ঈ, ঊ অন্ত-বিশিষ্ট যে দ্বিবচন নিষ্পন্ন শব্দ, তাহারই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে?

ইহাতে বিশেষ কি? অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে তারতম্য কি আছে?

বার্ত্তিকমূলম্।—ঈদাদয়ো দ্বিবচনং প্রগৃহ্যা ইতি চেদন্ত্যস্য বিধিঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঈ, ঊ আদি বিশিষ্ট দ্বিবচন নিষ্পন্ন শব্দের যদি প্রগৃহ্য সংজ্ঞা বলা হয়, তবে আবার এইরূপ অন্তবিশিষ্টেরও বিধান করিবার প্রয়োজন হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ঈদাদয়োদ্বিবচনং প্রগৃহ্যাইতি চেৎ অন্ত্যস্য প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বিধেয়া পচেতে ইতি পচেথে ইতি। বচনাদ্ভবিষ্যতি। অস্তি বচনে প্রযোজনম্। কিম্। খট্বে ইতি মালে ইতি। অস্তু তর্হি ঈদাদ্যন্তং যদ্দ্বিবচনমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি ঈ, ঊ প্রভৃতি আদি বিশিষ্ট দ্বিবচন নিষ্পন্ন শব্দের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা বলা হয়, তাহা হইলে আবার অন্ত্য বর্ণেরও প্রগৃহ্য সংজ্ঞা বিধান করিতে হইবে। যথা—পচেতে+ইতি, পচেথে+ ইতি (এইস্থলে আতাম্ এবং আথাম্ বিভক্তির আকারের স্থানে একার হইয়া পচেতে, পচেথে প্রয়োগ হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে সুধু একারটী দ্বিবচনান্ত হয় নাই বলিয়া, প্রগৃহ্য সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না; অতএব পুনঃ একারান্তের বিধান করিতে হইবে)।

কেন, বচন অর্থাৎ সূত্রানুসারেই হইবে। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিবচন-বিশিষ্ট বিভক্তির অবয়বেও দ্বিবচন রহিয়াছে, সুতরাং আতাম্ বিভক্তিতে

আদিষ্ট একারেও দ্বিবচনত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে) সূত্রের প্রয়োজনও আছে।

কি সেই প্রয়োজন?

খট্বে+ইতি, মালে+ইতি (এইস্থানে খট্বা এবং মালা শব্দে ঔ বিভক্তিতে ঈ আদেশ হইয়া উভয়ের 'একার' রূপ পূর্ব্ব সদৃশ বর্ণ আদেশ হইয়াছে। তাহার আদিবৎ ভাব মানিয়া, একার আদি বিশিষ্ট দ্বিবচননিষ্পন্ন শব্দ হইয়াছে; সুতরাং তাহার জন্য এই বচন করিতে হইবে)।

আচ্ছা, তবে ঈ প্রভৃতি আদি এবং অন্ত উভয় বিশিষ্ট যে শব্দ, তাহারই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা করা হউক?

বার্ত্তিকমূলম্।—ঈদাদ্যন্তং যদ্বিবচনমিতি চেদেকস্য বিধিঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঈ প্রভৃতি আদি এবং অন্ত বিশিষ্ট দ্বিবচনের যদি প্রগৃহ্য সংজ্ঞা করা হয়, তাহা হইলে পুনঃ একের প্রগৃহ্য বিধান করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ঈদাদ্যন্তং দ্বিবচনমিতি চেদেকস্য প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বিধেয়া। খট্বে ইতি, মালে ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ঈ প্রভৃতি আদি ও অন্ত বিশিষ্ট দ্বিবচন নিষ্পন্ন শব্দের যদি প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে খট্বে+ইতি, মালে+ইতি (এই সকল খট্বা ও মালা শব্দের আকারের সহিত পরবর্ত্তী ঈ কারের মিলন হইয়া যে গুণ রূপ একাদেশ হইয়াছে) তাহারও প্রগৃহ্য সংজ্ঞা বিধান করিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বাদ্যন্তবত্ত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা আদ্যন্তবত্ত্ব হেতু এস্থলে কোন দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। আদ্যন্তবত্ত্বাৎ। আদ্যন্তবদেকস্মিন্ কার্য্যং ভবতীত্যেবমেকস্যাপি ভবিষ্যতি। অথবা এবং বক্ষ্যামি, ঈদাদ্যন্তং যদ্বিবচনান্তং ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এইস্থলে কোন দোষ হইবে না॥

ইহার কারণ কি? আদিবত্ত্ব ও অন্তবত্ত্ব হেতু (অর্থাৎ যেহেতু ইহা আদিও হইয়াছে অন্তও হইয়াছে)।

"আদ্যন্তবদেকস্মিন্" এই সূত্রানুসারে যখন আদিবত্ত্ব প্রযুক্ত কার্য্য, পূর্ব্বেও হইয়া থাকে এবং পরেও হইয়া থাকে, তখন সেই কার্য্য একেরই হইবে (অর্থাৎ খট্বে ইতি, এইস্থলে উভয়ে মিলিয়া একাদেশ হইলে, পূর্ব্ববৎ ভাব মানিলেই হইল। এইরূপ অন্যত্র প্রয়োজনমত পরবৎ ভাবও মানা হইবে)। অথবা এইরূপই বলিব যে, ঈ, ঊ প্রভৃতি আদি ও অন্ত বিশিষ্ট যে দ্বিবচনান্ত

শব্দ, তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঈদাদ্যন্তং যদ্দ্বিবচনান্তমিতি চেল্লুকি প্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঈ, ঊ আদ্যন্ত বিশিষ্ট দ্বিবচনান্তের যদি প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়, তবে লুক্ বিষয়ে তাহার বারণ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ঈদাদ্যন্তং যদ্দ্বিবচনান্তমিতি চেৎ লুকি প্রতিষেধোবক্তব্যঃ। কুমার্য্যোরগারং কুমার্য্যগারং। বধ্বোরগারং বধ্বগারং। এতদ্ধীদাদ্যন্তং শ্রূয়তে দ্বিবচনান্তং চ ভবতি প্রত্যয়লক্ষণেন।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি ঈ, ঊ প্রভৃতি অন্ত বিশিষ্ট দ্বিবচনান্তের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়, তবে লুক্ বিষয়ে নিষেধ বলিতে হইবে। যথা কুমার্য্যোঃ+অগারং (এইস্থলে কুমারী শব্দের সমাসে ষষ্ঠীর "ওস্" বিভক্তির লোপ হইয়া, ঈকারান্ত কুমারী শব্দই রহিল এবং প্রত্যয় লোপে প্রত্যয় লক্ষণ হয় বলিয়া দ্বিবচনান্তও হইয়াছে, সুতরাং এইস্থলে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইলে সন্ধি হইত না, কিন্তু এইস্থলে) কুমার্য্যগারং প্রযোগ হইয়াছে। এইরূপ বধ্বোঃ +অগারং =বধ্বগারম্। এই সকল স্থলে ঈ প্রভৃতি বর্ণ, আদি অন্ত বিশিষ্ট শুনা যাইতেছে, এবং "প্রত্যয়লোপে প্রত্যয-লক্ষণম্" এই সূত্রানুসারে 'ওস্' বিভক্তির প্রত্যয়লক্ষণও মানিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সপ্তম্যামর্থগ্রহণং জ্ঞাপকং প্রত্যয়লক্ষণপ্রতিষেধস্য *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সপ্তমীতে অর্থ শব্দের গ্রহণ জ্ঞাপন করিতেছে যে, প্রত্যয় লক্ষণের প্রতিষেধ হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—যদয়ং ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থ ইত্যর্থগ্রহণং করোতি, তজ্জ্-জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ। ন প্রগৃহ্যসংজ্ঞায়াং প্রত্যয়লক্ষণং ভবতীতি। তর্ত্তহি জ্ঞাপকার্থমর্থগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। ঈদাদিভি-র্দ্বিবচনং বিশেষয়িষ্যামঃ। ঈদাদিবিশিষ্টেন চ দ্বিবচনেন তদন্তবিধি-র্ভবিষ্যতি, ঈদাদ্যন্তং যদ্দ্বিবচনং তদন্তমীদাদ্যন্তমিতি। এবমপ্যশুক্লে বস্ত্রে শুক্লে সমপদ্যেতাং শুক্ল্যাস্তাং বস্ত্রে ইতি। অত্র প্রপ্নোতি। অত্র হীদাদি চ দ্বিবচনং তদন্তং চ ভবতি প্রত্যয়লক্ষণেন। অত্রাপ্যকৃতে শী-ভাবে লুগ্ ভবিষ্যতি। ইদমিহ সম্প্রধার্য্যং লুক্ ক্রিয়তাং শীভাব ইতি। কিমত্র কর্ত্তব্যম্। পরত্বাচ্ছীভাবঃ। নিত্যোলুক্। কৃতে শীভাবে প্রাপ্নোত্যকৃতেঽপি প্রাপ্নোতি। অনিত্যো লুগন্যস্যাকৃতে শীভাবে প্রাপ্নোত্যন্যস্যাকৃতে। শব্দান্তরস্য চ প্রাপ্নুবন্ বিধিরনিত্যো ভবতি।

শীভাবোপ্যনিত্যঃ ন হি কৃতে লুকি প্রাপ্নোতি। উভয়োরনিত্যয়োঃ পরত্বাচ্ছীভাবঃ শীভাবে কৃতে লুক্। অথাপি কথঞ্চিন্নিত্যোলুক্ স্যাদেবমপি দোষঃ। বক্ষ্যত্যেতৎপদসংজ্ঞায়ামন্তগ্রহণমন্যত্র সংজ্ঞা-বিধৌ প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তবিধিপ্রতিষেধার্থমিতি। ইদঞ্চাপি প্রত্যয়-গ্রহণময়ং চাপি সংজ্ঞাবিধিঃ। অবশ্যং খল্বস্মিন্ পক্ষে আদ্যন্তবদ্ভাব এষিতব্যঃ। তস্মাদস্তু সএব মধ্যমঃ পক্ষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—"ঈদূতৌচ সপ্তম্যর্থে" (সপ্তমীর অর্থে অবস্থিত যে ঈকারান্ত এবং ঊকারান্ত শব্দ, তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়) এইসূত্রে যে "অর্থ" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই আচার্য্য পাণিনি জ্ঞাপন করিতেছেন যে, প্রগৃহ্য সংজ্ঞা বিষয়ে, প্রত্যয়ের লোপ হইলে, আর সেই প্রত্যয়ের লক্ষণ প্রযুক্ত কার্য্য হয় না।

তাহা হইলে জ্ঞাপকের জন্য "অর্থ" শব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য!

না, তাহা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু 'ঈ' প্রভৃতি আদি বিশিষ্ট যে দ্বিবচন, তাহার সহিত বিশেষণ করিবে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, ঈ প্রভৃতি আদি বিশিষ্টের সহিত এবং দ্বিবচনের সহিত তদন্তবিধি হইবে। অর্থাৎ ঈ প্রভৃতি আদি এবং অন্ত বিশিষ্ট যে দ্বিবচন, তদন্ত যে শব্দ, সে 'ঈদাদ্যন্ত'।

যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলেও, "যে বস্ত্রদ্বয় পূর্ব্বে শুক্ল ছিল না, এখন সে শুক্ল হইয়াছে," এইরূপ বলিলে (অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয় করিয়া শুক্লী+আস্তাং এইস্থলে ঈকারান্ত হইয়াছে এবং চ্বি প্রত্যয়ান্তের অব্যয় সংজ্ঞা প্রযুক্ত দ্বিবচনসূচক বিভক্তির লোপও হইয়াছে। অতএব এ স্থলে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়া উচিত ছিল) "শুক্ল্যাস্তাং বস্ত্রে" এই স্থলেও প্রগৃহ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু এইস্থলে শুক্লী শব্দে 'ঈ' আদি বিশিষ্ট দ্বিবচনও হইয়াছে এবং প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া তদন্ত বিধিও হইবে। এই স্থলে ঔ বিভক্তিতে 'শী" ভাব না করিলেও লোপ হইবে।

এই স্থলে ইহা বিচার করিতে হইবে যে, লোপই করা হইবে, না, শী ভাব করা হইবে, কি করা কর্ত্তব্য?

পরবিধি বলিয়া এস্থলে 'শী' ভাবই প্রাপ্তি হইবে।

তাহা নহে, 'নিত্যবিধি' বলিয়া লোপই হইবে, যেহেতু 'শী'ভাব করিলেও লোপ হইবে, না করিলেও হইবে।

লোপবিধিও অনিত্য। যেহেতু, 'শী' ভাব না করিলে যাহার উত্তর লোপ হইবে, শী ভাব করিলে তাহার উত্তর না হইয়া, অন্যের উত্তর হইবে। যে বিধি শব্দান্তরের উত্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা অনিত্য হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারেই এস্থলে লোপ অনিত্য হইল।

শী ভাবও অনিত্য। কারণ, বিভক্তির লোপ করিলে ত আর শীভাব প্রাপ্তি হইবে না (যাহা সকল সময় সকল অবস্থায় প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নিত্যবিধি বলে); এই দুই অনিত্যের মধ্যে (তুল্য বল হওয়াতে) পরবিধি 'শীভাব' প্রাপ্তি হইবে এবং শীভাব করা হইলে পর লোপ করা হইবে।

আবার যদি কোনরূপে লোপ নিত্য হয়, তাহা হইলেও দোষ হইবে, যেহেতু এইরূপ বলা হইবে যে,—পদ সংজ্ঞায় ('সুপ্তিঙন্তং পদম্' এই পদসংজ্ঞা বিধায়ক সূত্রে) 'অন্ত' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, সংজ্ঞাবিধিতে প্রত্যয় গ্রহণে তদন্ত বিধির নিষেধ করিবার জন্য। সুতরাং ইহাও (ছি্) প্রত্যয় হইয়াছে এবং ইহা (প্রগৃহ্য) সংজ্ঞাবিধিও হইয়াছে ; অতএব এই পক্ষে "আদ্যন্তবদ্‌ভাব" অবশ্যই অভিপ্রেত হইবে, এইজন্য সেই মধ্যম পক্ষই অবলম্বিত হউক।

অদসো মাৎ। ১২।

অদসঃ। ৫। মাৎ। ৫।

অনুবাদ।—'অদস্' শব্দের 'ম' কারের পরে যে, ঈ এবং উ তাহার 'প্রগৃহ্য' সংজ্ঞা হয়। যথা, অমী+ঈশা।

বার্ত্তিকমূলম্।—মাৎ প্রগৃহ্যসংজ্ঞায়াং তস্যাসিদ্ধত্বাদয়াবেকাদেশপ্রতিষেধঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—মকারের পর ঈকার উকার যদি প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়, তবে সেই ঈকার উকারের অসিদ্ধত্ব হেতু, অয়্, আব্ এবং একাদেশ নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—মাৎ প্রগৃহ্যসংজ্ঞায়াং তস্য ঈত্বস্য উত্বস্য চাসিদ্ধত্বাদয়াবেকাদেশাঃ প্রাপ্নুবন্তি তেষাং প্রতিষেধোবক্তব্যঃ। অমী অত্র অমু অত্র। অমী আসাতে। অমু আসাতে। নমু চ প্রগৃহ্যসংজ্ঞাবচনসামর্থ্যাদয়াদয়ো ন ভবিষ্যন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—মকারের পরবর্ত্তী ঈকার এবং উকারের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইলে, সেই ঈকার এবং উকারের অসিদ্ধত্ব প্রযুক্ত অয়্, আব্, এবং

একাদেশ প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং তাহার প্রতিষেধ বলা উচিত। যেমন,— অমী+অত্র, অমূ+ অত্র, (এই দুইস্থলে একাদেশ) অমী+আসাতে, (অয়্ আদেশ) অমূ+আসাতে (আব্ আদেশ) ইত্যাদি। অর্থাৎ অদস্ শব্দের অস্ ভাগের স্থানে 'উ' কার, এবং উকার আর দকারের স্থানে মকার হয় "অদসোসেদ্র্দুদোমঃ ।৮।২।৮০। সূত্রানুসারে এবং "ত্যদাদীনামঃ' ।৭।৩।১০২। 'সূত্রানুসারে অকার 'জসঃ শী' সূত্রানুসারে 'ঈকার' এবং সেই'ঈ'কার পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের সহিত মিলিত হইয়া একার আদেশ হইলে, সেই একার, পরবর্ত্তী 'অত্র' 'আসাতে' প্রভৃতি শব্দের 'অ'কার নিমিত্তক অয়্, আব্, প্রভৃতি আদেশ হইতে পারে, সুতরাং আর প্রকৃতিভাব হইবে না; কারণ, "এত ঈদ্বহুবচনে" ৮।২।৮১। এই ঈত্ব বিধায়ক সূত্র, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "অদসোসেদ্র্দুদোমঃ ৮।২।৮০। সূত্রের প্রতি অসিদ্ধ। এইজন্যই যাহাতে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইতে পারে, তজ্জন্য অয়্, আব্, প্রভৃতি নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

যদি বল যে, প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বচনপ্রযুক্তই (অমী+অত্র প্রভৃতি স্থলে) অয়্ প্রভৃতি আদেশ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—বচনার্থো হি সিদ্ধে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।— প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বচন প্রযুক্ত (যে,অয়াদি হইবে না), (তাহা নহে, কারণ বচন) সিদ্ধে আছে।

ভাষ্যানুবাদ।—নেদং বচনাল্লভ্যম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যৎ সিদ্ধং প্রগৃহ্যকার্য্যং তদর্থমেতৎ স্যাৎ। অণোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিক ইতি। নৈকং প্রয়োজনং যোগারম্ভং প্রয়োজয়তি যদ্যেতাবৎ প্রয়োজনং স্যাত্তত্রৈবায়ং ব্রূয়াদণো প্রগৃহ্যস্যানুনাসিকোঽদসোনেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা (অয়াদি নিষেধ) বচন (প্রগৃহ্য সংজ্ঞা) দ্বারা লভ্য নহে। কারণ, এই বচনের অন্য প্রয়োজন আছে।

কি সেই প্রয়োজন ?

যেস্থলে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা প্রযুক্ত কার্য্য সিদ্ধ রহিয়াছে, সেই স্থানের জন্যই ইহার ("অদসোমাৎ" সূত্রের) প্রয়োজন, (অয়্, প্রভৃতি বারণের জন্য নহে)। "অণো প্রগৃহ্যস্যানুনাসিকঃ ।৮।৪।৫৭।" (১) এই সূত্রের জন্য প্রয়োজন হইবে (অর্থাৎ বহুবচন নিষ্পন্ন "অমী" শব্দের ঈকারও যাহাতে, "অগ্নী" প্রভৃতি শব্দের ন্যায় নিরনুনাসিক হইতে পারে) কারণ,

(১) অন্তে বর্ত্তমান যে প্রগৃহ্যশূন্য 'অণ্' তাহার অনুনাসিক হয় বিকল্পে।

একটী প্রয়োগেরজন্য কখনও একটি সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রের প্রয়োগ করা হয় না।

যদি (সূত্রারম্ভের) ইহাই প্রয়োজন হয়, তবে সেই স্থানেই (৮৷৪৷৫৭ সূত্রেই) এইরূপ বলা হউক যে,"অণোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিকোঽদসো ন" অর্থাৎ অপ্রগৃহ্য 'অণ্'এর অনুনাসিক হয়; কিন্তু "অদস্" শব্দজাত 'অণে'র হয় না।

বার্ত্তিকমূলম্।—বিপ্রতিষেধাদ্বা।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—বিপ্রতিষেধ (তুল্যবলবিরোধহেতু) বিকল্পে প্রগৃহ্য হইবে।*

ভাষ্যমূলম্।—অথবা প্রগৃহ্যসংজ্ঞা ক্রিয়তাম্ অয়াদয়োবেতি। প্রগৃহ্য-সংজ্ঞা ভবিষ্যতি বিপ্রতিষেধেনেতি।

নৈষ যুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। বিপ্রতিষেধে পরমিত্যুচ্যতে পূর্ব্বা চ প্রগৃহ্য-সংজ্ঞা পরেঽয়াদয়ঃ।

পরা প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করিষ্যতে।

সূত্রবিপর্য্যাসঃ কৃতোভবতি।

এবং তর্হি পরৈব প্রগৃহ্যসংজ্ঞা। কথম্।

কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষম্। যত্র কার্য্যং তত্রোপস্থিতং দ্রষ্টব্যম্। প্রগৃহ্যঃ প্রকৃত্যেত্যুপস্থিতমিদং ভবতি অদসোমাদিতি।

এবমপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। কথম্।

দ্বিকার্য্যযোগো হি বিপ্রতিষেধঃ। ন চাত্রৈকোদ্বিকার্য্যযুক্তঃ। এচাময়াদয়ঃ। ঈদূতোঃ প্রগৃহ্যসংজ্ঞা নাবশ্যং দ্বিকার্য্যযোগ এব বিপ্রতিষেধঃ। কিং তর্হ্য-সম্ভবোপি। স চাস্ত্যত্রাসম্ভবঃ।

কোসাবত্রাসম্ভবঃ॥ প্রগৃহ্যসংজ্ঞাভিনির্ব্বর্ত্তমানা অয়াদীন্ বাধতে। অয়াদয়োঽভিনির্ব্বর্ত্তমানাঃ প্রগৃহ্যসংজ্ঞায়ানিমত্তং নিঘ্নন্তীত্যেষো ঽসম্ভবঃ। সত্যসম্ভবে যুক্তো বিপ্রতিষেধঃ।

এবমপ্যযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। সতোহি বিপ্রতিষেধো ভবতি ন চাত্রে-ত্বোত্বেন্তঃ। নাপি মকারঃ। উভয়মপ্যসিদ্ধম্।

আশ্রয়াৎ সিদ্ধত্বং যথা স্যোরুত্বে। আশ্রয়াৎ সিদ্ধত্বং ভবিষ্যতি। তদ্যথা। রুরুত্বে আশ্রয়াৎ সিদ্ধো ভবতি।

কিং পুনঃ কারণং রুরুত্বে আশ্রয়াৎ সিদ্ধো ভবতি ন পুনর্যত্রৈবরুঃ সিদ্ধঃ তত্রৈবোত্বমপ্যুচ্যতে।

নৈবং শক্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করা যাউক, তবেই বিকল্পে 'অয়্' প্রভৃতি আদেশ হইবে।

সাধারণতঃ "এচোয়বায়াবঃ"।৬।১।৭৮। সূত্রানুসারে 'অয়্' প্রভৃতি আদেশ হইলেও, "বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্" এই সূত্রানুসারে, 'তুল্যবলসম্পন্ন সূত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরকার্য্য হইয়া থাকে বলিয়া, এইস্থলেও প্রগৃহ্যকার্য্য হইবে।

এইস্থলে বিপ্রতিষেধ (তুল্যবলবিরোধ) কার্য্য সঙ্গত নহে। কারণ, সেই সূত্রে, "বিপ্রতিষেধে পরম্" (তুল্যবল বিরোধে পর কার্য্য হয়) বলা হইয়াছে; কিন্তু "অদসোমাৎ" ।১।১।১২। প্রভৃতি প্রগৃহ্যসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্র, পূর্ব্বে করা হইয়াছে, আর "এচোয়বায়াবঃ" ।৬।১।৭৮। এই 'অয়্' বিধায়ক সূত্র পরে করা হইয়াছে, সুতরাং "বিপ্রতিষেধ" হইতে পারিবে না।

পরেই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা করা হইবে?

তাহা হইলে ত আবার পাণিনীয় নিয়মের বিপর্য্যয় (পরিবর্ত্তন) করা হইবে?

সূত্র বিপরীত না করিয়া, পূর্ব্বাবস্থায় রাখিলেও, তবে পরেই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে।

কিরূপে?

কার্য্যকালেই (কার্য্যসম্পাদন সময়েই) সংজ্ঞা এবং পরিভাষাকার্য্য হইবে। সুতরাং যে স্থানে কার্য্য দেখিবে, সেইস্থলেই (সূত্র) উপস্থিত দৃষ্ট হইবে। অতএব যে স্থলে প্রগৃহ্যসংজ্ঞাপ্রযুক্ত প্রকৃতিভাব (সন্ধিনিষেধ) হইবে, সেইস্থলে "অদসোমাৎ" সূত্র উপস্থিত হইবে (তাহা হইলেই 'অদস্' শব্দের মকারের পরস্থিত ঈকারেরও প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইয়া প্রকৃতিভাব হইবে)।

এইরূপ হইলেও বিপ্রতিষেধ অসঙ্গত হইবে।

কিরূপে?

যেহেতু, দুইটী কার্য্য একত্র যোগ হইলেই বিপ্রতিষেধ হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে একস্থলে দুই কার্য্যের যোগ হয় নাই। কারণ, এচ্ অর্থাৎ একার, ঐকার, ওকারের স্থানে হইল অয়্ প্রভৃতি আদেশ, আর ঈ এবং ঊর হইল প্রগৃহ্যসংজ্ঞা।

একস্থানে দুই কার্য্য প্রাপ্তি হইলেই যে বিপ্রতিষেধ হইবে, কেবল তাহাই নহে।

তবে কি ?

অসম্ভব কার্য্য হইলেও বিপ্রতিষেধ হয়, সেই অসম্ভব কার্য্যই এইস্থলে হইয়াছে।

কি সেই অসম্ভব ?

প্রগৃহ্য সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইলে অয়্ প্রভৃতি আদেশকে বাধ (নিবৃত্তি) করিবে। আবার অয়্ প্রভৃতি আদেশ প্রবর্ত্তিত হইলে, প্রগৃহ্যসংজ্ঞার নিমিত্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই অসম্ভব। অতএব অসম্ভব হইলে যে বিপ্রতিষেধ, তাহা এস্থলে সঙ্গতই।

এইরূপ হইলেও বিপ্রতিষেধ অসঙ্গত। কারণ, কার্য্যসমূহ সিদ্ধ হইলেই বিপ্রতিষেধ হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে ("অদসোসেদ্দাদুদোমঃ" প্রভৃতি মত্ব, ঈত্ব, ঊত্ব বিধায়ক সূত্র, ৮ম অধ্যায়ের অসিদ্ধকাণ্ডে পঠিত হইয়াছে বলিয়া) না ঈত্ব, ঊত্ব অথবা না মকার সিদ্ধ হইয়াছে। বরং উভয়ই অসিদ্ধ হইয়াছে।

(কেন,) আশ্রয়ত্ব হেতু সিদ্ধ হইবে, যেমন (সসজুষো রুঃ ।৮।২।৬৬। প্রভৃতি রু বিধায়ক সূত্র, যদিও "অতোরোরপ্লুতাদপ্লুতে ।৬।১।১১৩।" সূত্রের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ, তথাপি বিধান প্রযুক্তই, 'উ' ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা সূত্রই ব্যর্থ হয়) আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত ইত্ব 'উ'ত্ব বিধায়ক কার্য্যে 'রু'ত্ব বিধি সিদ্ধ মানিতে হয়।

পুনঃ কি কারণেই বা 'উত্ব' বিধিতে, আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত 'রুত্ব' বিধি সিদ্ধ মানিতে হইবে ? কি কারণেই বা যেখানে রুত্ব বিধি করা হইবে, সেই স্থলেই গিয়া উত্ব বিধি উপস্থিত হয়, এইরূপ বলা হইবে না ?

এইরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ,—

বার্ত্তিকমূলম্।—অসিদ্ধে হ্যুত্বে আদ্গুণস্যাপ্রসিদ্ধিঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—উত্ব অসিদ্ধ হইলে, "আদ্গুণঃ" (অবর্ণের পরে 'অচ্' থাকিলে, পূর্ব্ব এবং পরস্থানে গুণরূপ এক আদেশ হয়) সূত্রের কার্য্যই অপ্রসিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—অসিদ্ধে হ্যুত্বে আদ্গুণস্যাপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ। বৃক্ষোত্র প্লক্ষোত্র। তস্মাত্তত্রাশ্রয়াৎ সিদ্ধত্বমেষিতব্যম্। যথা তত্রাশ্রয়াৎ সিদ্ধত্বং ভবতি। এবমিহাপি আশ্রয়াৎ সিদ্ধত্বং ভবিষ্যতি। অথবা প্রগৃহ্যসংজ্ঞাবচনসামর্থ্যাদ-য়াদয়ো ন ভবিষ্যন্তি।

অথবা যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। অদসঃ। অদসঃ পরে ঈদাদয়ঃ প্রগৃহ্য-সংজ্ঞা ভবন্তীতি। ততোমাৎ। মাচ্চ পরে ঈদাদয়ঃ প্রগৃহ্যসংজ্ঞা ভবন্তীতি।

অদস ইত্যেব। কিমর্থং যোগবিভাগঃ। একোযস্তৎ সিদ্ধে প্রগৃহ্যকার্য্যং তদর্থঃ। অপরোযদসিদ্ধে। ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি। অমুয়া অমুয়োরিতি। কিং চ স্যাৎ। যদ্যত্র প্রগৃহ্যসংজ্ঞা স্যাৎ। প্রগৃহ্যাশ্রয়ঃ প্রকৃতিভাবঃ প্রসজ্যেত নৈষ দোষঃ পদান্তপ্রকরণে প্রকৃতিভাবঃ। ন চৈষ পদান্তঃ। এবমপ্যমুকেঽত্র, অত্রাপি প্রপ্নোতি। দ্বিৰ্ব্বচনমিতি বৰ্ত্ততে।

যদি দ্বির্বচনমিতি বর্ত্ততে, অমী অত্র, অত্র ন প্রাপ্নোতি। এবং তর্হি এদন্তমিতি নিবৃত্তম্।

অথবা আহায়মদসোমাদিতি। ন চ ঈত্বোত্বেন্তঃ। নাপি মকারঃ। তত এবং বিজ্ঞাস্যামঃ। মার্থাদীদাদ্যর্থানামিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উত্ববিধায়ক সূত্র অসিদ্ধ হইলে, "আদ্‌গুণঃ" সূত্রানুসারে 'বৃক্ষোত্র' 'প্লক্ষোত্র' প্রভৃতি প্রয়োগই অসিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ 'বৃক্ষ' শব্দের প্রথমার একবচনে, 'সু' বিভক্তি আসিয়া সেই 'বৃক্ষস্' শব্দের 'স' স্থানে 'রু' করিবার জন্য যে, অষ্টম অধ্যায়ের অসিদ্ধকাণ্ডে "সসজুষো রুঃ" সূত্র আছে, যদি তাহা এইস্থলে, সিদ্ধ না বলা হয়; তবে 'উ'ত্ব বিধায়ক "অতোরোরপ্লুতাদপ্লুতে" সূত্রকে, অসিদ্ধকাণ্ডে লইয়া গিয়া 'উত্ব' বিধান করা গেল, কিন্তু এক্ষণে যে, আবার "উ'ত্ব বিধান অসিদ্ধ হওয়াতে, "আদ্‌গুণঃ" ৬।১।৮৭ সূত্রানুসারে, 'বৃক্ষ' শব্দের অকারের পরে, ('স' স্থানে রু এবং রু স্থানে উ অসিদ্ধকাণ্ডে) উকার থাকাতে, 'ওকারও হইবে না, সুতরাং বৃক্ষোঽত্র, প্লক্ষোঽত্র প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে না।

এই হেতুই সেইস্থলে, আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত (উকারকে আশ্রয় করিয়া) করিতে হইবে। আর সেইস্থলে যেরূপ আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত সিদ্ধ হইয়াছে, সেরূপ এস্থলেও আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত সিদ্ধ হইবে।

অথবা প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বচন বলেই "অয়্" প্রভৃতি আদেশ হইবে না।

অথবা যোগবিভাগ করা হইবে।

এক ভাগ করা হইবে, 'অদসঃ'। অর্থ হইবে, অদসের পরে 'ঈ' প্রভৃতি বর্ণের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়। তার পরে করা হইবে,—'মাৎ' অর্থ হইবে— মকারের পরে যে ঈ প্রভৃতি বর্ণ, তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। সেই 'ম'কারের পরস্থিত ঈকারের, 'অদস্' শব্দ সম্বন্ধী ঈকার হইলেই, প্রগৃ-

হ্যসংজ্ঞা হইবে। যেহেতু বিভাগীকৃত পূর্ব্বভাগের অদস্ শব্দ হইতে, পরভাগের 'মাৎ' ভাগে অনুবৃত্তি আসিয়াছে।

যোগবিভাগের প্রয়োজন কি?

একভাগের প্রয়োজন হইয়াছে, সিদ্ধবিষয়ে (যেখানে ঈত্ব, ঊত্ব সিদ্ধ আছে) প্রগৃহ্যকার্য্য হইবার জন্য। অপরভাগ হইয়াছে, যেখানে সিদ্ধ নাই, সেখানেও প্রগৃহ্য কার্য্য হইবার জন্য।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে 'অমুয়া' 'অমুয়োঃ' এইস্থলে (আঙি চাপঃ) ও ত প্রগৃহ্যসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

হইলই বা তাহাতে কি হইবে, যদি এস্থলে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়?

কেন, প্রগৃহ্যসংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া 'প্রকৃতিভাবে'র প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে।

ইহা কোনও দোষ নহে, কারণ 'প্রকৃতিভাব' কার্য্য পদান্তপ্রকরণেই হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ত পদান্ত নহে।

এইরূপ হইলে অমুকেঽত্র (অমুকে+অত্র) এস্থলেও প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু, এস্থলে দ্বিবচন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যদি দ্বিবচন বিশিষ্ট 'অদস্' শব্দ সম্বন্ধী 'ঈ'কার 'ঊ'কার এবং 'এ'কারেরই প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে বহুবচন নিষ্পন্ন 'অমী' শব্দের পরে 'অত্র' শব্দ থাকিলে সে স্থলে প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইবে না?

যদি এইরূপই হয, তাহা হইলে একারান্তের নিবৃত্তি হইবে।

অথবা যখন 'অদসোমাৎ' এইরূপ সূত্র বলা হইয়াছে (তখন) এস্থলে ঈত্ব এবং ঊত্ব ও হইতে পারে না (যেহেতু 'এতঈদ্বহুচনে ৮।২।৮১" এই সূত্র অষ্টম অধ্যায়ের অসিদ্ধকাণ্ডে পঠিত হইয়াছে।) এবং মকারও হইতে পারে না। (অদসোসের্দাদুদোমঃ ।৮।২।৮০। এইসূত্রও অষ্টম অধ্যায়ের অসিদ্ধকাণ্ডে পঠিত হইয়াছে)। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমরা এইরূপ জানিব যে, মকার, ঈকার এবং ঊকার স্থানের নিমিত্তভূত যে অদস্ শব্দ, তাহার পরে (ঈকার, ঊকার) প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—উক্তং বা। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা এইরূপ উক্তই হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্। অদস ঈত্বোত্বে স্বরে বহিষ্পদলক্ষণে সিদ্ধে বক্তব্যে প্রগৃহ্যসংজ্ঞায়াং চেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কি বলা হইয়াছে ?

ঈত্বে. ঊত্বে, স্বরবর্ণে, পরপদলক্ষণে অদস্ শব্দ প্রযুক্ত কার্য্য সিদ্ধই আছে. এবং প্রগৃহ্যসংজ্ঞাতেও (অদস্ শব্দ সিদ্ধ আছে)।

বার্ত্তিকমূলম্।—তত্র সকি দোষঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এইরূপ বলিলে ককার বিশিষ্ট স্থানে দোষ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অত্র সককারে দোষো ভবতি। অমুকেঽত্র।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রগৃহ্যসংজ্ঞাতে'অদস্'শব্দ প্রযুক্ত কার্য্য সিদ্ধ হইলে'অমুকে +অত্র' এইরূপ ককার বিশিষ্ট অদস্ শব্দ স্থলে দোষ ঘটিবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বা গ্রহণবিশেষণত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা এইস্থলে দোষ ঘটিবে না। যেহেতু গ্রহণের বিশেষণ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। গ্রহণবিশেষণত্বাৎ। ন মাদ্‌গ্রহণেন ঈদাদ্যন্তং বিশেষ্যতে, কিং তর্হি,ঈদাদয়ো বিশেষ্যন্তে মাৎ পরে যে ঈদাদয় ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এস্থলে কোন দোষ ঘটিবে না।

তাহার কারণ কি ?

গ্রহণের (মাৎ গ্রহণের) বিশেষণত্ব হেতুই (দোষ) হইবে না।

'মাৎ' গ্রহণে. ঈ প্রভৃতি বর্ণ অন্তে আছে যার, তাহার বিশেষণ করা হইবে না।

তবে কি করা হইবে ?

'ম'কারের পরেই যে 'ঈ' প্রভৃতি বর্ণ তাহার প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়।

(এইরূপ করিলেই সর্ব্বদোষ নিবারিত হইবে।)

শে। ১৩।

শে। ৭।

সূত্রানুবাদ।—শে, এই প্রত্যয়টার প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ইহ কস্মান্ন ভবতি কাশে কুশে বংশে ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কাশে, কুশে, বংশে এই সকল শব্দের 'শের' প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয় না কেন ?

বার্ত্তিকমূলম্।—শেঽর্থবদ্‌গ্রহণাৎ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'শে'এইটী, অর্থবিশিষ্টের গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই এইস্থলে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অর্থবতঃ শে শব্দস্য গ্রহণং ন চৈষোঽর্থবান্। এবমপি হরিশে বভ্রুশে ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি; এবং তর্হি লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈবেত্যেবং ন ভবিষ্যতি। অথবা পুনরস্তু অর্থবদ্গ্রহণে নানর্থকস্যেতি। কথং তর্হি হরিশে বভ্রুশে ইতি। একোত্র বিভক্ত্যর্থেনার্থবান্। অপরস্তদ্ধিতার্থেনে। সমুদায়োঽনর্থকঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—(মূল সূত্রে) অর্থবিশিষ্ট 'শে'শব্দেরই গ্রহণ করাহইয়াছে। কিন্তু ইহা (কাশে কুশে ইত্যাদি শব্দস্থিত "শে" শব্দ), অর্থবিশিষ্ট নহে।

যদি এইরূপই হয়, তবে হরিশে বভ্রুশে (হরি এবং বভ্রু শব্দের উত্তর শশ্ প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে হরিশে বভ্রুশে প্রয়োগ সিদ্ধ করা হইয়াছে) এই স্থলেও প্রগৃহ্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলেও সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু লক্ষণ এবং প্রতিপদোক্তের মধ্যে প্রতিপদোক্তেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। (১)

অথবা পুনশ্চ এই কথাই বলিব যে, অর্থবিশিষ্টের গ্রহণে অনর্থকের গ্রহণ হয় না।

তবে 'হরিশে' 'বভ্রুশে' এইস্থলেই বা কেন প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে না?

'হরিশে' শব্দের 'শে' অংশে 'এ'কারটী সপ্তমী বিভক্তির অর্থে অর্থবিশিষ্ট, আর 'শ'কারটী তদ্ধিতের অর্থে অর্থবিশিষ্ট, কিন্তু 'শে' শব্দটী সমুদয় একত্রে মিলিয়া অর্থবিহীন। সুতরাং 'হরিশে' 'বভ্রুশে' এস্থলে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইবে না।

---

(১) কোন লক্ষণের দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন করা হয়, তাহাকে লক্ষণ বলে। 'হরিশে' এইস্থলে 'শে' অংশটী তদ্ধিতের শশ্ প্রত্যয় এবং ৭মীর 'ঙি' এই লক্ষণের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। সূত্রে যেরূপ পদ নির্দ্দিষ্ট থাকে, প্রয়োগেও যদি অবিকল সেই প্রয়োগ পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে প্রতিপদোক্ত বলে। লক্ষণ এবং প্রতিপদোক্ত উভয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলে, প্রতিপদোক্তেরই গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য বেদে যেস্থলে 'অস্মদ্' শব্দের উত্তর 'ঙি' প্রত্যয়ের স্থানে ৭মীর ১ বচনে শে আদেশ করা হইয়াছে, সেই 'শে'র ই গ্রহণ করা, এই 'শে' সূত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং 'অস্মে ইন্দ্রা বৃহস্পতী' এই বৈদিক প্রয়োগ স্থলেই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা সিদ্ধ হইবে।

নিপাত একাজনাঙ্। ১৪।

নিপাতঃ।১। এক+অচ্+ন+আঙ্।১।

সূত্রানুবাদ।—আঙ্ ভিন্ন যে একটী মাত্র নিপাত-স্বরবর্ণ, তাহার প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয় (প্রকৃতিভাব হয়) অর্থাৎ এরূপ শব্দের সঙ্গে সন্ধি প্রভৃতি কার্য্য হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—নিপাত ইতি কিমর্থম্। চকারাত্র জহারাত্র। একাজিতি কিমর্থম্। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষেত্রম্। একাজিত্যপুচ্যমানেত্রাপি প্রাপ্নোতি। এষোপি হ্যেকাচ্।

একাজিতি নায়ং বহুব্রীহিঃ। একোঽজ্ যস্মিন্ সোঽয়মেকাচ্ একাজিতি। কিং তর্হি। তৎপুরুষোঽয়ং সমানাধিকরণঃ। একঃ অচ্। একাচ্। একাজিতি। যদি তৎপুরুষোঽয়ং সমানাধিকরণো নার্থ একগ্রহণেন। ইহ কস্মান্ন ভবতি। প্রেদং ব্রহ্ম। প্রেদং ক্ষেত্রং। অজেব যো নিপাত ইত্যেবং বিজ্ঞায়তে। কিং বক্তব্যমেতৎ। ন হি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। অজ্ গ্রহণসামর্থ্যাৎ যদি হি অচ্চান্যচ্চ স্যাদজ্ গ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। অস্তি হ্যন্যদজ্ গ্রহণস্য প্রয়োজনম্। কিম্। অজন্তস্য যথা স্যাদ্ধলন্তস্য মা ভূৎ।

নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্। এবমপি কৃত এতৎ। দ্বয়োঃ পরিভাষয়োঃ সাবকোশয়োঃ সমবস্থিতয়োরাদ্যন্তবদেকস্মিন্ যেন বিধিস্তদন্তস্যেতি চ। ইয়মিহ পরিভাষা ভবিষ্যতি আদ্যন্তবদেকস্মিন্নিতি। ইয়ঞ্চ ন ভবিষ্যতি যেন বিধিস্তদন্তস্যেতি। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ইয়মিহ পরিভাষা ভবতি আদ্যন্তবদেকস্মিন্নিতি। ইয়ঞ্চ ন ভবতি যেন বিধিস্তদন্তস্যেতি। যদয়-মনাঙিতি প্রতিষেধং শাস্তি। এবং তর্হি সিদ্ধে সতি যদজ্ গ্রহণে ক্রিয়মাণে একগ্রহণং করোতি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্য অন্যত্র বর্ণগ্রহণে জাতিগ্রহণং ভবতীতি। কিমেতস্য জ্ঞাপনে প্রয়োজনম্। দম্ভের্হল্ গ্রহণস্য জাতিবাচকত্বাৎ সিদ্ধমিতি যদুক্তং তদুপপন্নং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'নিপাত একাজনাঙ্' এইসূত্রে নিপাত শব্দের কেন গ্রহণ করা হইল? চকারাত্র (চকার+অত্র) জহারাত্র (জহার+অত্র) এইস্থলে যাহাতে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা না হইতে পারে।

তাৎপর্য্যার্থ।—নিপাত সংজ্ঞা বিশিষ্ট একটী মাত্র স্বরবর্ণের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়, এরূপ না বলিয়া যদি কেবল একটি অচেরই মাত্র প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়

তাহাহইলে ‘কৃ’ এবং ‘সৃ’ ধাতুর উত্তর লিটের প্রথম পুরুষের একবচনে অ (ণল্) প্রত্যয় আসিলে, যেখানে চকার জহার—প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা, নিপাতনের ‘অ’কার না হইয়া, প্রত্যয়ের অকার হওয়াতে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে এবং প্রকৃতিভাব হইবে। সুতরাং ‘চকার’ এবং ‘জহার’ শব্দের পরে অত্র শব্দ থাকিলে সন্ধি হইতে পারিবে না। এইজন্যই ‘নিপাত’ শব্দ সূত্রে গৃহীত হইয়াছে।

(‘নিপাত একাজনাঙ্’ সূত্রে একাচ্ অর্থাৎ একটীমাত্র অচের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়) এইরূপ বলা হইল কেন? প্রেদং ব্রহ্ম (প্র+ইদংব্রহ্ম), প্রেদং ক্ষেত্রং (প্র+ইদংক্ষেত্রং), এস্থলে ‘প্র’শব্দে একটিমাত্র স্বরবর্ণ না হওয়াতে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণও ইহাতে বর্ত্তমান থাকাতে (একাচ্ না বলিলে) প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইত, সন্ধি হইত না।

কেন, ‘একাচ্’বলাতে (প্রেদং ব্রহ্ম) এইস্থলেও প্রগৃহ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। কারণ, ‘প্র”শব্দ একটিমাত্র অচ্ বিশিষ্টই হইয়াছে।

(প্র শব্দে অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণ একটীমাত্র থাকিলেও ইহা একাচ্ হয় নাই। কারণ) ‘একাচ্’ এইটী বহুব্রীহি সমাস নিস্পন্ন নহে যে, একটী অচ্ আছে যাহাতে, সে ‘একাচ্’ হইবে।

তবে কি?

ইহা তৎপুরুষের সমানাধিকরণ বিশিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মধারয় সমাস বিশিষ্ট। (ইহার বাক্য,) ‘এক’ যে ‘অচ্’ সে ‘একাচ্’।

যদি ইহা, তৎপুরুষের সমানাধিকরণ (কর্ম্মধারয়) বিশিষ্টই হয়; তবে ‘এক’শব্দ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। (এক শব্দ গ্রহণ না করিলে) ‘প্রেদং ব্রহ্ম’ ‘প্রেদং ক্ষেত্রং’ এইস্থলে কেন প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে না?

এস্থলে জানিতে হইবে যে, অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণ যে নিপাত, তাহারই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়।

ইহাও কি বলিতে হইবে?

না, (বলিবার প্রয়োজন নাই)।

না বলিলে, কিরূপে (তাহার বিষয়) জানা যাইবে?

‘অচ্’ এর গ্রহণ হেতু।

যদি সেই ‘অচ্’, এবং ‘অচ্’ ভিন্ন অন্য বর্ণ, প্রগৃহ্যসংজ্ঞক হয়, তাহা হইলে ‘অচ্’ গ্রহণই অনাবশ্যক হয়।

যদি বলা হয় 'অচ্' ব্যবহারের আর একটী সার্থকতা আছে। অর্থাৎ 'অচ্' বলিতে 'অচ্'অন্তে আছে যাহার তাহাকে বুঝাইবে,কিন্তু হলন্তকে নহে।

এরূপ অর্থে কোন দোষও নাই এবং প্রয়োজনও নাই। তবে এইমাত্র যে 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' অর্থাৎ যাহাদ্বারা বিধান হইবে তাহার অন্তের হইবে, এই পরিভাষার এখানে অবকাশ না হইযা 'আদ্যন্তবদেকস্মিন্' (অর্থাৎ একটি বর্ণ বিশিষ্ট পদের সঙ্গে যে কার্য্য, তাহা আদির ও অন্তের ন্যায় হয়) এই পরিভাষার অবকাশ হইয়াছে. ইহাই পাণিনির বক্তব্য। একটী মাত্র স্বর বলিলে উহা আদ্য এবং অন্ত উভয়ই, অতএব পূর্ব্বসূত্র যে ব্যাকরণকারের উদ্দেশ্য নয় এবং পরের সূত্রই যে তাঁহার বক্তব্য ইহাই স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে। 'অনাঙ্' এই সূত্রাংশের দ্বারা "যেন বিধিস্ত-দন্তস্য" ইহার প্রতিষেধ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কাহারও অন্তে বলিলেই বহুবর্ণবিশিষ্ট বুঝা যায়. কিন্তু,'আঙ্' এই একটী মাত্র বর্ণের নিষেধের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, একটি মাত্র বর্ণেরই প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। 'অতএব আদ্যন্তবদেকস্মিন্' ইহারই এখানে প্রয়োগস্থল। কিন্তু যেন বিধিস্ত-দন্তস্য সূত্রের প্রয়োজন নাই। যেহেতু সূত্রে 'অনাঙ্' এইরূপ নিষেধ, আদেশ করিয়াছেন।

অতএব 'অচ্' গ্রহণের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইলেও যে আবার 'এক' শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই আচার্য্য জানাইতেছেন যে, অন্যান্য স্থানে একটি মাত্র বর্ণ গ্রহণকালে, সেই জাতীয় সকল বর্ণের গ্রহণ হইবে।

এইরূপ জ্ঞাপনের প্রয়োজন কি?

"দম্ভের্হল্" অর্থাৎ "দম্ভইচ্চ" ।৭।৪।৫৬॥ (১)

এই সূত্রে হলান্তাচ্চ ।১।২।১০। (২) সূত্রের কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া (সনন্ত-প্রকরণে 'হল্,' বলাতে) 'হল্'-জাতীয় যাবতীয় ব্যঞ্জন বর্ণকে বুঝায় বলিয়া এইস্থলেও 'ক'কার ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য হওয়াতে, লোপ হইবে না। ধিপ্সতি ধীপ্সতি ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "এক" শব্দ গ্রহণের দ্বারাই, জাতিবাচকত্ব প্রযুক্ত, হলন্তাচ্চ সূত্রে 'হল্' গ্রহণের দ্বারা

(১) দম্ভধাতুর অচের অর্থাৎ স্বরবর্ণের স্থানে, ই বা ঈ হয়, সকার আদি বিশিষ্ট সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে।

(২) ইকের সমীপবর্ত্তী যে 'হল্' তৎপরস্থিত যে ঝলাদি বিশিষ্ট সন্ প্রত্যয় তাহার 'কিৎ' কার্য্য হয়।

যে, হলের জাতিসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে "দন্ত ইচ্চ" সূত্রে উপপন্ন হইল।

ভাষ্যমূলম্।—অনাঙিতি কিমর্থম্। আ উদকান্তাৎ। ওদকান্তাৎ। ইহ কস্মান্ন ভবতি। আ এবং নু মন্যসে আ এবং কিল তদিতি।

সানুবন্ধকস্যেদমাকারস্য গ্রহণম্। অননুবন্ধকশ্চাত্রাকারঃ। ক্ব পুনরয়ং সানুবন্ধকঃ। ক্ব নিরনুবন্ধকঃ।

ঈষদর্থে ক্রিয়াযোগে মর্য্যাদাভিবিধৌ চ যঃ।
এতমাতং ঙিতং বিদ্যাদ্‌বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সূত্রে ("নিপাত একাজনাঙ্" সূত্রে) "অনাঙ্" শব্দটি কেন উল্লেখ হইল?

'আ+উদকান্তাৎ' এস্থলে সন্ধি হইয়া যাহাতে 'ওদকান্তাৎ' প্রয়োগ হইতে পারে।

আচ্ছা যদি এস্থলে সন্ধিই হইল; তবে "আ+এবং নুমন্যসে," "আ+এবং কিলতৎ" এস্থলে কেন সন্ধি হয় না?

'নিপাত একাজনাঙ্' এই সূত্রে 'আঙ্' এই দ্বারা অব্যয়টি 'ঙ' অনুবন্ধ (লোপ) বিশিষ্ট 'আঙ্' এর প্রগৃহ্যসংজ্ঞা নিষেধ করা হইয়াছে।

"আ+এবং নুমন্যসে" এইস্থলের আকারটি আ (ঙ্) উদকান্তাৎ এই শব্দের ন্যায় 'ঙ' অনুবন্ধ বিশিষ্ট নহে।

আচ্ছা, পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, আকার সানুবন্ধই বা কোথায়, আর নিরনুবন্ধই বা কোথায়?

যেস্থলে ঈষৎ অর্থ বুঝায়, যেস্থলে ক্রিয়ার সহিত আকারের যোগ হয়, যেস্থলে মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা বুঝায় এবং যেস্থলে অভিবিধি অর্থাৎ ব্যাপ্তি বুঝায়, সেস্থলের আকারই 'ঙ' ইৎ বিশিষ্ট জানিতে হইবে। কিন্তু বাক্য (কোন বাক্যের সমর্থন) এবং স্মরণার্থ বুঝাইলে, সেস্থলের 'আ'কারকে, 'ঙ্' অনুবন্ধবিহীন জানিবে।

৩৫। ১৫।

সূত্রানুবাদ।—ওকারান্ত যে নিপাতন, তাহার প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুদাহরণম্।

আহো ইতি। উতাহো ইতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। নিপাত-

সমাহারোঽয়ম্। আহ উ আহো ইতি। উত আহ উ উতাহো ইতি। তত্র নিপাত একাজনাঙিত্যেব সিদ্ধম্।

এবং তর্হ্যেকনিপাতা ইমে। অথবা প্রতিষিধ্যর্থোঽয়মারম্ভঃ।

ওষু যাতং মরুতঃ। ওষু যাতং বৃহতী শক্করী চ। ও চিৎসখায়ং সখ্যাবরৃত্যাম্।

ভাষ্যানুবাদ।—'ওৎ' এইসূত্রের উদাহরণ কি ?

আহো + ইতি, উতাহো + ইতি, এস্থানে 'ও'কারদ্বয়, অন্ত বিশিষ্ট নিপাতন হওয়াতে, 'ইতি' শব্দের সহিত যাহাতে সন্ধি হইতে না পারে এই জন্যই আচার্য্য পাণিনি 'ওৎ' এই সূত্র করিয়াছেন।

এইজন্য সূত্র করিবার কোনই প্রয়োজন নাই ; কারণ, এস্থানে নিপাত সংজ্ঞা বিশিষ্ট কতিপয় বর্ণের সমাহার অর্থাৎ একত্র সমাবেশ হইয়াছে, এইরূপ জানিতে হইবে। যেমন, আহ + উ = আহো, আহো + ইতি, উত + আহ + উ = উতাহো, উতাহো ইতি, এই সকল স্থলে, কয়েকটি নিপাতন বর্ণ একত্র সমাবেশ হওয়াতে 'নিপাত একাজনাঙ্ এই সূত্রানুসারেই প্রগৃহ্য সংজ্ঞা কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

আচ্ছা যদি এইরূপই হয়, তাহাহইলে 'আহো, উতাহো' এই সকল শব্দকে একটী নিপাতনবিশিষ্টশব্দ বলিতে হইবে, (এবং এই জন্যই আচার্য্য পাণিনি "ওৎ" এই সূত্র করিয়াছেন)।

অথবা প্রতিষেধ করিবার জন্যই এই সূত্রের আরম্ভ হইয়াছে। যেমন,——(আ + উষু) "ওষু জাতং মরুতঃ," (আ + উষু) ওষু জাতং বৃহতী শক্করী চ, (আ + উ) "ও চিৎসখায়ং সখ্যাবরৃত্যাম্„ এই সকল স্থলে "অন্তাদিবচ্চ" সূত্রানুসারে যাহাতে পূর্ব্বান্তবদ্ভাব করিয়া পূর্ব্বস্থিত আকারের ধর্ম্ম ওকারে আনিয়া 'নিপাত একজানাঙ্' সূত্রানুসারে সন্ধি নিষেধ না হইতে পারে, এই জন্যই "ওৎ" এই সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ওতশ্চ্বিপ্রতিষেধঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ওকারান্ত নিপাতনের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বিধানকালে, চ্বি প্রত্যয়ের প্রতিষেধ (নিষেধ) করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—ওদন্তনিপাত ইত্যত্র চ্ব্যন্তস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ॥ অনদঃ অদঃ অভবৎ। অদোঽভবৎ তিরোঽভবৎ।

ন বক্তব্যঃ। লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈত্যেবং ন ভবিষ্যতি।

এবমপি অগোঃ গোঃ সমপদ্যত গোঽভবৎ। অত্র প্রাপ্নোতি।

এবং তর্হি গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয় ইতি। তদ্‌যথা। গৌরনুবন্ধ্যোঽজোঽগ্নীষোমীয় ইতি। ন বাহীকোঽনুবধ্যতে।

কথং তর্হি বাহীকে বৃদ্ধ্যাত্বে ভবতঃ। গৌস্তিষ্ঠতি গামানয়েতি। অর্থাশ্রয় এতদেবং ভবতি। যদ্ধি শব্দাশ্রয়ং শব্দমাত্রে তদ্‌ভবতি। শব্দাশ্রয়ে চ বৃদ্ধ্যাত্বে॥

ভাষ্যানুবাদ।—ওকারান্ত নিপাতনের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়, এইস্থলে 'চ্বি' প্রত্যয় অন্ত বিশিষ্ট ওকারান্ত, নিপাতন হইলেও প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয় না, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য। যেমন, অস্ত্যর্থে 'অনদঃ অদঃ অভবৎ' এইস্থলে অভূততদ্‌ভাবে চ্বি প্রত্যয় করিয়া (অস্য চ্বৌ) ।৭।৪।৩২। এই সূত্রানুসারে সেই চ্বি প্রত্যয়ের লোপ হইলে পর 'অদোঽভবৎ, তিরস্ শব্দেরও এইরূপে তিরোঽভবৎ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। এবং চ্বি প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিপাতন হয় বলিয়া অদোঽভবৎ ইহার ওকারও নিপাতন সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইবে। সুতরাং এস্থলে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইলে তাহার সন্ধি হইতে পারিবে না। এইজন্যই চ্বি প্রত্যয়ান্ত ওকারের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ বলিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, এইরূপ নিয়ম আছে যে, লাক্ষণিক (১) এবং প্রতিপদোক্ত (২) শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রতিপদোক্ত শব্দেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। সেই নিয়মানুসারে এখানেও (অদোঽভবৎ, তিরোঽভবৎ ইত্যাদি স্থলে চ্বি প্রত্যয়ের লোপ হওয়াতে চ্বি এর মুখ্য ব্যবহার হয় নাই) প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইবে না।

এইরূপ হইলেও যেস্থলে গো ছিল না অথচ পরে গো হইল, সেইস্থলে (অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয় করিয়া সেই চ্বির লোপ করিয়া) গোঽভবৎ প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে, সেইস্থলে ত প্রগৃহ্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তাহাহইলে গৌণ এবং মুখ্য উভয়কার্য্যে মুখ্য

(১) কোন লক্ষণা অর্থাৎ অস্বাভাবিকরূপে উৎপন্ন শব্দকে লাক্ষণিক শব্দ বলে।

(২) স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত যথাভিপ্রেত শব্দকে প্রতিপদোক্ত শব্দ বলে।

কার্য্যই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া, এস্থলেও প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইবে না। গৌণ এবং মুখ্যের মধ্যে মুখ্যেরই যে ব্যবহার হইয়া থাকে, বেদেও তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়; যেমন, (গৌরনুবন্ধ্যোঽজোঽগ্নীষোমীয়) এস্থলে অগ্নিষোমীয় যজ্ঞে, গাভীকে বান্ধিয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং শ্বেত ছাগলকে হিংসা করা কর্ত্তব্য হইলেও, সেইস্থলে প্রাসঙ্গিক বাহীককে কখনও বন্ধন করে না।

আচ্ছা, তবে 'বাহীক' অর্থাৎ ভারবহনকারী মূর্খকে যখন যজ্ঞস্থলে গো বলিয়া বাঁধেনা, তখন সেই বাহীকার্থবোধক 'গো'শব্দে বৃদ্ধি এবং আকার বিধান কিরূপে হইল?—যেমন গৌস্তিষ্ঠতি (এস্থলে গো শব্দের'উত্তর ণ ইৎ কার্য্য করিয়া বৃদ্ধি হওয়াতে গৌঃ) এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইল কিরূপে এবং গামানয়(এস্থলে গোশব্দের উত্তর আকারত্ব বিধান করিয়া গাম্,) এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইল কিরূপে?

অর্থমাত্র আশ্রয় করিয়া এইস্থলে এইরূপ হইতেছে। যাহা (যে বিধান) শব্দকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে, তাহা শব্দ মাত্রেই ব্যবহৃত হয়। এজন্য এস্থলে ('গোতোণিৎ, ।৭।১।৯০। ইত্যাদি সূত্রানুসারে কেবল) গো শব্দ মাত্রকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি এবং আকারত্ব কার্য্য হইয়াছে। (যেহেতু শব্দ এবং অর্থের মধ্যে শব্দত্ব প্রযুক্ত কার্য্যই মুখ্য)।

উঞঊঁ । ১৭।১৮ ।

উঞঃ। ১। ঊঁ। ১।

সূত্রানুবাদ।—'উঞ' শব্দের পরে 'ইতি' শব্দ থাকিলে বিকল্পে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়, এবং অনুনাসিক দীর্ঘ প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বিশিষ্ট 'ঊঁ' এইরূপও বিকল্পে আদেশ হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—ইহ কস্মান্ন ভবতি। আহো ইতি উতাহো ইতি।

উঞ ইত্যুচ্যতে ন চাত্রোঞং পশ্যামঃ। ঊঁঞোঽয়মন্যেন সহৈকাদেশ উঞ্‌গ্রহণেন গৃহ্যতে। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নোঞ একাদেশ উঞ্‌-গ্রহণেন গৃহ্যতে ইতি। যদয়মোদিত্যোদন্তস্য নিপাতস্য প্রগৃহ্যসংজ্ঞাং শাস্তি।

নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। উক্তমেতৎ। প্রতিষিদ্ধার্থোঽয়মারম্ভ ইতি। দোষঃ খল্বপি স্যাদ্ যদ্যুঞেকাদেশ উঞ্‌গ্রহণেন ন গৃহ্যেত। জানু উ অস্য রুজতি। জানূ অস্য রুজতি। জান্বস্য রুজতি। যয় উঞোবো বেতি বত্বং ন স্যাৎ।

এবং তয়োর্হেক নিপাতা ইমে।

অথবা দ্বাবুকারাবিমৌ। একোঽননুবন্ধকঃ। অপরঃ সানুবন্ধকঃ। তয়োঽননুবন্ধকস্তস্যৈব একাদেশঃ।

বঙ্গানুবাদ।—আহো+ইতি, উতাহো+ইতি এই স্থলে 'আহ' এবং, 'উতাহ' শব্দের পরে 'উ'কার থাকিলেও কেন বিকল্পে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইল না?

'উঞঃ' এই সূত্রেতে, উকারের পরে 'ইতি' শব্দ থাকিলে বিকল্পে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয় বলা হইয়াছে; কিন্তু এ স্থলে আমরা 'উ'কার দেখিতেছি না।

কেন, (আহ+উ=আহো) এ স্থলে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া 'ও'-কার হইলেও সেই 'অ'কার 'উ'কার উভয়ে মিলিয়া যে ওকার রূপ একাদেশ হইয়াছে, তাহাও (আদ্যন্তবদ্ভাব করিয়া উকার) গ্রহণেই গৃহীত হইবে?

আচার্য্যের ব্যবহারই আমাদিগকে জানাইতেছে যে, 'উঞঃ' এই সূত্রে একাদেশ হইলে উকারের গ্রহণে গৃহীত হইবে না—যেহেতু তিনি 'ওৎ' এই সূত্রে ওকারান্ত নিপাতনের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বিধান করিয়াছেন। (যদি 'আহো ইতি' ইত্যাদি স্থলে উকার গ্রহণেই প্রগৃহ্যসংজ্ঞা সিদ্ধ হইত, তাহাহইলে, আচার্য্য পাণিনি 'ও'কারান্ত নিপাতনের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করিবার জন্য পুনরায় সূত্র করিতেন না)।

ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কারণ, প্রতিষেধের জন্য যে ইহা আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর দোষও হইবে যদি উকারকে একাদেশ গ্রহণে গ্রহণ করা না হয়—কারণ, 'ময়উঞোবো বা, ৮।৩।৩৩ এই সূত্রানুসারে "জানু+অস্য রুজতি, জানু+উ+অস্য রুজতি জান্বস্য রুজতি," এ স্থলে বিকল্পে বকার প্রাপ্তি হইবে না।

এইরূপ হইলে (আহো উতাহো) এই শব্দদ্বয়কে একটী মাত্র (ওকারান্ত) নিপাতনবিশিষ্ট বলা হইবে।

ইহারা দুইটী উকার, এইরূপ জানিতে হইবে। একটী উকার অনুবন্ধ (লোপবিশিষ্ট বর্ণ) বিহীন এবং অপরটী (ঞ) অনুবন্ধ বিশিষ্ট জানিতে হইবে। এতদুভয়ের মধ্যে যেটী অনুবন্ধবিহীন তাহারই এই একাদেশ হইয়াছে, এইরূপ জানিবে। (তাহা হইলেই জান্বস্য রুজতি প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে)।

বার্ত্তিকমূলম্।—উঞ ইতি যোগবিভাগঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'উঞঃ' এই স্থলে যোগবিভাগ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—উঞ ইতি যোগবিভাগঃ কর্ত্তব্যঃ। উঞঃ শাকল্যস্যাচার্য্যস্য মতেন প্রগৃহ্যসংজ্ঞা ভবতি। উ ইতি বিতি। ততঃ ঊঁ। উঞ ঊঁ ইত্যয়মাদেশো ভবতি শাকল্যস্যাচার্য্যস্য মতেন দীর্ঘোহনুনাসিকঃ প্রগৃহ্যসংজ্ঞকশ্চ ঊঁ ইতি।

কিমর্থো যোগবিভাগঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'উঞ ঊঁ' এই সূত্রে 'উঞঃ' এইরূপ এক ভাগ করিয়া, 'যোগবিভাগ' করা কর্ত্তব্য। তাহাহইলে, উঞঃ এইস্থলে আচার্য্য শাকল্য ঋষির মতে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইবে (অন্য ঋষির মতে হইবে না, তাহাহইলেই বিকল্প হইবে)। যেমন,—'উ+ইতি,' 'বিতি' এইরূপ প্রয়োগসিদ্ধি হইবে। তাহার স্থানে আর এক ভাগ করা হইবে 'ঊঁ' তাহার অর্থ হইবে যে 'উঞ' এর পরে ঊঁ এইরূপ আদেশ হইবে, আচার্য্য শাকল্য ঋষির মতে; এবং তাহার দীর্ঘ অনুনাসিক এবং প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বিশিষ্ট 'ঊঁ' এইরূপ আকৃতি হইবে, 'ইতি' শব্দ পরে থাকিলে।

এই সূত্রে যোগবিভাগ করিবার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—ঊঁ বা শাকল্যস্য *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বিকল্পে শাকল্য ঋষির মতে 'ঊঁ' এইরূপ আদেশ হইবার জন্য।

ভাষ্যমূলম্।—শাকল্যস্যাচার্য্যস্য মতেন ঊঁ বিভাষা যথা স্যাৎ। ঊঁ ইতি উ ইতি। অন্যেষামাচার্য্যাণাম্ মতেন বিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য শাকল্য ঋষির মতে বিকল্পে 'ঊঁ' যাহাতে হইতে পারে, যেমন 'ঊঁ ইতি', উ ইতি। আর অন্যান্য আচার্য্যগণের মতে, 'বিতি' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবার জন্যই একভাগ 'উঞঃ' আর একভাগ 'ঊঁ, এইরূপ যোগবিভাগ করা হইয়াছে।

ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে। ১৯।

ঈদূতৌ।১।চ।সপ্তম্যর্থে।৭।

সূত্রানুবাদ।—সপ্তমী বিভক্তির অর্থে অবস্থিত যে ঈকারান্ত এবং ঊকারান্ত শব্দ, তাহাদের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ঈদূতৌ সপ্তমীত্যেব। ঈদূতৌ সপ্তমীত্যেব সিদ্ধং নার্থোহর্থগ্রহণেন। লুপ্তেহর্থগ্রহণাদ্ভবেৎ। লুপ্তায়াং সপ্তম্যাং প্রগৃহ্যসংজ্ঞা

ন প্রাপ্নোতি। ক। সোমোগৌরী অধিশ্রিতঃ। ইষ্যতে চাত্রাপি স্যাদিতি তচ্চান্তরেণ যত্নং ন সিধ্যতীত্যেবমর্থমর্থগ্রহণম্। নাত্র সপ্তমী লুপ্যতে। কিং তর্হি। পূর্ব্বসবর্ণোত্র ভবতি।

পূর্ব্বস্য চেৎ সবর্ণোঽসাবাডাম্‌ভাবঃ প্রসজ্যতে। যদি পূর্ব্বসবর্ণ আট্ আম্‌ভাবশ্চ প্রাপ্নোতি।

এবং তর্হি আহায়মীদূতৌ সপ্তমীতি। ন চাস্তি সপ্তমী ঈদূতৌ। তত্র বচনাদ্ ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ঈদূতৌ সপ্তমী' এইরূপই হইবে। 'ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে' 'এইসূত্রে ঈদূতৌ সপ্তমী এইরূপ সূত্র করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, সুতরাং অর্থ শব্দ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।

সপ্তমীর লোপ হইলে, অর্থ শব্দ গ্রহণ হইতেই সেই স্থলেও কার্য্য সিদ্ধ হইবে। নতুবা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইলে, প্রগৃহ্য সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না।

কোথায়? (এইরূপ স্থল কোথায় ঘটিবে?)

'সোমোগৌরী অধিশ্রিতঃ' (১) এই স্থলে 'গৌরী' শব্দের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ যত্ন না করিলে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য সূত্রে, 'অর্থ' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন।

(তাহার প্রয়োজন নাই। কারণ, সোমোগৌরী) এইস্থলে সপ্তমীর লোপ হয় নাই।

তবে কি?

এইস্থলে পূর্ব্ব সবর্ণ (দীর্ঘ) হইয়াছে।

যদি পূর্ব্বের সবর্ণই হইয়া থাকে, তবে এই 'আট্' এবং 'আম্' ভাব প্রশস্ত হইবে। যদি পূর্ব্ব বর্ণের সবর্ণ বলা হয়, তাহা হইলে 'আট্' ভাব এবং 'আম্' ভাবও প্রাপ্ত হইবে (২)।

---

(১) এইটী বেদের প্রয়োগ। সোমোগৌর্য্যাং অধিশ্রিতঃ এই স্থলে 'সুপাং সুলুপ্' এই সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইলেও, লুপ্ত প্রত্যয়ে সেই প্রত্যয়াশ্রিত কার্য্য হয় বলিয়া, এই স্থলে প্রত্যয় সাক্ষাৎ না থাকিলেও তৎপ্রযুক্ত প্রকৃতিভাব প্রাপ্তি সম্ভব হইবে।

(২) আন্নদ্যাঃ।৭।৩।১১২। (ঙ ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে নদী-

এইরূপ হইলে তবে ঈকারান্ত এবং ঊকারান্ত যে সপ্তমী বিভক্তি তাহারই প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বলা হইয়াছে, এইরূপ বলিব। সুতরাং (সোমোগৌরী) এই স্থলে ঈকারান্ত ঊকারান্ত বিশিষ্ট সপ্তমী হয় নাই।

আচ্ছা, তবে বচন আরম্ভ প্রযুক্তই হইবে, অর্থাৎ যে সকল স্থলে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয়, সেই সকল স্থলেই 'ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে' এই সূত্রের প্রাপ্তি হইবে। যদি সপ্তমীর লোপ হইলে সেই স্থলে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা না হইতে পারে, তাহা হইলে এই সূত্রের আরম্ভই অনাবশ্যক হইবে। যেহেতু পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, সেই সূত্রারম্ভ হেতুই এ স্থলেও প্রগৃহ্যসংজ্ঞাই হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—(শ্লোকাংশ) বচনাদ্ যত্র দীর্ঘত্বম্। নেদং বচনাল্লভ্যম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্ যত্র সপ্তম্যা দীর্ঘত্বমুচ্যতে। দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানমিতি। সতি প্রয়োজনে ইহ ন প্রাপ্নোতি। সোমোগৌরী অধিশ্রিত ইতি।

তত্রাপি সরসী যদি। তত্রাপি সিদ্ধম্। কথম্। যদি সরসীশব্দস্য প্রবৃত্তিরস্তি। অস্তি চ লোকে সরসীশব্দস্য প্রবৃত্তিঃ। কথম্। দক্ষিণাপথে হি মহান্তি সরাংসি সরস্য ইত্যুচ্যতে।

জ্ঞাপকং স্যাৎ তদন্তত্বে। এবং তর্হি জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ন প্রগৃহ্যসংজ্ঞায়াং প্রত্যয়লক্ষণং ভবতীতি। কিমেতস্য জ্ঞাপনে প্রয়োজনম্। কুমার্য্যোরগারম্। কুমার্য্যগারম্। বধ্বোরগারম্। বধ্বগারম্। প্রত্যয়লক্ষণেন প্রগৃহ্যসংজ্ঞা ন ভবতি মা বা পূর্ব্বপদস্য ভূৎ। অথবা পূর্ব্বপদস্য মা ভূদিত্যেবমর্থমর্থগ্রহণম্। বাপ্যামশ্বো বাপ্যশ্বঃ। নদ্যামাতির্নদ্যাতিঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যে স্থলে বচন হেতু দীর্ঘ হইয়াছে, সেই স্থলেই এই বচনের (সূত্রের) দ্বারা প্রগৃহ্যসংজ্ঞা সিদ্ধ হইবে।

ইহা কখনও বচনের দ্বারা লাভ হইতে পারে না; কারণ এই বচনের অন্য প্রয়োজন রহিয়াছে। কোথায়? যে স্থলে সপ্তম্যন্তবিশিষ্ট দীর্ঘ পদ রহিয়াছে, সেই স্থলেই এই সূত্র চরিতার্থ হইবে। যেমন, 'দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানমিতি।

সংজ্ঞক শব্দের পরে আট্ আগম হয়)। ঙেরাম্ নদ্যাম্ নীভ্যঃ।৭।৩।১১৬ (নদী সংজ্ঞক শব্দের, আকারান্ত শব্দের এবং নী শব্দের পরস্থিত ঙি স্থানে আম্ হয়) এই সূত্রদ্বয়ানুসারে, আট্ এবং আম্ আগম হইত, যদি সোমোগৌরী এই শব্দে সপ্তমীর ঙি বিভক্তি লোপ না করিয়া, পূর্ব্বসবর্ণ করা হইত।

এই প্রয়োগের জন্য যদি বচনের প্রয়োজন হইয়া থাকে; তাহা হইলে 'সোমোগৌরী অধিশ্রিতঃ' এই স্থলে ত প্রগৃহ্যসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না।

সেই স্থলেও যদি সরসী শব্দ থাকে, তবেই ত সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

যদি 'সরসী'শব্দের লোক মধ্যে ব্যবহার থাকে। আর লোক মধ্যে সরসী শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়।

কিরূপে?

দক্ষিণাপথে বড় বড় সরোবর সমূহকে, 'সরসী' বলা হইয়া থাকে।

'তদন্ত' বিধানেই জ্ঞাপক হইয়া থাকে। যদি এইরূপই হয়, তাহাহইলে আচার্য্য পাণিনি ইহা জ্ঞাপন করাইতেছেন যে, যেস্থলে প্রগৃহ্যসংজ্ঞার প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই স্থলে প্রত্যয়ের লোপ হইলে প্রত্যয় লক্ষণ প্রযুক্ত কার্য্য হয় না।

এইরূপ জ্ঞাপনের প্রয়োজন কি?

কুমারীর অগার, এস্থলে কুমার্য্যগার এবং 'বধূর অগার' এস্থলে 'বধ্বগার' প্রয়োগ যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, এস্থলে কুমারী এবং বধূ শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর 'ওস্' প্রত্যয় আসিয়া (সমাসে তাহার লোপ হইলেও সেই প্রত্যয়কে মানিয়া) প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করা হয় নাই। এই জন্যই কুমার্য্যগার, বধ্বগার প্রভৃতি স্থলে সন্ধি হইল। উক্ত সূত্রানুসারে সন্ধির নিষেধ হইল না।)

অথবা পূর্ব্ব পদের যাহাতে না হয়, এজন্য অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

অথবা, পূর্ব্ব পদের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা না হউক, এইজন্যই 'ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে' এই সূত্রে 'অর্থ' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে। 'বাপ্যাম্ অশ্বঃ বাপ্যশ্বঃ', 'নদ্যাম্ আতিঃ নদ্যাতিঃ' এস্থলে সপ্তম্যর্থ না হইয়া সাক্ষাৎ সপ্তমীই হওয়াতে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইলেও প্রগৃহ্যসংজ্ঞা এবং তৎপ্রযুক্ত প্রকৃতিভাব হইল না। বরং সন্ধিই হইল।

ভাষ্যমূলম্।—অথ ক্রিয়মাণেঽপ্যর্থগ্রহণে কস্মাদেবাত্র ন ভবতি। জহৎস্বার্থাবৃত্তিরিতি। অথাজহৎস্বার্থায়াম্ বৃত্তৌ দোষ এব।

অজহৎস্বার্থায়াং চ ন দোষঃ। সমুদায়োঽর্থেঽভিধীয়তে।

ঈদূতৌ সপ্তমীত্যেব লুপ্তেঽর্থগ্রহণাদ্ভবেৎ।

পূর্ব্বস্য চেৎ সবর্ণোঽসাবাডাম্ভাবঃ প্রসজ্যতে॥ ১॥

বচনাদ্ যত্র দীর্ঘত্বম্ তত্রাপি সরসী যদি।
জ্ঞাপকং স্যাৎ তদন্তত্বে মা বা পূর্ব্বপদস্য ভূৎ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'অর্থ' শব্দের গ্রহণ করিলেও 'বাপাশ্ব' প্রভৃতি স্থলে (যখন সপ্তমীর অর্থ রহিয়াছে তখন) কেন প্রগৃহ্য-সংজ্ঞা হইবে না?

ইহা 'জহৎস্বার্থা' (অর্থাৎ যাহা নিজের অর্থকে পরিত্যাগ করে সেই) বৃত্তি বিশিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ 'বাপ্যশ্বঃ' এইস্থলে, সমাসেরই অর্থ আছে, কিন্তু 'বাপ্যাম্' এইরূপ বৃত্তিতে (ব্যাসবাক্যে) আর সেই অর্থ নাই; এজন্যই এস্থলে দোষ ঘটে নাই; কিন্তু যেস্থলে অজহৎস্বার্থা (যাহা নিজের অর্থকে পরিত্যাগ করে নাই) সেই স্থলেই দোষ হইবে।

'অজহৎস্বার্থা' বৃত্তিতেও দোষ হইবে না। কারণ, সেই স্থলেও সমুদয়ের (বৃত্তি এবং সমাসের) অর্থ বুঝাইবে। তাহা হইলেই কোন্‌টি স্বার্থ (নিজ অর্থ) আর কোন্‌টী স্বার্থত্যাগিনী বৃত্তি, তাহা নির্ণয় করিতে না পারাতে যাহা উদ্দেশ্য, তাহাকে গ্রহণ করিয়াই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

মন্তব্য।—'ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে' এইসূত্রে ভাষ্যকার পতঞ্জলি প্রথমতঃ একটি শ্লোকের খণ্ড খণ্ড রূপে ব্যাখ্যা দ্বারা ভাষ্য করিয়াছেন। এক্ষণে সেই শ্লোকটী একত্র সমাবেশ করিয়া শৃঙ্খলা পূর্ব্বক লিখিতেছেন।

শ্লোকানুবাদ।—'ঈদূতৌ চ সপ্তমী', এইরূপ সূত্র করিলে, যে স্থলে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে, সেই স্থলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে না; এজন্য 'অর্থ' শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে যে স্থলে লোপ হইয়াছে (যেমন, 'সোমোগৌরী অধিশ্রিতঃ') সেই স্থলে যদি লোপ না বলিয়া (সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন ঙি) ইহার পূর্ব্ব-সবর্ণ বলা হয় তাহা হইলে 'আট্ এবং আম্' ইত্যাদি প্রাপ্তি হইবে।১।

সেই স্থলেও বচন (সূত্রারম্ভ হেতু) সিদ্ধ হইবে। সেই স্থলেও যদি 'সরসী' এরূপ ঈকারান্ত হয়, তাহাহইলে তাহা জ্ঞাপক হইবে (অর্থাৎ প্রগৃহ্যসংজ্ঞাতে যে প্রত্যয় লক্ষণ হয় না তাহাই জ্ঞাপন করিবে।)

অথবা যাহাতে পূর্ব্ব পদের প্রগৃহ্যসংজ্ঞা না হইতে পারে, এইজন্যই 'সূত্রে' 'অর্থ' শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন।

দাধা ঘ্বদাপ্ ।২০।

দা+ধা।১। ঘু+অদাপ্।১।

সূত্রানুবাদ।—'দা'রূপ এবং 'ধা'রূপ যে ধাতু সমূহ, তাহার 'ঘু' সংজ্ঞা হয়; 'দাপ্' এবং 'দৈপ্' ভিন্ন।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঘু সংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদর্থম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঘু সংজ্ঞাতে 'শ'কার ইৎ বুঝিবার জন্য, প্রকৃতির গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—ঘু সংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। দাধাপ্রকৃতয়ো ঘুসংজ্ঞা ভবন্তীতি বক্তব্যম্।

কিম্ প্রয়োজনম্। আত্বভূতানামিয়ং সংজ্ঞা ক্রিয়তে। সা আত্বভূতানামেব স্যাৎ। অনাত্বভূতানাং ন স্যাৎ।

ননু চ ভূয়িষ্ঠানি ঘু সংজ্ঞা কার্য্যাণি আর্দ্ধধাতুকে তত্র চৈত আত্বভূতা দৃশ্যন্তে। শিদর্থম্। শিদর্থং প্রকৃতিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। শিত্যাত্বং প্রতিষিধ্যতে তদর্থম্। প্রণিদয়তে প্রণিদ্যাতি প্রণিধযতীতি।

ভারদ্বাজীয়াঃ পঠন্তি। ঘু সংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদ্বিকৃতার্থং। ঘু সংজ্ঞায়াং কিম্ প্রয়োজনম্। শিদর্থং বিকৃতার্থং চ। শিত্যুদাহৃতম্। বিকৃতার্থং খল্বপি প্রণিদাতা প্রণিধাতা। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি। লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈবেতি। প্রতিপদোক্তং যে আত্বভূতাস্তেষামেব স্যাৎ। লক্ষণেন যে আত্বভূতাস্তেষাং ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—দা এবং ধা রূপ যে প্রকৃতি, তাহার ঘুসংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

এই 'ঘু সংজ্ঞা আকারান্ত বিশিষ্টেরই করা হইয়াছে। তাহা আকারান্তবিশিষ্টেরই যাহাতে হইতে পারে এবং আকারান্ত ভিন্ন অন্য ধাতুর যাহাতে না হইতে পারে।

যদি বল যে 'ঘু সংজ্ঞা' প্রযুক্ত কার্য্য ত আর্ধধাতুক বিষয়ে ভূরি ভূরি আমরা দেখিতেছি সেই স্থলেওত আকারান্ত বিশিষ্টই দৃষ্ট হয়।

শিৎ কার্য্যের জন্য—শকার ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য যাহাতে ঘুসংজ্ঞাতে

সিদ্ধ হইতে পারে, এইজন্যই প্রকৃতির গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শকার ইৎ কার্য্যে আকারান্ত বিশিষ্ট ধাতুর নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ঘুসংজ্ঞক ধাতু আকারান্ত বিশিষ্ট হইলেও 'শ'কার 'ইৎ' প্রযুক্ত কার্য্য যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে, এজন্য প্রকৃতির গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেমন, প্রণিদযতে, প্রণিদ্যতি, প্রণিধয়তি ইত্যাদি স্থলে, প্র পূর্ব্বক, নি পূর্ব্বক, দা এবং ধা ধাতুর ঘু সংজ্ঞা প্রযুক্ত, নের্গদ নদ * * * ইত্যাদি ।৮।৪।১৭ সূত্রানুসারে, নি উপসর্গের ন স্থানে ণ হইবে।

ভরদ্বাজমতাবলম্বী ছাত্রগণ পাঠ করিয়া থাকেন যে, শিৎ কার্য্য এবং বিকৃত কার্য্যের জন্য ঘু সংজ্ঞাতে প্রকৃতির গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঘু সংজ্ঞা করণকালে প্রকৃতির গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

'শকার' 'ইৎ' প্রযুক্ত কার্য্য হইবার জন্য এবং বিকৃত হইবার জন্য।

শকার ইৎ প্রযুক্ত কার্য্যের উদাহরণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (১) বিকৃত কার্য্যের জন্যও দেখান হইতেছে।

যেমন, প্রণিদাতা (প্র+নি+দাতা), প্রণিধাতা (প্র+নি+ধাতা)। এস্থলে দেঙ্ এবং ধেট্ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া একার স্থানে ধাতুর আকার হইলে পর একার বিকৃত হইয়া আকার হওয়াতে ঘু সংজ্ঞাও হইবে না, ন স্থানে ণও হইবে না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, কি কারণেই বা (ণত্ব) সিদ্ধি হইবে না?

লক্ষণাদ্বারানিষ্পন্ন এবং প্রতিপদোক্ত এতদুভয়ের প্রাপ্তি থাকিলে প্রতিপদোক্তেরই গ্রহণ করিতে হয়, এই নিয়মানুসারে প্রতিপদোক্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক যে আকারান্ত ধাতু, তাহারই 'ঘু'সংজ্ঞা হইবে (সুতরাং ণত্বও হইবে)। লক্ষণা দ্বারা উৎপন্ন যে আকারান্ত ধাতু তাহার ঘুসংজ্ঞা হইবে না (সুতরাং ণত্বও হইব না।)

ভাষ্যমূলম্।—অথ ক্রিয়মাণেঽপি প্রকৃতগ্রহণে কথমিদং বিজ্ঞায়তে দা ধাঃ প্রকৃতয় ইতি আহোস্বিদ্দাধাং প্রকৃতয় ইতি।

---

(১) শ কার ইৎ হইলেই যে, আত্ব বিধান হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহার সূত্র এই যে, আদেচউপদেশেঽশিতি ।৬।১।৪৫। (উপদেশ কালে এচ্ অর্থাৎ এ, ও, ঐ, ঔ এই সকল বর্ণ অন্ত বিশিষ্ট যে ধাতু, তাহার আকার হয়, কিন্তু শকার ইৎ হইলে হয় না।)

কিং চাতঃ। যদি বিজ্ঞায়তে দাধাঃ প্রকৃতয় ইতি স এব দোষঃ। আত্ব-ভূতানামেব স্যাৎ। অনাত্বভূতানাং ন স্যাৎ।

অথ বিজ্ঞায়তে দাধাং প্রকৃতয় ইতি।

অনাত্বভূতনামেব স্যাদাত্বভূতানাং ন স্যাৎ।

এবং তর্হি নৈবং বিজ্ঞায়তে দাধাঃ প্রকৃতয ইতি নাপি দাধাং প্রকৃতয় ইতি। কথং তর্হি। দাধা ঘু সংজ্ঞা ভবতি প্রকৃতয়শ্চৈষামিতি।

তর্হি প্রকৃতিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। ইদং প্রকৃতমর্থ-গ্রহণমনুবর্ত্ততে। ক্ক প্রকৃতম্। ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে ইতি। ততো বক্ষ্যামি দাধাঘবদাপ্। অর্থ ইতি নৈবং শক্যম্। দদাতিনা সমানার্থান্ য়াতিরাসতিদাসতিমংহতিপ্রীণাতিপ্রভৃতীনাহুঃ। তেষামপি ঘ্ সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। তস্মান্নৈবং শক্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকৃতির গ্রহণ করিলেই বা কিরূপে ইহা জানা যাইবে যে, 'দা' এবং 'ধা' রূপ যে প্রকৃতি, তাহাদেরই ঘু সংজ্ঞা অথবা দা এবং ধা ইহাদের যে প্রকৃতি তাহাদেরই ঘু সংজ্ঞা হয়?

একরূপ হইলই বা, তাহাতে কি আসে যায়?

যদি দা এবং ধা রূপ যে প্রকৃতি তাহাদেরই ঘু সংজ্ঞা বলা যায়, তাহা হইলে সেই এই দোষই হইল যে, আকারান্ত বিশিষ্ট যে দা এবং ধা ধাতু তাহারই ঘু সংজ্ঞা হইবে; কিন্তু আকারান্ত বিহীন যে দা এবং ধা ধাতু তাহা-দের ঘু সংজ্ঞা হইবে না।

অনন্তর যদি দা এবং ধা ইহাদের প্রকৃতি (অর্থাৎ দেঙ্, ধেট্ প্রভৃতি) রই গ্রহণ হয়, তাহা হইলে আকারান্ত বিহীন দা এবং ধা ধাতুরই ঘু সংজ্ঞা হইবে; কিন্তু আকারান্তবিশিষ্ট দা এবং ধা ধাতুর ঘু সংজ্ঞা হইবে না।

যদি এইরূপ (উভয়তঃ সঙ্কট) ই হয়, তবে এইরূপ জানিতে হইবে না যে, দা এবং ধা রূপ যে প্রকৃতি, তাহারই ঘু সংজ্ঞা হয়, অথবা দা এবং ধা ইহাদের যে প্রকৃতি, তাহাদেরই ঘু সংজ্ঞা হয়।

তবে কিরূপে কার্য্যসিদ্ধি হইবে?

দা এবং ধা ইহাদের ঘু সংজ্ঞা হয়; আর ইহাদের প্রকৃতিরও ঘু সংজ্ঞা হয়।

সেই হেতু তবে প্রকৃতির গ্রহণ করা কর্ত্তব্য? না, তাহা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রকরণেই যে 'অর্থ' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, এই সূত্রে তাহার অনু-বৃত্তি করিতে হইবে।

কোথায় গৃহীত হইয়াছে?

"ঈদূতৌ চ সপ্তম্যর্থে" এই সূত্রে অর্থ শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার পরেই "দাধা ঘ্বদাপ্" এই সূত্র বলিব এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত সূত্র হইতে 'অর্থ' শব্দের অনুবৃত্তি লইয়া আসিব।

এইরূপ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ তাহা হইলে 'দা' ধাতুর তুল্যার্থ-বোধক রাতি, রাসতি, দাসতি, মংহতি, প্রীণাতি প্রভৃতি শব্দের ধাতুরও 'ঘু' সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। সেই হেতুই এইরূপ করিতে সমর্থ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ন চেদেবং প্রকৃতিগ্রহণং কর্ত্তব্যমেব। ন কর্ত্তব্যম্। শিদর্থেন তাবন্নার্থঃ প্রকৃতিগ্রহণেন। অবশ্যং তত্র মার্থং প্রকৃতিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। প্রণিময়তে প্রণ্যময়তে ইত্যেবমর্থম্। তৎপুরস্তাদপকৃষ্যতে ঘুপ্রকৃতৌ মাপ্রকৃতৌ চেতি। যদি প্রকৃতিগ্রহণং ক্রিয়তে প্রনিমিনোতি প্রনিমীনাতি। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। অথাক্রিয়মাণেপি প্রকৃতিগ্রহণে ইহ কস্মান্ন ভবতি। প্রনিমাতা প্রনিমাতুং প্রনিমাতব্যমিতি। আকারান্তস্য ঙিতো গ্রহণং বিজ্ঞায়তে। যথৈব তর্হি অক্রিয়মাণে প্রকৃতিগ্রহণে আকারান্তস্য ঙিতো গ্রহণং বিজ্ঞায়তে এবং ক্রিয়মাণেঽপি প্রকৃতিগ্রহণে আকারান্তস্য ঙিতো গ্রহণং বিজ্ঞাস্যতে। বিকৃতার্থেন চাপি নার্থঃ। দোষ এবৈতস্যাঃ পরিভাষায়াঃ লক্ষণ-প্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈবেতি গা মা দা গ্রহণেষ্ববিশেষ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ না হইলেও প্রকৃতির গ্রহণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

তাহা (প্রকৃতির গ্রহণ) কর্ত্তব্য নহে। শকারইৎ কার্য্যের জন্যও প্রকৃতির গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।

অবশ্যই তাহা হইলে সে স্থলে 'মা' ইত্যাদি ধাত্বর্থ সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেমন, প্রণিময়তে, প্রণ্যময়তে (প্র—নি—মা+তে) ইত্যাদি স্থলে ন স্থানে ণ হইয়াছে। (১) এসকল কার্য্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

(১) নের্গদ-নদ-পত-পদ-ঘু-মা-স্যতি-হন্তি-যাতি-বাতি-দ্রাতি-প্সাতি-বপতি-বহতি-শাম্যতি-চিনোতি-দেগ্ধিষু চ। ৮।৪।১৭ (উপসর্গেতে ণত্বের নিমিত্ত থাকিলে তৎপরস্থিত নি উপসর্গের স্থিত ন স্থানে ণ হয়, পরে যদি গদ নদ পত প্রভৃতি ধাতু থাকে) এই সূত্রানুসারে 'ঘু' সংজ্ঞক ধাতু এবং মা ধাতুর অর্থবোধক প্রকৃতি পরে থাকিলেও ন স্থানে ণ হইয়া থাকে। এজন্যই প্রণিময়তে, প্রণ্যময়তে, ইত্যাদি স্থলে, মা ধাতু না হইলেও ণত্ব হইয়াছে।

সেই হেতুই এই স্থলে পূর্ব্ব হইতে অপকর্ষণ করিয়া (টানিয়া আনিয়া) ঘুর প্রকৃতি এবং মার প্রকৃতিকেও ণত্ব সিদ্ধি করা হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি প্রকৃতির গ্রহণই করা হয়; তাহাহইলে (মা প্রকৃতির অর্থবোধক) প্রনিমিনোতি, প্রনিমিনাতি (ডুমিঞ্ এবং মীঞ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ) উক্তস্থলেও ণত্ব প্রাপ্তি হইবে?

(পুনঃ প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে) প্রকৃতি গ্রহণ না করিলেও, প্রনিমাতা, প্রনিমাতুং, প্রনিমাতব্যং এই সকল স্থলে কেন ণত্ব হইল না?

আকারান্ত যে মাঙ্ ধাতু, তাহাতে 'ঙ' ইৎ করাতেই জানা যাইতেছে যে, ঞ্ ইৎ বিশিষ্ট মিঞ্ ধাতুর ণত্ব বিধানে গ্রহণ হইবে না।

তবে যেমন সেই স্থলে, আকারান্ত মাঙ্ ধাতুতে ঙ ইৎ গ্রহণ হেতুই, প্রকৃতি গ্রহণ না করিলেও ঞ্ ইৎ বিশিষ্টের গ্রহণ হইবে না এইরূপ জানা যাইতেছে, সেইরূপ প্রকৃতির গ্রহণকরিলেও আকারান্ত 'ঙ' ইৎ বিশিষ্ট 'মাঙ্' ধাতুতে 'ঙ' ইৎ করাতেই ('ঞ' ইৎ বিশিষ্ট মিঞ্ ধাতুর গ্রহণ না হইয়া) 'ঙ' ইৎ বিশিষ্ট ধাতুর গ্রহণই জানা যাইবে।

বিকৃতার্থের জন্যও প্রকৃতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। লক্ষণ এবং প্রতিপদোক্তের মধ্যে, প্রতিপদোক্তেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, এই পরিভাষায় গা মা, দা, প্রভৃতির গ্রহণে দোষই উল্লিখিত হইয়াছে। (সুতরাং সেই দোষবিশিষ্ট পরিভাষা এই স্থলে কখনই কার্য্যকারী হইতে পারে না)।

বার্ত্তিকমূলম্।—সমানশব্দপ্রতিষেধঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—তুল্য শব্দের নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—সমানশব্দানাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।প্রনিদারয়তি। প্রনিধারয়তি। দাধা ঘু সংজ্ঞা ভবন্তীতি ঘু সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ঘু সংজ্ঞা গ্রহণে, ঘু সংজ্ঞক ধাতুর তুল্য শব্দ সমূহের 'ঘু' সংজ্ঞা নিষেধ করা। কর্ত্তব্য যেমন, প্রনিদারয়তি' প্রনিধারয়তি ইত্যাদি 'দারি' এবং 'ধারি' শব্দ 'দা' এবং 'ধা' ধাতুর তুল্য বলিয়া, আর 'দা' 'ধা' 'ঘু' সংজ্ঞা হয় বলিয়া ইহাদেরও 'ঘু' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে (তুল্য শব্দ সমূহের 'ঘু' সংজ্ঞা নিষেধ করিলে প্রনিদারয়তি ইত্যাদি স্থলে ঘু সংজ্ঞা হইবে না)।

বার্ত্তিকমূলম্। সমানশব্দাপ্রতিষেধোঽর্থবদ্গ্রহণাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। অর্থবিশিষ্টেরই গ্রহণ হয় বলিয়া সমান শব্দের ঘু সংজ্ঞা নিষেধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্। সমানশব্দানামপ্রতিষেধঃ। অনর্থকঃ প্রতিষেধোঽপ্রতিষেধঃ। ঘু সংজ্ঞা কস্মান্ন ভবতি। অর্থবদ্‌গ্রহণাৎ। অর্থবতোর্দ্দাধোগ্রহণাৎ ন চৈতাবর্থবন্তৌ।

ভাষ্যানুবাদ। তুল্য শব্দের নিষেধ অনর্থক। বার্ত্তিকে যে 'অপ্রতিষেধ' শব্দ আছে, তাহার অর্থ অনর্থক প্রতিষেধ অর্থাৎ তুল্য শব্দের ঘু সংজ্ঞা নিষেধ করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে (দা এবং ধা ধাতুর তুল্য প্রনিদারয়তি, প্রনিধারয়তি শব্দে দারি ধাতুতে) ঘুসংজ্ঞা কেন হইবে না?

সূত্রে অর্থবিশিষ্টের গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ দা ধা ঘ্বদাপ্ সূত্রে অর্থবিশিষ্ট দা এবং ধা ধাতুর গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু (দৃঙ্ এবং ধৃঙ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন দার এবং ধার শব্দ) ইহারা অর্থবিশিষ্ট নহে। এইজন্য স্বভাবতঃই ইহাদের ঘু সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না; তজ্জন্য আবার নিষেধ করা অনাবশ্যক।

বার্ত্তিকমূলম্। অনুপসর্গাদ্বা *।

বার্ত্তিকানুবাদ। অথবা উপসর্গবিহীন দা এবং ধা ধাতুর ঘু সংজ্ঞা বলা হইবে।

ভাষ্যমূলম্। অথবা যৎক্রিয়াযুক্তাঃ প্রাদয়স্তং প্রতি গত্যুপসর্গসংজ্ঞা ভবন্তি। ন চৈতৌ দাধৌ প্রতি ক্রিয়াযোগঃ। যদ্যেবম্ ইহাপি তর্হি ন প্রাপ্নোতি। প্রণিদাপয়তি প্রণিধাপয়তীতি। অত্রাপি নৈতৌ দাধাবর্থবন্তৌ নাপ্যেতৌ দাধৌ প্রতি ক্রিয়াযোগঃ।

ভাষ্যানুবাদ। অথবা 'প্র' প্রভৃতি শব্দ, যে ক্রিয়ার সহিত যোগ হয়, তাহারা সেই ক্রিয়ার প্রতি গতি সংজ্ঞা এবং উপসর্গ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। কিন্তু এতদুভয়েই (প্রনিদারয়তি, প্রনিধারয়তি স্থিত দার এবং ধার ধাতুতে দা এবং ধা ধাতুর প্রতি) ক্রিয়ার যোগ হয় নাই।

যদি এইরূপ হয়; তবে প্রণিদাপয়তি, প্রণিধাপয়তি (দা এবং ধা ধাতুতে ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ) ইত্যাদি স্থলেও (ণত্ব) প্রাপ্ত হইবে না। কারণ এ স্থলে দা এবং ধা ধাতু অর্থবিশিষ্ট হয় নাই; আর দা এবং ধা ধাতুর প্রতি ক্রিয়ারও যোগ হয় নাই (ণিজন্ত নিষ্পন্ন ধাপি ধাতু অর্থবিশিষ্ট এবং ক্রিয়া-

যোগে সম্পন্ন হইয়াছে।)

বার্ত্তিকমূলম্। ন বার্থবতোহ্যাগমস্তদ্‌গুণীভূতস্তদ্‌গ্রহণেন গৃহ্যতে যথান্যত্র *।

বার্ত্তিকানুবাদ। এ স্থলে কোন দোষ হইবে না; যেহেতু অর্থবিশিষ্ট শব্দের উত্তর যে সমস্ত (অভিনব বর্ণ) আগম হইয়া থাকে, তাহারাও সেই গুণবিশিষ্ট হইয়া তাহাদের গ্রহণেই গৃহীত হইয়া থাকে, যেমন, অন্যান্য স্থলেও গৃহীত হয়।

ভাষ্যমূলম্। ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। অর্থবত আগমস্তদ্‌গুণী-ভূতোঽর্থবদ্‌গ্রহণেন গৃহ্যতে। যথান্যত্র। তদ্ যথা। অন্যত্রাপি অর্থবত আগমো ঽর্থবদ্‌গ্রহণেন গৃহ্যতে। ক্বান্যত্র। লবিতা চিকীর্ষিতেতি। যুক্তং পুনর্যন্নিত্যেষু নাম শব্দেষ্বাগমশাসনং স্যাৎ। ন নিত্যেষু নাম শব্দেষু কূটস্থৈ-রবিচালিভির্বর্ণৈর্ভবিতব্যমনপায়োপজনবিকারিভিঃ। আগমশ্চ নামা-পূর্ব্বঃ শব্দোপজনঃ। অথ যুক্তং যন্নিত্যেষু শব্দেষ্বাদেশাঃ স্যুঃ। বাঢ়ং যুক্তং শব্দান্তরৈরিহ ভবিতব্যম্। তত্র শব্দান্তরাচ্ছব্দান্তরস্য প্রতিপত্তির্যুক্তা। আদে-শাস্তর্হীমে ভবিষ্যন্তি। অনাগমকানাং সাগমকাঃ। তৎ কথম্।

সর্ব্বে সর্ব্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ।
একদেশবিকারেহি নিত্যত্বং নোপপদ্যতে॥

ভাষ্যানুবাদ। অথবা এস্থলে কোন দোষ হইবে না। তাহার কারণ কি? অর্থবিশিষ্ট যে আগম তাহাও তদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়া, যেমন অন্যান্য স্থলে গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ এস্থলেও অর্থবিশিষ্টের গ্রহণে গৃহীত হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, অন্যান্য স্থলেও অর্থবিশিষ্ট আগমসমূহ অর্থবিশিষ্টের গ্রহণেই গৃহীত হয়।

অন্যত্র কোথায় এইরূপ হয়?

'লবিতা', 'চিকীর্ষিতা' (এই সকল স্থলে 'লূ' ধাতু এবং 'কৃ' ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিলে তদুত্তর "ইট্" এবং সন্ প্রভৃতি আগম হইয়াও তাহা-দিগের অর্থ বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ ছেদনকারক এবং করিবার ইচ্ছুক পুরুষকে বুঝাইতেছে)। অতএব নিত্য শব্দেতে যে পুনঃ আগমের বিধান, তাহা উপযুক্তই হইতেছে।

কূটের-ন্যায় অবস্থিত, অবিচলিত, লোপশূন্য, আগমশূন্য এবং বিকার-শূন্য নিত্য বর্ণ সমূহে কখনও আগম হইতে পারে না। যেহেতু, যে সকল

বর্ণ পূর্ব্বে ছিল না, তাহা পরে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে আগম বলে। নিত্য শব্দে তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

আচ্ছা, নিত্য শব্দে যে আদেশ সকল হইয়া থাকে, তাহা কি উচিত ?

অবশ্যই উচিত। অন্য শব্দ দ্বারা এস্থলে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। কারণ, সেই স্থলে অন্য শব্দ দ্বারা অন্য শব্দের উপলব্ধি অবশ্যই সঙ্গত। (যে হেতু সেই বুদ্ধির আবির্ভাব ও তিরোভাব দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে।)

আচ্ছা তবে (ইট্, সন্ প্রভৃতি যাহারা আগম বলিয়া কথিত হয়, যদি তাহাতে নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়,) ইহারাও আদেশ বলিয়াই সিদ্ধ হইবে। যাহারা আগমবিশিষ্ট নহে, তাহারাও আগমবিশিষ্ট বলিয়াই কথিত হইবে।

তাহা কিরূপে হইবে ?

দাক্ষীর পুত্র পাণিনি মুনির মতে (কার্য্যসিদ্ধির জন্য) সকল স্থানে সকল পদ আদেশই হইয়া থাকে। যেহেতু একাংশ বিকৃত হইলেও শব্দের নিত্যত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং যাহাকে আগম বলিব, তাহাকে আদেশও বলিব।

বার্ত্তিকমূলম্। দীঙঃ প্রতিষেধঃ স্থাঘ্বোরিত্বে। *

বার্ত্তিকানুবাদ। 'স্থা' এবং 'ঘু' ইহাদের ইত্ব প্রাপ্তি সম্ভব হইলে, সেই স্থলে 'দীঙ্' ধাতুর নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্। দীঙঃ প্রতিষেধঃ স্থাঘ্বোরিত্বে বক্তব্যঃ। উপাদাস্তাস্য স্বরঃ শিক্ষকস্যেতি। মীনাতি মিনোতীত্যাত্বে কৃতে স্থাঘ্বোরিচ্চেতীত্বং প্রাপ্নোতি। কুতঃ পুনরয়ং দোষো জায়তে। কিং প্রকৃতিগ্রহণাদাহোস্বিদ্রূপগ্রহণাৎ।

রূপগ্রহণাদিত্যাহ। ইহ খলু প্রকৃতিগ্রহণাদ্দোষো জায়তে উপদিদীষতে। সনিমীমাঘুরভলভেতি। নৈব দোষঃ। দা প্রকৃতিরিত্যুচ্যতে। ন চেয়ং দা প্রকৃতিঃ। আকারান্তানামেজন্তাঃ প্রকৃতয়ঃ। এজন্তানামপীকারান্তাঃ। ন চ প্রকৃতেঃ প্রকৃতিঃ প্রকৃতিগ্রহণেন গৃহ্যতে। স তর্হি প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। ন বক্তব্যঃ। ঘু সংজ্ঞা কস্মান্ন ভবতি। সন্নিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেত্যেবং ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ। স্থাঘ্বোরিচ্চ।১।২।১৭। (স্থা ধাতু এবং ঘু সংজ্ঞক ধাতুর উত্তর ইকার আদেশ এবং সকার ইতের স্থলে ককারইৎপ্রযুক্ত কার্য্য হয়, এই সূত্রে ঘুসংজ্ঞাতে ইত্ব কর্ত্তব্য হইলে, 'দীঙ্' ধাতুর 'ঘু' সংজ্ঞা নিষেধ করা কর্ত্তব্য। "উপাদাস্তাস্য স্বরঃ শিক্ষকস্য" (এই অধ্যাপকের স্বর অতি-

শয় উদ্দীপ্ত) এইস্থলে উপপূর্ব্বক আং পূর্ব্বক দীঙ্ ধাতুর লুঙে উপাদিস্ত এইরূপ প্রয়োগ সম্ভব হইলে, মীনাতি-মিনোতি দীঙাং ল্যপি চ।৬।১।৫০ (এই সূত্রোক্ত ধাতু সকল আকারান্ত বিশিষ্ট হয়, ল্যপ্ প্রত্যয় এবং 'এচ্' নিমিত্তক অস্ পরে থাকিলে।) এই সূত্রানুসারে আকারান্ত হইয়া 'উপাদাস্ত' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। যদি 'দীঙ্' ধাতু ঘু সংজ্ঞাতে পঠিত হইত, তাহা হইলে, "স্থাঘ্বোরিচ্চ" এই সূত্রানুসারে, এই স্থলেও ইকার প্রাপ্তি হইত, 'উপাদাস্ত' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

এক্ষণে পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দোষটী কিরূপে ঘটিবে? প্রকৃতির গ্রহণ হেতুই ঘটিবে? না ('দীঙ্' এইরূপ) স্বরূপ গ্রহণ হেতুই ঘটিবে?

স্বরূপের গ্রহণেই ঘটিবে, এইরূপ বলা হইতেছে। তাহা হইলে ত 'উপদিদীষতে' এইস্থলে 'দীঙ্' ধাতু হইতে 'দিদীষতে' প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া আবার প্রকৃতি গ্রহণেই দোষ ঘটিবে, সনিমীমাঘুরভলভশকপতপদামচইস্ ৭।৪।৫৪। ('স'কারাদি বিশিষ্ট 'সন্' প্রত্যয় পরে থাকিলে, সূত্রস্থ এই সকল ধাতুর 'অচ্' অর্থাৎ স্বর বর্ণের স্থানে ইস্ হয় ।) এই সূত্রানুসারে 'দীঙ্' স্থানে 'দিদীষতে' হওয়াতেই, রূপ গ্রহণে দোষ হইবে।

এস্থলে কোন দোষ হইবে না; কারণ ঘু সংজ্ঞাতে 'দা' প্রকৃতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু ইহা (দীঙ্ ধাতু) দা প্রকৃতি বিশিষ্ট নহে। আকারান্ত যে ধাতু, তাহাদেরই 'এজন্ত' অর্থাৎ এ, ঐ, ও, ঔকারান্ত প্রকৃতি কিন্তু এজন্ত যে ধাতু, তাহাদের প্রকৃতি 'ঈ'কারান্ত; সুতরাং ঈকারান্ত যে 'দীঙ্'ধাতু, তাহা কখনও 'ঘু'সংজ্ঞক ধাতুর প্রকৃতি নহে। প্রকৃতির যে প্রকৃতি তাহা কখনও প্রকৃতি গ্রহণে গৃহীত হয় না। দীঙ্ ধাতু কখনও প্রকৃতি নহে, তবে প্রকৃতির প্রকৃতি বলা যাইতে পারে বটে; সুতরাং ইহা ঘু সংজ্ঞাতে গৃহীত হইবে না।

তাহাহইলে সেই নিষেধসূচক বাক্য বলা কর্ত্তব্য ?

না, তাহা বক্তব্য নহে।

তবে ঘু সংজ্ঞা কেন হইবে না ?

সন্নিপাতলক্ষণসম্পন্ন বিধি, তাহার বিঘাতকের অর্থাৎ নষ্টের নিমিত্ত হয় না।

এই নিয়মানুসারেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। আর প্রতিষেধবাক্য বলিবার প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—দাপ্ প্রতিষেধে ন দৈপ্যানেজন্তত্বাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'দাপ্' এর প্রতিষেধ কালে 'দৈপ্" এর প্রতিষেধ হইবে না, যেহেতু তাহা 'এজন্ত' নহে।

ভাষ্যমূলম্।—দাপ্ প্রতিষেধে দৈপি প্রতিষেধো ন প্রাপ্নোতি। অবদাতং মুখম্। ননু চাত্বে কৃতে ভবিষ্যতি। তদ্যাত্বং ন প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্। অনেজন্তত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—"দাধা ঘ্বদাপ্" এই সূত্রে দাপ্ ধাতুর "ঘু সংজ্ঞা" নিষেধ কালে দৈপ্ ধাতুতে সেই নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না। যেমন,'অবদাতং মুখম্' (অব—দৈপি ধাতু+ক্ত প্রত্যয় করিয়া 'অবদাতম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে,) এস্থলে হয় নাই। যদি বল যে, কেন, দৈপি ধাতুর ঐকারের স্থানে "আদেচ উপদেশেঽশিতি ৬।১।৪৫।" এই সূত্রানুসারে ঐকারের স্থানে আকার হইলে ঘু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

তাহা হইলে আকারান্তও প্রাপ্ত হইবে না।

তাহার কারণ কি?

'এজন্তত্ব' অর্থাৎ এ ও ঐ ঔ বর্ণের কোনও একটার অভাব প্রযুক্তই আকারান্তরত্ব সিদ্ধ হইবেনা। অর্থাৎ দৈপ্ ধাতুর অন্তে পকার থাকাতে, ঐকারান্ত নাহইয়া পকারান্ত হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধমনুবন্ধস্যানেকান্তত্বাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে। যেহেতু অনুবন্ধ অর্থাৎ লোপ বিশিষ্ট বর্ণ অন্তে থাকিলে, তাহাকে একটি মাত্র অন্তবিশিষ্ট বর্ণ বলা হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। অনুবন্ধস্যাঽনেকান্তত্বাৎ। অনেকান্তাঅনুবন্ধাঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ দৈপ্ ধাতু পকারান্ত হইলেও একারান্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

অনুবন্ধ বর্ণসমূহের একটী মাত্র বর্ণকে অন্ত বলা হয় না বলিয়া। কোনও ধাতুতে বা কোন শব্দে কোন বর্ণ অনুবন্ধ অর্থাৎ লোপ বিশিষ্টথাকিলে, কেবল মাত্র সেই লোপ বিশিষ্ট একটী মাত্র বর্ণকে লইয়া কোনও কার্য্য হয় না। যেহেতু, অনুবন্ধ বর্ণ সমূহ একটী মাত্র বর্ণ অন্তবিশিষ্ট নহে। এই স্থলেও দৈপ্ধাতুর পকার অনুবন্ধ অর্থাৎ লোপবিশিষ্ট হওয়াতে কেবল একমাত্র'প'কার দৈপি ধাতুর অন্তঃস্থিত নহে। ঐকারকেও অন্তঃস্থিত বলিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্। পিৎপ্রতিষেধাদ্বা। *

বার্ত্তিকানুবাদ। অথবা 'ঘু' সংজ্ঞাতে পকার লোপ বিশিষ্ট বর্ণের ঘু সংজ্ঞা নিষেধ করা হইবে; এইজন্যও কাৰ্য্য সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্। অথবা দাধা ঘ্বপিদিতি বক্ষ্যামি। তচ্চাবশ্যং বক্তব্যম্। অদাবিতি হ্যুচ্যমানে ইহাপি প্রসজ্যেত। প্রণিদাপয়তীতি। শক্যং তাবদনেনাদাবিতি ব্রুবতা বান্তস্য প্রতিষেধো বিজ্ঞাতুম্। সূত্রং তর্হি ভিদ্যতে। যথান্যাসমেবাস্তু। ননু চোক্তং দাপ্প্রতিষেধে ন দৈপীতি। পরিহৃতমেতৎ। সিদ্ধমনুবন্ধস্যানেকান্তত্বাদিতি অথৈকান্তেষু দোষ এব। একান্তেম্বপি ন দোষঃ। আত্বে কৃতে ভবিষ্যতি। ননু চোক্তং তক্ত্যান্তং ন প্রাপ্নোতি। কিং কারণমনেজন্তত্বাদিতি। পকারলোপে কৃতে ভবিষ্যতি। ন হ্যয়ং তদা দাব্ ভবতি। ভূতপূর্ব্বগত্যা ভবিষ্যতি। এতচ্চাত্র যুক্তম্। যৎ সর্ব্বেষেব সানুবন্ধকগ্রহণেষু ভূতপূর্ব্বগতির্বিজ্ঞায়তে। অনৈমিত্তিকো হ্যনুবন্ধলোপস্তাবত্যেব ভবতি। অথবা আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নানুবন্ধকৃতমনেজন্তত্বমিতি। যদয়মুদীচাং মাঙো ব্যতীহার ইতি মেঙঃ সানুবন্ধকস্যাত্বভূতস্য গ্রহণং করোতি। অথবা দাবেবায়ং ন দৈবস্তি। কথমবদায়তীতি। শ্যন্বিকরণো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ। অথবা "পকার" ইৎ হয় নাই এমন যে, দা এবং ধা ধাতু তাহার "ঘুসংজ্ঞা" বলিব। আর তাহা অবশ্যই বলিতেও হইবে। নতুবা 'অদাপ্' এইরূপ বলিলে, প্রণিদাপয়তি (প্র নি-দাধাতু ণিচ্+লট্তি) এই শব্দের মধ্যেও 'দাপ্' এই অংশ থাকাতে ইহারও "ঘু সংজ্ঞা" নিষেধ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ করিলে, যিনি"অদাব" এইরূপ বলেন, তিনি বকারান্তের নিষেধ বিজ্ঞাত হইতে পারেন।

তাহাহইলে সূত্র তো রূপান্তরিত হইবে?

আচ্ছা! যেমন সূত্র আছে তেমনই থাক্। যদি বল যে, এইরূপ সূত্র করিলে, কেবল মাত্র দাপেরই নিষেধ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু দৈপের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে না। এ প্রশ্নেরও সমাধান পূর্ব্বেই করা হইয়াছে যে, অনুবন্ধ অর্থাৎ লোপ বিশিষ্ট বর্ণ, একটী মাত্র বর্ণের অন্তে বসেনা, অনেক বর্ণেরই অন্তে বসে।

তাহাহইলে তো আবার একটী মাত্র বর্ণের পরে অনুবন্ধ প্রযুক্ত কার্য্য হইবেই না, বরং তাহাতে দোষই হইবে?

একটী মাত্র বর্ণের পরে অনুবন্ধ প্রযুক্ত কার্য্যেও দোষ হইবে না। কারণ সে স্থলে 'আকারত্ব' বিধান করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যদি বল যে, তাহাহইলে তো আকারত্বই প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, দৈপ্ ধাতুতো এজন্ত নহে, ইহাতো পকারান্ত; কিন্তু পাণিনি এজন্ত (এ, ও, ঐ ঔ) ধাতুরই আকারান্ত বিধান করিয়াছেন?

সে স্থলেও পকারের লোপ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

তখনতো তাহাহইলে আর এই দাপ্ ধাতু থাকিবে না?

পূর্ব্বকালীন দাপ্ লইয়াই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। আর ইহা এস্থলে কর্ত্তব্যও। কারণ, অনুবন্ধ বর্ণ প্রযুক্ত যে সকল কার্য্য হয়, তাহা সর্ব্বত্র পূর্ব্বকালিক অনুবন্ধ বর্ণের গ্রহণেই গৃহীত জানিতে হইবে। অনুবন্ধবর্ণসমূহের যখন লোপই হইয়া থাকে, তখন ঐসকল বর্ণ কোন কার্য্যের প্রতি নিমিত্ত হয় না। অথবা আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় অনুসারে জানা যাইতেছে যে, অনুবন্ধ বর্ণ কর্ত্তৃক 'এজন্ত' বর্ণের গ্রহণের নিষেধ হয় না। যেহেতু উদীচাং মাঙো ব্যতীহারে ।৩।৪।১৯। এই সূত্রে 'মেঙ্' ধাতুর স্থলে 'ঙ্' অনুবন্ধ থাকাতে, আকারত্ব বিশিষ্ট 'মাঙ্' এর গ্রহণ করা হইল।

অথবা এই সূত্রে "দাপ"এর ই নিষেধ মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু "দৈপের" নহে।

আচ্ছা তবে, 'অবদায়তি' প্রয়োগ সিদ্ধ কিরূপে হইবে? 'দৈপ্' ধাতু 'শ্যন্' বিকরণ বিশিষ্ট অর্থাৎ দিবাদিগণে পাঠ করিলেই 'যকার' আগম হইয়া 'অবদায়তি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

আদ্যন্তবদেকস্মিন্ ১।১।২১।

আদি + অন্ত + বৎ + একস্মিন্। ৭।

সূত্রানুবাদ। একটী বিষয়ে যদি কোন কার্য্য প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে তাহাতে আদির ন্যায় কার্য্যও হয়, অন্তের ন্যায় কার্য্যও হয়।

বিশদার্থ। কোন একটী বর্ণে যদি কোন একটী কার্য্য করাই কর্ত্তব্য হয়, তাহাহইলে কর্ত্তা, ঐ বর্ণটিকে আদি বর্ণ মানিয়াও কার্য্য করিতে পারেন, অথবা প্রয়োজনানুসারে অন্তবর্ণ মানিয়াও কার্য্য করিতে পারেন।

ভাষ্যমূলম্। কিমর্থমিদমুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। এই সূত্র কেন করা হইল?

বার্ত্তিকমূলম্। সত্যন্যস্মিন্নাদ্যন্তবদ্ভাবাদেকস্মিন্নাদ্যন্তবদ্বচনম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ। কোন একটী বর্ণে আদিত্ব প্রযুক্ত এবং অন্তত্ব প্রযুক্ত কার্য্য দেখা যায়, সেই স্থলে আদ্যন্তবদ্ভাব করিবার জন্যই সূত্র করিবার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্। সত্যন্যস্মিন্ যস্মাৎ পূর্ব্বং নাস্তি পরমস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে। সত্যন্যস্মিন্ যস্মাৎ পরং নাস্তি পূর্ব্বমস্তি সোঽন্ত ইত্যুচ্যতে। সত্যন্যস্মিন্নাদ্যন্তবদ্ভাবাদেতস্মাৎ কারণাৎ একস্মিন্নাদ্যন্তাপদিষ্টানি কার্য্যাণি ন সিধ্যন্তি। ইষ্যন্তে চ স্যুরিতি। তান্যন্তরেণ যত্নং ন সিধ্যন্তি। ইত্যেকস্মিন্নাদ্যন্তবদ্বচনম্। এবমর্থমিদমুচ্যতে। অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি।

ভাষ্যানুবাদ। অন্য কোনও বর্ণ থাকিলে, যাহার পূর্ব্বে কোনও বর্ণ নাই, অথচ পরে আছে, তাহাকে আদি বলা যায়। আর অন্য কিছু থাকিলেও যাহার পরে কোনও বর্ণ নাই, কিন্তু আদি আছে, তাহাকে অন্ত বলে। অতএব অন্যত্র অর্থাৎ বহু বর্ণ বিশিষ্ট প্রয়োগ স্থলে, আদি এবং অন্ত কার্য্য হইলেও, এই পূর্ব্বোক্ত কারণেই একটী মাত্র বর্ণে কোন আদি অথবা অন্ত কার্য্য প্রাপ্তি সম্ভব হইলে, তাহা সিদ্ধ হইবে না। অথচ এক বর্ণে, আদিত্ব বা অন্তত্ব প্রযুক্ত কার্য্য, পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ, ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই সকল কার্য্য যত্ন ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না, এক বর্ণে আদ্যন্ত প্রযুক্ত কার্য্য হওয়ার নিমিত্ত, এই "আদ্যন্তবদ্"বচন করা প্রয়োজন। এইজন্যই এই সূত্র বলা হইয়াছে।

ইহার কি প্রয়োজন আছে?

তা বৈ কি?

বার্ত্তিকমূলম্। তত্র ব্যপদেশিবদ্বচনম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ। সেই স্থলে ব্যপদেশিবৎ অর্থাৎ অমুখ্যে মুখ্য ব্যবহার দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্। তত্র ব্যপদেশিবদ্ভাবো বক্তব্যঃ। ব্যপদেশিবদেকস্মিন্ কার্য্যং ভবতীতি বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ। আদ্যন্তবদেকস্মিন্ সূত্রে, ব্যপদেশিবদ্ভাব বলা কর্ত্তব্য। কোনও গৌণ কার্য্যে মুখ্য ব্যবহার করিতে হইলে, তাহা এক বর্ণেও কার্য্য হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্। একাচো দ্বে প্রথমার্থম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ। একটী স্বরবর্ণ বিশিষ্ট ধাতুতে প্রথমের দ্বিত্ব করিবার জন্য প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্। বক্ষ্যত্যেকাচো দ্বে প্রথমস্যেতি বহুব্রীহিনির্দ্দেশ ইতি। তস্মিন্ ক্রিয়মাণে ইহৈব স্যাৎ পপাচ পপাঠ। ইয়ায় আর ইত্যত্র ন স্যাৎ। ব্যপদেশিবদেকস্মিন্ কার্য্যং ভবতীত্যত্রাপি সিদ্ধং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ। একাচোদ্বে প্রথমস্য। ৬।১।১।এই সূত্র বলা হইবে, তাহাতে বহুব্রীহি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ একটী মাত্র 'অচ্' (স্বরবর্ণ) আছে যাহাতে, তাহার নাম 'একাচ্' এইরূপ বলা হইবে। সেই স্থলে, দ্বিত্ব করিতে হইলে,'পঠ্' ধাতু অর্থাৎ যাহাতে স্বর ও ব্যঞ্জনের কয়েকটী বর্ণ আছে, তাহারই প্রথম বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া 'পপাচ' 'পপাঠ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হওয়া সম্ভব, কিন্তু কেবল যে একটী মাত্র স্বরবর্ণ রূপ 'ই' 'ঋ' প্রভৃতি ধাতু, তাহারা কাহারও অপেক্ষায় না হওয়াতে, দ্বিত্ব হইয়া "ইয়ায়" "আর" প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু একটী বর্ণে ব্যপদেশিবদ্ভাব অর্থাৎ মুখ্য ব্যবহার করিলে, এই স্থলেও কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্। ষত্বে চাদেশসংপ্রত্যয়ার্থম্।

বার্ত্তিকানুবাদ। ষত্ব বিধান কর্ত্তব্য হইলে, যাহাতে প্রত্যয়ের অবয়বস্থিত স স্থানে ষ হয়, এই জন্য ব্যপদেশিবদ্ভাব করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্। বক্ষ্যতি আদেশপ্রত্যয়য়োরিত্যবয়বষষ্ঠ্যেবেতি। এতস্মিন্ ক্রিয়মাণে ইহৈব স্যাৎ করিষ্যতি হরিষ্যতি। ইহ ন স্যাদ্ ইন্দ্রোমাবক্ষৎ সদেবান্যক্ষদিতি। ব্যপদেশিবদেকস্মিন্ কার্য্যং ভবতীত্যত্রাপি সিদ্ধং ভবতি। স তর্হি ব্যদেশিবদ্ভাবো বক্তব্যঃ। ন বক্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ। আদেশপ্রত্যয়য়োঃ।৮।৩।৫৯ সূত্র বলা হইবে,—সেইস্থলে অবয়ববোধার্থ ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করা হইবে। সুতরাং তাহাতে আদিষ্ট যে 'স'কার এবং প্রত্যয়ের অবয়বভূত যে 'স'কার, তাহারই মূর্দ্ধণ্য আদেশ হইবে। এইরূপ করিলে প্রত্যয়ের অবয়বস্বরূপ যে, লৃট্ বিভক্তির (স্য) তি প্রত্যয়, তাহার 'স' কারের মূর্দ্ধণ্য হইয়া করিষ্যতি হরিষ্যতি প্রভৃতি স্থলেই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে, কিন্তু ইন্দ্রো মাবক্ষৎ (বচ + লুঙ্ সিচ্ + ৎ), সদেবান্যক্ষৎ (বচ্ + লেট্ + তিপ্ ইতশ্চ লোপঃ এই সূত্রানুসারে ইকারের লোপ এবং পরে সিপ্ ও কুত্ব হইলে অক্ষ) এই সকল স্থলে সকার, প্রত্যয়ের অবয়ব না হইয়া স্বয়ংই প্রত্যয় হওয়াতে ষত্বও হইবেনা, প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

অথচ, ব্যপদেশিবদ্‌ভাব করিলে, একটী বর্ণে কার্য্য সিদ্ধি হয় বলিয়া এই স্থলেও সিদ্ধ হইবে।

তাহা হইলে তবে ব্যপদেশিবদ্‌ভাব বলা (সূত্রকারের) কর্ত্তব্য?

বলিবার প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্। অবচনাল্লোকবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ। বচন না করিলেও লোকের সাধারণ জ্ঞানানুসারেই ইহা সিদ্ধ হইবে। *।

ভাষ্যমূলম্। অন্তরেণ বচনম্ লোকবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধমেতৎ। তদ্ যথা। লোকে শালাসমুদায়ো গ্রাম ইত্যুচ্যতে। ভবতি চৈতদেকস্মিন্নপ্যেকশালো গ্রাম ইতি। বিষম উপন্যাসঃ। গ্রামশব্দোঽয়ং বহ্বর্থঃ। অস্ত্যেব শালা-সমুদায়ে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা। গ্রামোদগ্ধ ইতি। অস্তি বাটপরিক্ষেপে বর্ত্ততে তদ্‌যথা গ্রামং প্রবিষ্ট ইতি। অস্তি চ মনুষ্যেষু বর্ত্ততে। তদ্‌যথা; গ্রাম গত গ্রাম আগত ইতি। অস্তি সারণ্যকে সসীমকে সস্থণ্ডিলকে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা। গ্রামোলব্ধ ইতি। তদ্‌যঃ সারণ্যকে সসীমকে সস্থণ্ডিলকে বর্ত্ততে তমভিসমীক্ষ্যৈতৎ প্রযুজ্যতে একশালো গ্রাম ইতি। যথা তর্হি বর্ণসমুদায়ঃ পদং পদসমুদায় ঋক্ ঋক্‌সমুদায়ঃ সূক্তমিত্যুচ্যতে। ভবতি চৈতদেকস্মিন্নপ্যেক-বর্ণং পদমেকপদাঋক্ একর্চং সূক্তমিতি। অত্রাপ্যর্থেন যুক্তোব্যপদেশঃ। পদং নামার্থঃ ঋঙ্ নামাথঃ সূক্তং নামার্থ ইতি। যথা তর্হি বহুষু পুত্রেষ্বেতদুপ-পন্নং ভবতি। অয়ং মে জ্যেষ্ঠোঽয়ং মে মধ্যমোঽয়ং মে কনীয়ানিতি।

ভবতি চৈতদেকস্মিন্নপি অয়ং মে জ্যেষ্ঠোঽয়মেব মে মধ্যমোঽয়মেব মে কনীয়ানিতি।

তথা সুতায়ামসোষ্যমাণায়াং চ ভবতি প্রথমগর্ভেণ হতেতি। তথানেত্যা-নাজিগমিষুরাহেদং মে প্রথমমাগমনমিতি আদ্যন্তবদ্ভাবশ্চ শক্যোঽবক্তুম্।

কথম্।

ভাষ্যানুবাদ। ব্যপদেশিবদ্ভাব করিবার জন্য কোনও বচন বা সূত্র না করিলেও লোকের ব্যবহারিক জ্ঞানানুসারেই সিদ্ধ হইবে। যেমন,—আমরা মনুষ্যসমাজে ব্যবহার দেখিতে পাই যে, গৃহসমূহকে গ্রাম বলিয়া থাকে; অথচ এমন এক গ্রাম আছে, যেখানে একখানি বৈ ঘর নাই, তাহাকেও 'এক-শাল গ্রাম'ই বলে। সেইরূপ এস্থলে একটী বর্ণে বা কার্য্যে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে।

এইটী অসমান দৃষ্টান্ত বলা হইল। কারণ, গ্রাম শব্দের অনেক অর্থ আছে, শালা (গৃহ) সমুদায়েও গ্রাম শব্দ ব্যবহার হয় বটে, যেমন,—"গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে" বলিলে গৃহসমূহের দাহকেই বুঝায়। আবার সীমানার অভ্যন্তরস্থিত গ্রামকেও গ্রাম বুঝায়;—কোনও ব্যক্তি গ্রামের বহিঃসীমা অতিক্রম করিয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই "গ্রামে প্রবিষ্ট" এইরূপ বলা হয়। "গ্রাম শব্দ" গ্রামবাসী মনুষ্যেও ব্যবহার হয়, যেমন,—গ্রামের লোকসমূহ চলিয়া গেলে বা আসিলে বলে, "গ্রামকে গ্রাম চলে গেল, বা চলে এল"।

গ্রামশব্দ, অরণ্যের সহিত, সীমার সহিত, স্থণ্ডিল অর্থাৎ যজ্ঞভূমির সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে; যেমন,—কেহ একখানা গ্রাম পাইলে সমগ্র অরণ্য যজ্ঞভূমি ও সীমার সহিতই পাইয়া থাকে। অতএব যে স্থলে, অরণ্যের সহিত, সীমার সহিত, যজ্ঞভূমির সহিত বর্ত্তমান গ্রামশব্দ ব্যবহার দেখা যায়, তাহা দেখিয়াই "একশাল গ্রাম" এইরূপ প্রয়োগ করা হয়, কেবল মাত্র একখানা ঘরকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি গ্রাম শব্দ ব্যবহার করা হয় না। (এইজন্যই দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হইল)

(পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে দোষ দেখিয়া দৃষ্টান্তান্তর দেখাইতেছেন) আচ্ছা তবে, যেমন বর্ণসমূহকে পদ, পদসমূহকে ঋক্, ঋক্‌সমূহকে সূক্ত বলা হয়; কিন্তু যেখানে একটী মাত্র অর্থবিশিষ্ট বর্ণ থাকে, তাহাকে 'একবর্ণ পদ' বলা হয়, একটী মাত্র পদ লইয়া একপদা ঋক্, একটী মাত্র 'ঋক্' (ঋচা) লইয়া 'সূক্ত' ব্যবহার হয়, সেরূপ এস্থলেও একটী মাত্র বর্ণে আদ্যন্ত ব্যবহার হইতে পারে।

এই পদ, ঋক্ প্রভৃতি স্থলেও এক বর্ণ বা এক বিষয় বলা যায় না। কারণ, সেই স্থলেও অর্থের সহিত যুক্ত অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থ উভয় একত্র মিলিত হইয়া পদরূপে ব্যবহার হয়, অর্থবিহীন একটী বর্ণকে কদাপি পদ বলে না। সুতরাং সেই স্থলে ব্যপদেশ অর্থাৎ অমুখ্যে মুখ্য ব্যবহার সম্ভব; কারণ, পদ বলিলেও অর্থবিশিষ্ট বর্ণকে বুঝিবে, ঋক্ বলিলেও অর্থবিশিষ্ট পদকে বুঝিবে এবং সূক্ত বলিলেও অর্থবিশিষ্ট ঋক্‌কেই বুঝিবে। কিন্তু এস্থলে তো অর্থবিহীন একটী বর্ণে, আদি বা অন্তবদ্ভাব করিতে হইবেই।

(এই পক্ষেও দোষ দেখিয়া দৃষ্টান্তান্তর দ্বারা তাহার পরিহার করা যাইতেছে) আচ্ছা তবে, যেমন,—বহু পুত্রে ইহা সম্ভব যে, এইটী আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, এইটী আমার মধ্যম পুত্র, এইটী আমার কনিষ্ঠ পুত্র, কিন্তু এক পুত্র যার, সেও তো এরূপ ব্যবহার করে যে, এইটীই আমার জ্যেষ্ঠ, এইটীই আমার মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র। সেইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, কোনও ... হইয়া স্বয়ংই প্রত্যয়

একটী স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভাবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে, পূর্ব্বে আর কখনও সন্তান হয়ও নাই, (আর যখন মরিয়াছে, তখন) ভবিষ্যতেও সন্তান হওয়ার আশা নাই ; তথাপি বলে যে, "বধূটী প্রথম গর্ভেই নিহতা হইয়াছেন।"

সেরূপ, কোনও ব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও আসে নাই এবং ভবিষ্যতেও তাহার আসিবার ইচ্ছা নাই; তথাপি ব্যবহার করে যে. "ইহাই আমার প্রথম আগমন", এই সকল স্থলে যেমন দ্বিতীয় তৃতীয় অভাবে প্রথম ব্যবহার দেখা যায়; তেমন এস্থলেও এক বর্ণে, আদ্যন্তবদ্ভাব হইবে। আর ব্যপদেশিবদ্ভাব করিবার প্রয়োজন নাই।

আদ্যন্তবদ্ভাবও বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কেন?

বার্ত্তিকমূলম্। অপূর্ব্বানুত্তরলক্ষণত্বাদাদ্যন্তয়োঃ সিদ্ধমেকস্মিন্ ।*।

বার্ত্তিকানুবাদ। পূর্ব্বে এবং পরে কোন লক্ষণ না থাকাতে, এক বর্ণে আদিবৎ এবং অন্তবদ্ভাব স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হইবে।*

ভাষ্যমূলম্। অপূর্ব্বলক্ষণ আদিরনুত্তরলক্ষণোঽন্ত এতচ্চৈকস্মিন্নপি ভবতি। অপূর্ব্বানুত্তরলক্ষণত্বাদেতস্মাৎ কারণাদ্ একস্মিন্নপ্যাদ্যন্তাপদিষ্টানি কার্য্যাণি ভবিষ্যন্তীতি নার্থ আদ্যন্তবদ্ভাবেন। গোনর্দ্দীয়স্ত্বাহ সত্যমেতৎ সতি ত্বন্যস্মিন্নিতি। কানি পুনরস্য যোগস্য প্রয়োজনানি।

ভাষ্যানুবাদ। যাহার পূর্ব্ব নাই এরূপ লক্ষণ সম্পন্ন আদি, যাহার অপেক্ষা আর অন্ত নাই, এমন লক্ষণ সম্পন্ন অন্ত ; তাহা এক বর্ণেও হইতে পারে। পূর্ব্বরহিত এবং পররহিত বর্ণই যখন আদি বা অন্ত বলিয়া কথিত হয় ; তখন এক বর্ণেও আদ্যন্ত উপদেশ-বিহিত কার্য্য হইতে পারে; অতএব আদ্যন্তবদ্ভাবের জন্য কোনও সূত্র করিবার প্রয়োজন নাই। গোনর্দ্দীয়দেশোদ্ভব (ভাষ্যকার) বলেন যে, ইহা সত্য হইলেও কিন্তু অন্যত্র ইহার প্রয়োজন। (১)

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রের প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্। আদিবত্ত্বে প্রয়োজনং প্রত্যয়ঞ্নিদাদ্যুদাত্তত্বে *

---

(১) ভাষ্যকার এরূপ বৃহৎগ্রন্থেও 'আমি বলি' এরূপ অভিমান বাচক (অহং) শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। এজন্য নিজের মতটাকে, জন্মভূমির নাম করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, "গোনর্দ্দীয় বলে" অর্থাৎ 'গোনর্দ্দ' দেশোদ্ভব আমি বলি।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আদিবিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন এই যে, প্রত্যয়ের, ঞিদন্তের এবং নিদন্তের যেন আদিস্বর উদাত্ত হয়।

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যয়স্যাদিরুদাত্তোভবতীতি। ইহৈব স্যাৎ কর্ত্তব্যং তৈত্তিরীয়ঃ। ঔপগবঃ কাপটবইত্যত্র ন স্যাৎ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিতি। ইহৈব স্যাদ্ অহিচুম্বকায়নিঃ। আগ্নিবেশ্যঃ। গার্গ্যাঃ কৃতিরিত্যত্র ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—"প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হয়" এই নিয়মানুসারে, (কৃ ধাতু + তব্য) কর্ত্তব্য (তিত্তিরি শব্দ ছ প্রত্যয়) যেখানে তৈত্তিরীয় হইয়াছে, সেই স্থলেই আদ্যুদাত্ত করা কর্ত্তব্য হইবে, কিন্তু ঔপগবঃ (উপগু + অণ্), কাপটবঃ (কপটু + অণ্) ইত্যাদি স্থলে হইবে না।

ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্ ।৬।১।১৯৭। (১) এইসূত্রানুসারে, "অহিচুম্বকায়নিঃ" (অহিচুম্বক + ফিন্), আগ্নিবেশ্যঃ (অগ্নিবেশ + যঞ্) এই সকল স্থলে, আদ্যুদাত্ত হইবে; কিন্তু গার্গ্যাঃ (গর্গ + যঞ্), কৃতিঃ (কৃ + ক্তিন্) এই সকল স্থলে হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—বলাদেরার্ধধাতুকস্যেট্প্রয়োজনম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—বল্ প্রত্যাহার আদিবিশিষ্ট আর্ধধাতুক পরে থাকিলে যেখানে ইট্ আগম হয়, তাহার জন্য আদ্যন্তবদ্ভাবের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—আর্ধধাতুকস্যেড্বলাদেরিতীহৈব স্যাৎ করিষ্যতি। হরিষ্যতি জোষিষদ্ মন্দিষদিত্যত্র ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—আর্ধধাতুকের পূর্ব্বে ইট্ আগম হয় বল্প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে, এইনিয়মানুসারে "করিষ্যতি, হরিষ্যতি" এইসকল স্থলেই ইট্ আগম হইবে; কিন্তু "যোষিষদ্, মন্দিষদ্" ইত্যাদি স্থলে হইবে না। (২)

বার্ত্তিকমূলম্।—যস্মিন্ বিধিস্তদাদিত্বে প্রয়োজনম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যাহাতে কোনও বিধান করা যায় তাহা তাহার আদি অলের হয়, এই জন্য ইহার (এইসূত্রের) প্রয়োজন।*

ভাষ্যমূলম্।—বক্ষ্যতি যস্মিন্ বিধিস্তদাদাবল্গ্রহণ ইতি। তস্মিন্ ক্রিয়মাণে অচি শ্নুধাতুভ্রুবাংয্বোরিয়ঙুবঙৌ ইহৈব স্যাৎ শ্রিয়ঃ ভ্রুবঃ। শ্রিয়ৌ ভ্রুবৌ ইত্যত্র ন স্যাৎ।

(১) ঞ এবং ন ইৎ হইলে, তাহার আদিস্বর উদাত্ত হয়।

(২) জোষিষৎ (জুষ্ + লেট্ তিপ্) লিঙ্ অর্থে লেট্ বিভক্তিতে 'সিপ্' পরে থাকিলে 'ইট্' হইবে না যেহেতু 'ইট ঈটি' সূত্রানুসার 'সিটের' গ্রহণ বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

ভাষ্যানুবাদ।—"যাহাতে কোনও বিধান করা যায়, তাহা তাহার অন্তের (অর্থাৎ এক বর্ণের) ই গ্রহণ করে," এইরূপ পরিভাষা বলিবেন। সেইরূপ করিতে হইলে, "অচিশ্নুধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ ৬।৪।৭৭" (শ্নু প্রত্যয়ান্ত শব্দ, ইবর্ণান্ত ও উবর্ণান্ত ধাতু এবং ভ্রূশব্দের অঙ্গের 'ইয়ঙ্' এবং 'উবঙ্' আদেশ হয়, অচ্ আদিবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে।) এই সূত্রানুসারে (শ্রী ও ভ্রূশব্দের উত্তর 'জস্'বিভক্তিতে একটির অধিক বর্ণ আছে বলিয়া তাহার আদি বর্ণ লইয়া) শ্রিয়ঃ, ভ্রুবঃ প্রয়োগসিদ্ধ হইবে; কিন্তু (ঔ বিভক্তিতে একটি বর্ণ থাকাতে তাহার আদিবর্ণাভাবহেতু) 'শ্রিয়ৌ, ভ্রুবৌ', প্রয়োগ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অজাদ্যাট্ত্বে প্রয়োজনম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—যে স্থলে অচ্ আদি বিশিষ্ট ধাতুর আট্ আগম হয় সেস্থলে ও ইহার (আদিত্ব কার্য্যের) প্রয়োজন। *

ভাষ্যমূলম্।—আডজাদীনামিহৈব স্যাদ্ ঐহিষ্ট ঐক্ষিষ্ট। ঐষ্ট অধ্যৈষ্টেত্যত্র ন স্যাৎ। অথান্তবত্ত্বে কানি প্রয়োজনানি।

ভাষ্যানুবাদ।—আডজাদীনাম্।৬।৪।১০২। (অচ্ অর্থাৎ স্বর আদি বিশিষ্ট যে ধাতু, তাহাদের পূর্ব্বে আট্ অর্থাৎ আকারের আগম হয়; লুঙাদি বিভক্তি পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে স্বরাদি বিশিষ্ট ধাতুর যে খানে আট্ আগম হইবে, সেখানে একের অধিক বর্ণ অর্থাৎ 'ইহ' 'ইক্ষ' প্রভৃতি যে সকল স্থলে পূর্ব্ব এবং পর বলিয়া দুই তিনটি পৃথক্ বর্ণ আছে, সেখানেই 'আট্' আগম হইয়া "ঐহিষ্ট, ঐক্ষিষ্ট" প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। কিন্তু একস্বর ইন্ (গতৌ), অধি ইঙ্ (অধ্যয়নে) প্রভৃতি ধাতু একবর্ণ বলিয়া পূর্ব্ব পর না থাকাতে 'আট্' আগমও হইবে না, 'ঐষ্ট, অধ্যৈষ্ট' প্রভৃতি প্রয়োগও হইবে না।

"আদ্যন্তবদেকস্মিন্" এইসূত্রের আদিত্ব কার্য্য দেখান হইল, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, অন্তত্ব প্রযুক্ত কার্য্য করিবার কি প্রয়োজন আছে?

বার্ত্তিকমূলম্।—অন্তবদ্দ্বিবচনান্তপ্রগৃহ্যত্বে প্রয়োজনম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—দ্বিবচন অন্ত বিশিষ্ট শব্দের প্রগৃহ্যকার্য্যের জন্য অন্তবদ্ভাবের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যমিতীহৈব স্যাৎ পচেতে ইতি পচেথে ইতি। খট্বে ইতি মালে ইতীত্যত্র ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—ঈকারান্ত উকারান্ত এবং একারান্ত দ্বিবচন নিষ্পন্নশব্দের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয় ; এই নিয়মানুসারে প্রগৃহ্যসংজ্ঞা করিতে হইলে ('পচ্' ধাতুর উত্তর 'আতাম্' বিভক্তির আকার স্থানে 'এ'কার আদেশ হইলে, সেই'আতে'-র একারটি দ্বিবচনান্ত বিভক্তির একার হওয়াতে) পচেতে এবং (পূর্ব্বোক্তরূপে) পচেথে এই স্থলেই প্রগৃহ্যসংজ্ঞা হইবে; কিন্তু (খট্বা শব্দের উত্তর, দ্বিবচনের ঔ বিভক্তি স্থলে আদিষ্ট ঈকার, এবং খট্বাশব্দের আকার, আর বিভক্তির ঈকার, উভয়ে মিলিয়া একার হইলেও সেই একারটি দ্বিবচনান্ত বিভক্তির একার না হওয়াতে) খট্বে এবং (পূর্ব্বোক্ত রূপে) মালে শব্দের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্। মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ প্রয়োজনম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ। ১।১।৪৭ (অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যে, যে শব্দের অন্তস্থিত স্বরবর্ণ, সেই স্বরবর্ণের পরে, তাহার যে অন্ত অবয়ব তাহারই 'ম'কার ইৎকার্য্য হইয়া থাকে) এই সূত্রানুসারে অন্ত কার্য্য হইবার জন্য, "আদ্যন্তবদেকস্মিন্" সূত্রে, অন্তবদ্ভাবের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—ইহৈব স্যাৎ কুণ্ডানি বনানি। তানি যানীত্যত্র ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।— (ক্লীব লিঙ্গ বিশিষ্ট কুণ্ড ও বন শব্দের উত্তর জস্ এবং শস্ বিভক্তিতে 'নুম্' আগম হইলে, কুণ্ড এবং বন শব্দে, একের অধিক স্বরবর্ণ থাকাতে, অন্ত স্বরবর্ণের পর "নুম্" আগম হইয়া) কুণ্ডানি বনানি এই স্থানেই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে, কিন্তু ('যদ্' ও তদ্' শব্দে একের অধিক স্বরবর্ণ না থাকাতে অন্তস্বর হইবেনা সুতরাং'নুম্' আগমের স্থানও পাইবে না) যানি, তানি ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবেনা।

বার্ত্তিকমূলম্।—অচোঽন্ত্যাদিটি প্রয়োজনম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্ত্যস্বরবর্ণের টি সংজ্ঞা হওয়ার জন্য অন্তবদ্ভাবের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—টিত আত্মনেপদানাং টেরে ইতীহৈব স্যাৎ কুর্বাতে কুর্বাথে। কুরুতে কুর্বে ইত্যত্র ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—টিতআত্মনেপদানাং টেরে।৩।৪।৭৯। (১) এইসূত্রানুসারে

(১) "ট"ইৎ হইয়াছে এমন যে বিভক্তি অর্থাৎ লট্, লিট্, লুট্, লৃট্, লেট্ ইহাদের আত্মনেপদের "টি"র একার হয়। যেমন,—ত স্থানে তে, আতাম্ স্থানে আতে ইত্যাদি।

(কৃ ধাতুর উত্তর আতাম্ বা আথাম্ বিভক্তি করিলে এই সকল বিভক্তির মধ্যে একের অধিক স্বরবর্ণ থাকাতে অন্তস্বর বর্ণের 'টি' সংজ্ঞা হইবে এবং একার আদেশ হইয়া) কুর্ব্বাতে, কুর্ব্বাথে ইত্যাদি স্থলে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে, কিন্তু ('কৃ' ধাতুর উত্তর একটি মাত্র স্বরবিশিষ্ট 'ত' বা 'ইট্'এর অন্তবর্ণ না থাকাতে তাহাদের টিসংজ্ঞাও হইবে না, একার আদেশও হইবে না) কুরুতে, কুর্ব্বে ইত্যাদি স্থলে প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অলোঽন্ত্যস্য প্রয়োজনম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তিদ্বারা যেখানে অন্ত্যঅল্ অর্থাৎ অন্তবর্ণকে নির্দ্দেশ করে, সেখানে কার্য্য সিদ্ধির জন্যও অন্তবদ্ভাবের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—অতো দীর্ঘো যঞি সুপি চ ইহৈব স্যাৎ পটাভ্যাং ঘটাভ্যামিতি। আভ্যামিত্যত্র ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—'অতোদীর্ঘো যঞি। ৭।৩।১০১।' এইসূত্রের অধিকারে 'সুপিচ'।৭।৩।১০২। (১) এই সূত্রানুসারে (পট,বা ঘট শব্দের উত্তর 'ভ্যাম্," বিভক্তি আসিলে, অন্ত অকারের দীর্ঘ হইয়া)পটাভ্যাম্, ঘটাভ্যাম্ ইত্যাদি স্থলেই প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে, কিন্তু (ইদম্ শব্দের 'হলিলোপঃ' ১।৭।২।১১৩। এই সূত্রানুসারে 'ইদ্' ভাগের লোপ হইলে, 'হলন্ত্যম্' সূত্রানুসারে অন্ত মকারের লোপ হইলে, যখন একটীমাত্র অকার অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা কাহারও অন্তও হইতে পারিবে না সুতরাং "অলোঽন্ত্যস্য" সূত্রও এইস্থলে চরিতার্থ হইবে না) 'আভ্যাম্' এস্থলে প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—যেন বিধিস্তদন্তত্বে প্রয়োজনম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—"যেন বিধিস্তদন্তস্য।১।১।৩২।(২) এই সূত্রানুসারে অন্ত কার্য্য হইবার জন্য,"আদ্যন্তবদেকস্মিন্" সূত্রে 'অন্ত' কার্য্যের প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—অচোযদিহৈবস্যাৎ চেয়ং জেয়ম্। এয়মধ্যেয়মিত্যত্র ন স্যাৎ। আদ্যন্তবদেকস্মিন্ কার্য্যং ভবতীত্যত্রাপি সিদ্ধং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অচোযৎ। ৩।১।৯৭। (৩) এই সূত্রানুসারে (চি বা জি ধাতুর উত্তর যৎপ্রত্যয় করিলে, বিশেষণ তাহার অন্তের সংজ্ঞা হওয়াতে, স্বরবর্ণ অন্ত

(১) যঞ্ প্রত্যাহার বিশিষ্ট সুপ্ স্থিত বিভক্তি পরে থাকিলে, অকারান্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়।

(২) বিশেষণ, তাহার অন্তের সংজ্ঞা হয়।

(৩) অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় হয়।

বিশিষ্ট'চি' বা 'জি' ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হইবে) চেয়ম্, জেয়ম্, ইত্যাদি স্থলে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। (কিন্তু 'ই'ঙ্‌ধাতু একটী মাত্র বর্ণ হওয়াতে, সে কাহারও অন্তও হইতে পারিবে না, তদন্তের সংজ্ঞাও বুঝাইবেনা সুতরাং 'যৎ' প্রত্যয়ও হইতে পারিবেনা।) এয়ম্, অধ্যেয়ম্ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইতে পারিবে না। কিন্তু "আদ্যন্তবদেকস্মিন্" সূত্রানুসারে, একটী মাত্র বর্ণেই আদি এবং অন্ত প্রযুক্ত কার্য্য হওয়াতে এই সকল স্থানেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে॥

তরপ্ তমপৌ ঘঃ ॥২২॥

তরপ্—তমপৌ।১। ঘঃ।১।

সূত্রানুবাদ।—তরপ্ এবং তমপ্ এই (তদ্ধিত) প্রত্যয় দ্বয়ের 'ঘ' সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঘ সংজ্ঞায়াং নদীতরে প্রতিষেধঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঘ সংজ্ঞা বিধানকালে, নদীতর শব্দে তাহার নিষেধ করা কর্ত্তব্য।*

ভাষ্যমূলম্।—ঘসংজ্ঞায়াং নদীতরে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। নদ্যাস্তরো নদীতরঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ঘ সংজ্ঞা বিধান কালে (নদী—তৄ+অপ্ প্রত্যয় করিয়া) যেখানে 'নদীতর' শব্দ রহিয়াছে, সে স্থলে যাহাতে 'ঘ' সংজ্ঞা না হয়, সেই জন্য 'নদীতর' শব্দের ঘ সংজ্ঞা নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

(নদীর তর অর্থাৎ নদী উত্তীর্ণ হওয়াকে 'নদীতর' বলে।)

বার্ত্তিকমূলম্।— ঘ সংজ্ঞায়াং নদীতরে হপ্রতিষেধঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঘ সংজ্ঞাতে নদীতরের নিষেধ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। *

ভাষ্যমূলম্।—অনর্থকঃ প্রতিষেধোঽপ্রতিষেধঃ ঘ সংজ্ঞা কস্মান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনর্থক অর্থাৎ অনাবশ্যকীয় প্রতিষেধের (নিষেধের) নাম অপ্রতিষেধ।

যদি "নদীতর" শব্দের 'ঘ' সংজ্ঞা নিষেধ অনাবশ্যকই হয়; তবে তাহাতে ঘ সংজ্ঞা কেন প্রাপ্তি হইবে না?

বার্ত্তিকমূলম্।—তরব্ গ্রহণং হ্যৌপদেশিকম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পাণিনিমুনি উপদেশ কালে যে তরপ্ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই তরপেরই ঘসংজ্ঞা জানিতে হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—ঔপদেশিকস্য তরপো গ্রহণম্। ন চৈব উপদেশে তরপ্ শব্দঃ। কিং বক্তব্যমেতৎ। ন হি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। ইহ হি ব্যাকরণে সর্ব্বেষ্বিব সানুবন্ধকগ্রহণেষু রূপমাশ্রীয়তে। যত্রাস্যৈতদ্রূপমিতি। রূপনির্গ্রহশ্চ শব্দস্য নান্তরেণ লৌকিকং প্রয়োগং তস্মিংশ্চ লৌকিকে প্রয়োগে সানুবন্ধকানাং প্রয়োগো নাস্তীতি কৃত্বা দ্বিতীয়ঃ প্রয়োগঃ উপাস্যতে। কোঽসৌ উপদেশো নাম। ন চৈব উপদেশে তরপ্ শব্দঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—মহর্ষি পাণিনি সূত্রে যে "তরপ্" প্রত্যযের উপদেশ করিয়াছেন, সেই ঔপদেশিক তরপেরই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই যে 'নদীতর' শব্দস্থিত 'তর' শব্দ, তাহা পাণিনির উপদেশের 'তরপ্' নহে।

তবে কি ইহাও আবার বলিতে হইবে? না।

না বলিলে কিরূপে জানা যাইবে? এই ব্যাকরণে সর্ব্বত্রই অনুবন্ধ (লোপ) বিশিষ্ট শব্দের গ্রহণকালে সেই শব্দের যে যথার্থ স্বরূপ, তাহারই গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং যে স্থলে ইহার কেবল মাত্র ইহাই ঠিক স্বরূপ, তাহারই গ্রহণ হইবে। যেমন,—তরপ্ এই 'প'-কার অনুবন্ধবিশিষ্ট প্রত্যয় গ্রহণ কালে ঠিক ঐ প্রত্যযেরই গ্রহণ হইবে, কিন্তু 'তৃ' ধাতুর উত্তর 'অপ্' প্রত্যয় করিয়া উৎপন্ন 'তর' শব্দের গ্রহণ করা হইবে না)।

লৌকিক প্রয়োগ ভিন্ন কোনও শব্দেরই স্বরূপ গ্রহণ হয় না ('নদীতর' শব্দ লোকে অর্থাৎ সংসারে ব্যবহার হইয়া থাকে), সেই লৌকিক প্রয়োগে ('প' কার) অনুবন্ধ বিশিষ্ট (নদীতর) শব্দের ব্যবহার নাই। এই হেতু দ্বিতীয় প্রয়োগের প্রাপ্তি হইবে।

সেইটী কি? (সেই দ্বিতীয় প্রয়োগটী কি)?

উপদেশ অর্থাৎ তরপ্ প্রত্যয়; কিন্তু 'নদীতর' শব্দের 'তর' অংশ উপদেশ স্থিত 'তরপ্' শব্দ নহে। (এই জন্যই নদীতর শব্দের 'তর' কে 'ঘ' সংজ্ঞায় নিষেধ না করিলেও স্বভাবতঃই নিষিদ্ধ হইবে।)

ভাষ্যমূলম্।—অথবাস্তস্য ঘ সংজ্ঞা কোদোষঃ॥ ঘাদিষু নদ্যা হ্রস্বো ভবতীতি হ্রস্বত্বং প্রসজ্যেত। সমানাধিকরণেষু ঘাদিষ্বেত্যেবং তৎ। যদা তর্হি সৈব নদী স এব তরস্তদা প্রাপ্নোতি। স্ত্রীলিঙ্গেষু ঘাদিষ্বিত্যেবং তৎ। অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। সমানাধিকরণেষু ঘাদিষ্বিত্যুচ্যমানে ইহ প্রসজ্যেত। মহিষীরূপমিব ব্রাহ্মণীরূপমিবেতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহার (নদীতর শব্দের) 'ঘ' সংজ্ঞাই হউক, তাহাতে দোষ কি ?

ঘরূপকল্পচেলড্‌ব্রুবগোত্রমতহতেষুঙ্যোঽনেকাচোহ্রস্বঃ।৬৩।৪৩। (ভাষিত-পুংস্ক শব্দের উত্তর যে ঙী, সেই ঙী অন্ত বিশিষ্ট একাধিক স্বর সম্পন্ন শব্দের অন্তবর্ণ হ্রস্ব হয়, 'ঘ' সংজ্ঞক প্রত্যয় পরে থাকিলে ; এবং চেলড্‌ ব্রুব, গোত্র, মত ও হত শব্দ পরে থাকিলে।) 'ঘ' সংজ্ঞ কতর শব্দ পরে থাকাতে এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে 'নদী' শব্দের 'ঈ' কারের হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হইবে।

সমানাধিকরণ বিশিষ্ট 'ঘ' প্রভৃতি পরে থাকিলেই সেই হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হয়। অতএব যেখানে, "নদী ও সেই তর ও সেই" এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস হয়, সেখানেই (ভাষিতপুংস্কস্থলেই) প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ইহা স্ত্রীলিঙ্গ-বিশিষ্ট যে 'ঘ' প্রভৃতি প্রত্যয় তাহাদেরই হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হইবে। আর (স্ত্রীলিঙ্গঘাদিতেই যে হ্রস্ব হয়) ইহা অবশ্যই জানিতে হইবে, নতুবা কেবল সমানাধিকরণবিশিষ্ট 'ঘ' প্রভৃতির কথামাত্র বলিলে, মহিষী-রূপমিব অর্থাৎ মহিষীর আকৃতির ন্যায় আকৃতি, ব্রাহ্মণীরূপমিব অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর আকৃতির ন্যায় আকৃতি, এইস্থলে 'সুপ্‌সুপা' সমাস করিয়া হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হইবে। যে হেতু এস্থলেও সমানাধিকরণ হইয়াছে।

বহুগণবতুডতি সংখ্যা। ২৩।

বহু—গণ—বতু—ডতি—সংখ্যা। ১।

সূত্রানুবাদ।—বহু, গণ, বতু, ডতি ইহাদের সংখ্যা সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্‌।—সংখ্যাসংজ্ঞায়াং সংখ্যাগ্রহণম্‌।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংখ্যা সংজ্ঞা করিবার সময় সংখ্যা শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্‌।—সংখ্যাসংজ্ঞায়াং সংখ্যাগ্রহণং কর্ত্তব্যম্‌। বহুগণবতুডতয়ঃ সংখ্যাসংজ্ঞা ভবন্তি। সংখ্যা চ সংখ্যাসংজ্ঞা ভবতীতি বক্তব্যম্‌। কিং প্রয়োজনম্‌। সংখ্যা সংপ্রত্যয়ার্থম্‌। একাদিকায়াঃ সংখ্যায়াঃ সংখ্যাপ্রদেশেষু সংখ্যেত্যেষ সংপ্রত্যয়ো যথা স্যাৎ। নমু চৈকাদিকা সংখ্যা লোকে সংখ্যেতি প্রতীতা তেনাস্যাঃ সংখ্যাপ্রদেশেষু সংখ্যাসংপ্রত্যয়ো ভবিষ্যতি। এবমপি কর্ত্তব্যম্‌। কিং প্রয়োজনম্‌।

ভাষ্যানুবাদ।—সংখ্যা সংজ্ঞাতে 'সংখ্যা' শব্দেরও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বহু, গণ, বতু, ডতি ইহারা সংখ্যা সংজ্ঞা হয় এবং 'সংখ্যা' শব্দেরও সংখ্যা সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা উচিত।

তাহার প্রয়োজন কি?

'সংখ্যা' শব্দেরও সংখ্যা বোধ হওয়ার জন্য অর্থাৎ এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক শব্দ সমূহের, সংখ্যা প্রদেশে (সংখ্যা সমূহের গ্রহণ কালে), যাহাতে ইহারাও সংখ্যা সংজ্ঞা বিশিষ্ট, এইরূপ বোধ হয় তাহার জন্য সংখ্যা সংজ্ঞার প্রয়োজন।

যদি বল যে এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যার ও লোকে সংখ্যা বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, সেই প্রতীতি হেতুই 'সংখ্যা' শব্দেরও সংখ্যা সমূহ গণনার মধ্যে সংখ্যা বলিয়া প্রতীতি হইবে।

এইরূপে সিদ্ধি হইলেও 'সংখ্যা' সংজ্ঞাতে সংখ্যা শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—ইতরথা হ্যসংপ্রত্যয়োঽকৃত্রিমত্বাদ্ যথা লোকে।

বার্ত্তিকানুবাদ।—নতুবা (সংখ্যা সংজ্ঞায় সংখ্যা শব্দের গ্রহণ না করিলে) স্বাভাবিকতাহেতু যেমন লোকে সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, সেরূপ সংখ্যা শব্দেরও গ্রহণ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—অক্রিয়মাণে হি সংখ্যাগ্রহণে একাদিকায়াঃ সংখ্যায়াঃ সংখ্যেত্যেষ সংপ্রত্যয়ো ন স্যাৎ। কিং কারণম্। অকৃত্রিমত্বাৎ। বহ্বাদীনাং কৃত্রিমা সংজ্ঞা। কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমে কার্য্যসংপ্রত্যয়ো ভবতি। যথা লোকে। তদ্যথা লোকে গোপালকমানয় কটজকমানয়েতি। যস্যৈষা সংজ্ঞা ভবতি স আনীয়তে ন যো গাঃ পালয়তি যো বা কটে জাতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সংখ্যা সংজ্ঞা গ্রহণে সংখ্যাশব্দের গ্রহণ না করিলে, এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যার সংখ্যা সংজ্ঞা হয়, এইরূপ উপলব্ধি হইবে না।

তাহার কারণ কি?

অকৃত্রিমত্ব (স্বাভাবিকত্ব) হেতু (কারণ, এই সূত্রে) বহু, গণ প্রভৃতি শব্দের কৃত্রিম সংখ্যা সংজ্ঞা করা হইয়াছে। কিন্তু একস্থানে কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম শব্দ থাকিলে, কৃত্রিমেই কার্য্য হইতে দেখা যায়, যেমন লোকমধ্যে হইয়া থাকে। কারণ, যেমন লোক মধ্যে দেখা যায় যে, "গোপালককে আন, কটজককে আন" এই কথা বলিলে, যাহাদের এই নাম রাখা হইয়াছে, সেই লোককেই আনা হয়, কিন্তু যে গো সকল পালন করে, বা কটে (মাদুর) জন্মে, তাহাকে

আনা হয় না। (এই নিয়মানুসারেই দেখা যায় যে, কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের মধ্যে কৃত্রিমেরই গ্রহণ হয়)।

ভাষ্যমূলম্।—যদি তর্হি কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমে কার্য্যসংপ্রত্যয়ো ভবতি। নদীপৌর্ণমাস্যাগ্রহায়ণীভ্য ইতি অত্রাপি প্রসজ্যেত।

পৌর্ণমাস্যাগ্রহায়ণীগ্রহণসামর্থ্যান্ন ভবিষ্যতি। তদ্বিশেষেভ্যস্তর্হি প্রাপ্নোতি গঙ্গা যমুনে ইতি। এবং তর্হি আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন তদ্বিশেষেভ্যো ভবতীতি। যদয়ং বিপাট্ শব্দঃ শরৎপ্রভৃতিষু পঠতি। ইহ তর্হি প্রাপ্নোতি। নদীভিশ্চেতি।

বহুবচননির্দ্দেশান্ন ভবিষ্যতি।

স্বরূপবিধিস্তর্হি প্রাপ্নোতি।

বহুবচননির্দ্দেশাদেব ন ভবিষ্যতি।

এবং চ ন চেদমকৃতং ভবতি কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমে কার্য্যসংপ্রত্যয় ইতি॥ ন চ কশ্চিদ্দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি কৃত্রিমাকৃত্রিমের মধ্যে কৃত্রিমেরই গ্রহণ হয়, তবে "নদীপৌর্ণমাস্যাগ্রহায়ণীভ্যঃ ।৫।৪।১১০।" এইসূত্রানুসারে যেখানে নদী, পৌর্ণমাসী এবং অগ্রহায়ণী শব্দের উত্তর বিকল্পে 'টচ্' প্রত্যয় করা হইবে, সেখানেও 'নদী' শব্দের গ্রহণ না হইয়া "যূস্ত্র্যাখ্যৌ নদী"।১।৪।৩ এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ ঈকারান্ত ও দীর্ঘউকারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ও এস্থলে প্রাপ্তি হইবে ?

(এই সূত্রে দীর্ঘ ঈকারান্ত পৌর্ণমাসী ও আগ্রহায়ণী শব্দ রহিয়াছে, যদি নদী সংজ্ঞক শব্দের উত্তরই 'টচ্' হইত তাহা হইলে পৌর্ণমাসী, আগ্রহায়ণী শব্দ ব্যর্থ হইত) সূত্রে, 'পৌর্ণমাসী ও আগ্রহায়ণী' শব্দ গ্রহণ বলেই (নদী সংজ্ঞক শব্দের উত্তর) টচ্ হইবে না।

তবে 'গঙ্গা 'যমুনা' প্রভৃতি নদী বিশেষের উত্তর টচ্ প্রাপ্তি হইবে ?

যদি এরূপই প্রাপ্তি সম্ভব হয় ; তবে আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে যে, তদ্বিশেষে (গঙ্গা, যমুনাদি নদীবিশেষে) 'টচ্' প্রত্যয় হইবে না, যেহেতু "শরৎ"প্রভৃতি গণে (নদীবাচক "বিপাট্" শব্দ পাঠ করিয়াছেন যদি 'নদী পৌর্ণমাসী' সূত্রানুসারে নদী বিশেষেরই প্রাপ্তি হইত, তবে 'বিপাট্'. নদীর ও তদনুসারেই 'টচ্'. প্রাপ্তি হইত। পৃথক্ 'শরৎ'প্রভৃতি গণে পাঠ করিবার প্রয়োজন হইত না।

নদীভিশ্চ ২।১।২০ (নদী সমূহের সহিত সংখ্যা বাচকশব্দ সমূহের সমাস হয়) এই সূত্রানুসারে তবে নদী সংজ্ঞক শব্দের সহিত সমাস প্রাপ্তি হইবে ?

এই (নদীভিশ্চ) সূত্রে বহুবচন প্রয়োগ করা হেতুই হইবে না অর্থাৎ যদি নদী সংজ্ঞক শব্দের সহিত সমাস করিবার অভিপ্রায় হইত, তবে 'আণ্নদ্যাঃ' সূত্রে যেরূপ নদী শব্দের ৬ষ্ঠীর এক বচন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই স্থলেও সেইরূপ এক বচন করা হইত 'নদীভিঃ' এইরূপ বহু বচন নির্দ্দেশ করা হইত না।

'নদীভিশ্চ' সূত্রে তবে স্বরূপ বিধি অর্থাৎ নদী শব্দের নিজরূপ যে 'নদী' তাহার সহিত ও সমাস হইবে ?

এই স্থলেও বহুবচন নির্দ্দেশ করা হেতুই দোষ হইবে না অর্থাৎ স্বরূপ স্থিত 'নদী' শব্দেও দীর্ঘ ঈ কারান্ত নিত্য স্ত্রীত্ব রহিয়াছে বলিয়া নদী সংজ্ঞা হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত রূপেই নিবারিত হইবে।

যদি এইরূপ দোষই হয়, তবে "কৃত্রিম এবং অকৃত্রিমের মধ্যে কৃত্রিমেই কার্য্য হয়," এই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিব না। বাস্তবিক ইহাতে (উক্ত ন্যায়ের আশ্রয়ে) কোনও দোষও হইবে না। (কেন দোষ হইবে না পরে প্রদর্শিত হইতেছে)।

বার্ত্তিক মূলম্।—উত্তরার্থং চ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—পরবর্ত্তী কার্য্যের জন্য 'সংখ্যা' শব্দের গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্য মূলম্।—উত্তরার্থং চ সংখ্যা গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ষ্ণান্তা ষট্। ষকার নকারান্তায়াঃ সংখ্যায়াঃ ষট্ সংজ্ঞা যথা স্যাৎ। ইহ মাভূৎ। পামানো বিপ্রুষ ইতি। ইহার্থেন তাবন্নার্থঃ সংখ্যা গ্রহণেন। নন্বু চোক্তম্। ইতরথা হ্যসংপ্রত্যয়ো হকৃত্রিমত্বাদ্ যথা লোক ইতি। নৈষ দোষঃ। অর্থাৎ প্রকরণাদ্বা লোকে কৃত্রিমাকৃত্রিমযোঃ কৃত্রিমে কার্য্য সংপ্রত্যয়ো ভবতি। অর্থো বা স্যৈবংসংজ্ঞকেন ভবতি প্রকৃতং বা তত্র ভবতি। ইদমেবং সংজ্ঞকেন কর্ত্তব্যমিতি। আতশ্চার্থাৎ প্রকরণাদ্বা।

ভাষ্যানুবাদ।—এই 'বহুগণ' সূত্রে 'সংখ্যা' শব্দ উত্তরবর্ত্তী স্থলে কার্য্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন, যাহাতে পরবর্ত্তী 'ষ্ণান্তাষট্' সূত্রে, এই সূত্র হইতে অনুবৃত্তি যাইয়া এরূপ অর্থ করিতে পারা যায় যে, ষকারান্ত এবং নকারান্ত যে সংখ্যাবাচক শব্দ, তাহার ই ষট্ সংজ্ঞা হইতে পারে ; কিন্তু (সংখ্যাবিহীন নান্ত ও ষান্ত) পামানঃ, বিপ্রুষঃ (১) শব্দের যাহাতে সংখ্যা সংজ্ঞা না হয়।

(১) পামান্ (পাঁচড়া, খোস্) এবং বিপ্রুষ্ (জলবিন্দু) শব্দদ্বয় নকারান্ত ও ষকারান্ত ইহাঁদের

এই স্থলে প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য, 'সংখ্যা' সংজ্ঞাতে 'সংখ্যা' শব্দ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল যে, যেমন লৌকিক ব্যবহারে কোন কৃত্রিম সংজ্ঞা না করিলে, তাহার বোধ (বা ব্যবহার) হয় না; সেরূপ এই স্থলেও (সংখ্যা শব্দের) বোধ হইবে না ?

ইহা কোনও দোষ নহে। কারণ, অর্থ বশতঃ বা প্রকরণ বশতঃই লোক মধ্যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিমের মধ্যে কৃত্রিমে কার্য্য হয় বলিয়া জানিতে হয়। যেমন;—কেহ কোন একটী কথা বলিলে লোকের মনে বিচার হয় যে, এই সংজ্ঞাটি দ্বারা কি ইহার যে অর্থ তাহারই বোধ করিতে হইবে, না প্রকরণ (প্রসঙ্গ) বশতঃ যাহার এস্থলে বোধ করা সঙ্গত তাহারই বোধ করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তার পরে স্থির হয় যে, এই সংজ্ঞা দ্বারা ইহাই করিতে হইবে। এই হেতুই জানিতে হইবে যে, অর্থ বশতঃ বা প্রকরণ বশতঃ ইহা হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—অঙ্গ হি ভবান্ গ্রাম্যং পাংশুলপাদমপ্রকরণজ্ঞমাতং ব্রবীতু গোপালকমানয় কটজকমানয়েতি। উভয়গতিস্তস্য ভবতি সাধীয়ো বা ষষ্টিহস্তং গমিষ্যতি। যথৈব তর্হ্যর্থাৎ প্রকরণাদ্বা লোকে কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ কৃত্রিমে কার্য্য-সংপ্রত্যয়ো ভবতি। এবমিহাপি প্রাপ্নোতি। জানাতি হ্যসৌ বহ্বাদীনামিয়ং সংজ্ঞা কৃতেতি। ন যথা লোকে তথা ব্যাকরণে॥ উভয়গতিঃ পুনরিহ ভবতি। অন্যত্রাপি নাবশ্যমিহৈব। তদ্যথা। কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্মেতি কৃত্রিমা কর্ম্ম সংজ্ঞা। কর্ম্মপ্রদেশেষু চোভয়গতির্ভবতি। কর্ম্মণি দ্বিতীয়েতি কৃত্রিমস্যগ্রহণম্। কর্ত্তরি কর্ম্ম ব্যতিহার ইত্যত্রাকৃত্রিমস্য।

ভাষ্যানুবাদ।—হে বৎস! মনে কর কোন পাড়াগেয়ে লোক হঠাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইল। সে সবে মাত্র আসিয়াছে, এখনও পা ধোয় নাই, তোমাদের কি বিষয়ের প্রসঙ্গ চলিতেছিল, তাহার কিছুমাত্র সে জানে না, তাহাকে তুমি বলিলে, 'গোপালককে লইয়া আইস' বা 'কটজককে লইয়া আইস,' তখন তাহার মনে দ্বিধা হইবে যে, গোপালক নাম ধারী কোন ব্যক্তিকে লইয়া আসিতে হইবে, অথবা যষ্টিহস্ত কোন ও রাখালকে লইয়া আসিতে হইবে। অর্থ অর্থাৎ সামর্থ্য বশতঃ বা প্রকরণ বশতঃই যেমন সেই স্থলে লোক মধ্যে কৃত্রিম এবং অকৃত্রিমের মধ্যে কৃত্রিমে কার্য্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সেরূপ

দ্বারা কোন সংখ্যাকে বুঝায় নাই, এজন্য ষট্ সংজ্ঞা হইবে না, যদি ইহাদের সংজ্ঞা করা হইত, তবে "ষড্ভ্যো লুক্" সূত্রানুসারে ষট্ সংজ্ঞক শব্দের এবং 'শস্' বিভক্তির লোপ হয় বলিয়া, ইহাদেরও লোপ হইত। "পামান বিভ্রষঃ" প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইত না।

এখানেও প্রাপ্তি হইবে, অর্থাৎ বহু প্রভৃতি শব্দ এখানে সংখ্যা সংজ্ঞায় গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রকরণ বশতঃ 'সংখ্যা' শব্দেরও হইবে। এই বহু প্রভৃতি শব্দের যে, সংখ্যা সংজ্ঞায় গ্রহণ করা যইয়াছে, তাহাই জানা যাইতেছে। কিন্তু লোকে যেমন হইয়া থাকে, ব্যাকরণে ও ঠিক্ সেইরূপ হয় না। (অর্থাৎ লোকে যেমন একগুণ অনেকের থাকিলে, সেই গুণানুসারে নাম ধরিয়া ডাকিতে গেলে, এক ডাকে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইবে বলিয়া, "গোপাল" 'যদু,' 'রাখাল' ইত্যাদি নাম, অন্য নাম নিবারণ করিবার জন্য রাখা হয়, কিন্তু ব্যাকরণের সর্ব্বত্র সেরূপ হয় না, যেমন এস্থলে 'বহু' গণ, ইত্যাদি শব্দ একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা নিবারণ করিবার জন্য সংখ্যা সংজ্ঞা করা হয় নাই, তবে বহুত্ব প্রতিপাদনের জন্যই সংজ্ঞা করা হইয়াছে।) এই স্থলেও (অর্থাৎ এই শাস্ত্রে সংখ্যাদি গ্রহণকালে) উভয় অর্থ ই পুনঃ গ্রহণ হইবে।

অবশ্য কেবল এই স্থলে (সংখ্যা সংজ্ঞাতে) ই উভয়ার্থ হইবে না, অন্যান্য স্থলেও হইবে। যেমন ;—"কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" ।১।৪।২৩। (কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা কোনও বস্তু প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা হইলে, তাহাদের মধ্যে যে অভীষ্টতম, কারক, তাহার কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে কোনও কারক বিশেষের কৃত্রিম কর্ম্ম সংজ্ঞা করা হইয়াছে ; কিন্তু কর্ম্ম করিবার সময় তাহার (কৃত্রিম অকৃত্রিম) উভয় কার্য্যের ই বোধ হইয়া থাকে। "কর্ম্মণি দ্বিতীয়া ।২।৩।২" (কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়) এই সূত্রে কৃত্রিম কর্ম্ম সংজ্ঞার গ্রহণ হইবে ; কিন্তু "কর্ত্তরি কর্ম্মব্যতিহারে ১।৩।১৪। (ক্রিয়ার বিনিময় বুঝাইলে কর্তৃবাচ্যে আত্মনে পদ হয়) এই সূত্রে অকৃত্রিম অর্থাৎ কর্ম্ম শব্দের স্বাভাবিক (ক্রিয়া) অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—তথা সাধকতমং করণমিতি। কৃত্রিমা করণসংজ্ঞা। করণপ্রদেশেষু চোভয়গতির্ভবতি। কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়েতি কৃত্রিমস্য গ্রহণম্। শব্দবৈরকলহাভ্রকণ্বমেঘেভ্যঃ করণেত্যত্রাকৃত্রিমস্য।

তথা আধারোধিকরণমিতি কৃত্রিমা অধিকরণসংজ্ঞা। অধিকরণপ্রদেশেষু চোভয়গতির্ভবতি। সপ্তম্যধিকরণেচেতি কৃত্রিমস্য গ্রহণম্। বিপ্রতিষিদ্ধং চানধিকরণবাচীত্যত্রাকৃত্রিমস্য।

ভাষ্যানুবাদ।—সেরূপ, "সাধক তমং করণম্। ১।৪।৪২।" (কোনও ক্রিয়া সিদ্ধির জন্য যে পদ কর্ত্তার অতিশয় উপকারী, তাহার করণ সংজ্ঞা হয়) এইস্থলে, কৃত্রিম করণ সংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'করণ' শব্দ বলিলে কিন্তু উভয় শব্দের বোধ ই হইয়া থাকে। "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া ।২।৩।১৮" (কর্ত্তৃকারক অনুক্ত

হইলে ; "এবং করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়) এই সূত্রে, সেই কৃত্রিম করণ সংজ্ঞার গ্রহণ হইয়াছে। "শব্দবৈরকলহাভ্রকণ্বমেঘেভ্যঃ করণে।৩।১।১৭।" (শব্দ, বৈর, কলহ, অভ্র, কণ্ব এবং মেঘ এই সকল কর্ম্মের উত্তর, করণ অর্থাৎ কোনরূপ কার্য্য সম্পাদন বুঝাইলে, ক্যঙ্ প্রত্যয় হয়) এস্থলে, অকৃত্রিম "করণ" শব্দের গ্রহণ হইয়াছে।

সেইরূপ আবার "অধারোঽধিকরণম্।১।৪।৪৫।" (১) এই সূত্রে কৃত্রিম 'অধিকরণ' সংজ্ঞা করা হইয়াছে। 'অধিকরণ' শব্দ বলিলে কিন্তু উভয় অর্থই বোধ হইয়া থাকে। "সপ্তম্যধিকরণে চ।২।৩।৩৫। (অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয় এবং দূরান্তিক প্রভৃতি অর্থেও হয়) এই সূত্রে, কৃত্রিম 'অধিকরণ' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে। "বিপ্রতিষিদ্ধং চানধিকরণবাচি।২।৪।১৩।" (বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশক দ্রব্য ভিন্ন অন্য অর্থ বাচক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস এবং এক বচন হয়, বিকল্পে) এই সূত্রে, "অধিকরণ" শব্দের অকৃত্রিম (দ্রব্য) অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা নেদং সংজ্ঞাকরণম, তদ্বদতিদেশোঽয়ম্। বহুগণবতুডতয়ঃ সংখ্যাবদ্ভবন্তীতি। স তর্হি বতি নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ॥ ন কর্ত্তব্যঃ॥ ন হ্যন্তরেণ বতিমতিদেশো গম্যতে॥ অন্তরেণাপি বতিমতিদেশো গম্যতে। তদ্যথা। এষব্রহ্মদত্তঃ। অব্রহ্মদত্তং ব্রহ্মদত্ত ইত্যাহ। তেন মন্যামহে ব্রহ্মবদয়ং ভবতীতি। এবমিহাপ্যসংখ্যাং সংখ্যেত্যাহ। সংখ্যাবদিতি গম্যতে॥

অথবাচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ভবত্যেকাদিকায়াঃ সংখ্যায়াঃ সংখ্যাপ্রদেশেষু সংপ্রত্যয় ইতি। যদয়ং সংখ্যায়া অতিশদন্তায়াঃ কন্নিতি তিশদন্তায়াঃ প্রতিষেধং শাস্তি। কথংকৃত্বা জ্ঞাপকম্। নহি কৃত্রিমা ত্যন্তা শদন্তা বা সংখ্যাস্তি। নন্বু চেয়মস্তি ডতিঃ॥ যত্তর্হি শদন্তায়াঃ প্রতিষেধং শাস্তি। যচ্চাপি ত্যদন্তায়াঃ প্রতিষেধং শাস্তি। নন্বুক্তং ডত্যর্থমেতৎস্যাৎ। অর্থবদ্ গ্রহণে নানর্থকস্যেতি। অর্থবতস্তি শব্দস্য গ্রহণং ন চ ডতেস্তি শব্দোঽর্থবান্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই সূত্রে, ইহা ("সংখ্যা) সংজ্ঞা" করা হইবেনা। সংখ্যার ন্যায় হয় এইরূপ 'অতিদেশ' অর্থাৎ অধ্যারোপ করা হইবে। তাহা হইলে বহু, গণ, বতু, ডতি ইহারা (সংখ্যা সংজ্ঞা না বুঝাইয়া) সংখ্যার ন্যায় হয় অর্থাৎ সংখ্যাত্ব প্রযুক্ত কার্য্য হয় জানিবে।

তবে সেই "বৎ' শব্দও ত সূত্রে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য ? তাহা কর্ত্তব্য নহে।

(১) ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে।

'বৎ' শব্দের আরোপ না করিলে ত তাহা বুঝা যাইবে না?

'বৎ' শব্দ আরোপ না করিলেও তাহার বোধ হইবে। যেমন—"ইনি 'ব্রহ্মদত্ত" এই কথা বলিয়া, 'ব্রহ্মদত্ত' ভিন্ন অন্য একজন লোককে, 'ব্রহ্মদত্ত' বলা হইল; সেই হেতু সেখানে জানিতে হইবে যে, ইনি 'ব্রহ্মদত্তের' ন্যায়। সেরূপ এখানেও সংখ্যা ভিন্ন অন্য (বহু, গণ, বতু. ডতি) শব্দকে সংখ্যা বলা হইয়াছে, তাহাতেই জানিতে হইবে যে, উহারা সংখ্যার ন্যায়। সুতরাং ইহাদের কৃত্রিম সংজ্ঞা না করাতে 'বৎ' শব্দ দ্বারা ইহাদের সংখ্যার ন্যায় কার্য্য হইবে, এবং সংখ্যা শব্দের স্বাভাবিক সংখ্যা কার্য্য হইবে।

অথবা আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ানুসারে জানা যাইবে যে, এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যার, সংখ্যা বিষয়ে গ্রহণ হইয়াছে, এরূপ বোধ জন্মিবে। যে হেতু তিনি "সংখ্যায়া অতিশদন্তায়াঃ কন্। ৫।১।২২। (সংখ্যার উত্তর 'কন্' হয়, আর্হীয় (১) অর্থে; কিন্তু 'তি' এবং 'শৎ' অন্ত বিশিষ্ট শব্দের উত্তর হয় না) এই সূত্রে, 'তি' এবং 'শৎ' অন্ত বিশিষ্ট শব্দের উত্তর (কন্) প্রত্যয় নিষেধ করিয়াছেন।

কিরূপে ইহা জ্ঞাপক হইল?

যে হেতু কৃত্রিম 'তি' অথবা 'শৎ' অন্ত বিশিষ্ট শব্দ, সংখ্যা সংজ্ঞাতে নাই।

যদি বল যে, কেন, এই ত 'ডতি' প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'তি' অন্ত সংখ্যা সংজ্ঞক রহিয়াছে?

তাহা হইলেও তবে, এই 'শৎ' অন্ত বিশিষ্টের নিষেধ করিয়াছেন এবং 'তি' অন্তেরও নিষেধ করিয়াছেন; [তাহাতেই জানা যাইতেছে যে (বিংশতি প্রভৃতি) সংখ্যাবাচক শব্দের সংখ্যা সংজ্ঞা স্বভাবতঃই রহিয়াছে; নতুবা 'কন্' প্রত্যয় কালে তাহাদের বারণ করিবেন কেন?]

যদি বল যে, এই যে বলা হইয়াছে,—'ডতি' প্রত্যয়ের জন্যই ইহা করা হইয়াছে?

(তাহা হইতে পারে না; কারণ, নিয়ম আছে যে,) অর্থ বিশিষ্টের গ্রহণে অর্থবিহীনের গ্রহণ হয় না; এই নিয়মানুসারেই অর্থবিশিষ্ট 'তি' শব্দের গ্রহণ হইবে; কিন্তু 'ডতি' প্রত্যয়ের 'তি' শব্দ ('তি' প্রত্যয়ের 'তি'র ন্যায়) স্বয়ং অর্থ বিশিষ্ট নহে বলিয়া তাহার গ্রহণ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা মহতীয়ং সংজ্ঞা ক্রিয়তে। সংজ্ঞা চ নাম যতো ন লঘীয়ঃ॥ কুত এতৎ॥ লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞা করণম্। তত্র মহত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ করণ এতৎ-

(১) অর্হ অর্থাৎ যোগ্য বা সমর্থ অর্থ বুঝাইতে যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাকে 'আর্হীয় প্রত্যয় বলে।

প্রয়োজনম্। অন্বর্থসংজ্ঞা যথা বিজ্ঞায়েত। সংখ্যায়তে অনয়েতি সংখ্যা। একাদিকয়া চাপি সংখ্যায়তে॥

উত্তরার্থেন চাপিনার্থঃ সংখ্যা গ্রহণেন। ইদং প্রকৃতমুত্তরত্রানুবর্ত্তিষ্যতে। ইদং বৈ সংজ্ঞার্থমুত্তরত্র চ সংজ্ঞিবিশেষণেনার্থঃ।

ন চান্যার্থং প্রকৃতমন্যার্থং ভবতি। ন খল্বপ্যন্যৎপ্রকৃতমনুবর্ত্তনাদন্যদ্ভবতি, নহি গোধা সর্পন্তী সর্পনাদহির্ভবতি॥ যত্তাবদুচ্যতে ন চান্যার্থং প্রকৃতমন্যার্থং ভবতীতি॥

অন্যার্থমপি প্রকৃতমন্যার্থং ভবতি। তদ্ যথা। শাল্যর্থং কুল্যাঃ প্রণীয়ন্তে তাভ্যশ্চ পানীয়ং পীয়তে উপস্পৃশ্যতে শালয়শ্চ ভাব্যন্তে।

যদপ্যুচ্যতে ন খল্বেপ্যন্যৎপ্রকৃতমনুবর্ত্তনাদন্যদ্ভবতি নহি গোধাঃ সর্পন্তী সর্পণা দহির্ভবতীতি। ভবেদ্ দ্রব্যেষ্বেতদেবং স্যাৎ। শব্দস্তু খলু যেন যেন বিশেষেণাভিসংবধ্যতে তস্য তস্য বিশেষকোভবতি।

অথবা সাপেক্ষোঽয়ং ষ্ণান্তেতি নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে। ন চান্যৎকিংচিদপেক্ষ্যমস্তি তেন সংখ্যামেবাপেক্ষিষ্যামহে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই যে (সংখ্যা সংজ্ঞা) ইহা (টি, ঘু প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র শব্দ বিশিষ্ট সংজ্ঞা না করিয়া) অতি বৃহৎ সংজ্ঞা করা হইয়াছে। সংজ্ঞা তাহারই নাম, যাহা হইতে আর লঘু হইতে পারে না।

এরূপ হইবে কেন ?

সংজ্ঞা করিবার প্রয়োজনই লঘু অর্থাৎ অতি অল্পে কার্য্য সিদ্ধি করা। সেই স্থলে (সংখ্যা) এইরূপ বৃহৎ সংজ্ঞা করার প্রয়োজন এই যে, সংজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ নয়। সংখ্যায়তে অর্থাৎ গণনা করা যায় যদ্দ্বারা তাহার নাম সংখ্যা। এক, দুই প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ও বস্তু সমূহ গণনা করা হয় ; এজন্য ইহারাও সংখ্যা।

পরবর্ত্তীস্থলে কার্য্য সিদ্ধির জন্যও 'সংখ্যা' শব্দের গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই।

এইস্থলে ব্যবহার হইলেই প্রকরণ বশতঃ অন্যত্র অনুবৃত্তি যাইয়া ব্যবহার হইবে। এই স্থলে হইবে—সংজ্ঞার জন্য, পরবর্ত্তী স্থলে হইবে—সংজ্ঞির বিশেষণ হইবার জন্য।

এক অর্থে ব্যবহার করিয়া তাহাই আবার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অন্যার্থে ব্যবহার হইতে পারে না। ইহা কখনও হইতে পারে না যে, এক অর্থে একটী শব্দ এক স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে ; তাহার অনুবৃত্তি করিলেই অন্য অর্থ হইবে, কারণ, গোশাপ এখন চলিতেছেনা, কিন্তু সর্পণ অর্থাৎ চলিবার পরেই তাহা অহি

(অর্থাৎ সর্প) হইয়া যাইবে না (যেই গোসাপ সেই গোসাপই থাকিবে; সেইরূপ শব্দও পরিবর্ত্তন হয় না।)

এই কথা যে বলা হইল, এক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ অন্যার্থে ব্যবহার হয় না, কেন এক প্রয়োজনে কৃত হইলে, অন্য প্রয়োজনেও ত ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন,—ধান গাছে জল দেওয়ার জন্য যেখানে কূপ খনন করা হয়, তাহা হইতে লইয়া পানীয় জল ও পান করা হয়, মুখ ধোয়াদি কার্য্যও চলে, এবং ধান্য সকলও জন্মান হয়।

তবে যে বলা হইয়াছে,—"অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত বস্তু কখনও অনুবৃত্তি দ্বারা অন্য বস্তু হয় না; যেমন,—গোসাপ এখন চলিতেছে না, চলিলেও অহি (সর্প) হইবে না"; তা দ্রব্যে এমন হয় হউক্! শব্দ কিন্তু যেখানে যেখানে বিশেষণ দ্বারা সংবদ্ধ করা যাইবে তাহাকেই বিশেষরূপে বুঝাইবে। (সুতরাং সংখ্যা শব্দও একস্থলে ব্যবহৃত হইলেই অন্যত্র ব্যবহৃত হইবে)।

অথবা "ষ্ণান্তাষট্" এই সূত্রটী অন্য কোনও শব্দকে অপেক্ষা করিয়া করা হইয়াছে অর্থাৎ সূত্রে 'ষ্ণান্ত' এইরূপ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ না করিয়া যে 'ষ্ণান্তা' এই-রূপ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন এই যে, অন্য কোনও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অপেক্ষা করিতেছে। অথচ অন্য কোনও শব্দই এস্থলে অপেক্ষার যোগ্য দেখা যাইতেছেনা; সুতরাং বাধ্য হইয়া "সংখ্যা" শব্দের জন্যই আমরা অপেক্ষা করিব।

বার্ত্তিকমূলম্।—অধ্যর্ধগ্রহণং চ সমাসকন্বিধ্যর্থম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'সমাস' বিধান এবং 'কন্' প্রত্যয় বিধানের জন্য, এই সংখ্যা সংজ্ঞক সূত্রে, অধ্যর্ধ শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—অধ্যর্ধগ্রহণং চ কর্ত্তব্যম্॥ কিংপ্রয়োজনম্। সমাস বিধ্যর্থম্। কন্ বিধ্যর্থং চ॥ সমাসবিধ্যর্থং তাবৎ। অধ্যর্ধশূর্পম্। কন্বিধ্যর্থম্। অধ্যর্ধকম্।

ভাষ্যানুবাদ।—(সূত্রকার পাণিনির পক্ষ সমর্থন জন্য ভাষ্যকার পতঞ্জলি "সংখ্যা" শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন নাই প্রমাণ করিলেও, বার্ত্তিককার কাত্যায়ন কিন্তু "সংখ্যা" শব্দ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ 'অধ্যর্ধ' শব্দ সংখ্যামধ্যে গ্রহণ করেন নাই; সুতরাংই বার্ত্তিক করিতেছেন যে) "বহুগণবতু ডতিসংখ্যা" এই সূত্রে "অধ্যর্ধ" শব্দেরও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

সমাস ও কন্ বিধান জন্য। 'সমাস' বিধান জন্য এবং 'কন্' প্রত্যয় বিধান

জন্য॥ সমাস বিধানের দৃষ্টান্ত যথা,—অধ্যধ´শূর্পম্ (অধ্যর্ধেন শূর্পেণ ক্রীতং অর্থাৎ আধকুলার বেশী অংশ দ্বারা খরিদ করা জিনিস "তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ।২।১। ৫১। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, তদ্ধিতার্থ বিষয় হইলে, এবং পরে কোনও পদ থাকিলে, ও সমাহাররূপে কথিত হইলে, দিক্ এবং সংখ্যা বাচক শব্দের সমাস হয়; সুতরাং এস্থলে "দিক্ সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্। ২।১।৫০।" সূত্র হইতে অনুবৃত্তি আসিয়া "সংখ্যা" শব্দের নির্দ্দেশ করিলে, "শূর্পাদঞন্যতরস্যাম্। ৫।১।২৬। এই সূত্রানুসারে, বিকল্পে অঞ্ প্রত্যয় করিলে, 'অধ্যর্ধপূর্ব্ব দ্বিগোলু´-গসংজ্ঞায়াম্।৫।১।২৮।" এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের লোপ করিলে, 'অধ্যধ´শূর্পম্" প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে)।

'কন্' বিধির জন্য যে প্রয়োজন, তাহার দৃষ্টান্ত, যথা --অধ্যর্ধকম্ (সংখ্যায়া অতি দন্তায়াঃকন্ ৫।১।২২ এই সূত্রানুসারে; 'অধ্যর্ধ' এইরূপ সংখ্যা বাচক শব্দের 'কন্' প্রত্যয় করিলে, 'অধ্যর্ধকম্' প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে)

বার্ত্তিকমূলম্।—লুকি চাগ্রহণম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—লুক্ অর্থাৎ লোপ বিষয়েও 'অধ্যর্ধ' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন নাই।*

ভাষ্যমূলম্।—লুকি চাধ্যর্ধগ্রহণং ন কর্ত্তব্যং ভবতি; অধ্যর্ধপূর্ব্বদ্বিগোলু´গ-সংজ্ঞামিতি। দ্বিগোরিত্যেব সিদ্ধম্।

ভাষ্যানুবাদ।—লোপ বিষয়ে "অধ্যর্ধ" শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। সংজ্ঞা ভিন্ন অন্যত্র অধ্যর্ধ পূর্ব্ব বিশিষ্টের এবং দ্বিগুর পরস্থিত আর্হীয় অর্থাৎ সমর্থার্থক প্রত্যয়ের লোপ হয়। (অধ্যর্ধ পূর্ব্বদ্বিগোলু´গসংজ্ঞায়াম্। ৫।১।২৮ এই সূত্রে, "দ্বিগোঃ" কথাটী থাকাতেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

বার্ত্তিক মূলম্।—অর্দ্ধপূর্ব্বপদশ্চ পূরণ প্রত্যয়ান্তঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অর্দ্ধ শব্দ পূর্ব্বে আছে এমন যে পূরণ প্রত্যয়ান্ত শব্দ, তাহার সংখ্যা সংজ্ঞা হয় এইরূপ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অর্দ্ধ পূর্ব্ব পদশ্চ পূরণ প্রত্যয়ান্তঃ সংখ্যা সংজ্ঞো ভবতীতি বক্তব্যম্। কিম্ প্রয়োজনম্। সমাস কণ্ বিধ্যর্থমেব। সমাস বিধ্যর্থং কন্ বিধ্যর্থং চ। সমাস বিধ্যর্থং তাবৎ। অর্দ্ধপঞ্চমশূর্পম্। কন্‌বিধ্যর্থম্। অর্দ্ধপঞ্চমকম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অর্দ্ধ শব্দের পূর্ব্বে কোনও পদ থাকিলে তদনন্তর পূরণ (কন্‌প্রভৃতি) প্রত্যয়ান্ত শব্দ ও সংখ্যা সংজ্ঞক হয় এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

সমাস এবং কন্ বিধির জন্য "অর্দ্ধ" শব্দের সংখ্যা সংজ্ঞাতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সমাস বিধানের জন্য যে প্রয়োজন তাহার দৃষ্টান্ত,—যেমন "অর্দ্ধ পঞ্চম-শূর্পম্"। অর্থাৎ অর্দ্ধ শব্দের সহিত পঞ্চম শব্দের দ্বিগু সমাস করা হইয়াছে। যদি অর্দ্ধ শব্দের সংখ্যা সংজ্ঞাতে গ্রহণ করা না যাইত, তবে (সংখ্যাবাচক শব্দের সহিতই দ্বিগু সমাস হয় বলিয়া এস্থলে অর্দ্ধ শব্দ সংখ্যা বাচক না হওয়াতে) এস্থলেও সমাস হইতে পারিত না।

কন্ বিধির জন্য যে অর্দ্ধ শব্দের সংখ্যা সংজ্ঞাতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহার দৃষ্টান্ত যথা; "অর্দ্ধ পঞ্চমকম্" অর্থাৎ অর্দ্ধ শব্দের সহিত পঞ্চম শব্দের সমাস হইলে, সংখ্যায়া অতিশদন্তায়াঃ কন্। ৫।১।২২ (সংখ্যা বাচক শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয় হয় আর্হীয় অর্থাৎ সামর্থ্যার্থ বুঝাইলে; কিন্তু তি শব্দান্ত অথবা শৎ শব্দান্ত সংখ্যা বাচক শব্দ হইলে হইবেনা। যেমন "বিংশতি, ত্রিংশৎ।) এই সূত্র অনুসারে 'অর্দ্ধপঞ্চ' শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয় হইয়াছে। যদি অর্দ্ধ শব্দ সংখ্যা সংজ্ঞায় গৃহীত না হইত, তবে এই স্থলে "কন্" প্রত্যয় ও হইতনা।

তাৎপর্য্যার্থ—এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দ সংখ্যা বাচক ইহা সর্ব্বজন বিদিত কিন্তু তাহাদের অংশবোধক একচতুর্থ, তিনচতুর্থ প্রভৃতি শব্দ যেমন, সংখ্যা বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, সেইরূপ অর্দ্ধ শব্দও সংখ্যা বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। অতএব সংখ্যা বলিতে "বহু" ও 'গণ' প্রভৃতি শব্দ গৃহীত হয় না বলিয়া, যেমন পাণিনি, সূত্রদ্বারা তাহাদিগকে সংখ্যা মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ অর্দ্ধ শব্দ-কেও গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ "বহু-গণ-বতু-ডত্যর্দ্ধ-সংখ্যা" এইরূপ সূত্র করা উচিত। নতুবা এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দকে সংখ্যা মানিয়া যে যে স্থলে সমাসাদি কার্য্য করা হয়, অর্দ্ধ শব্দের সহিত সেই সেই স্থলে কার্য্য সম্পাদিত হইবেনা।

বার্ত্তিক মূলম্।—অধিক গ্রহণং চালুকি সমাসোত্তরপদবিধ্যর্থম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অলুক্ বিষয়ে, অধিক শব্দের, সমাস এবং উত্তর পদ বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্। অধিক গ্রহণং চালুকি কর্ত্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। সমাসোত্তর পদবৃধ্যর্থম্। সমাস বিধ্যর্থমুত্তরপদবিধ্যর্থং চ। সমাস বিধ্যর্থং তাবৎ। অধিকষাষ্টিকঃ। অধিকসাপ্ততিকঃ। অলুকীতি কিমর্থম্। অধিকষাষ্টিকঃ। অধিকসাপ্ততিকঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অলুক্ অর্থাৎ লোপ নিষেধ প্রকরণে "অধিক" শব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহার প্রয়োজন কি?

সমাস এবং উত্তর পদ বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ সমাস বিধির জন্য এবং উত্তর পদ বৃদ্ধির জন্য ইহার প্রয়োজন। সমাস বিধির দৃষ্টান্ত যথা; অধিকষাষ্টিকঃ (অর্থাৎ ষাইটের অধিক (মূল্য) দিয়া খরিদ করা হইয়াছে এই অর্থে অধিকয়া ষষ্ট্যা ক্রীত, এইরূপ বিগ্রহ করিয়া অধিকষষ্টি এবং তাহার উত্তর প্রাগ্‌বতেষ্ঠঞ্। ৫।১।১৮ এই সূত্রানুসারে সমাহারদ্বিগুনিষ্পন্ন শব্দের পর 'ঠঞ্' প্রত্যয় করিয়া অধিকষাষ্টিক পদ সিদ্ধ হইয়াছে) এস্থলে যাহাতে অধিক শব্দের লোপ না হয় এজন্য অলুক্ প্রকরণে ইহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। "অধিক সাপ্ততিক" শব্দ ঠিক্ ঐরূপ জানিতে হইবে। উত্তর পদ বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত যথা;—অধিকষাষ্টিক, অধিকসাপ্ততিক অর্থাৎ অধিক ষষ্ঠী বা অধিক সপ্ততি শব্দের উত্তর 'ঠঞ্' প্রত্যয় করিলে, সংখ্যায়াঃ সংবৎসরসংখ্যস্য চ। ৭।৩।১৫ (সংখ্যা বাচক শব্দের, উত্তর পদের বৃদ্ধি হয়, ঞ্ প্রভৃতি ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্র অনুসারে উত্তরপদের বৃদ্ধি হইয়াছে। অলুকি এই কথা বলা হইল কেন?

অধিকষাষ্টিকঃ, অধিকসাপ্ততিকঃ, (এই স্থলে লোপ করিলে আর ঠঞ্ প্রত্যয় হইবেনা. সুতরাং উত্তর পদের ও বৃদ্ধি হইবেনা, এই জন্যই অলুকি এই কথা বলা হইল)।

বার্ত্তিক মূলম্।—বহুব্রীহৌ চাগ্রহণম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বহুব্রীহি সমাসে অধিক শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

ভাষ্যমূলম্।—বহুব্রীহৌ চাধিকশব্দস্য গ্রহণং কর্ত্তব্যম্ ভবতি। সংখ্যয়াব্যয়াসন্নাদূরাধিক সংখ্যাঃ সংখ্যেয় ইতি। সংখ্যেত্যেব সিদ্ধম্।

ভাষ্যানুবাদ।—বহুব্রীহি সমাসে অধিক শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; যে হেতু, "সংখ্যয়াব্যয়াসন্নাদূরাধিকসংখ্যাঃ সংখ্যেয়ে। ২।২।২৫।" (সংখ্যা করা যায় যাহাকে এরূপ অর্থবাচক শব্দের, সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত অব্যয়াদির বহুব্রীহি সমাস হয়)। এই সূত্রে, "সংখ্যা" শব্দ থাকাতেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

বার্ত্তিক মূলম্।—বহ্বাদীনামগ্রহণম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বহু প্রভৃতি শব্দের ও গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—বহ্বাদীনাং গ্রহণং শক্যমকর্ত্তুম্। কেনেদানীং সংখ্যাপ্রদেশেষু সংখ্যা সংপ্রত্যয়ো ভবিষ্যতি। জ্ঞাপকাৎসিদ্ধম্। জ্ঞাপকম্ কিম্। যদয়ং বতোরিড্‌বেতি সংখ্যায়া বিহিতস্য কনো বত্বন্তাদিটং শাস্তি। বতোরেব তজ্ জ্ঞাপকং স্যাৎ। নেত্যাহ। যোগাপেক্ষ্যং জ্ঞাপকম্।

ভাষ্যানুবাদ।—আমরা "বহু-গণ-বতু-ডতি-সংখ্যা" "সূত্রে, 'বহু' প্রভৃতি শব্দেরও গ্রহণ না করিয়া পারি।

কিরূপে তবে সংখ্যা প্রযুক্ত কার্য্য করিবার সময় সংখ্যা শব্দের বোধ হইবে?

জ্ঞাপক অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি যে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই এস্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

কি জ্ঞাপন করিয়াছেন?

এই যে 'বতোরিড্বা'।৫।১।২৩ (বতু প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর কন্ হয় এবং বিকল্পে ইট্ হয়।) এই সূত্রে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর বতু বিধান করিবার পর, কন্ প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ইট্ হয়, এইরূপ বিধান করিয়াছেন। এই স্থলে অন্যান্য সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর "ইট্" বিধান না করিয়া কেবল মাত্র 'বতু' প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তরই 'ইট্' করিয়াছেন, ইহাতে জানা যাইতেছে যে 'বহু' প্রভৃতি শব্দেরও সংখ্যা বাচকত্ব রহিয়াছে।

এইরূপ হইতে পারেনা; কারণ, এইরূপ করিতে হইলেও সূত্রের অপেক্ষা করিবে অর্থাৎ "বহু-গণ-বতু ডতি সংখ্যা" এই সূত্র বর্ত্তমান থাকিলেই ত 'বতু' শব্দেরও সংখ্যা গ্রহণ হইবে এবং সেই সঙ্গে বহু, গণ প্রভৃতি শব্দেরও সংখ্যা সংজ্ঞায় গ্রহণ হইবে নতুবা বহু শব্দের ন্যায় অন্যান্য শব্দেরও ত গ্রহণ হইতে পারে।

ষ্ণান্তাষট্ ॥২৪॥

ষ্+ন্+অন্তা ১ ষট্ ১।

সূত্রানুবাদ।—ষকারান্ত এবং নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ, ষট্ সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ষট্ সংজ্ঞায়ামুপদেশবচনম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ:—ষট্ সংজ্ঞাতে 'উপদেশ 'শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্:—ষট্ সংজ্ঞায়ামুপদেশঃ গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। উপদেশে ষকার নকারান্তা সংখ্যা ষট্ সংজ্ঞা ভবতীতি বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। শতান্যষ্টনোর্মূ-র্ম্নুডর্থম্। শতানি সহস্রাণি। নুমিকৃতে ষ্ণান্তা ষডিতি ষট্ সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। উপদেশ গ্রহণান্নভবতি। অষ্টানামিত্যত্রাত্বেকৃতে ষট্ সংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। উপদেশ গ্রহণাদ্ ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ:—ষট্ সংজ্ঞা করিবার সময় 'উপদেশ' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য

অর্থাৎ উপদেশে যে সমস্ত 'ষ'কারান্ত এবং 'ন' কারান্ত বিশিষ্ট সংখ্যা বাচক শব্দ রহিয়াছে তাহাদেরই 'ষট্' সংজ্ঞা হয়, এরূপ বলা উচিত।

তার প্রয়োজন কি?

শত প্রভৃতি শব্দের এবং অষ্টন্ শব্দের উত্তর 'নুম্' এবং 'নুট্' বিধি প্রাপ্ত হইবার জন্য। যেমন;—শত শব্দের উত্তর জস্ এবং শস্ প্রত্যয় করিলে, নপুংসকস্য ঝলচঃ।৭।১।৭২ (১) এই সূত্রানুসারে নুম্ আগম হইয়া 'শতানি,' এবং এইরূপে 'সহস্রাণি, প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। এস্থলে যদি নুম্ করিবার পর 'শতন্,' সহস্রন্ প্রভৃতি অনুপদিষ্ট নকারান্ত শব্দের ও ষট্ সংজ্ঞা হইত, তবে "ষড্ভ্যোলুক্। '৭।১।২২।, এই সূত্রানুসারে ষট্ সংখ্যক শব্দের উত্তর ,জস্' এবং 'শস্' বিভক্তির লোপ হয় বলিয়া এইস্থলেও তাহাদের লোপ হইত; কিন্তু উপদেশ শব্দের গ্রহণ করিলে, শতন্. সহস্রন্ প্রভৃতি শব্দ মহর্ষি পাণিনি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়া 'ষট্' সংজ্ঞাও হইবেনা, লোপও হইবেনা, সুতরাং শতানি সহস্রাণি প্রভৃতি প্রয়োগ ও সিদ্ধ হইবে।

"অষ্টাণাম্," এইস্থলে অষ্টন্ শব্দের উত্তর "অষ্টন আ বিভক্তৌ" ৭।২।৮৪। এই সূত্রানুসারে ব্যঞ্জনান্ত বিভক্তি পরে থাকিলে আকার হয় বলিয়া অষ্টন্ শব্দের স্থানে "আকারান্ত অষ্টা এইরূপ আদেশ হইলে, তাহার 'ষট্' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না সুতরাং "ষট্ চতুর্ভ্যশ্চ।৭।১।৫৫।" (ষট্ সংজ্ঞক শব্দের উত্তর এবং চতুর্ শব্দের উত্তর 'আম্' এর স্থানে 'নুট্' আগম হয়।) এই সূত্রানুসারে নুট্ হইবে না। অতএব ষণ্ণাম্ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু ষট্ সংজ্ঞায় উপদেশ শব্দের গ্রহণ করিলে 'অষ্টন্' এই 'ন' কারান্ত শব্দটী পাণিনি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হওয়াতে 'ষট্' সংজ্ঞাও হইবে 'ষণ্ণাম্' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্ :—উক্তং বা। কিমুক্তম্। ইহ তাবচ্ছতানি সহস্রাণীতি সন্নিপাত লক্ষণোবিধিরনিমিত্তং তদ্‌বিঘাতস্যেতি। অষ্টনোঽপ্যুক্তম্। কিমুক্তম্। অষ্টনোদীর্ঘগ্রহণং ষট্. সংজ্ঞা জ্ঞাপকমাকারান্তস্য সুডর্থমিতি। অথবা আকারোঽপ্যত্র নির্দ্দিশ্যতে ষকারান্তা নকারান্তা আকারান্তা চ সংখ্যা 'ষট্' সংজ্ঞা ভবতীতি।

ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি। সধমাদোদ্যুম্ন একান্তাঃ। একা ইতি।

ভাষ্যানুবাদ ;—অথবা ইহা উক্তই হইয়াছে।

কি উক্ত হইয়াছে?

(১) ঝলন্ত এবং অজন্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের স্থানে "নুম্' আগম হয়, সর্ব্বনামস্থানসংজ্ঞক প্রত্যয় অর্থাৎ জস্, শসাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে।

অষ্টনোদীর্ঘাৎ ।৬।১।১৭২। (শস্ প্রভৃতি বিভক্তি পরে থাকিলে 'অষ্টন্' শব্দের দীর্ঘাদেশ হইবার পর উদাত্ত স্বর হয়।)

এই সূত্রে 'দীর্ঘ-গ্রহণ, আকারান্ত অষ্টন্ শব্দের ও ষট্ সংজ্ঞার জন্য। এবং আকারান্তের উত্তর লুট্ বিধি প্রাপ্ত হইবার জন্য।

অথবা আকার ও এস্থলে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে, ষ্ণান্তা এস্থলে ষকারান্ত ন কারান্ত এবং আকারান্ত (ষ্+ন্+আ) সংখ্যা বাচক শব্দের ষট্ সংজ্ঞা হইবার জন্য।

যদি এইরূপই হয় ; তবে 'সধমাদোহ্যুম্ন একাস্তাঃ' এই স্থলে 'একাঃ' শব্দের ও ষট্ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে ?

ভাষ্যমূলম্ :—নৈষদোষঃ। একশব্দোয়ং বহ্বর্থঃ। অস্ত্যেব সংখ্যা পরঃ। তদ্যথা একো দ্বৌ বহব ইতি॥ অস্ত্যসহায় বাচী। তদ্ যথা। একাগ্নয়ঃ। একহলানি। একাকিভিঃ ক্ষুদ্রকৈর্জিতম্ ইতি। অসহায়ৈরিত্যর্থঃ। অস্ত্য-ন্যার্থে বর্ত্ততে। তদ্ যথা। প্রজামেকা রক্ষত্যূর্জমেকেতি অন্যেত্যর্থঃ। সধ-মাদোহ্যুম্ন একাস্তাঃ। অন্যা ইত্যর্থঃ। তস্যোন্যার্থে বর্ত্ততে তস্যৈব প্রয়োগঃ।

ভাষ্যানুবাদ :—ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ এই যে এক শব্দ, ইহা অনেক অর্থ বিশিষ্ট। সংখ্যার্থ বিশিষ্টও আছে ; যেমন এক, দুই, বহু ইত্যাদি।

এই স্থলে সহায় হীন অর্থ হইয়াছে। যথা ;—একমাত্র অগ্নিই সহায় (অর্থাৎ মানুষ সহায় না থাকিয়া অগ্নিদেব সহায়), বা একা ক্ষুদ্র হইলেও সমস্ত জয় করা হইয়াছে। ইহা অন্যার্থেও হয়। যথা,—এক প্রজাকে, ও এক অন্নকে রক্ষা করিতেছে, সধমাদোহ্যুম্ন একাস্তাঃ, এই স্থলে এক শব্দ অন্য অর্থ বিশিষ্ট। সুতরাং 'অন্য' এই অর্থে যে এক শব্দ আছে, এই :প্রয়োগটি সেই (এক) শব্দের ই জানিবে।

ভাষ্যমূলম্। ইহ তর্হিপ্রাপ্নোতি দ্বাভ্যামিষ্টয়ে বিংশত্যা চেতি, এবং তর্হি সপ্তমে যোগবিভাগঃ করিষ্যতে।

অভ্য ঔশ্, ততঃ, ষড্‌ভ্যঃ। ষড্‌ভ্যশ্চ যদুক্তমষ্টাভ্যোঽপি তদ্ভবতি ততো-লুক্। লুক্ চ ভবতি ষড্‌ভ্য ইতি। অথবা উপরিষ্টাদ্ যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। অষ্টন আ বিভক্তৌ। ততো রায়ঃ। রায়শ্চ বিভক্ত্যা বাকারাদেশো ভবতি। হলীত্যুভয়োঃ শেষঃ। যদ্যেবং প্রিয়াষ্টৌ প্রিয়াষ্টা ইতি ন সিদ্ধ্যতি প্রিয়াষ্টানৌ প্রিয়াষ্টান ইতি চ প্রাপ্নোতি। যথা লক্ষণমপ্রযুক্তে।

ভাষ্যানুবাদ :—তাহা হইলে "দ্বাভ্যাম্ ইষ্টয়ে বিংশত্যাচ" (দুই জনের ইষ্ট

সিদ্ধির জন্য অথবা ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য দুইটি দ্বারা এবং বিংশতি নামক কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিবে, এইটী একটী বেদের মন্ত্রাংশ) এইস্থলে ও তবে প্রাপ্ত হইবে? যদি এইরূপই হয়, তবে সপ্তম অধ্যায়ের প্রয়োগ বিষয়ে যোগবিভাগ করা হইবে?

যথা :—অষ্টাভ্য ঔশ্ এইরূপ এক ভাগ করিয়া তাহার পর 'ষট্ভ্যঃ' এই রূপ অন্য ভাগ করা হইবে সুতরাং 'ষড্ভ্যঃ' এই স্থলে যাহা উক্ত হইবে, অষ্টাভ্যঃ এইস্থলেও সেই সকল কার্য্য প্রাপ্তি হইবে, তাহার পর সূত্রাংশ "লুক্" এই ভাগটী পৃথক্ সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করা হইবে, অতএব লোপ কার্য্যও হইবে এবং তাহা 'ষট্ সংজ্ঞক' শব্দের উত্তরই হইবে।

অথবা উপর হইতে যোগবিভাগ করা হইবে। যথা,—"অষ্টন আ বিভক্তৌ" এই সূত্র উল্লেখ করিয়া পরে 'রায়ঃ' এইরূপ সূত্র করা হইবে, সুতরাং রৈ শব্দের স্থানে আকার হইবে, এবং বিভক্তিতেও আকাব আদেশ হইবে। তৎপরে উভয়ের শেষে 'হলি' এইরূপ প্রয়োগ করা হইবে, তাহা হইলেই কোন দোষ হইবে না।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে 'প্রিয়াষ্টৌ' 'প্রিয়াষ্টা' (প্রিয় হইয়াছে অষ্ট যার এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে, অষ্ট শব্দকে প্রধানরূপে না বুঝাইয়া অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া) প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু, প্রিয়াষ্টানৌ প্রিয়াষ্টানঃ এইরূপ প্রাপ্তি হইবে।

শাস্ত্রে যখন ইহার কোন প্রয়োগ নাই—তখন লক্ষণ দ্বারা যেরূপ সিদ্ধ হয়, তাহাই হউক? অর্থাৎ প্রিয়াষ্ট প্রভৃতি স্থলে শাস্ত্রীয় কোন প্রয়োগ না থাকাতে নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ডতি চ।২৫

ডতি।১। চ।১।

সূত্রানুবাদ।—ডতি প্রত্যয়ান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ, ষট্সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—ইদং ডতিগ্রহণং দ্বিঃ ক্রিয়তে সংখ্যা সংজ্ঞায়াং ষট্ সংজ্ঞায়াঞ্চ। একং শক্যমকর্ত্তুম্। কথম্। যদি তাবৎ সংখ্যা সংজ্ঞায়াং ক্রিয়তে ষট

সংজ্ঞায়াং ন করিষ্যতে। কথম্। ষ্ণান্তা ষডিত্যত্র ডতীত্যনুবর্ত্তিষ্যতে। অথ ষট্ সংজ্ঞায়াং ক্রিয়তে সংখ্যা সংজ্ঞায়াং ন করিষ্যতে। ডতিচেত্যত্র সংখ্যা-সংজ্ঞাপ্যনুবর্ত্তিষ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ—এই ডতি শব্দ দুইবার গ্রহণ করা হইয়াছে, সংখ্যা সংজ্ঞায় একবার, ষট্ সংজ্ঞায় আর একবার, ইহার মধ্যে ১টী না করিলেও চলে।

কিরূপে ?

যদি সংখ্যা সংজ্ঞায় (ডতি শব্দ) গ্রহণ করা যায়, তবে ষট্ সংজ্ঞায় আর করিতে হইবে না। কেন ? "ষ্ণান্তা ষট্" এই স্থলে ষট্ শব্দের অনুবৃত্তি করা হইবে, আর যদি ষট্ সংজ্ঞায় (ডতি শব্দের) গ্রহণ করা হয়, তবে আর সংখ্যা সংজ্ঞায় করা হইবে না। "ডতি চ" এই স্থলে সংখ্যা সংজ্ঞা" ও অনুবৃত্তি করা হইবে।

ক্তক্তবতূনিষ্ঠা। ২৬॥

ক্ত—ক্তবতূ।১। নিষ্ঠা।

সূত্রানুবাদ—ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয়ের নিষ্ঠা সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্—নিষ্ঠা সংজ্ঞায়াং সমান শব্দ প্রতিষেধঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ—নিষ্ঠা সংজ্ঞায়, তাহার সদৃশ শব্দ সমূহের নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্—নিষ্ঠাসংজ্ঞায়াং সমানশব্দানাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ লোতো গর্ত্ত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ—নিষ্ঠা সংজ্ঞা করিতে হইলে তাহার সমান যে সকল শব্দ আছে তাহাদের (নিষ্ঠা সংজ্ঞা) নিষেধ করিতে হইবে। যথা লোতঃ, গর্ত্তঃ ইত্যাদি (এই সকল শব্দ তকারান্ত হওয়াতে, ক্ত প্রত্যয়ান্ত 'কৃত' 'স্থিত' ইত্যাদি শব্দের ন্যায় বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহাদের যাহাতে নিষ্ঠা সংজ্ঞায় গ্রহণ না হয়, তাহাই করিতে হইবে ; যে হেতু লোত শব্দ লূ ধাতু তন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন করা হইয়াছে এবং লোত বলিতে মেষকে বুঝায় ; কিন্তু ক্ত প্রত্যয় করিলে লূন হইত এবং ছিন্ন অর্থ বুঝাইত।

বার্ত্তিকমূলম্—নিষ্ঠা সংজ্ঞায়াং সমান শব্দাপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ—নিষ্ঠা সংজ্ঞায় সমান শব্দের প্রতিষেধ করিতে হইবে না।

ভাষ্যমূলম্—নিষ্ঠা সংজ্ঞায়াং সমান শব্দানাং অপ্রতিষেধঃ। অনর্থকঃ প্রতিষেধঃ। অপ্রতিষেধঃ। নিষ্ঠাসংজ্ঞা কস্মান্ন ভবতি। অনুবন্ধোঽন্যত্বকরঃ। অনুবন্ধক্রিয়তে সোঽন্যত্বং করিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ—নিষ্ঠা সংজ্ঞায় তাহাদের সমান শব্দের প্রতিষেধ করিবার প্রয়োজন নাই। এইস্থলে অপ্রতিষেধ বলিতে 'প্রতিষেধ অনর্থক,' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। (তাহাদের অর্থাৎ তুল্য শব্দের) কেন নিষ্ঠা সংজ্ঞা হইবে না?

অনুবন্ধ অন্যত্ব কারক হইয়া থাকে, সুতরাং এইস্থলে (ক্ত প্রত্যয়ে যে 'ক" কার) যে অনুবন্ধ করা হইয়াছে তাহাই ইহাকে পৃথক্ করিবে অর্থাৎ তন্ প্রভৃতি প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র করিবে।

বার্ত্তিকমূলম্—অনুবন্ধোঽন্যত্ব কর ইতি চেন্ন লোপাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ—যদি বল যে অনুবন্ধ অন্যত্ব করিবে, তাহা নহে, যেহেতু তাহা লোপ হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্—অনুবন্ধোঽন্যত্ব কর ইতি চেন্ন। কিং কারণম্। লোপাৎ। লুপ্যতেঽত্রানুবন্ধেনান্যত্বং ভবতি। তদ্ যথা কতরদ্দেবদত্তস্য গৃহম্। অদো যত্রাসৌ কাক ইতি। উৎপতিতে কাকে নষ্টং তদগৃহং ভবতি। এবমিহাপি লুপ্তেঽনুবন্ধে নষ্টঃ প্রত্যয়ো ভবতি। যদ্যপি লুপ্যতে জানাতি ত্বসৌ সানুবন্ধকস্যেয়ং সংজ্ঞা কৃতেতি। তদ্ যথা ইতরত্রাপি কতরদ্দেবদত্তস্য গৃহম্ অদো যত্রাসৌ কাক ইতি। উৎপতিতে কাকে যদ্যপি নষ্টং তদগৃহং ভবতি অন্ততস্তমুদ্দেশং জানাতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল যে অনুবন্ধ, অন্য (তন্ প্রভৃতি) প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র করিবে, তাহা নহে। তাহার কারণ কি?

যেহেতু, তাহা লোপ হইয়া থাকে, এই স্থলে অনুবন্ধ লোপ হইয়াছে; সুতরাং যখন, অনুবন্ধের লোপ হইয়াছে (তখন "ক" কার অনুবন্ধ করা না করা সমান ফল বলিয়া) পৃথক্ করিবে না। যেমন, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে কোন খানা দেব দত্তের ঘর? তাহার উত্তরে বলা হইল; এই যে,—যে ঘরে কাক দেখা যাইতেছে। যদি কাক উড়িয়া যায়, তবে সেই ঘর নষ্ট হয় অর্থাৎ তাহাকে আর কাক বিশিষ্ট ঘর বলা হয়না, সেই রূপ এই স্থলেও অনুবন্ধের লোপ হইলে আর তাহাকে সেই প্রত্যয় বলা হইবেনা অর্থাৎ ক্ত প্রত্যয়ের অনুবন্ধ "ক" কারের লোপ হইলে আর তাহাকে ক্ত প্রত্যয় বলা যাইবেনা। যদিও লোপ হয়, তাহা হইলেও ত লোকে জানে

যে, অনুবন্ধ বিশিষ্টেরই এই (নিষ্ঠা) যে হইতে হইবে।

সংজ্ঞা করা হইয়াছে। যেমন, অন্যত্রও দেখা যায় যে, "কোন্‌টী দেবদত্তের ঘর," এই কথার উত্তরে "ঐ যে, যে ঘরে কাক আছে," এইরূপ বলিলে, কাক উড়িয়া গেলে সেই ঘর খানা কাক বিশিষ্ট এইরূপ জ্ঞান হয় না, তথাপি অন্ততঃ তার উদ্দেশ পায়, অর্থাৎ পূর্ব্বের কোন চিহ্ন স্মরণ হওয়াতে বুঝিতে পারে, যে এই ঘরেই কাক ছিল।

বার্ত্তিকমূলম্—সিদ্ধ বিপর্য্যাসশ্চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ—সিদ্ধ বিষয়ে সংশয়ত হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্—সিদ্ধশ্চ বিপর্য্যাসঃ। যদ্যপি জানাতি সন্দেহস্তু তস্য ভবতি! অয়ং স তশব্দো লোতো গর্ত্ত ইতি অয়ং স তশব্দো লূনো গীর্ণ ইতি। তদ্ যথা ইতরত্রাপি কতরদ্দেবদত্তস্য গৃহম্ অদো যত্রাসৌ কাক ইতি। উৎপতিতে কাকে যদ্যপি তমুদ্দেশং জানাতি সন্দেহস্তস্য ভবতি ইদং তদ্‌গৃহম্ ইদং তদ্‌গৃহম্ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ—সিদ্ধ হইলেও সংশয় হইবে। যদিও জানে তথাপি সন্দেহ হয় যে 'লোত,' গর্ত্ত' ইত্যাদি স্থলে সেই'ক্ত' প্রত্যয়ের 'ত' কার অথবা 'লুন', গীর্ণ', এইস্থলে সেই ক্ত প্রত্যয়ের 'ত' কার হইবে। যেমন অন্যত্র ও দৃষ্ট হয় যে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে 'কোনটী দেবদত্তের ঘর, তদুত্তরে বলা হইল, 'ঐ যে, যে ঘরে কাক দেখা যাইতেছে'। কাক উড়িয়া গেলে যদিও উদ্দেশ পাওয়া যায়, তথাপি সন্দেহ হইতে পারে 'এখানা সেই ঘর' কিম্বা 'ওখানা সেই ঘর'।

বার্ত্তিকমূলম্—'এবং তর্হি কারককালবিশেষাৎ সিদ্ধম্'। *।

বার্ত্তিকানুবাদ—যদি এইরূপই হয়, তবে কারক ও কালের বিশেষ হেতু ইহা সিদ্ধ হইবে।

'ভাষ্যমূলম্—"কারককালবিশেষাবুপাদেয়ৌ। ভূতেবস্তশব্দঃ কর্ম্মণি কর্ত্তরি ভাবেচেতি। তদ্ যথা ইতরত্রাপি য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষা পূর্ব্বকারী ভবতি সো-হ ধ্রুবেণ নিমিত্তেন ধ্রুবং নিমিত্তমুপাদত্তে বেদিকাম পুণ্ডরীকং বা। এবমপি প্রাকীর্ষ্টে ত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।"

ভাষ্যানুবাদঃ—কারক এবং কাল বিশেষ এখানে গ্রহণীয় হইবে—অতীত কালে যে 'ত' শব্দ তাহা কোথাও কর্ত্তৃবাচ্য, কোথাও বা কর্ম্মবাচ্যে, কোথাও বা ভাব বাচ্যে হইবে। (ক্তপ্রত্যয় নিষ্পন্ন হইলে যেরূপ অতীত কাল বা কর্ম্ম ভাব প্রভৃতি বাচ্য বুঝায়, 'তন্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'লোত', গর্ত্ত ইত্যাদি সেই

রূপ অতীত কাল বা কর্ম্ম প্রভৃতি বুঝায় না) পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে, দেবদত্তের গৃহ বাস্তবিকই যিনি অনুসন্ধান করেন, তিনি অনিশ্চিত কাক চিহ্ন দ্বারা বেদী বা পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম বা কমণ্ডলু) প্রভৃতি নিশ্চিত কোনও চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন। সেইরূপ 'ক্ত' প্রত্যয়ের 'ক' কারের লোপ হইলেও স্থায়ী চিহ্ন কালও বাচ্য দ্বারা 'ক্ত' এর 'ত' নির্ণীত হইবে।

'প্রাকীষ্ট' (প্র + কৃ + লুঙত) এই স্থলেত অতীতকাল ও বাচ্য, 'ক্ত' প্রত্যয়ের ন্যায়ই প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সেই 'ত' কারের ও নিষ্ঠা সংজ্ঞা হইতে পারে ?

বার্ত্তিকমূলম্ঃ—লুঙি সিজাদিদর্শনাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদঃ—সিচ্ প্রভৃতি দৃষ্ট হয় বলিয়া লুঙের বিভক্তিতে প্রাপ্তি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্—লুঙি সিজাদিদর্শনান্ন ভবিষ্যতি। যত্র তর্হি সিজাদয়োন দৃশ্যন্তে প্রাভিত্তেতি। দৃশ্যন্তে অত্রাপি সিজাদয়ঃ। কিং বক্তব্যমেতৎ। নহি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। যথৈবায়ং অনুপদিষ্টান্ কারককালবিশেষানবগচ্ছতি এবমেতদপ্যবগন্তুমর্হতি। যত্র সিজাদয়োনেতি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎ পতঞ্জলিবিরচিতে পাণিনীয়মহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমোপাদে পঞ্চমাহ্নিকম্।

ভাষ্যানুবাদ—লুঙ্ বিভক্তিতে ('চে্লঃ সিচ্' ৩।১।৪৪ এই সূত্রানুসারে লুঙ বিভক্তিতে আদিষ্ট, 'চি্ল'র উত্তর 'সিচ্' আগত হয় বলিযা) সিচ্ প্রভৃতি দৃষ্ট হয় বলিয়া কাল ও বাচ্যাদি 'ক্ত' প্রত্যয়ের তুল্য হইলেও নিষ্ঠাসংজ্ঞা হইবে না। তাহা হইলে যে স্থলে সিচ্ প্রভৃতি দৃষ্ট হয় না সেই স্থলে কি হইবে—যথা 'প্রাভিত্ত' (প্র + ভিদ্ + লুঙ্ত স্থলে) তো সিচের লোপ হইয়াছে ?

এস্থলেও 'সিচ্' আদি দৃষ্ট হয়। (অর্থাৎ এস্থলে সিচ্ প্রত্যয় হইয়া পুনরায় লোপ হইয়াছে) যেস্থলে 'ত' কারে পূর্ব্বে সিচ্ আদেশ হয় নাই, তাহার যে নিষ্ঠা সংজ্ঞা হয়, তাহা কি আবার বলিতে হইবে ? নিশ্চয়ই না!

যাহা বলা হয় নাই তাহা না বলিলে কিরূপে বুঝা যাইবে ?

যেমন উল্লেখ না হইলেও বাচ্য এবং কাল বিশেষের বোধ হয়, সেইরূপ যেস্থলে সিচ্ হয় নাই সে স্থলে নিষ্ঠা সংজ্ঞার বোধ হইবে।

শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলি বিরচিত মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চম আহ্নিক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ আহ্নিক।

সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি ॥ ২৭ ॥

০০০ ০০০

সর্ব্বাদীনি। ১। সর্ব্বনামানি। ১।

সূত্রানুবাদ।—সর্ব্ব, বিশ্ব প্রভৃতি সর্ব্বাদিগণপঠিত শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—সর্ব্বাদীনীতি কো হয়ং সমাসঃ। বহুব্রীহিরিত্যাহ। কোঽস্য বিগ্রহঃ। সর্ব্বশব্দ আদির্যেষাং তানীমানীতি। যদ্যেবং সর্ব্বশব্দস্য সর্ব্বনামসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্। অন্যপদার্থত্বাদ্ বহুব্রীহেঃ। বহুব্রীহিরয়মন্যপদার্থে বর্ত্ততে, তেন যদন্যৎ সর্ব্বশব্দাত্তস্য সর্ব্বনামসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। তদ্ যথা চিত্রগুরানীয়তামিত্যুক্তে যস্য তা গাবো ভবন্তি স এবানীয়তে ন গাবঃ। নৈষ দোষঃ। ভবতি হি বহুব্রীহৌ তদ্গুণসংবিজ্ঞানমপি। তদ্ যথা চিত্রবাসসমানয় লোহিতোষ্ণীষা ঋত্বিজঃ প্রচরন্তীতি। তদ্গুণ আনীয়তে তদ্গুণাশ্চ প্রচরন্তি। ইহ সর্ব্বনামানীতি পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ ইতি ণত্বং প্রাপ্নোতি তস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ—সর্ব্বাদীনি শব্দ কোন্ সমাস নিষ্পন্ন?

বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন।

ইহার বিগ্রহ বা ব্যাসবাক্য কি?

সর্ব্ব শব্দ আদিতে আছে যাহাদের, তাহারা এই সর্ব্বাদি।

যদি এইরূপই হয়, তবে সর্ব্ব শব্দেরত সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না।

তাহার কারণ কি?

বহুব্রীহি সমাস অন্য পদার্থ বোধক হইয়া থাকে বলিয়া—এই যে বহুব্রীহি সমাস, ইহা অন্য পদার্থে হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্ব শব্দ ভিন্ন সর্ব্বাদিগণে যে সকল শব্দ আছে, তাহারই প্রাপ্তি হইবে। যেমন "চিত্রগু'কে আনয়ন কর" এই কথা বলিলে যাহার চিত্রিত গো আছে, তাহাকেই আনয়ন করা হয়। গো আর আনীত হয় না।

এস্থলে দোষ হইবে না, কারণ বহুব্রীহি সমাসে তদ্গুণ সম্পন্ন ও হইয়া থাকে। যেমন "চিত্রবাসাকে আন," লোহিত উষ্ণীষ বিশিষ্ট ঋত্বিক

(পুরোহিত) বিচরণ করিতেছে, এই কথা বলিলে তদ্‌গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ চিত্রিত বস্ত্র পরিহিত লোকই আনীত হয় এবং লোহিত উষ্ণীষ ধৃত পুরোহিতই বিচরণ করিতেছে এই বুঝায়।

"সর্ব্বনামানি" এইটী সংজ্ঞা হওয়াতে, এইস্থলে পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ ৮।৪।৩ (পূর্ব্বপদে যদি নিমিত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার পরস্থিত "ন" স্থানে ণ হয় সংজ্ঞা বুঝাইলে, কিন্তু "গ"কার ব্যবধান থাকিলে হয় না) এই সূত্রানুসারে ণত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে তাহার নিষেধ মানা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূলমঃ—সর্ব্বনাম সংজ্ঞায়াং নিপাতনান্ ণত্বাভাবঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদঃ—সর্ব্বনাম সংজ্ঞাতে নিপাতন হেতু ণত্ব হইবে না।

ভাষ্যমূলম্ঃ—সর্ব্বনাম সংজ্ঞায়াং নিপাতনাণ্ ণত্বং ন ভবিষ্যতি। কিমেতন্নিপাতনং নাম। অথ কঃ প্রতিষেধো নাম। অবিশেষেণ কিঞ্চিদুক্ত্বা বিশেষেণ নেত্যুচ্যতে তত্র ব্যক্তমাচার্য্যস্যাভিপ্রায়ো গম্যতে ইদং ন ভবতীতি। নিপাতনমপ্যেবং জাতীয়কমেব। অবিশেষণ ণত্বমুক্ত্বা বিশেষেণ নিপাতনং ক্রিয়তে তত্র ব্যক্তমাচার্যাস্যাভিপ্রায়ো গম্যতে ইদং ন ভবতীতি। ননু চ নিপাতনাচ্চাণত্বং স্যাৎ যথা প্রাপ্তং চ ণত্বম্। কিমন্যেপ্যেবং বিধয়ো ভবন্তি। ইকো যণচীতি বচনাদ্যণ্ স্যাৎ। যথা প্রাপ্তশ্চেক্ শ্রূয়েত। নৈষ দোষঃ। অন্যাত্র বিশেষঃ। ষষ্ঠ্যাত্র নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে। ষষ্ঠী চ পুনঃ স্থানিনং নিবর্ত্তয়তি। ইহ তর্হি কর্ত্তরি শব্ দিবাদিভ্যঃ শ্যন্নিতি বচনাচ্চ শ্যন্ স্যাৎ। যথা প্রাপ্তশ্চ শপ্ শ্রূয়েত। নৈষদোষঃ।

শবাদেশাঃ শ্যন্নাদয়ঃ করিষ্যন্তে। তত্তর্হি শপোগ্রহণং কব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। প্রকৃতমনুবর্ত্ততে। ক প্রকৃতম্। কর্ত্তরি শবিতি। তদ্বৈ প্রথমানির্দ্দিষ্টম্। ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্টেন চেহার্থঃ। দিবাদিভ্যঃ ইত্যেষা পঞ্চমী শবিতি প্রথমায়াঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়িষ্যতি তস্মাদিত্যুত্তরস্যেতি। প্রত্যয় বিধিরয়ম্ নচ প্রত্যয় বিধৌপঞ্চম্যঃ প্রকল্পিকা ভবন্তি। নায়ং প্রত্যয়বিধিঃ। বিহিতঃ প্রত্যয়ঃ প্রকৃতশ্চানুবর্ত্ততে। ইহ তর্হি অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্প্রাক্‌টেরিতি বচনাচ্চাকচ্ স্যাৎ যথা প্রাপ্তশ্চেক্ শ্রূয়েত। নৈষ দোষঃ নাপ্রাপ্তে হি কেঽকজারভ্যতে স বাধকো ভবিষ্যতি।

নিপাতনমপ্যেবং জাতীয়কমেব। নাপ্রাপ্তে ণত্বে নিপাতনমারভ্যতে তদ্বাধকং ভবিষ্যতি। যদি তর্হি নিপাতনান্যপ্যেবং জাতীয়কানি ভবন্তি। সমস্তে দোষো ভবতি। ইষ্যন্তে বৈয়াকরণাঃ সমস্তে বিভাষা লোপমারন্তে

সমোহিতততয়োর্ব্বেতি। সততম্ সংততম্ সহিতম্ সংহিতম্। ইহ পুনর্ভবান্নিপাতনাচ্চ লোপমিচ্ছতি। অপরস্পরাঃ ক্রিয়া ৺সাতত্য ইতি। যথাপ্রাপ্তং চালোপম্। সংততমিত্যেতন্ন সিদ্ধ্যতি। কর্ত্তব্যোত্র যত্নঃ। বাধকান্যেবহি নিপাতনানি ভবন্তি।

ভাষ্যানুবাদঃ—সর্ব্বনাম সংজ্ঞায় নিপাতন হেতু ণত্ব হইবে না।

এই যে নিপাতন ইহা কাহার নাম?

তবে প্রতিষেধই বা কাহার নাম?

সাধারণ (সামান্য) ভাবে কিছু বিধান করিয়া বিশেষ ভাবে নিষেধ করা হইলে সেইস্থলে আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, এইস্থলে সামান্য বিধি প্রাপ্তি হইবে না।

তদুত্তরে বলিতেছেন যে, আমাদের নিপাতনও এই জাতীয়ই। সামান্য ভাবে ণত্ব বিধান পূর্ব্বক বিশেষভাবে নিপাতন সংজ্ঞা করা হয়। তাহাতেই আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, এ স্থলে ণত্ব হয় না।

যদি বল যে নিপাতন হেতু ণত্ব হয় না, কিন্তু নিয়মানুসারে ণত্ব প্রাপ্তি হয়, তবে সকল স্থানেই কি এরূপ বিধান হইবে? যথা 'ইকো যণচি' এই সূত্রানুসারে 'যণ্' প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু সাধারণ নিয়মানুসারে 'ইক্'ই হইবে। অর্থাৎ ইকের স্থানে 'অচ্' পরে থাকিলে যে 'যণ্' হয়, সেইস্থলে নিপাতন সংজ্ঞা প্রযুক্ত 'যণ্' না হইয়া যেরূপ 'ইক্' (ই, উ, ঋ, ঌ) ছিল সেইরূপই থাক্? ইহা কোন দোষ নহে। এখানে একটু বিশেষত্ব আছে। কারণ 'ইকঃ'—এইটা ষষ্ঠী বিভক্তি নিষ্পন্ন। ষষ্ঠী বিভক্তি, স্থানীকে নিবৃত্তি করিয়া থাকে। এইজন্য ইকের স্থানে স্থানী 'ইক্'কে নিবৃত্তি করিয়া 'যণ্'ই হইবে।

"কর্ত্তরি শপ্"। (কর্তৃবাচ্যে সার্ব্বধাতুক পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর 'শপ্' হয়।) ৩।১।৬৮॥ 'দিবাদিভ্যঃ শ্যন্' (দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর 'শ্যন্' অর্থাৎ য আদেশ হয়।) ৩।১।৬৯॥

শেষোক্ত 'শপ্' স্থানে 'শ্যন্' আদেশ রূপ বিশেষ বিধি, সূত্রানুসারে প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাধারাণ নিয়মানুসারে 'শপ্'ই হউক? (যেহেতু এস্থলে সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয় নাই)।

ইহাও কোন দোষ নহে যেহেতু 'শপ্' আদেশই 'শ্যন্' আদেশ রূপে পরিণত হইবে।

তাহা হইলে 'শ্যন্' বিধায়ক সূত্রে, সেই 'শপ্'ও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য?

না, তাহা কর্ত্তব্য নহে। এপ্রকরণে উল্লিখিত বিষয়েরই অনুবৃত্তি হইবে।

প্রকরণে কোথায় উল্লিখিত হইয়াছে?

কর্ত্তরি 'শপ্' এই সূত্রে।

তাহা যে প্রথমা বিভক্তি নিষ্পন্ন! অথচ এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োজন। 'দিবাদিভ্যঃ এস্থলে যে পঞ্চমী বিভক্তি রহিয়াছে তাহাই পূর্ব্বোক্ত 'কর্ত্তরি শপ্' সূত্রের শপের প্রথমার স্থানে ষষ্ঠী কল্পনা করিবে (অর্থাৎ ষষ্ঠী বিভক্তির উদ্দেশ্য বোধ করাইবে)।

"তস্মাদিত্যুত্তরস্য" (পঞ্চমী দ্বারা কোন কার্য্য বিহিত হইলে, তাহা বর্ণান্তর দ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এইরূপ পরে বিধান হয় জানিতে হইবে।) ১।১।৬৭॥ এই সূত্রানুসারে অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে দিবাদি উত্তর যে 'শ্যন্' হয়, তাহা নিশ্চয়ই কাহারও স্থানে হয়; সুতরাং এস্থলে পূর্ব্বোক্ত শপের স্থানেই হয় বুঝিতে হইবে।

ইহা (এই 'শ্যন্') প্রত্যয় বিধি হইয়াছে। প্রত্যয় বিধিতে বিভক্তি, অন্য কিছু বিধানের কারণ হয় না।

ইহা প্রত্যয় বিধি নহে। কারণ পূর্ব্ব বিহিত প্রত্যয়ের প্রকরণ বশতঃ অনুবৃত্তি হইয়াছে।

"অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্ প্রাক্‌টেঃ"। ৫।৩।৭১॥ (অব্যয় এবং সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর 'টীর' পূর্ব্বে 'অকচ্' প্রত্যয় হয়।) এই সূত্রানুসারে 'অকচ্' প্রত্যয় হইবে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী 'প্রাগিবাৎ কঃ ।৫।৩।৭০॥ (এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "ইবে প্রতিকৃতৌ" ৫।৩।৯৬॥ এই সূত্র পর্য্যন্ত 'ক' প্রত্যয়ের অধিকার জানিবে।) শেষোক্ত 'প্রাগিবাৎকঃ' সূত্রানুসারে যথানিয়মে 'ক' প্রত্যয়ের প্রাপ্তি হইবে। সুতরাং এস্থলে এককালে 'অকচ্ ও 'ক' এই দুইটী প্রত্যয়ের প্রাপ্তি রূপ দোষ ঘটিবে। ইহা কোনও দোষ নহে। কারণ যে স্থলে 'ক' প্রত্যয় অবশ্য প্রাপ্তি হইবে সেই স্থলেই অকচ্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হইয়াছে। সুতরাং এই 'অকচ্' সেই 'ক' প্রত্যয়ের বাধক হইবে।

নিপাতন ও ঠিক্ এই জাতীয়ই। এস্থলে ণত্ব প্রাপ্তি হইলে, নিপাতন আরম্ভ করা হইয়াছে। তাহা (ণত্বের) বাধক হইবে। তবে যদি নিপাতন সমূহও এই জাতিরই হইল, তাহা হইলে 'সমন্ততে' অর্থাৎ সম উপসর্গের পরে তন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন 'তত' শব্দ থাকিলে দোষ হইবে। (অর্থাৎ 'সম্ এই উপসর্গের মকারের লোপ হইবে না।) এস্থলে অন্যান্য বৈয়াকরণগণ 'সম্

উপসর্গের পরে তত থাকিলে বিকল্পে লোপ করিয়া থাকেন। তাহারা এইরূপ আদেশ করেন যে, "সমোহিততত্তয়োর্ব্বা" ('সম্' উপসর্গের পরে 'হিত' এবং 'তত" শব্দ থাকিলে সেই উপসর্গের 'ম'কারের বিকল্পে লোপ হয়) এই নিয়মানুসারে বিকল্পে লোপ হইবে। যথা সততং সংততং ; সহিতং সংহিতং ॥

এই স্থলে যদি নিপাতনে লোপ ইচ্ছা করা হয় তবে "অপরস্পরা ক্রিয়া সাতত্যে" এই উদাহরণে 'সততের ভাব সাতত্য' ইহাতে দোষ ঘটে। এখানে 'সম্" উপসর্গের 'ম' কারের লোপ হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ বিধানানুসারে লোপ হইবে না। আর যদি নিপাতনে লোপ করা হয়, তবে 'সংততং, এই প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না ?

এস্থলে পদটী নিষ্পন্ন করিতে একটু চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতএব নিপাতনও প্রতিষেধক বলিয়া জানিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্ ।—সংজ্ঞোপসর্জ্জনপ্রতিষেধঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংজ্ঞা এবং উপসর্জ্জনের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সংজ্ঞোপসর্জ্জনীভূতানাং সর্ব্বাদীনাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। সর্ব্বোনাম কশ্চিত্তস্মৈ সর্ব্বায়দেহি। অতিসর্ব্বায় দেহি। সকথং কর্ত্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ—কোনও সংজ্ঞাবাচক এবং উপসর্জ্জনীভূত (যাহা সেই শব্দের অর্থকে না বুঝাইয়া অন্য পদার্থকে বুঝায় তাহাকে উপসর্জ্জন বলে) সর্ব্বপ্রভৃতি শব্দসমূহের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

সংজ্ঞার উদাহরণ, যথা—কোনও লোকের নাম "সর্ব্ব" রাখা হইয়াছে ; তাহাকে কোনও বস্তু দিতে হইলে "সর্ব্বায় দেহি" এইরূপ প্রয়োগ হইবে। যদি ইহার সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইত, তবে চতুর্থীর এক বচনে সর্ব্বায় না হইয়া সর্ব্বস্মৈ হইত। উপসর্জ্জনের উদাহরণ, যথা—অতিসর্ব্বায় দেহি (এ স্থলে সর্ব্বকে অতিক্রম করিয়াছে যে সেই লোকটীকে বুঝাইয়াছে : অতিসর্ব্ব বলিতে, 'অতি' শব্দের যে অতিক্রম অর্থ, তাহাও বুঝায় নাই এবং 'সর্ব্ব' শব্দের যে "সকল" অর্থ তাহাও বুঝায় নাই, সুতরাং ইহা উপসর্জ্জনীভূত হইয়াছে। যদি ইহার সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইত, তবে অতি সর্ব্বায় না হইয়া অতিসর্ব্বস্মৈ এইরূপ প্রয়োগ হইত, তাহা কিরূপে করা হইবে ?

বার্ত্তিক মূলম্—পাঠাৎ পর্য্যুদাসঃ পাঠিতানাং সংজ্ঞা করণম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—সর্ব্বনাম সংজ্ঞার পাঠ হইতেই পর্য্যুদাস করা কর্ত্তব্য এবং পঠিত শব্দ সমূহের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা করা উচিত।

ভাষ্যমূলম্।—পাঠাদেব পর্য্যুদাসঃ কর্ত্তব্যঃ শুদ্ধানাং পঠিতানাং সংজ্ঞা কর্ত্তব্যা। সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামসংজ্ঞানি ভবন্তি সংজ্ঞোপসর্জ্জনী ভূতানি ন সর্ব্বাদীনি। কিমবিশেষেণ। নেত্যাহ। বিশেষেণাপি কিং প্রয়োজনম্। সর্ব্বাদ্যানন্তকার্য্যার্থম্। সর্ব্বদীনামানন্তর্য্যেণ যদুচ্যতে কার্য্যং তদপি সংজ্ঞোপ-সর্জ্জনী ভূতানাং মা ভূদিতি। কিং প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সর্ব্বনাম সংজ্ঞার পাঠের কাল হইতেই ইহাদের (সংজ্ঞা এবং উপসর্জ্জনের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা) নিষেধ করা কর্ত্তব্য। আর শুদ্ধ সর্ব্বনাম সংজ্ঞায়ই যাহাদের (তদর্থ সমুহ বোধক শব্দ) পাঠ করা হইয়াছে, তাহাদেরই সংজ্ঞা করা কর্ত্তব্য।

ইহা কি অবিশেষ অর্থাৎ সামান্যভাবে করিতে হইবে?

না, তাহা নহে; বিশেষরূপে ও করিতে হইবে। তাহার প্রয়োজন কি?

সর্ব্বাদির পরে (স্মৈ, স্মাৎ প্রভতি আদেশ ভিন্ন) যে সকল কার্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা, তাহাও নিষ্পন্ন হইবার জন্য। সর্ব্বাদির পরে যে সকল কার্য্য উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহাও সংজ্ঞা এবং উপসর্জ্জনী ভূতের যেন প্রাপ্তি না হয়। তাহার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিক মূলম্ঃ—প্রয়োজনং ডতরাদীনামদ্ড্ভাবে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ডতরাদির 'অদ্ড্'ভাবে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্। অতিক্রান্তমিদং ব্রাহ্মণকুলং অতি কতরদ্ অধিকতরং ব্রাহ্মণ-কুলমিতি।

ভাষ্যানুবাদঃ—ডতর প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দসমুহের যে স্থলে অদ্ড্ভাব প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে সর্ব্বনাম সংজ্ঞার প্রয়োজন! যথাঃ—এই ব্রাহ্মণের কুল কতর (কত) অতিক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ "অতিকতরম্ ব্রাহ্মণকুলম্" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই স্থলে "কতর" শব্দে 'অদ্ড্তরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ ৭।১।২৫ এই সূত্রানুসারে অদ্ড্ আদেশ হইয়া পূর্ব্বোক্ত 'কতরৎ' প্রয়োগ হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ত্যাদদিধিধৌ চ।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ত্যদাদিবিধিতেও ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—ত্যদাদিবিধৌ চ প্রয়োজনম্। অতিক্রান্তো হয়ং ব্রাহ্মণস্তমতিতদ্‌ব্রাহ্মণ ইতি। সংজ্ঞাপ্রতিষেধস্তাবন্ন বক্তব্যঃ। উপরিষ্টাদ্‌যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। পূর্ব্বাপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি ব্যবস্থায়াম্। ততোঽসংজ্ঞায়ামিতি। সর্ব্বাদীনীত্যেবং যান্যনুক্রান্তানি অসংজ্ঞায়াং তানি দ্রষ্টব্যানি। উপসর্জ্জনপ্রতিষেধশ্চ ন কর্ত্তব্যঃ। অনুপসর্জনাদিত্যেষঃ যোগঃ প্রত্যাখ্যায়তে তমেবমভিসম্বন্‌ৎস্যামঃ। অনুপসর্জন অ অদিতি। কিমিদং অ অদিতি অকারাৎকারৌ শিষ্যমাণাবনুপসর্জনস্য দ্রষ্টব্যৌ। যদ্যেবমতিযুষ্মদত্যস্মদিতি ন সিদ্ধ্যতি। প্রশ্লিষ্টনির্দ্দেশো হ্যয়ম্। অনুপসর্জ্জন অ অ অদিতি অকারান্তাদ্ অকারাৎকারৌ শিষ্যমাণাবনুপসর্জনস্য দ্রষ্টব্যৌ।

ভাষ্যানুবাদঃ—ত্যদাদি বিধিতে ইহার (সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধের) প্রয়োজন। যথা; "এই ব্রাহ্মণ তাহা অতিক্রম করিয়াছে" এইরূপ বিগ্রহ বাক্য করিয়া যে স্থলে "অতিতদ্ ব্রাহ্মণ" এইরূপ সমাস নিষ্পন্ন বাক্য হইয়াছে সেই স্থলে দোষ হইবে (অর্থাৎ "ত্যদাদীনামঃ" এই সূত্রানুসারে এই স্থলে উপসর্জ্জন হইলেও অকারান্ত আদেশ হইত) সংজ্ঞা এবং উপসর্জ্জনের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ করিবার প্রয়োজন নাই; যে হেতু পরস্থিত অন্যস্থলের যোগ বিভাগ করিলেই এই কার্য্য সিদ্ধি হইবে; যথা—"পূর্ব্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি ব্যবস্থায়াম্" একভাগে এই অংশ রাখা হইবে, তারপর অন্যভাগে "অসংজ্ঞায়াম্" এই অংশ রাখিব। এক্ষণে এইরূপ অর্থ হইবে যে, সর্ব্বাদিগণে যে সকল কার্য্য প্রাপ্তি হইবে, তাহা সংজ্ঞা ভিন্ন অন্যত্রই হইবে। উপসর্জ্জনের ও নিষেধ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ "অনুপসর্জ্জনাৎ" এই সূত্র প্রত্যাখ্যান বোধক রহিয়াছে; এই স্থলে আমরা তাহারই সম্বন্ধ করিব। এইরূপ ভাগ করিব যে অনুপসর্জ্জন অ অৎ এইরূপ বর্ণ অন্তর্নিবিষ্ট করা হইল।

অ অৎ ইহার অর্থ কি?

'অকার' এবং 'আৎ' এই যে অবশিষ্ট বর্ণ দুইটী ইহা অনুপসর্জ্জনের ই হইয়া থাকে, এইরূপ জানিতে হইবে। যদি এইরূপই হয়, তবে "অতিযুষ্মৎ, অত্যস্মৎ" ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। এই স্থলেই অন্তর্নিবিষ্ট নির্দ্দেশ করিতে হইবে; যথা—অনুপসর্জ্জন+অ+অ+অৎ= (অনুপসর্জ্জনাৎ ৪।১।১৪) অকারান্তের উত্তর, অবশিষ্ট অনুপসর্জ্জনের অকার

এবং আৎ এইরূপ কার্য্য হয় জানিতে হইবে। তাহা হইলেই এইরূপ অর্থ হইবে যে, অবশিষ্ট যে অনুপসর্জ্জন তাহাতে আকারান্ত আদেশ হইবে সুতরাং ত্যদ্ প্রভৃতি শব্দও আদেশ হইবে।

উপসর্জ্জন বিহীন অবশিষ্ট শব্দের উত্তর অকার এবং আৎকার হইয়া থাকে এইরূপ জানিতে হইবে। যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ অনুপসর্জ্জনাৎ এই সূত্রের শেষাংশ স্থিত আৎ অংশের যদি অ আৎ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। তাহা হইলে অতি যুষ্মৎ অত্যস্মদ্ এই সকল প্রয়োগসিদ্ধ হইবে না (অতি যুষ্মদ্ অর্থাৎ তোমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে যে এবং অত্যস্মদ্ অর্থাৎ আমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে যে, এই সকল স্থলে তোমাকে আমাকে, অথবা অতিক্রম করা, ইহাদের কাহাকেও না বুঝাইয়া, অন্য এক জনকে বুঝাইয়াছে বলিয়া উপসর্জ্জন হওয়াতে) এ স্থলে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না।

তাহা হইবে। কারণ, এইটী প্রশ্লিষ্ট (অর্থাৎ অভ্যন্তরাক্ষিপ্ত) নির্দ্দেশ সম্পন্ন অনুপসর্জন অ + অ + অৎ = অনুপসর্জ্জনাৎ। এই স্থলে এইরূপ অর্থ প্রকাশ হইবে যে অকারান্ত শব্দের পর অকার এবং আকার প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই অনুপসর্জ্জনের উত্তর হইবে।

ভাষ্যমূলম্ঃ—অথবা অঙ্গাধিকারে যদুচ্যতে গৃহ্যমাণবিভক্তেস্তদ্ ভবতি। যদ্যেবং পরমপঞ্চ পরমসপ্ত ষড়্ভ্যো লুগিতি লুগ্ প্রাপ্নোতি নৈষ দোষঃ। ষট্ প্রধান এষ সমাসঃ। ইহ তর্হিপ্রিয়সকৃথ্না ব্রাহ্মণেন অনঙ্ন প্রাপ্নোতি সপ্তমী নির্দ্দিষ্টে যদুচ্যতে প্রকৃতবিভক্তৌ তদ্ ভবতি। যদ্যেবমতিতদ্ অতিতদৌঅতিতদ ইতি অত্বং প্রাপ্নোতি। তচ্চাপি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। ইহ তাবদ্ ডতরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্য ইতি পঞ্চমী অঙ্গস্যেতি ষষ্ঠী তত্রাশক্যং ভিন্নবিভক্তিত্বাদ্‌ডতরাদিভ্য ইতি পঞ্চম্যাঙ্গং বিশেষয়িতুম্। তত্র কিমন্যচ্ছক্যম্ বিশেষয়িতুমন্যদতো বিহিতাৎ প্রত্যয়াদ্ ডতরাদিভ্যো যো বিহিত ইতি। ইহেদানীমস্থিদধিসকথ্যক্ষ্‌ণামনঙুদাত্ত ইতি। ত্যদাদীনামো ভবতীতি। অস্থ্যাদীনামিত্যেষা ষষ্ঠী অঙ্গস্যেত্যপি; ত্যদাদীনামিত্যপি ষষ্ঠী অঙ্গস্যেত্যপি। তত্র কামচারঃ। গৃহ্যমাণেন বা বিভক্তিং বিশেষয়িতুমঙ্গেন বা। যাবতাকামচারঃ। ইহ তাবদস্থিদধিসকৃথ্যক্ষ্‌ণামনঙুদাত্ত ইত্যঙ্গেন বিভক্তিং বিশেষয়িষ্যামঃ। অস্থ্যাদিভিরনঙম্। অঙ্গস্য বিভক্তাবনঙ্ভবতি। অস্থ্যাদীনামিতি। ইহেদানীং ত্যদাদীনামো ভবতীতি গৃহ্যমাণেন বিভক্তিং বিশেষয়িষ্যামঃ। অঙ্গেনাকারম্। ত্যদাদীনাং বিভক্তাবো ভবতি অঙ্গস্যেতি। যদ্যেবমতিসঃ অত্বং ন প্রাপ্নোতি।

নৈষদোষঃ। ত্যদাদিপ্রধান এষ সমাসঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ—অথবা ষষ্ঠাধ্যায়ের অঙ্গস্য ৬।৪।১। এই সূত্রের অধিকারে যে সকল কার্য্য বিধান করা হইয়াছে, সর্ব্বাদিগণীয় গৃহ্যমাণ বিভক্তিতে অর্থাৎ ত্যদ্ তদ্ প্রভৃতি শব্দে (ত্যদাদীনামঃ ৭।২।১০২।) অকারান্ত আদেশ এবং ডতর প্রভৃতি শব্দে অদ্ড্ আদেশ ইত্যাদি কার্য্যও তাহারই হইবে অর্থাৎ অঙ্গস্য এই সূত্রের গ্রহণ করা হইবে।

যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ অঙ্গ গ্রহণ দ্বারা যদি ত্যদ্ এবং ডতর প্রভৃতির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রযুক্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়; তবে "পরমপঞ্চ" "পরমসপ্ত" এই সকল শব্দ ষট্ সংজ্ঞা বিশিষ্ট না হওয়াতে ষড্ভ্যো লুক্ "এই সূত্রানুসারে বিভক্তির লোপ হইবে না। (সুতরাং 'পঞ্চন্ এবং সপ্তন্' শব্দের ন্যায়' "জস্" শস্ প্রভৃতির লোপ হইয়া পরমপঞ্চ পরমসপ্ত প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে না।

এইস্থলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ এইটী ষট্ প্রধান সমাস অর্থাৎ বিশেষ্য প্রধান কর্ম্মধারয় সমাস (পরম যে পঞ্চ বা পরম যে সপ্ত) জানিতে হইবে। এইস্থলে 'পরম' শব্দাপেক্ষা 'পঞ্চ' এবং সপ্ত শব্দেরই প্রাধান্য বুঝাইতেছে আর তাহারা সংখ্যাবাচক। এই সংখ্যাবাচক শব্দের প্রাধান্য হেতু, 'পরমপঞ্চ শব্দটীও সংখ্যাবাচক শব্দ হওয়াতে 'ষড্ভ্যো লুক্' সূত্রানুসারে লোপ হইয়া পরম-পঞ্চ প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে।

"প্রিয় সকৃথ্না ব্রাহ্মণেন" (উরুপ্রিয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক) এই 'প্রিয়সকথন্' শব্দ তবে 'অস্থিদধিসকৃথ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ, ৭।১।৭৫। এই সূত্রানুসারে অনঙ্ প্রাপ্তি হহবে না, অর্থাৎ যদিও কর্ম্মধারয় সমাসে দোষ না হউক, কিন্তু 'প্রিয় হইয়াছে সকৃথি (উরু) যার', এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে, 'সকৃথিকে' না বুঝাইয়া (অন্য পদার্থ) ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়াছে বলিয়া 'সকৃথি'টী অঙ্গ সংজ্ঞক না হওয়াতে অনঙ্ আদেশ হইবে না।

কেন; সপ্তমী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইলে যে কার্য্য উক্ত হয়, প্রকৃত (প্রকরণ গত) বিভক্তিতেও তাহাই হইবে।

যদি এইরূপই হয়; তবে অতিতদ্, অতিতদৌ, 'অতিতদঃ' ইত্যাদি স্থলে অত্ব প্রাপ্তি হইবে অর্থাৎ 'অদ্ড্' আদেশ না হইয়া অকারান্ত আদেশ হইবে।

তবে তাহাওত বলিতে হইবে?

না, বলিতে হইবে না। কারণ ডতরাতিভ্যঃ এই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তি

এবং অঙ্গস্য এই সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি রহিয়াছে বলিয়া ডতরাতিভ্যঃ এই পঞ্চম্যন্ত পদের সহিত অঙ্গের বিশেষণ হইতে পারে না।

ডরাদিভ্যঃ এই স্থলে যে পঞ্চমী বিধান করা হইয়াছে, সেইস্থলে অঙ্গের বিশেষণ বিধান না করিয়া, আর অন্য কি বিধান করা যাইতে পারে?

এস্থলে এক্ষণে অস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ এইসূত্রে ত্যদাদীনামঃ এই সূত্রের প্রাপ্তি হইবে। ত্যদাদীনামঃ এই স্থলেও ষষ্ঠী বিভক্তি, আবার অঙ্গস্য এইস্থলেও ষষ্ঠী বিভক্তি; সুতরাং এরূপ স্থলে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা যাইতে পারে। যাহা গ্রহণযোগ্য তাহার সহিতই বিশেষণ করা হউক্ অথবা অঙ্গের সহিত বিশেষণ করা হউক্। যখন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা হইবে তখন "অস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ" ইহার সহিত অঙ্গের বিভক্তিরই বিশেষণ করা যাইবে।

অস্থ্যাদির সহিত অনঙ্ শব্দের বিশেষণ করিলে অঙ্গের বিভক্তিতে অনঙ্ হইবে। তাহা হইলেই 'অস্থ্যাদীনামঃ' এইস্থলে এক্ষণে ত্যদাদীনামঃ এই সূত্রের প্রাপ্তি হইবে এবং গৃহ্যমাণের সহিত বিভক্তিরই বিশেষণ করা হইবে। তাহা হইলে অঙ্গের দ্বারা অকার এবং তৎ প্রভৃতি শব্দের বিভক্তিতে অকার হইবে এবং তাহা অঙ্গেরই হইবেক। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, অতিসঃ এই স্থলে তদ্ শব্দের সহিত অতি শব্দের সমাস করিয়া তদ্ শব্দের স্থানে স আদেশ হইলে, তাহা অঙ্গ না হওয়াতে অকারও প্রাপ্তি হইবে না কারণ 'অতিসঃ' এইটী তদ্ শব্দকে না বুঝাইয়া অন্য পদার্থকে বুঝাইয়াছে।

এই স্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, যদিও এই স্থলে সমাসে অন্য পদার্থকে বুঝাইয়াছে তথাপি ত্যদ্ প্রভৃতিকেই, বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছে। যে হেতু একটী ত্যদাদি প্রধান সমাস অর্থাৎ এস্থলে বহুব্রীহি সমাসের ন্যায় অন্য পদার্থের প্রাধান্য না বুঝাইয়া বিশেষ্যের প্রাধান্য বোধক তৎপুরুষ সমাস করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্—অথবা নেদং সংজ্ঞাকরণং পাঠবিশেষণমিদম্। সর্ব্বেষাং যানি নামানি তানি সর্ব্বাদীনি। সর্ব্বেষাং যন্নাম তৎসর্ব্বনাম সর্ব্বনাম উত্তরস্যামঃ সুড্ ভবতি।

যচ্চৈবং সকলং কৃৎস্নং জগদিত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি। এতেষাং চাপি শব্দানামেকৈকস্য স স বিষয়ঃ। তস্মিংস্তস্মিন্ বিষয়ে যো যঃ শব্দো বর্ত্ততে তস্য তস্য তস্মিং স্তস্মিন্বর্ত্তমানস্য সর্ব্বনাম কার্য্যং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা সর্ব্বনাম এইটীকে সংজ্ঞা বলা হইবে না। পাঠের বিশেষণ করা হইবে অর্থাৎ সর্ব্ব, বিশ্ব প্রভৃতি যে সকল সর্ব্বনাম শব্দ পাঠ করা হইয়াছে, 'সর্ব্বনাম' এই শব্দটী তাহাদের বিশেষণ বলা হইবে তাহা হইলে, সকলের (সকল বিশেষ্যের) যে সকল নাম, তাহাদিগকে সর্ব্বনাম বলিয়া বুঝাইবে। কিন্তু সংজ্ঞা এবং উপসর্জ্জন কোন বিশেষ বিষয়েই অবস্থান করে। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কার্য্য প্রাপ্তি হওয়া উচিত তাহা সিদ্ধ হইবে না,—যেমন "সর্ব্বনাম্নঃ স্মৈ" এই সূত্রানুসারে এবং "আমি সর্ব্বনাম্নঃ সুট্" এই সূত্রানুসারে সর্ব্বনাম সংজ্ঞক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তিতে স্মৈ আদেশ এবং ষষ্ঠীর বহুবচনে আম্ বিভক্তিতে সুট্ আগম হইবে না—কেন অর্থের সহিত বর্ত্তমান সর্ব্বনাম শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই স্থলে এরূপ জানিতে হইবে অর্থাৎ সকলের যে নাম সে 'সর্ব্বনাম' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে সুতরাং সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর ঙে বিভক্তির স্থানে চতুর্থীর এক বচনে স্মৈ আদেশ হইবে এবং সর্ব্বনামের উত্তর ষষ্ঠীর বহুবচনে আম্ বিভক্তির পূর্ব্বে সুট্ আগমও হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে "সকলং, কৃৎস্নং, জগৎ" এই স্থলেও সকল শব্দটী সকল বস্তুর নামেই ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া অর্থগত সর্ব্বনামত্ব ইহাতেও রহিয়াছে সুতরাং চতুর্থী বিভক্তিতে স্মৈ প্রভৃতি আদেশকে৷ 'সকল' শব্দের উত্তরও প্রাপ্ত হইবে? কারণ' সকলং, কৃৎস্নং, জগৎ এই সকল শব্দেরও এক একটী শব্দের সেই সেই বিষয় অর্থাৎ কোন শব্দের পরিবর্ত্তে, যেমন সেই সেই বিষয়কে বুঝাইবার জন্য সর্ব্বনাম শব্দের ব্যবহার হয়; সেইরূপ 'সকল' প্রভৃতি শব্দেরও ব্যবহার হইয়া থাকে, সুতরাং সেই সেই বিষয়ে যে যে শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই সেই শব্দের সেই সেই বিষয়ে বর্ত্তমান শব্দ সমূহের সর্ব্বনামতা প্রযুক্ত সকল কার্য্যই প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—এবং তর্হি উভয়মনেন ক্রিয়তে পাঠশ্চৈব বিশেষ্যতে সংজ্ঞা চ। কথং পুনরেকেন যত্নেনোভয়ং লভ্যম্। লভ্যমিত্যাহ। কথম্। একশেষনির্দ্দেশাৎ। একশেষনির্দ্দেশোয়ম্ সর্ব্বাদীনি চ সর্ব্বাদীনি চ সর্ব্বাদীনি। সর্ব্বনামানি চ সর্ব্বনামানি চ সর্ব্বনামানি। সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামসংজ্ঞা ভবন্তি। সর্ব্বেষাং যানি চ নামানি তানি সর্ব্বাদীনি। সংজ্ঞোপসর্জ্জনে চ বিশেষেহ

বর্ত্তিষ্যেতে।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ হইলে, তবে এতদ্বারা উভয়ই করা হইবে, যাহা পাঠ করা হইয়াছে তাহাকে বিশেষ্য করা হইবে, এবং ইহাকে একটী 'সংজ্ঞা' ও বলা হইবে।

একটী চেষ্টায় উভয় কার্য্য কিরূপে বোধ হইবে?

বোধ হইবে।

কি রূপে?

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস নির্দ্দেশ হেতু, অর্থাৎ এই সর্ব্বাদীনি ও সর্ব্বনামানি শব্দ একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন করিলেই হইবে। সর্ব্বাদীনি এবং সর্ব্বাদীনি=সর্ব্বাদীনি। সর্ব্বনামানি এবং সর্ব্বনামানি=সর্ব্বনামানি। (এই একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া ইহাই লাভ হইতেছে যে,) সর্ব্বাদিগণ পঠিত যে শব্দ, তাহারই সর্ব্বনাম সংজ্ঞাও প্রাপ্তি হইবে। সকল পদার্থের ই যেসকল নাম রহিয়াছে অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের ই পরিবর্ত্তে যেসকল শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার নাম সর্ব্বাদি।

সংজ্ঞা এবং উপসর্জ্জন (অন্য পদার্থ প্রধানক বহুব্রীহি বা তদ্রূপ সমাস নিষ্পন্ন শব্দ) বিশেষ স্থলে অবস্থান করে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা মহতীয়ং সংজ্ঞা ক্রিয়তে। সংজ্ঞা চ নাম যতো ন লঘীয়ঃ। কুত এতৎ। লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞা করণম্। তত্র মহত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ করণে এতৎ প্রয়োজনম্। অন্বর্থসংজ্ঞা যথা বিজ্ঞায়েত। সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামসংজ্ঞানি ভবন্তি। সর্ব্বেষাং নামানীতি চাতঃ সর্ব্বনামানি। সংজ্ঞোপসর্জ্জনে চ বিশেষেহ বর্ত্তিষ্যেতে। অথোভস্য সর্ব্বনামত্বে কোঽর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই যে সংজ্ঞাটী ইহা অতি বৃহৎ রূপে করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'ঘু' সংজ্ঞা 'টি' সংজ্ঞা প্রভৃতির ন্যায় এক অক্ষর বিশিষ্ট সংজ্ঞা না করিয়া 'সর্ব্বনাম' এইরূপ চারি অক্ষর বিশিষ্ট সংজ্ঞা করা হইয়াছে। কিন্তু সংজ্ঞা তাহাকেই বলে, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র আর হইতে পারে না।

কেন এরূপ হইবে?

যে হেতু ক্ষুদ্র করিবার জন্য ই সংজ্ঞা করা হয়। এরূপ অবস্থায় বৃহৎ সংজ্ঞা করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, সংজ্ঞাটি যেন (সংজ্ঞাবাচক) অন্যান্য শব্দানুগামী অর্থ শূন্য না হয়। সুতরাং সর্ব্বাদিগণপঠিত শব্দ সর্ব্বনাম

সংজ্ঞক হইবে এবং 'সর্ব্বনাম' শব্দের অর্থ হইতেই এই অর্থ লাভ হইবে যে, সকলের যে নাম তাহার নাম 'সর্ব্বনাম'। সংজ্ঞা এবং উপসর্জ্জন বিশেষ স্থলে অবস্থান করে, অর্থাৎ ইহারা অন্য পদার্থ প্রধান বলিয়া সর্ব্বনাম সংজ্ঞক নহে। যেমন 'সর্ব্ব' এক জনের নাম রাখা হইল, তাহাকে কোনও বস্তু দিতে হইলে, 'সর্ব্বস্মৈ দেহি' এইরূপ সর্ব্বনাম শব্দবাচক না হইয়া সর্ব্বায় দেহি' এইরূপ হইবে।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'উভ' শব্দের সর্ব্বনামত্বের প্রয়োজন কি ?

বার্ত্তিকমূলম্।—উভস্য সর্ব্বনামত্বেঽকজর্থঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—'উভ' শব্দে অকচ্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবার জন্য সর্ব্বনামত্ব করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—উভস্য সর্ব্বনামত্বেঽকজর্থঃ পাঠঃ ক্রিয়তে। উভকৌ। কিমুচ্যতেঽকজর্থ ইতি ন পুনরন্যান্যপি সর্ব্বনাম কার্য্যাণি।

ভাষ্যানুবাদ।—'অকচ্' প্রত্যয় প্রাপ্তি হওয়ার জন্যই 'উভ' শব্দের সর্ব্ব-নাম সংজ্ঞায় পাঠ করা হইয়াছে। 'অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্ প্রাক্‌টেঃ ৫।৩।৭১। (অর্থাৎ অব্যয় এবং সর্ব্বনাম বাচক শব্দের উত্তর 'টির পূর্ব্বে অকচ্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে 'উভ' শব্দের উত্তর 'অকচ্ প্রত্যয় হওয়াতে 'উভকৌ প্রয়োগ সিদ্ধি হইল। যদি 'উভ' শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা না করা হইত, তবে 'অকচ্' প্রত্যয়ও প্রাপ্তি হইত না; সুতরাং 'উভকৌ' প্রয়োগ ও সিদ্ধি হইত না।

কেবল 'অকচ্' প্রত্যয় প্রাপ্তি হওয়ার জন্য ই বা কেন বলা হইল, সর্ব্ব-নাম সংজ্ঞা প্রযুক্ত অন্যান্য যে সকল কার্য্য প্রাপ্তি হয়, তাহার জন্য ই বা কেন বলা হইল না ?

বার্ত্তিকমূলম্।—অন্যাভাবো দ্বিবচনটাব্বিষয়ত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যান্য স্থানে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রযুক্ত কোনও কার্য্যের সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাতে ('উভ' শব্দে) দ্বিবচন ও টাপ্ মাত্র বিষয়। *

ভাষ্যমূলম্।—অন্যেষাং সর্ব্বনামকার্য্যাণামভাবঃ। কিং কারণম্। দ্বিব-বচন টাব্বিষয়ত্বাৎ। উভশব্দোঽয়ং দ্বিবচনটাব্বিষয়ঃ। অন্যানি চ সর্ব্বনাম কার্য্যাণ্যেকবচনবহুবচনেষূচ্যন্তে। যদা পুনরয়মুভশব্দো দ্বিবচনটাব্বিষয়ঃ ক ইদানীমন্যান্তত্র ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—(উভ শব্দ) অন্যান্য সর্ব্বনাম কার্য্যের প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

তাহার কারণ কি ?

যেহেতু (এই উভ শব্দের) দ্বিবচন এবং টাপ্ ই মাত্র বিষয়, অর্থাৎ 'উভ' বলিতে নিরন্তর দুইটী বস্তুকে ই বুঝায় বলিয়া ইহা নিত্য দ্বিবচনান্ত হওয়াতে দ্বিবচন ইহার বিষয় এবং যাবতীয় অকারান্ত শব্দের উত্তর 'অজাদ্যতষ্টাপ্' ৪।১।৪। সূত্রানুসারে টাপ্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হয় বলিয়া 'উভ' এই অকারান্ত শব্দের ও স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রাপ্তির বিষয় রহিয়াছে। অথচ সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রযুক্ত (অকচ্ প্রত্যয় ভিন্ন) অন্য যে সকল কার্য্য তাহা কেবল একবচন এবং বহুবচনে ই বলা হইয়া থাকে।

পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন এই 'উভ' শব্দ দ্বিবচন এবং টাপ্ মাত্র বিষয়ক তখন ইহার অন্যত্র কি হইবে ? অর্থাৎ দ্বিবচনেই মাত্র যখন 'উভ' শব্দ ব্যবহার হয় তখন দ্বিবচন ভিন্ন অন্যত্র একবচন বহুবচনে কি হয় ?

বার্ত্তিকমূলম্।—উভয়োঽন্যত্র। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যত্র উভয় শব্দ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—উভয়শব্দোঽস্যান্যত্র ভবতি। উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ। উভয়োমণিরিতি। কিঞ্চ স্যাদ্ যদ্যত্রাকজ্ ন স্যাৎ॥ কঃ প্রসজ্যেত।

কশ্চেদানীং কাকচোর্বিশেষঃ। উভ শব্দোঽয়ং দ্বিবচনটাব্বিষয় ইত্যুক্তম্। তত্রাকচি সত্যকচস্তন্মধ্যে পতিতত্বাচ্ছক্যতে এতদ্বক্তুং দ্বিবচনপরোঽয়মিতি। ক্বেপুনঃ নায়ং দ্বিবচনপরঃ স্যাৎ। তত্র দ্বিবচনপরতাবক্তব্যা।

যথৈব তর্হি কে সতি নায়ং দ্বিবচনপরমেবমাপ্যপি সতি নায়ং দ্বিবচনপরঃ স্যাৎ। তত্রাপি দ্বিবচনপরতা বক্তব্যা। অবচনাদাপি তৎপরবিজ্ঞানম্। অন্তরেণাপি বচনমাপি দ্বিবচনপরো হয়ং ভবিষ্যতি।

কিং বক্তব্যমেতৎ॥ নহি॥ কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। একাদশে কৃতে দ্বিবচনপরোঽয়মস্তাদিবত্তাবেন।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার অন্যত্র অর্থাৎ দ্বিবচন বাচক 'উভ' শব্দ ভিন্ন এক বচন বহুবচনে 'উভয়' শব্দ হইয়া থাকে। যেমন বহুবচন বাচক উভয়ে 'দেবমনুষ্যাঃ' (১) এবং একবচন বাচক উভয়ো মণিঃ (২)।

---

(১) দেবতা এবং মনুষ্য উভয়পক্ষীয়গণ। এস্থলে বহুবচন।

(২) এতদুভয়ই মণি বলিয়া কথিত হয়। এস্থলে ১ বচন হইয়াছে।

যদি এইস্থলে অকচ্ না হয় তবে কি হইবে? অর্থাৎ অকচ্ না করিলে ক্ষতি কি? ক প্রত্যয়ের প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ "প্রাগিবাৎকঃ" ৫।৩।৭০ এই সূত্রানুসারে 'ক' প্রত্যয়ের প্রাপ্তি হইবে।

ক এবং অকচের বিশেষ কি? অর্থাৎ 'অকচ্' প্রত্যয়েরও যখন পূর্ব্ব 'অকার' এবং পরবর্ত্তী 'চ' কার লোপ হইয়া 'ক' মাত্রই অবশিষ্ট থাকে তখন 'ক' প্রত্যয়ও 'অকচ্' প্রত্যয়ে প্রভেদ কি, যে কোনও একটী প্রত্যয় করিলে ই ত হইল?

তাহা হইবেনা। কারণ,—কএবং অকচ্ প্রত্যয়ে, অনেক প্রভেদ আছে। এই যে 'উভ' শব্দ, ইহা দ্বিবচন এবং 'টাপ্' বিষয় বিশিষ্ট, ইহা পূর্ব্বে ই বলা হইয়াছে। এই 'উভ' শব্দে 'অকচ্' প্রত্যয় করিলে (সেই 'অকচ্' টী 'টির 'র পূর্ব্বে হয় বলিয়া 'উভ'শব্দের অন্তর্বর্ত্তী অকারের পূর্ব্বে 'উভ্' এর পরে অকচ্ প্রত্যয় অর্থাৎ "উভ্+অক্+অ এইরূপ হওয়াতে) সেই 'অকচ্' প্রত্যয় মধ্যে অবস্থান হেতু (অর্থাৎ 'উভ্'এবংঅ 'এর মধ্যে অকচ্ থাকাতে 'তন্মধ্যে পতিতস্তদগ্রহণেনৈব গৃহ্যতে' এই বৈয়াকরণ গণের সিদ্ধান্তিত নিয়ম, মধ্যেঅপবাদ ন্যায়ানুসারে, বলিতে পারা যায় যে, ইহা (এই 'উভক' শব্দ) দ্বিবচন বিশিষ্ট। কিন্তু 'ক' প্রত্যয় করিলে, ইহা দ্বিবচনান্ত হইবে না (কারণ, 'ক' প্রত্যয় 'উভ' শব্দের মধ্যে আদেশ না হইয়া অন্তে আদেশ হওয়াতে তন্মধ্যে পতিত না হওয়ায় 'তন্মধ্যে পতিত' ন্যায়ও প্রাপ্ত হইবে না, সুতরাং দ্বিবচন ও প্রাপ্ত হইবেনা) সুতরাং তাহার জন্য ('উভক' শব্দ দ্বিবচনান্ত ব্যবহার রহিয়াছে বলিয়া) দ্বিবচন পরত্ব বলিতে হইবে।

(কেবল তাহাইবা হইবে কেন,) তাহা হইলে যেমন 'ক' প্রত্যয় পরে হইলে ইহা ('উভ' শব্দ) দ্বিবচনান্ত বিশিষ্ট হইবে না, সেইরূপ (স্ত্রীলিঙ্গে) আপ্ প্রত্যয় পরে হইলেও ইহা দ্বিবচনান্ত হইবে না। সুতরাং সেইস্থলে ও দ্বিবচন পরত্ব বলিতে হইবে।

এজন্য কোনও বচন (সূত্র বা বার্ত্তিক) না করিলে ও আপ্ বিষয়ে দ্বিবচন পরত্ব জ্ঞান হইবে। অর্থাৎ সূত্র (বাকোন রূপ বিধান) না করিলে ও 'আপ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ইহা ('উভ') দ্বিবচনান্ত হইবে।

ইহা কি আবার বলিতে হইবে? না।

(সূত্রকার বা বার্ত্তিক কার গণ কর্ত্তৃক ইহা) কথিত না হইলে কিরূপে বোধগম্য হইবে?

একাদেশ করিলে অর্থাৎ 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ ।৬।১।১০১। এই সূত্রানুসারে "উভ' শব্দের 'অ' কার এর এবং 'আপ্' প্রত্যয়ের আকার উভয়ে মিলিয়া 'আ'কারান্ত ('উভা' এইরূপ) এক আদেশ হইলে, অন্তাদিবচ্চ" সূত্রানুসারে অন্তবদ্ভাব করিয়া 'উভ' শব্দের দ্বিবচনত্ব ভাব, 'আপ্' অন্তবিশিষ্ট 'উভা' শব্দে ও প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অ্বচনাদাপি তৎপরবিজ্ঞানমিতিচেৎ কেঽপি তুল্যম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সূত্রকারাদির বচন নির্দ্দেশ ব্যতীত ও যদি 'আপ্ প্রত্যয়ান্তে তৎপরত্বের বোধ হয়, তবে 'ক' প্রত্যয় পরে থাকিলে ও ত তাঁহা তুল্যই হইবে।*

ভাষ্যমূলম্।—অবচনাদাপি তৎপরবিজ্ঞানমিতচেৎ কে ঽপি অন্তরেণ বচনং দ্বিবচনপরো ভবিষ্যতি। কথম্॥ স্বার্থিকাঃ প্রত্যয়াঃ প্রকৃতিগ্রহণেন স্বার্থিকানামপি গ্রহণং ভবতি।

অথ ভবতঃ সর্বনামত্বে কানি প্রয়োজনানি।

ভাষ্যানুবাদ।—সূত্রকারাদির বচন সূত্রাদি) ব্যতীতও যদি 'আপ্' প্রত্যয় করিলে তৎপর অর্থাৎ 'উভ' শব্দপর বিশিষ্টের জ্ঞান হয়, তবে ক, প্রত্যয় পরে থাকিলে বচন(সূত্রাদি)ব্যতীত ই তো দ্বিবচনান্ত বিশিষ্ট হইবে।

কিরূপে ?

স্বার্থিক প্রত্যয় সমূহ অর্থাৎ প্রকৃতির যে অর্থ, প্রত্যায়ান্ত করিলে ও যদি সেই অর্থই থাকে, তবে তাহা প্রকৃতি হইতে (ধর্ম্মগত স্বতন্ত্র হয় না ; সুতরাং প্রকৃতি গত ('উভ' শব্দে।) গ্রহণে স্বার্থিক (ক' প্রভৃতি) প্রত্যয় সমূহের ও গ্রহণ হইবে।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এইযে, ভবৎ শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞাতে প্রয়োজন কি ?

বার্ত্তিকমূলম্।—ভবতোঽকচ্ছেষত্বানি।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—'ভবৎ শব্দ, অকচ্ প্রত্যয়, শেষত্বএবং আত্বলাভের জন্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞাতে পাঠ করা প্রয়োজনীয়।*

ভাষ্যমূলম্।—ভবতোঽকচ্ছেষত্বানি প্রয়োজনানি। অকচ্। ভবকান্। শেষঃ। স চ ভবাংশ্চ ভবন্তৌ। আত্বম্। ভবাদৃগিতি।

কিং পুনরিদং পরিগণনমাহোস্বিদুদাহরণমাত্রম্॥ উদাহরণমাত্রমিত্যাহ। তৃতীয়াদয়োপি দৃশ্যন্তে। সর্ব্বনাম্নস্তৃতীয়া চ। ভবতা হেতুনা ভবতো হেতোরিতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—'ভবৎ' শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞাতে, অকচ্ প্রত্যয়, শেষত্ব এবং আত্ব বিধানের জন্য, পাঠ করা প্রয়োজনীয়। অকচ্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত, যথা, —ভবকান্। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, 'অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্ প্রাক্টেঃ" এইসূত্রানুসারে সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর অকচ্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হওয়াতে যদি 'ভবৎ' শব্দ সর্ব্বনাম সংজ্ঞাবিশিষ্ট না হইত, তবে 'অকচ্' প্রত্যয়ও প্রাপ্তি হইত না সুতরাং 'টি' অর্থাৎ 'ভবৎ' শব্দের 'অৎ' ভাগের পূর্ব্বে 'ক' থাকিতে নাপারাতে, 'ভবকৎ' প্রথমার একবচনে 'ভবকান্, এইরূপ সাধু প্রয়োগ প্রাপ্ত হইতনা। 'ক' প্রত্যয়ান্ত 'ভবৎকঃ' এইরূপ অসাধু প্ররোগ হইত।

শেষের দৃষ্টান্ত, যথা,—স চ ভবান্ চ ভবন্তৌ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "ত্যদাদীনি সর্ব্বৈর্নিত্যম্। ১।২ ৭২। (সকলের সহিত ই উক্ত যে ত্যদাদিগণ-পঠিত শব্দ তাহার নিত্য একশেষ থাকে, যেমন, স চ দেবদত্তশ্চ তৌ) এই সূত্রানুসারে ত্যদাদি গণ পঠিত শব্দের ই একশেষত্ব নিত্য প্রাপ্তি হইবে। যদি 'ভবৎ" শব্দের, সর্ব্বনাম সংজ্ঞান্তর্গত ত্যদাদি অন্তর্গণে পাঠ না হইত, তবে 'স চ ভবান্ চ এই স্থলে নিত্য একশেষ দ্বন্দ্ব হইয়া 'ভবন্তৌ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

আত্ব বিধানের জন্য প্রয়োজন, যেমন;—ভবাদৃক্। ইহারও তাৎপর্য্যার্থ এই যে; "আ" সর্ব্বনাম্নঃ।৬।৩।৯১। (সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর আকারান্ত আদেশ হয়, যদি দৃক্, দৃশ্ এবং বতুপ্ পরে থাকে। যেমন; তৎ+দৃক্=তাদৃক্) এই সূত্রানুসারে সর্ব্বনাম শব্দের ই আকারান্ত আদেশ হয়। যদি 'ভবৎ' শব্দ সর্ব্বনাম সংজ্ঞায় পঠিত না হইত, তবে দৃক্' শব্দ পরে থাকিলেও 'ভবৎ শব্দের উত্তর আকারান্ত আদেশ হইয়া "ভবাদৃক্" প্রয়োগ সিদ্ধি হইত না।

'ভবৎ' শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞার জন্যই এই যে, ৩টী স্থল দেখান হইল, এই ৩টীই কি সর্ব্বশুদ্ধ গণনা করিয়া দেখান হইল; না ৩টী উদাহরণ মাত্র দেখান হইল?

(উদাহরণ মাত্রই বলিতে-হইবে; কারণ,) তৃতীয়া প্রভৃতি কার্য্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন;—সর্ব্বনাম্নস্তৃতীয়া চ।২।৩।২৭। (সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর হেতু শব্দের প্রয়োগে এবং হেতু অর্থ প্রকাশ করিলে, তৃতীয়া হয় এবং ষষ্ঠী হয়।) এই সূত্রানুসারে 'ভবতা হেতুনা, ভবতো হেতোঃ ইত্যাদি স্থলেও কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

বিভাষা দিক্‌সমাসে বহুব্রীহৌ ।২৮।

• • •

বিভাষা ।১। দিক্ সমাসে ।৭। বহুব্রীহৌ ।৭।

সূত্রানুবাদ ।—দিক্ বাচক শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হইলে, বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্ ।—দিগ্ গ্রহণং কিমর্থম্। ন বহুব্রীহাবিতি প্রতিষেধং বক্ষ্যতি। তত্র ন জ্ঞায়তে ক বিভাষা ক্ব প্রতিষেধ ইতি। দিগ্‌গ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি। দিগুপদিষ্টে বিভাষা অন্যত্র প্রতিষেধঃ।

অথ সমাসগ্রহণং কিমর্থম্। সমাস এব যো বহুব্রীহিস্তত্র যথা স্যাদ্‌বহুব্রীহিবদ্ভাবেন যো বহুব্রীহিস্তত্র মাভূদিতি। দক্ষিণদক্ষিণস্যৈ দেহি।

অথ বহুব্রীহিগ্রহণং কিমর্থম্। দ্বন্দ্বে মা ভূৎ। দক্ষিণোত্তরপূর্ব্বাণামিতি

ভাষ্যানুবাদ ।—"বিভাষাদিক্‌সমাসে বহুব্রীহৌ" এই সূত্রে 'দিক্' শব্দের কেন গ্রহণ করা হইল ?

অতঃপর "ন বহুব্রীহৌ" ।১।১।২৯। (বহুব্রীহি সমাস করিবার ইচ্ছা করিলে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না) এই সূত্রানুসারে প্রতিষেধ বলা হইবে ; কিন্তু সেইস্থলে কোথায় বা বিকল্প হইবে কোথায়ই বা নিষেধ হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু দিক্ শব্দের গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, যেস্থলে দিক্ বাচক শব্দের গ্রহণ হইবে সেই সর্ব্বনাম শব্দেই বিকল্পে সর্ব্বনামত্ব প্রাপ্তি হইবে, অন্যত্র বহুব্রীহি সমাসে নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

এক্ষণে পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, সূত্রে 'সমাস' শব্দের কেন গ্রহণ করা হইল।

বাক্যসমূহকে একমাত্র সমাস নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই যেস্থলে বহুব্রীহি করা হইয়াছে কেবল সেই স্থলেই যাহাতে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু 'বহুব্রীহির ন্যায় (অন্যপদার্থপ্রধানাদি) ভাব করিবার জন্য যে বহুব্রীহি সেই স্থলে যেন প্রাপ্তি না হয়। যথা—'দক্ষিণদক্ষিণস্যৈ দেহি' এই স্থলে যে স্ত্রীলোকটীর দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ দিক্ তাহাকে বুঝাইবার জন্য মাত্র, অন্য পদার্থ প্রধান রূপ 'বহুব্রীহির' কার্য্য করা হইয়াছে ; কিন্তু সমাস করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এজন্যই এইস্থলে বিকল্পে সর্ব্বনাম হইল।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, 'বহুব্রীহি শব্দ এই সূত্রে কেন প্রয়োগ করা হইল ? দ্বন্দ্ব সমাসে যাহাতে না হয়, এইজন্য। যথা, দক্ষিণ এবং উত্তর এবং

পূর্ব্ব এস্থলে যখন দ্বন্দ্ব সমাস হইবে, তখন সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রযুক্ত যাহাতে 'দক্ষিণোত্তরপূর্ব্বেষাম্' না হইয়া দক্ষিণোত্তরপূর্ব্বাণাম্ প্রয়োগ সিদ্ধি হয়, এইজন্য 'বহুব্রীহি' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। দ্বন্দ্বে চেতি প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। নাপ্রাপ্তে প্রতিষেধে ইয়ং বিভাষা আরভ্যতে সা যথৈব ন বহুব্রীহাবিত্যেতং প্রতিষেধং বাধতে। এবং দ্বন্দ্বে চেত্যেতমপি বাধেত।

ন বাধেত॥ কিং কারণম্॥ যেন নাপ্রাপ্তে তস্য বাধনং ভবতি। ন চাপ্রাপ্তে ন বহুব্রীহাবিত্যেতস্মিন্ প্রতিষেধে ইয়ং বিভাষা আরভ্যতে। দ্বন্দ্বে চেত্যেতস্মিন্ পুনঃ প্রাপ্তে চাপ্রাপ্তে চ।

অথবা পুরস্তাদপবাদা অনন্তরান্বিধীন্বাধন্তে নোত্তরানিত্যেবমিয়ং বিভাষা ন বহুব্রীহাবিত্যেতং প্রতিষেধং বাধিষ্যতে। দ্বন্দ্বে চেত্যেতং প্রতিষেধং ন বাধিষ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। (কারণ পরবর্ত্তী) 'দ্বন্দ্বে চ'সূত্রই তাহার বাধক হইবে। যেহেতু, এখন সর্ব্বনাম-সংজ্ঞা নিষেধের কোনও কারণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকাতেও যখন এই বিকল্প বিধি বোধক সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন জানিতে হইবে যে, এই বিকল্প যেমন "ন বহু-ব্রীহৌ" এই সূত্রস্থ সর্বনাম সংজ্ঞার নিষেধ বিধিকে বাধ করে (অর্থাৎ বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা করে)। এইরূপে "দ্বন্দ্বে চ" এই সূত্রকেও বাধ করিবে।

(তাহা) বাধ করিবে না।

কি কারণে (বাধ করিবে না)?

কোন বিধান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে যে বিধি আরম্ভ করা হয়, সে তাহা-রই বাধক হইয়া থাকে, "ন বহুব্রীহৌ" এই সূত্রানুসারে সর্বনাম সংজ্ঞার নিষেধ প্রাপ্তি না হওয়াতে যে এই বিকল্প বিধান করা হইয়াছে, তাহা নহে। আর "দ্বন্দ্বে চ" এই সূত্রানুসারে, সর্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্তে এবং অপ্রাপ্তে অর্থাৎ বিকল্পে প্রাপ্ত হওয়াতে এই বিকল্প বিধায়ক সূত্রে 'সমাস' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে।

অথবা "পূর্বে কোনও অপবাদক (বিশেষ) সূত্র থাকিলে, তাহা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিধিরই বাধ করে; কিন্তু তাহার বেশী পরবর্ত্তী (অন্য সূত্র দ্বারা ব্যবধান বিশিষ্ট সূত্রের) বাধ করে না, (ভাষ্য পরিভাষার) এই নিয়মানুসারে, অব্যবহিত পরবর্ত্তী "ন বহুব্রীহৌ" সূত্রানুসারে যে সর্বনাম

নিষেধ হইবে, তাহারই (এই সূত্র) বাধ করিবে; কিন্তু তাহার (কয়েক সূত্রের পরবর্ত্তী) 'দ্বন্দ্বে চ' (সূত্রানুসারে) এই যে বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞার নিষেধ করিয়াছে তাহার বাধ করিবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা ইদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ। ইহ কস্মান্ন ভবতি। যা পূর্বাসোত্তরা অস্যোন্মুগ্ধস্য সোঽয়ং পূর্বোত্তর উন্মুগ্ধঃ। তস্মৈ পূর্বোত্তরায় দেহীতি। লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈবেতি।

যদ্যেবং নার্থো বহুব্রীহিগ্রহণেন। দ্বন্দ্বে কস্মান্ন ভবতি। লক্ষণপ্রতি-পদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈবেতি।

উত্তরার্থং তর্হি বহুব্রীহিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। ক্রিয়তে তত্রৈব ন বহুব্রীহাবিতি।

দ্বিতীয়ং কর্ত্তব্যম্। বহুব্রীহিরেব যো বহুব্রীহিস্তত্রৈব যথা স্যাদ্ বহুব্রীহি-বদ্ভাবেন যো বহুব্রীহিস্তত্র মা ভূৎ। একৈকস্মৈ দেহি।

এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। সমাস ইতি বর্ত্ততে। তেন বহুব্রীহিং বিশে-ষয়িষ্যামঃ। সমাস যো বহুব্রীহিরিতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। অবয়বভূত-স্যাপি বহুব্রীহেঃ প্রতিষেধো যথা স্যাৎ। ইহ মা ভূৎ। বস্ত্রমন্তরমেষাং ত ইমে বস্ত্রান্তরাঃ। বসনমন্তরমেষাং ত ইমে বসনান্তরাঃ। বস্ত্রান্তরাশ্চ বসনান্তরাশ্চ বস্ত্রান্তরবসনান্তরাঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে, 'এইভ্রান্ত ব্যক্তির পূর্ব্ব ওবাহা উত্তরও তাহাই, এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে; তাহার নাম হইল এক্ষণে 'পূর্ব্বোত্তরউন্মুগ্ধঃ,' তাহাকে কোন বস্তু দান করিতে হইলে, 'পূর্ব্বোত্তরায়' দেহি।

তাৎপর্য্যার্থ।—কোনওলোক রাস্তায় চলিতে চলিতে দিক্‌ভ্রম হইয়া এরূপজ্ঞান হইয়াছে যে, পূর্ব্বদিক্‌ই তাহার উত্তর দিক্ জ্ঞান হইতেছে, সুতরাং এইস্থানে বহুব্রীহি সমাস করিয়া ঐ পথভ্রান্ত পুরুষের (বিশেষণ করিয়া) পূর্ব্বো-ত্তর উন্মুগ্ধ সংজ্ঞা দিলে, তাহাকে দান করিবার সময় সম্প্রদানে চতুর্থী হইলে, সর্ব্বনাম শব্দের চতুর্থীতে 'স্মৈ' হয় বলিয়া 'পূর্ব্বোত্তরস্মৈ' এইরূপ প্রয়োগ 'বিভাষাদিক্‌সমাসে বহুব্রীহৌ' সূত্রানুসারে বিকল্পে সিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, অথচ এইরূপ প্রয়োগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না কেন?

লক্ষণ নিষ্পন্ন এবং প্রতিপদোক্তের মধ্যে প্রতিপদোক্তেরই গ্রহণ হয়, এই স্থলে "পূর্ব্বোত্তর" শব্দটী সর্ব্বনাম সংজ্ঞায় পাঠ হয় নাই (কেবল 'পূর্ব'

এবং 'উত্তর' শব্দ স্বতন্ত্র রূপে সর্ব্বাদি গণে পাঠ হইয়াছে) বলিয়া এইলক্ষণাদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এজন্য প্রতিপদোক্ত সর্ব্বাদিগণান্তর্গত 'পূর্ব্ব' 'উত্তর' প্রভৃতি শব্দেরই সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে, কিন্তু লাক্ষণিক পূর্ব্বোত্তর শব্দের হইবে না। যদি এরূপই হয় তবে, (বিভাষাদিক্‌সমাসে বহুব্রীহৌ) এইসূত্রে বহুব্রীহি শব্দ গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই। দ্বন্দ্ব সমাসে কেন (সর্ব্বনাম সংজ্ঞার বিকল্প) হইবে না?

সেখানেও লক্ষণ প্রতিপদোক্তের মধ্যে প্রতিপদোক্তের গ্রহণ হয় বলিয়াই (বিকল্প) হইবে না।

পরবর্ত্তী কার্য্য সিদ্ধির জন্য তবে 'বহুব্রীহি' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ? (সেজন্য) কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সেস্থলে "নবহুব্রীহৌ" এইরূপ 'বহুব্রীহি শব্দ উল্লেখ করিয়াই সূত্র করা হইয়াছে।

তবে দ্বিতীয় আর একটী কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য, এইসূত্রে 'বহুব্রীহি' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বহুব্রীহি স্বরূপ যে বহুব্রীহি, সেই স্থলেই যাহাতে (সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ কার্য্য) হয়, কিন্তু বহুব্রীহির ন্যায় যে বহুব্রীহি অর্থাৎ সম্পুর্ণ রূপে বহুব্রীহি নয় কেবল বহুব্রীহির ন্যায় ভাবমাত্র যে শব্দ, সেস্থলে যাহাতে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ না হয়। যেমন, "একৈকস্মৈ দেহি" এইস্থলে 'একৈকস্মৈ জনায়' এইরূপ অন্যপদার্থপ্রধানক বহুব্রীহির ভাব প্রকাশ করিয়াছে বিশেষণ ও হইয়াছে বটে ; কিন্তু বাস্তবিক এস্থলে বহুব্রীহি সমাস হয় নাই (তদ্‌গুণ, অতদ্‌গুণাদি ব্যঞ্জক হয় নাই বলিয়া) সর্ব্বনাম নিষেধ হইল না।

ইহারও প্রয়োজন নাই। কারণ, 'সমাস' শব্দটী (বিভাষা দিক্‌ সমাসে সূত্রে) বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার সহিত বহুব্রীহি ('ন বহুব্রীহৌ' সূত্র) কে বিশেষণ বিশেষ্যভাব করিব অর্থাৎ সমাস সূচক যে বহুব্রীহি, তাহারই নিষেধ হয়, বহুব্রীহির ন্যায় যে 'বহুব্রীহি' তাহার হয় না।

ইহা তবে প্রয়োজন 'যে, অবয়বভূত বহুব্রীহির ও যাহাতে (সর্ব্বনাম) নিষেধ প্রাপ্ত হয়। বস্ত্র আছে অন্তরে (পরিধানে) ইহাদের তাহারা এই "বস্ত্রান্তরাঃ" বসন আছে অন্তরে (বাহ্যে, পরিধানে বা) ইহাদের তাহারা এই'বসনান্তরাঃ', বস্ত্রান্তরাঃ এবং বসনান্তরাঃ বস্ত্রান্তরবসনান্তরাঃ এই স্থলে যাহাতে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা না হয়, অর্থাৎ 'বস্ত্রান্তরবসনান্তরাঃ' এই অবয়বভূত বহুব্রীহিতে, 'অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ'। ১।১।৩৬। এই সূত্রানুসারে 'জস্‌ বিভক্তিতে প্রথমার বহুবচনে অন্তরে, অন্তরাঃ বিকল্পে এই

স্মৈরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু 'ন বহুব্রীহৌ' সূত্রানুসারে সর্ব্বনাম সংজ্ঞার নিষেধ করাতে 'বস্ত্রান্তরবসনান্তরাঃ' এই এক রূপই হইল।

ন বহুব্রীহৌ। ২৯ ॥

ন। ১। বহুব্রীহৌ। ৭।

বহুব্রীহি সমাস করিবার ইচ্ছা করিলে, সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুদাহরণম্। সর্ব্বাদ্যন্তস্য বহুব্রীহেঃ প্রতিষেধেন ভবিতব্যম্। বক্ষ্যতি চৈতৎ। বহুব্রীহৌ সর্ব্বনামসংখ্যয়োরুপসংখ্যানমিতি। তত্র বিশ্বপ্রিয়ায়েতি ভবিতব্যম্। এবং তর্হি দ্ব্যন্যায় ত্র্যন্যায়। নন্বত্রাপি সর্ব্বনাম্ন এব পূর্ব্ব নিপাতে ভবিতব্যম্। নৈষদোষঃ। বক্ষ্যত্যেতৎ। সংখ্যাসর্ব্বনাম্নোর্যো বহুব্রীহিঃ পরত্বাত্তত্র সংখ্যায়াঃ পূর্ব্বনিপাতো-ভবতীতি।

ভ্যাষ্যানুবাদ —ইহার উদাহরণ কি ?

প্রিয় বিশ্বায় (প্রিয় হইয়াছে বিশ্ব যাহার সে প্রিয়বিশ্ব, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে এইসূত্রে বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ করাতে "প্রিয়বিশ্বস্মৈ" না হইয়া চতুর্থী বিভক্তিতে "প্রিয়বিশ্বায়" হইল)

এইরূপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ সর্ব্ব প্রভৃতি অন্ত বিশিষ্ট শব্দের বহুব্রীহি সামাসে সর্ব্বনাম সংজ্ঞার নিষেধ প্রযুক্তই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। যেহেতু "বহুব্রীহি সমাসে সর্ব্বনাম সংজ্ঞক শব্দের এবং সংখ্যা সংজ্ঞক শব্দের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য " এরূপ বলা হইবে, সুতরাং সেই নিয়ম অনুসারে প্রিয়-বিশ্বায় এই প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে "দ্ব্যন্যায়" 'ত্র্যন্যায়' এস্থলে কি হইবে ?

যদি বল যে, এস্থলেও সর্ব্বনামেরই পূর্ব্বনিপাত করিয়া (দ্বি প্রভৃতি শব্দ সংখ্যাবাচক হইলেও) পুনঃ সর্ব্বনাম সংজ্ঞায় পঠিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধি হইবে। সংখ্যাবাচক দ্বিশব্দ এবং সর্ব্বনাম বাচক অন্য শব্দ, এই উভয় শব্দ একত্রিত হইয়া 'দ্ব্যন্য প্রয়োগ সিদ্ধি হওয়াতে, সেস্থলেওত সর্ব্বনাম প্রযুক্ত দ্ব্যন্যস্মৈ প্রভৃতি কার্য্য সিদ্ধি হইবে ? এস্থলে কোন দোষ হইবে না; কারণ সংখ্যা এবং সর্বনামের সহিত যে বহুব্রীহি সমাস হইবে, তাহাদের মধ্যে সংখ্যাবাচক সূত্র, বহুগণবতুডতিসংখ্যা।১।১।২৩) সূত্র অপেক্ষা সর্বনাম-সংজ্ঞক (সর্বাদীনি সর্বনামানি ১।১।২৭।) পরে বলিয়া পূর্ব নিপাতনের সম্ভাবনা থাকিলেও কার্য্য সিদ্ধির জন্য সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্বনিপাত করা প্রয়ো-

জন হইবে বলিয়া বলা হইবে। সুতরাং দ্ব্যাণ্যায় প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্—ইদং চাপ্যুদাহরণম্। প্রিয়বিশ্বায়। নন্বুচোক্তম্ বিশ্বপ্রিয়ায়েতি ভবিতব্যমিতি। বক্ষ্যত্যেতৎ। বা প্রিয়স্যেতি। নখল্বপ্যবশ্যং সর্ব্বাদ্যন্তস্যৈব বহুব্রীহেঃ প্রতিষেধেন ভবিতব্যম্। কিং তর্হি, অসর্ব্বাদ্যন্তস্যাপি ভবিতব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। অকজ্ মা ভূদিতি। কিং চ স্যাদ্ যদ্যত্রাকচ্ স্যাৎ। কোন স্যাৎ। কশ্চেদানীং কাকচোর্বিশেষঃ। ব্যঞ্জনান্তেষু বিশেষঃ। অহকং পিতা অস্য মকৎপিতৃকঃ। ত্বকং পিতা অস্য ত্বকং পিতৃক ইতি প্রাপ্নোতি। মৎকপিতৃকঃ। ত্বৎকপিতৃক ইতি চেষ্যতে। কথং পুনরিচ্ছতাপি ভবতা বহিরঙ্গেন প্রতিষেধেনান্তরঙ্গো বিধিঃ বাধিতুম্। অনন্তরঙ্গানপিবিধীন্ বহিরঙ্গো বিধিঃ বাধতে। গোমৎ প্রিয় ইতি যথা। ক্রিয়তে তত্র যত্নঃ। প্রত্যয়োত্তরপদযোশ্চেতি। নন্বুচেহাপি ক্রিয়তে ন বহুব্রীহাবিতি। অন্ত্যন্তদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। প্রিয়বিশ্বায় উপসর্জ্জন প্রতিষেধেনাপ্যেতৎ সিদ্ধম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাও, উদাহরণ যে "প্রিয়বিশ্বায়" (অর্থাৎ এইস্থলে সংখ্যাবাচকের সহিত সমান না হইলেও প্রিয় শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে) যদি বল যে "বিশ্ব প্রিয়ায়" এইরূপই প্রয়োগ হওয়া উচিত।

কিন্তু এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, বাপ্রিয়স্য (অর্থাৎ প্রিয় শব্দের সহিত সর্ব্বনাম শব্দের সমাস হইলে পূর্ব্ব নিপাতন বিকল্পে হয়) এই নিয়মানুসারে প্রিয় শব্দের পূর্ব্ব নিপাতন বিকল্পে বলা হইবে।

অবশ্যই সর্ব্বাদিগণ পঠিত শব্দ অন্তে থাকিলেই যে বহুব্রীহির নিষেধ হইবে তাহা নহে।

তবে কি ?

সর্ব্বাদিগণপঠিত শব্দ পরে না হইলেও কার্য্য সিদ্ধি হইবে। তাহার প্রয়োজন কি ?

যাহাতে অকচ্ প্রত্যয় না হয় (ইহাই প্রয়োজন)। কি হয় যদি এই স্থানে অকচ্ প্রত্যয় হয় ?

তাহা হইলে "ক" প্রত্যয় হইবে না।

এই স্থলে ("ক এবং অকচ্" প্রত্যয়ের "অ" "চ্" প্রভৃতি বর্ণের লোপ হইলে একমাত্র "ক" প্রত্যয় অবশিষ্ট থাকে বলিয়া) "ক" এবং "অকচ্" এই প্রত্যয় দ্বয়ের প্রভেদ কি ?

ব্যঞ্জনান্ত শব্দেই প্রভেদ। যেমন অহকং পিতা অস্য (আমি পিতা ইহার

এইরূপ স্থলে) মকৎপিতৃক এবং ত্বকং পিতা অস্য ত্বকৎপিতৃক ইহা প্রাপ্ত হইবে; অথচ "মৎক পিতৃক ত্বৎকপিতৃক" এইরূপ করিবার অভিলাষ রহিয়াছে। কিরূপে তবে আপনি ইচ্ছা করিলেও বহিরঙ্গ রূপ নিষেধ, অন্তরঙ্গ রূপ বিধিকে বাধ করিতে সমর্থ হইবে অর্থাৎ যখন এইরূপ বিধান রহিয়াছে যে অন্তরঙ্গরূপ বিধি কর্ত্তব্য হইলে বহিরঙ্গ রূপ বিধি কার্য্যকারী হইতে পারেনা তখন এই স্থলে বা কিরূপে বহিরঙ্গ বিধি অন্তরঙ্গ বিধিকে বাধ করিতে সমর্থ হইবে? অন্তরঙ্গ বিধিকেও বহিরঙ্গ বিধি বাধ করিয়া থাকে। যেমন "গোমৎপ্রিয়" ইত্যাদি যদিও সর্ব্বত্র বহিরঙ্গ বিধি অন্তরঙ্গ বিধিকে বাধ করিতে সমর্থ হয় না বটে, কিন্তু যদি বহিরঙ্গ বিধি সমাসকে আশ্রয় করিয়া হয় তবে অন্তরঙ্গ বিধিকে বাধ করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই এইস্থলেও "গোমৎপ্রিয়" প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে) সেই স্থলেও যত্ন অর্থাৎ চেষ্টা বিশেষ করা হইয়া থাকে; যেমন, "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" ৭।২।৯৭ (একার্থা বাধক হইলে যুস্মদ্ অস্মদ্ শব্দের ম পর্য্যন্ত ত্ব এবং ম আদেশ হয় কোন প্রত্যয় উত্তর পদে থাকিলে যথা ত্বদীয়, মদীয়) যদি বল যে এইস্থলে যত্ন করা হইয়াছে যেমন ন বহুব্রীহৌ।

(অবশ্যই যদি 'ন বহুব্রীহৌ' সূত্রের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিত তাহা হইলে ইহা অন্তরঙ্গ বিধিকে বাধ করিবার জন্যই করা হইয়াছে এইরূপ বলা যাইত কিন্তু) এই বচনের (সূত্রের) অন্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

কি?

প্রিয়বিশ্বায় এইস্থলে উপসর্জ্জন (অন্যপদার্থপ্রধান) নিষেধ করিলেও ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অয়ং খল্বপি বহুব্রীহিরস্ত্যেব প্রাথমকল্পিকঃ যস্মিন্নৈকপদ্যমৈকস্বর্য্যমেকবিভক্তিকত্বং চ। অস্তি তাদর্থ্যাত্তচ্ছব্দ্যম্। বহুব্রীহ্যর্থানি পদানি বহুব্রীহিরিতি। তদ্যাস্তদর্থাত্তাচ্ছব্দ্যং তস্যেদং গ্রহণম্। গোনর্দীয়স্ত্বাহ। অকচ্স্বরৌ কর্ত্তব্যৌ প্রত্যঙ্গং মুক্তসংশয়ৌ। ত্বকৎপিতৃকো মকৎপিতৃক ইত্যেব ভবিতব্যমিতি।

ভাষ্যানুবাদ—ইহাও (প্রিয়বিশ্ব এস্থলেও) বহুব্রীহি সমাস ই হয় ইহাই প্রথম কল্প; কারণ যাহাতে একপদ, একস্বর, এবং এক বিভক্তি থাকে সে স্থলেই বহুব্রীহি সমাস হইয়া থাকে। সেই অর্থেও সেই শব্দ ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বহুব্রীহি হইবাদে প্রয়োজন যে সকল পদের, তাহাকে বহুব্রীহি বলে।

সেই অর্থেই যে স্থলে সেই শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, ইহাও (এই সূত্রও) তাহার জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে।

গোনর্দীয় কিন্তু বলেন যে অকচ্ প্রত্যয় এবং স্বর, প্রতি অঙ্গেতেই করা কর্ত্তব্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই, সুতরাং সেই নিয়ম অনুসারে 'ত্বকৎপিতৃক, মকৎপিতৃক" এইরূপই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ ত্বৎকপিতৃক, মৎকপিতৃক ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ না হইলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, সূত্রকার পাণিনি ঐ প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য এই সূত্র করিলেও তাহা ভাষ্যকার পতঞ্জলির অনুমোদিত নহে। পূর্ব্বে মুনির বাক্য অপেক্ষা পরমুনির বাক্য বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া, তুমি হইয়াছ পিতা যাহার এইরূপ অর্থে ত্বকৎপিতৃক শব্দেই শুদ্ধ সুতরাং "ন বহুব্রীহৌ" এই সূত্র অনাবশ্যক।

বার্ত্তিকমূলম্—প্রতিষেধে ভূতপূর্ব্বস্যোপসংখ্যানম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ—নিষেধ বিষয়ে ভূতপূর্ব্ব বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—প্রতিষেধে ভূতপূর্ব্বস্যোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। আঢ্যোভূতপূর্ব্ব আঢ্যপূর্ব্ব। আঢ্যপূর্ব্বায় দেহীতি।

ভাষ্যানুবাদ—নিষেধ বিষয়ে ভূতপূর্ব্ব শব্দেরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যেমন আঢ্য ছিল ভূতপূর্ব্ব (অর্থাৎ পূর্ব্বকালে যে ধনী ছিল) তাহাকে আঢ্যপূর্ব্ব বলে। তাহাকে কোনও বস্তু দান করিবার সময় আঢ্যপূর্ব্বায় দেহি এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ যদি এইস্থলে নিষেধ বিষয়ে ভূতপূর্ব্ব বিষয়েরও সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ করা না হইত, তাহা হইলে ৪র্থীতে আঢ্যপূর্ব্বায় এইরূপ প্রয়োগ না হইয়া আঢ্যপূর্ব্বস্মৈ এইরূপ প্রয়োগ হইত।

বার্ত্তিকমূলম্—প্রতিষেধে ভূতপূর্ব্বস্যোপসংখ্যানানর্থক্যং পূর্ব্বাদীনাং ব্যবস্থায়ামিতি বচনাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ—নিষেধ বিষয়ে ভূতপূর্ব্বের সন্নিবেশ করা অনাবশ্যক, কারণ "পূর্ব্ব" প্রভৃতি কতিপয় শব্দের ব্যবস্থা বিষয়েই সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্—প্রতিষেধে ভূতপূর্ব্বস্যোপসংখ্যানমনর্থকম্। কিং কারণম্। পূর্ব্বাদীনাংব্যবস্থায়ামিতি বচনাৎ। পূর্ব্বাদীনাং ব্যবস্থায়াং সর্ব্বনাম সংজ্ঞোচ্যতে ন চাত্র ব্যবস্থা গম্যতে॥

ভাষ্যানুবাদ—নিষেধ বিষয়ে ভূতপূর্ব্বের নিবেশ করা অনর্থক।

তাহার কারণ কি? পূর্ব্বপ্রভৃতি শব্দের (পূর্ব্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। ১।১।৩৪।) পূর্ব্বপ্রভৃতি শব্দের ব্যবস্থা (অর্থাৎ

নিজের সীমা পর্য্যন্ত যে নিয়ম অপেক্ষা করে তাহাকে ব্যবস্থা বলে যেমন দক্ষিণ শব্দ যেখানে দক্ষিণ দিক্‌কে বুঝাইয়াছে, সেই স্থলেই সর্ব্বনামের লক্ষ্যস্থল বলিয়া সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইয়াছে, কিন্তু "দক্ষিণা গাথকা এস্থলে দক্ষিণ শব্দে দিক্ না বুঝাইয়া 'কুশল' অর্থ বুঝাইয়াছে বলিয়া ব্যবস্থা বুঝায় নাই) বুঝাইলেই সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এই হেতু এই স্থলেও সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় নাই। মহর্ষি পাণিনি এই জন্য সূত্র করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব প্রভৃতি শব্দের ব্যবস্থা বুঝাইলে তাহা সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বলিয়া উক্ত হয়, কিন্তু এই (আঢ্যপূর্ব্ব শব্দে) স্থলে ব্যবস্থা বুঝায় নাই।

তৃতীয়া সমাসে ।৩০।

সূত্রানুবাদ—তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস হইলে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না।

ভাষ্যমূলম—সমাস ইতি বর্ত্তমানে পুনঃ সমাস গ্রহণং কিমর্থম। অয়ং তৃতীয়া সমাসোহস্ত্যেব প্রাথমকল্পিকঃ। যস্মিন্নৈকপদ্যমৈকস্বর্য্যমেকবিভক্তিকত্বং চেতি। অস্তি চ তাদর্থ্যাত্তাচ্ছব্দ্যম্‌; তৃতীয়াসমাসার্থানি পদানি তৃতীয়াসমাস ইতি। তদ্যত্তাদর্থ্যাত্তাচ্ছব্দ্যাং তস্যেদং গ্রহণম্‌।

ভাষ্যানুবাদ—"বিভাষা দিক্‌সমাসে" এই পূর্ব্বতন সূত্রে "সমাসে" এই শব্দ বর্ত্তমান থাকিলেও এই বর্ত্তমান সূত্রে পুনরায় "সমাসে" এই শব্দ গ্রহণ করিলেন কেন ? ইহা তৃতীয়া সমাস হইলেই হয় অর্থাৎ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ হয়, ইহাই হইতেছে প্রথম কল্পের ব্যাখ্যা,—সুতরাং যে স্থলে একপদ এক স্বর এবং এক বিভক্তি হইবে, সেই স্থলেই ইহা গ্রহণ হইবে; এবং তদর্থেও তৎশব্দের ব্যবহার জানিতে হইবে অর্থাৎ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন না হইলেও তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত যে সকল পদ, তাহাদিগকেও তৃতীয়া সমাস বলা হয় (ইহা দ্বিতীয় কল্পের ব্যাখ্যা সুতরাং সেই তদর্থে অর্থাৎ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিবার জন্য যে তচ্ছব্দ অর্থাৎ সমাসের পূর্ব্ববর্ত্তী যে পদসমূহ তাহাতেও যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, সেই জন্যই "তৃতীয়া সমাসে" এই সূত্রে "সমাসে" এই শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্‌—অথবা সমাস ইতি বর্ত্তমানে পুনঃ সমাস গ্রহণস্যৈতৎ প্রয়োজনম্‌। যোগাঙ্গং যথা বিজ্ঞায়েত। সতি চ যোগাঙ্গে যোগ বিভাগঃ

করিষ্যতে। তৃতীয়া। তৃতীয়াসমাসে সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামসংজ্ঞানি ন ভবন্তি। মাসপূর্ব্বায় দেহি। সম্বৎসরপূর্ব্বায় দেহি। ততোঽসমাসে। অসমাসে চ তৃতীয়ায়াঃ সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনাম সংজ্ঞানি ন ভবন্তি মাসেন পূর্ব্বায় দেহি। সম্বৎসরেণ পূর্ব্বায় দেহীতি।

ভাষ্যানুবাদ—অথবা পূর্ব্ব সূত্রে "সমাসে" এই শব্দ বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় এই সূত্রে সমাস গ্রহণের প্রয়োজন এই যে, যাহাতে যোগাঙ্গ অর্থাৎ সূত্রের পৃথক পৃথক অঙ্গ সমূহ বুঝিতে সমর্থ হওয়া যায়। সূত্রাঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলেও সূত্রের যোগ বিভাগ করিতে হইবে। তাহার এক ভাগ হইবে "তৃতীয়া" অর্থ হইবে যে, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইলে সর্ব্বাদিগণ পঠিত শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না, যেমন "মাসপূর্ব্বায় দেহি" সম্বৎসর-পূর্ব্বায় দেহি" অর্থাৎ এই সকল স্থানে মাসেন পূর্ব্বমাস পূর্ব্ব সমাস করিবার পর পূর্ব্ব শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় নাই বলিয়া "মাসপূর্ব্বস্মৈ" না হইয়া "মাস-পূর্ব্বায়" এইরূপ হইয়াছে। সূত্রের শেষাংশ হইবে 'অসমাসে' অর্থাৎ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস না হইয়া সমাসের আকাঙ্ক্ষায় বাক্য মাত্র হইলেই পূর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিষেধ হইবে। যেমন 'মাসেন পূর্ব্বায় দেহি' 'সংবৎসরেণ পূর্ব্বায় দেহি" এই দান অর্থে ৪র্থী বিভক্তি হইলে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রযুক্ত মাসেন পূর্ব্বস্মৈ এইরূপ প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও 'তৃতীয়া সমাসে' এই সূত্রে সমাস শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া সর্ব্ব-নাম সংজ্ঞা না হওয়াতে "মাসেন পূর্ব্বায় দেহি'' এইরূপ প্রয়োগ হইল।

বিভাষাজসি। ৩২।

বিভাষা।১। জসি।৭।

সূত্রানুবাদ—জস্ আধার স্থানে শীভাবরূপ যে কার্য্য, তাহা কর্ত্তব্য হইলে দ্বন্দ্ব সমাসে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না।

ভাষ্যমূলম্—জসঃকার্য্যং প্রতি বিভাষা অকজ্ঝি ন ভবতি। দ্বন্দ্বেচেতি প্রতিষেধাৎ।

ভাষ্যানুবাদ—'জস্' এর স্থানে সর্ব্বনাম সংজ্ঞাতে, জসঃ শী ৭।১।১৭ এই সূত্রানুসারে যে অকারান্ত শব্দের শী আদেশ হইয়া থাকে, তাহা 'বিভাষা জসি' এই সূত্রানুসারে কেবল জস্ বিভক্তিতেই বিকল্প হইয়া থাকে। "অকচ্" প্রত্যয় কিন্তু একেবারে প্রাপ্তই হইবে না। কারণ,

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'দ্বন্দ্বে চ' সূত্রে দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন শব্দে অথবা সমাসের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত বাক্যে কুত্রাপি ইহার সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রযুক্ত যে অকচ্ প্রত্যয় হয়, তাহা প্রাপ্তি না হইয়া কিন্তু "ক" প্রত্যয়ই প্রাপ্তি হইবে। যেমন, বর্ণাশ্রমেতরকাঃ।

পূর্ব্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি ব্যবস্থায়াম সংজ্ঞায়াম্। ৩৩।

পূর্ব্ব—পর—অবর—দক্ষিণ—উত্তর—অপর—অধরাণি।১। ব্যবস্থায়াম্ ৭ অসংজ্ঞায়াম্। ৭।

সূত্রানুবাদ।—পূর্ব্ব, পর, অবর, দক্ষিণ, উত্তর, অপর এবং অধর এই সকল শব্দে ব্যবস্থা বুঝাইলে অসংজ্ঞা বিষয়ে গণপাঠ প্রযুক্ত যে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহা জস্ বিভক্তিতে অর্থাৎ প্রথমার বহুবচনে বিকল্পে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অবরাদীনাঞ্চ পুনঃ সূত্রপাঠে গ্রহণানর্থকং গণে পঠিতত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অবর প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বে একবার গণে পাঠ করিয়া পুনরায় সূত্রে পাঠ করা অনাবশ্যক।

ভাষ্যমূলম্।—অবরাদীনাং চ পুনঃ সূত্রপাঠে গ্রহণমনর্থকম্। কিং কারণম্। গণে পঠিতত্বাৎ। গণেহ্যেতানি পঠ্যন্তে। কথং পুনর্জ্ঞায়তে স পূর্ব্বঃ পাট অয়ং পুনঃ পাঠ ইতি। তানি হি পূর্ব্বাদীনি ইমান্যবরাদীনি। ইমান্যপি পূর্ব্বাদীনি। এবং তর্হ্যাচার্য্য প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি স পূর্ব্বঃ পাঠঃ। অয়ং পুনঃ পাঠ ইতি। যদয়ং পূর্ব্বাদিভ্যো নবভ্যোবেতি নব গ্রহণং করোতি ন চৈব হি পূর্ব্বাদীনি।

ভাষ্যানুবাদ।—অবর প্রভৃতি শব্দের পুনরায় সূত্র পাঠেতে গ্রহণ করা অনাবশ্যক।

তাহার কারণ কি?

যেহেতু গণে, পাঠ করা হইয়াছে—অবর প্রভৃতি শব্দ গণেতে পাঠ করা হইয়াছে।

কিরূপে জানা যাইবে যে সে স্থলে পূর্ব্বে পাঠ করা হইয়াছে, আর এই স্থলে পুনরায় পাঠ করা হইতেছে?

কারণ, সেই সকল হইল পূর্ব্বাদি এই সকল হইল অবরাদি। (এই স্থলে এইরূপেও বুঝা যাইতে পারে যে, যেহেতু পূর্ব্বে অর্থবোধক এবং অবর শব্দ পশ্চাৎ অর্থ জ্ঞাপক সুতরাং পূর্ব্বাদিগণই পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছে)।

কেন, এইস্থলেও পূর্ব্বাদি শব্দত পরে পঠিত হইয়াছে।

এইরূপ হইলে আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় অনুসারেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই স্থলে (গণে) পূর্ব্বে পাঠ করা হইয়াছে, এইস্থলে (সূত্রে) পুনরায় পাঠ করা হইতেছে; যেহেতু, আচার্য্য পাণিনি "পূর্ব্বাদিভ্যো বা" এই সূত্রে "নব" শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্ব, পর, অবর ইত্যাদি নয়টী শব্দই পূর্ব্বাদি।

ভাষ্যমূলম্।—ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়ামিতি বক্ষ্যামীতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। এবং বিশিষ্টান্যেবৈতানি গণে পঠ্যন্তে। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্ ত্যাদিপর্য্যুদাসেন পর্য্যুদাসো মা ভূদিতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। নৈষাং ত্যাদি পর্য্যুদাসেন পর্য্যুদাসো ভবতীতি। যদয়ংপূর্ব্বত্রাসিদ্ধমিতি নিপাতনং করোতি। বার্ত্তিককারশ্চ পঠতি জশ্ ভাবাদিতি চেদুত্তরত্রাভাবাদপবাদপ্রসঙ্গ ইতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। জসি বিভাষাং বক্ষ্যামীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাই তবে প্রয়োজন যে, ব্যবস্থা বুঝাইলে সংজ্ঞা ভিন্ন অন্যত্র ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ইহারও কোন প্রয়োজন নাই। কারণ গণেতেও এইরূপই অর্থাৎ "ব্যবস্থা বুঝাইলে সংজ্ঞা ভিন্ন অন্যত্র" সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়, ইহা পাঠ করা হইয়াছে। এই স্থলে তবে প্রয়োজন হইবে যে, "দ্বি" প্রভৃতি ত্যদাদি গণপঠিত শব্দের যে স্থানে অতিরিক্ত পাঠকরা হইয়াছে, সে স্থানে যাহাতে অতিরিক্ত কার্য্য না হয়

ইহারও কোন প্রয়োজন নাই, কারণ আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় অনুসারেই জানা যাইবে যে, এই সকল "দ্বি" প্রভৃতি শব্দের নিষেধ স্থলে অবরাদির নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না, যেহেতু "পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্" অর্থাৎ পূর্ব্ব শাস্ত্রের প্রতি পর শাস্ত্র অসিদ্ধ হয়, এইরূপ যেস্থানে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থলেই ইহার নিপাতন করা হইয়াছে।

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ঋষিও পাঠ করিয়াছেন যে, যদি জশ্ ভাব প্রযুক্তই প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে পরে তাহার অভাব হেতু অপ্রসঙ্গ হইবে।

তবে ইহাই প্রয়োজন হইবে যে, "জস্" বিভক্তিতে বিভাষা অর্থাৎ বিকল্পে

সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বলিব, সে স্থলেই ইহার কার্য্যও প্রাপ্তি হইবে।

স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যায়াম্ ।৩৪।

স্বম্, অজ্ঞাতি ধন, আখ্যায়াম্ ৭।

সূত্রানুবাদ—জ্ঞাতি এবং ধন ভিন্ন অন্যার্থ বাচক "স্ব" শব্দের যে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্তি ছিল, তাহা জস্ বিভক্তিতে বিকল্পে হয়।

ভাষ্যমূলম্।—আখ্যা গ্রহণং কিমর্থম্। জ্ঞাতিধনপার্য্যায় বাচী যঃ স্ব শব্দ স্তস্য যথা স্যাৎ। ইহ মা ভূৎ। স্বে পুত্রাঃ স্বাঃ পুত্রাঃ। স্বে গাবঃ স্বা গাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রেতে 'আখ্যা' শব্দের গ্রহণ কেন করা হইয়াছে? জ্ঞাতি এবং ধন শব্দেরই কেবল গ্রহণ হইত, কিন্তু জ্ঞাতি এবং ধন অর্থ পর্য্যায়ক যত শব্দ আছে কেবল সেই সকল অর্থ বুঝাইলেই যাহাতে "স্ব" শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়; কিন্তু স্বে পুত্রাঃ স্বাঃ পুত্রাঃ এই স্থলে জ্ঞাতি অর্থ না বুঝাইয়া বিশেষ আত্মীয় অর্থ বুঝাইয়াছে বলিয়া এবং স্বে গাবঃ স্বাঃ গাবঃ এই স্থলে ধন না বুঝাইয়া গোধন রূপ সম্পত্তি বিশেষ বুঝাইয়াছে বলিয়া যাহাতে নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত না হয়, এই জন্যই "আখ্যা" শব্দের গ্রহণ প্রয়োজনীয়।

অন্তরংবহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ। ৩৫।

অন্তরং—বহিঃ—যোগ—উপসংব্যানয়োঃ। ৭।

সূত্রানুবাদ—বাহ্যে এবং পরিধানীয় অর্থে অন্তর শব্দের যে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহা "জসে" বিকল্পে হয়।

বার্ত্তিকমূলম্—উপসংব্যানগ্রহণমনর্থকং বহির্যোগেণ কৃতত্বাৎ*।

বার্ত্তিকানুবাদ—উপসংব্যান শব্দের গ্রহণ অনর্থক; যে হেতু 'বহির্যোগ শব্দ গ্রহণেতেই তাহা গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্—উপসংব্যানগ্রহণমনর্থকম্। কিং কারণম্। বহির্যোগেণ কৃতত্বাৎ। বহির্যোগ ইত্যেব সিদ্ধম্।

ভাষ্যানুবাদ—উপসংব্যান শব্দের গ্রহণ অনাবশ্যক। তাহার কারণ কি? যে হেতু, বহির্যোগ শব্দের গ্রহণেই তাহার গ্রহণ করা হইয়াছে। বহির্যোগ অর্থাৎ বাহ্য পদার্থ বলাতেই উপসংব্যান অর্থাৎ পরিধানীয় বস্ত্র ও বাহ্য বিষয় হওয়াতে একমাত্র বহির্যোগ বলিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়।

বার্ত্তিকমূলম্—ন বাশাটকযুগাদ্যর্থম্*।

তাহা হইলেই দ্বি এবং তৃ শব্দের উত্তর 'তীয়' প্রত্যয় করিলে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবার পর ৪র্থীর একবচনে, দ্বিতীয়াযৈ, দ্বিতীয়স্মৈ, তৃতীয়াযৈ, তৃতীয়স্মৈ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে এবং দ্বিতীয়াতৃতীয়া-ভ্যাম্ অর্থাৎ দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া শব্দের "ঙ" লোপ বিশিষ্ট বিভক্তিতে বিকল্পে সর্ব্বনাম হয়, এইরূপ বলিবারও প্রয়োজন হইবে না।

আচ্ছা তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পক্ষ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ "তীয়" প্রত্যয়ান্ত শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা উল্লেখ করাই শ্রেষ্ঠ, না দ্বিতীয়া, তৃতীয়া শব্দের উল্লেখ করাই শ্রেষ্ঠ ?

উপসংখ্যান অর্থাৎ তীয় প্রত্যয়ান্তের উল্লেখ করাই এইস্থলে শ্রেষ্ঠ। কারণ, দ্বিতীয়া তৃতীয়া বলিলে স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট শব্দের উত্তরে দ্বিতীয়স্মৈ দ্বিতীয়াযৈ প্রভৃতি প্রয়োগই সিদ্ধ হইবে; কিন্তু 'তীয়' প্রত্যয়ান্ত বলিলে একান্ত অভি-প্রেত দ্বিতীয়ায়, দ্বিতীয়স্মৈ, তৃতীয়ায়, তৃতীয়স্মৈ ইত্যাদি পুংলিঙ্গ প্রকরণেও কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্। ৩৭

স্বরাদি নিপাতম্। ১। অব্যয়ম্ ১।

সূত্রানুবাদ—স্বর্ প্রভৃতি গণঠিপত শব্দ, এবং নিপাতন সমূহের অব্যয় সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্ —কিমর্থং পৃথগ্ গ্রহণং স্বরাদীনাং ক্রিয়তে ন চাদিষেব পঠ্যেরন্। চাদীনাং বৈ অসত্ত্বচনানাং নিপাতসংজ্ঞা স্বরাদীনাং পুনঃ সত্ত্ববচনানাম-সত্ত্ববচনানাং চ। অথ কিমর্থমুভে সংজ্ঞে ক্রিয়েতে ন নিপাতসংজ্ঞৈব স্যাৎ। নৈবং শক্যম্। নিপাতএকাজনাঙিতি প্রগৃহ্যসংজ্ঞোক্তা সা স্বরাদীনামপ্যে কাচাং প্রসজ্যেত। ক ইব কেব। এবং তর্হ্যব্যয়সংজ্ঞৈবাস্তু তচ্চাশক্যম্ বক্ষ্যত্যেতৎ। অব্যয়ে নঞ্ কুনিপাতানামিতি। তদ্গরীয়সা ন্যাসেন পরি-গণনং কর্ত্তব্যং স্যাৎ। তস্মাৎ পৃথক্ গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। উভে চ সংজ্ঞে কর্ত্তব্যে॥

ভাষ্যানুবাদ—স্বর্ প্রভৃতি শব্দের, কেন পৃথক্ গ্রহণ করা হইল, "চাদি" গণের মধ্যেই কেন করা হইল না ?

যদি চাদিগণের মধ্যেই কেবল পাঠ করা হইত, তবে অসত্ত্ব বচন সমূহের অর্থাৎ লিঙ্গ, সংখ্যা, কারক ভিন্ন অন্ত বচন সমূহের নিপাতন সংজ্ঞা এবং স্বর্

প্রভৃতির সত্ত্বচন (কারকাদির) এবং অসত্ত্বচন (কারকাদি ভিন্নেরও) নিপাতন সংজ্ঞা হইত।

আচ্ছা তবে দুইটী সংজ্ঞাই বা কেন করা হইল, কেবল মাত্র নিপাতন সংজ্ঞাই বা কেন না করা হইল?

এইরূপ করিবার যো নাই। কারণ "নিপাত একাজনাঙ্" স্থত্রে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা স্বর্ প্রভৃতি এক অচ্ (স্বরবর্ণ) এরও (প্রগৃহ্য সংজ্ঞা) প্রাপ্তি হইবে; যেমন ক+ইব=কেব এস্থলে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হইয়া সন্ধি নিষেধ হইবে।

এইরূপ হইলে, তবে না হয় কেবল অব্যয় সংজ্ঞাই হউক?

তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু এইরূপ বলা হইবে যে "অব্যয়ে নঞ্‌কুনিপাতানাং" অর্থাৎ অব্যয় সংজ্ঞাতে নঞ্, কু(কবর্গ) এবং নিপাতনের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইস্থলে ইহার অব্যয় নিপাত অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োগের দ্বারাই গণনা করা কর্ত্তব্য হইবে। এই জন্যই পৃথক্ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অতএব অব্যয়সংজ্ঞা এবং নিপাতনসংজ্ঞা উভয় সংজ্ঞা করাই কর্ত্তব্য।

তদ্ধিতশ্চাসর্ববিভক্তিঃ। ৩৮

তদ্ধিতঃ ১। চ। অসর্ব্ব—বিভক্তিঃ ১।

স্থত্রানুবাদ। যাহার উত্তর সকল বিভক্তি উৎপন্ন হয় না, এমন যে তদ্ধিতান্ত শব্দ, তাহার অব্যয় সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্—অসর্ব্ববিভক্তাববিভক্তিনিমিত্তস্যোপসংখ্যানম্ *।

বর্ত্তিকানুবাদ—সর্ব্ববিভক্তিতে হয় না যে, সে অবিভক্তি। স্থত্রে সেই অবিভক্তি নিমেত্তের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্—অসর্ববিভক্তাববিভক্তিনিমিত্তস্যোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। বিনা নানা। কিং পুনঃ কারণং ন সিদ্ধ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ—সকল বিভক্তিতে উৎপন্ন হয় না যে, এইরূপ অবিভক্তি নিমিত্তের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেমন, বিনা, নানা।

কি কারণেই বা এইস্থলে অবায়ত্ব সিদ্ধি হইবে না?

বার্ত্তিকমূলম্—সর্ব্ববিভক্তিহ্যবিশেষাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ—সর্ব্ববিভক্তি বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া।

ভাষ্যমূলম্‌—সর্ব্ববিভক্তিস্তে'ষ ভবতি। কিং কারণম্‌। অবিশেষেণ বিহিতত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। এই স্থলেই সর্ব্ব বিভক্তি হইবে। কি কারণে?

যেহেতু সূত্রে বিশেষ রূপে কিছু বিধান করা হয় নাই অর্থাৎ সূত্রে এমন কোনও বিশেষরূপে উল্লেখ করা হয় নাই যে, যাহার উত্তর সকল বিভক্তি হয় না, এমন তদ্ধিতান্তেরই অব্যয় সংজ্ঞা হয়, এই জন্য এই স্থলে বিশেষ রূপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য!

বার্ত্তিকমূলম্‌।—ত্রলাদীনাং চোপসংখ্যানম্‌ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ত্রল্‌ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্‌।—ত্রলাদীনাং চোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্‌। তত্র, যত্র, ততঃ, যতঃ। নন্থ চ বিশেষেণ এতে বিধীয়ন্তে পঞ্চম্যাস্তসিল্‌ সপ্তম্যাস্ত্রলিতি। বক্ষ্যত্যেতদ্‌ ইতরাভ্যোপি দৃশ্যন্ত ইতি। যদি পুনরবিভক্তিশ্‌ শব্দোঽব্যয় সংজ্ঞো ভবতীত্যুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। ত্রল্‌ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের অব্যয় সংজ্ঞায় উল্লেথ করা কর্ত্তব্য। তত্র, যত্র, (তদ্‌ ও যদ্‌) শব্দের উত্তর ত্রল্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন ততঃ যতঃ (তসিল্‌ প্রত্যয় নিষ্পন্ন)।

যদি বল যে, বিশেষরূপে ইহারা বিধীয়মান হইবে; যেমন পঞ্চম্যাস্তসিল্‌, সপ্তম্যাস্ত্রল্‌ অর্থাৎ পঞ্চমী বিভক্তি স্থানে তসিল্‌ এবং সপ্তমী বিভক্তি স্থানে ত্রল্‌ প্রত্যয় হয়। সুতরাং এই নিয়মানুসারেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যদি বল যে বিভক্তি শূন্য শব্দ অব্যয় সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্‌। —অবিভক্তাবিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ* ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বিভক্তিহীন শব্দেরই যদি অব্যয় সংজ্ঞা হয়, তবে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হেতু অপ্রসিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্‌।—অবিভক্তাবিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ সংজ্ঞায়াঃ। কা ইতরেতরাশ্রয়তা সত্যবিভক্তিত্বে সংজ্ঞয়া ভবিতব্যম্‌ সংজ্ঞায়াং চাবিভক্তিত্বং ভাব্যতে। তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্পন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—বিভক্তিহীন শব্দেরই যদি অব্যয় সংজ্ঞা করা যায়, তাহা হইলে ইতরেতর আশ্রয়ত্ব (অন্যোন্যাশ্রয়) হেতু অব্যয় সংজ্ঞার অপ্রসিদ্ধি হইবে।

কি ইতরেতর আশ্রয় হইবে?

যদি বিভক্তিহীন পদ হয়, তবে তাহার অব্যয় সংজ্ঞা হইবে। আবার যদি অব্যয় সংজ্ঞা হয়, তবেই বিভক্তির লোপ হইবে। অতএব এস্থলে অন্যোন্য আশ্রয় দোষ হইল। অন্যোন্য আশ্রয় প্রযুক্ত কার্য্য কখনও সিদ্ধি হইতে পারেনা।

বার্ত্তিকমূলম্। অলিঙ্গমসংখ্যমিতি বা *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা লিঙ্গহীন সংখ্যাহীন পদকে অব্যয় সংজ্ঞা বলা হইবে।

ভাষ্যমূলম্। অথবালিঙ্গমসংখ্যমব্যয়সংজ্ঞং ভবতীতি বক্তব্যম্। এবমপীতরেতরাশ্রয়মেব ভবতি। কা ইতরেতরাশ্রয়তা। সত্যলিঙ্গাসংখ্যত্বে সংজ্ঞয়া চালিঙ্গাসংখ্যত্বং ভাব্যতে। তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্পন্তে। নেদং বাচনিকমলিঙ্গতা অসংখ্যতা চ। কিং তর্হি। স্বাভাবিকমেতৎ। তদ্‌যথা। সমানমীহমানানাং চাধীয়ানানাং চ কেচিদর্থৈর্যুজ্যন্তে অপরে ন। তত্র কিমস্মাভিঃ কর্ত্তুং শক্যংস্বাভাবিকমেতৎ। তত্তর্হি বক্তব্যমলিঙ্গমসংখ্যমিতি। ন বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ— অথবা লিঙ্গহীন সংখ্যাহীন পদের অব্যয় সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা হইবে। এইরূপ করিলেও তো ইতরেতরাশ্রয় দোষই হইবে।

কিইতরেতরাশ্রয় দোষ হইবে?

লিঙ্গহীন সংখ্যাহীন হইলেই তবে তাহার অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। আবার অব্যয় সংজ্ঞা হইলেই লিঙ্গহীনত্ব সংখ্যা হীনত্ব প্রাপ্তি হইবে, অতএব এস্থলে ইতেরাশ্রয় দোষ হইল। ইতরেতরাশ্রয় প্রযুক্ত দোষ হইলে সেস্থলে কোনও কার্য্য হইতে পারে না।

(যদি কোনও বচনের দ্বারা অব্যয় সংজ্ঞা করা হয়, তবে সেই স্থলে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে অব্যয় সংজ্ঞা হইলে তবে তাহার লিঙ্গ এবং সংখ্যা হীন হইবে কিন্তু ইহা যে বাচনিক অর্থাৎ পূর্ব্বে লিঙ্গ এবং সংখ্যা প্রাপ্তি ছিল পরে কোনও বচনের দ্বারা তাহার প্রাপ্তি নিষেধ হইয়াছে তাহা নহে।

তবে কি?

ইহা স্বাভাবিক। যেমন সমান যত্নশীল ছাত্র বর্গের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সমর্থ হয়, অন্য ছাত্রগণ সমর্থ হয় না, আমরা তাহার কি করিতে পারি ; কারণ ইহা স্বাভাবিক।

তবে তাহা বলা উচিত যে, লিঙ্গহীন সংখ্যাহীন শব্দকেই অব্যয় বলে।

তাহা বলা উচিত নহে।

বার্ত্তিকমূলম্। সিদ্ধন্তু পাঠাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ—গণে পাঠ করা হেতুই অব্যয় কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্—পাঠাদ্বা সিদ্ধমেতৎ। কথং পাঠঃ কর্ত্তব্যঃ। তসিলাদয়ঃ প্রাক্পাশপঃ। শস্প্রভৃতয়ঃ প্রাক্ সমাসান্তেভ্যঃ। মান্তঃ। তসিবতী। কৃত্বোর্থাঃ। নানাঞাবিতি। অথবাপুনরস্ত্ববিভক্তিঃ শব্দোঽব্যয়সংজ্ঞো ভবতীত্যেব। ননু চোক্তমবিভক্তাবিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিরিতি। নৈষ দোষঃ। ইদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ। যদ্যপিতাবদবৈয়াকরণাবিভক্তিলোপমারভমানোঽবিভক্তিকাঞ্ছব্দান্ প্রযুঞ্জতে। যেত্বেতে বৈয়াকরণেভ্যোন্যেমনুষ্যাঃ কথংতেঽবিভক্তিকাঞ্ছব্দান্প্রযুঞ্জত ইতি। অভিজ্ঞাশ্চপুনর্লৌকিকা একত্বাদীনামর্থানাম্। আতশ্চাভিজ্ঞাঃ। অন্যেন হি বস্নেনৈকং গাং ক্রীণন্তি। অন্যেন দ্বাবন্যেন ত্রীন্। অভিজ্ঞাশ্চ ন চ প্রযুঞ্জতে। তদেবং সংদৃশ্যতাম্। অর্থরূপমেবৈতদেবং জাতীয়কং যেনাত্র বিভক্তির্ন ভবতীতি। তচ্চাপ্যেতদেবমনুগম্যমানং দৃশ্যতাম্। কিঞ্চিদব্যয়ং বিভক্ত্যর্থপ্রধানং কিঞ্চিৎ ক্রিয়া প্রধানম্। উচ্চৈর্নীচৈরিতি বিভক্ত্যর্থপ্রধানম্। হিরুক্ পৃথগিতি ক্রিয়াপ্রধানম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা পাঠ হেতুই অব্যয়সংজ্ঞা সিদ্ধি হইবে। কিরূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য হইবে? তসিল্ প্রত্যয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাশপ্ প্রত্যয় পর্য্যন্ত, শস্ প্রত্যয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমাসান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মকারান্ত প্রত্যয় (আম্, অম্ প্রভৃতি প্রত্যয়) তস্, বৎ এবং কৃত্বোর্থ অর্থাৎ কৃত্বসুচ্ প্রত্যয়, ন, অনঞ্, ইত্যাদি পাঠ করা হেতু, অব্যয় সংজ্ঞা হইবে।

অথবা পুনঃ বিভক্তি হীন যে শব্দ তাহারই অব্যয় সংজ্ঞা হয় এইরূপ বলিব। যদি বল যে, (যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এমন) বিভক্তি হীন শব্দের অব্যয় সংজ্ঞা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা কোন দোষ নহে। কারণ এই স্থলে ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইবে যে, যদিও বৈয়াকরণ গণ বিভক্তির লোপ সমারম্ভ দেখিয়া বিভক্তিহীন শব্দই প্রয়োগ করিবেন, কিন্তু যাঁহারা বৈয়াকরণ ভিন্ন অন্য লোক, কিরূপে তাঁহারা বিভক্তি হীন শব্দ প্রয়োগ করিবেন। পুনঃ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, লৌকিক অর্থাৎ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানভিজ্ঞগণ এক দ্বি প্রভৃতি অর্থাৎ এক, দুয়ের বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থাৎ তাহারা ও জানে যে কোন স্থলে একটি গরু, কোনস্থলে দুইটি মনুষ্য কোন স্থলে বা তিনটি পক্ষীর ব্যবহার করিতে হয়, কারণ স্বাভাবিক বুদ্ধি

বশতঃ তাহারা উক্ত গরু, মনুষ্য পক্ষী প্রভৃতির বিষয়ে (শাস্ত্র,না পড়িলেও) সহজেই বুঝিতে পারে। এইহেতুই ইহারা অভিজ্ঞ। যেহেতু তাহারা কোনও ধনের দ্বারা একটী গরু ক্রয় করে, অন্য ধনের দ্বারা দুইটি, অন্যদ্বারা বা তিনটি ক্রয় করে। যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা কখনও (অব্যয়ে বিভক্তি) প্রয়োগ করেন না। এই স্থলেও এইরূপ দেখুন যে, ইহা শব্দের অর্থের দ্বারাই এইরূপ জাতি বিশিষ্ট দৃষ্ট হয় যে, এই স্থলে (অব্যয়ে) কখনই বিভক্তি হয় না। তাহাও আবার এস্থলে ঠিক্ বুঝিয়া দেখুন, কোনও কোনও অব্যয় শব্দ, বিভক্তিপ্রধান এবং কোন কোনটী ক্রিয়া প্রধান। যেমন উচ্চৈঃ, নীচৈঃ (এস্থলে তৃতীয়ার বহুবচনের চিহ্ন বর্ত্তমান দৃষ্ট হয় বলিয়া) ইত্যাদি বিভক্তি প্রধান। আর হিরুক্ (বর্জ্জন করা) পৃথক্ (ইহারা ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করা হেতু) ক্রিয়া প্রধান।

ভাষ্যমূলম্—তদ্ধিতশ্চাপি কশ্চিদ্ বিভক্ত্যর্থপ্রধানঃ। কশ্চিৎ ক্রিয়াপ্রধানঃ। তত্র যত্রেতি বিভক্ত্যর্থপ্রধানঃ। বিনা নানেতি ক্রিয়া প্রধানঃ। ন চৈতয়োরর্থয়োর্লিঙ্গসংখ্যাভ্যাং যোগোঽস্তি। অথাপ্যসর্ব্ববিভক্তিরিত্যুচ্যতে। এবমপি ন দোষঃ। কথম্। ইদং চাপ্যদ্যত্বে অতিবহুক্রিয়তে। একস্মিন্নেকবচনম্। দ্বয়োর্দ্বিবচনম্। বহুষু বহুবচনমিতি। কথং তর্হি। একবচনমুৎসর্গঃ করিষ্যতে। তস্য দ্বিবহ্বোরর্থয়োর্দ্বিবচনবহুবচনে বাধকে ভবিষ্যতঃ।

ভাষ্যানুবাদ—তদ্ধিত ও কোথাও কোথাও বিভক্ত্যর্থপ্রধান, কোথাও কোথাও বা ক্রিয়াপ্রধান। যেমন তত্র যত্র (এস্থলে "ত্র" প্রত্যয় দ্বারা ৭মীর অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া) বিভক্ত্যর্থ প্রধান হইয়াছে। আর বিনা, নানা ইহারা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া ক্রিয়াপ্রধান হইয়াছে। ইদাদের অর্থে লিঙ্গ এবং সংখ্যার কোনও সংযোগ নাই।

অনন্তর আমরা ইহাই বলিব, পূর্ব্বে যে অসর্ব্ব বিভক্তির কথা উল্লেখ হইয়াছে, সেই লক্ষণেও কোন দোষ নাই।

কেন?

ইহাও অদ্যত্বে অর্থাৎ সূত্রারম্ভ কালে অতি বহু (অনেক বেশী) করা হইয়াছে।

একস্মিন্নেকবচনম্ অর্থাৎ একটী কার্য্য যে স্থলে প্রাপ্তি হয় সে স্থলে এক বচন হইয়া থাকে। দুইটি স্থলে দ্বিবচন এবং বহুস্থলে বহুবচন হয়।

(এস্থলে যদি সূত্রকার অনেক বেশি বর্ণই প্রয়োগ করিয়া থাকেন) তবে

কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইবে ?

(একস্মিন্ এই প্রযোগ না করিয়া) একবচনম্ এইরূপ উৎসর্গ অর্থাৎ সাধারণ (Common) সূত্র করা হইবে। উহার পরে দুই এবং বহু অর্থে দ্বিবচন এবং বহুবচন তাহার বাধক সূত্র (Exception) হইবে।

ভাষ্যমূলম্—ন চাপ্যেবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে। ন সর্ব্বাঃ অসর্ব্বা। অসর্ব্বা বিভক্তযো যস্মাদিতি। কথং তর্হি ন সর্ব্বা অসর্ব্বা অসর্ব্বা বিভক্তিরস্মাদিতি। ত্রিকং পুনর্বিভক্তি সংজ্ঞম্।

এবং গতে কৃত্যপি তুল্যমেতন্মান্তস্য কার্য্যং গ্রহণং ন তত্র।

ততঃ পরে চাভিমতা ন কার্য্যাস্ত্রয়ঃ কৃদর্থা গ্রহণেন যোগাঃ।১

কৃত্তদ্ধিতানাং গ্রহণন্তু কার্য্যং সংখ্যাবিশেষং হ্যভিনিশ্চিতা যে। তেষাং প্রতিষেধোভবতীতি বক্তব্যম্। ইহ মা ভূৎ একো, দ্বৌ, বহব ইতি।

ভাষ্যানুবাদ—ন সর্ব্বাঃ অসর্ব্বাঃ বিভক্তয়ো যস্মাৎ অর্থাৎ সর্ব্ব নয় যে সে অসর্ব্ব, অসর্ব্ব বিভক্তি হয় যাহা হইতে সে অসর্ব্ববিভক্তি, এইরূপ ব্যাসবাক্য করা হইবে না। তবে কিরূপে হইবে ? ন সর্ব্বা অসর্ব্বা, অসর্ব্বা বিভক্তিঃ অস্মাৎ এইরূপ বিগ্রহ করিব, পুনঃ তিন্ তিনটি বিভক্তি সংজ্ঞক হইবে। এইরূপ করিলে, কৃৎ প্রত্যয়েতেও ইহা তুল্যই হইবে আর্থাৎ "কৃন্মেজন্তঃ ১।১।৩৯ এই সূত্রানুসারে কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দে, অকারান্ত পদ হইলে যে অব্যয় সংজ্ঞা করা হয়, তাহাও সেই স্থলে গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার পর "কৃৎ" অর্থক যে তিনটি সূত্রের অব্যয় সংজ্ঞায় গ্রহণের জন্য সম্মতি প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাও করিতে হইবে না অর্থাৎ "স্বরাদিনিপাতমব্যয়ং, কৃন্মেজন্তঃ, ক্ত্বাতোসুন্কসুনঃ" ইত্যাদি সূত্র ও করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না ১। কিন্তু সংখ্যা বিশেষ নিশ্চয় করিয়াছে এমন যে কৃৎ তদ্ধিতাদি, তাহাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ তদ্ধিতের গ্রহণ না করিলে, এক দ্বি প্রভৃতি যে তদ্ধিতান্ত ভিন্ন শব্দ, তাহারাও অসর্ব্ববিভক্তি বিশিষ্ট বলিয়া নিষেধ বক্তব্য হইবে, এবং এই জন্যই তদ্ধিতান্তের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এক, দ্বৌ, বহবঃ এইস্থলে যাহাতে অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত না হইতে পারে।

বার্ত্তিকমূলম্—তস্মাৎ স্বরাদিগ্রহণঞ্চ কার্য্যং কৃৎতদ্ধিতানাং গ্রহণঞ্চ পাঠে*।২

বার্ত্তিকানুবাদ—এইজন্য স্বর প্রভৃতির গণ পাঠেই গ্রহণ করা উচিত এবং কৃৎ তদ্ধিতাদির গণ পাঠে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্—পাঠেনেয়ং অব্যয়সংজ্ঞাক্রিয়তে সেহ ন প্রাপ্নোতি। প.র-

মোচ্চৈঃ পরম নীচৈরিতি তদন্তবিধিনা ভবিষ্যতি। ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি। অতুচ্চৈসৌ। অতুচ্চৈস ইতি। উপসর্জনস্য নেতি প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। স তর্হি প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। ন বক্তব্যঃ। সর্ব্বনামসংজ্ঞায়াং প্রকৃতঃ প্রতিষেধ ইহানুবর্ত্তিষ্যতে স বৈ তত্র প্রত্যাখ্যায়তে। যথা স তত্র প্রত্যাখ্যায়তে ইহাপি তথা শক্যঃ প্রত্যাখ্যাতুম্। কথং চ স তত্র প্রত্যাখ্যায়তে। মহতীয়ং সংজ্ঞা ক্রিয়ত ইতি। ইহাপি চ মহতী সংজ্ঞা ক্রিয়তে। সংজ্ঞা চ নাম যতো ন লঘীয়ঃ। কুত এতৎ। লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্। তত্র মহত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ করণ এতৎ প্রয়োজনম্। অন্বর্থা সংজ্ঞা যথা বিজ্ঞায়েত।

ভাষ্যানুবাদ—গণে পাঠ করা হেতুই যদি এস্থলে অব্যয় সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা পরমোচ্চৈঃ, (উচ্চৈঃ, নীচৈঃ শব্দ গণে পঠিত হইলেও পরম শব্দ পূর্ব্বক উচ্চৈঃ শব্দতো গণে পঠিত হয় নাই) এই সকল স্থলে (সুতরাং অব্যয় সংজ্ঞা) প্রাপ্তি হইবে না?

কেন, তদন্তবিধি করিলেই হইবে, অর্থাৎ অব্যয় শব্দ অন্তে আছে যাহার, তাহারও অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়, এইরূপ বিধান করিলেই তো পরমোচ্চৈঃ শব্দেও অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকানুবাদ—অথবা ইহা অনর্থক নহে, যে হেতু শাটকযুগের অর্থে ইহা প্রয়োগ হইতে পারে।

ভাষ্যমূলম্—নবানর্থকম্। কিংকারণম্। শাটকযুগাদ্যর্থম্। শাটকযুগাদ্যর্থং তর্হীদং বক্তব্যম্। যত্রৈতন্ন জ্ঞায়তে কিমন্তরীয়ং কিমুত্তরীয়মিতি। অত্রাপি য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বাকারী ভবতি নির্জ্ঞাতং তস্য ভবতি ইদমন্তরীয়ং ইদমুত্তরীয়মিতি। অপুরীতি বক্তব্যম্। ইহ মা ভূৎ। অন্তরায়াং পুরি বসতি।

ভাষ্যানুবাদ—অথবা উপসংখ্যান গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন নহে।

তাহার কারণ কি?

শাটকযুগ অর্থাৎ যেখানে দুইখানি বস্ত্র বুঝাইবে সেই স্থলের জন্যই ইহার প্রয়োজন। যে স্থলে ইহা জানা যায় না যে, ইহা অন্তরীয় অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র, অথবা ইহা উত্তরীয় অর্থাৎ গাত্রাচ্ছাদনবস্ত্র (উড়ানি)?

এই স্থলেও যে মনুষ্য প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী (যে মনুষ্য অতিশয় সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুসন্ধানকারী) তিনি সম্পূর্ণই জানিতে পারেন যে এইটি পরিধেয় বস্ত্র (ধুতি) এবং এইখানি উত্তরীয় বস্ত্র (চাদর) "অপুরি" অর্থাৎ পুরের (বাটীর) বাহির অর্থ বুঝাইলেই "অন্তর" শব্দের "জসে" বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা

হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য "অন্তরায়াং পুরি বসতি" (বাটীর অভ্যন্তরে বাস করে) এ স্থলে যাহাতে বিকল্পে "অন্তরস্যাং" প্রয়োগ না হয়।

বার্ত্তিকমূলম্—বা প্রকরণে তীয়স্য ঙিৎসূপসংখ্যানম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ—বিকল্প প্রকরণে "তীয়" প্রত্যয়ান্ত শব্দের "ঙ" লোপ বিশিষ্ট বিভক্তিতে সর্ব্বনাম সংজ্ঞার বিকল্পে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্—বা প্রকরণে তীয়স্য ঙিৎসূপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। দ্বিতীয়ায়ৈ দ্বিতীয়স্যৈ। তৃতীয়ায়ৈ তৃতীয়স্যৈ। বিভাষা দ্বিতীয়তৃতীয়াভ্যামিত্যেতন্ন বক্তব্যম্ ভবতি। কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। উপসংখ্যানমেবাত্র জ্যায়ঃ। ইদমপি সিদ্ধং ভবতি। দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয়স্মৈ তৃতীয়ায় তৃতীয়স্মৈ।

ভাষ্যানুবাদ।—বিকল্প প্রকরণে (প্রসঙ্গে) 'তীয়' প্রত্যয়ান্ত শব্দের "ঙ" লোপ বিশিষ্ট বিভক্তি সমূহে অর্থাৎ ৪র্থী, ৫মী, ৬ষষ্ঠী ৭মীর একবচনে ("ঙে ঙসি, ঙস্, ঙিতে) সর্ব্বনাম সংজ্ঞার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

(যদি সর্ব্বত্রই তদন্ত বিধি দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করা হয়, তবে যে স্থলে উচ্চকে অতিক্রম করিয়া, অত্যুচ্চ এইরূপ অন্য পদার্থকে প্রধান রূপে বুঝাইয়াছে) এই স্থলেও তবে অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে; যেমন—অতুচ্চৈঃ অত্যুচ্চৈসৌ (১মার দ্বিবচন) অত্যুচ্চৈসঃ (বহুবচন) ইত্যাদি। (যদি এই স্থলে অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইত তাহা হইলে কখনও দ্বিবচন, বহুবচনের বিভক্তি প্রাপ্তি হইত না।)

কেন; 'উপসর্জ্জন (অন্যপদার্থ প্রধান) বুঝাইলে হয় না' এইরূপ নিষেধ বলা হইবে। সেই নিষেধ ও তাহা হইলে (সূত্রকার বা বার্ত্তিককার কর্ত্তৃক) বলা উচিত?

না, বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ সর্ব্বনাম সংজ্ঞাতে উল্লিখিত যে নিষেধ, তাহা প্রকরণ বশতঃ এই স্থলেও অনুবৃত্তি করা হইবে। (তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে)

*কিরূপে কার্য্যসিদ্ধি হইবে; কারণ, তাহা তো সেই স্থলেই খণ্ডন করা হইয়াছে। সেই স্থলে যেমন তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে সেইরূপ এই স্থলেও খণ্ডন করিতে সমর্থ হইব।

কিরূপে সেই স্থলে তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে? সেই স্থলে এই সংজ্ঞা অর্থাৎ সর্ব্বনাম সংজ্ঞাটী অতিশয় বৃহৎ শব্দ বলিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। সেইরূপ এই স্থলেও বৃহৎ সংজ্ঞা অর্থাৎ 'অব্যয়' এই সংজ্ঞাটি অনেক বর্ণ

বিশিষ্ট করা হইয়াছে বলিয়াই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কারণ তাহারই নাম সংজ্ঞা যে, যাহা অপেক্ষা লঘু হইতে পারে না।

কি হেতু এইরূপ হইবে?

কারণ লঘু উপায়ে কার্য্যসিদ্ধির জন্যই সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে। সুতরাং সেই স্থলে বৃহৎ সংজ্ঞা করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, সেই সংজ্ঞা যাহাতে অনর্থক অর্থাৎ বৃথা না হয়, যাহাতে সংজ্ঞা দ্বারা বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে।

ভাষ্যমূলম্—ন ব্যেতীত্যব্যয়মিতি। ক্ব পুনর্ন ব্যেতি। স্ত্রীপুংনপুংসকানি সত্ত্বগুণা একত্বদ্বিত্ববহুত্বানি চ। এতানর্থান্ কেচিদ্বিয়ন্তি কেচিন্ন বিয়ন্তি। যে ন বিয়ন্তি তদব্যয়ম্।

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসুচ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্নব্যেতি তদব্যয়ম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সংজ্ঞা ব্যর্থ না হইবার ইহাই তাৎপর্য্য যে, এই অব্যয় সংজ্ঞার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিব—ন ব্যেতি ইতি অব্যয়ম্ অর্থাৎ বিশেষ রূপে গমন (পরিবর্ত্তন) হয় না যাহার সেই "অব্যয়"। কোথায় কোথায় বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না?

স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ এই সকল সত্ত্বগুণ এবং একত্ব দ্বিত্ব, বহুত্ব এই সকল স্থলে (একত্বাদি) কোন কোন শব্দে প্রাপ্তি হয়, আর কোন কোন শব্দে প্রাপ্তি হয় না।

যে সকল শব্দ এই সকল অর্থাৎ স্ত্রী, পুংলিঙ্গাদি অর্থে প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই অব্যয় বলে। যাহা তিন লিঙ্গেই সমান, সকল বিভক্তিতেই সমান, সকল বচনেই সমান, যাহা কখনও পরিবর্ত্তিত (নানাত্ব প্রাপ্তি হয় না অর্থাৎ কারকাদিরূপ সত্ত্বধর্ম্মকে গ্রহণ করে না।) হয় না তাহার নাম অব্যয়। (১)

---

(১) এই শ্লোকটী ব্রহ্মপক্ষেই কৃত হইয়া ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের কোনও স্ত্রীপুংনপুংসকাদি লিঙ্গ বা কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্বাদি অর্থাভাব হেতু বিভিন্ন বিভক্তি এবং একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষের দ্বিবচনাদি অসম্ভব বলিয়াই 'সদৃশং ত্রিষু'...শ্লোক রচিত হইয়াছিল। ভাষ্যকার পতঞ্জলি, তাহা ব্যাকরণের অব্যয় শব্দে ও অব্যভিচারী দেখিয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

কৃন্মেজন্তঃ। ৩৯।

কৃৎ-ম্-এচ্-অন্তঃ ১।

সূত্রানুবাদ।—অকারান্ত যে কৃৎ প্রত্যয়, এবং এচ্ অন্ত যে শব্দ, তাহার অব্যয় সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্—কথমিদং বিজ্ঞায়তে। কৃদ্ যো মান্ত ইতি আহোস্বিৎ কৃদন্তং যদ্‌মান্তমিতি। কিং চাতঃ। যদি বিজ্ঞায়তে কৃদ্ যো মান্ত ইতি। কারয়াং চকার হারয়াং চকারেত্যত্র ন প্রাপ্নোতি। অথ বিজ্ঞায়তে কৃদন্তং যন্মান্তমিতি। প্রতামৌ প্রতামঃ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি যথেচ্ছসি তথাস্ত।

অস্ত তাবৎ কৃদ্‌যো মান্ত ইতি। কথং কারয়াংচকার হারয়াং চকারেতি। কিং পুনরব্যয়সংজ্ঞয়া প্রার্থ্যতে। অব্যয়াদিতি লুগ্ যথা স্যাদিতি। মা ভূদেবম্। আম ইত্যেবং ভবিষ্যতি। ন সিদ্ধ্যতি। লিড্ গ্রহণংতত্রানুবর্ত্ততে। লি গ্রহণং তত্র নিবর্ত্তিষ্যতে। যদিনিবর্ত্ততে প্রত্যয়মাত্রস্য লুক্ প্রাপ্নোতি। ইষ্যতে চ প্রত্যয়মাত্রস্য। আতশ্চেষ্যতে। এবং হ্যাহ। কৃঞ্চানুপ্রযুজ্যতে লিটীতি। যদি চ প্রত্যয়মাত্রস্য লুগ্ ভবতি ততএতদুপপন্নং ভবতি। অথবা পুনরস্ত কৃদন্তং যন্মান্তমিতি। কথং প্রতামৌ প্রতাম ইতি। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন প্রত্যয়লক্ষণেনাব্যয়সংজ্ঞা ভবতীতি। যদয়ং প্রাশান্ শব্দং স্বরাদিষু পঠতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা কিরূপে জানা যাইবে যে,কৃৎ প্রত্যয়ের অন্তে যে 'ম' কার সেই কৃৎ প্রত্যয়েরই অব্যয় সংজ্ঞা হইবে, অথবা কৃৎ প্রত্যয় আছে অন্তে যাহার এমন যে মকারান্ত শব্দ তাহারই অব্যয় সংজ্ঞা হইবে?

মকারান্ত যে কৃৎ প্রত্যয়, তাহারই যদি অব্যয় সংজ্ঞা বুঝায়, তাহা হইলে তাহাতে কি দোষ হইবে?

কারয়াঞ্চকার, হারাঞ্চকার এইস্থলে মকারান্ত আম্. প্রত্যয়টী ণিজন্ত এবং হৃ কৃ ধাতুর উত্তর ব্যবহার হইলেও এস্থলে অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না।

অনন্তর যদি কৃৎ প্রত্যয় আছে অন্তে যার এমন যে মকারান্ত শব্দ, যেমন প্রতামৌ, (প্র—তম্+ক্বিপ্=প্রতাম্ ১মা, দ্বিবচনে প্রতামৌ, এবং বহুবচনে প্রতামঃ) এইস্থলেও অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্তি করি। যেমন ইচ্ছা কর, তেমনই হউক! ম কারান্ত যে কৃৎ প্রত্যয় তাহারই বা অব্যয় সংজ্ঞা হউক। কারয়াঞ্চকার হারয়াঞ্চকার এই সকল প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

পুনঃ, আমি তোমাকে জিজ্ঞসা করি যে, তুমি এই স্থলে অব্যয় সংজ্ঞা করিয়া কি ফল ইচ্ছা কর?

অব্যয়ের উত্তরে যাহাতে বিভক্তির লোপ হয় তাহাই ইচ্ছা করি। এইরূপ নাই বা রইল, অর্থাৎ এইস্থলে অব্যয় সংজ্ঞা করিয়া বিভক্তির লোপ নাই বা করা হইল?

এইরূপ করিলে, আমঃ, এইরূপ যে বিভক্ত্যন্ত পদ হইত, তাহা কখনও সিদ্ধ হইবে না। কারণ, সেই স্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত লিট্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি হইবে। সেই স্থলে, লিগ্রহণের নিবৃত্তি হইবে।

যদি লিগ্রহণের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে তো প্রত্যয় মাত্রেরই লোপ প্রাপ্তি হইবে?

প্রত্যয় মাত্রেরই তো লোপ ইচ্ছা করিতেছেন। যদি এইস্থলে প্রত্যয় মাত্রেরই লোপ ইচ্ছা করেন তাহাহইলে এইরূপ করা হইবে যে "কৃঞানু-প্রযুজ্যতে লিটি" (লিট্ প্রত্যয়ে ধাতুর উত্তর কৃধাতুর ও পশ্চাৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে) এইসূত্রে কৃধাতু আদেশ করিবার পর, আম্ প্রত্যয় হইলে, যদি প্রত্যয় মাত্রেরই লোপ হয়,তাহা হইলে ইহাও উপপন্ন (প্রতিপাদন) হইবে অথবা পুনঃ ইহাই বলা হইবে যে কৃৎ প্রত্যয় অন্তে আছে এমন যে মকারান্ত শব্দ তাহারই অব্যয় সংজ্ঞা হয়।

যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে প্রতামৌ, প্রতামঃ ইত্যাদি লোপহীন দ্বিবচন বহুবচনান্ত পদ কিরূপে সিদ্ধি হইবে? আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় অনুসারেই জানা যাইবে যে, প্রত্যয় লক্ষণেতে অব্যয় সংজ্ঞা হয় না; যেহেতু এই প্রশান্ শব্দটী স্বরাদিগণে পাঠ করিয়াছেন। (যদি প্রত্যয় লক্ষণ প্রযুক্ত অব্যয় সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইত তাহা হইলে প্রশান্ শব্দকে আবার অব্যয় করিবার জন্য স্বরাদিগণে পাঠ করিবার কোনও প্রয়োজন হইত না)।

বার্ত্তিকমূলম্—কৃন্মেজন্তশ্চানিকারোকার প্রকৃতিঃ।

বর্ত্তিকানুবাদ—কৃৎ যে মান্ত তাহার ইকার, উকার, প্রকৃতির অব্যয় সংজ্ঞা বলা উচিত নহে;

ভাষ্যমূলম্—কৃন্মেজন্তশ্চানিকারোকারপ্রকৃতিরিতি বক্তব্যম্। ইহ মা ভূৎ। আধয়ে আধেঃ। চিকীর্ষবে চিকীর্ষোরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অকারান্ত কৃৎ প্রত্যয় এবং এজন্ত শব্দের অব্যয় সংজ্ঞা করণ কালে ইকার এবং উকারান্ত যে প্রকৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বে ইকারান্ত এবং

উকারান্ত শব্দ ছিল, পরে যদি গুণ অথবা বৃদ্ধি হইয়া তাহারা, এচ্ (এ, ও, ঐ, ঔ,) হইয়া থাকে, তবে তাহার অব্যয় সংজ্ঞা হয় না, এইরূপ বলা উচিত। যেমন আধি শব্দের ইকারের গুণ হইয়া ৪র্থীর একবচনে আধয়ে ও পঞ্চমীর একবচনে আধেঃ এবং চিকীর্ষু শব্দের উকারের গুণ হইয়া ৪র্থীর একবচনে চিকীর্ষবে আর ৫মীর একবচনে চিকীর্ষোঃ এইরূপ এজন্ত শব্দ হইয়াছে ও ইহাদের প্রকৃতির মূলে ইকারান্ত এবং উকারান্ত হইয়াছিল বলিয়া যেন অব্যয় সংজ্ঞা না হইতে পারে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অন্যপ্রকৃতিরিতি বা।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যাহার প্রকৃতি অন্যরূপ হয় নাই এমন যে কৃৎ, তাহার অব্যয় সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা অনন্যপ্রকৃতিঃ কৃদব্যয়সংজ্ঞো ভবতীতি বক্তব্যম্। কিং পুনরত্রজ্যায়ঃ। অনন্যপ্রকৃতিরিতি বচনমেব জ্যায়ঃ। ইদমপি সিদ্ধং ভবতি কুম্ভকারেভ্যো নগরকারেভ্য ইতি। তত্তর্হিবক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ—অথবা যে কৃতের প্রকৃতি রূপান্তর হয় নাই, তাহার অব্যয় সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য। এস্থলে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? (পূর্ব্বোল্লিখিত ইকার উকার প্রকৃতির অব্যয় নিষেধ করাই শ্রেষ্ঠ, না, পরোল্লিখিত অন্য প্রকৃতির অব্যয় সংজ্ঞা নিষেধ বলাই শ্রেষ্ঠ)? অনন্য প্রকৃতির অব্যয় সংজ্ঞা হয় না, এরূপ বচন করাই শ্রেষ্ঠ। কুম্ভকারেভ্য, নগরকারেভ্য এই সকল প্রয়োগ ও সিদ্ধ হইবে।

তাহা হইলে ইহাও বলা উচিত হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বা সন্নিপাতলক্ষণোবিধিরনিমিত্তং তদ্‌বিঘাতস্যেতি *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ইহা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই; কারণ সন্নিপাত লক্ষণ বিধি, তাহার নষ্টের কারণ হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা বক্তব্যম্। কিং কারণম্। সংনিপাতলক্ষণোবিধির-নিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেত্যেষা পরিভাষা কর্ত্তব্যা। কঃ পুনরত্র বিশেষঃ। এষা বা পরিভাষা ক্রিয়েত। অনন্যপ্রকৃতিরিতি বোচ্যেত। অবশ্যমেষা পরিভাষা কর্ত্তব্যা। বহূন্যেতস্যাঃ পরিভাষায়াঃ প্রয়োজনানি। কানি পুনস্তানি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তাহার কারণ কি?

কারণ, এইরূপ পরিভাষা করিতেই হইবে যে, সংনিপাতলক্ষণোবিধির-নিমিত্তং তদ্বিঘাতস্য অর্থাৎ দুইটি বিষয় এক সময়েতে একস্থানে পরস্পর কার্য্যকারী হইলে, যাহাকে নিমিত্ত করিয়া যে বিধি হয়, সে তাহার নিমিত্তের বিনাশক হয় না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইযে "কুম্ভকার" শব্দের উত্তর ভ্যস্ বিভক্তিতে "বহুবচনে ঝল্যেৎ" এইসূত্রানুসারে বহুবচনে একার আদেশ হইলে, এই এজন্ত আদেশটীর অব্যয় সংজ্ঞা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সেই একারান্তটি, শব্দের মূল প্রকৃতি নহে বলিয়া তাহার অব্যয় সংজ্ঞা হইবে না। আর যেই বহুবচনকে নিমিত্ত করিয়া একার আদেশ হইয়াছে সেই একারান্ত শব্দ, কখন ও ভ্যস্ প্রত্যয়ের (অব্যয়ত্ব প্রযুক্ত) নাশক হইতে পারে না।

এই পরিভাষাই করা হউক, অথবা অনন্য প্রকৃতিই করা হউক, যখন একটা কিছু বলিতেই হইবে, তখন এস্থলে আর বিশেষ কি আছে অর্থাৎ একটা করিলেই তো হইলে সংনিপাত লক্ষণ করিয়া বিশেষ কি ফলোদয় হইবে।

(এই ফলোদয় হইবে যে অন্য প্রকৃতির মাত্র এই স্থলেই প্রয়োজন)। সন্নিপাতলক্ষণ পরিভাষা, স্থানান্তরের জন্য ও অবশ্যই করিতে হইবে। কারণ এই পরিভাষার অনেক প্রয়োজন রহিয়াছে।

সেই সকল প্রয়োজন কি কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রয়োজনং হ্রস্বত্বং তুগ্বিধেগ্রামণিকুলম্ *

বার্ত্তিকানুবাদ—হ্রস্বত্বং গ্রামণিকুলম্ এইস্থলে, তুগ্‌বিধি প্রভৃতি স্থলে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—গ্রামণিকুলম্ সেনানিকুলমিত্যত্র হ্রস্বত্বে কৃতে হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুগিতি তুক্ প্রাপ্নোতি। সন্নিপাতলক্ষণোবিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। বহিরঙ্গং হ্রস্বত্বম্ অন্তরঙ্গত্বম্। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

ভাষ্যানুবাদ।—গ্রামণিকুলম্, সেনানিকুলম্ এই সকল স্থলে হ্রস্বত্ব করা হইলে, হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্ এই সূত্রানুসারে তুক্ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু সন্নিপাতলক্ষনোবিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্য এই পরিভাষা করিলে আর কোনও দোষ হইবে না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, গ্রামণিকুলম্ এই স্থলে

গ্রাম শব্দপূর্ব্বক নী ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া গ্রামণী এই প্রয়োগ সিদ্ধি হইলে "ইকো হ্রস্বো হঙ্যো গালবস্য ৬৩৬১। (ঙী অন্ত ভিন্ন ইক্ অন্তে আছে যাহার, এমন যে শব্দ, তাহার দীর্ঘ স্থানে হ্রস্ব হয়, বিকল্পে, কোনও পদ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে ঈস্থানে ই হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্বিপ্ প্রত্যয়ের পকার ইৎ নিমিত্ত "হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্ ৬।১।৭১।" (প ইৎ বিশিষ্ট কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে, হ্রস্বান্ত শব্দের উত্তর তুক্ আগম হয়)।

এই সূত্রানুসারে তুক্ আগম হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু গ্রামণি শব্দের অব্যবহিত পরে কুল শব্দ থাকাতে, ঈ স্থানে ই হইয়াছে। কিন্তু মধ্যস্থলে তুক্ আগম হইলে, গ্রামণি এবং কুল শব্দের পরস্পর ব্যবধান হওয়া নিবন্ধন হ্রস্বত্ব প্রাপ্তিরই ব্যাঘাত হইবে। সুতরাং যেই হ্রস্বকে নিমিত্ত করিয়া তুক্ আগম হইয়াছিল সেই তুক্ আগম পুনরায় হ্রস্বত্বের নাশক হইতে পারেনা, এইরূপ পরিভাষা করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

এইরূপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই; কারণ—হ্রস্বত্ব বিধায়ক শাস্ত্র বহিরঙ্গ (যেহেতু তাহার মধ্যে অনেকগুলি নিমিত্ত থাকা চাই অর্থাৎ ইক্ হওয়া, ঙী না হওয়া, পরে কোনও পদ থাকা ইত্যাদি অনেক নিমিত্ত থাকা চাই বলিয়া ইহা বহিরঙ্গ হইয়াছে) আর তুগ্বিধি (কেবল পইৎ ও কৃৎ নিমিত্ত হইয়া থাকে বলিয়া) অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং এইস্থলেও তুগ্বিধি করা হইলে, আর হ্রস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই; অথচ হ্রস্ব না হইলে ও তুক্ হইতে পারে না। অতএব বহিরঙ্গ কার্য্য হ্রস্ব হইয়া যাওয়ার পর আর তুক্ আদেশ হইতে পারে না, এইরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইলে "সংনিপাত" পরিভাষা অনাবশ্যক হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন লোপোবৃত্রহভিঃ*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বৃত্রহন্ শব্দের উত্তর ভিস্ প্রত্যয় করিলে ন কারের লোপ হইয়া "তুক্" প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—বৃত্রহভির্ভ্রূণহভিরিত্যত্র ন লোপে কৃতে হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুগিতি তুক্ প্রাপ্নোতি। সংনিপাত লক্ষণোবিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। অসিদ্ধো ন লোপঃ। তস্যাসিদ্ধত্বান্ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বৃত্রহভিঃ, ভ্রূণহভিঃ, (বৃত্রহন্ ও ভ্রূণহন্ শব্দ ৩য়ার বহু-

বচনে ভিস্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে) ইত্যাদি স্থলে "ন লোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য।৮।২।৭।" (প্রাতিপদিকসংজ্ঞক যে পদ, তাহার অন্তস্থিত ন কারের লোপ হয়) এই সূত্রানুসারে ন কারের লোপ করিলে, "হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্" এই সূত্রানুসারে (বৃত্রহশব্দের উত্তর) তুক্ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু "সংনিপাত লক্ষণ বিধি, তাহার নিমেত্তের নাশক হয় না"; এই নিয়মানুসারে দোষ হইবে না।

এইরূপ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, ন লোপ বিধায়ক শাস্ত্র (ত্রিপাদিতে অবস্থান করিতেছে বলিয়া "পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্" সূত্রানুসারে ৮ম "অ" ২য় পাদের ৭ম সূত্রটি) অসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং তাহার অসিদ্ধতা হেতুই আর ন লোপ প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—উদুপধত্বমকিত্বস্যনিকুচিতে*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উৎ উপধাতে আছে যার, তাহাতে কিৎ বিধান অনিমিত্ত হইবে, যেমন নিকুচিতে।

ভাষ্যমূলম্।—উদুপধত্বমকিত্বস্যানিমিত্তম্ ক। নিকুচিতে। নিকুচিতমিত্যত্র ন লোপে কৃতে উদুপধাত্তাবাদিকর্ম্মণোরন্যতরস্যামিত্যাকিত্বং প্রাপ্নোতি। সংনিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। অস্তত্রাকিত্বম্। ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুক ইতি। প্রতিষেধো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উৎ, (উকার) উপধাতে আছে যার, তাহারা কিত্ব অর্থাৎ ককার ইৎপ্রযুক্ত কার্য্যের অনিমিত্ত হইবে।

কোথায়?

নিকুচিতে (কুঞ্চ ধাতু ভাবে, ক্ত প্রত্যয় করিয়া নিকুচিত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে এবং অনিদিতাম্ হল উপধায়াক্ঙিতি।৬।৪।২৪, অর্থাৎ ইকার ইৎ হয় নাই এমন যে ব্যঞ্জনান্ত ধাতু তাহার উপধার ন কারের লোপ হয় ক ইৎ এবং ঙ প্রত্যয় পরে থাকিলে, এই সূত্রানুসারে কুঞ্চধাতুর চকারের পূর্ব্বস্থিত নকারের লোপ হইয়াছে) নিকুচিতং এইস্থলে ন কারের লোপ করিলে পর, উদুপধাত্তাবাদিকর্ম্মণোরন্যতরস্যাম্ ১।২।২১। (উকার উপধাতে আছে যার, এমন ধাতুর পরস্থিত ভাববাচ্যে এবং কর্ম্মবাচ্যে ইকারবিশিষ্ট নিষ্ঠা প্রত্যয় হইলে ক ইৎপ্রযুক্তকার্য্য বিকল্পে হয়; যেমন দ্যুৎ ধাতু, উকার উপধাবিশিষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করাতে, সেট্ ধাতু হওয়াতে ক্ত প্রত্যয়

করিয়া ক লোপবিশিষ্ট কার্য্য হওয়াতে দ্যুতিতম্, এবং ক লোপ কার্য্য বিকল্পে হওয়াতে দ্যোতিতম্ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে)। এই সূত্রানুসারে এক পক্ষে ক ইতের নিষেধ করাতে নিকুচিতম্ প্রয়োগ না হইয়া নিকোচিতম্ এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ প্রাপ্তি হইত, কিন্তু সংনিপাত লক্ষণ বিধি, তাহার নষ্টের কারণ হয় না বলিয়া যে উকার ইৎকে নিমিত্ত করিয়া উপধার নিষেধ হইয়াছিল আবার সেই উকার উপধাই ককার ইৎ কার্য্যের নাশক হইতে পারে নাই, এই জন্যই কোনও দোষ হইবে না। ইহারও কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, এস্থলে অকিত্ত্বের (ককার ইৎ কার্য্যের নিষেধ) প্রাপ্তি হউক, কিন্তু ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে ১।১।৪ এই সূত্রানুসারে ধাত্বংশ নকার লোপ বিশিষ্ট কুঞ্চ ধাতুর নিষেধ হইবে; সুতরাং পরিভাষা না করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—নাভাবো যঞি ন দীর্ঘত্বস্যামুনা*।

বার্ত্তিকানুবাদ—না ভাবে যঞ্ পরে থাকিলে দীর্ঘের প্রাপ্তি হইবে, যেমন অমুনা।

ভাষ্যমূলম্।—নাভাবো যঞি দীর্ঘত্বস্যানিমিত্তম্। ক। অমুনা। না ভাবে কৃতে অতো দীর্ঘো যঞি সুপিচেতি দীর্ঘত্বং প্রাপ্নোতি। সন্নিপাত-লক্ষণোবিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। বক্ষ্যত্যেতৎ ন মু টাদেশ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—না ভাব করিলে, যঞ্ পরে থাকিলে, দীর্ঘের নিমিত্ত হইবে না।

কোথায়?

"অমুনা" এই স্থলে অদস্ শব্দের উত্তর ৩য়ার এক বচনে টা বিভক্তি করিলে, টা স্থানে না ভাব করিলে, সেই নাএর নকারটি, যঞ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ হওয়াতে, অতো দীর্ঘো যঞি ৭।৩।১০১। (অকারান্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়, যঞ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে, সার্ব্বধাতুক বিষয়ক হইলে। যেমন,—ভবামি) এই সূত্রাধিকারে সুপি চ ৭।৩।১০২। এই সূত্রানুসারে 'সুপ্' বিভক্তি পরে থাকিলেও 'অমু'র, উকারের দীর্ঘ হইবে। সংনিপাত লক্ষণ বিধি তাহার নাশের কারণ হয় না, এজন্যই কোন ও দোষ হইবে না। অর্থাৎ যে উ কে নিমিত্ত করিয়া টা স্থানে 'না' আদেশ হইয়াছে সেই "না" আদেশ আবার কখনও 'অমু'র "উ"কার কে নাশ করিয়া দীর্ঘ আদেশ হইতে পারে না।

ইহারও কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, এইরূপ বলা হইবে যে, ন মু, টা, আদেশ হয় অর্থাৎ অদস্ শব্দের মুর পরে, "টা" স্থানে "না" আদেশ হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—আত্বং কিত্বস্যোপাদাস্ত *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ককার ইৎ বিধানে, আকারত্ব নিমিত্ত হইবে না। যথা উপাদাস্ত।

ভাষ্যমূলম্।—আত্বং কিত্বস্যানিমিত্তং স্যাৎ। ক উপাদাস্তাস্য স্বরঃ শিক্ষকস্যেতি। আত্বেকৃতে স্থাঘ্বোরিচ্চেতীত্বং প্রাপ্নোতি। সংনিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। উক্তমেতৎ। দীঙঃ প্রতিষেধঃ স্থাঘ্বোরিত্বে ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আকারত্ব কখনও ক কার ইতের নিমিত্ত হইবে না। কোথায়?

উপাদাস্ত অস্য স্বরঃ শিক্ষস্য অর্থাৎ এই শিক্ষকের স্বর উপাদাস্ত) ক্ষয় হইয়াছে) এইস্থলে উপ, পূর্ব্বক দীঙ্ ধাতুর লঙের "ত" বিভক্তিতে ঐকার স্থানে আকারান্ত আদেশ করিলে, স্থাঘ্বোরিচ্চ ১।২।১৭ (স্থা ধাতুর এবং ঘু সংজ্ঞক ধাতুর ইকার আদেশ হয় এবং স ইৎ হয়, ও ক ইৎ হয়, তঙ্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে ইত্ব প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু সংনিপাত লক্ষণ বিধি তাহার নাশের কারণ হয় না বলিয়া কোন ও দোষ হইবে না অর্থাৎ দীঙ্ ধাতুর উত্তর 'মীনাতি মিনোতি দীঙাং ল্যপি চ' এই সূত্রানুসারে দীঙ্ ধাতুর স্থানে আকারান্ত আদেশ করিলে "দাধাঘ্বদাপ্" এই সূত্রানুসারে ঘু সংজ্ঞা হইবার পর "স্থাঘ্বোরিচ্চ" সূত্রানুসারে ইকার আদেশ প্রপ্তি হইয়া ছিল। কিন্তু এইস্থলে ক ইতের অনিমিত্তক যে আত্ব, তাহা ককার ইৎ প্রযুক্ত 'ই' ত্বের বিধায়ক (ক ইৎ অভাবে) কখনও হইতে পারে না বলিয়াই সিদ্ধ হইবে।

ইহারও কোনও প্রায়জন নাই। :কারণ ইহা উক্তই হইয়াছে যে, "স্থা" এবং "ঘু" সংজ্ঞকের ইত্ব বিধানে দীঙের প্রতিষেধ হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—তিসৃচতসৃত্বং ঙীব্বিধেঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'ঙীপ্' বিধানে তিসৃ এবং চতসৃর অনিমিত্ত হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—তিসৃচতসৃত্বং ঙীব্বিধেরনিমিত্তম্। ক। তিস্রস্তিষ্ঠন্তি চতস্রস্তিষ্ঠন্তীতি। তিসৃচতসৃভাবে কৃতে ঋন্নেভ্যোঙীবিতি ঙীপ্ প্রাপ্নোতি।

সংনিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন তিসৃচতসৃভাবে কৃতে ঙীব্ ভবতীতি যদয়ং ন তিসৃচতসৃ ইতি নামীতি দীর্ঘত্বস্য প্রতিষেধং শাস্তি।

ইমানি তর্হি প্রয়োজনানি। শতানি সহস্রাণি। নুমি কৃতে ষ্ণান্তা ষড়িতি ষট্ সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। সংনিপাতলক্ষণোবিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি। শকটৌ পদ্ধতৌ। অত্বেকৃতে অত ইতি টাপ্ প্রাপ্নোতি। সন্নিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্‌বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি। ইয়েষ, উবোষ। গুণে কৃতে ইজাদেশ্চ গুরুমতোনৃচ্ছ ইত্যাম্ প্রাপ্নোতি। সন্নিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্‌বিঘাতস্যেতি ন দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তিসৃ এবং চতসৃত্ব ঙীপ্ বিধির প্রতি নিমিত্ত হইবে না।

কোথায় ?

তিস্রস্তিষ্ঠন্তি (তিনটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে) চতস্রস্তিষ্ঠন্তি ইত্যাদি স্থলে ত্রিএবং চতুর্ শব্দ স্থানে (ত্রিচতুরোস্ত্রিয়াং তিসৃচতসৃণাম্।৭।২।৯৯।) তিসৃ এবং চতসৃ আদেশ করিলে ঋন্নেভ্যো ঙীপ্ ৪।১।৫। সূত্রানুসারে ঙীপ্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু সন্নিপাত লক্ষণ নিষ্পন্ন বিধি তাহার নিমিত্তের বিনাশক হয় না বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে যে ঋকারান্ত তিসৃ চতসৃ আদেশ হইয়াছিল, এক্ষণে আর তাহাকে নষ্ট করিয়া ঈকারান্ত হইতে পারিবে না, সুতরাং কোন দোষ হইবে না।

ইহারও কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে যে তিসৃ আদেশ করিলে আর ঙীপ্ প্রত্যয় হয় না। যেহেতু তিনি ন তিসৃ চতসৃ। ৬।৪।৪ ॥ (তিসৃ ও চতসৃ এই শব্দ দ্বয়ের পরে নামি সূত্রানুসারে দীর্ঘ হয় না) এইসূত্রানুসারে নামি ।৬।৪।৩॥ (ষষ্ঠীর বহুবচনে স্থিত নাম্ বিভক্তি পরে থাকিলে অজন্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়) এই সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত দীর্ঘের নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ যখন তিসৃ ও চতসৃ শব্দের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবে তখন ত তাহা স্বভাবতই দীর্ঘ ঈকারান্ত হইবে সুতরাং তাহার দীর্ঘের নিষেধ করিয়া আর কি ফল লাভ হইবে।

শতানি সহস্রাণি (শত এবং সহস্র শব্দের উত্তর) নুম্ আদেশ করিলে "ষ্ণান্তাষট্' এই সূত্রানুসারে নকারান্ত আদিষ্ট শতন্ এবং সহস্রন্ শব্দের ষট্ সংজ্ঞা হইয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, অতএব এই সকল স্থানে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

সন্নিপাত লক্ষণ সম্পন্ন বিধি তাহার নাশের কারণ হয় না বলিয়া বিভক্তি নিমত্তক প্রাপ্ত শত শব্দের নুম্ কখনও সেই বিভক্তির নাশক হইতে পারিবেনা? সুতরাং কোনও দোষ হইবে না।

শকটৌ পদ্ধতৌ এস্থলে (শকটি এবং পদ্ধতি শব্দের উত্তর. অচ্চঘেঃ।৭।৩।১১৯। এইসূত্রানুসারে ইকারান্ত শব্দের উত্তর ঙি বিভক্তির স্থানে ঔ আদেশ হয় বলিয়া এবং ঘি সংজ্ঞক শব্দের অন্তে অকার আদেশ হয় বলিয়া) অকার করিলে অতঃ অর্থাৎ 'অজাদ্যতষ্টাপ্' এই সূত্রানুসারে আদিষ্ট আকারান্ত বিশিষ্ট শকট ও পদ্ধত শব্দের উত্তর টাপ্ প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু সন্নিপাত লক্ষণ বিধি তাহার নিমিত্তের বিনাশক হয় না বলিয়া, অকারান্ত আদেশের বিনাশক না হওয়াতে কোন দোষ হইবে না।

ইয়েষ উবোষ (ইষ্ এবং উষ্ ধাতুর) গুণ করিলে (ইকারের গুণে একার এবং উকারের গুণে ওকার হওয়াতে) ইজাদেশ্চ গুরুমতোনৃচ্ছঃ।৩।১।৩৫। এই সূত্রানুসারে আদিষ্ট একারও ওকারাদি বিশিষ্ট ধাতু গুরুস্বর সম্পন্ন হওয়াতে লিট্ বিভক্তিতে আম্ প্রত্যয়ের প্রাপ্ত হইলে সন্নিপাত লক্ষণ বিধি তাহার নিমিত্তের বিঘাতক হয় না বলিয়া এইস্থলে আম্ প্রত্যয় করিলে লোপ হইবে বলিয়া প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের সন্নিপাতের (মিলনের) ব্যাঘাতক হইবে সুতরাং কোন দোষ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্। তস্য দোষো বর্ণাশ্রয়ঃ প্রত্যয়ো বর্ণবিচালস্য।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বর্ণকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যয় হইলে বর্ণ বিচলিত হইবার কারণ হয় বলিয়া, তাহার দোষ হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—তস্যৈতস্য লক্ষণস্য দোষো বর্ণাশ্রয়ঃ প্রত্যয়ো বর্ণবিচালস্যানিমিত্তং স্যাৎ। ক্ব। অত ইঞ্। দাক্ষিঃ। প্লাক্ষিঃ। ন প্রত্যয়ঃ সন্নিপাতলক্ষণঃ। অঙ্গসংজ্ঞা তর্হ্যনিমিত্তং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—যেস্থানে বর্ণমাত্রকে আশ্রয় করিয়া কোন প্রত্যয় হয় সেই স্থলে ইহা (সন্নিপাত লক্ষণ) বর্ণ লোপের নিমিত্ত হইবে না বলিয়া এই লক্ষণের দোষ হইবে।

কোথায়?

অতইঞ্।৪।১।৯৫। (অকারান্ত শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে অকারান্ত দক্ষ এবং প্লক্ষ শব্দের উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া দাক্ষিঃ এবং প্লাক্ষিঃ এইরূপ প্রয়োগ হইলে. দক্ষ শব্দের অকার কে

নিমিত্ত করিয়া উৎপন্ন যে ইঞ্ প্রত্যয়, তাহা কখনও সেই অকারের বিনাশক হইতে পারিবে না।

কেন হইতে পারিবে না?

কারণ প্রত্যয় ত কখনও সন্নিপাত লক্ষণ হয় নাই। যে হেতু দাক্ষিঃ এই প্রয়োগে যে ইকার টী পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত ছিল তাহাই এস্থলে পুনরায় উচ্চারিত হইয়াছে মাত্র। তাহা হইলে অঙ্গ সংজ্ঞাই ত তাহার নিমিত্ত হইবে না। অর্থাৎ দক্ষ শব্দের অকার কে যদি অঙ্গ সংজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবেইনা তাহার লোপ হইবে, কিন্তু ইকার কে প্রত্যয না বলিয়া যদি তাহাকে অবয়ব বলা হয়, তাহা হইলে অঙ্গ সংজ্ঞা অভাব হেতু প্রয়োগ ই সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—আত্বং ন পুগ্বিধেঃ ক্রাপয়তি। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ক্রাপয়তি ইত্যাদি স্থলে আকারান্তোক্ত কখনও পুগ্বিধির নিমিত্ত হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—আত্বং পুগ্বিধেরনিমিত্তং স্যাৎ। ক। ক্রাপয়তীতি।

ভষ্যানুবাদ।—আদিষ্ট "ক্রা" ধাতুর উত্তর আকারান্তত্ব হেতু ণিচ্ প্রত্যয়ে যে "পুক্" আগম হইয়া থাকে তাহাও হইবে না। যে হেতু আগত "পুক্" ও আকারেরই অবয়ব বিশেষ ("যদাগম" পরিভাষা দ্বারাই ইহা) সিদ্ধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—পুক্ হ্রস্বত্বস্যাদীদপৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অদীদপৎ ইত্যাদি স্থলে "পুক্" আগম, হ্রস্বত্বের নিমিত্ত হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—পুগ্ হ্রস্বত্বস্যানিমিত্তং স্যাৎ। ক। অদীদপদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অদীদপৎ ইত্যাদি স্থলে পুক্ আগম, কখনও হ্রস্বত্বের নিমিত্ত হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ত্যদাদ্যকারষ্টাব্বিধেঃ।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ত্যদাদিবিহিত যে আকার তাহা কখনও টাপ্ বিধির নিমিত্ত হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ত্যদাদ্যকারষ্টাব্বিধেরনিমিত্তং স্যাৎ। ক। বাসেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ত্যদাদীনামঃ। ৭।২।১০২। (বিভক্তি পরে থাকিলে ত্যদ্ প্রভৃতি শব্দের অকারান্ত আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে ত্যদ্ প্রভৃতির অকা-রান্ত আদেশ হইলে, সেই অকার কখনও টাপ্ বিধির নিমিত্ত হইবে না

অর্থাৎ আদিষ্ট অকারকে নিমিত্ত করিয়া "অজাদ্যতষ্টাপ্ এই সূত্রানুসারে কখনও টাপ্ আদেশ হইবে না।

কোথায় ?

ষা এবং সা ইত্যাদি স্থলে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ইড়্বিধিরাকারলোপস্য যয়িবান্।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যয়িবান্ ইত্যাদি স্থলে ইট্ বিধি,আকার লোপের'নিমিত্ত', হইতে পারে না।

ভাষ্যমূলম্।—ইড়্বিধিরাকারলোপস্যানিমিত্তং স্যাৎ। ক। যয়িবান্ তস্থিবান্ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইট্ বিধি কখনও আকার লোপের প্রতি কারণ হইবে না।

কোথায় ?

যয়িবান্ (যাধাতু ক্বসু) তস্থিবান্ (স্থাধাতু, লিটঃ কানজ্বা।৩।২।১০৬। ক্বসুশ্চ।৩।২।১০৭। এই সূত্রানুসারে ক্বসু প্রত্যয় করিলে তস্থিবান্ প্রয়োগ হইবে।)

বার্ত্তিকমূলম্। মতুব্বিভক্ত্যুদাত্তত্বং পূর্ব্বনিঘাতস্য।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—মতুপ্ বিভক্তির উদাত্তত্ব, পূর্ব্বঅনুদাত্তের নিমিত্ত হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—মতুব্বিভক্ত্যুদাত্তত্বম্ পূর্ব্বনিঘাতস্যানিমিত্তং স্যাৎ। ক। অগ্নিমান্ বায়ুমান্ পরমবাচা পরমবাচে।

ভাষ্যানুবাদ।—মতুপ্ বিভক্তিতে পূর্ব্ব উদাত্ত কে আশ্রয় করিয়া যে উদাত্তত্ব করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরকে অনুদাত্ত করিতে পারিবে না।

কোথায় ?

অগ্নিমান্ বায়ুমান্ ইত্যাদি স্থলে এবং এইরূপ পরমবাচা পরমবাচে ইত্যাদি স্থলেও"অন্তোদাত্তাদুত্তরপদাদন্যতরস্যামনিত্যসমাসে ৬।১।১৬৯।" এইসূত্রানুসারে তৃতীয়াদি বিভক্তিতে উদাত্ত বিধান করিলে তাহাকে নিমিত্ত করিয়া "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্।৬।১।১৫৮। সূত্রানুসারে অনুদাত্ত হইবে না ; যেহেতু সন্নিপাত পরিভাষা তাহার বিরোধিনী হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—নদীহ্রস্বত্বং সম্বুদ্ধিলোপস্য *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—নদী সংজ্ঞার হ্রস্বত্ব কখনও সংবুদ্ধি লোপের নিমিত্ত হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—নদীহ্রস্বত্বং সংবুদ্ধি লোপস্যানিমিত্তং স্যাৎ। ক্ব। নদি কুমারি কিশোরি ব্রাহ্মণি ব্রহ্মবন্ধু ইতি। নদীহ্রস্বত্বে কৃতে এঙ্ হ্রস্বাৎ সংবুদ্ধেরিতি সংবুদ্ধিলোপো ন প্রাপ্নোতি। মা ভূদেবম্। ঙ্যন্তাদিত্যেবম্ ভবিষ্যতি। ন সিদ্ধ্যতি দীর্ঘাদিত্যুচ্যতে হ্রস্বান্তাচ্চ ন প্রাপ্নোতি॥ ইদমিহ সম্প্রধার্য্যম্। হ্রস্বত্বং সংবুদ্ধিলোপ ইতি। কিমত্র কর্ত্তব্যম্। পরত্বাদ্-হ্রস্বত্বম্। নিত্যঃ সংবুদ্ধিলোপঃ। নহি কৃতে হ্রস্বত্বে প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্। সন্নিপাতলক্ষণোবিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি। এতে দোষাঃ সমা ভূয়াংসো বা। তস্মান্ নার্থোঽনয়া পরিভাষয়া। নহি দোষাঃ সন্তীতি পরিভাষা ন কর্ত্তব্যা। লক্ষণং বা ন প্রণেয়ম্। নহি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধিশ্রীয়ন্তে। ন চ মৃগাঃ সন্তীতি যবা নোপ্যন্তে। দোষাঃ খল্বপি সাকল্যেন পরিগণিতাঃ। প্রয়োজনানামুদাহরণমাত্রম্। কুত এতৎ। নহি দোষাণাং লক্ষণমস্তি। তস্মাদ্যান্যেতস্যাঃ পরিভাষায়াঃ প্রয়োজনানি তদর্থমেষা পরিভাষা কর্ত্তব্যা প্রতিবিধেয়ং দোষেষু।

ভাষ্যানুবাদ।—(অম্বার্থনদ্যোর্হ্রস্বঃ।৭।৩।১৪৭।) সূত্রানুসারে নদী সংজ্ঞক শব্দের অন্তর্বর্ত্তী স্বরবর্ণের হ্রস্ব হইলে সেই আদিষ্ট হ্রস্ব, কখনও (এঙ্হ্রস্বাৎ সংবুদ্ধেঃ।৬।১।৬৯। এই সূত্রানুসারে) সংবুদ্ধি অর্থাৎ সম্বোধনের প্রথমার এক বচনের (একবচনং সংবুদ্ধিঃ।২।৩।৪৯।) লোপের প্রতি"কারণ" হইবেনা। কোথায় ?

নদি, কুমারি, কিশোরি, ব্রাহ্মণি, ব্রহ্মবন্ধু (ঊঙুতঃ ৪।১। ৬৬। সূত্রানুসারে বন্ধু) এই সকল স্থলে নদী সংজ্ঞা প্রযুক্ত হ্রস্ববিধান করিলে " এঙ্ হ্রস্বাৎ সংবুদ্ধে" এই সূত্রানুসারে 'সংবুদ্ধির' লোপ প্রাপ্ত হইবে না।

এইরূপে নাইবা হইল, ঙীপ্রত্যয়ান্তের সুবিভক্তির লোপ হয় (হল্-ঙ্যাভ্যোদীর্ঘাৎ সুতিস্যপৃক্তং হল্।৬।১।৬৮ সূত্রানুসারে)'সু'র লোপ হয় বলিয়াই সিদ্ধি হইবে।

এইরূপে সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু সেই সূত্রে দীর্ঘাৎ অর্থাৎ দীর্ঘ অন্ত বিশিষ্ট হইলেই তদুত্তর সুরলোপ হইয়া থাকে, সুতরাং নদী প্রভৃতি শব্দের সম্বোধনে হ্রস্ব হইলে পর আর তাহা প্রাপ্তি হইবে না।

আচ্ছা তবে ইহাই পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে সম্বোধনে হ্রস্ব করিয়া সম্বুদ্ধির লোপ করা হইবে, অথবা পূর্ব্বে সুর লোপ করিয়া পরে সম্বোধন করা যাইবে—এতদুভয়ের মধ্যে কি করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব বিধি অপেক্ষা পর বিধি বলবান্ বলিয়া পর সূত্র দ্বারা বিহিত হ্রস্ব বিধিই পূর্ব্বে করা কর্ত্তব্য।

না, তাহা নহে। সংবুদ্ধি লোপই পূর্ব্বে করা কর্ত্তব্য। যেহেতু সংবুদ্ধি লোপ নিত্যবিধি—হ্রস্বত্ব করিলেও তাহার প্রাপ্তি হয়।

সম্বুদ্ধি লোপ অনিত্য বিধি, যেহেতু হ্রস্ব করিলে আর লোপ প্রাপ্তি হয় না।

তাহার কারণ কি?

সন্নিপাত লক্ষণ বিধি তাহার নিমিত্তের নাশের কারণ হয় না সুতরাং সম্বোধনকে নিমিত্ত করিয়া উৎপন্ন যে হ্রস্ব, তাহা কখনও সেই সম্বোধনের সুবিভক্তির লোপের কারণ হইতে পারে না।

সন্নিপাত লক্ষণের এই সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইল তাহা পরিভাষা না করার দোষের তুল্য, অথবা তদপেক্ষা অতিরিক্ত। সুতরাং এইরূপ দোষযুক্ত পরিভাষা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

অনেক দোষ রহিয়াছে বলিয়া (সান্নিপাত লক্ষণ পরিভাষা করা কর্ত্তব্য নহে বা কোনও লক্ষণ করা যে কর্ত্তব্য নহে, তাহা নহে; কারণ জগতে ভিক্ষুক রহিয়াছে বলিয়া যে কেহ হাঁড়ী চড়ায় না (পাক করে না) তাহা নহে। অনেক পশু রহিয়াছে বলিয়া (পশুরা খাইবে ভয়ে) যে কেহ ক্ষেত্রে যবাদি বপন করে না, তাহা নহে।

বিশেষতঃ এই লক্ষণ করিলে যেখানে যত দোষ ঘটিতে পারে, সেই সমস্ত গণনা করিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল স্থানে প্রয়োজন হইতে পারে তাহা সম্পূর্ণ রূপে গণনা করা হয় নাই, উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই দোষের সংখ্যা সমান অথবা অধিক দৃষ্ট হইয়াছে।

কেন এইরূপ করা হইল?

দোষের কোন লক্ষণ হইতে পারে না বলিয়া, তাহা গণনা না করিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না; এই জন্যই দোষসমূহ গণনা পূর্ব্বক এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই পরিভাষা করিবার যে সকল প্রয়োজন আছে, সেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই পরিভাষা করিতে হইবে এবং যে সকল স্থলে দোষ ঘটিবে, সেই সকল স্থলে তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে অর্থাৎ পরিভাষার অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

অব্যয়ীভাবশ্চ ।৪১।

সূত্রানুবাদ।—অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন শব্দের ও অব্যয় সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—অব্যয়ীভাবস্যাব্যয়ত্বে প্রয়োজনম্ লুগ্ মুখস্বরোপচারাঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—লুক্ (লোপ), মুখস্বর এবং উপচারের জন্য অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন শব্দের অব্যয়সংজ্ঞা করা প্রয়োজনীয়।

ভাষ্যমূলম্।—অব্যয়ীভাবস্যাব্যয়ত্বে প্রয়োজনম্। কিম্। লুগ্ মুখস্বরোপচারাঃ। লুক্। উপাগ্নি, প্রত্যগ্নি। অব্যয়াদিতি লুক্ সিদ্ধো ভবতি। মুখস্বরঃ। উপাগ্নিমুখঃ, প্রত্যগ্নিমুখঃ। নাব্যয়দিক্‌শব্দগোমহৎস্থূলমুষ্টিপৃথুবৎসেভ্য ইত্যেষ প্রতিষেধঃ সিদ্ধো ভবতি। উপচারঃ। উপপয়ঃ কারঃ। উপপয়ঃ-কাম ইতি। অতঃ কৃকমিকংসকুম্ভপাত্রকুশাকর্ণীষনব্যয়স্যেতি প্রতিষেধঃ সিদ্ধো ভবতি। কিং পুনরিদম্ পরিগণনমাহোস্বিদুদাহরণমাত্রম্। পরিগণন-মিত্যাহ। অপিখল্বপ্যাহুঃ। যদন্যদব্যয়ীভাবস্যাব্যয়কৃতং প্রাপ্নোতি তস্য প্রতি-ষেধো বক্তব্যইতি। কিং পুনস্তৎ।

পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। পরাঙ্গবদ্ভাবেঽব্যয়প্রতিষেধশ্চোদিত উচ্চৈরধীয়ান নীচৈ-রধীয়ানেত্যেবমর্থম্। স ইহাপি প্রাপ্নোতি। উপাগ্ন্যধীয়ান প্রত্যগ্ন্যধীয়ান। অকচ্যব্যয়গ্রহণং ক্রিয়তে উচ্চকৈর্নীচকৈরিত্যেবমর্থম্। তদিহাপি প্রাপ্নোতি উপাগ্নিকং প্রত্যগ্নিকমিতি। মুমি অব্যয়প্রতিষেধশ্চোদ্যতে দোষামন্যমহর্দিবামন্যা রাত্রিরিত্যেবমর্থম্। স ইহাপি প্রাপ্নোতি উপকুম্ভংমন্য উপমণিকংমন্য ইতি। অস্যচ্বৌ। অব্যয়প্রতিষেধশ্চোদ্যতে দোষাভূতমহর্দিবাভূতারাত্রিরিত্যেবমর্থম্। স ইহাপি প্রপ্নোতি। উপকুম্ভীভূতম্। উপমণিকীভূতম্। যদি পরিগণনং ক্রিয়তে নার্থোঽব্যয়ীভাবস্যাব্যয়সংজ্ঞয়া। কথং যান্যব্যয়ীভাবস্যাব্যয়ত্বে প্রয়োজনানি। নৈতানি সন্তি। যত্তাবদুচ্যতে লুগিতি আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়িতি। ভবত্যব্য-য়ীভাবাল্লুগিতি। যদয়ং নাব্যয়ীভাবাদত ইতি প্রতিষেধং শাস্তি। উপচার ইতি। অনুত্তরপদস্যেতি বর্ত্ততে। তত্র মুখস্বরঃ একঃ প্রয়োজয়তি। নচৈকং প্রয়োজনং যোগারম্ভং প্রয়োজয়তি। যদ্যেতাবৎ প্রয়োজনং স্যাত্তত্রৈবায়ং ব্রুয়া ন্নাব্যয়াদব্যয়ীভাবাচ্চেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন শব্দের ও অব্যয় সংজ্ঞা করা প্রয়োজন।

কি প্রয়োজন?

লুক্, মুখস্বর এবং উপচার এই সকল প্রয়োজন। লুকের উদাহরণ যথা ; উপাগ্নি (অগ্নেঃ সমীপম্), প্রত্যগ্নি (অগ্নিং অগ্নিং প্রতি) এই সকল স্থলে "অব্যয়াদাপ্সুপঃ।২।৪।৮২। (অব্যয় শব্দের উত্তর বিহিত আপ্ এবং সুপের লুক্ অর্থাৎ লোপ হয়) এই সূত্রানুসারে লুক্ সিদ্ধ হইবে। মুখস্বরের উদাহরণ যথা ;—উপাগ্নি মুখ, প্রত্যগ্নি মুখ এই সকল স্থলে, নাব্যয়দিক্শব্দগোমহৎস্থূলমুষ্টিপৃথুবৎসেভ্যঃ।৬।২।১৬৮। (অব্যয়, দিক্ বাচক শব্দ, গো, মহৎ, স্থূল, মুষ্টি, পৃথু এবং বৎস এই সকল শব্দের পরে অঙ্গবাচক শব্দ থাকিলে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয় না) এই সূত্রানুসারে উপাগ্নি শব্দের সহিত অঙ্গবাচক মুখ শব্দের সমাস হইয়া অন্তস্বর উদাত্তের নিষেধ হইয়াছে। যদি অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন উপাগ্নি শব্দের অব্যয় সংজ্ঞা না করা হইত তবে উপাগ্নিমুখ শব্দেরও অন্ত উদাত্ত হইত।

উপচারের (আরোপের) উদাহরণ যথা ;—উপপয়ঃকারঃ উপপয়ঃকামঃ, এই সকল স্থলে অতঃ কৃকমিকংসকুম্ভপাত্রকুশাকর্ণীষ্বনব্যয়স্য।৮।৩।৪৬। (অকারের পরস্থিত অব্যয় রহিত শব্দের বিসর্গের স্থানে নিত্যই সকার আদেশ হয়—কৃ, কমি, কংস, কুম্ভ, পাত্র, কুশা, ও কর্ণী প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে উপপয়ঃ (পয়সঃ সমীপম্) এই অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন শব্দকে অব্যয় না বলিলে, পরে কার শব্দ থাকাতে অয়স্কার শব্দের ন্যায় বিসর্গের স্থানে সকার হইত, নিষেধ প্রাপ্তি হইত না।

এই যে কয়েকটী স্থলে দোষ দেখান হইল ইহা কি সকল দোষ গণনা করিয়া দেখান হইল না উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি মাত্র দেখান হইল ?

সমস্ত গণনা করিয়াই দেখান হইল।

এইরূপ হইলে—অব্যয়ীভাবের অব্যয় সংজ্ঞা করিয়া যাহা প্রাপ্তি হইবে তাহার নিষেধ বক্তব্য বলিযাছেন।

তাহা কি ? (অর্থাৎ অন্য কি কি সম্ভাবনা আছে) ?

তাহার একটী করিয়া উদাহরণ দেখান যাইতেছে ;—পরাঙ্গবদ্ভাব পরবর্ত্তী অঙ্গের ন্যায় কার্য্য করিতে হইলে, অব্যয়ের নিষেধ হয় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ;—উচ্চৈরধীয়ান নীচৈরধীয়ান এই সকল স্থলে "উচ্চৈস্, এবং "নীচৈস্" শব্দে কার্য্যসিদ্ধির জন্য অব্যয় সংজ্ঞা নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা "উপাগ্ন্যধীয়ান" প্রত্যগ্ন্যধীয়ান এই সকল অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন শব্দেও প্রাপ্তি হইবে।

২য়। অকচ্ প্রত্যয়ে অব্যয়ের গ্রহণ করা হইয়াছে যথা; উচ্চকৈঃ, নীচকৈঃ অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্প্রাক্‌টেঃ।৫।৩।৭১। (এই সূত্রানুসারে টির পূর্ব্বে অকচ্) প্রাপ্তি হওয়ার জন্য। তাহা উপাগ্নিকং প্রত্যগ্নিকং এই স্থলেও (অকচ্) প্রাপ্তি হইবে।

৩য়। মুম্ (অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। ৬।৩।৬৭ এই সূত্রানুসারে মুম্) করিলে অব্যয়ের নিষেধ হইয়া থাকে, যথা; দোষামন্যমহঃ দিবামন্যা রাত্রিঃ ইত্যাদি প্রয়োগ হইবার জন্য।

তাৎপর্য্য;—আত্মমানে খশ্চ।৩।২।৮৩। (নিজের কর্ম্ম মনে করিলে, সেই অর্থে বর্ত্তমান যে "মন্" ধাতু, তাহার উত্তর (সুপ্ পরে থাকিলে) খশ্ প্রত্যয় এবং ণিনি প্রত্যয় হয়, যথা;—পণ্ডিতম্মন্য, বা পণ্ডিতম্মানী) এই সূত্রানুসারে দোষা (রাত্রি) শব্দ পূর্ব্বক 'মন্' ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অরুর্দ্বিষদজন্তস্যমুম্ সূত্রানুসারে 'মুম্' আগম হইলে "খিত্যনব্যয়স্য"।৬।৩।৬৬। (খলোপ হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয় পরে থাকিলে অব্যয় রহিত পূর্ব্বপদের হ্রস্ব হয়) এই সূত্রানুসারে হ্রস্ব প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু "দোষামন্যমহঃ" (রাত্রিকে দিন বলিয়া মনে করে) ও দিবামন্যারাত্রি (দিনকে রাত্রি বলিয়া মনে করে) এই সকল স্থলে অব্যয়ত্বপ্রযুক্ত 'মুম্' পরে থাকিলেও হ্রস্ব বা খশ্ প্রত্যয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য অব্যয় সংজ্ঞা করা প্রয়োজন।

তাহা "উপকুম্ভম্" (কুম্ভস্য সমীপম্) মন্য বা উপমণিকম্মন্য ইত্যাদি স্থলেও প্রাপ্তি হইবে।

৪র্থ। অকারান্তের উত্তর 'চ্বি' প্রত্যয় করিলে যে দোষ হইবে, তাহার উদাহরণ যথা,—

অব্যয়ের নিষেধ বলা হইয়াছে যে—দোষাভূতমহঃ, দিবাভূতারাত্রিঃ, এই সকল স্থলে (অদোষা অর্থাৎ যাহা রাত্রি ছিল না তাহা এখন রাত্রি বলিয়া বা যাহা অদিবা অর্থাৎ দিবা ছিল না তাহা এখন দিবা বলিয়া বোধ হইতেছে, এইস্থলে অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয় হইলেও) প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য অব্যয়ের নিষেধ করিতে হইবে। "অস্য চ্বৌ"।৭।৪।৩২। (চ্বি পরে থাকিলে অবর্ণ স্থানে ঈ হয়) এই সূত্রানুসারে দোষীভূতম্ দিবম্ এইরূপ প্রয়োগ হইত, কিন্তু অব্যয়স্য চ্বাবীত্বং নেতিবাচ্যম্।*। অর্থাৎ চ্বি প্রত্যয় পরে থাকিলে অব্যয়ের অকার স্থানে "ঈ" কার হয় না। এই বার্ত্তিকানুসারে "ঈ" কার

না হইয়া দোষাভূতমহঃ প্রয়োগ হইলেও তাহা উপকুম্ভীভূতম্ উপমণিকীভূতম্ ইত্যাদি অব্যয়ীভাবসমাস নিষ্পন্ন শব্দেও প্রাপ্তি হইবে।

যদি গণনা করিয়াই দোষ গুণ স্থির করা হয়; তবে আর অধ্যয়ীভাবের অব্যয় সংজ্ঞা করিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা অব্যয়ী ভাবের অব্যয় সংজ্ঞার প্রয়োজন দেখান হইয়াছে, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

ইহা কোন প্রয়োজন নহে। তবে যে লুক্ প্রভৃতির বিষয় বলা হইয়াছে তাহা আচার্য্যের অভিপ্রায় অনুসারেই জানা যাইবে যে, অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর লুক্ হইয়া থাকে। যেহেতু তিনি "নাব্যয়ীভাবাদতোঽন্ ত্ব পঞ্চম্যাঃ ২।৪।৮৩। (অকারান্ত অব্যয়ীভাবের সুপের লোপ হয় না। কিন্তু তাহার বিভক্তি ভিন্ন অন্ আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে সুপের লোপ নিষেধ করিয়াছেন। যদি কাহারও প্রাপ্তি থাকে তবেই তাহার নিষেধ হইতে পারে সুতরাং এস্থলে নিষেধ দ্বারা জানিতে হইবে যে, অব্যয়ীভাব সমাসান্তের সুপের লোপ হয়।

উপচারের উদাহরণ, যথা,—নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্য ।৮।৩।৪৫। [ইস্ উস্ এর ('স্'কারের স্থানে) বিসর্গ, তাহার স্থানে নিত্যই "ষ" হয়, কোন পদের পরে যদি সেই পদ না থাকে, কবর্গ ও পবর্গ পরে থাকিলে।]

এই সূত্রে "অনুত্তরপদস্থ" এইরূপ শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সে স্থলে এক মাত্র মুখস্বরই প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু একটিমাত্র প্রয়োজনের জন্য কথনও একটী মাত্র সূত্র (সাধারণ সূত্র) প্রযোগ হইতে পারে না। অতএব যদি ইহার এই সকল প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেই স্থানেই ইহা বলিবে যে, অব্যয় এবং অব্যয়ীভাবের পরস্থিত সুপ্ বিভক্তির লোপ হয়।

শিসর্ব্বনামস্থানম্ ॥৪২॥

শি ১ । সর্ব্বনামস্থানম্ ১।

সুডনপুংসকস্য ॥৪১॥

সুট্ ১। অনপুংসকস্য ৬।

সূত্রানুবাদ।—ক্লীব লিঙ্গে বিহিত জস্ এর স্থানে যে শি, এবং সুট্

প্রত্যাহার অর্থাৎ সু ও জস্ অম্ ঔট্, ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন এই পাঁচ বচনের সর্ব্বনাম-স্থান সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—শিসর্ব্বনামস্থানং সুডনপুংসকস্যেতি চেজ্জসি শিপ্রতিষেধঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি শির সর্ব্বনামস্থান এবং অক্লীবসুটের সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা করা যায়, তবে "জস্" বিভক্তিতে শির নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—শিসর্ব্বনামস্থানং সুডনপুংসকস্যেতি চেজ্জসি শিপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। কুণ্ডানি তিষ্ঠন্তি। বনানি তিষ্ঠন্তি। অসমর্থসমাসশ্চ। অসমর্থসমাসশ্চায়ং দ্রষ্টব্যোঽনপুংসকস্যেতি। নহি নঞো নপুংসকেন সামর্থ্যম্। কেন তর্হি। ভবতিনা। ন ভবতি নপুংসকস্যেতি। যত্তাবদুচ্যতে। শি সর্ব্বনামস্থানম্ সুডনপুংসকস্যেতি চেজ্জসি শিপ্রতিষেধ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি শি বিভক্তির এবং ক্লীব ভিন্ন সুট্ বিভক্তির সর্ব্বনাম্ স্থান সংজ্ঞা করা যায়, তবে জস্ বিভক্তিতে শি বিভক্তির নিষেধ প্রাপ্তি হইবে। যথা;—কুণ্ডানি তিষ্ঠন্তি, বনানি তিষ্ঠন্তি এই সকল স্থলে ক্লীবলিঙ্গ কুণ্ড এবং বন শব্দের উত্তর নুম্ আদেশ হইবার পর শিবিভক্তি হইয়া কুণ্ডানি বনানি ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। এস্থলে শিসর্ব্বনামস্থানম্ এই সূত্রানুসারে সাধারণতঃ যাবতীয় শির প্রসজ্য অর্থাৎ সর্ব্বনামস্থান বিধান করিয়া অনপুংসক সুটের সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা করাতে জস্ বিভক্তির স্থানে আদিষ্ট শি, সুট্ বিভক্তির অন্তর্গত হওয়াতে প্রতিষেধ অর্থাৎ সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা নিষেধ হইবে। শসের স্থানেও শি হয় বলিয়া শি সর্ব্বনামস্থানম্ সূত্র, ও অনাবশ্যক হইবে না। প্রসজ্য প্রতিষেধ পক্ষে এই দোষ ঘটিবে। এবং অসমর্থ সমাস হইবে অর্থাৎ অনপুংসকস্য এস্থলে অসমর্থ (অর্থাৎ সুবন্তের সহিত সুবন্তের) সমাস হইবে না বলিয়া জানিতে হইবে—নঞ্ শব্দের সহিত নপুংসক শব্দের সমাসের সামর্থ্য স্বীকার করা হইবে না। তবে কাহার সহিত স্বীকার করা হইবে?

"ভবতি"র সহিত। এক্ষণে এই অর্থ হইবে যে নপুংসকের (সর্ব্বনাম স্থান সংজ্ঞা) হয় না।

তবে যে বলা হইয়াছে "শি" সর্ব্বনামস্থানং সুডনংপুসকস্য, ইহাদের জসের স্থানে (বিহিত) শি বিভক্তির নিষেধ করিতে হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—ন প্রতিষেধাৎ।*।

বার্ত্তিকানুবাদ—অপ্রতিষেধ হেতু তাহা হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—নায়ং প্রসজ্যপ্রতিষেধো নপুংসকস্য নেতি। কিং তর্হি। পর্য্যুদাসোঽয়ং যদন্যন্নপুংসকাদিতি। নপুংসকে ন ব্যাপারঃ। যদি কেন চিৎ প্রাপ্নোতি তেন ভবিষ্যতি। পূর্ব্বেণ চ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সুডনপুংসকস্য সূত্রের যে 'নপুংসকস্য' শব্দ তাহা প্রসজ্য প্রতিষেধ অর্থাৎ সাধারণ বিধি অনুসারে প্রাপ্তির নিষেধ বলিয়া মনে করিবে না যে, "শি"র সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা প্রাপ্তি "অনপুংসকস্য" সূত্রের দ্বারা নিষেধ করিতেছে।

তবে কি?

পর্য্যুদাস অর্থাৎ সাধারণভাবে নিষেধ জানিবে। সুতরাং নপুসংকের উত্তর অন্য যাহা কিছু প্রাপ্তি হইবে, তাহার ও বিধান হইবে। কারণ এই যে নিষেধরূপ ব্যাপার তাহা নপুংসকের নহে সুতরাং যদি কোনও কারণে প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারাই কার্য্য হইবে, এইস্থলে পূর্ব্বোক্ত "শি" সর্ব্বনামস্থানম্ সূত্রানুসারেই সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অপ্রাপ্তের্বা॥*॥

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা অপ্রাপ্তি বিষয়ে নিষেধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা অনন্তরা যা প্রাপ্তিঃ সা নিষিধ্যতে। কুত এতৎ। অনন্তরস্য বিধির্বা ভবতি প্রতিষেধো বেতি। পূর্ব্বা প্রাপ্তিরপ্রতিষিদ্ধা তয়া ভবিষ্যতি। নমুচেয়ং প্রাপ্তিঃ পূর্ব্বাংপ্রাপ্তিং বাধতে। নোৎসহতে প্রতিষিদ্ধা সতী বাধিতুম্। যদপ্যুচ্যতে। অসমর্থসমাসশ্চায়ং দ্রষ্টব্য ইতি। যদ্যপি বক্তব্যঃ। অথ বৈ তর্হি বহূনি প্রয়োজনানি। কানি। অসূর্য্যং পশ্যানি মুখানি অপুনর্জ্জেয়াঃ শ্লোকাঃ অশ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—(পুনঃ প্রসজ্য প্রতিষেধেও যে দোষ হয় না তাহাই দেখাইতেছেন।) অথবা অনন্তর অর্থাৎ সুট্ প্রত্যাহারে যাহার প্রাপ্তি রহিয়াছে তাহারই নপুংসক বিষয়ে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইহা কিরূপে হইবে?

যাহার কিছু বিধান অথবা নিষেধ করা হয়, তাহা অনন্তর অর্থাৎ অব্যবধানে থাকিলেই হইয়া থাকে। সুতরাং "অনপুংসকস্য" শব্দ দ্বারা সুট্ প্রত্যাহারান্তর্গত সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি বিভক্তিকেই বাধা করিবে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী "শি সর্ব্বনামস্থানম্" সূত্রকে বাধা করিবে না। সুতরাং তদনুসারেই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ যদি তাহাকে বাধা দেয়, তবে সেই 'শি সর্ব্বনামস্থানম্

সূত্র প্রাপ্তি হওয়ার কোন অবকাশই থাকে না, যদিও শস্ বিভক্তিস্থলে আদিষ্ট 'শি' বিভক্তিতে অবকাশ হইতে পারে বটে; কিন্তু একটি প্রয়োগের জন্য কখনও একটী সংজ্ঞা করা সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'শি' শব্দটী অপেক্ষা সর্ব্বনাম "স্থান" শব্দটী লঘু নহে।

যদি বল যে এই (সুট্ প্রত্যাহারে) প্রাপ্তি, পূর্ব্ববর্ত্তী (শি সর্ব্বনাম স্থানম্ সূত্রানুসারে) প্রাপ্তিকে বাধা দিবে? নিজে নিষিদ্ধ হইয়া কখনও অন্যকে বাধা দিতে সক্ষম হয় না। তবে যে বলা হইয়াছে এস্থলে অসমর্থ সমাস জানিতে হইবে অর্থাৎ সুবন্তের সহিতই সুবন্তের সমাস হইতে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে তাহা না হইয়া তিঙন্ত ভবতির সহিত সমাস হইবে?

যদিও তাহা বলা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাহা হইলে এক্ষণে অনেক অনেক প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

কি কি?

অসূর্য্যম্পশ্যানি মুখানি, (যে মুখ সূর্য্যও দর্শন করিতে সক্ষম নহেন), অপুনর্জ্জেয়াঃ শ্লোকাঃ (যেই শ্লোক পুনরায় গান করা উচিত নহে) এবং 'অশ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণঃ (যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খান না) এই সকল স্থলেও অসমর্থ সমাস করিতে হইবে। সুতরাং প্রক্রিয়া গৌরব দোষ ঘটিবে।

ন বেতি বিভাষা ॥৪৪॥

ন। বা। ইতি। বিভাষা।

নিষেধ এবং বিকল্পের বিভাষা সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বেতি বিভাষা সংজ্ঞায়ামর্থসংজ্ঞাকরণম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—"ন বেতি বিভাষা" সূত্রে অর্থের সংজ্ঞা করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—ন বেতি বিভাষায়ামর্থস্য সংজ্ঞা কর্ত্তব্যা। নবা শব্দস্য যোঽর্থস্তস্য সংজ্ঞা ভবতীতি বক্তব্যম্। কিম্ প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—"নবেতি বিভাষা" সূত্রে অর্থের সংজ্ঞা করা কর্ত্তব্য—ন বা শব্দের যে অর্থ, তাহার বিভাষা সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলিতে হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—শব্দসংজ্ঞায়াংহর্থসংপ্রত্যয়ো যথান্যত্র।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যত্র যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ এস্থলেও শব্দসংজ্ঞায় অর্থের বোধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—শব্দ সংজ্ঞায়াং হি সত্যামর্থস্যাসংপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ। যথান্যত্র। অন্যত্রাপি হি শব্দ সংজ্ঞায়াং শব্দস্যৈব সংপ্রত্যয়ো ভবতি নার্থস্য। কান্যত্র। দাধাঘ্বদাপ্। তরপ্তমপৌঘ ইতি। 'ঘু' গ্রহণেষু 'ঘ' গ্রহণেষু চ শব্দস্য সংপ্রত্যয়োভবতি নার্থস্য। তত্তর্হি বক্তব্যম্! ন বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—শব্দ বিষয়ক সংজ্ঞা করা হইলে তাহাতে অর্থের জ্ঞান হয় না—যেরূপ অন্যান্য স্থলেও হইয়া থাকে,—যেহেতু অন্যত্র ও শব্দ সংজ্ঞায় শব্দেরই বোধ হয় কিন্তু অর্থের বোধ হয় না।

অন্যত্র কোথায়?

"দাধাঘ্বদাপ্"সূত্রে দাপ্ এবং দৈপ্ ভিন্ন 'দা' এবং "ধা" ধাতুর ঘু সংজ্ঞা, এবং "তরপ্তমপৌঘঃ" সূত্রে তরপ্ এবং তমপ্ শব্দের ঘ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। সেই সকল স্থলে ঘু এবং ঘ গ্রহণে শব্দেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থের জ্ঞান হয় না।

তাহা হইলে আবার তাহাও তো বলিতে হইবে।

না, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—ইতি করণোঽর্থনির্দ্দেশার্থঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সূত্রে ইতি শব্দ পাঠ করাই অর্থ নির্দ্দেশের জন্য জানিবে।

ভাষ্যমূলম্।—ইতিকরণঃ ক্রিয়তে সোঽর্থনির্দেশার্থো ভবিষ্যতি। কিং গতমেতদিতিনা। আহোস্বিচ্ছব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যম্। গতমিত্যাহ। কুতঃ। লোকতঃ। তদ্ যথা। লোকে গৌরিত্যয়মাহেতি গোশব্দাদিতি করণঃ প্রযুজ্যমানো গোশব্দং স্বস্মাৎ পদার্থাৎ প্রচ্যাবয়তি। সোঽসৌ স্বস্মাৎ পদার্থাৎ প্রচ্যুতো যাসাবর্থ পদার্থকতা তস্যাশ্ শব্দপদার্থকঃ সংপদ্যতে। এবমিহাপি নবাশব্দাদিতিকরণঃ প্রযুজ্যমানো নবাশব্দং স্বস্মাৎ পদার্থাৎ প্রচ্যাবয়তি সোঽসৌ স্বস্মাৎ পদার্থাৎ প্রচ্যুতো যাসৌ শব্দপদার্থকতা তস্যা লৌকিকমর্থং প্রত্যায়য়তি। ন বেতি যদ্‌গম্যতে নবেতি যৎ প্রতীয়তে ইতি।

ভাষ্যানু।—নবেতি বিভাষা সূত্রে ইতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা অর্থকে নির্দ্দেশ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

ইহা কি ইতি শব্দ দ্বারাতেই সিদ্ধ হইবে অথবা শব্দের আধিক্য বশতঃ অর্থেরও আধিক্য হইবে?

ইতি শব্দ দ্বারাই ইহা বোধ হইবে।

কিরূপে?

লৌকিক ব্যবহার দ্বারাই। যথা ;—"ইনি 'গৌ' এই কথাটি বলিতে-ছেন।" লোক সমাজে এই কথা বলিলে, গো শব্দের উত্তর 'ইতি' শব্দ ব্যবহার করা হেতু এই 'গা' শব্দ নিজের 'গোত্ব' রূপ পদার্থ হইতে নিজকে অপসারিত করে। সেই স্বকীয় পদার্থ হইতে(শব্দও অর্থে নিত্য সম্বন্ধ হইলেও) অপসারিত এই যে 'গো'শব্দ, তাহার সহিত গোত্ব পদা-র্থের যে সম্বন্ধ তাহাও অপসারিত হইয়া কেবল তাহা দ্বারা শব্দরূপ পদার্থই সম্পাদিত হইতেছে। অর্থাৎ গো শব্দের পর ইতি শব্দ থাকাতে গোত্ব জাতি হইতে গো শব্দকে পৃথক্ করিতেছে, সেইরূপ এইস্থলেও 'নবা' ইতি শব্দ প্রয়োগ করাতে নবা শব্দকে নিজের পদার্থ (শব্দরূপ পদার্থ হইতে অপসারিত করিতেছে। সেই স্বকীয় পদার্থ হইতে স্খলিত এই 'নবা' শব্দ, তাহার শব্দের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার লৌকিক অর্থকে বিদু-রিত করিতেছে—নবা শব্দের দ্বারা যেই অর্থ বোধ হইয়া থাকে—'নবেতি শব্দ দ্বারা যাহার প্রতীতি হইয়া থাকে, সেই অর্থেরই বোধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সমানশব্দপ্রতিষেধঃ।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এই সূত্রে তুল্য শব্দের নিষেধ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সমানশব্দানাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ নবা কুণ্ডিকা নবা ঘটিকেতি। কিঞ্চ স্যাৎ। যদ্যেতেষামপি বিভাষা সংজ্ঞা স্যাৎ। বিভাষা দিক্‌-সমাসে বহুব্রীহৌ। দক্ষিণপূর্ব্বস্যাংশালয়াম্। অচিরকৃতায়াং সংপ্রত্যয়ঃ। স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তুল্য শব্দ সমূহের নিষেধ বলা উচিত। যেমন 'নবা কুণ্ডিকা' (নূতন জালা) নবা ঘটিকা (নূতন ঘটি)। এই সকল স্থলেও নবীন অর্থ বাচক নবা শব্দের যাহাতে বিভাষা সংজ্ঞা না হইতে পারে।

যদি ইহাদেরও বিভাষা সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলেই বা কি (ক্ষতি) হইবে ?

বিভাষা দিক্‌সমাসে বহুব্রীহৌ এই সূত্রানুসারে দিগ্বাচক শব্দের সহিত বহু-ব্রীহি সমাস করিলে দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং শালায়াং এইরূপ প্রয়োগস্থলে বেশী দিন (গত হইয়াছে) নির্ম্মাণ হয় নাই। এইরূপ অভিনব গৃহের অর্থবোধ না হইয়া কিন্তু দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত গৃহকে বুঝাইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বা বিধিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধসংপ্রত্যয়ো যথালোকে।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা যেরূপ লোকে বিধিপূর্ব্বক নিষেধের জ্ঞান হইয়া

থাকে, সেইরূপ এইস্থলেও হইবে বলিয়া, দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। বিধিপূর্ব্বকত্বাৎ। বিধায় কিঞ্চিন্নবেত্যুচ্যতে। তেনপ্রতিষেধবাচিনঃ সংপ্রত্যয়ো ভবতি। তদ্‌যথা-লোকে। গ্রামো ভবতা গন্তব্যো ন বা। নেতি গম্যতে। অস্তি কারণং যেন ন বেতি লোকে প্রতিষেধবাচিনঃ সংপ্রত্যয়ো ভবতি। কিং কারণম্। বিলিঙ্গং হি ভবান্ লোকে নির্দ্দেশং করোতিঃ অঙ্গ হি সমানলিঙ্গেন নির্দ্দেশ। ক্রিয়তাং প্রত্যগ্রবাচিনঃ সংপ্রত্যয়ো ভবিষ্যতি। তদ্‌যথা। গ্রামো ভবতা গন্তব্যো নবঃ। প্রত্যগ্র ইতি গম্যতে। এতচ্চৈব ন জানীমঃ কচিৎ ব্যাকরণে সমান-লিঙ্গো নির্দ্দেশঃ ক্রিয়ত ইতি। অপি চাত্র কামচারঃ প্রযুক্তুঃ শব্দানামভি সম্বন্ধে। তদ্‌যথা। যবাগূর্ভবতাং ভোক্তব্যা নবা। যদা যবাগূশব্দো ভোজিনা সংবধ্যতে। ভুজির্নবা শব্দেন তদাপ্রতিষেধবাচিনঃ সংপ্রত্যয়ো ভবতি। যবাগূর্ভবতা ভোক্তব্যা ন বা। নেতি গম্যতে। যদাতু নবা যবাগূ শব্দে নাভিসম্বধ্যতে ন ভুজিনা তদা প্রত্যগ্রবাচিনঃ সংপ্রত্যয়ো ভবতি। যথা যবাগূর্নবা ভবতা ভোক্তব্যা। প্রত্যগ্রেতিগম্যতে। ন চেহ বয়ং বিভাষাগ্রহণেন সর্ব্বাদীন্যভিসম্বধ্নীমঃ। দিক্‌সমাসে বহুব্রীহৌ সর্ব্বাদীনি বিভাষা ভবতীতি। কিং তর্হি। ভবতিরভিসম্বধ্যতে। দিক্ সমাসে বহুব্রীহৌ সর্ব্বাদীনি ভবন্তি বিভাষেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এ স্থলে কোন দোষ হইবে না।

তাহার কারণ কি ?

বিধি পূর্ব্বক হেতু—কোন কার্য্য প্রথমতঃ বিধান করিয়া পরে তাহার নিষেধ অথবা বিকল্প বলা হয়। তদ্দারাই প্রতিষেধ বাচকের বোধ হইয়া থাকে। যেমন লোকসমাজে ব্যবহার হয় যে, গ্রাম আপনার গন্তব্য, বা না, সেস্থলে 'না' বলিলেই নিষেধ অর্থবোধ হইয়া থাকে।

লোকসমাজে যে এইরূপ নবা বলিলে প্রতিষেধ বাচকেরই অর্থ বোধ হয়, তাহার কারণ আছে।

তাহার কারণ কি ?

বিধি অর্থাৎ দুইটীর ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ আপনি লোকসমাজে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ন বা এই অব্যয় শব্দের কোনও লিঙ্গ থাকে না আর নবা এই নবীন (নূতন) অর্থবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার হইয়া থাকে। হে ভদ্র, আপনি তুল্য লিঙ্গের ব্যবহার করুন! তাহা হইলে সম্মুখ বাচক অর্থাৎ

নবীন অর্থই বোধ হইবে। যেমন গ্রামো ভবতা গন্তব্যো নবঃ এস্থলে পুংলিঙ্গ গ্রাম শব্দের তুল্যলিঙ্গ 'নব' শব্দ হওয়াতে 'নব' অর্থে সম্মুখবর্ত্তী অর্থাৎ নূতন অর্থই বোধ হইয়া থাকে। আমরা ইহা জানি না যে, কোন ব্যাকরণে কোথাও তুল্য লিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কিনা। (১)।

প্রয়োগকর্ত্তার মনোগত অভিপ্রায়ানুসারে, যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহার করিলেও এই স্থলে শব্দের সম্বন্ধ হয়। যেমন "যবাগূর্ভবতাং ভোক্তব্যা নবা"। এইরূপ প্রয়োগ করিলে যখন যবাগূ শব্দ ভুজ্ ধাতুর সহিত অর্থাৎ ভোজনক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ হয় তখন এবং ভুজ্ ধাতু নবা শব্দের সহিত সম্বদ্ধ হয় তখন নিষেধ বাচক অর্থের বোধ হইয়া থাকে তখন যবাগূঃ (যব) ভবতা ভোক্তব্যা নবা আপনার (ভাগ্য কিনা এই কথা বলিলে এস্থলে ন শব্দ দ্বারা নিষেধ অর্থই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন নবা শব্দ যবাগূ শব্দের সহিত সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু ভুজ্ ধাতুর সহিত সম্বদ্ধ না হয়; তখন প্রত্যগ্রবাচি অর্থাৎ নূতন অর্থবাচক নবা শব্দেরই বোধ হইয়া থাকে যথা ;—যবাগূর্নবাভবতা ভোক্তব্যা অর্থাৎ নূতন 'যব' আপনার ভোগ্য এস্থলে নবা শব্দের নূতন অর্থবোধ হইয়া থাকে।
হইবে।

আমরা এই স্থলে বিভাষা গ্রহণে সর্ব্বাদিগণ পঠিত শব্দের সহিত সম্বদ্ধ করিব না। যে দিক্ শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাসে সর্ব্বাদিগণ পঠিত শব্দেরই বিভাষা হইবে।

তবে কি করিব ?

ভবতি ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ করা হইবে—দিক্ শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাসে সর্ব্বাদিরই গ্রহণ হয়,—তাহার বিভাষা সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—বিধ্যনিত্যত্বমনুপপন্নং প্রতিষেধসংজ্ঞাকরণাৎ।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রতিষেধ সংজ্ঞা হেতু বিধির নিত্যত্ব উপপন্ন হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—বিধেরনিত্যত্বং 'নোপপদ্যতে। শুশাব, শুশুবতুঃ, শুশুবুঃ, শিশ্বায়, শিশ্বিয়তুঃ, শিশ্বিয়ুঃ। কিং কারণম্। প্রতিষেধসংজ্ঞাকরণাৎ। প্রতিষেধস্যেয়ং সংজ্ঞা ক্রিয়তে। তেন বিভাষা প্রদেশেষু প্রতিষেধস্যৈব সংপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ।

---

(১) ভাষ্যকারের 'জানিনা' কথা দ্বারা তাঁহার নিরভিমান প্রকাশ হইতেছে মাত্র, কিন্তু ব্যাকরণে এইরূপ প্রয়োগ নাই।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ করিলে বিধির কথনও অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না। যথা ;—"বিভাষা শ্বেঃ" ।৬।১৩০। (শ্বি ধাতুর সংপ্রসারণ হয় বিকল্পে,—লিট্ এবং যঙ্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে শুশাব, শুশুবতুঃ, শুশুবুঃ ইত্যাদি স্থলে নিত্যই সংপ্রসারণ প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু এই বিধি অনিত্য হইয়া শিশ্বায়, শিশ্বিয়তুঃ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

তাহার কারণ কি ?

নিষেধ সংজ্ঞা করা হেতু—যেহেতু নিষেধেরই এই বিভাষা সংজ্ঞা করা হইয়াছে। সুতরাং বিভাষা প্রয়োগস্থলে প্রতিষেধেরই বোধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তু প্রসজ্যপ্রতিষেধাৎ।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রসজ্য প্রতিষেধ হেতুই সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। প্রসজ্যপ্রতিষেধাৎ। বিধায় কিঞ্চিন্নবেত্যুচ্যতে। তেনোভয়ং ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে ?

প্রসজ্য প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রাপ্তির পরে নিষেধ হেতু ;—যেহেতু সাধারণতঃ বিধান করিয়া পরে তাহা "অথবা হইবে না" এইরূপ নিষেধ বলা হয়, সেই হেতুই শুশাবঃশিশ্বায় প্রভৃতি উক্তরূপ প্রয়োগই সিদ্ধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—বিপ্রতিষিদ্ধং তু।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কিন্তু প্রতিষেধ ত হইবে ?

ভাষ্যমূলম্—বিপ্রতিষিদ্ধন্তু ভবতি। তত্র ন বিজ্ঞায়তে কেনাভিপ্রায়েণ প্রসজতি কেন নিবৃত্তিং করোতীতি।

ভাষ্যমূলম্—এইরূপ করিলে তুল্যবলবিরোধ তো ঘটিবে ; কারণ এস্থলে জানা যায় নাই যে, কি অভিপ্রায়েই বা প্রাপ্তি হইল, কেনই বা নিবৃত্তি করা হইল।

বার্ত্তিকমূলম্—ন বা প্রসঙ্গসামর্থ্যাদন্যত্র প্রতিষেধবিষযাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ—অথবা এস্থলে কোন দোষ হইবেনা কারণ প্রসঙ্গবশতঃ প্রাপ্তি হইবে এবং অন্যত্র নিষেধ বশতঃ তাহার প্রতিষেধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। প্রসঙ্গসামর্থ্যাৎ। প্রসঙ্গসামর্থ্যাচ্চ বিধির্ভবিষ্যতি। অন্যত্র প্রতিষেধসামর্থ্যাৎ। প্রতিষেধসামর্থ্যাচ্চ প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। অন্যত্র বিধিবিষয়াৎ। তদেতৎ ক সিদ্ধম্ ভবতি। যা

অপ্রাপ্তে বিভাষা। যা হি প্রাপ্তে বিভাষা কৃতসামর্থ্যস্তত্র পূর্ব্বেনৈব বিধিরিতি কৃত্বা প্রতিষেধস্যৈব সংপ্রত্যয়ঃস্যাৎ। এতদপি সিদ্ধম্। কথম্। বিভাষেতি মহাসংজ্ঞা ক্রিয়তে। সংজ্ঞা চ নাম যতো ন লঘীয়ঃ। কুত এতৎ। লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্। তত্র মহত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ করণে এতৎপ্রয়োজনম্। উভয়োঃ সংজ্ঞা যথা বিজ্ঞায়েত। নেতি চ বেতি চ। তত্র যা তাবদপ্রাপ্তে বিভাষা তত্র প্রতিষেধ্যঃ নাস্তীতি কৃত্বা বেত্যনেন বিকল্পো ভবিষ্যতি। যা হি প্রাপ্তে বিভাষা তত্রোভয়মুপস্থিতম্ ভবতি নেতি চ বেতি চ। তত্র নেত্যনেন প্রতিষিদ্ধে বেত্যনেন বিকল্পো ভবিষ্যতি। এবমপি বিধিপ্রতিষেধয়োর্যুগপদ্বচনানুপপত্তিঃ। বিধিপ্রতিষেধয়োর্যুগপদ্বচনং নোপপদ্যতে। শুশাব শুশুবতুঃ শুশুবুঃ শিশ্বায় শিশ্বিয়তুঃ শিশ্বিয়ুঃ। কিং কারণম্।

ভাষ্যানুবাদ—অথবা ইহা কোন দোষ নহে। তাহার কারণ কি? প্রসঙ্গ-হেতু—যেহেতু প্রসঙ্গ বশতঃই বিধি প্রাপ্ত হইবে আর নিষেধ বশতঃই অন্যত্র প্রতিষেধ হইবে। আর প্রতিষেধ বশতঃ নিষেধ হইবে, আবার অন্যত্র বিধি-বশতঃ বিধি প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ পুর্ব্বে সাধারণতঃ বিধান করিয়া পরে তাহার নিষেধ করিলে নিষেধ প্রাপ্তি হইবে, আবার নিষেধ করিয়া তাহার বিধান করিলে বিধি প্রাপ্তি হইবে।

তাহা হইলে ইহা কোথায় সিদ্ধ হইবে?

যে স্থলে অপ্রাপ্তি বিভাষা হইয়াছে সেইস্থলে সিদ্ধ হইবে। আর যাহা প্রাপ্তে বিভাষা হইয়াছে সেই স্থলে পূর্ব্বকৃত বিধানানুসারে প্রাপ্তি করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া তো প্রতিষেধ বলিতে নিষেধেরই বোধ হইবে?

ইহাও সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

'বিভাষা' এই শব্দটী দ্বারা একটী বৃহৎ সংজ্ঞা করা হইয়াছে— সংজ্ঞা তাহাকে বলে যাহা অপেক্ষা লঘু হইতে পারে না।

এইরূপ কেন হইবে?

যেহেতু লঘু উপায়ে কার্য্যসিদ্ধির জন্য সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে; সেই স্থলে (বিভাষা এইরূপ) বৃহৎ সংজ্ঞা করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, ন এবং বা শব্দদ্বারা যাহাতে উভয়েরই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে অপ্রাপ্তি বিভাষা সেই স্থলে কিন্তু প্রতিষেধ করিবার নাই বলিয়া বা শব্দ দ্বারা বিকল্প হইবে। যে স্থলে প্রাপ্ত বিষয়ে বিভাষা হইবে, সেই স্থলেই 'ন' এবং 'বা'

ইহারা উপস্থিত হইবে; আর সেই স্থলে 'ন' এই নিষেধে 'বা' শব্দ দ্বারা বিকল্প হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলেও বিধি এবং নিষেধ তো এককালে প্রাপ্তি হইতে পারিবে না—বিধি এবং প্রতিষেধের যুগপৎ প্রাপ্তি হওয়া কখনই সিদ্ধ হইবে না—শুশাব শুশুবতুঃ শুশুবুঃ—এই স্থলেই যে আবার বিকল্পে শিশ্বায় শিশ্বিয়তুঃ শিশ্বিয়ুঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

তাহার কারণ কি?

বার্ত্তিকমূলম্—ভবতীতি চেন্ন প্রতিষেধঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ--যদি বিধি প্রাপ্ত হয় তবে প্রতিষেধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্—ভবতীতি চেৎ প্রতিষেধো ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ—যদি বিধি প্রাপ্তি হয় এইরূপই বল, তবে নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—নেতি চেন্ন বিধিঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ—হয় না, এইরূপ যদি বল, তবে বিধি প্রাপ্তি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—নেতি চেদ্বিধির্ন সিদ্ধ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি নিষেধ বলা হয়; তবে বিধি সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্—সিদ্ধন্তু পূর্ব্বস্যোত্তরেণ বাধিতত্বাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পূর্ব্ববিধিকে পর বিধি দ্বারা বাধ করা হয় বলিয়া সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। পূর্ব্ববিধিমুত্তরবিধির্ব্বাধতে। ইতিকরণোর্থনির্দ্দেশার্থ ইত্যুক্তম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

যেহেতু পূর্ব্ববিধিকে পরের বিধি বাধ করে 'নবেতি' সূত্রে যে 'ইতি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অর্থবোধ হইবার জন্যই কৃত হইয়াছে জানিবেন।

* বার্ত্তিকমূলম্।—সাধ্বনুশাসনেঽস্মিন্ শাস্ত্রে যস্য বিভাষা তস্য সাধুত্বম্ *।
বা, ভাষ্যানুবাদ।—সাধু অনুশাসনকারী এই শাস্ত্রেতে যাহার বিভাষা করা
বার্ত্তি[illegible] যাচ্ছে। সাধুত্ব জানিতে হইবে।
বে তাহা [illegible] ধো ভবিষ্যাত। নুশাসনে হস্মিন্ শাস্ত্রে যস্য বিভাষা ক্রিয়তে স

বিভাষা সাধুঃ স্যাৎ। সমাসশ্চৈব হি বিভাষা ক্রিয়তে তেন সমাসস্যৈব বিভাষা সাধুত্বং স্যাৎ। অস্তু। যঃ সাধুঃ স প্রয়োক্ষ্যতে। অসাধুর্ন প্রয়োক্ষ্যতে। ন চৈব হি কদাচিদ্ব্যাকরণে রাজপুরুষ ইত্যেতস্যামবস্থায়ামসাধুত্বমিষ্যতে। অপি চ।

ভাষ্যানুবাদ—সাধুশব্দের বিধানকারী এই ব্যাকরণ শাস্ত্রে যাহার বিভাষা করা হইবে, তাহা বিভাষা অর্থাৎ বিকল্পে সাধু হইবে। যেস্থলে সমাসের বিভাষা করা হইবে সেই স্থলে সমাসেরই বিকল্পে শুদ্ধত্ব হইবে।

আচ্ছা তাহাই হউক্ যে, যাহা সাধু তাহাই প্রয়োগ করা হইবে। আর যাহা অসাধু (অশুদ্ধ) তাহা প্রয়োগ করা হইবে না।

(কেন ইহার ত সর্ব্বদাই সাধুত্ব রহিয়াছে) যেহেতু ব্যাকরণে কখনও (রাজপুরুষ) এই অবস্থায় কেহ অসাধুত্ব ইচ্ছা করেন না। পক্ষান্তরে——

বার্ত্তিকমূলম্।—দ্বৈধাপ্রতিপত্তিঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ। শব্দের দ্বিবিধ প্রয়োগ বিষয়ক জ্ঞান হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।--দ্বৈধংশব্দানামপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। ইচ্ছামশ্চ পুনর্বিভাষাপ্রদেশেষু দ্বৈধং শব্দানাং প্রতিপত্তিঃ স্যাদিতি। তচ্চ ন সিদ্ধ্যতি। যস্য পুনঃ কার্য্যাঃ শব্দা বিভাষাসৌ সমাসং নির্ব্বর্ত্তয়তি যস্যাপি নিত্যাঃ শব্দা স্তস্যাপ্যেষ দোষো ন ভবতি। কথম্। ন বিভাষা গ্রহণেন সাধুত্বমভিসম্বধ্যতে। কিং তর্হি। সমাসসংজ্ঞাভিসম্বধ্যতে। সমাস ইত্যেষা সংজ্ঞা বিভাষা ভবতীতি তদ্ যথা মেধ্যঃপশুর্বিভাষিতঃ। মেধ্যোঽনড্বান্ বিভাষিত ইতি। নৈতদ্বিচার্য্যতে অনড্বাননানড্বানিতি। কিং তর্হি। আলব্ধব্যোনালব্ধব্য ইতি।

ভাষ্যানুবাদ—যদি সাধুত্বের বিকল্প করা যায় তাহা হইলে শি শ্বিয়তুঃ প্রভৃতি স্থলে শব্দের দ্বিবিধ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবেনা। অথচ আমরা বিকল্প বিষয়ে শব্দসমূহের দ্বিবিধ প্রয়োগ হউক এইরূপ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা সিদ্ধ হইবেনা।

যাহারা শব্দকে কার্য্য অর্থাৎ উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা বিকল্পে (রাজপুরুষ ইত্যাদি স্থলে) সমাস সিদ্ধি করিয়া থাকেন।

যাহাদের মতে শব্দ নিত্য, তাহাদের মতে ও কোনও দোষ হইবে না।

কেন?

তাহাদেরও সমাস সংজ্ঞার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে সুতরাং সমাস এই সংজ্ঞার বিকল্পত্ব হেতু শব্দ নিত্য হইলেও বিকল্পে কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যথা ;—মেধ্যঃ পশুর্বিভাষিত (বধ্যপশু বিকল্পিত) মেধ্যোনড্বান্ বিভাষিত (বধ্য ষাঁড় বিকল্পিত) এই স্থলে ইহা বিচার করা হয়না যে (এইটি পশু অথবা পশু নহে) এইটি অনড্বান্ অথবা বিকল্পে অনড্বান্ নহে।

তবে কি ?

বধ্য অথবা অবধ্য এবিষয়েরই বিকল্প হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সকল স্থলে যেমন যে ষাঁড় পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে তাহার বধ করা বা না করা রূপ ক্রিয়া বিষয়ে বিকল্প হইয়া থাকে। সেইরূপ এই স্থলেও রাজপুরুষ শব্দ নিত্য হইলেও তাহা সমাস বিশিষ্ট হইবে না, রাজ্ঞঃপুরুষঃ এইরূপ সমাস বিহীন হইবে তাহারই বিকল্প জানিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্—কার্য্যেষু যুগপদন্বচয়যৌগপদ্যম্ ! * ।

বার্ত্তিকানুবাদ—কার্য্য শব্দ সমূহে এককালীন বিভাগ বিষয়ে এককালীন প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্—কার্যেষু শব্দেষু যুগপদন্বাচয়েন যদুচ্যতে তস্য যুগপদ্বচনতা প্রাপ্নোতি। তব্যত্তব্যানীয়রঃ। ঢক্ চ মণ্ডূকাদিতি। যস্য পুনর্নিত্যাঃ শব্দাঃ প্রযুক্তানামসৌ সাধুত্বমন্বাচষ্টে নন্থ চ যস্যাপি কার্য্যস্তস্যাপ্যেষ ন দোষ। কথম্। প্রত্যয়ঃ পরো ভবতীত্যুচ্যতে নচৈকস্যাঃ প্রকৃতেরনেকস্য প্রত্যয়স্য যুগপৎ পরত্বেন সংভবোঽস্তি। নাপি ক্রম প্রত্যয়মালা প্রাপ্নোতীতি। কিং তর্হি। কর্ত্তব্যমিতি প্রয়োক্তব্যে যুগপদ্বিতীয়স্য তৃতীয়স্য চ প্রয়োগঃ প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। অর্থগত্যর্থশব্দপ্রয়োগঃ। অর্থং সংপ্রত্যায়য়িষ্যামীতি শব্দঃ প্রযুজ্যতে। তত্রৈকেনোক্তত্বাত্তস্যার্থস্য দ্বিতীয়স্য তৃতীয়স্য চ প্রয়োগেন ন ভবিতব্যম্। উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি।

সূত্রানুবাদ—কার্য্য (উৎপন্ন) শব্দ সমূহে এক সময়ে একবারে ভিন্ন ২ রূপে যাহা উল্লেখ হইবে তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে না হইয়া ঠিক্ একসময়েই হইবে। যথা তব্যত্তব্যানীয়রঃ। ৩। ১। ৯৬। (ধাতুরউত্তর তব্য, তব্যৎ এবং অনীয়র্ হইয়া) এই সূত্রানুসারে ঠিক্ একই ধাতুর উত্তর একই সময়ে তব্যৎ, তব্য এবং অনীয়র প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবে। এইরূপ ঢকৃচ মণ্ডূকাৎ। ৪। ১। ১১৯। (মণ্ডূক শব্দের উত্তর ঢক্, অন্, এবংইঞ্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে এককালে মণ্ডূক শব্দের উত্তর তিনটী প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবে সুতরাং তব্য, মাণ্ডূকেয় প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

যাহাদের মতে শব্দ সমূহ নিত্য তাহারা প্রয়োগেরই সাধুত্ব বলিয়া থাকেন

সুতরাং ভব্য, ভবনীয়, মাণ্ডূক, মাণ্ডূকেয় প্রভৃতি নিত্য সিদ্ধ শব্দ সকল অনায়াসেই সিদ্ধ বলিয়া জানিতে পারিবে।

যদি বল যে যাহার মতে শব্দ কার্য্য (উৎপাদ্য) তাহার মতেও ইহা কোনও দোষ নহে।

কেন?

প্রত্যয়ঃ। ৩।১।১। পরশ্চ।৩।১।২। এই সূত্রানুসারে প্রত্যয় পরেই হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু একটী প্রকৃতির মধ্যে অনেকগুলি প্রত্যয় ঠিক্ একসময়ে পরে থাকা কখনও সম্ভব নহে অর্থাৎ 'ভূ' এই প্রকৃতির উত্তর যখন "য" প্রত্যয় হইবে তখনই আবার অনীয়র প্রত্যয় অব্যবহিত পরে থাকা সম্ভব নহে।

কেন?

আমরা এইরূপ বলিনা যে একই প্রকৃতির উত্তরে প্রত্যয় মালা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় সমূহ এক সময়ে প্রাপ্তি হইবে। তবে কি? ('ভূ' প্রকৃতির উত্তর 'তব্য' করিয়া সেই ভবিতব্য শব্দকেও আর একটী প্রকৃতি মানিয়া পরে অনীয়র্ প্রত্যয় করিব)।

সেইরূপ কৃধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয় করিয়া কর্ত্তব্য প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে ঠিক্ সময়েই দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের অর্থাৎ তব্য অনীয় প্রভৃতির প্রয়োগ প্রাপ্তি হইবে। ইহা কোন দোষ নহে। কারণ, অর্থবোধের জন্যই অর্থ-বোধক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমি ইহাকে ইহার অর্থ বুঝাইব এইরূপ মনে করিয়া লোকে শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে সুতরাং একটী প্রত্যয় প্রয়োগ করিলেই যখন সেই অর্থ বুঝা যায় তখন সেই অর্থ বুঝাইবার জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার অন্য শব্দ প্রয়োগ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ইহা নিয়মই আছে যে, এক অর্থে একটী প্রত্যয় একবার করিলে সেই অর্থে আর অন্য প্রত্যয় হয় না।

বার্ত্তিকমূলম্।—আচার্য্যদেশশীলনে চ তদ্ বিষয়তা।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আচার্য্যের দেশ অনুশীলন দ্বারা তদ্‌বিষয়তা প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—আচার্য্যদেশশীলনেন চ যদুচ্যতে তস্য তদ্ বিষয়তা প্রাপ্নোতি। ইকো হ্রস্বোঽঙ্যো গালবস্য। প্রাচামবৃদ্ধাৎ ফিন্ বহুলমিতি। গালবা এব হ্রস্বান্ প্রযুঞ্জীরন্ প্রাক্ষু চৈবহি ফিন্ স্যাৎ। তদ্ যথা—জমদগ্নির্বা

এতৎপঞ্চমমবদানমবাস্তৎ। তস্মান্নাজামদগ্ন্যঃ পঞ্চাবত্তং জুহোতি। যস্য পুনর্নিত্যাঃ শব্দা গালবগ্রহণং তস্য পূজার্থম্ দেশ গ্রহণং চ কীর্ত্ত্যর্থম্। নন্বু চ যস্যাপি কার্য্যাঃশব্দাস্তস্যাপি গালবগ্রহণং পূজার্থং দেশ গ্রহণং কীর্ত্ত্যর্থম্।

ভাষ্যানুবাদ। ব্যাকরণকারক আচার্য্যগণের নাম বিশেষ এবং দেশ বিশেষ আলোচনা পূর্ব যে সকল সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তদ্‌বিষয়তা প্রাপ্তি হইবে। যথা ;—ঙি ভিন্ন অন্যত্র ই কের হ্রস্ব হয়, গালব ঋষির মতে এবং বৃদ্ধ সংজ্ঞা ভিন্ন শব্দের উত্তর অধিকাংশ স্থলে ফিন্ প্রত্যয় হয়, পূর্ব্ব দেশের মতে। এই সকল সূত্রানুসারে গালব ঋষির মতাবলম্বীগণই কেবল হ্রস্ব প্রয়োগ করুন্ এবং পূর্ব্ব দেশেই কেবল ফিন্ প্রত্যয় হউক্, যেমন বেদে আছে যে, জমদগ্নিবা এতৎ পঞ্চমবদানমবাস্তৎ (অথবা জমদগ্নিই ইহার পঞ্চম ভাগ হোম করুন্) এইরূপ প্রয়োগ করিলে যাহারা জমদগ্নি বংশোদ্ভব নহেন তাঁহারা কখনও পঞ্চম ভাগ হোম করেন না। সেইরূপ এই স্থলেও যাহারা শব্দকে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মতে কেবল পূর্ব্বদেশেই ফিন্ প্রত্যয় হইবে সুতরাং সর্ব্বত্র বিকল্প হইবে না; কিন্তু যাঁহারা শব্দ নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে গালব শব্দ গ্রহণ তাঁহার পূজার জন্য এবং দেশ শব্দের গ্রহণ তাঁহার কীর্ত্তির জন্য অর্থাৎ শাস্ত্র যেমন অনাদি সেইরূপ সেই দেশের নামও যাহাতে অনাদি কাল বর্ত্তমান থাকে এই জন্যই ব্যবহার করা হইয়াছে।

যদি বল যে যাহাদের মতে শব্দ সমূহ কার্য্য অর্থাৎ উৎপাদ্যমান তাহাদের মতে "গালব" শব্দ কীর্ত্তির জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—তৎকীর্ত্তনে দ্বৈধাপ্রতিপত্তিঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এইরূপ কীর্ত্তন করিলে দুই রকম প্রতিপন্ন হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ইচ্ছামশ্চ পুনরাচার্য্যগ্রহণেষু দেশগ্রহণেষু চ দ্বৈধা শব্দানাং প্রতিপত্তিঃ স্যাদিতি। তচ্চ ন সিধ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ কীর্ত্তন করিলে, দুই রকম শব্দের কখনও প্রতিপন্ন হইবে না অথচ আমরা আচার্য্য গ্রহণে এবং দেশগ্রহণে দুইরকম শব্দের(বিকল্পে সিদ্ধি করিতে) ইচ্ছা করি, অথচ তাহা সিদ্ধি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অশিষ্যো বা বিদিতত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা ইহা জ্ঞাত বিষয় বলিয়া অনাবশ্যক।

ভাষ্যমূলম্।—অশিষ্যো বা পুনরয়ং যোগঃ। কিং কারণম্। বিদিতত্বাৎ। যদ-

নেন যোগেনপ্রার্থ্যতে তস্যার্থস্য বিদিতত্বাৎ। যে পিহ্যেতাং সংজ্ঞাং নারভন্তে তেঽপি বিভাষেত্যুক্তেঽর্থ নিত্যত্বমব গচ্ছন্তি। যাজ্ঞিকাঃ খল্বপি সংজ্ঞামনারভমাণা বিভাষেত্যুক্তে ঽনিত্যত্বমবগচ্ছন্তি। তদ্ যথা। মেধ্য পশুর্বিভাষিতো মেধ্যোঽনড্বান্ বিভাষিত ইতি আলব্ধব্যো নালব্ধব্য ইতি গম্যতে। আচার্য্যঃ খল্বপি সংজ্ঞামারভমাণো ভূয়িষ্ঠমন্যৈরেব শব্দৈরৈতমর্থং সংপ্রত্যায়য়তি বহুলমন্ততরস্যামুভয়থা বা একেষামিতিবা।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা পুনঃ এই সূত্রই আবশ্যক।

তাহার কারণ কি ?

বিদিত বিষয় বলিয়া অর্থাৎ এই সূত্রের দ্বারা যে ফললাভ প্রার্থনা করা হইয়াছে; সেই বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জানা রহিয়াছে, যেহেতু যাহারা এই সংজ্ঞা আরম্ভ করে নাই, তাহারাও বিভাষা এই কথা বলিলে অনিত্যত্ব বুঝিতে পারিবে।

যাজ্ঞিকগণ কেবল সংজ্ঞা (বিভাষা প্রভৃতি সংজ্ঞা) আরম্ভ না করিয়াই বিভাষা এই কথা বলিলে, অনিত্যত্ব বুঝাইয়া থাকে। যেমন; বেদে কোনও স্থলে বিভাষার স্বতন্ত্র সংজ্ঞা না করিয়াও যে স্থলে "মেধ্যঃ পশু র্বিভাষিতো মেধ্যোঽনড্বান্ বিভাষিত" এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই স্থলেই পশু হিংসা করা হউক অথবা না হউক' এইরূপ অর্থদ্বয় বোধ হইয়া থাকে। আচার্য্য পাণিনি ও সংজ্ঞা আরম্ভ না করিয়াই অনেক অন্যান্য শব্দের দ্বারা এই (বিভাষা) অর্থ বোধ করাইয়াছেন যেমন বহুলম্, অন্যতরস্যাম্, উভয়থা, বা, একেষাম ইত্যাদি।

বার্ত্তিকমূলম্।—অপ্রাপ্তেস্ত্রিসংশয়াঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অপ্রাপ্ত স্থলে তিনটি সংশয় উপস্থিত হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ইত উত্তরং যা বিভাষা অনুক্রমিষ্যামঃ অপ্রাপ্তে তাঃ দ্রষ্টব্যাঃ ত্রিসংশয়াস্ত ভবন্তি। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। দ্বন্দ্বে চ বিভাষা জসি প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্রেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বাপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। উভয়শব্দঃ সর্ব্বাদিষুপঠ্যতে তয়পশ্চায়জাদেশঃ ক্রিয়তে। তেন বা নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বাপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে "অয়চ্ প্রত্যয়ান্তরম্। যদি প্রত্যয়ান্তরমুভয়ীতি, ঈকারো ন প্রাপ্নোতি। মা ভূদেবং মাত্র জিত্যেবং ভবিষ্যতি। কথম্। মাত্র্জতি নেদং প্রত্যয়গ্রহণম্ কিং তর্হি প্রত্যাহারগ্রহণম্। ক সং নিবিষ্টানাং প্রত্যাহারঃ। মাত্র শব্দাৎপ্রভৃতি আ

অয়চশ্চকারাং। যদি প্রত্যাগারগ্রহণম্। কতি তিষ্ঠন্তি। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। অত ইতি বর্ত্ততে। এবমপি তৈলমাত্রা ঘৃতমাত্রা অত্রাপি প্রাপ্নোতি। সদৃশস্যাপ্যসংনিবিষ্টস্য ন ভবিষ্যতি প্রত্যাহারে গ্রহণম্। উর্ণোতের্বিভাষা। প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে উভয়ত্রেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। অসংযোগাল্লিট্ কিদিতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা প্রাপ্তে উভয়ত্রবেতি। অপ্রাপ্তে অন্বদ্ধি কিত্ত্বমন্বদ্ধি ঙিত্ত্বম্। একশ্চেন্ ঙিৎকিতৌ। যদোকং ঙিং কিতৌ, ততঃ সন্দেহঃ। অথ হি নানা, নাস্তি সন্দেহঃ। যদ্যপি নানা এবমপি সন্দেহঃ। প্রোর্ণুবীতি। সার্ব্বধাতুকমপিদিতি নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বা প্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে। বিভাষোপযমনে। প্রাপ্তে ২প্র উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বা উভয়ত্র। গন্ধন ইতি বা নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে। গন্ধন ইতি নিবৃত্তম্। অনুপসর্গাদ্বা। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। বৃত্তি সর্গতায়নেষু ক্রম ইতি বা নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বাঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে। বৃত্ত্যাদিষ্বিতি নিবৃত্তম্। বিভাষা বৃক্ষমৃগাদীনাং প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। জাতিরপ্রাণিনামিতি বা নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয়ত্রেতি। অপ্রাপ্তে জাতিরপ্রাণিনামিতি নিবৃত্তম্। উষবিদজাগৃভ্যোঽন্যতরস্যাম্। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। প্রত্যয়ান্তাদিতি বা নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি অপ্রাপ্তে প্রত্যয়ান্ত ধাত্বন্তরাণি দীপাদীনাং বিভাষা। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। ভাবকর্ম্মণোরিতি বা নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বা প্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার পরে যে বিভাষার অধিকার করিব, সেই সমস্তই অপ্রাপ্তে জানিতে হইবে। কিন্তু তিন রকমের সংশয় তো হইবে; প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র অর্থাৎ এইরূপ সন্দেহ হইবে যে পূর্ব্বে প্রাপ্তি ছিল তাহার পরেই এই বিভাষা আরম্ভ করা হইতেছে, অথবা প্রাপ্তি ছিল না এই বিভাষার দ্বারা প্রাপ্তি করাইতেছে, অথবা প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি উভয়ই ছিল তাহার স্থলে এই বিভাষা করা হইতেছে, যেমন "দ্বন্দ্বে চ" ।১।১।৩১ (দ্বন্দ্ব সমাসে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় না)। "বিভাষাজসি" ।১।১।৩২ (জসের স্থানে

"শী" ভাবরূপ যে কার্য্য করা হয়, সেই কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে দ্বন্দ্বসমাসে উক্ত সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয়)।

এক্ষণে পূর্ব্ব সূত্র দ্বারা সর্ব্বনাম সংজ্ঞা অপ্রাপ্তে পরসূত্র দ্বারা জস্ বিভক্তিতে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্তে সন্দেহ হইতেছে যে এই বিভাষা কি প্রাপ্তেই হইবে অথবা অপ্রাপ্তেই হইবে কিম্বা উভয়ত্রই হইবে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে বা উভয়ত্র সন্দেহ হইবে? উভয়শব্দ সর্ব্বাদিগণে পাঠ করা হইযাছে। এদিকে উভাদুদাত্তোনিত্যম্।৫।২।৪৪ (উভশব্দের পরে "তয়প্" প্রত্যযের স্থানে নিত্যই অয়চ্ আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে তয়প্ স্থানে অয়চ্ আদেশ হইতেছে সুতরাং সর্ব্বাদিগণে পাঠ হেতু উভয় শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা নিত্যই প্রাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু "প্রথমমচরতয়াল্পাধকতিপয়নেমাশ্চ"।১।১।৩৩। এই সূত্রানুসারে. তয়প্ স্থানে অয়চ্ আদিষ্ট হইলে উভয়শব্দ জস্ বিভক্তিতে বিকল্পে অয়চ্ আদেশ হওয়াতে এই স্থলে প্রাপ্ত বিভাষা নিত্যই হইয়াছিল। কিন্তু এই স্থলে পরবিপ্রতি-ষেধ করিলে অর্থাৎ তুল্য বল বিরোধে পরবর্ত্তী কার্য্য হয় এইরূপ বিধান বিধান করিলে উভয়ত্র বিভষা প্রাপ্তি হইবে। এবং অন্যত্র অপ্রাপ্তি বিভাষা প্রাপ্তি হইবে। এইরূপ তিনটি বিষয় একত্রিত হইলে সন্দেহ থাকে যে বিধান প্রাপ্তেই হইবে কি অপ্রাপ্তেই হইবে কি উভয়ত্রই হইবে।

উভয়শব্দে, অপ্রাপ্তে, বিভাষা প্রাপ্তি হইবে; কারণ এই যে উভ শব্দের উত্তর অয়চ্ প্রত্যয় করা হইয়াছে, তাহা (দ্বিত্রিভ্যাংতয়স্যায়জ্ বা।৫।২।৪৩। এই সূত্রানুসারে অয়প্ স্থানে যে তয়চ্ আদেশ তাহা নহে) অন্য প্রত্যয় অর্থাৎ "প্রথমচরমতয়" সূত্রের দ্বারা তযপের বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা করিলেও উভয় শব্দের অয়চ্ তয়প্ প্রত্যয়স্থলে আদিষ্ট অয়চ্ না হইয়া প্রত্যয়ান্তর হওয়াতে এস্থলে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই।

অথচ যদি প্রত্যয়ান্তর হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রতায়ী এইস্থলে ঈ, কার প্রাপ্ত হইবে না অর্থাৎ টিড্ঢাণঞ্দ্বয়সজ্দঘ্নঞ্মাত্রচ্তয়প্ঠক্ঠঞ্ কঞ্ ক্বরপঃ (উপসর্জ্জন হয় নাই এমন যে টকার ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় এবং ঢ, অণ্, অঞ্, দ্বয়সচ্, দঘ্নচ্, মাত্রচ্, তয়প্, ঠক্, ঠঞ্, কঞ্, ক্বরপ্ এই সকল প্রত্যয়ান্ত যে অকারান্ত শব্দ, তাহাদেরস্ত্রীলিঙ্গে "ঙীপ্" প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে তয়প্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয় বলিয়া উভয় শব্দের অয়চ্ প্রত্যয় ও যদি তয়প্ প্রত্যয় স্থানে আদিষ্ট হয় তবেই স্ত্রীলিঙ্গে

ঙীপ্ হইয়া উভয়ী প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা না করিলে এই স্থলে ঈকার প্রাপ্তই হইবে না। এইরূপ নাইবা হইল, মাত্রচ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বিধায়ক "টিড্ঢাণঞ" সূত্রে উল্লিখিত আছে বলিয়া তদ্দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

কিরূপে?

মাত্রচ্ ইহাকে প্রত্যয় বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না।

তবে কি?

এস্থলে প্রত্যাহার গ্রহণ করিতে হইবে। কোন্ কোন্ সন্নিবিষ্ট প্রত্যয় সমূহের প্রত্যাহার গ্রহণ করা হইবে?

মাত্র শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অয়চ্ প্রত্যয়ের চকার পর্য্যন্ত "মাত্রচ্" এই প্রত্যাহার গ্রহণ করা হইবে।

যদি প্রত্যাহারে ই গ্রহণকরা হয়, তবে "কতি তিষ্ঠন্তি" এই কিম্ শব্দের উত্তর ডতি প্রত্যয়ান্ত) "কতি" শব্দেরও মাত্রচ্ প্রত্যাহারের মধ্যেঅন্তর্ভাব হেতু (এই স্থলেও স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার) প্রাপ্তি হইবে।

(তাহা হইবে না) কারণ সেই স্থলে অর্থাৎ "টিড্ঢাণঞ্" সূত্রে বিধেয়, ঈকার অত অর্থাৎ অকারান্তের পরে হয়, এইরূপ আদেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কতি, শব্দ মাত্রচ প্রত্যাহারান্তর্গত, ডতি প্রত্যয়ান্ত হইলেও অকারান্ত না হওয়াতে ঈ প্রাপ্তিরূপ দোষ ঘটিবে না।

এইরূপ হইলেও তো "তৈলমাত্রা", "ঘৃতমাত্রা", এইস্থলে ঈ কার প্রাপ্তি হইবে?

(তাহা হইবে না) কারণ কোনও সদৃশ (তুল্য) শব্দ হইয়াও যদি তাহার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহা সেই প্রত্যাহারের মধ্যেগ্রহণ হয় না। সুতরাং তৈলমাত্রা, ঘৃতমাত্রা এই সকল শব্দ "মাত্রচ্" প্রত্যয়ের, মাত্র না হওয়াতে এই স্থলে ঙীপ্ও প্রাপ্তি হইবে না, কোন দোষও ঘটিবে না।

ঊর্ণোতের্বিভাষা।৭।৩।৯০। (ঊর্ণ ধাতু বিকল্পে বৃদ্ধি হয়, পকার ইৎ বিশিষ্ট সার্ব্বধাতুক পরে থাকিলে) এস্থলে প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে, অথবা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে এইরূপ সন্দেহ হইবে।

কেনই বা প্রাপ্তে, কেনইবা অপ্রাপ্তে, কেনই বা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে?

অসংযোগাল্লিট্ কিৎ ১।২।৫ (সংযোগের পরে না হইলেও পকার ইৎ ভিন্ন লিটের ক ইৎ কার্য্য হয়) এই সূত্রানুসারে নিত্য প্রাপ্তি হইলে, আর অন্যত্র অর্থাৎ ব্যাখ্যার জন্য স্থানান্তরে সূত্র পাঠ করা হইয়াছে, সেই সূত্রের অনুবৃত্তি হইবে না, এবং পরবিপ্রতিষেধ করা হইবে, তাহা হইলে বিভাষা অপ্রাপ্তি হইবে আর পূর্ব্বরূপ প্রতিষেধ করিলে উভয়ত্রে প্রাপ্ত হইবে। অতএব তিন প্রকারের সন্দেহ হইতেছে।

এই স্থলে অপ্রাপ্ত বিভাষাই স্বীকার করিতে হইবে। যদি "কিৎ" অন্য হয় এবং ঙীপ্ অন্য হয়, তাহা হইলেই অপ্রাপ্তি হইবে। আর "কিৎ" এবং "ঙিৎ" যদি এক হয় তাহা হইলেই সন্দেহ হইবে, কিন্তু যদি নানা অর্থাৎ ভিন্ন হয় তাহা হইলে সন্দেহ হইবে না।

যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহা হইলেও সন্দেহ হইবে; যেমন "প্রোর্ণুনীতি" এই স্থলে সার্ব্বধাতুকমপিৎ ১।২।৪ (ককার ইৎ হয় নাই এমন যে সার্ব্বধাতুক তাহার "ঙিতের" ন্যায় কার্য্য হয়) এই সূত্রানুসারে নিত্যপ্রাপ্তি হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলে "ঊর্ণোতের্বিভাষা এই সূত্র পরবিপ্রতিষেধ করিলে অপ্রাপ্তি বিভাষা হইবে। আর পূর্ব্ববিপ্রতিষেধ করিলে উভয়ত্র বিভাষা হইবে।

এই স্থলে অপ্রাপ্তি বিভাষাই হইবে; যেহেতু বিভাষোপযমনে ১।২।১৬। (যম, ধাতুর "সিচ্" বিকল্পে "কিৎ" হয় বিবাহ অর্থ বুঝাইলে) এইস্থলে বিভাষা, প্রাপ্তই হইবে কি অপ্রাপ্তই হইবে বা উভয়ত্রই হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইবে। কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। যমোগন্ধনে।১।২।১৫ (গন্ধনার্থ (১) বুঝাইলে যম, ধাতুর উত্তর, সিচের, কিৎ হয়) এই সূত্রানুসারে নিত্যপ্রাপ্তি হইলে অন্যত্র অর্থাৎ পূর্ব্ববিপ্রতিষেধস্থলে অপ্রাপ্তে এবং পর বিপ্রতিষেধ স্থলে উভয়ত্র এইরূপ সন্দেহ হইবে। অপ্রাপ্তে বিভাষা স্বীকার করা হইবে, কারণ "যমোগন্ধনে" সূত্রের গন্ধন, শব্দ নিবৃত্তি করা হইবে। অনুপসর্গাদ্বা।১।৩।৪৩। (উপসর্গহীন যম ধাতুর বিকল্পে আত্মনে পদ হয়) এই স্থলে বিভাষা, প্রাপ্তেই হইবে কি অপ্রাপ্তেই হইবে কি উভয়ত্র হইবে এইরূপ সন্দেহ হইবে। বৃত্তির্গসতায়নেষু ক্রমঃ।১।৩।৩৮। (বৃত্তি অর্থাৎ অপ্রতি-

(১) গন্ধন অর্থাৎ সূচন অর্থাৎ পরের দোষ আবিষ্কার করা।

বন্ধক সর্গ অর্থাৎ উৎসাহ তায়ন অর্থাৎ বৃদ্ধি অর্থ বুঝাইলে, ক্রম্ ধাতুর আত্মনে পদ হয়) এই সূত্রানুসারে নিত্য প্রাপ্তি হইলে অন্যত্র বা অপ্রাপ্তি হইলে অর্থাৎ পূর্ব্ববিপ্রতিষেধে অপ্রাপ্তি হইলে, পর বিপ্রতিষেধে উভয়ত্র প্রাপ্তি হইলেই সন্দেহ উপস্থিত হইবে যে, এস্থলে প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র বিভাষা হইবে।

এই বিভাষা অপ্রাপ্ত বিষয়েই হয় জানিতে হইবে কারণ, "বৃত্তিসর্গতায়নেষু" এই সকল স্থলে নিবৃত্তি করা হইবে। বিভাষাবৃক্ষমৃগতৃণধান্যব্যঞ্জনপশুশকুনাশ্ববড়বপূর্ব্বাপরাধরোত্তরাণাং ।২।৪।১২। (বৃক্ষ প্রভৃতি সাতটী শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস এবং অশ্ব বড়ব ইত্যাদি দ্বন্দ্ব ত্রয় ইহাদের পূর্ব্ববৎ কার্য্য বিকল্পে হয়)। এই সূত্রানুসারে বৃক্ষ মৃগ প্রভৃতির বিভাষা প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র প্রাপ্তি হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র প্রাপ্তি হইবে?

জাতিরপ্রাণিনাম্ ।২।৪।৬ (প্রাণি ভিন্ন জাতিবাচক শব্দ সমূহের দ্বন্দ্বসমাসে একবৎ কার্য্য হয় অর্থাৎ একবচন হয়) এই সূত্রানুসারে নিত্য প্রাপ্তি হইবে, অন্যত্র বা অপ্রাপ্তি হইবে অথবা উভয়ত্র প্রাপ্তি হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

এই স্থলে অপ্রাপ্ত বিষয়েতেই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে। কারণ, জাতিরপ্রাণিণাম্ এইটী নিবৃত্ত করা হইবে উষবিদজাগৃভ্যোঽন্যতরস্যাম্ ৩।১।৩৮। (উষ, বিদ এবং জাগৃধাতুর লিট্ বিভক্তিতে বিকল্পে "আম্" হয়) এইস্থলে প্রাপ্ত বিষয়ে বা অপ্রাপ্ত বিষয়ে অথবা উভয়ত্রই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইয়াছে।

কি রূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে কিরূপেই বা উভয়ত্র প্রাপ্তির সন্দেহ হইতেছে। প্রত্যয়ান্তত্বপ্রযুক্ত নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা অনিত্যে প্রাপ্তে উভয়ত্র প্রাপ্তি হইবে কিনা এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

এইস্থলে অপ্রাপ্তেই বিভাষা হইবে। কারণ, প্রত্যয়ান্ত শব্দ অন্য ধাতু বলিয়া মনে করা হইবে অর্থাৎ উষ ধাতুর উত্তর যে আম্ প্রত্যয় করা হইয়াছে সেই প্রত্যয়টি, সনাদ্যন্তাধাতবঃ ।৩।১।৩২।(সন্ প্রভৃতি প্রত্যয় এবং কম্ ধাতুর তিঙন্ত প্রত্যয় অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদের ধাতু সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে আম্ প্রত্যয়ের ধাতু সংজ্ঞা হইলেও, তাহাকে উষ ধাতু না

বলিয়া উষাম্ এইরূপে ধাত্বন্তর বলা হইবে। দীপজনবুধপূরিতায়িপ্যায়িভ্যোঽন্যতরস্যাম্।৩।১।৬১ (এই সকল ধাতুর উত্তর "চ্লি"র স্থানে "চিণ্" হয় এক বচনে, ত শব্দ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে দীপ প্রভৃতি ধাতুর বিকল্প হইবে। এই স্থলে প্রাপ্ত বিষয়েই বিভাষা হইবে বা অপ্রাপ্তেই হইবে অথবা উভয়ত্রই হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে?

চিণ্ ভাবকর্ম্মোণোঃ।৩।১।৬৬। (চ্লি স্থানে "চিণ্" হয়, ভাব এবং কর্ম্ম বাচক "ত" শব্দ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে ভাব এবং কর্ম্ম বাচ্যে নিত্য প্রাপ্ত হইলে অথবা অন্যত্র অপ্রাপ্ত লইলে অর্থাৎ "দীপজন" সূত্রের অনুবৃত্তি না করিয়া চিণ্ ভাব সূত্রের পরচ্লি প্রতিষেধ করিলে অপ্রাপ্তে বিভাষা হইবে, আর পূর্ব্ব চ্লি প্রতিষেধ করিলে উভয়ত্র বিভাষা হইবে, সুতরাং এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

ভাষ্যমূলম্।—অপ্রাপ্তে। কর্ত্তরীতি হি বর্ত্ততে। এবমপি সন্দেহঃ। ন্যায্যে বা কর্ত্তরি কর্ম্মকর্ত্তরি বেতি। নাস্তি সন্দেহঃ। সকর্ম্মকস্য কর্ত্তা-কর্ম্মবদ্ ভবতি। অকর্ম্মকাশ্চ দীপদয়ঃ। অকর্ম্মকা অপি বৈ সোপসর্গাঃ সকর্ম্মকা ভবন্তি। কর্ম্মোপদিষ্টা বিধয়ঃ কর্ম্মস্থভাবকানাং কর্ম্মস্থক্রিয়াণাং বা ভবন্তি। কর্ত্তৃস্থভাবকাশ্চ দীপাদয়ঃ। বিভাষাগ্রে প্রথমপূর্ব্বেষু। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। আভীক্ষ্ণ্য ইতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে। আভীক্ষ্ণ্য ইতি নিবৃত্তম্। তৃন্নাদীনাং বিভাষা। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। আক্রোশ ইতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে। আক্রোশ ইতি নিবৃত্তম্। একহলোদৌ পূরয়িতব্যেঽন্যতরস্যাম্। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়ামিতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে সংজ্ঞায়ামিতি নিবৃত্তম্। শ্বাদেরিঞি পদান্তস্যান্যতরস্যাম্। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। ইঞীতি বা নিত্যে প্রাপ্তে ঽন্যত্র বাপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে। ইঞীতি নিবৃত্তম্। সপূর্ব্বায়াঃ প্রথমায়া বিভাষা। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বাঽপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। চাদিভির্যোগ ইতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র

বা হপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে। চাদিভির্যোগ ইতি নিবৃত্তম্। গ্রো-যণ্ড্যচি বিভাষা। প্রাপ্তেহপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বাহপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। যণ্ডীতি বা নিত্যে প্রাপ্তেহন্যত্র বাপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। অপ্রাপ্তে যণ্ডীতি নিবৃত্তম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অপ্রাপ্ত বিষয়েই বিভাষা হইবে, কারণ সেস্থলে কর্ত্তরি অর্থাৎ কর্ত্তৃবাচ্যে হয়, এরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এইরূপ হইলেও সন্দেহ হইবে, যে স্থলে যথার্থ ন্যায়ানুসারে কর্ত্তৃবাচ্য অথবা যে স্থলে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য সেই স্থলেই প্রাপ্তি হইবে?

এস্থলে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ সকর্ম্মক ধাতুরই কর্ত্তা কর্ম্মের ন্যায় হয়, কিন্তু দীপ প্রভৃতি ধাতু অকর্ম্মক। অকর্ম্মকধাতু ও তো সময়ে সময়ে উপ-সর্গের সহিত মিলিত হইলে সকর্ম্মক হইয়া থাকে?

কর্ম্মে উপদিষ্ট বিধিসমূহ, কর্ম্মে অবস্থিত যে সকল বিষয় অথবা কর্ম্মস্থিত যে সকল ক্রিয়া তাহাদিগের প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দীপ প্রভৃতি ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে অবস্থিত হইয়া কর্ত্তৃবিষয়েরই লক্ষ্য করিতেছে। বিভাষাগ্রে প্রথমপূর্ব্বেষু।৩।৪।২৪ (এই সকল পদ উপপদে থাকিলে সমান কর্ত্তৃক যে ধাতু তাহাদের পূর্ব্বকালে, বিকল্পে "ক্ত্বা" এবং ণমুল্ প্রত্যয় হয়)। এইসূত্রানুসারে প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র বিভাষা হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে কিরূপেই উভয়ত্র বিভাষা হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। অভীক্ষ্ণ্যে অর্থাৎ আভীক্ষ্ণ্যে ণমুল্ চ।৩।৪।২২ (পুনঃ পুনঃ কোনও বিষয় উল্লিখিত হইলে পূর্ব্ব বিষয়ে "ণমুল্" প্রত্যয় হয় এবং "ক্ত্বা" প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে নিত্য ণমুল্ প্রাপ্তি হইলে অন্যত্র বা অপ্রাপ্ত হইলে অথবা উভয়ত্র প্রাপ্তি হইলে সন্দেহ হইবে, যে এই তিনটির কোনটি হইবে।

অপ্রাপ্তেই এই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে। কারণ এইসূত্রে (বিভাষাগ্রে প্রথম পূর্ব্বেষু) আভীক্ষ্ণ্যে (পৌনঃ পুন্যে) ইহার নিবৃত্তি হইয়াছে। তৃন্ প্রভৃতির বিকল্পে প্রাপ্তি হয়। এইস্থলে প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে। আক্রোশে নঞ্যনিঃ। ৩।৩।১১২ (নঞ্, উপপদে থাকিলে অনি প্রত্যয় হয়, আক্রোশ অর্থ বুঝা-ইলে) এই সূত্রানুসারে নিত্য প্রাপ্তি হইলে বিভাষা অন্যত্র বা অপ্রাপ্তি

হইলে বিভাষা অথবা উভয়ত্র বিভাষা হইবে, এইরূপ তিনটি সন্দেহ হইতেছে।

অপ্রাপ্তেই বিভাষা হইবে আক্রোশে ইহার নিবৃত্তি হইবে। একহলাদৌ পূরয়িতব্যেঽন্যতরস্যাম্ ।৬।৩।৫৯।(সহায় হীন হলাদি বিশিষ্ট শব্দের বাক্য পূর্ণ করা কর্ত্তব্য হইলে সমাসে বিকল্পে "ক" কারের লোপ হয়)। এই সূত্রানুসারে প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র বিভাষা সংজ্ঞা হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তির সন্দেহ হইবে ?

উদকস্য উদঃ সংজ্ঞায়াম্ । ৬।৩।৫৭ (উদক শব্দের স্থলে উদ আদেশ হয়, সংজ্ঞা বুঝাইলে, যথা উদমেঘঃ) এইসূত্রানুসারে নিত্য প্রাপ্তি হইলে বিভাষা, অন্যত্র বা অপ্রাপ্তি হইলে বিভাষা, অথবা উভয়ত্রই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে এই রূপ সন্দেহ হইতেছে।

অপ্রাপ্তেই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে, কারণ সংজ্ঞায়াম্ অর্থাৎ সংজ্ঞাতে হয়, ইহার নিবৃত্তি করা হইবে। শ্বাদেরিঞি ।৭।৩।৮।(শ্ব, শব্দ আদিতে আছে যাহার, তাহার উত্তর ইঞি, প্রত্যয় হয়, ঐচ্ হয় না, যথা শ্বাদংষ্ট্রি) এই সূত্রানুসারে, ইঞি প্রত্যয় প্রাপ্তি হইলে "পদান্তস্যান্যতরস্যাম্ ।৭।৩।৯'। (শ্ব শব্দ যাহার আদিতে আছে এমন যে অঙ্গ, তাহার পরে পদ শব্দ থাকিলে ঐচ্, বিকল্পে হয়, যেমন শ্বাপদম্, শৌবাপদম্) এই সূত্রানুসারে, বিভাষা প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

ইঞি ("শ্বাদে রিঞি" এইসূত্রানুসারে) এই বলিয়া নিত্য প্রাপ্তি হইলে বিভাষা, অন্যত্র বা অপ্রাপ্তি হইলে বিভাষা অথবা উভয়ত্র বিভাষা হইবে এই-রূপ সন্দেহ হইতেছে।

অপ্রাপ্ত হইলেই বিভাষা হইবে, কারণ ইঞি, ইহার নিবৃত্তি হইবে।

সপূর্ব্বায়াঃ প্রথমায়াঃ বিভাষা ।৮।১।২৬ (বিদ্যমান, পূর্ব্বে থাকিলে প্রথমান্তের পরে ইহাদের চাশ্বাদেশ হইলে এই সকল অর্থাৎ ত্বা, না প্রভৃতি আদেশ হয়, বিকল্পে) এই স্থলে প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র বিভাষা হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে ? চাদির, সহিত যোগ হইলে নিত্যে, অন্যত্র বা অনিত্যে

অথবা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। অর্থাৎ "নচবাহাহৈবযুক্তে" ৮।১।২৪। চ, বা, হা, হৈ, ব এই পাঁচ শব্দের সহিত যোগ হইলে যুষ্মদ্ এবং অস্মদ্ শব্দের স্থানে ত্বা, মা প্রভৃতি আদেশ হয় না) এই সূত্রানুসারে ত্বাং মাং নিত্য প্রাপ্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপ সন্ধি হইবে।

অপ্রাপ্তে অর্থাৎ কোনও সূত্রানুসারে বিভাষা প্রাপ্তি না থাকিলে এই স্থলে বিভাষা প্রাপ্তি হইবে। কারণ চাদি সমূহের সহিত যোগ হইলে হয়, ইহার নিবৃত্তি করা হইবে।

গ্রোযোঙি '৮।২।২০ গৃ, ধাতুর র স্থানে, ল, হয়, যঙ্ পরে থাকিলে এইসূত্রানুসারে যঙন্ত, গৃ, ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিলে সেই অচ্ প্রত্যয়ের অকারকে নিমিত্ত করিয়া "যঙোঽচি চ' ।২।৪।৭৪। এই সূত্রানুসারে যঙ্, এর লোপ হইলে বিভাষা অর্থাৎ বিধির বিকল্প হইবে। এইস্থলে সন্দেহ হইতেছে যে এই বিভাষা বিধি, প্রাপ্তি থাকিলেই হইবে না অপ্রাপ্তেই হইবে অথবা উভয়ত্রই হইবে ?

এই বিভাষা কিরূপেই বা প্রাপ্ত বিষয়ে কিরূপেই বা উভয়ত্র হইবে।

যঙ্, করিলে নিত্য প্রাপ্তি বিধিতেই বিভাষা হইবে অন্যত্র বিধি অপ্রাপ্ত থাকিলেই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে কোথায় ওবা প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে উভয়ত্র সম্ভাবনা থাকিলেই বিভাষা প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং এই তিনটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। এই স্থলেও অপ্রাপ্তেই বিভাষা হইবে। কারণ এইস্থলে, যঙের নিবৃত্তি হইতেছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রাপ্তে চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অর্থাৎ প্রাপ্তে বিভাষা হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ইত উত্তরং যা বিভাষা অনুক্রমিষ্যামঃ প্রাপ্তে তা দ্রষ্টব্যাঃ ত্রিসংশয়াস্ত ভবন্তি। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। বিভাষা বিপ্রলাপে প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বাপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। ব্যক্ত বাচামিতি বা নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বাপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। প্রাপ্তে। ব্যক্তবাচামিতি হি বর্ত্ততে। বিভাষোপপদেন প্রতীয়মানে। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। স্বরিতঞিত ইতি বা নিত্যে প্রাপ্তেঽন্যত্র বা প্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। প্রাপ্তে। স্বরিতঞিত ইতি হি বর্ত্ততে। তিরোঽন্তর্দ্ধৌ, বিভাষা কৃঞি। প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বা

অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। অন্তর্দ্ধাবিতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা ২প্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। প্রাপ্তেঽন্তর্দ্ধাবিতি বর্ত্ততে। অধিরীশ্বরে, বিভাষা কৃঞি। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। ইশ্বর ইতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বাপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। প্রাপ্তেঽধিরীশ্বর ইতি বর্ত্ততে। দিবস্তদর্থস্য বিভাষোপসর্গে। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। তদর্থস্যেতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা প্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। প্রাপ্তে। তদর্থস্যেতি বর্ত্ততে। উভয়ত্র চ। ইতউত্তরং যা বিভাষা অনুক্রমিষ্যাম উভয়ত্র তাঃ দ্রষ্টব্যাঃ। ত্রিসংশয়াস্তু ভবন্তি। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। হৃক্রোরন্যতরস্যাম্। প্রাপ্তেঽপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকাণামণিকর্ত্তা সণাবিতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা প্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। উভয়ত্র। প্রাপ্তে তাবৎ। অভ্যবহারয়তি সৈন্ধবান্ অভ্যবহারয়তি সৈন্ধবৈঃ। বিকারয়তি সৈন্ধবান্ বিকারয়তি সৈন্ধবৈঃ। অপ্রাপ্তে হরতি ভারং দেবদত্তঃ হারয়তি ভারং দেবদত্তম্। হারয়তি ভারং দেবদত্তেন। করোতি কটং দেবদত্তঃ। কারয়তি কটং দেবদত্তেন। কারয়তি কটং দেবদত্তম্। ন যদি, বিভাষা সাকাঙ্ক্ষে। প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং বা প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। যদীতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয় বেতি। উভয়ত্র। প্রাপ্তে তাবৎ। অভিজানাসি দেবদত্ত যৎকশ্মীরেষু বৎস্যামঃ। যৎকশ্মীরেষ্ববসাম। যত্তত্রৌদনং ভোক্ষ্যামহে। যত্তত্রৌদনং ভুঞ্জ্মহি। অপ্রাপ্তে অভিজানাসি দেবদত্ত যৎকশ্মীরান্ গমিষ্যামঃ। কশ্মীরানগচ্ছাম তত্রৌদনং ভোক্ষ্যামহে তত্রৌদনমভুঞ্জ্মহি। বিভাষা শ্বেঃ। প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ কথং চ প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। কিতীতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। উভয়ত্র। প্রাপ্তে তাবৎ। শুশুবতুঃ শুশুবুঃ। শিশ্বিযতুঃ শিশ্বিয়ুঃ। অপ্রাপ্তে। শুশাব। শুশবিথ শিশ্বায় শিশ্বয়িথ। বিভাষা সংবুষাস্বনাম্। সংপূর্ব্বাদ্ বুষেঃ প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং চ প্রাপ্তে কথং বা প্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। ঘুষিরবিশব্দন ইতি বা নিত্যেঃ প্রাপ্তে অন্যত্র বাপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। উভয়ত্র প্রাপ্তে তাবৎ। সংঘুষ্টা রজ্জুঃ সংঘুষিতা রজ্জুঃ। অপ্রাপ্তে সংঘুষ্টং বাক্যমাহ সংঘুষিতং বাক্যমাহ। আঙ্

পূর্ব্বাৎস্মনে। প্রাপ্তে অন্যত্র বাপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি সন্দেহঃ। কথং বা প্রাপ্তে কথং বা অপ্রাপ্তে কথং বোভয়ত্র। মনসীতি বা নিত্যে প্রাপ্তে অন্যত্র বা অপ্রাপ্তে উভয়ত্র বেতি। উভয়ত্র প্রাপ্তে তাবৎ। আত্মান্তং মনঃ। আত্মনিতং মনঃ। অপ্রাপ্তে। আত্মনিতো দেবদত্তঃ আত্মান্তো দেবদত্ত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার পরে যে সকল অধিকার করা হইবে তাহার প্রাপ্তে বিভাষা জানিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র এইরূপ তিনটি সংশয়তো উপস্থিত হইবে। বিভাষা বিপ্রলাপে ।১।৩।৫ বিরুদ্ধ উক্তিরূপ ব্যক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলে বিকল্পে, আত্মনেপদ হয়)। এই সূত্রানুসারে, প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে বা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে, কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে। ব্যক্তবাচাং সমুচ্চারণে ।১।৩।৪৮। (মনুষ্যগণের বিশেষ রূপে উচ্চারণ বুঝাইলে, "বদ" ধাতুর আত্মনেপদ হয়)। এই সূত্রানুসারে আত্মনেপদ নিত্যই প্রাপ্তি হইলে অথবা অন্যত্র উহা প্রাপ্তি না হইলে, অর্থাৎ যেমন মনুষ্যের উচ্চারণ ভিন্ন পশু পক্ষীর উচ্চারণ স্থলে উহা প্রাপ্তি হয় না বলিয়া বিপ্রবদন্তে না হইয়া বিপ্রবদন্তি হইলে, অথবা পরবিপ্রতিষেধ করিয়া উভয়ত্র প্রাপ্তি হইলে, কোনটি নিশ্চিতরূপে পাইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

এই স্থলে, প্রাপ্তেই বিভাষা হইবে ; কারণ "ব্যক্তবাচাং সমুচ্চারণে'। এই সূত্র ব্যক্তবাচাং এইরূপ ব্যক্তবাক্য অর্থাৎ মনুষ্যবাক্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। "বিভাষোপপদেন প্রতীয়মানে"।১।৩।৭৭। (স্বরিতস্বর লোপ হইয়াছে এবং ঞ লোপ হইয়াছে যাহার, এমন যে ধাতু তাহার আত্মনেপদ হয় ইত্যাদি পাঁচটি সূত্রানুসারে যে কর্তৃগামি ক্রিয়া হইলে, আত্মনেপদ বিহিত হইয়াছে তাহা সমীপস্থ বিষয়ে উচ্চারিত হইলেণক্রিয়া ফল কর্ত্তৃগামী হইলেও, বিকল্পে আত্মানেপদ হইবে) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র বিভাষা হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে ; কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে ? স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে।১।৩।৭২। (স্বরিত লোপ হইয়াছে এবং ঞ লোপ হইয়াছে এমন যে ধাতু, তাহার আত্মনেপদ

হয়, ক্রিয়ার ফলটি কর্ত্তায় উপনীত হইলে) এই সূত্রানুসারে, ক্রিয়াফলটি কর্ত্তার অভিপ্রেত হইলে আত্মনেপদ নিত্যই হইবে, এই জন্য নিত্য আত্মনেপদ হইলে অথবা অন্যত্র আত্মনেপদ প্রাপ্তি না থাকিলে এবং উভয়ত্র আত্মনেপদের সম্ভাবনা হইলেই কোন্ স্থলে বিভাষা হইবে এইরূপ তিনটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

এই স্থলে, প্রাপ্তেই, বিভাষা হইবে। কারণ সূত্রে "স্বরিতঞিত" এই রূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তিরোঽন্তর্দ্ধৌ।১।৪।৭১। এই সূত্রানুসারে, তিরস্ শব্দের সহিত সমাস হইলে তিরোভূয়, ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। "বিভাষা কৃঞি।১৪৭২"। (ক্রি ধাতুর সহিত, তিরস্ শব্দের গতি সংজ্ঞা বিকল্পে হয়) এই সূত্রানুসারে, প্রাপ্তেই বিভাষা হইবে কি অপ্রাপ্তে, হইবে অথবা উভয়ত্র হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে? "তিরোঽন্তর্ধৌ", এই সূত্রানুসারে নিত্য গতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, অন্যত্র বা অপ্রাপ্তে বিভাষা হইলে অথবা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। "অধিরীশ্বরে।১।৪।৯৭"। (স্বস্বামিসম্বন্ধ হইলে, অধি শব্দের কর্ম্ম প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়) বিভাষকৃঞি।১।৩৯৮। কৃ ধাতুর সহিত যোগ হইলে অধি শব্দের, ঈশ্বর অর্থে কর্ম্ম প্রবচণীয় সংজ্ঞা বিকল্পে হয়,) এই সূত্রানুসারে বিভাষা, প্রাপ্তেই হইবে, অপ্রাপ্তেই হইবে অথবা উভয়ত্র হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে?

"অধিরীশ্বরে" এইসূত্রানুসারে ঈশ্বর, অর্থাৎ স্বস্বামিত্ব, ভাব (স্বকীয় প্রভুত্ব ভাব) বুঝাইলে নিত্য প্রাপ্তি হইলে এবং অন্যত্র কর্ম্মপ্রবন্ধীয় সংজ্ঞা অপ্রাপ্তি হইলে কোথাও বা উভয়ত্র প্রাপ্তি হইলে, কোন্টি প্রাপ্তি হইবে এই রূপ তিনটি সন্দেহ হইতেছে। প্রাপ্তেই বিভাষা হইবে। কারণ অধিরীশ্বরে এই সূত্রানুসারে কর্ম্মপ্রবচণীয় সংজ্ঞা প্রাপ্তেই রহিয়াছে। দিবস্তদর্থস্য।২।৩।৫৮। (লোপ অর্থ বাচক এবং ক্রয় বিক্রয়রূপ ব্যবহারার্থ বাচক দিব্ ধাতুর কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়)। বিভাষোপসর্গে (উপসর্গের সহিত যোগ হইলে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়) এই সূত্রানুসারে বিভাষা প্রাপ্তে হইবে কি অপ্রাপ্তেই হইবে অথবা

উভয়ত্রই হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। কিরূপেই বা আপ্তপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে? "দিবস্তদর্থস্য" সূত্রে তদর্থ (দিব্ ধাতুর অর্থ) বুঝাইলে, লুপ্ত ষষ্ঠী প্রাপ্ত হইলে বিকল্পে হইবে। আর অন্যত্র অর্থাৎ সেই দিব্ ধাতুর অর্থ না বুঝাইলে অপ্রাপ্তে বিভাষা হইবে। এবং প্রকারান্তরে উভয়ত্রই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে।

এইস্থলে প্রাপ্তেই বিভাষা হইবে। কারণ "দিবস্তদর্থস্য" সূত্রে তদর্থস্য, অর্থাৎ দিব্ ধাতুর অর্থ বুঝাইলেই বিকল্প হয়। এইরূপ বলাতে প্রাপ্তেই বিভাষা হইবে।

উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে। ইহার পরে যে বিভাষার অধিকার তাহা উভয়ত্র প্রাপ্তি হয় এইরূপ জানিতে হইবে। হৃক্রোরন্যতরস্যাম্। ১।৪।৫৩। (হৃ এবং কৃ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থায় যে কর্ত্তা ণিজন্ত অবস্থায় সে কর্ম্ম হয়, বিকল্পে)। এইস্থলে প্রাপ্তে অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র বিভাষা পাইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে, গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকাণামণি কর্ত্তা সণৌ। ১। ৪।৫২। (গতি, বুদ্ধি, প্রত্যবসান, অর্থ বুঝাইলে, সকর্ম্মক শব্দের এবং অকর্ম্মকের ণিজন্ত করিবার পূর্ব্বে যে কর্ত্তা থাকে, ণিজন্ত করিলে তাহা কর্ম্ম হয়) এই সূত্রানুসারে নিত্য পাইলে অথবা অন্যত্র না পাইলে এবং প্রকারান্তরে উভয়ত্র হইলে কোথায় বিভাষা হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

উভয়ত্রই বিভাষা হইবে। যেমন "অভ্যবহারয়তি সৈন্ধবান্ (অশ্বসমূহকে খাওয়াইতেছে,) অভ্যবহারয়তি সৈন্ধবৈঃ। "বিকারয়তি সৈন্ধবান্" "বিকারয়তিসৈন্ধবৈঃ। (অশ্বসমূহকে বিশেষরূপে কাজ করাইতেছে) এই সকলস্থলে বিকল্পে কর্ম্ম পাইয়াছে বলিয়া প্রাপ্তে বিভাষা হইয়াছে।

অপ্রাপ্তে বিভাষার দৃষ্টান্ত যথা হরতি ভারং দেবদত্তঃ (দেবদত্ত ভার হরণ করিতেছে) হারয়তি ভারং দেবদত্তম্, হারয়তি ভারংদেব দত্তেন। করোতি কটং দেবদত্তঃ, কারয়তি কটং দেবদত্তেন, কারয়তি কটং দেবদত্তম্ (দেবদত্তকে মাদুর প্রস্তুত করাইতেছে) এই সকল স্থলে পূর্ব্বে দেবদত্তটি কর্ম্ম ছিল না কিন্তু পরে ণিজন্ত করাতে কর্ম্ম হইয়াছে; সুতরাং হরতি স্থলে হারয়তি করাতে এইস্থলে বিভাষা পাইয়া ছিলনা অথচ "হৃক্রোরন্যতরস্যাম্" এইসূত্রে বিভাষা করাইলে, সুতরাং এই স্থলে প্রাপ্তে এবং অপ্রাপ্তেএই উভয়ত্র বিভাষা হইবে।

ন যদি ।৩।২।১১৩। (যদ্ শব্দের সহিত যোগ হইলে ল্যুট্ হয় না)। বিভাষা সাকাঙ্ক্ষে ।৩।২। ১১৪। (পূর্ব্ব বিষয় স্মরণ করাইবার কোনও শব্দ উপপদে থাকিলে, ল্যুট্, বিকল্পে হয় যদি ধাতুর অর্থ লক্ষ্য এবং, লক্ষণ ভাবে আকাঙ্ক্ষিত হয়) এই স্থলে প্রাপ্তে কি অপ্রাপ্তে কিম্বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে? "ন যদি" সূত্রানুসারে যদ্ শব্দের যোগে নিত্য প্রাপ্তি হইলে অথবা অন্যত্র অনিত্য প্রাপ্তি হইলে,বা পক্ষান্তরে উভয়ত্র বিভাষা প্রাপ্তি হইবে সুতরাং তিনটি সন্দেহ হইতেছে।

উভয়ত্রই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে, যেমন "অভিজানাসি দেবদত্ত যৎকশ্মীরেষু বৎস্যামঃ" (হে দেবদত্ত তুমি কি জান যে আমরা কাশ্মীরে বাস করিতাম) যৎকশ্মীরেষ্ববসাম। "যৎ তত্রৌদনমভোক্ষ্যামহে" (যে সেইস্থলেই আমরা ভাত খাইয়া ছিলাম) "যৎতত্রৌদনমভুঞ্জ্মহি"। এইসকল স্থলে প্রাপ্তে বিভাষা হইয়াছে। অপ্রাপ্তে বিভাষার দৃষ্টান্ত যথা "অভিজানাসি দেবদত্ত যৎকশ্মীরান্ গমিষ্যামঃ" (হে দেবদত্ত তুমি কিজান অর্থাৎ তোমার কি মনে আছে যে আমরা কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিলাম)। কশ্মীরান্ গচ্ছাম। তত্রৌদনম্ভোক্ষ্যামহে, তত্রৌদনমভুঞ্জ্মহি। ইহাদের কোথায়ও যদ্ শব্দের সহিত যোগ থাকাতে কোথায়ও না থাকাতে প্রাপ্তে এবং অপ্রাপ্তে উভয়ত্রই বিভাষা প্রাপ্তি হইল। বিভাষা শ্বেঃ ।৬।১।৩০। এইসূত্রানুসারে বিকল্পে"শ্বি" ধাতুর সংপ্রসারণ হইলে, তাহা প্রাপ্তে হইবে বা অপ্রাপ্তে হইবে অথবা উভয়ত্রই হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে, কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে?

কইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে নিত্যই সংপ্রসারণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্যত্র অপ্রাপ্তি হইলে রূপান্তরে উভয় প্রাপ্তি হইয়াছিল, এক্ষণে এই তিনটি সন্দেহ হইতেছে।

উভয়ত্রই বিভাষা প্রাপ্তি হইবে।

প্রাপ্তের দৃষ্টান্ত যেমন শুশুবতুঃ, শুশুবুঃ, শিশ্বিয়তু, শিশ্বিয়ুঃ। অপ্রাপ্তের দৃষ্টান্ত যথা শুশাব, শুশবিথ। শিশ্বায়, শিশ্বয়িথ।

বিভাষা সংঘুষ্মণাম্ (সং পূর্ব্বক ঘুষ ধাতুর বিকল্পে ইট্ হয়)। সং

পূর্ব্বক ঘুষ ধাতুর প্রাপ্তে, অপ্রাপ্তে অথবা উভয়ত্র বিভাষা হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র বিভাষা হইবে ?

ঘুষিরবিশব্দনে ।৭।২।২৩ (ঘুষ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় হইলে অনিট্ হয়) এই সূত্রানুসারে "ইট্" নিত্যপ্রাপ্তি হইলে অন্যত্র বা অপ্রাপ্তি হইলে প্রকারন্তরে বা উভয়ত্রই বিভাষা হইবে এইরূপ তিনটি সন্দেহ হইতেছে।

উভয়ত্রই বিভাষা হইবে।

প্রাপ্তে, বিভাষার দৃষ্টান্ত যথা—

সংঘুষ্টা রজ্জুঃ (অর্থাৎপাকান দড়ি) সংঘুষিতা রজ্জুঃ।

অপ্রাপ্তে বিভাষার দৃষ্টান্ত যথা—

সংঘুষ্টং বাক্যমাহ (যাহা লোকমুখেঘোষণা হইয়াছে, এইরূপ বাক্য বলিতেছে)। সংঘুষিতম্ বাক্যমাহ।

আঙ্ পূর্ব্বক স্বন, ধাতুর ইট্ প্রাপ্ত হইলে অথবা অন্যত্র অপ্রাপ্ত হইলে রূপান্তরে বিভাষা পাইবে। এইরূপ তিনটি সন্দেহ হইতেছে, কিরূপেই বা প্রাপ্তে কিরূপেই বা অপ্রাপ্তে এবং কিরূপেই বা উভয়ত্র পাইবে। মনসি, অর্থাৎ মন বিষয়ে নিত্য প্রাপ্তি অন্যত্র বা অপ্রাপ্তি হইলে রূপান্তরে বা উভয়ত্র প্রাপ্তি হইবে এইরূপ সন্দেহ ত্রয় হইতেছে।

উভয়ত্র পাইবে। প্রাপ্তে, বিভাষার দৃষ্টান্ত যথা "আস্বান্তং মনঃ" (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তলগ্নম্লিষ্টবিরিব্ধথাণ্টরাঢ়ানি মন্থমনস্তমঃশক্তাবিস্পষ্টস্বরানায়াসভৃশেষু ।৭।২।১৮ এইসূত্রানুসারে) "আস্বনিতং মনঃ" এইস্থলে বিভাষা প্রাপ্তে, হইয়াছে। অপ্রাপ্তের দৃষ্টান্ত যথা আস্বানিতো দেবদত্তঃ,আস্বান্তো-দেবদত্তঃ এইস্থলে অপ্রাপ্তে বিভাষা হইতেছে। সুতরাং এইস্থলে প্রাপ্তে এবং অপ্রাপ্তে এই উভয়ত্রই বিভাষা পাইল।

পাণিনি মহাভাষ্যের ৬ষ্ঠ আহ্নিক সম্পূর্ণ।

সপ্তম আহ্নিক।

ইগ্যণঃ সংপ্রসারণম্ । ৪৫ ।

ইক্ ।১। যণঃ ।৬। সংপ্রসারণম্ ।১।

সূত্রানুবাদ—যণের স্থানে যে প্রযুজ্যমান ইক্, তাহার সংপ্রসারণ সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্ ।—কিমিয়ং বাক্যস্য সংপ্রসারণসংজ্ঞা ক্রীয়তে ইগ্‌ যণ ইত্যেতদ্বাক্যং সংপ্রসারণম্ভবতীতি। আহোস্বিদ্‌বর্ণস্য ইগ্‌ যো যণঃ স্থানে বর্ণঃ স সংপ্রসারণসংজ্ঞো ভবতীতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এই যে সংপ্রসারণ সংজ্ঞা করা হইতেছে তাহা কি "ইগ্‌ যণ" এই বাক্যটির সংপ্রসারণসংজ্ঞা করাইতেছে অথবা বর্ণের, যণ্‌স্থানে যে ইক্ বর্ণ, তাহার সংপ্রসারণ হয়, এইরূপ বলা হইতেছে।

এতদুভয়ে বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য কি আছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সংপ্রসারণসংজ্ঞায়াম্ বাক্যস্য সংজ্ঞাচেৎবর্ণবিধিঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি বাক্যের সংপ্রসারণ সংজ্ঞা করা যায়, তাহা হইলে আবার বর্ণের বিধান করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সংপ্রসরণসংজ্ঞায়াং বাক্যস্য সংজ্ঞা চেদ্বর্ণবিধির্ন সিদ্ধ্যতি। সংপ্রসারণাৎপরঃ পূর্বো ভবতীতি সংপ্রসারণস্য দীর্ঘো ভবতীতি। ন হি বাক্যস্য সংপ্রসারণসংজ্ঞায়ামেষ নির্দ্দেশ উপপদ্যতে নাপ্যেতয়োঃ কার্য্যয়োঃ সম্ভবোস্তি। অস্তি তর্হি বর্ণস্য।

ভাষ্যানুবাদ।—সংপ্রসারণ সংজ্ঞায়, যদি বাক্যের সংজ্ঞা করা যায় তাহা হইলে বর্ণের বিধি সিদ্ধি হইবে না। সংপ্রসারণের পর যেস্থানে পূর্ব্ব কার্য্য হয় সেস্থলে সংপ্রসারণের দীর্ঘ হয়, কিন্তু বাক্যের সংপ্রসারণ সংজ্ঞা করিলে এইটি নির্দ্দেশ করা যায় না এবং বাক্য ও বর্ণ এই উভয়ের কার্য্য কখনও এক সময়ে সম্ভব নহে।

তবে বর্ণেরই সংপ্রসারণ সংজ্ঞা হউক্।

বার্ত্তিকমূলম্।—বর্ণসংজ্ঞা চেন্নির্বৃত্তিঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বর্ণের সংজ্ঞা করিলে নিষ্পন্ন কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—বর্ণসংজ্ঞা চেন্নির্বৃত্তির্ন সিধ্যতি। ষ্যঙঃ সংপ্রসারণমিতি স এব হি তাবদিগ্ দুর্লভঃ যস্য সংজ্ঞা ক্রিয়তে। অথাপি কথং চিল্লভ্যেত কেনাসৌ। যণঃ স্থানে স্যাৎ। অনেন চৈব হ্যসৌ ব্যবস্থাপ্যতে তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্পন্তে। বিভক্তিবিশেষনির্দেশস্তু জ্ঞাপকঃ উভয়সংজ্ঞত্বস্য। যদয়ং বিভক্তিবিশেষনির্দেশং করোতি সংপ্রসারণাৎপরঃ পূর্ব্বো ভবতীতি সংপ্রসারণস্য দীর্ঘো ভবতি ষ্যঙঃ সংপ্রসারণং ভবতি ইতি। তেন জ্ঞায়তে উভয়োঃ সংজ্ঞা ভবতীতি। যত্তাবদাহ। সংপ্রসারণাৎ পরঃ পূর্ব্বো ভবতীতি সংপ্রসারণস্য দীর্ঘো ভবতি। তেন জ্ঞায়তে বর্ণস্য ভবতীতি। যদপ্যাহ:ষ্যঙঃ সংপ্রসারণমিতি তেন জ্ঞায়তে বাক্যস্য সংজ্ঞা ভবতীতি। অথ বা পুনরস্তু বাক্যস্যৈব। নন্বু চোক্তং সংপ্রসারণসংজ্ঞায়াং বাক্যস্য সংজ্ঞা চেদ্বর্ণবিধির্ন সিধ্যতীতি। নৈষ দোষঃ। যথা কাকাজ্জাতঃ কাকঃ শ্যেনাজ্জাতঃ শ্যেনঃ এবং সংপ্রসারণাজ্জাতং সংপ্রসারণং তস্মাৎপরঃ পূর্ব্বো ভবতি তস্য দীর্ঘো ভবতীতি। অথ বা দৃশ্যন্তে হি বাক্যেষু বাক্যৈকদেশান্ প্রযুঞ্জানাঃ পদেষু পদৈকদেশান্ প্রযুঞ্জানাঃ। বাক্যেষু তাবদ্বাক্যৈকদেশান্। প্রবিশ পিণ্ডীং প্রবিশ তর্পণম্। পদেষু পদৈকদেশান্। দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি। এবমিহাপি সংপ্রসারণনির্বৃত্তাৎ-সংপ্রসারণনির্বৃত্তস্যেতি। এতস্য বাক্যস্যার্থে সংপ্রসারণাৎ সংপ্রসারণস্যেত্যেষ বাক্যৈক দেশঃ প্রযুজ্যতে তেন নির্বৃত্তস্য বিধিং বিজ্ঞাস্যামঃ। সংপ্রসারণনির্বৃত্তাৎ সংপ্রসারণনির্বৃত্তস্যেতি। অথবা আহায়ং সংপ্রসারণাৎ পরঃ পূর্ব্বো ভবতীতি সংপ্রারণস্য দীর্ঘো ভবতীতি নচ বাক্যস্য সংপ্রসারণসংজ্ঞায়াং সত্যামেষ নির্দ্দেশ উপপদ্যতে নাপ্যেতয়োঃ কার্য্যয়োঃ সম্ভবো হস্তীতি তত্র বচনাত্তুবিষ্যাতি।

ভাষ্যানুবাদ—যদি বর্ণের সংপ্রসারণ সংজ্ঞা করা যায় তাহা হইলে নিষ্পন্ন বর্ণসমূহ সিদ্ধি হইবে না। যেমন ষ্যঙঃ সংপ্রসারণং পুত্রপত্যোস্তৎ পুরুষে ৬।১।১৩ (ষ্যঙ্ প্রত্যয়ান্তের পূর্ব্বপদের সংপ্রসারণ হয়, তৎপুরুষ সমাস হইলে, যদি পুত্র এবং প্রতি শব্দ পরে থাকে) এই সূত্রানুসারে সংপ্রসারণ সংজ্ঞা হইলে, সেই ইক্ই দুর্লভ যাহার সংপ্রসারণ সংজ্ঞা করা হইবে। আর যদি কোনও প্রকারে ইক্ লাভ হয়, তাহা হইলে তাহা যেবর্ণের স্থানে হইয়াছে তাহা কিরূপে (কোন সূত্রানুসারে) সিদ্ধ হইবে?

এই সূত্রের দ্বারাই যদি ইহা ব্যবস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে অন্যোন্যা-

শ্রয় দোষ ঘটিবে। অন্যোন্যাশ্রয় (ইতরেতরাশ্রয়) হইলে কোনও কার্য্য হইতে পারে না।

বিভক্তি নির্দ্দেশ দ্বারাই জানা যাইবে, যে এস্থলে উভয়ের সংজ্ঞা হইতেছে; যেহেতু "য্যণঃ সংপ্রসারণম্" সূত্রে যে বিভক্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই জানা যাইবে যে, সংপ্রসারণের পরে পূর্ব্বকার্য্য হইবে এবং সংপ্রসারণের দীর্ঘ হইবে ও "য্যণের" স্থানে সংপ্রসারণ হইবে অতএব উভয়েরই সংজ্ঞা হয়। তবে যে বলা হইয়াছে সংপ্রসারণের পরে পূর্ব্বকার্য্য হয় এবং সংপ্রসারণের দীর্ঘ হয় তাহা দ্বারাই জানা যাইবে যে বর্ণেরই সংপ্রসারণ হয়। আর যে বলা হইয়াছে "য্যণঃ সংপ্রসারণম্" (য্যণের, স্থানে সংপ্রসারণ হয়) তদ্দ্বারাই জানা যাইবে যে বাক্যেরই সংজ্ঞা হয়।

অথবা পুনঃ কেবল বাক্যেরই সংপ্রসারণ সংজ্ঞা বলা হউক্। তবে যদি পূর্ব্বোক্ত বাক্য বল যে বাক্যের সংপ্রসারণ সংজ্ঞা করিলে বর্ণের সংপ্রসারণ বিধি প্রাপ্তি হইবে না; যেমন কাক হইতে যে উৎপন্ন তাহাও কাক, শ্যেনপক্ষী হইতে যে উৎপন্ন, তাহাও শ্যেন (বাজপক্ষী) সেইরূপ সংপ্রসারণ হইতে যে উৎপন্ন বর্ণ তাহাও সংপ্রসারণ তাহার পরে কোনও আদেশ হইলে তাহার পূর্ব্বকার্য্যই হইবে এবং দীর্ঘও হইবে।

অথবা জনসমাজেও দৃষ্ট হয় যে, কোনও বাক্য প্রয়োগ করিতে লোকে বাক্যের একদেশ প্রয়োগ করিয়া থাকে, কোনও পদ প্রয়োগ করিতে পদের একদেশ প্রয়োগ করিয়া থাকে।

বাক্য প্রয়োগ করিতে যে বাক্যের একাদেশ প্রয়োগ করা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত যথা প্রবিশ পিণ্ডীং, প্রবিশ তর্পণং (পিণ্ডীতে প্রবেশ কর, তর্পণে প্রবেশ কর) এই স্থলে; পিণ্ডীতে এবং তর্পণে প্রবেশ করা অসম্ভব বলিয়া বাক্যের ভাবে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে যে "প্রবিশ" অর্থাৎ গৃহে প্রবেশ কর এবং "পিণ্ডীং" অর্থাৎ পিণ্ডী ভক্ষণ কর সেইরূপ "প্রবিশ তর্পণং" অর্থাৎ গঙ্গায় যাও এবং পিত্রাদির তর্পণ কর এই বুঝিতে হইবে।

পদসমূহে যে পদের একদেশ প্রয়োগ করা হয় তাহার দৃষ্টান্ত যথা;— "দেবদত্ত দত্তঃ" "সত্যভামা ভামা" এই স্থলে দেবদত্ত বলিতে কেবলমাত্র 'দত্ত' বলা হইয়া থাকে এবং সত্যভামা বলিতে 'ভামা' হইয়া থাকে' অথচ দত্ত শব্দের

প্রয়োগ দ্বারাই লোকে বুঝিতে পারে যে, এই স্থলে দেবদত্ত হইবে এবং ভামা শব্দের প্রয়োগ দ্বারাই বুঝা যায়যে সত্যভামা হইবে। সেইরূপ এস্থলেও সংপ্রসারণেরই নিষ্পন্ন হইবে, এই বাক্যের অর্থের দ্বারা সংপ্রসরণ হইতে সংপ্রসারণ বাক্যেরই একাদেশ প্রয়োগ করা হইবে, সুতরাং নিষ্পন্ন যে সংপ্রসারণ তাহারই বিধি আমরা জানিতে পারিব। সংপ্রসারণ সংজ্ঞায় নিষ্পন্ন হেতুই সংপ্রসারণ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। অথবা ইহাই বলা হইয়াছে যে, সংপ্রসারণের পরে পূর্ব্ব কার্য্য হইবে এবং সংপ্রসারণের দীর্ঘ হইবে, কিন্তু যদি বাক্যের সংপ্রসারণ সংজ্ঞা করা হয়,তবে এই প্রয়োগ কখন ও সিদ্ধ হইবে না। আর এই উভয়েরই (বাক্যের ও বর্ণের) কার্য্য সম্ভব হইবে না। অতএব সেই স্থলে সূত্রোল্লিখিত বাক্যের বলেই সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা পুনরস্তু বর্ণস্য। নমু চোক্তং বর্ণসংজ্ঞা চেন্নির্বৃত্তিরিতি। নৈষ দোষঃ। ইরেতরাশ্রয়মাত্রমেতচ্চোদিতম্। সর্ব্বাণি চেতরেতরাশ্রয়াণ্যেকত্বেন পরিহৃতানি সিদ্ধন্তু নিত্যশব্দত্বাদিতি। নেদং তুল্যমন্যৈরিতরেতরাশ্রয়ৈঃ। নহি তত্র কিং চিন্নুচ্যতেঽস্য স্থানে যে আকারৈকারৌকারা ভাব্যন্তে তে বৃদ্ধিসংজ্ঞা ভবন্তীতি। ইহ হি পুনরুচ্যতে ইগ্‌যো যণঃ স্থানে বর্ণঃ স সংপ্রসারণসংজ্ঞো ভবতীতি। এবং তর্হি ভাবিণীয়ং সংজ্ঞা বিজ্ঞাস্যতে। তদ্‌যথা কশ্চিৎ কং চিৎ তন্তুবায়মাহ অস্য সূত্রস্য শাটকং বয়েতি স পশ্যতি যদি শাটকো ন বাতব্যঃ। অথ বাতব্যো ন শাটকঃ। শাটকো বাতব্যশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ভাবিনী খল্বস্য সংজ্ঞা হভিপ্রেতা স মন্যে বাতব্যো যস্মিন্নুতে শাটক ইত্যেতদ্ ভবতীতি। এবমিহাপি স যণঃ স্থানে ভবতি যস্যাভিনির্বৃত্তস্য সংপ্রসারণমিত্যেষা সংজ্ঞা ভবিষ্যতি। অথ ইক্তাদিযজাদিপ্রবৃত্তিশ্চৈব হি লোকে লক্ষ্যতে। যজাদ্যুপদেশাত্তু ইণ্ডাদিনিবৃত্তিঃ প্রসক্তাঃ। প্রযুঞ্জতে চ পুনর্লোকা ইষ্টম্ উপ্তমিতি তেন মন্যামহে অস্য যণঃ স্থানে ইমমিকং প্রযুঞ্জতে ইতি। অত্র তস্যা সাধ্বভিমতস্য শাস্ত্রেণ সাধুত্বমন্বাখ্যায়তে কিতি সাধুর্ভবতি ঙিতি সাধুর্ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা পুনরায় বর্ণেরই সংপ্রসারণ সংজ্ঞা হউক। যদি বল যে, বর্ণেরই যদি সংপ্রসারণ সংজ্ঞা করা যায়, তবে নিষ্পন্ন বিষয়ের সংপ্রসারণ কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

এস্থলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ এবিষয়ে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইবে বলিয়াই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত ইতরেতরাশ্রয় দোষই এক কথায়

খণ্ডিত হইয়াছে, যথা নিত্য শব্দত্ব হেতুই সিদ্ধ হইয়াছে। ইহা অন্য ইতরেতরাশ্রয়ের তুল্য নহে। কারণ সেই স্থলে কিছু উল্লিখিত হয় নাই যে, ইহার স্থলে যে আকার কি ঐকার কি ঔকার হইবে তাহারা বৃদ্ধি সংজ্ঞক হইবে।

এই স্থলে কিন্তু পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে "যণে"র স্থানে যে "ইক্" বর্ণ তাহার সংপ্রসারণ সংজ্ঞা হয়। এইরূপ হইলে তবে "উৎপাদ্যমানা" এই সংপ্রসারণ সংজ্ঞা জানা যাইবে, যেমন যদি কোন লোক কোনও তন্ত্রবায়কে (তাঁতিকে) বলে যে এই সূত্রের দ্বারা শাটক (শাড়ী) প্রস্তুত কর; সে তখন দেখিবে যে যদি ইহা শাড়ীই রহিয়াছে, তবে আর বুনন কার্য্যের যোগ্য নহে, আবার যদি বুনানের যোগ্য, তবে তাহা শাড়ী নহে। সুতরাং "শাড়ী বুন' এই রূপ প্রয়োগই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং "শাটিকা বাতব্যা (শাড়ী বুনা কর্ত্তব্য) এই কথা বলিলে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে; তথাপি তাঁতির কিন্তু ভাব বুঝিতে বাকি থাকে না। সে, ইহাই মনে করিয়া থাকে যে, উৎপন্ন হইবে যে শাড়ী সেইটিকে লক্ষ্য করিয়াই সে মনে করে যে, আমি ইহা বয়ন করি, যাহা বুনন হইলে শাড়ী বলিয়া উল্লিখিত হইবে। সেইরূপ এই স্থলে ও জানিতে হইবে যে "যণ্" এর স্থানে তাহাই হইবে যাহা উৎপন্ন হইলে তাহার সংপ্রসারণ এই সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। অথবা ইজাদি যজাদির প্রবৃত্তিই লোকে লক্ষিত হইয়াথাকে অর্থাৎ বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি।৬।১।১৫ (বচ্, স্বপ্, এবং যজাদি ধাতুর সংপ্রসারণ হয়) এই সূত্রানুসারে যজ ধাতুর যকারের সংপ্রসারণ হইয়া ইজ্ আদেশ হইয়াছে। যদি এই স্থলে যজাদি উপদেশ হয়, তাহা হইলে ইজাদির নিবৃত্তি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে অর্থাং "কিৎ পরে থাকিলে যজ্ স্থনে ইজ্ তাদেশ হইবে না। অথচ পুনঃ লোকে ইষ্টম্ (যজ ধাতু ক্ত) উপ্তম্ (বপ-ধাতু-ক্ত) ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। সেই জন্যই আমরা মনে করি যে এই যণের স্থানেই এই "ইক্" প্রয়োগ করা হইতেছে। সেই স্থলে তাহার সাধুত্ব মানিয়াই কোনও শাস্ত্রেতে সাধুত্ব করা হইতেছে যে, ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে (য স্থানে ই প্রভৃতি সংপ্রসারণ কার্য্য) সাধু হয় এবং ও ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে সাধু হয়।

আদ্যন্তৌ টকিতৌ। ৪৬।

আদ্যন্তৌ।১ টকিতৌ। ১।

সূত্রানুবাদ।—ট ইৎ (ট কার লোপ) এবং ক ইৎ (ক কার লোপ

উক্ত হইয়াছে যাহার, তাহার যথা ক্রমে আন্ত অবয়ব এবং অন্ত অবয়ব হয়।

ভষ্যমূলম্।—সমাসনির্দেশো হ্যয়ং তত্র ন জ্ঞায়তে ক আদি কোঽন্ত ইতি। তদ্‌যথা। অজাবিধনৌ দেবদত্তযজ্ঞদত্তাবিত্যুক্তে তত্র ন জ্ঞায়তে কস্যাজাধনং কস্যাবয় ইতি। যদ্যপি তাবল্লোক এষ দৃষ্টান্তঃ দৃষ্টান্তস্যাপি তু পুরুষারম্ভো নিবর্ত্তকো ভবতি। অস্তি চেহ কশ্চিৎ পুরুষারম্ভঃ। অস্তীত্যাহ। কঃ। সংখ্যাতানুদোশো নাম। কৌ পুনষ্টকিতাবাদ্যন্তৌ ভবতঃ। আগমাবিত্যাহ। যুক্তং পুনর্যন্নিত্যেষু নাম শব্দেষু আগমশাসনং স্যাৎ। ন নিত্যেষু নাম শব্দেষু কূটস্থৈরবিচালিভির্বর্ণৈর্ভবিতব্যমনপায়োপজনবিকারিভিঃ। আগমশ্চ নামাপূর্ব্বঃ শব্দোপজনঃ। অথ যুক্তং যন্নিত্যেষু শব্দেষ্বাদেশাঃ স্যুঃ। বাঢ়ং যুক্তম্। শব্দান্তরৈরিহ ভবিতব্যম্। তত্র শব্দান্তরস্য প্রতিপত্তির্যুক্তা আদেশাস্তর্হীমে ভবিষ্যন্তি। অনাগমকানাং সাগমকাঃ। তৎ কথম্। সংজ্ঞাধিকারোঽয়ম্। আদ্যন্তৌ চেহ সংকীর্ত্যেতে টকারককারাবিতাবুদাহৃিয়েতে তত্রাদ্যন্তয়োষ্টকারককারাবিতৌ সংজ্ঞে ভবিষ্যতঃ। তত্রার্দ্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেরিত্যুপস্থিতমিদং ভবতি আদিরিতি তেনেকারাদিরাদেশো ভবিষ্যতি। এতাবদিহ সূত্রমিতি। কথং পুনরিয়তা সূত্রেণ ইকারাদিরাদেশো লভ্যঃ। লভ্য ইত্যাহ। কথম্। বহুব্রীহিনির্দ্দেশাৎ। বহুব্রীহিনির্দেশো হ্যয়ম্। ইকার আদিরস্যেতি। যদ্যপি তাবদত্রৈতচ্ছক্যতে বক্তুম্। ইহ তু কথম্। লুঙ্‌লঙ্‌ লৃঙ্‌ক্ষ্বুদাত্ত ইতি। অত্রাশক্যমুদাত্তগ্রহণেনাকারো বিশেষয়িতুম্। তত্র কো দোষঃ। অঙ্গস্যোদাত্তত্বং প্রসজ্যেত। নৈষ দোষঃ। ত্রিপদোঽয়ং বহুব্রীহিঃ। তত্র বাক্য এবোদাত্তগ্রহণেনাকারো বিশেষ্যতে। আকার উদাত্ত আদিরস্যেতি। যত্র তর্হ্যনুবৃত্ত্যৈতদ্ভবতি। আডজাদীনামিতি। বক্ষ্যত্যেতৎ। অজাদীনামটা সিদ্ধমিতি। অথবা যত্তাবদয়ং সামান্যেনোপদেষ্টুং শক্নোতি তত্তাবদুপদিশতি প্রকৃতিং ততো বলাদ্যার্দ্ধধাতুকং ততঃ পশ্চাদিকারং তেনায়ং প্রতিপদ্যতে। তদ্ যথা খদিরবর্বুরয়োঃ। খদিরবর্বুরৌ গৌরকাণ্ডৌ সূক্ষ্মপর্ণৌ। ততঃ পশ্চাদাহ। কণ্টকবান্ খদির ইতি। তেনাঽসৌ বিশেষেণ দ্রব্যান্তরং সমুদায়ং প্রতিপদ্যতে। অথবা এতয়ানুপূর্ব্ব্যাঽয়ং শব্দান্তরমুপদিশতি। প্রকৃতিং ততো বলাদ্যার্ধধাতুকং ততঃ পশ্চাদিকারং যস্মিংস্তস্যাগমবুদ্ধির্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রটি সমাস নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু যেই স্থলে জানা যাইতেছে না যে কোনটি আদি এবং কোনটি অন্ত, যেমন "অজাবি-

ধনৌ", (ছাগ এবং মেষ ধন বিশিষ্ট দুইজন) "দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ" (দেবদত্ত এবং যজ্ঞদত্ত) এই কথা বলিলে সেই স্থলে ঠিক্ জানা যায় না যে, কাহার ধন ছাগ এবং কাহারই বা ধন মেষ অর্থাৎ ছাগ এবং মেষ ধন বিশিষ্ট দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত বলিলে, ছাগটি দেবদত্তের কি যজ্ঞ দত্তের এবং মেষটি দেবদত্তের কি যজ্ঞদত্তের এইরূপ কোনটি কাহার তাহা বুঝা যায় না। যদিও লোকসমাজে এইরূপ সন্দেহজনক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু দৃষ্টান্তের ও তো পুরুষারম্ভ (কোনও লোক যদি সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী না হইয়া নিজে নূতন একটি সঙ্কেত আরম্ভ করে, তাহাকে পুরুষারম্ভ বলে) নিবর্ত্তক (নিবারক) হইয়া থাকে।

এই স্থলেও কি কোনও পুরুষারম্ভ রহিয়াছে?

আছে, এইরূপ বলা হইতেছে। কি? (অর্থাৎ সেই পুরুষারম্ভটি কি) সংখ্যাতানুদেশোনাম (অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি "যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্" ১।৩।১০। এইরূপ সমান সংখ্যায় সমান আদেশ করিবার জন্য সূত্র করিয়াছেন, সুতরাং সেই মহাপুরুষ পাণিনি কর্ত্তৃক আরব্ধ এই সূত্রই পুরুষারম্ভ হইয়াছে, সুতরাং তাহাই লৌকিক যুক্তিকে অতিক্রম করিয়া সমান সংখ্যায় সমান আদেশ করাইবে অর্থাৎ যথাক্রমে অধিকার পাইবে সুতরাং "আদ্যান্তৌটকিতৌ" সূত্র টকার ইতের আদি কার্য্য এবং ককার ইতের অন্ত কার্য্য পাইবে)।

জিজ্ঞাস্য এই যে, টইৎ এবং কইৎ যে আদি এবং অন্ত অবয়ব হইবে সেইটি কি হইবে? অর্থাৎ আগম, প্রত্যয়, আদেশ বা বিকার, ইহার কোন্টি হইবে? আগমই বলা হইতেছে।

ইহা কি উপযুক্ত কার্য্য, যে নিত্য শব্দের মধ্যে আগমের আদেশ করা হইতেছে? কারণ নিত্য শব্দের মধ্যে যে সকল বর্ণ আছে তাহারা কূটের (কামারশালার নেয়াইর) ন্যায় অবস্থিত, অবিচলিত, লোপ, আগম, বিকার প্রভৃতি পরিশূন্য হইবে। অথচ আগম বলিতে পূর্ব্বে যে শব্দ ছিল না সেই শব্দের উৎপত্তিকে বুঝায়। অতএব নিত্য শব্দে যে কোনও আদেশ করা, তাহা কি উচিত? অবশ্যই উচিত; কারণ এইস্থলে শব্দান্তর হইবে. সুতরাং এক শব্দ হইতে অন্য শব্দের ব্যুৎপত্তি অবশ্যই লাভ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ট অথবা ক আগমের পূর্ব্বে যে শব্দ ছিল, আগমের পরেও যে সেই শব্দেই অন্যরূপ হইয়াছে, তাহা নহে, তবে আগমের পূর্ব্বে এক শব্দ ছিল, পরে আগম বিশিষ্টই অন্য একটি শব্দের পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য বা অর্থ বোধ হইবে।

প্রাপ্তি না হয়, যেমন "চরেষ্টঃ"। ৩।২।১৬। অধিকরণ উপপদে থাকিলে চর ধাতুর "ট" প্রত্যয় হয়) এইস্থলে টকারইৎ হইলে ও প্রত্যয়ের আদি বিশিষ্ট টকারইৎ হইয়াছে আর "আতোঽনুপসর্গে কঃ" ।৩।২।৩(আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয় কর্ম্ম উপপদে থাকিলে উপসর্গ বিশিষ্ট না হইলে এবং অন্ প্রত্যয়ও হয়) এই সূত্রানুসারে ক প্রত্যয়ের ইৎ নিবন্ধন ও অন্ত অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। এই জন্য টইৎ প্রত্যযের আদিতে হইলে আদ্যন্ত কার্য্য হয় না, এইরূপ বলিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—পরবচনাৎ সিদ্ধম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পরবচন হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—পরবচনাৎ প্রত্যয় আদিরন্তো বা ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—(প্রত্যয়ঃ, পরশ্চ) এই সূত্রানুসারে প্রত্যয় যখন পরেই হইয়া থাকে, তখন প্রত্যয় পরেই আদেশ হইবে, সুতরাং আদি অথবা অন্ত অবয়ব কখনও হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—পরবচনাৎ সিদ্ধমিতিচেৎ নাপবাদত্বম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি বল যে পর বচন হেতুই সিদ্ধ হইবে তাহা হইতে পারে না, যেহেতু ইহা অপবাদ সূত্র।

ভাষ্যমূলম্।—পরবচনাৎ সিদ্ধমিতি চেন্ন। কিং কারণম্। অপবাদত্বাৎ। অপবাদোঽয়ং যোগঃ। তদ্‌যথা। মিদচোঽন্ত্যাৎপর ; ইত্যেষ যোগঃ স্থানেযোগত্বস্য প্রত্যয়পরত্বস্য বাপবাদঃ। বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং তত্র যদনবকাশং মিৎ করণং স্থানে যোগত্বং প্রত্যয়পরত্বং চ বাধতে। ইহ তুপুনরুভয়ম্ সাবকাশম্। কোঽবকাশঃ। টিৎকরণস্যাবকাশঃ। টিত ইতি ঈকারো যথা স্যাৎ। কিৎকরণস্যাবকাশঃ। কিতীত্যাকারলোপো যথা স্যাৎ। প্রয়োজনং নাম তদ্ বক্তব্যং যন্নিয়োগতঃ স্যাৎ। যদি চায়ং নিয়োগতঃ পরঃ স্যাৎ তত এতৎপ্রয়োজনং স্যাৎ। কুতো ন খল্বেতৎ। টিৎকরণাদয়ং পরোভবিষ্যতি পুনরাদিরিতি। ন পুনরাদিরিতি। কিৎকরণাচ্চ পরোভবিষ্যতি ন পুনরন্ত ইতি টিতঃ খল্বপ্যেষ পরিহারঃ। যত্র নাস্তি সম্ভবঃ। যৎপরশ্চ স্যাদাদিশ্চ। কিতস্ত্বপরিহারঃ। অস্তি হি সম্ভবো যৎপরশ্চ স্যাদন্তশ্চ। তত্র কো দোষঃ। উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। আধ্যোঃ প্রধ্যোঃ। নোঙ্ধাত্বোরিতি প্রতিষেধঃ প্রসজ্যেত। টিতশ্চাপ্যপরিহারঃ। স্যাদেব হ্যয়ং

টিৎকরণাদাদির্ন পুনঃ পরঃ। ক তর্হি ইদানীমিদং স্যাৎ। টিত ঈকারো ভবতীতি। য উভয়বান্ গাপোষ্টগিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বলযে পরবচন হেতুই অর্থাৎ প্রত্যয় পরেই হইয়া থাকে, এই সূত্রানুসারে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তাহা নহে।

তাহার কারণ কি?

অপবাদত্ব হেতু অর্থাৎ এই যে "আদ্যন্তৌ টকিতৌ" সূত্র, ইহা অপবাদ সূত্র। যেমন মিদচোন্ত্যাৎ পরঃ।১।১।৪৭ (অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যে যে অন্তবর্ণ তাহারই অন্ত অবয়ব "মিৎ" অর্থাৎ "ম" লোপ প্রযুক্ত কার্য্য হয়) এইসূত্র, ষষ্ঠী স্থানে যোগাঃ।১।১।৪৯। (কোনও সম্বন্ধ বিশেষ নির্দ্ধারিত হয় নাই, এমন যে ষষ্ঠী, তাহার স্থানে হয়, এইরূপ জানিতে হইবে। এই সূত্রের এবং "প্রত্যয়ঃ" ৩।১।১। "পরশ্চ" ।৩।১২ (প্রত্যয় সমূহ পরে হয়) এই সূত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিরোধী।

অনুপযুক্ত উদাহরণ দেখান হইল, কারণ যে স্থলে "ম" লোপ প্রযুক্ত কার্য্য প্রাপ্তি হইবার কোনও অবকাশ নাই, সেই স্থলেই স্থানেযোগত্ব এবং প্রত্যয় পরত্বকে বাধ করে; এই স্থলে কিন্তু অবকাশ রহিয়াছে।

কোথায় অবকাশ?

টইৎ করিবার অবকাশ রহিয়াছে, এমন টইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে (টিড্ঢাণঞ্ সূত্রানুসারে) স্ত্রীলিঙ্গে "ঙীপ্" আদেশ হইয়া ঈকার যাহাতে হয়। ক লোপ করিবার অবকাশ যথা—কইৎ প্রযুক্ত (আতো লোপ ইটি চ।৬।৪।৬৪ এই সূত্রানুসারে কইৎ প্রযুক্ত আকারান্ত ধাতুর আকারের লোপ হয় বলিয়া) যাহাতে আকারের লোপ হইতে পারে।

প্রয়োজন তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহা নিয়তই হইয়া থাকে; অতএব যদি ইহা নিয়তই পরে থাকে, তবেই ইহার প্রয়োজন হইতে পারে। ইহা কেনই বা বুঝাইবে না যে টইৎ কার্য্য করণ হেতু ইহা পরেই হইবে, কিন্তু আদিতে হইবে না; আর কইৎ কার্য্য করণ হেতু পরেই হইবে কিন্তু অন্তে হইবে না অর্থাৎ টকার ইৎ হইয়াছে যে প্রত্যয়ের, তাহা যে প্রকৃতির পরেই হইবে কিন্তু প্রকৃতির আদি অবয়ব হইবে না এবং ককার ইৎ হইয়াছে যে প্রত্যয়ের, তাহা যে প্রকৃতির পরেই হইবে কিন্তু প্রকৃতির অন্ত অবয়ব হইবে না তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে।

টইৎ কার্য্যে যদিও ইহা পরিহার (avoid) হইতে পারে, কারণ যে স্থলে সম্ভব নাই এবং যাহা পরেও হইতে পারে এবং আদিতে হইতে পারে, কিন্তু কইৎ কার্য্যে তো ইহার পরিহার করিবার উপায় নাই, যেহেতু ইহা পরে এবং অন্তে কার্য্য হওয়া সম্ভবই হইতে পারে। এ স্থলে কোনও দোষ হইবে না। উপসর্গে ঘোঃ কিঃ।৩।৩।৯২ (উপসর্গের পরে ঘু সংজ্ঞকধাতুর উত্তর "কি" প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে "আধি" এবং "প্রধি" শব্দ সিদ্ধ হইবে ষষ্ঠীর দ্বিবচন আধ্যোঃ প্রধ্যোঃ এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে, এক্ষণে এই স্থলে নোঙ্‌ধাত্বোঃ ৬।১।১৭৫। উঙ্‌এবং ধাতুর যণের পরে শস্‌ প্রভৃতি প্রত্যয় থাকিলে উদাত্ত হয় না। এই সূত্রানুসারে প্রতিষেধ হইবে।

ট ইৎ কার্য্যে ও পরিহার করিবার উপায় নাই। কারণ ইহা নির্দ্দিষ্টই আছে যে "টইৎ" কার্য্য হইলে তাহা আদিতে হইবে কিন্তু পরে হইবে না।

আচ্ছা তবে এক্ষণে এই যে "টইৎ" প্রযুক্ত স্ত্রী লিঙ্গে (টিড্‌ঢাণঞ্‌ সূত্রানুসারে) ঈকার কোথায় হইবে?

যাহা উভয় বিশিষ্ট সেই স্থলেই হইবে যেমন "গাপোষ্টক্" ৩।২।৮। (উপসর্গ ভিন্ন গা এবং পা ধাতুর "টক্" প্রত্যয় হয়, কর্ম্ম উপপদে থাকিলে এই স্থলে উভয়ই হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধং তু ষষ্ঠ্যধিকারে বচনাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে এই বচনের অবস্থান হেতু কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ কথং ষষ্ঠ্যধিকারে হয়ং যোগঃ কর্ত্তব্যঃ। আদ্যন্তৌ টকিতৌ ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্টস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধই আছে।

কিরূপে?

ষষ্ঠীর অধিকারে এই সূত্র করা কর্ত্তব্য সুতরাং "আদ্যন্তৌ টকিতৌ" এই সূত্রানুসারে যে কার্য্য হইবে তাহাও ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্টই হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—আদ্যন্তয়োর্বা ষষ্ঠ্যর্থত্বাত্তদভাবে সংপ্রত্যয়ঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা আদি এবং অন্তে ষষ্ঠীর অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া এবং তাহা না হইলে যথার্থ বোধ হয় না বলিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—আদ্যন্তয়োর্বা ষষ্ঠ্যর্থত্বাত্তদ ভাবে ষষ্ঠ্যা অভাবে অসংপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ। আদিরন্তো বা ন ভবিষ্যতি। যুক্তং পুনর্যচ্ছব্দনিমিত্তকো নামার্থঃ স্যাৎ। নার্থনিমিত্তকেন নাম শব্দম্ ভবিতব্যম্। অর্থনিমিত্তক এব শব্দঃ। তৎ কথম্। আদ্যন্তৌ ষষ্ঠ্যার্থৌ। নৈবাত্র ষষ্ঠীং পশ্যামঃ। তেন মন্যামহে আদ্যন্তাবেবাত্র ন স্তন্তয়োরভাবে ষষ্ঠ্যপি ন ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা আদি এবং অন্তের ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ হেতু এবং তদভাবে ষষ্ঠী বিভক্তির অভাবে অসংপ্রত্যয় অর্থাৎ অর্থ বোধ হয় না বলিয়া আদি অথবা অন্ত বিধি প্রাপ্তি হইবেনা।

শব্দ নিমিত্ত যে অর্থ হয় এইরূপ বলাই কি সঙ্গত অথবা অর্থ নিমিত্তই শব্দ হইয়া থাকে?

অর্থ নিমিত্তই শব্দ হইয়া থাকে।

তাহা কিরূপ?

আদ্যন্ত কার্য্য ষষ্ঠীর অর্থেই ব্যবহার হইয়া থাকে। অথচ এই স্থলে আমরা ষষ্ঠী বিভক্তি দেখিতেছি না। অতএব আমরা মনে করিতেছি যে এ স্থলে আদি এবং অন্ত কার্য্যই নাই সুতরাং তাহাদের উভয়ের অভাবে ষষ্ঠী বিক্তিও হইবে না।

মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ।৪৭।

ম্—ইৎ—অচঃ।৬ অন্ত্যাৎ।৫ পরঃ।১।

সূত্রানুবাদ।—অচের মধ্যে যে অন্ত্য তাহার পরে যে বর্ণ, তাহার যে অন্ত্য অবয়ব, ম ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য তাহারই হয় অর্থাৎ ম লোপ বিশিষ্ট কোনরূপ প্রত্যয় বা আদেশ হইলে, তাহা যে শব্দের উত্তর হইবে সেই শব্দের অন্তর্গত অন্ত্য যে স্বরবর্ণ তাহার (সেই স্বরবর্ণের) পরে হয় জানিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমর্থমিদমুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা কি জন্য বলা হইল অর্থাৎ কি জন্য সূত্র করা হইল।

বার্ত্তিকমূলম্।—মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ স্থান পর প্রত্যয়স্য অপবাদঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ এই সূত্র, স্থান যোগের আদেশকে অপবাদ করিবার জন্য করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—মিদচোন্ত্যাৎ পর ইত্যুচ্যতে স্থানে যোগত্বস্য প্রত্যয় পরত্বস্য চাপবাদঃ। স্থানে যোগত্বস্য তাবৎ। কুণ্ডানি বনানি পয়াংসি যশাংসি। প্রত্যয়-পরত্বস্য ভিনত্তি ছিনত্তি। ভবেদিদং যুক্তমুদাহরণম্ কুণ্ডানি বনানি যত্র নাস্তি সম্ভবো যদয়মচোন্ত্যাৎ পরশ্চ স্যাৎ স্থানে চেতি। ইদং ত্বযুক্তম্। পয়াংসি যশাংসীতি। অস্তি হি সম্ভবো যদয়মচোন্ত্যাৎ পরশ্চ স্যাৎ স্থানে চেতি। এতদপি যুক্তম্। কথম্। নৈবেশ্বর আজ্ঞাপয়তি নাপি ধর্ম্মসূত্র কারাঃ পঠন্তি। অপবাদৈরুৎসর্গা বাধ্যন্তামিতি। কিং তর্হি। লৌকীকোয়ং দৃষ্টান্তঃ। লোকে হি সত্যপি সম্ভবে বাধনং ভবতি। তদ্‌যথা। দধি ব্রাহ্মণেভ্যো দীয়তাং তক্রং কৌণ্ডিন্যায়েতি। সত্যপি সম্ভবে দধিদানস্য তক্রদানং নিবর্ত্তকং ভবতি। এবমিহাপি সত্যপি সম্ভবে অচামন্ত্যাৎ পরত্বং ষষ্ঠী স্থানে যোগত্বং বাধিষ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—"ম ইৎ হইয়াছে যাহার, তাহার অন্ত্যস্বর বর্ণের পরে হয়," সূত্রকার কর্ত্তৃক এইরূপ বলা হইতেছে, তাহার কারণ এইযে, "ষষ্ঠী স্থানে যোগা" এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে, তদ্বারা কোন ও আদেশ হইলে "তাহার, স্থানে হয়" এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহার বাধ করিবার জন্য আর "প্রত্যয়ঃ, পরশ্চ এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে তদ্বারা "প্রত্যয় পরে হয়" এই রূপ অর্থই প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে ও বাধ করিবার জন্য এই সূত্র করা হইয়াছে। "স্থানে যোগের" যে বাধা হয় তাহার দৃষ্টান্ত যথা কুণ্ডানি, বনানি, পয়াংসি, যশাংসি এই সকল স্থানে "নপুংসকস্য ঝলচঃ" ৭।১।৭২ (ঝল্ প্রত্যাহার অন্তর্গত বর্ণ পরে আছে যাহার এবং "অচ্" অর্থাৎ স্বরবর্ণ পরে আছে যাহার এমন যে ক্লীবলিঙ্গ, তাহার "নুম্" আদেশ হয়, সর্ব্বনামস্থানসংজ্ঞক বিভক্তি পরে থাকিলে) এইসূত্রানুসারে "নুম্" আগম নপুংসক বিশিষ্ট কুণ্ড এবং বন শব্দের অকার স্থানে, পয়স্ এবং যশস্ শব্দের সকারের স্থানে প্রাপ্তি ছিল কিন্তু তাহা হইলে কুণ্ডানি পয়াংসি প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না বলিয়া "ষষ্ঠী স্থানে যোগা" এইসূত্রকে বাধ করিয়া "মিদচোন্ত্যাৎপর' এই সূত্র করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যয় সমূহ যে পরে হয়, তাহার বাধের দৃষ্টান্ত যথা ভিনত্তি এই সকল স্থলে "ভিদ্" ও "ছিদ্" ধাতুর উত্তর 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে এবং তাহার পূর্ব্বে "রুধাদিভ্যঃ শ্নম্"।৩।১।৭৮ (রুধাদি গণীয় ধাতুর উত্তর শ্নম্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে 'ন হইলে সেই ন টি ধাতুর পরেই প্রাপ্তি হইয়া ছিল; কিন্তু তাহা

হইলে ভিনত্তি ছিনত্তি প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। এই জন্যই "মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ' সূত্র করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, এবং সেইসূত্রানুসারেই রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শ্নম্ প্রত্যয়ের মকার লোপ হইবার পর "ভিদ্" ধাতুর মধ্যে যে অন্ত্য অচ্ ইহার তাহার পরে শ্নমের অবশিষ্ট ন আদেশ হওয়াতে ভিনত্তি প্রয়োগ সিদ্ধ হইল।

ইহা না হয় অনুপযুক্ত উদাহরণই হইল যে কুণ্ডানি, বনানি, যে স্থলে এই রূপ কোনও সম্ভাবনাই নাই যে ইহা অন্ত অচের পরেই হইবে অথবা স্থানেই হইবে, কিন্তু ইহা তো অনুপযুক্ত উদাহরণ যে পয়াংসি যশাংসি ইত্যাদি যে সকল স্থলে সম্ভাবনা রহিয়াছে যে ইহা অন্ত্য অচের পরেরই হইবে অথবা তাহার স্থানেই হইবে।

ইহাও উপযুক্ত উদাহরণ।

কিরূপে ?

ঈশ্বর কখন ও আদেশ করেন নাই অথবা ধর্ম্মসূত্রকার কোনও ঋষি এরূপ পাঠ করেন নাই, যে, যে সমস্ত অপবাদ বিধি আছে তাহা দ্বারা উৎসর্গ বিধি সমূহ বাধ হউক্।

তবে কি ?

ইহা লৌকিক দৃষ্টান্ত—লোক সমাজে দেখা যায় যে, কোনও সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাকে বাধ করা হইয়া থাকে, যেমন—ব্রাহ্মণগণকে দধি দাও এবং কৌণ্ডিল্য ঋষিগণকে ঘোল দাও, এই কথা বলিলে (কৌণ্ডিন্য ঋষিও ব্রাহ্মণ বলিয়া) তাহাকে দধি দান করা সম্ভব হইলেও ঘোল দানের বিধি দধিদানকে নিবৃত্তি করিবে; এইজন্য কৌণ্ডিন্য ঋষিকে দধির পরিবর্ত্তে ঘোল দেওয়া হইয়া থাকে; সেইরূপ এই স্থলেও সম্ভাবনা সত্বে ও অন্ত্য অচের পরে যে আদেশ বিষয়ক সূত্র (মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ) স্থানে যোগের বিষয়ক (ষষ্ঠী স্থানে যোগা) সূত্রকে বাধ করিবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অন্ত্যাৎ পূর্ব্বো মস্জের্মিদনুষঙ্গসংযোগাদিলোপার্থম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—(মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ) সূত্রে অন্তের পূর্ব্বে বলা কর্ত্তব্য মস্জ্ ধাতুতে মইৎ হইবার জন্য এবং অনুষঙ্গ সংযোগাদি লোপের জন্য।

ভাষ্যমূলম্।—অন্ত্যাৎ পূর্ব্বো মস্জের্মিদ্বক্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্। অনুষঙ্গসংযোগাদিলোপার্থম্। অনুষঙ্গলোপার্থং সংযোগাদিলোপার্থং চ।

অনুষঙ্গলোপার্থং তাবৎ। মগ্নঃ মগ্নবান্। সংযোগাদিলোপার্থং মঙ্‌ক্তা, মঙ্‌ক্তুম্, মঙ্‌ক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—মস্‌জ্ ধাতুর মইৎ কার্য্যের সময় তাহা অন্তের পূর্ব্বে হয় এরূপ বলা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি ?

অনুষঙ্গ অর্থাৎ উপধা এবং সংযোগাদি লোপের জন্য। অনুষঙ্গ লোপের জন্য এবং সংযোগের আদি বিশিষ্ট বর্ণের লোপের জন্য। অনুষঙ্গ লোপের দৃষ্টান্ত যথা মগ্নঃ মগ্নবান্, (মস্‌জিনশোর্ঝলি। ৭।১।৬০ এই সূত্রানুসারে "নুম্" আদেশ হইলে তাহা যাহাতে অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে হয় এই জন্য এবং উপধা লোপের জন্য অর্থাৎ মস্‌জ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে "টুমস্‌জো" মূল ধাতুর হওয়াতে " ওদিতশ্চ' ।৮।১।৪৫ এই সূত্রানুসারে ওকারইৎ বিশিষ্ট মস্‌জ্ ধাতুর উত্তর ক্তও ক্তবতু প্রত্যয়ের ত কারের স্থানে ন আদেশ হইলে মস্‌জ ধাতুর উপধাস্থিত সকারের লোপ হইয়া মগ্ন ও মগ্নবান্ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে উপাধাস্থিত সকার লোপের জন্য অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ স্থানে মিৎ কার্য্য বলা উচিত)।

সংযোগাদির লোপের দৃষ্টান্ত যথা—মঙ্‌ক্তা, মঙ্‌ক্তুম্, মঙ্‌ক্তব্যম্ (মস্‌জ ধাতুর উত্তর লুটের ডা প্রত্যয় করিয়া মঙ্‌ক্তা, তুমুন্ প্রত্যয় করিয়া মঙ্‌ক্তুম্ এবং তব্য প্রত্যয় করিয়া মঙ্‌ক্তব্যম্ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল স্থলে মস্‌জিনশোর্ঝলি সূত্রানুসারে নুম্ আদেশ হইলে, মস্‌জ্ ধাতুর সংযোগের আদিস্থিত সকারের লোপ হইবার জন্য মিদচোন্ত্যাৎ সূত্রে অন্ত্যের পূর্ব্বে, আদেশ করিবার প্রযোজন হইয়াছে।)

বার্ত্তিকমূলম্।—ভঞ্জিমর্চ্যোশ্চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ভঞ্জি এবং মর্চির অন্তের পূর্ব্বে ম ইৎ কার্য্য বলা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—ভঞ্জিমর্চ্যোশ্চান্ত্যাৎ পূর্ব্বোমিদ্বক্তব্যঃ। ভঙ্গজা মরীচয় ইতি। স তর্হি বক্তব্যঃ। ন বক্তব্যঃ। নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। কিং নিপাতনম্। ভঙ্গজাশব্দো হসুন্যাদিষু পঠ্যতে মরীচি শব্দো বাহ্বাদিষু। কিং পুনরয়ং পূর্ব্বান্তঃ। আহোস্বিৎ পরাদিঃ। আহোস্বিদভক্তঃ। কথং বায়ং পূর্ব্বান্তঃ স্যাৎ কথং বা পরাদিঃ কথং বা হভক্তঃ। যদ্যন্ত ইতি বর্ত্ততে তত পূর্ব্বান্তঃ। অথাদিরিতি বর্ত্ততে ততঃ পরাদিঃ। অথোভয়ং নিবৃত্তং ততোহভক্তঃ কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ভঞ্জি এবং মর্চির অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে মইৎ কার্য্য করা উচিত, এইরূপ বলিতে হইবে। যথা ভরূজা, মরীচি ইত্যাদি। (ভৃজী ভর্জ্জনে, ভৃজ্ ধাতুর উত্তর উণাদিস্থ অচ্ প্রত্যয় করিলে, ঋর গুণে র, পর বিশিষ্ট ভর্জ্জ এইরূপ হইলে, জকারের পূর্ব্বে "উম্" আগম হইয়া ভরূজা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং মর্চ শব্দার্থে, মর্চ ধাতুর উত্তর চুরাদি গণীয় চিগ্ প্রত্যয় করিলে অচের উত্তর "ইর্' হয় বলিয়া "ই' প্রত্যয় করিলে "ণি" লোপের চকারের পূর্ব্বে "ঈম্" আগম হইয়া মরীচয় এইরূপ সিদ্ধি হইয়াছে)।

ইহাও তাহা হইলে বলা উচিত?

না, বলিবার প্রয়োজন নাই। নিপাতন হেতুই সিদ্ধ হইবে।

কি সে নিপাতন?

ভরূজা শব্দ "অঙ্গুল্যাদি গণে (১) পাঠ করা হইয়াছে এবং মরীচি শব্দও "বাহ্বাদি গণে" (২) পাঠ করা হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ইহা কি পূর্ব্বান্ত অথবা পরাদি অথবা অভক্ত?

কিরূপেই বা পূর্ব্বান্ত হয় কিরূপেই বা পরাদি এবং কিরূপেই বা অভক্ত হইয়া থাকে।

যদি অন্তে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলেই পূর্ব্বান্ত আর যদি আদিতে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে পরের আদি আর যদি পূর্ব্বের অন্ত অথবা পরের আদি উভয়ই না হয় তাহা হইলে অভক্ত (অর্থাৎ কাহাকেও ভজনা করে না)।

এ স্থলে বিশেষ কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—অভক্তে দীর্ঘনলোপস্বরণত্বানুস্বারশীভাবাঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি অভক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বান্ত বা পরাদি কিছুই স্বীকার করা না যায় তাহা হইলে দীর্ঘ, ন লোপ, স্বর, ণত্ব, অনুস্বার এবং শীভাব প্রভৃতি স্থলে দোষ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যদ্যভক্তো দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি। কুণ্ডানি বনানি। নোপধায়াঃ সর্ব্বনামস্থানে চাসংবুদ্ধাবিতি দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি। দীর্ঘ। ন লোপশ্চ ন সিদ্ধ্যতি। অগ্নেস্ত্রীতে বাজিনা ত্রীষধবস্থা তাতাপিণ্ডানাম্। ন লোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্যেতি ন লোপো ন প্রাপ্নোতি। ন লোপ। স্বর। স্বরশ্চ ন।

(১) অঙ্গুলী, ভরূজ, বক্র, বল্গু, মণ্ডর মণ্ডল. শষ্কুলী, হরি, কপি, মুনি, রুহ, খল, উদশ্বিৎ, গোণী, উরস্, কুলিশ এই সকল শব্দ অঙ্গুল্যাদি গণান্তর্গত।

(২) বাহু, উপবাহু, উপবাকু, নিবাকু, শিবাকু, বটাকু, উপবিন্দু, বৃষলী,

সিধ্যতি। সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি। সর্ব্বস্য সুপীত্যাদ্যুদাত্তত্বং ন প্রাপ্নোতি। স্বর। ণত্ব। ণত্বং চ সিধ্যতি। মাষবাপাণি ব্রীহিবাপাণি। পূর্ব্বান্তে প্রাতিপদিকান্তনকারস্যেতি সিদ্ধম্। পরাদৌ বিভক্তিনকারস্যেতি। অত্তক্তে নুমো গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। ক্রিয়তে এতন্ন্যাস এব। প্রাতিপদিকান্তনুম্বিভক্তিষু চেতি। ণত্ব। অনুস্বার। অনুস্বসারশ্চ—ন সিধ্যতি। দ্বিষন্তপঃ পরন্তপঃ। মোঽনুস্বারো হলীত্যনুস্বারো ন প্রাপ্নোতি। মা ভূদেবম্। নশ্চাপদান্তস্য ঝলীত্যেবং ভবিষ্যতি। যস্তর্হি ন ঝল্পরঃ। বহংলিহো গৌঃ। অভ্রংলিহো বায়ুঃ। অনুস্বার। শীভাব। শীভাবশ্চ ন সিধ্যতি। ত্রপুণী জতুনী তুম্বুরুণী নপুংসকাদুত্তরস্যোঙঃ শীভাবো ভবতীতি শীভাবোন প্রাপ্নোতি এবং তর্হি পরাদিঃ করিষ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি অভক্ত হয় হয় তাহা হইলে দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে না। যেমন কুণ্ডানি, বনানি এই স্থলে কুণ্ড এবং বন শব্দের উত্তর "নপুংসকস্য ঝলচঃ" এই সূত্রানুসারে "নুম্" আগম হইলে "নোপধায়াঃ।৬।৪।৭। নকারান্ত শব্দের উপধায় দীর্ঘ হয় সর্ব্বনাম স্থান পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে কুণ্ড এবং বনশব্দ নকারান্ত না হওয়াতে "সর্ব্বনামস্থানে চা সম্বুদ্ধৌ"। ৬।৪।৮ এই সূত্রানুসারে দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে না। যেহেতু নপুংসকে যে "নুম আগম হইয়াছে তাহা পূর্ব্বান্তের ন্যায় না মানিলে তাহা কুণ্ড এবং বন শব্দের অঙ্গ হইবে না, সুতরাং দীর্ঘ ও প্রাপ্তি হইবে না।

এই দীর্ঘের উদাহরণ হইল।

ন লোপ ও সিদ্ধি হইবে না যথা "অগ্নেব্রীতে বাজিনা ব্রীষধস্থা তাতা পিণ্ডানাম্" এই স্থলে "ব্রীতে" শব্দে, ব্রীণির ণ কার, ব্রীষবস্থা" শব্দে,

---

বৃকলা, চূড়া, বলাকা, মূষিকা, কুশলা, ছাগলা, ধ্রুবকা, ধ্রুবকা, সুমিত্রা দুর্ম্মিত্রা, পুষ্করসদ্, অনুহরদ্, দেবশর্ম্মন্, অগ্নিশর্ম্মন্, ভদ্রশর্ম্মন্, সুশর্ম্মন্, কুনামন্, সুনামন্, পঞ্চন্, সপ্তন্, অষ্টন্, অমিতৌষসঃ সলোপশ্চ, সুধাবন্, উদঞ্চু, মাত্র, শিরস্, শরাবিন্, মরীচিন্, ক্ষেমবৃদ্ধিন্, শৃঙ্খলতোদিন্, খরনাদিন্, নগরমর্দিন, প্রাকারমর্দিন, লোমন্, অজিগর্ত্ত, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, সাম্ব, গদ, প্রদ্যুম্ন, রাম, উদঙ্ক, উদক, সংজ্ঞায়াম্, সম্ভুয়োঽন্তসে-সলোপশ্চ, ইতি বাহ্বাদি। ইহারা আকৃতিগণ বলিয়া সাত্যকি, জাজ্বি, ঐন্দ্রশর্ম্মি, আজধেনবি ইহারাও আকৃতিগণান্তর্গত বলিয়া বাহ্বাদিগণান্তর্গত জানিতে হইবে।

ব্রীণির ণ কার, "তাতা পিণ্ডানাম্" শব্দে, তানি তানির নকার, লোপ হইয়াছে (১) কিন্তু যদি সেই নপুংসকের উত্তর 'নুম্' আগমের, নকারকে, পূর্ব্বের অন্তবৎ মানিয়া তৃ এবং "তদ্ শব্দের অঙ্গ বলা না হইত, তাহা হইলে ন লোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য ।৮।২।৭। এই সূত্রানুসারে ন কারের লোপ হইত না, যেহেতু ন কার প্রাতিপাদিকের অন্তে নহে। কিন্তু পূর্ব্বান্ত বদ্ভাব করিয়া ব্রীণি এবং তানি শব্দের ন কারকে প্রাতিপদিকের অন্তমানিলেই ন লোপ প্রযুক্ত কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ন লোপের উদাহরণ দেখান হইল।

স্বরের বিষয় বলা হইতেছে, স্বরও সিদ্ধি হইবেনা। যথা "সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি" এই সকল স্থলে সর্ব্বস্য সুপি। ৬।১।১৯১। ("সুপ্" পরে থাকিলে সর্ব্ব শব্দের আদি উদাত্ত হয়) এই সূত্রানুসারে, জ্যোতীংষি শব্দ পরে থাকাতে সর্ব্ব শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইবেনা। কারণ এই আদেশ যদি অন্তাদিবদ্ভাব না করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্ব শব্দের আদিতে উদাত্ত সিদ্ধি হইবেনা। স্বরের উদাহরণ দেখান হইল।

ণত্বের বিষয় বলা হইতেছে, ণত্ব ও সিদ্ধ হইবেনা, যথা—"মাষবাপানি ব্রীহিবাপানি" এই সকল স্থলে "মাষ" শব্দের ষকার, এবং "ব্রীহি" শব্দের র কে নিমিত্ত করিয়া স্বরবর্ণ এবং পবর্গ ব্যবধান থাকিলেও পূর্ব্বান্ত বদ্ভাব করিয়া প্রতিপদিক অন্তের ন কারের স্থানে, ণ করা হইয়াছে; তাহা সিদ্ধ হইবেনা। পরাদিবদ্ভাব করিলে বিভক্তির, ণ কারের ণত্ব সিদ্ধি হইবে কিন্তু অভক্ত হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বাদি কি পরান্ত কিছুই নামানিলে, "নুমের" ও "ণত্ব" হইবে।

তাহার প্রয়োজন নাই কারণ সেই স্থলে ইহা ন্যাস অর্থাৎ প্রয়োগ করা হইবে অর্থাৎ এইরূপ পাঠ করা হইবে যে, প্রাতিপদিকান্তের নুমের এবং বিভক্তির ন স্থানে ণ হয়। ণত্বের উদাহরণ দেখান হইল।

অনুস্বারের বিষয় বলা হইতেছে,

অনুস্বারও সিদ্ধি হইবেনা যথা "দ্বিষন্তপঃ পরন্তপঃ" এই সকল স্থলে দ্বিষ পূর্ব্বক তপ ধাতু এবং পর পূর্ব্বক তপ ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় করিলে অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। ৬।৩।৬৭। এই সূত্রানুসারে দ্বিষ এবং পর শব্দের

---

(১) "অগ্নে ব্রাণিতে বাজীনা ব্রীণি সধস্থা তানি তানি পিণ্ডানাম্" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে "অগ্নেব্রীতে ব্রীসধস্থা তাতা পিণ্ডানাম" এইরূপ বেদে প্রয়োগ হইয়াছে।

উত্তর "মুম্" আগম হইলে দ্বিষম্+তপ, পরম্+তপ এই অবস্থায় মোহনুস্বারঃ। ৮।৩।২৩। (মকারান্তপদের অনুস্বার হয়, হল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে হল্ পরে থাকাতেও অনুস্বার যুক্ত হইবেনা, কারণ সেই মটি পরান্তবদ্ভাব না করিলে দ্বিষ এবং পর শব্দের অঙ্গ হইবেনা। সুতরাং পদান্তও হইবেনা।

এইরূপে বরং নাই হইল, পদান্ত না হইলেও "নশ্চাপদান্তস্য ঝলি। ৮।৩।২৪ ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে অপদান্ত ন এবং ম এর অনুস্বার হয়) এই সূত্রানুসারে অনুস্বার হইবে এবং পরসবর্ণ করিয়া দ্বিষন্তপঃ পরন্তপঃ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

তবে যে স্থলে ঝল্ পরে না থাকিবে যেমন বহংলিহো গৌঃ, অভ্রংলিহো বায়ুঃ এই স্থলে লিহের নকার তো ঝল্ হয় নাই সুতরাং অনুস্বার যুক্ত হইবেনা।

অনুস্বারের দৃষ্টান্ত দেখান হইল। এক্ষণে শী ভাবের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে শীভাব ও সিদ্ধ হইবেনা যথা ত্রপুণী, জতুনী তুম্বুরুণী এই সকল স্থলে ত্রপু, জতু ও তুম্বুরু শব্দের উত্তর "ইকোঽচিবিভক্তৌ" ৭।১।৭৩। (ইক্ অন্তে আছে এমন যে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ তাহার "নুম্" আগম হয় অচ্ পরে থাকিলে, যদি পরে বিভক্তি থাকে)। এই সূত্রানুসারে নুম্ আগম হইলে, নপুংসকাচ্চ। ৭।১।১৯ (ক্লীবের পরে ঔঙ্ এর শী হয়,) এই সূত্রানুসারে নপুংসকের উত্তর যে শীপ্রাপ্তি হইত, সেই শী ভাব হইবেনা।

এরূপ হইলে তবে পরাদিবদ্ভাব করিব ?

বার্ত্তিকমূলম্।—পরাদৌ গুণবৃদ্ধ্যৌত্বদীর্ঘনলোপানুস্বারশীভাবে নকার প্রতিষেধঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পরাদি বদ্ভাব করিলে, গুণ, বৃদ্ধি, ঔত্ব, দীর্ঘ, নলোপ অনুস্বার, শীভাব প্রভৃতিতে ন কারের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পরাদিঃ। গুণঃ প্রতিষেধঃ। ত্রপুণে জতুনে তুম্বুরুণে ঘের্ঙিতীতি গুণঃ প্রাপ্নোতি। গুণ। বৃদ্ধি। বৃদ্ধিঃ প্রতিষেধ্যা। অতিসখীনি ব্রাহ্মণকুলানি। সখ্যুরসম্বুদ্ধাবিতি ণিত্বে অচোঞ্ণিতীতি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। বৃদ্ধি। ঔত্ব। ঔত্বং চ প্রতিষেধ্যম্। ত্রপুণি জতুনি তুম্বুরুণি। ইদুদ্ভ্যামৌদচ্চ ঘেরিত্যৌত্বং প্রাপ্নোতি। ঔত্ব। দীর্ঘ। দীর্ঘত্বং চ ন সিধ্যতি কুণ্ডানি বনানি। নোপধায়াঃ সর্ব্বনামস্থানে চাসংবুদ্ধৌ ইতি দীর্ঘত্বং ন

প্রাপ্নোতি। মা ভূদেবম্। অতো দীর্ঘো যঞি সুপি চেত্যেবং ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি অস্থীনি দধীনি প্রিয়সখীনি ব্রাহ্মণকুলানি। দীর্ঘ। ন লোপ। নালোপশ্চ ন সিধ্যতি। অগ্নে ত্রীতে বাজিনা ত্রীষধস্থা তাতা পিণ্ডানাম্। ন লোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্যেতি নলোপো ন প্রাপ্নোতি। ম লোপ। অনুস্বার। অনুস্বারশ্চ ন সিদ্ধ্যতি। দ্বিষন্তপঃ পরন্তপঃ। মোঽনুস্বারো হলীত্যনুস্বারো ন প্রাপ্নোতি। মা ভূদেবম্। ন শ্চাঽপদান্তস্য ঝলীত্যেবং ভবিষ্যতি। যস্তর্হি ন ঝল্পরঃ। বহং লিহো গৌঃ। অভ্রং লিহো বায়ুঃ। অনুস্বার।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পরাদিবদ্ভাব অর্থাৎ পরস্থিত শব্দের আদিত্ব ধর্ম্ম প্রযুক্তকার্য্য করা যায়,তাহা হইলে গুণের নিষেধ করিতে হইবে। যথা—ত্রপুণে, জতুনে, তুম্বুরুণে এই সকল স্থলে ঘের্ঙিতি।৭।৩।১১১ (ঘিসংজ্ঞক শব্দের সুবন্ত স্থিত "ঙইৎ" প্রত্যয় পরে থাকিলে গুণ হয়) এই সূত্রানুসারে যে ত্রপু প্রভৃতি শব্দের গুণ প্রাপ্তি হইয়া ছিল তাহার নিষেধ করিতে হইতে হইবে। অর্থাৎ ত্রপু শব্দের উত্তর ৪র্থীর এক বচনে "ঙে" বিভক্তি হইলে, সেই বিভক্তির ধর্ম্ম, তাহার আদিতে আদিষ্ট ন কারের মধ্যে পরাদিবদ্ভাব মানিয়া আনিলে "ঘের্ঙিতি" সূত্রানুসারে উকারের গুণ হইত, এক্ষণে তাহা নিষেধ করিতে হইবে। গুণ নিষেধের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

এক্ষণে বৃদ্ধিনিষেধের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে, বৃদ্ধিও নিষেধ করিতে হইবে যথা অতি সখীনি ব্রাহ্মণকুলানি, এইস্থলে "সখি" শব্দের সহিত "অতি" শব্দের ২য়াতৎপুরুষ সমাস করাতে শব্দ গত সখা এবং অতিক্রম অর্থ না বুঝাইয়া অন্য পদার্থ ব্রাহ্মণ কুলকে বুঝাইয়াছে বলিয়া, বৃদ্ধি না হইয়া অতি সখীনি এইরূপ প্রয়োগ হইতেছে কিন্তু পরাদিবদ্ভাব মানিলে সখ্যুর সম্বুদ্ধৌ।৭।১।৯২ ("সখি" এই অঙ্গের পরে সম্বুদ্ধি ভিন্ন সর্ব্বনাম স্থানে "ন ইৎ" প্রযুক্ত কার্য্য হয়) এই সূত্রানুসারে ন ইৎ কার্য্য প্রাপ্তি হইলে অচোঞ্ণিতি।৭।২।১১৫ (ঞইৎ ও ণইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে স্বরবর্ণান্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়)এই সূত্রানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছিল অর্থাৎ অতি সখিশব্দের উত্তর আগত ন কারের পরে ১মা এবং দ্বিতীয়ার বহু বচনে "শি" বিভক্তি আদেশ হইলে, সেই শির সর্ব্বনামস্থানত্ব ধর্ম্ম (তৎপূর্ব্বস্থিত, পরাদিবদ্ভাব প্রযুক্ত নকারে মানিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছিল, কিন্তু এইরূপ করিলে অসঙ্গত প্রয়োগ হয় বলিয়া যাহাতে অতিসখি শব্দের ইকারের বৃদ্ধি না হয়, এই জন্য পরাদিবদ্ভাব মানিলে, আবার বৃদ্ধির নিষেধ করিতে হইবে, ইহার দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

এক্ষণে ঐত্বের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে, ঐত্বের ও নিষেধ করিতে হইবে, যথা—ত্রপুণি, জতুনি, তুম্বুরুনি এই সকলস্থলে "ইদুদ্ভ্যাম্" ৭।৩।১১৭। এই সূত্রা-হইতে অনুবৃত্তি আনিয়া "অচ্চঘেঃ" ৭।৩।১১৯ (ইকার এবং উকারের পরে ঙি বিভক্তি স্থানে ঐ হয় আর ঘি সংজ্ঞক শব্দের অন্তে অকার আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে ঔত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহার নিষেধ করিতে হইবে। ঔত্বের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

এক্ষণে দীর্ঘের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে।

দীর্ঘত্ব সিদ্ধ হইবে না——

যথা কুণ্ডানি, বনানি এই সকল স্থলে "নোপধায়াঃ" ।৬।৪।৭। (নকারান্ত উপধার দীর্ঘ হয়) এইসূত্র হইতে অনুবৃত্তি করিয়া 'সর্ব্বনামস্থানে চাসম্বুদ্ধৌ' ৬।৪।৮ নকারান্ত শব্দের উপধার দীর্ঘ হয়, সম্বুদ্ধিভিন্ন সর্ব্বনামস্থান পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ প্রাপ্তি হইলেও কুণ্ড এবং বন শব্দের উত্তর আগত নকারের পরাদিবদ্ভাব মানিলে দীর্ঘ প্রাপ্তি হইবে না।

এইরূপ বরং নাই হইল "অতোদীর্ঘো যঞি" ।৭।৩।১০১ এই সূত্র হইতে অনুবৃত্তি আনিয়া "সুপিচ" ।৭।৩।১০২। (যঞ্ আদিবিশিষ্ট সুপ্ বিভক্তি পরে থাকিলে অকারান্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয়) এই সূত্রানুসারেও কুণ্ড এবং বন শব্দের অকারের দীর্ঘ হইয়া কুণ্ডানি বনানি প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারিবে?

অস্থীনি, দধীনি, প্রিয়সখীনি ব্রাহ্মণকুলানি এই সকল স্থলে অস্থি দধি সখি প্রভৃতি শব্দ যখন অকারান্ত হয় নাই তখন এইস্থলে তো আর সুপি চ সূত্রানুসারে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিবে না।

দীর্ঘের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

ন লোপের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—

ন লোপও সিদ্ধি হইবে না, যথা——

অগ্নেত্রীতে বাজিনা ত্রীষধস্থা তাতা পিণ্ডানাম্ এই স্থলে ন লোপঃ প্রাতি-পদিকান্তস্য এই সূত্রানুসারে ন কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে না। (১) অর্থাৎ ত্রীণি শব্দের ইকারের ধর্ম্ম, পূর্ব্বাদিবদ্ভাব করিয়া নকারে আনিলে তাহা প্রাতিপদিকান্ত না হওয়াতে নকারের লোপ হইবে না।

নকারের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

(১) ইহার বিশদ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে অনুস্বারের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—

অনুস্বার ও সিদ্ধ হইবে না; যথা—দ্বিষন্তপঃ পরন্তপঃ এইসকল স্থলে “মোহনুস্বারঃ” এইসূত্রানুসারে দ্বিষম্ এবং পরম্ শব্দের মকার স্থানে “তপ্” শব্দের তকার পরে থাকিলেও তাহাতে ব্যঞ্জনান্ত ধর্ম্ম মানিয়া পূর্ব্বাদিবদ্ভাব করিলে অনুস্বার প্রাপ্তি হইবে না।

এইরূপে নাই বা হইল, “নশ্চাপদান্তস্য ঝলি” এই সূত্রানুসারেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে ?

যেস্থলে তবে ঝল্ পরে নাই যেমন বহংলিহো গৌঃ, অভ্রংলিহোবায়ুঃ এই সকল স্থলে লিহ শব্দ ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত না হওয়াতে অবশ্যই অনুস্বার প্রাপ্তি হইবে না। (১) পূর্ব্বাদিবদ্ভাব করিলে অনুস্বার কার্য্য যে সিদ্ধি হইবেনা তাহা দেখান হইল।

বার্ত্তিকমূলম্।—“শীভাবে নকার প্রতিষেধঃ”। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—শীভাব করিলে নকারের প্রতিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—শীভাবে নকারস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ ত্রপুণী জতুনী তুম্বুরুণী সনুম্কস্য শীভাবঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। নির্দিশ্যমানস্যাদেশা ভবন্তীত্যেবং ন ভবিষ্যতি যত্তর্হি নির্দিশ্যতে তস্য ন প্রাপ্নোতি। কস্মাৎ। নুমা ব্যবহিতত্বাৎ। এবং তর্হি পূর্ব্বান্তঃ করিষ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—শীভাব করিবার সময় নকারের নিষেধ করা কর্ত্তব্য। যথা-ত্রপুণী, জতুনী, তুম্বুরুণী এই সকল স্থলে আগত নুমের সহিত যে, জতু প্রভৃতি শব্দ তাহার শীভাব প্রাপ্তি হয়।

এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না; কারণ, যাহা কিছু আদেশ হইয়া থাকে, তাহা নির্দিশ্যমানেরই হইয়া থাকে সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে কোনও দোষ হইবে না। তবে যে স্থলে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (যেমন ঔঙ্) তাহার তো প্রাপ্তি হইবে না।

কেন ?

নুমের দ্বারা ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া। এইরূপ হইলে তবে পূর্ব্বান্তবদ্ভাবই করা হইবে!

বার্ত্তিকমূলম্।—পূর্ব্বান্তে নপুংসকোপসর্জ্জনহ্রস্বত্বং দ্বিগুস্বরশ্চ *।

---

(১) পূর্ব্বে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পূর্ব্বান্তবদ্ভাব করিলে নপুংসক, উপসর্জ্জন, হ্রস্বত্ব এবং দ্বিগুস্বর সিদ্ধি হইবেনা।

ভাষ্যামূলম্।—যদি পূর্ব্বান্তঃ ক্রিয়তে নপুংসকোপসর্জ্জনহ্রস্বত্বং দ্বিগুস্বরশ্চ ন সিধ্যতি। নপুংসকোপসর্জ্জনহ্রস্বত্বম্। আরাশস্ত্রিণী। ধানাশষ্কুলিনী। নিষ্কৌশাম্বিনী। দ্বিগুস্বর। পঞ্চারত্নিনী। দশারত্নিনী নুমিকৃতে অনজন্তত্বাদেতে বিধয়ো ন প্রাপ্নুবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পূর্ব্বান্তবদ্ভাব করা যায়; তবে নপুংসক, উপসর্জ্জন, হ্রস্বত্ব এবং দ্বিগুস্বর ও সিদ্ধ হইবে না।

নপুংসকের হ্রস্বত্ব ও উপসর্জ্জনের হ্রস্বত্বের দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। আরাশস্ত্রিণী [ছুরিকাস্ত্রসম্পন্না (চর্ম্মবেধক অস্ত্রকে আরা বলে)] ধানাশষ্কুলিনী (ভাজা যবচূর্ণনির্ম্মিত পিষ্টক বিশেষ) এস্থলে নিত্যত্ব হেতু শষ্কুলি শব্দের উত্তর পূর্ব্বে নুম্ প্রাপ্তি হইলে অজন্তত্বের অভাব হেতু হ্রস্ব প্রাপ্তি হইবে না। নিষ্কৌশাম্বিনী (কৌশাম্বি বংশ হইতে নির্গতা যে স্ত্রী) এইস্থলেও নপুংসকের হ্রস্বত্বকে উপসর্জ্জনের হ্রস্বত্ব (পর বলিয়া) বাধ করিবে, তাহার উত্তর নুম্ করিলে পূর্ব্বের ন্যায়ই হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হইবে না। নির্বারাণসিনী (কাশী হইতে নির্গতা নারী) এইস্থলে পূর্ব্ববৎ দোষ হইবে।

দ্বিগুদ্বয়ের উদাহরণ যথা পঞ্চারত্নিনী দশারত্নিনী (অরত্নী—কনিষ্ঠাঙ্গুলী ভিন্ন মুষ্টি অর্থাৎ কফোণি) এই সকল স্থলে সংখ্যাবাচক পঞ্চ এবং দশ শব্দের সহিত অরত্নি শব্দের দ্বিগু তৎপুরুষ সমাস হইলে পূর্ব্বান্তবদ্ভাব না হওয়াতে দ্বিগুতৎপুরুষের উত্তর বিহিত স্বর প্রাপ্ত হইবে না সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিধি সমূহ প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বা বহিরঙ্গলক্ষণত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা বহিরঙ্গ লক্ষণ হেতু এস্থলে কোনও দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। বহিরঙ্গলক্ষণত্বাৎ। বহিরঙ্গো নুম্। অন্তরঙ্গা এতে বিধয়ঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে। দ্বিগুস্বরে ভূয়ান্ পরিহারঃ। সংঘাতভক্তোঽসৌ নোৎসহতে অবয়বস্যোগন্তত্বাৎ বিহন্তুমিতি কৃত্বা দ্বিগুস্বরো ভবিষ্যতি। মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এস্থলেও কোনও দোষ হইবে না।

তাহার কারণ কি ?

ইহা বহিরঙ্গ (যেহেতু ইহা বিভক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছে) আর এই সকল বিধি অন্তরঙ্গ, সুতরাং অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে বহিরঙ্গ কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া থাকে, এই নিয়মানুসারে সমস্ত দোষ নিবারিত হইবে।

দ্বিগুস্বরের দোষ নিবারণ জন্য অনেক উপায় রহিয়াছে। কারণ ইহাকে সংঘাতভক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বান্তও পরাদিবদ্ভাবে একত্র মিলনের অংশ বলিয়া জানিতে হইবে, সুতরাং সে কখনও অবয়বের ইগন্তত্বকে বিনাশ করিতে সহ্য করিতে পারিবে না, এই করিয়া ("ইগন্তকালকপালভগালশরাবেষু দ্বিগৌ"।৬।২।২৯ এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ব প্রকৃতি গত স্বর প্রাপ্তি হইলে) দ্বিগুস্বর প্রাপ্তি হইবে।

"মিদচোন্ত্যাৎপরঃ" এই সূত্রের বক্তব্য ভাষ্য উক্ত হইল।

এচ ইগ্ ঘ্রস্বাদেশে। ৪৮।

এচঃ। ৬ ইক্। ১ হ্রস্ব—আদেশে। ৭।

সূত্রানুবাদ।—হ্রস্ব আদেশ কর্ত্তব্য হইলে এচ্ ইহার স্থানে ইক্ ই হয়।

ভাষ্যমূলম্।— কিমর্থমিদমুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—কি জন্য ইহা বলা হইল অর্থাৎ এই সূত্র না করিলেও যখন কার্য্য সিদ্ধি হয়, তখন এই সূত্র কেন করা হইল।

বার্ত্তিকমূলম্।—এচ ইগ্বচনম্ সবর্ণাকারনিবৃত্ত্যর্থম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সবর্ণ এবং অকারনিবৃত্তির জন্য "এচ্' স্থানে "ইক্' আদেশ করা হইল।

ভাষ্যমূলম্।—এচ ইগ্ভবতীত্যুচ্যতে সবর্ণনিবৃত্ত্যর্থমকারনিবৃত্ত্যর্থং চ। সবর্ণনিবৃত্ত্যর্থং তাবৎ। এঙোহ্রস্বাদেশশাসনেষু অর্ধ একারোঽর্ধ ওকারো বা মা ভূদিতি। অকারনিবৃত্ত্যর্থং চ। ইমাবৈচৌ। সমাহারবর্ণৌ মাত্রাবর্ণস্য মাত্রে বর্ণোবর্ণয়োঃ। তয়োর্হ্রস্বশাসনেষু কদাচিদবর্ণঃ স্যাৎ কদাচিদিবর্ণোবর্ণৌ মা কদাচিদবর্ণং ভূদিত্যেবমর্থমিদমুচ্যতে। অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি। দীর্ঘপ্রসঙ্গঃ। দীর্ঘাবিকঃ প্রাপ্নুবন্তি। কিং কারণম্।

স্থানে হস্তরতমো ভবতীতি। নমু চ হ্রস্বাদেশ ইত্যুচ্যতে তেন দীর্ঘা ন ভবিষ্যন্তি। বিষয়ার্থমেতৎ স্যাৎ। এচো হ্রস্বপ্রসঙ্গে ইগ্ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এচের স্থানে ইক্ হয় এইরূপ বলা হইতেছে, সবর্ণ নিবৃত্তির জন্য এবং অকার নিবৃত্তির জন্য, দৃষ্টান্ত যথা—"এঙ্"ইহার স্থানে যেখানে হ্রস্ব আদেশ বিধান করিয়াছে, সেখানে "এঙ্' অর্থাৎ একার এবং ওকারের সবর্ণ অর্দ্ধ একার বা অর্দ্ধ ওকার রূপ আদেশ যাহাতে না হয়।

অকার নিবৃত্তির জন্ত ও যে প্রয়োজন তাহার দৃষ্টান্ত দেখান যাই-তেছে—এই যে ঐচ্ অর্থাৎ ঐকার এবং ঔকার, ইহারা সমাহার বর্ণ অর্থাৎ ঐ বলিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ইহাতে অ এবং ই এই বর্ণ দ্বয়ের সমাহার (মিলন) হইয়াছে এবং ঔ বলিলে স্পষ্টই অ এবং উ বর্ণের মিলন প্রতীতি হয়। এক্ষণে মাত্রা অবর্ণের অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ভেদে অষ্টাদশ প্রকার ভেদ বিশিষ্ট অবর্ণের মাত্র ইবর্ণ উবর্ণ স্থানে অর্থাৎ অ ই এবং অ উ মিলিত হইয়া যথাক্রমে ঐ,ঔ বর্ণদ্বয়ের স্থানে হ্রস্ব আদেশ করিলে কখনও বা অবর্ণ হইবে, কখনও বা ইবর্ণ এবং উবর্ণ হইবে কিন্তু (অবর্ণ প্রাপ্তি অভিপ্রেত নহে বলিয়া) কখনও অবর্ণ প্রাপ্তি না হয়, এই জন্তই এই সূত্র করা হইয়াছে।

ইহার কি প্রয়োজন আছে?

তবে কি? অর্থাৎ প্রয়োজন আছে বৈ কি?

দীর্ঘের প্রসঙ্গ হইবে—ইকের মধ্যে যে সকল বর্ণ দীর্ঘ (এই সূত্র করিলে) তাহাওতো প্রাপ্তি হইবে!

কি কারণে?

কোনও বর্ণের স্থানে কোনও বর্ণ আদেশ হইলে তাহা সদৃশতম হয় বলিয়া দীর্ঘত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট এচের স্থানে দীর্ঘ "ইক্" ই প্রাপ্তি হইবে।

যদি বল যে ('এচ ইগ্ হ্রস্বাদেশে' সূত্রে) যখন হ্রস্ব আদেশ বলা হইয়াছে তখনই তো দীর্ঘ প্রাপ্তি হইবে না।

তাহা হইতে পারে না; কারণ ইহা বাক্যার্থ নহে, যে ইক্ আদেশ হইলে তাহার হ্রস্বই হইতে হইবে; ইহা বিষয়ার্থ অর্থাৎ যে স্থলে হ্রস্বের বিষয় প্রাপ্তি হইবে সেই স্থলে (হ্রস্বই হউক আর দীর্ঘই হউক) তাহা "ইক্" ই হইবে। সুতরাং ইকের মধ্যে ইকের সদৃশতম দীর্ঘ ঈ, দীর্ঘ ঊ প্রভৃতি ইক্ অন্তর্গত বর্ণই হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—দীর্ঘাপ্রসঙ্গস্তু নিবর্ত্তকত্বাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—নিবর্ত্তকত্ব হেতু দীর্ঘের প্রসঙ্গ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—দীর্ঘাণাং তর্হি কামপ্রসঙ্গঃ। কিং কারণম্। নিবর্ত্তকত্বাৎ। নানেনেকো নির্বর্ত্ত্যন্তে। কিং তর্হি। অনিকো নিবর্ত্ত্যন্তে। সবর্ণনিবৃ-ত্ত্যর্থেন তাবন্নার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—দীর্ঘ ইকের প্রসঙ্গ হইবে না।

তাহার কারণ কি?

নিবর্ত্তকত্ব হেতু—ইহা দ্বারা (এই সূত্র দ্বারা) যে "ইক্" ই প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহা নহে।

তবে কি?

যাহারা ইক্ নহে তাহাদেরই নিবৃত্তি করা হইতেছে। কারণ এই স্থলে ইক্ এবং অনিক্ হ্রস্ব সিদ্ধই আছে কিন্তু তাহা অর্থাৎ সেই হ্রস্ব ইক্ হইবে কি অনিক্ (ইক্ ভিন্ন অন্য বর্ণ) হইবে এই সন্দেহ নিবৃত্তির জন্যই এই সূত্রের দ্বারা অনিকের নিবৃত্তি হইবে।

সবর্ণ নিবৃত্তির জন্য এই সূত্র করিবার প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্। সিদ্ধমেঙঃ সস্থানত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। সস্থানত্ব প্রযুক্তই এঙ্ ইহার স্থানে ইকার উকার সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্। সিদ্ধমেতৎ। কথম্। এঙঃ সস্থানত্বাদ্ ইকারোকারৌ ভবিষ্যতঃ। অর্দ্ধএকারোঽর্দ্ধওকারো বা ন ভবিষ্যতি। ননু চ এঙঃ সস্থানতরাবর্দ্ধেকারার্দ্ধৌকারৌ। ন তৌ স্তঃ। যদি হি তৌ স্যাতাং তাবেবায়মুপদিশেৎ। ননু চ ভোশ্চন্দোগানাং সাত্যমুদ্গ্রিরাণায়ণীয়া অর্দ্ধমেকারমর্দ্ধমোকারং বা বিধীয়তে। সুজাতে এ অশ্ব সূনৃতে অধ্বর্যো ও অদ্রিভিঃ সুতং শুক্রন্তে এ অন্যদ্যজতং তে এ অন্যদিতি পার্ষদকৃতিরেষা তত্র ভবতাম্। নৈষ লোকে নান্যস্মিন্বেদে অর্দ্ধওকারো বাস্তি। অকরনিবৃত্ত্যর্থেনাপি নার্থঃ। এচোশ্চোত্তরভূয়স্ত্বাৎ। ভূয়সী মাত্রেবর্ণোবর্ণয়োরল্পীয়স্যবর্ণস্য। ভূয়স এব গ্রহণানি ভবিষ্যন্তি। তদ্যথা। ব্রাহ্মণগ্রাম আনীয়তামিত্যুচ্যতে তত্র চাবরতঃ পঞ্চকারুকী ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাও সিদ্ধ হইবে। কি রূপে?

"এঙ্" এর তুল্য স্থান বিশিষ্ট ইকার এবং ও কারই হইবে, কিন্তু অর্দ্ধ একার বা অর্দ্ধ ও কার হইবে না। যদি বল যে (ইকার ওকার অপেক্ষাও) অর্দ্ধ একার এবং অর্দ্ধ ও কার "এঙ্" এর তুল্য স্থান বিশিষ্ট সুতরাং হ্রস্ব আদেশ করিতে হইলে সদৃশতর হইবে?

তাহা হইবে না, কারণ এমন দুটি বর্ণই প্রসিদ্ধ নাই। কেন না যদি এইরূপ বর্ণ থাকিত, তাহা হইলে উপদেশও তহাই করা হইত। যদি বল যে, ওহে!

সামবেদের অন্তর্গত "সত্যমুগ্রিরাণায়নীয় শাখাধ্যায়িগণ অর্দ্ধ একার এবং অর্দ্ধ ওকার বিধান করিয়া থাকেন, যেমন ; "সুজাতে এ অশ্বসূণৃতে অধ্বর্য্যো ও অদ্রিভিঃ সুতং, শুক্রন্তে এ অন্যদ্ যজতং তে এ অন্যৎ" এই সকল স্থলে নিম্নরেখ এ এবং ও অর্দ্ধ একার এবং অর্দ্ধ ও কারের ন্যায় উচ্চারিত হইয়া থাকে॥

এ স্থলে কোনও দোষ হইবে না, কারণ এই অর্দ্ধ একার এবং অর্দ্ধ ওকার তাহার (রাণায়ণীয়শাখাধ্যায়িগণের) পার্ষদকৃতি অর্থাৎ সেই সম্প্রদায়ভুক্তজনগণের অধ্যয়নের জন্যই মাত্র তাহা ব্যবহৃত হয়, নতুবা ইহা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ নাই এবং সামবেদেরও অন্যশাখা বা ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি অন্যান্য বেদেও অর্দ্ধ একার বা অর্দ্ধ ওকার বলিয়া কোনও বর্ণ নাই, সুতরাং "এচ্" এর স্থানে হ্রস্ব করিতে হইলে "ইক্ই" হইবে।

অকার নিবৃত্তির জন্যও ইক্ আদেশের কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ ঐচের শেষাংশই বিশেষরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে—অকারে এবং ই-কারে মিলিত ঐ, অকার এবং উকারে মিলিত ঔ, ইহাদের শেষাংশ ই এবং উ অংশই বিশেষরূপে উচ্চারিত হয় বলিয়া অবর্ণ হইবে না। কারণ, ইবর্ণ এবং উবর্ণেরই উচ্চারণ বিশেষরূপে হইয়া থাকে। অবর্ণের উচ্চারণ অতি অল্প হয়, তাহারই গ্রহণ হইবে সুতরাং যাহার বেশী উচ্চারণ হয়, যেমন ব্রাহ্মণগ্রামআনীয়তাম্ (ব্রাহ্মণের গ্রামকে আনয়ন করুন) এই কথা বলিলে সেই স্থলে অবরত অর্থাৎ খুব বেশী না হউক, অন্ততঃ পঞ্চকারুকী (১) থাকিবেই। তথাপি অধিকাংশ ব্রাহ্মণ যে গ্রামে অবস্থান করেন তাহাকে"ব্রাহ্মণগ্রাম"ই বলা হইয়া থাকে সেইরূপ এস্থলে ও, ঐ, ঔ, বর্ণদ্বয়ে আনুষঙ্গিক অকার থাকিলে-ও ইকার উকারের প্রাধান্য বশতঃ তাহাদেরই আদেশ হইবে।

---

(১) পূর্ব্বকালে নিয়মছিল যে প্রত্যেক গ্রামেই সূত্রধর, তন্তুবায়, নাপিত, রজক, চর্ম্মকার এই পঞ্চবিধ লোক থাকিতেই হইবে। ইহা দিগকেই পঞ্চকারুকী বলা হয়।

তাহার প্রমাণ যথা—

তক্ষা চ তন্তুবায়শ্চ নাপিতো রজকস্তথা।
পঞ্চমশ্চর্ম্ম-কারশ্চ কারবঃ শিল্পিনোমতাঃ।

ষষ্ঠী স্থানেযোগা।৪৯।

ষষ্ঠী ১ স্থানে ৭—যোগা ১।

সূত্রানুবাদ।—কোনও সম্বন্ধ বিশেষ নির্দ্ধারিত হয় নাই যে ষষ্ঠী তাহার স্থানে আদেশ হয় এইরূপ জানিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমিদং স্থানেযোগেতি স্থানে যোগো২স্যাঃ সেয়ং স্থানে যোগা,সপ্তম্যলোপো নিপাতনাৎ। তৃতীয়ায়া বা এত্বম্ স্থানেন যোগো-২স্যাঃ সেয়ং স্থানে যোগেতি। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে। ষষ্ঠী স্থানেযোগ-বচনং নিয়মার্থম্। নিয়মার্থো২য়মারম্ভঃ। একশতং ষষ্ঠ্যর্থা যাবন্তো বা সন্তি তে সর্ব্বে ষষ্ঠ্যামুচ্চারিতায়াং প্রাপ্নুবন্তি। ইষ্যতে চ ব্যাকরণে যা ষষ্ঠী সা স্থানে যোগৈব স্যাদিতি তচ্চান্তরেণ যত্নং ন সিদ্ধ্যতীতি ষষ্ঠ্যাঃ স্থানে যোগবচনং নিয়মার্থম্। এবমর্থমিদমুচ্যতে। অস্তি প্রয়োজন-মেতৎ। কিং তর্হীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—স্থানে যোগা, ইহা কি? অর্থাৎ ইহার সমাস বা বিগ্রহ-বাক্য কিরূপ, এবং তদ্বারা কিরূপ অর্থই বা লাভ হইবে? স্থানে যোগাঃ অস্যাঃ সা ইয়ং স্থানে যোগা অর্থাৎ স্থানে যোগ আছে ইহার, তাহাই স্থানে যোগা, সমাসে ৭মীর লোপ সম্ভব হইলেও নিপাতন হেতু, স্থানে এর ৭মীর লোপ হয় নাই। অথবা ৩য়াস্থানে নিপাতনে একার আদেশ হইয়া যায়, এক্ষণে এইরূপ বাক্য হইবে যে, স্থানের দ্বারা বা স্থানের সহিত যোগ আছে ইহার, তাহাই এই 'স্থানেযোগা' পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে;ইহা কেন বলা হইল? অর্থাৎ এইসূত্র কেন করা হইল?

ষষ্ঠী স্থানে যোগা সূত্র নিয়মের জন্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কারণ, ষষ্ঠী বিভক্তির একশত রকমের অর্থ আছে। অথবা যত রকমের অর্থ আছে, তাহারা সকলেই ষষ্ঠী বিভক্তি উচ্চারণ করিলে, প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অথচ ব্যাকরণে যে ষষ্ঠী বিভক্তি তাহা স্থানের সহিত যোগ করিবার জন্য ইচ্ছা আছে অর্থাৎ ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বর্ণের স্থানে যাহাতে আদেশ হয়, তাহা করিবার ইচ্ছা আছে,কিন্তু সে বিষয়ে যত্ন ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা যে সকল কার্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল না হইয়া যাহাতে তাহার স্থানে হয়' এইরূপ নিয়ম করিবার জন্য, এইসূত্র করা হইয়াছে।

ইহার কি প্রয়োজন আছে ?

তবে কি ?—(ইহার প্রয়োজন আছে বৈকি)।

বার্ত্তিকমূলম্।—অবয়বষষ্ঠ্যাদিষ্বতিপ্রসঙ্গঃ শাসো গোহ ইতি *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অবয়বের যে স্থলে ষষ্ঠী হয়, যেমন—শাসঃ গোহঃ ইত্যাদি স্থলে অতি প্রসঙ্গ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অবয়বষষ্ঠ্যাদয়স্তু ন সিদ্ধ্যন্তি। তত্র কো দোষঃ। শাস ইদঙ্ হলোরিতি শাসেশ্চান্ত্যস্য স্যাদুপধামাত্রস্য চ। উদুপধায়া গোহ ইতি গেহেশ্চান্ত্যস্য স্যাদুপধামাত্রস্য চ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এই সূত্র করা যায়, তাহা হইলে যে স্থানে ষষ্ঠী আছে সেই স্থলেই তাহার স্থানে আদেশ করিবে বলিয়া অবয়ব ষষ্ঠী প্রভৃতি যে সকল অন্যান্য অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা, তাহা সিদ্ধি হইবে না। সেই স্থলে কি দোষ হইবে ?

শাস ইদঙ্ হলোঃ।৬।৪।৩৪ (শাস ধাতুর উপধার ইৎ হয় অঙ্ পরে থাকিলে এবং ব্যঞ্জনাদি কইৎ এবং ঙইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে। যথা শিষ্টঃ) এই সূত্রানুসারে শাস ধাতুরও অন্তের হইবে এবং উপধামাত্র বর্ণের ই হইবে। উদুপধায়া গোহঃ।৬।৪।৮৯। (গুহ ধাতুর উপধার উ হয়, গুণের হেতুভূত প্রত্যয় পরে থাকিলে, যথা গূহতি) এই সূত্রানুসারে গুহ ধাতুর অন্তেরও আদেশ হয় এবং মাত্র উপধারও আদেশ প্রাপ্তি হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—অবয়বষষ্ঠ্যাদীনাং চাপ্রাপ্তির্যোগস্য সন্দিগ্ধত্বাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অবয়বষষ্ঠী প্রভৃতির প্রাপ্তি হইবে না, কারণ সূত্র সন্দিগ্ধ নহে।

ভাষ্যমূলম্।—অবয়বষষ্ঠ্যাদীনাং চ নিয়মস্যাপ্রাপ্তিঃ। কিং কারণম্। যোগস্যাসন্দিগ্ধত্বাৎ। সন্দেহে নিয়মঃ। ন চাবয়বষষ্ঠ্যাদিষু সন্দেহঃ। কিং বক্তব্যমেতৎ। নহি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। লৌকিকোঽয়ং দৃষ্টান্তঃ। তদ্যথা। লোকে কশ্চিৎ কংচিৎ পৃচ্ছতি। গ্রামান্তরং গমিষ্যামি পন্থানং মে ভবানুপদিশত্বিতি। স তস্মায়াচষ্টে অমুষ্মিন্নবকাশে হস্তদক্ষিণো গ্রহীতব্যঃ। অমুষ্মিন্নবকাশে হস্তবাম ইতি। যস্তত্র তির্যক্পথো ভবতি ন তস্মিন্ সন্দেহ ইতি কৃত্বা নাসাবুপদিশ্যতে। এবমিহাপি সন্দেহে নিয়মঃ। ন চাঽবয়বষষ্ঠ্যাদিষু সন্দেহঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অবয়ব ষষ্ঠী প্রভৃতির নিয়মের প্রাপ্তি হইবে না।

তাহার কারণ কি ?

যে হেতু সূত্রে সন্দেহ নাই।

সন্দেহ থাকিলেই নিয়ম করা হয়, কিন্তু অবয়বের ষষ্ঠীতে সন্দেহ নাই।

তাহা কি বলিতে হইবে অর্থাৎ অবয়বের ষষ্ঠীতে যে কোনও সন্দেহ হইবে না তাহাও কি আবার বলিতে হইবে ?

নিশ্চয়ই না অর্থাৎ বলিতে হইবে না। না বলিলে কিরূপে জানা যাইবে ?

ইহা লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারেই জানা যাইবে; যেমন লোক সমাজে দেখা যায় যে যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, যে আমি অন্য গ্রামে যাইব আপনি আমাকে পথ বলিয়া দিন! তখন তিনি তাহাকে বলেন যে, অমুক অবস্থান স্থল (মোড়, বা ব্যাপ্তিরহিত স্থান) পর্য্যন্ত যাইয়া হস্ত দক্ষিণ (অর্থাৎ তোমার হস্ত যে রাস্তার ডান দিকে থাকিবে) পথ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ বাঁহাতি রাস্তায় যাইবে। আবার অমুক মোড়ে গিয়া হস্তবামপথ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ ডাঁন হাতি পথে যাইবে। যে স্থলে বক্রপথ থাকিবে সে স্থলে সন্দেহ নাই বলিয়া উপদেশ ও করেন না। সেইরূপ এই স্থলেও সন্দেহ হইলেই নিয়ম করা হয়, কিন্তু অবয়বাদির ষষ্ঠী বিভক্তিতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং কোনও নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—অথবাস্থানে অযোগা স্থানেযোগা। কিমিদমযোগেতি। অব্যক্তযোগা অযোগা। অথবা যোগবতী যোগা। কা পুনর্যোগবতী। যস্যা বহবো যোগাঃ। কুতএতৎভূম্নিহি মতুব্‌ভবতি। বিশিষ্টা বা ষষ্ঠী স্থানেযোগা। অথ যাকিং চিল্লিঙ্গমাসজ্য বক্ষ্যামি ইত্থং লিঙ্গা ষষ্ঠী স্থানেযোগা ভবতীতি। ন চ তল্লিঙ্গমবয়ববষ্ঠ্যাদিষু করিষ্যতে। যদ্যেবং শাস ইদঙ্‌হলোঃ। শা হৌ শাসি গ্রহণং কর্ত্তব্যং স্থানে যোগার্থং লিঙ্গমাসঙ্‌ক্ষ্যামীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা স্থানে অযোগা স্থানে যোগা এইরূপ সন্ধি করিব।

এই অযোগা শব্দের কি অর্থ হইবে ?

"অব্যক্তযোগা" অর্থাৎ যাহার যোগ (প্রয়োগ) ব্যক্ত (প্রকাশিত) নহে তাহাকে অযোগা বলে।

যোগাবতী যোগা (অর্থাৎ যোগবিশিষ্টা যে, সে যোগা)।

যোগবতী, বলিলে কি বুঝায় ?

যাহা যোগবিশিষ্টা অর্থাৎ যাহার অনেক যোগ রহিয়াছে তাহাকে যোগবতী বলে।

ইহা কিরূপে হইবে ?

ভূম্নি অর্থাৎ বহুত্ব বুঝাইবার জন্য মতুপ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই স্থলে ও যোগ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করাতে যোগবৎ এবং স্ত্রীলিঙ্গে যোগবতী হইয়াছে সুতরাং তাহার বহুযোগ এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে।

অথবা ষষ্ঠী স্থানেযোগা ইহার বিশিষ্টা অর্থ করা হইবে অর্থাৎ স্থানে যোগবিশিষ্ট যে ষষ্ঠী এইরূপ অর্থ বলা হইবে। অথবা কোনও লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন যোগ করিয়া বলিব যে, এইরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট ষষ্ঠী, স্থানে যোগবিশিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সেই চিহ্ন অবয়বাদির যে ষষ্ঠী, তাহাতে করা হইবে না। সুতরাং সেই চিহ্ন দ্বারাই স্থির করা যাইবে যে, ইহা স্থান অর্থ প্রকাশ করিতেছে, আর এই ষষ্ঠী, অবয়বার্থ প্রকাশ করিতেছে।

যদি এই রূপই হয়, তাহা হইলে শাস ইদঙ্ হলোঃ।৬।৪।৩৪। এই সূত্রের অনুবৃত্তি লইয়াতৎপরবর্ত্তী "শা হৌ" ।৬।৪।৩৫ (শাস্ ধাতুর শা আদেশ হয়, হি পরে থাকিলে, যথা শাধি)। এই সূত্রে শাস্ ধাতুর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, স্থানে যোগ হইবার জন্য চিহ্ন প্রয়োগ করিব।

ভাষ্যমূলম্।—ন কর্ত্তব্যম্। যদেবাঽদঃ পুরস্তাদবয়বষষ্ঠ্যর্থং প্রকৃতম্। এতদুত্তরাঽনুবৃত্তঃ সৎ স্থানে যোগার্থং ভবিষ্যতি। কথম্। অধিকারো নাম ত্রিপ্রকারঃ। কশ্চিদেকদেশস্থঃ সর্ব্বং শাস্ত্রমভিজ্বলয়তি। যথা প্রদীপঃ সুপ্রজ্বলিতঃ সর্বং বেশ্মাঽভিজ্বলয়তি। অপরোঽধিকারো যথা রজ্জ্বা অয়সা বা বদ্ধং কাষ্ঠমনুকৃষ্যতে তদ্বদনুকৃষ্যতে চকারেণ। অপরোঽধিকারঃ প্রতিযোগং তস্যানির্দ্দেশার্থ ইতি যোগে যোগে উপতিষ্ঠতে। তদ্যদৈষ পক্ষঃ অধিকারঃ প্রতিযোগং তস্যাঽনির্দ্দেশার্থ ইতি। তদা হি যদেবাঽদঃ পুরস্তাদবয়বষষ্ঠ্যর্থম্ এতদুত্তরত্রাঽনুবৃত্তং সৎ স্থানে যোগার্থং ভবিষ্যতি। সংপ্রত্যয়মাত্র এঽতদ্ভবতি নহ্যনুচ্চার্য শব্দং লিঙ্গং শক্যা মাসঙ্ক্তুম্। এবং তর্হ্যাদেশে তল্লিঙ্গং করিষ্যতে যৎপ্রকৃতি মাস্বনুৎস্যতি। যদি নিয়মঃ করিষ্যতে। যত্রৈকা ষষ্ঠী অনেকং চ বিশেষ্যং তত্র ন সিধ্যতি। অঙ্গস্য হলঃ। অণঃ সংপ্রসারণস্যেতি। হলপি বিশেষ্যোঽণপি বিশেষ্যঃ সংপ্রসারণমপি বিশেষ্যম্। অসতি পুনর্নিয়মে কামচারঃ। একয়া ষষ্ঠ্যা অনেকং বিশেষয়িতুম্। তদ্ যথা। দেবদত্তস্য পুত্রঃ পাণিঃ কম্বল ইতি। তস্মান্নাঽর্থো নিয়মেন। নহু চোক্তং এতশতং ষষ্ঠ্যর্থাঃ। যাবন্তো বা সন্তি তে সর্ব্বে ষষ্ঠ্যামুচ্চারিতায়াং প্রাপ্নুবন্তীতি। নৈষ দোষঃ। যদ্যপি লোকে বহবোঽভিসংবদ্ধা আর্থা

যৌনাঃ মৌখাঃ স্রৌবাশ্চেতি। শব্দস্য তু শব্দেন কোঽন্যো ঽভিসংবন্ধো ভবিতুমর্হতি অন্যদতঃ স্থানাৎ। শব্দস্যাপি শব্দেনানন্তরাদয়োঽভিসংবন্ধাঃ। অন্তের্ভূর্ভবতীতি সংদেহঃ স্থানে অনন্তরে সমীপে ইতি। সংদেহমাত্রমেতদ্ভবতি। সর্ব্বসন্দেহেষু চেদমুপতিষ্ঠতে। ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণমিতি। স্থান ইতি ব্যাখ্যাস্যামঃ। ন তর্হীদানীময়ং যোগো বক্তব্যঃ। বক্তব্যশ্চ। কিং প্রয়োজনম্। ষষ্ঠ্যন্তং স্থানেন যথা যুজ্যেত যতঃ ষষ্ঠ্যুচ্চারিতা। কিং কৃতং ভবতি। নির্দ্দিশ্যমানস্যাদেশা ভবন্তীত্যেষা পরিভাষা ন কর্ত্তব্যা ভবতি। ষষ্ঠী স্থানে যোগা।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ "শা হৌ" সূত্রে শাস্ ধাতুর গ্রহণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ এই নিয়মের পূর্ব্বে যে অবয়ব ষষ্ঠীর জন্য শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে অনুবৃত্তি হইয়া (পশ্চাৎ আগত হইয়া) স্থানে যোগের জন্য কার্য্য কারী হইবে।

কি রূপে?

অধিকার তিন প্রকার। কোনও অধিকার বিষয়ক সূত্র ঠিক্ এক স্থলে অবস্থিত হইয়া সমস্ত শাস্ত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন কোনও প্রদীপ সুন্দররূপে প্রজ্জ্বলিত হইলে, এক স্থলে অবস্থিত হইয়া সমস্ত গৃহ আলোকিত করিয়া থাকে। অন্যান্য অধিকার বিষয়ক সূত্র যেমন রজ্জু (দড়ী) দ্বারা অথবা লৌহ শিকল দ্বারা কোনও কাষ্ঠকে আবদ্ধ করিয়া যে দিকে টানিয়া লইয়া যায় সেই দিকেই তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ এই স্থলে ও (ব্যাকরণে) চ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা সূত্রকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্থানান্তরে লইয়া যায়।

অন্য অধিকার বিধায়ক সূত্র, যে সকল সূত্রে অর্থগুপ্ত আছে, তাহা সেই সূত্র দ্বারা প্রতীতি হইতেছে না, সেই সকল সূত্রের অর্থ করিবার জন্য যে স্থলে যে সূত্র অসম্পন্নার্থ প্রতিপাদক রহিয়াছে তাহা সেই স্থলে যাইয়াই উপস্থিত হয় এবং তাহার অর্থ সম্পন্ন করে। যখন অধিকার সূত্রে এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক সূত্রেই আর তাহার অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবয়ব ষষ্ঠ্যর্থ বাচক এই প্রয়োগ, সেই স্থল হইতে পরবর্ত্তী সূত্রে অনুবৃত্ত (অনুগমন করিয়া) হইয়া স্থানেযোগার অর্থ নিষ্পন্ন করিবে। ইহা কেবল অবগতির বিষয় মাত্র হইবে।

যদি বল যে, অনুচ্চারণীয় শব্দরূপ যে চিহ্ন তাহা কখনও অনুবৃত্তি করিতে সমর্থ হইবে না, এইরূপ হইলে তবে আদেশে সেই চিহ্ন করা হইবে, যেই প্রকৃতিটি গমন করিবে। যদি এইরূপ নিয়ম করা হয়, তাহা হইলে যেস্থলে ষষ্ঠী একটি, বিশেষ্য অনেক, এবং সেই স্থলে তো কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। যেমন অঙ্গস্য।৬।৪।১। হলঃ।৬।৪।২ অণঃ। সংপ্রাসরণস্য।৬।৩।১৩৯ এই স্থলে 'হল্" (ব্যঞ্জনবর্ণ) ও বিশেষ্য "অণ" (অ, ই, উ) ও বিশেষ্য এবং সংপ্রসারণ (ই, উ, ঋ, ৯) ও বিশেষ্য, সুতরাং এই স্থলে প্রত্যেক সূত্রেই ষষ্ঠী বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ্য হওয়াতে কোন্‌টি হইবে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। কিন্তু যদি কোনও নিয়ম না করা যায়, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করা যাইতে পারে, সুতরাং একটি মাত্র ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা অনেক বিশেষ্য পদের কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। যেমন দেবদত্তের পুত্র, পাণি (হস্ত), কম্বল এইরূপ বলিলে, কোনও নিয়ম করা না থাকাতে কেবল মাত্র দেবদত্তের পুত্রকে না বুঝাইয়া দেবদত্তের পাণি দেবদত্তের কম্বলকে বুঝাইয়া থাকে সেই হেতু কোনও নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই।

যদি বল যে পূর্ব্বোক্ত বাক্যানুসারে একশত ষষ্ঠীর অর্থ প্রাপ্তি হইবে অথবা ষষ্ঠীর যতগুলি অর্থ হইতে পারে, ষষ্ঠীবিভক্তির উচ্চারণ করিলে সেই সমস্তই প্রাপ্তি হইবে ?

এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না।

যদিও লোক সমাজে অনেক সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়; যথা আর্থা (অর্থের বিনিময় হেতু) যৌনা (যোনিগত অর্থাৎ পিতৃমাতৃগত) মৌখা (মুখগত অর্থাৎ পরস্পর কথোপকথন দ্বারা) স্রৌবা (স্রুবগত অর্থাৎ যজ্ঞীয়পাত্র স্রুবের ব্যবহার নিবন্ধন হোতা ঋত্বিকাদিতে যে সম্বন্ধ হয় তাহাকে স্রৌব সম্বন্ধ বলে); কিন্তু শব্দের এই স্থানগত সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কি সম্বন্ধ হইতে পারে ?

শব্দের ও শব্দের সহিত অনন্তরাদি সম্বন্ধ হইতে পারে। যেমন অস্তের্ভূঃ।২।৪।৫২ (অস্ ধাতুর স্থানে "ভূ" আদেশ হয়, আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে) এই স্থানে সন্দেহ হইবে যে "ভূ" আদেশ অস্ ধাতুর স্থানেই হয়, ব্যবধানেই হয় না সমীপেই হয় ? ইহা সন্দেহ মাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু সকল সন্দেহেই এই নিয়ম (পরিভাষা) উপস্থিত হইবে যে "ব্যাখ্যাতো বিশেষ বোধ জন্মিয়া

থাকে কিন্তু সন্দেহ হইল বলিয়া সেই লক্ষণ যে অসঙ্গত তাহা নহে”।

“ষষ্ঠী স্থানে যোগা” এই স্থলে “স্থানে” শব্দেও আমরা এরূপ ব্যাখ্যা করিব।

তবে আর এক্ষণে এই সূত্র বলিবার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ ব্যাখ্যা দ্বারাই যদি বিশেষ বোধ হইয়া থাকে, তবে আর সূত্র করিবার প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন?

ষষ্ঠ্যন্তে যাহাতে স্থানের সহিত যোগ করা হয়—যেন ষষ্ঠী বিভক্তি উচ্চারিত হইয়া থাকে।

ইহা দ্বারা কি করা হইবে?

“আদেশ সমূহ নির্দ্দিশ্যমানেরই হইয়া থাকে” এই পরিভাষা (নিয়ম করিবার প্রয়োজন হইবে না।

“ষষ্ঠী স্থানে যোগা” এই সূত্রের ভাষ্য করা হইল।

স্থানেঽন্তরতমঃ।৫০।

স্থানে।৭ অন্তরতমঃ।১।

সূত্রানুবাদ। কোনও প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে যে সদৃশতম তাহারই আদেশ হয়।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুদাহরণম্। ইকো যণচি দধ্যত্র মধ্বত্র। তালুস্থানস্য তালুস্থানঃ। ওষ্ঠস্থানস্য ওষ্ঠ স্থানো যথা স্যাদিতি। নৈতদস্তি। সংখ্যাতানুদেশেনাপ্যেতৎ সিদ্ধম্। ইদং তর্হি তস্থস্থমিপাং তাং তং তাম ইতি। একার্থস্যৈকার্থঃ। দ্ব্যর্থস্য দ্ব্যর্থঃ। বহ্বর্থস্য বহ্বর্থো যথা স্যাদিতি। নন্বু চ এতদপি সংখ্যাতানুদেশেনৈব সিদ্ধম্। ইদং তর্হ্যকঃ সবর্ণে দীর্ঘ ইতি। দণ্ডাগ্রম্। ক্ষুপাগ্রম্। দধীন্দ্রো মধূষ্ট্রঃ কণ্ঠস্থানয়োঃ কণ্ঠস্থানস্তালুস্থানয়োস্তালুস্থান ওষ্ঠস্থানয়োরোষ্ঠস্থানো যথা স্যাৎ। অথ স্থান ইতি বর্ত্তমানে পুনঃ স্থানগ্রহণং কিমর্থম্। যত্রানেকমান্তর্য্যং তত্র স্থানত এবান্তর্য্যং বলীয়ো যথা স্যাৎ। কিং পুনস্তৎ। চেতা। স্তোতা। প্রমাণতোঽকারো গুণঃ প্রাপ্নোতি। স্থানত একারৌকারৌ। পুনঃ স্থানগ্রহণা-

দেকারোকারৌ ভবতঃ। অথ তমগ্রহণম্ কিমর্থম্। ঋয়োহোঽন্যতরস্তা-মিত্যত্র সোম্নণঃ সোম্নাণ ইতি দ্বিতীয়াঃ প্রসক্তাঃ। নাদবতো নাদবন্ত ইতি তৃতীয়াপ্রসক্তাঃ। তমব্ গ্রহণাদ্যো সোম্নাণো নাদবন্তশ্চ তে ভবন্তি চতুর্থাঃ। বাগ্ বসতি ত্রিষ্টুব্ ভসতি। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার উদাহরণ কি? অর্থাৎ স্থানে ঽন্তরতমঃ সূত্রের দৃষ্টান্ত কি?

"ইকো যণচি'।১।১।৭৭। (ইকেরস্থানে 'যেন্" হয়, অচ্ পরে থাকিলে, সংহিতা বিষয় হইলে)। যথা—দধি+অত্র=দধ্যত্র, মধু+অত্র=মধ্বত্র এই সকল স্থলে (ইকারের স্থানে) তালুস্থানবিশিষ্ট (যকার), ওষ্ঠস্থানে (উকার স্থানে) ওষ্ঠস্থানবিশিষ্ট (বকার) যাহাতে প্রাপ্তি হইতে পারে, যেহেতু ইহাদের সদৃশতম স্থান হইয়াছে। ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ সমসংখ্যক আদেশ হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ "ইকের' মধ্যে যে, ই, উ, ঋ ঌ চারিটী বর্ণ আছে, তাহার স্থানে, তাহার সমান সংখ্যাবিশিষ্ট অর্থাৎ য, ব, র, ল এই সমান সংখ্যক বিশিষ্ট চারিটি বর্ণ আদেশ হইয়াছে বলিয়া "যথাসংখ্য-মনুদেশঃ সমানাম্"। ১।৩।১০ (সমান সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিধি হইলে, তাহা যথাক্রমে আদেশ হইয়া থাকে) এই সূত্রানুসারে যথা ক্রমে, ই স্থানে য, উস্থানে ব, ঋ স্থানে র এবং ঌ স্থানে ল আদেশ হইয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

"তস্থস্থমিপাং তাং তংতামঃ" ।৩।৪।১০১ ("ঙ' ইৎ বিশিষ্ট চারিটি বিভক্তির স্থানে তাম্ প্রভৃতি যথাক্রমে আদেশ হইয়া থাকে অর্থাৎ তস্, থস্, থ এবং মিপ্ এর স্থানে যথাক্রমে তাম্, তম্, ত এবং অম্ আদেশ লঙ্, লিঙ্, লুঙ্, লৃঙ এই চারি বিভক্তিতে হইয়া থাকে)।

এই সূত্রানুসারে এক অর্থ বাচক বিভক্তির স্থানে, এক অর্থ বাচক আদেশ যেমন ("মিপ্' এর স্থানে "অম্' আদেশ) দুই অর্থ বাচক বিভক্তির স্থানে, দুই অর্থ বাচক আদেশ, যথা (তস্ এবং থস্ স্থানে তাম্ এবং তম্ আদেশ); বহু অর্থ বাচক বিভক্তির স্থানে বহু অর্থ বাচক আদেশ, যথা (থ স্থানে ত আদেশ) যাহাতে প্রাপ্তি হইতে পারে। যদি বল যে ইহাও "সংখ্যাত অনুদেশ, অর্থাৎ আদেশ সমূহ তাহার সমান সংখ্যকের স্থানে হইয়া থাকে, এই নিয়মানুসারেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে, "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' ।৬।১।১০১ (সবর্ণ, 'অচ্' পরে থাকিলে "অক্' ইহার স্থানে দীর্ঘ এক আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে যে দণ্ড+অগ্রম্=দণ্ডাগ্রম্, ক্ষুপা+অগ্রম্=ক্ষুপাগ্রম্

দধি+ইন্দ্র=দধীন্দ্র, মধু+উষ্ট=মধূষ্ট, এই সকল স্থলে তবে, কণ্ঠ্যবর্ণের স্থানে কণ্ঠ্যস্থল বিশিষ্ট বর্ণ (অকারস্থানে আকার) তালু অর্থাৎ তালব্যবর্ণ স্থানে তালু স্থানোদ্ভববর্ণ, ওষ্ঠবর্ণ স্থানে ওষ্ঠ স্থান বিশিষ্টবর্ণ (উকার ও ঊকার) আদেশ যাহাতে প্রাপ্ত হয়, এই জন্য নিয়মের প্রয়োজন।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, এই যে স্থানে শব্দ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও (পূর্ব্ব-বর্ত্তী "ষষ্ঠী স্থানে যোগা" সূত্রে) পুনরায় এই সূত্রে স্থান শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল?

যে স্থলে অনেক রকমের সাদৃশ্য আছে সেই স্থলে স্থান প্রযুক্ত সাদৃশ্যই যাহাতে বলবান্ হয় সেই জন্য এইসূত্রে স্থান শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

তাহারা কি কি?

চেতা, স্তোতা এস্থলে চি ও স্তু ধাতুর উত্তর তৃণ্ প্রত্যয় করিলে "সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে গুণ আদেশ প্রাপ্তি হইলে, প্রমাণানুসারে (চি ধাতুর ইকার স্থানে গুণ আদেশ হইতে হইলে প্রমাণত হ্রস্ব অকারই হওয়া উচিত ছিল,) অকার গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল আর স্থান প্রযুক্ত সাদৃশ্য বলিয়া একার ওকার প্রাপ্তি হইয়াছিল, কিন্তু এইসূত্রে স্থান শব্দ গ্রহণের দ্বারা একার ওকা-রই হইল।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে "স্থানেন্তরতমঃ" সূত্রে তম শব্দ কি জন্য গ্রহণ করা হইল?

"ঝয়োহোন্যতরস্যাম্' ।৮।৪।৬২ ; ('ঝয়্" এর পরস্থিত হকার স্থানে বিকল্পে পূর্ব্ব সবর্ণ হয়) এই স্থলে উষ্মবর্ণ বিশিষ্ট হকারের উষ্ম ধর্ম্ম বিশিষ্ট পূর্ব্ব-সবর্ণ প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। নাদ প্রযত্ন বিশিষ্ট বর্ণের স্থানে নাদপ্রযত্ন বিশিষ্ট বর্গের তৃতীয়বর্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তমপ্ প্রত্যয়ের গ্রহণ করাতে যাহারা উষ্মনাদবর্ণের এইরূপ বর্গের চতুর্থ বর্ণ আদেশ হইতেছে। যেমন—বাক্+হসতি=বাগ্ঘসতি, ত্রিষ্টুপ্+ হসতি=ত্রিষ্টুব্-ভসতি এই সকল স্থলে, হ স্থানে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বর্ণ না হইয়া সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক সদৃশ চতুর্থ বর্ণ হওয়াতে, সেই চতুর্থ বর্ণ ঘ, ভ প্রভৃতি আদেশ হইবে।

এক্ষণে পুনঃ জিজ্ঞাস্য এইযে এই সূত্র কেন করা হইল?

বার্ত্তিকসূত্রম্।—স্থানিন একত্বনির্দেশাদনেকাদেশনির্দ্দেশাচ্চ সর্ব্ব প্রসঙ্গ স্তস্মাৎ স্থানেঽন্তরতমবচনং নিয়মার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্থানীর একত্ব নির্দ্দেশ হেতু এবং আদেশের অনেকত্ব নির্দ্দেশহেতু প্রসঙ্গ ক্রমে সকলই উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্যই নির্দ্দিষ্ট আদেশের নিয়ম করিবার জন্য "স্থানেঽন্তরতমঃ" সূত্র করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—স্থান্যেকত্বেন নির্দ্দিশ্যতে অক ইতি অনেকশ্চ পুনরাদেশঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে দীর্ঘ ইতি। স্থানিন একত্বনির্দ্দেশাদনেকাদেশনির্দ্দেশাচ্চ সর্ব্বপ্রসঙ্গঃ। সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রাপ্নুবন্তি ইষ্যন্তে চান্তরতমা এব স্যুরিতি তচ্চান্তরেণ যত্নং ন সিদ্ধ্যতি তস্মাৎ স্থানে ঽন্তরতমবচনং নিয়মার্থম্। এবমর্থমিদমুচ্যতে। অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি। যথা পুনরিয়মন্তরতমনির্বৃত্তিঃ সা কিং প্রকৃতিতো ভবতি স্থানিনোঽন্তরতমে ষষ্ঠীতি আহোস্বিদাদেশতঃ স্থানে প্রাপ্যমাণানামন্তরতম আদেশো ভবতীতি। কুতঃ পুনরিয়ং বিচারণা উভয়থা হি তুল্যা সংহিতা। স্থানেঽন্তরতম উরণ্রপর ইতি। কিং চাতঃ। যদি প্রকৃতিতঃ। ইকো যণচীতি যণাং যে অন্তরতমা ইকস্তত্র ষষ্ঠী যত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশা ভববন্তীতীহৈব স্যাৎ। দধ্যত্র, মধ্বত্র। কুমার্য্যর্থং ব্রহ্মবন্ধ্বর্থমিত্যত্র ন স্যাৎ। আদেশতঃ পুনরন্তরতমনির্বৃত্তৌ সত্যাং সর্ব্বত্র ষষ্ঠী যত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশা ভবন্তীতি সর্ব্বত্র সিদ্ধং ভবতীতি। যথা ইকো গুণবৃদ্ধী গুণবৃদ্ধ্যোর্যে অন্তরতমা ইকস্তত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশা ভবন্তীতীহৈব স্যাৎ। নেতা লবিতা নায়কো লাবকঃ। চেতা স্তোতা চায়কঃ স্তাবক ইত্যত্র ন স্যাৎ। আদেশতঃ পুনরন্তরতমনির্বৃত্তৌ সর্ব্বত্র ষষ্ঠী যত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশা ভবন্তীতি সর্ব্বত্র সিদ্ধং ভবতীতি। তথা ঋবর্ণস্য গুণবৃদ্ধিপ্রসঙ্গে গুণবৃদ্ধ্যোর্যদন্তরতমমৃবর্ণং তত্র ষষ্ঠী যত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশা ভবন্তীতীহৈব স্যাৎ। কর্ত্তা হর্ত্তা আস্তারকঃ নিপারক ইতি। আস্তরিতা নিপরিতা কারকো হারক ইত্যত্র ন স্যাৎ। আদেশতঃ পুনরন্তরতমনির্বৃত্তৌ ষষ্ঠী যত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশা ভবন্তীতি সর্ব্বত্র সিদ্ধং ভবতীতি। আদেশতো ঽন্তরতমনির্বৃত্তৌ সত্যাময়ং দোষঃ। বান্তো যি প্রত্যয়ে। স্থানিনির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ওকারৌকারয়োরিতি বক্তব্যম্। একারৈকারয়োর্মাভূদিতি। প্রকৃতিতঃ পুনরন্তরতমনির্বৃত্তৌ সত্যাং বান্তাদেশস্য এচু যা অন্তরতমা প্রকৃতিস্তত্র ষষ্ঠী যত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশা ভবন্তীত্যন্তরেণ স্থানিনির্দ্দেশং সিদ্ধং ভবতি। আদেশতোঽপ্যন্তরতমনির্বৃত্তৌ সত্যাং ন দোষঃ। কথম্। বান্তগ্রহণং ন করিষ্যতে। যি প্রত্যয়ে এচোঽয়াবায়ো ভবন্তীত্যেব। যদি ন ক্রিয়তে। চেয়ং জেয়মিত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি। ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে ইত্যেতন্নিয়মার্থং ভবিষ্যতি। ক্ষিজ্যোরেবৈচ ইতি। তয়োর্তর্হি শক্যার্থমিত্যত্রাপি

প্রাপ্নোতি। ক্ষেমং পাপং জেয়ো বৃষলঃ। উভয়তো নিয়মো বিজ্ঞায়তে। ক্ষিজ্যোরেবৈচস্তয়োশ্চ শক্যার্থ এবেতি। ইহাপি তর্হি নিয়মান্ন প্রাপ্নোতি লব্যং পব্যম্। অবশ্যলাব্যম্। অবশ্যপাব্যমিতি। তুল্যজাতীয়স্য নিয়মঃ। কশ্চ তুল্যজাতীয়ঃ। যথাজাতীয়কঃ ক্ষিজ্যোরেচ্। কথং জাতীয়কঃ ক্ষিজ্যোরেচ্। একারঃ। এবমপি রায়মিচ্ছতি রৈয়তীত্যত্রাপি প্রাপ্নোতীতি। রায়িচ্ছান্দসঃ। দৃষ্টানুবিধিশ্ছন্দসি ভবতি। উদুপধায়া গোহঃ। আদেশতোঽন্তরতম নির্বৃত্তৌ সত্যামুপধাগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। প্রকৃতিতঃ পুনরন্তরতমনির্বৃত্তৌ সত্যামুকারস্য গোহো যাঽন্তরতমা প্রকৃতিস্তত্র ষষ্ঠী যত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশাভবন্তীত্যন্তরেণোপধাগ্রহণং সিদ্ধং ভবতি। আদেশতোঽপ্যন্তরতমনির্বৃত্তৌ সত্যাং ন দোষঃ। ক্রিয়তে এতন্ন্যাস এব। রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ পূর্ব্বস্য চ দঃ। আদেশতোঽন্তরতমনির্বৃত্তৌ সত্যাং তকারগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। প্রকৃতিতঃ পুনরন্তমনির্বৃত্তৌ সত্যাং নকারস্য নিষ্ঠায়াং যা অন্তরতমা প্রকৃতিস্তত্র ষষ্ঠী যত্র ষষ্ঠী তত্রাদেশা ভবন্তীত্যন্তরেণাপি তকারগ্রহণং সিদ্ধং ভবতি আদেশতোঽপ্যন্তরতমনির্বৃত্তৌ সত্যাং ন দোষঃ। ক্রিয়ত এতন্ন্যাস এব কিং পুনরিদং নির্বর্ত্তকম্। অন্তরতমা অনেন নির্বর্ত্ত্যন্তে আহোস্বিৎ প্রতিপাদকম্ অন্যেন নির্বৃত্তানামনেন প্রতিপত্তিঃ। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ। (যাহার স্থানে আদেশ হয় তাহাকে স্থানী বলে)। সূত্রকার কর্ত্তৃক স্থানী একত্ব রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যেমন অকঃ অর্থাৎ অকের স্থানে; পুনঃ আদেশ কিন্তু অনেক নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা দীর্ঘ অর্থাৎ দীর্ঘ আদেশ হয়। স্থানীর একত্ব নির্দ্দেশহেতু আর আদেশ অনেক নির্দ্দেশ হেতু সকল প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে—সকল স্থলেই সকল আদেশ প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ যথাসংখ্যমনুদেশঃসমানাম্” সূত্রানুসারে সমান সংখ্যক স্থানী হইলে যদি সমান সংখ্যক আদেশ হয়, তবে তাহা যথাসংখ্য হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে স্থানী এক এবং আদেশ বহু হওয়াতে তাহা না হইয়া যে কোনও বর্ণের স্থানে যে কোনও আদেশ প্রাপ্তি হইবে অথচ যে বর্ণ যাহার সহিত বিশেষ সদৃশ সেই বর্ণ স্থানে সেই বর্ণই প্রাপ্তি হওয়া অভিপ্রেত, কিন্তু তাহা যত্ন ব্যতীত সিদ্ধ হইবে না। এই জন্যই “স্থানেঽন্তরতম” সূত্র নিয়ম করিবার জন্য করা হইয়াছে এইরূপ জানিতে হইবে। এইরূপ প্রয়োজনেই (সদৃশতম আদেশ হইবার জন্যই) এই সূত্র বলা হইয়াছে।

ইহার কি প্রয়োজন আছে ?

তবে কি ? অর্থাৎ প্রয়োজন আছে বৈ কি ?

এখন পুনঃ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এস্থলে যে সদৃশতমত্ব সিদ্ধি হইল,তাহা কি প্রকৃতি অনুসারেই হইল,—যে স্থানীতে সদৃশতম হইলে তাহা ষষ্ঠীই হইবে অথবা আদেশানুসারেই স্থানে প্রাপ্যমাণ যে সকল বর্ণ তাহার মধ্যে সদৃশতম্ হইবে অর্থাৎ এস্থলে যে সদৃশতম আদেশ হইবে সেই আদেশকারক যে, অন্তরতম শব্দ, তাহা কি সপ্তম্যন্ত বলা হইবে; না প্রথমান্ত বলা হইবে, এইরূপ প্রশ্ন হইতেছে যে স্থলে সপ্তম্যন্তপক্ষে ষষ্ঠী বিভক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে—সদৃশতম যে আদেশ, তাহা সে স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে, আর যে স্থলে ষষ্ঠী সে স্থলেই আদেশ ও প্রাপ্তি হইবে, প্রকৃতির পক্ষে ইহাই নিয়ম করা হইয়াছে। আবার প্রথমান্তের পক্ষে কিন্তু সদৃশতম আদেশেই হইতেছে বলিয়া আদেশের নিয়ম করা হইয়াছে।

এইরূপ বিচার কেন করা হইতেছে কারণ ইহা উভয়থা অর্থাৎ সপ্তমী এবং প্রথমা উভয় স্থলেই সংহিতা তুল্য দেখা যাইতেছে, যথা স্থানে অন্তরতম উরণ্ রপর ইত্যাদি । (১)

যদি প্রকৃতি অনুসারেই প্রাপ্তি হয়, তাহাতে কি হইবে ?

"ইকোযণচি" এই স্থলে যণের মধ্যে যেসকল বর্ণ সদৃশতম; ইকের স্থানে সেইস্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি এবং সেই স্থলেই আদেশ হইবে, বলিয়া দধ্যত্র, মধ্বত্র, এই সকল স্থলেই ইকার এবং উকার স্থানে য এবং ব হইবে ; কিন্তু কুমারী+অর্থঃ কুমার্য্যর্থঃ, ব্রহ্মবন্ধু+অর্থঃ—ব্রহ্মবন্ধ্বর্থঃ, এই সকল স্থলে যণ্ ও প্রাপ্তি হইবে না। অর্থাৎ "ইকো যণচি সূত্রে ইক্" প্রত্যাহারান্তর্গত হ্রস্ব ইকেরই যণ্ প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু কুমারী, ব্রহ্মবন্ধূ প্রভৃতি ঈকার, ঊকার থাকাতে তাহাদের স্থানে য, ব প্রভৃতি যণ্ আদেশ হইবে না।

আদেশ হেতুই পুনঃ সদৃশতমত্বের প্রাপ্তি হইলে সর্ব্বত্র ষষ্ঠী বিভক্তি প্রাপ্তি হইবে। এবং যে স্থলে ষষ্ঠী সেই স্থলেই আদেশ প্রাপ্তি হইবে সুতরাং সর্ব্বত্রই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

---

(১) ষষ্ঠী স্থানেযোগা স্থানেঽন্তরতম উরণ্ রপর এই সকল সূত্র ভিন্ন ভিন্ন পাঠ না করিয়া ক্রমাগত মন্ত্রের ন্যায় পাঠকরাকে সংহিতা পাঠ বলে (এই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ করিলে কোনও দোষ হইবে না বটে ; কিন্তু সংহিতা পাঠে দোষ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই এই বিচার আরম্ভ করা হইয়াছে ।।

যেমন "ইকো গুণবৃদ্ধী" এই সূত্রানুসারে গুণ এবং বৃদ্ধির মধ্যে যে টি সদৃশতম হইবে সেই স্থলেই ইকঃ এই ষষ্ঠী বিভক্তির উপস্থিত হইবে এবং যে স্থলে ষষ্ঠী সেই স্থলেই আদেশ প্রাপ্তি হইবে সুতরাং নেতা নী ধাতু তা প্রত্যয়। লবিতা লূ ধাতু তা প্রত্যয়। এই স্থলে গুণ এবং নায়ক নী—ণ্বুল্। লাবক লূ+ণ্বুল্ এই সকল স্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু চেতা=চি+তা=স্তোতা স্তু+তা বা তৃচ্। এই সকল স্থলে গুণ এবং চায়ক চি+ণ্বুল্ স্তাবক=স্তু+ণ্বুল্। এই সকল স্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে না অর্থাৎ এই সকল স্থলে গুণবৃদ্ধির সদৃশতম যে ইক্ তাহাদের স্থানে আদেশ করিতে গেলে ঈ, ঊ, প্রভৃতিরই গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু সেই প্রকৃতিই, উ প্রভৃতির গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে না; সুতরাং চেতা স্তোতা প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। আদেশ হেতুই পুনঃ অন্তরতম নিবৃত্ত হইলে সর্ব্বত্রই সত্ব হইবে, এবং যে যে স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে সেই সেই স্থলেই আদেশ বলিয়া সর্ব্বত্রই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

সেই রূপ, ঋবর্ণের গুণ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, গুণ এবং বৃদ্ধির মধ্যে যেটি সদৃশতম ইবর্ণ সেই স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে এবং যে স্থলে ষষ্ঠী সেই স্থলেই আদেশ হইবে বলিয়া কর্ত্তা, হর্ত্তা, আস্তারক (আ+স্তৄ +ণ্বুল্), নিপারক (নি+পৄ+ণ্বুল্) এইসকল স্থলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কিন্তু আস্তরিতা, নিপরিতা, (স্তৄ ও পৄ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে), কারক, হারক এই সকল স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না অর্থাৎ গুণ আদেশ হইবে না অর্থাৎ গুণ আদেশ হইতে হইলে হ্রস্ব স্বরান্ত কৃ ও হৃ ধাতুর স্থানে আদেশ হইতে হইলে দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট স্তৄ ও হৄ ধাতুরই প্রাপ্তি হইবে কিন্তু হ্রস্ব স্বরান্ত ধাতুর কখন বৃদ্ধি এবং হ্রস্ব স্বরবিশিষ্ট ধাতুর কখন বৃদ্ধি ও গুণ প্রাপ্তি হইবে না।

আদেশ হেতুই পুনঃ সদৃশতমত্ব নিবৃত্তি হইলেই সর্ব্বত্র ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে এবং যে স্থলে ষষ্ঠী সেই স্থলেই আদেশ প্রাপ্তি হইবে বলিয়া সর্ব্বত্র কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

আদেশ হেতু সদৃশতমত্ব নিবৃত্তি হইলেই এই স্থলে দোষ হইবে। "বা স্তো যি প্রত্যয়ে" ।৬।১।৭৯ (যকারাদিবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে ওকার এবং ঔ কার স্থানে যথা ক্রমে অব্ এবং আব্ আদেশ হয়) এই সূত্রে স্থানির নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য ওকার এবং ঔকারের স্থানে আদেশ হয়,

এইরূপ বলিতে হইবে। যাহাতে একার এবং ঐকারের স্থানে প্রাপ্তি না হয়। প্রকৃতি হইতে সদৃশতমত্ব নিবৃত্তি হইলে একারান্ত আদেশের এচ্ বর্ণ সমূহে যে সদৃশতম প্রকৃতি সে স্থলেই ষষ্ঠীর প্রাপ্তি হইবে; সুতরাং স্থানের নির্দ্দেশ ব্যতীত ও কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

আদেশ প্রযুক্ত ও সদৃশতমের নিবৃত্তি হইলে কোনও দোষ হইবে না।

কেন?

সে স্থলে বকারান্তের গ্রহণ করা হইবে না, কেবল যি 'প্রত্যয়ে' এই-রূপ সূত্র করা হইবে—সুতরাং কার্য্যও সিদ্ধি হইবে।

যদি বকারান্তের গ্রহণ না করা হয়, তবে "চেয়ম্" (চি+যৎ) জেয়ম্ (জি+যৎ) ইত্যাদি স্থানেওত প্রাপ্তি হইবে।

ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে এই সূত্র নিয়ম করিবার জন্য করা হইবে।

সুতরাং ক্ষি এবং জি ধাতুর যে এচ্ তাহারই আদেশ হইবে—

এতদুভয়ের তবে শক্যার্থ ভিন্ন অন্যার্থ ও প্রাপ্তি হইবে। যেমন ক্ষেয়ম্ (ক্ষি+যৎ) পাপম্ অর্থাৎ পাপ ক্ষয়ের যোগ্য। জেয়ো (জি—যৎ) বৃষলঃ অর্থাৎ শূদ্র জয়ের যোগ্য। উভয় স্থলেই এই জানা যাইবে—ক্ষি এবং জি ধাতুর যে এচ্ তাহারাও প্রাপ্তি হইবে এবং তাহা শক্যার্থই হইবে।

লবাম্, পব্যম্ অবশ্য লাব্যম্, অবশ্য পাব্যম্—এই স্থলেও তবে নিয়ম করা হেতু প্রাপ্তি হইবে না।

তুল্য জাতিরই নিয়ম করা হইয়া থাকে।

কি সেই তুল্য জাতীয়?

যে জাতীয় ক্ষি এবং জি ধাতুর এচ্ হইয়া থাকে।

কোন জাতীয় ক্ষি এবং জি ধাতুর এচ্ হয়?

(কণ্ঠ তালব্য) একার।

এইরূপ হইলেও রায়ম্ ইচ্ছতি অর্থাৎ ধনকে ইচ্ছা করে এই অর্থে "রৈয়তি" এই স্থলেও প্রাপ্তি হইবে?

এই স্থলে কোন দোষ হইবে না, যেহেতু রৈয়তি প্রয়োগটী 'ছান্দস' অর্থাৎ 'বৈদিক', লৌকিকে ইহার প্রয়োগ নাই, সুতরাং বেদেতে যেরূপ প্রয়োগ দেখাযায় তদনুসারে বৈয়াকরণগণ ক্যচ্ প্রত্যয়ান্ত রৈ ধাতুর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

উত্নপধায়া গোহঃ, এই সূত্রে আদেশ হেতু সদৃশতমত্ব প্রাপ্তি হইলে উপধার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিন্তু পুনঃ প্রকৃতি হেতু সদৃশতমত্ব প্রাপ্তি হইলে উকারের তুল্য গোহ শব্দের মধ্যে যেইটী সদৃশতম প্রকৃতি সেইটীর ই ষষ্ঠী বিভক্তি এবং তাহাতেই আদেশ হইবে। আর যেইটীর মধ্যে ষষ্ঠী তাহাতে আদেশ হইবে ; সুতরাং উপধার গ্রহণ ব্যতীত ও কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

আদেশ প্রযুক্ত সদৃশ তমত্বের নিবৃত্তি হইলেও কোন দোষ হইবে না, কারণ এই স্থলে ইহা ন্যাস অর্থাৎ বিন্যাস করা হইবে———

রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ পূর্ব্বস্য চ দঃ। ৮।২।৪২। র এবং দ এর পরস্থিত নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত ক্তবতু প্রত্যয়ের তকার স্থানে ন হয় এবং পূর্ব্বস্থিত ধাতুর দকারের ও 'ন' হয়।) এইসূত্রে আদেশ হেতু সদৃশতমত্বের নিবৃত্তি হইলে তকারের গ্রহণকরা কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রকৃতির সদৃশতমত্ব নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা সংজ্ঞার মধ্যে নকারের যে সদৃশতম প্রকৃতি তাহাতে ষষ্ঠী হইবে আর যাহাতে ষষ্ঠী হইবে তাহাতেই আদেশ ও হইবে সুতরাং তকারের গ্রহণ ব্যতীত ও তকারের স্থানে ঐ নত্ব প্রাপ্তি হইবে।

আদেশ হেতু সদৃশতমের নিবৃত্তি হইলেও কোন দোষ হইবে না; কারণ ইহা নিন্যাস করা হইবে।

এক্ষণে পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে উল্লিখিত নির্ব্বর্ত্তক টী কি, যেইটী সদৃশতম, এইসূত্র দ্বারা কি তাহারই প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অথবা যাহা প্রতিপাদক তাহা অন্য দ্বারা নিবৃত্তি হইতে ছিল বলিয়া ইহা দ্বারা প্রাপ্তি হইল?

এতদুভয়ে বিশেষ কি অর্থাৎ প্রভেদ কি ?

বার্ত্তিকমূলম্।—স্থানেঽন্তরতমনির্ব্বর্ত্তকে সর্ব্বস্থানি নিবৃত্তিঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্থানে অন্তরতমের প্রাপ্তি হইলে সকল স্থানির নিবৃত্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—স্থানেঽন্তরতমনির্ব্বর্ত্তকে সর্ব্বস্থানিনাং নির্ব্বৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অস্যাপি প্রাপ্নোতি। দধি। মধু। অস্তু। ন কশ্চিদন্য আদেশঃ প্রতিনির্দিশ্যতে তত্রান্তর্গতো দধি শব্দস্য দধিশব্দ এবং মধু শব্দস্য মধুশব্দ এবআদেশো ভবিষ্যতি। যদি চৈবং কচিদ্ বৈরূপ্যং তত্র দোষঃ স্যাৎ। বিসং মুসলমিতি। ইণ্-কোরাদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং প্রাপ্নোতি। অপি চ ইষ্টা ব্যবস্থান প্রকল্পেত। তদ্ যথা। তপ্তে ভ্রাষ্ট্রে তিলাঃ প্রক্ষিপ্তা মুহূর্ত্তমপি নাবতিষ্ঠন্তে এবমিমে বর্ণা মুহূর্ত্তমপি নাবতিষ্ঠেরন্। অস্তু তর্হি প্রতিপাদকম্। "অনেন নির্ব্ব-

স্থানামনেন প্রতিপত্তিঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সদৃশতমের স্থানে আদেশ প্রাপ্তি হইলে যাবতীয় স্থানির প্রাপ্তি নিবারণ হইবে, সুতরাং দধি, মধু ইহার ও ইকার এবং উকারের নিমিত্ত হইবে বা উভয় শব্দেরই নিবৃত্তি হইবে।

হউক! এই স্থলে ত অন্য কোন আদেশ করা হয় নাই সুতরাং সেই স্থলে সদৃশতম দধি শব্দই এবং মধু শব্দই আদেশ হইবে। সুতরাং এই স্থলে কোনও দোষ হইল না।

যদি কোথাও বৈরূপ্য হয় সেই স্থলে ত দোষ হইবে, যেমন বিসং, মুসলং এই সকল স্থলে সকারদ্বয় ইকার এবং উকারের পরে থাকাতে ইণ্‌কোঃ, আদেশপ্রত্যয়য়োঃ (ইণ্‌ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ এবং কবর্গের পরাস্থিত, পদান্ত ভিন্ন আদেশ এবং প্রত্যয়ের অবয়ব ভূত যে সকার, তাহার স্থানে মূর্দ্ধন্য আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে, ষত্ব প্রাপ্তি হইবে অথচ অভিপ্রেত ব্যবস্থা সিদ্ধি হইবে না, যেমন ভ্রাষ্ট্রে (ভাজনা খোলায়) তিল নিক্ষেপ করিলে এক মুহূর্ত্তও তাহাতে থাকেনা, সেইরূপ এইস্থলেও বর্ণ সমূহ এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করিতে পারিবে না অর্থাৎ যেমন তিল সমূহ অগ্নির তাপে ভর্জ্জিত হইয়া (চড়বড়াইয়া) খোলার বাহির হইয়া পড়ে মুহূর্ত্তও খোলায় থাকিতে পারে না, সেইরূপ এস্থলেও আদেশ্য সূত্রের অবস্থান হেতু, বর্ণ সমূহও আদিষ্ট না হইয়া মুহূর্ত্তকালও থাকিতে পারে না।

আচ্ছা তবে প্রতিপাদকেই হউক, অন্য সূত্রানুসারে নিবৃত্ত প্রযোগ সমূহ, এই সূত্রানুসারে সমাধান হইবে।

বার্ত্তিক মূলম্।—নির্ব্বৃত্তপ্রতিপত্তৌ নির্ব্বৃত্তিঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—নির্ব্বৃত্তির প্রতি পাদন করিতে হইলে, নিবৃত্তি সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—নির্ব্বৃত্তপ্রতিপত্তৌ নির্ব্বৃত্তির্ন সিধ্যতি। সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রপ্রবৃত্তি। কিং তর্হ্যাচাতে নির্ব্বৃত্তির্ন সিদ্ধ্যতীতি। ন সাধ্যযো নির্ব্বৃত্তিঃ সিদ্ধা ভবতি। ন ক্রমো নির্ব্বৃত্তির্ন সিধ্যতীতি। কিং তর্হি। ইষ্টা ব্যবস্থা ন প্রকল্পেত। ন সর্ব্বে সর্ব্বত্রেবাস্থে। ইদমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানু। নিবৃত্ত বিষয়ের প্রতিপত্তি করিতে গেলে অর্থাৎ লক্ষণান্তর দ্বারা সিদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদন করিতে গেলে সাধ্য বিষয়ই সিদ্ধি হইবে না; সর্ব্বত্রই সকল আদেশ প্রাপ্ত হইবে।

তবে কি এইরূপ বলা হইবে যে নির্ব্বৃত্তি সিদ্ধি হইবে না। নিবৃত্তি সিদ্ধি কখনও সাধুতর নহে; আমরা কখনও এইরূপ বলি না যে নির্ব্বৃত্তি সিদ্ধি হইবে না।

তবে কি?

ইষ্ট ব্যবস্থা প্রকল্পিত হইবে না অর্থাৎ অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, সর্ব্বত্র সকল আদেশ কখনও অভিপ্রেত নহে।

তাহা হইলে সম্প্রতি ইহা কিজন্য করা হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—অনর্থকং চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।— ইহা অনর্থকও প্রয়োগ করা হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যো হি ভুক্তবন্তং ব্রূয়াদ্ মা ভুক্থা ইতি কিং তেন কৃতং স্যাৎ। উক্তং বা। কিমুক্তম্। সিদ্ধং তু ষষ্ঠ্যধিকারে বচনাদিতি। ষষ্ঠ্যধিকারে ইয়ং যোগঃ কর্ত্তব্যঃ। স্থানেঽন্তরতমঃ ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা অনর্থক হইবে। যেমন ভোজনকার্য্যনিষ্পন্ন ব্যক্তিকে কেহ বলিল যে, "তুমি খাইও না" এইরূপ বলাতে কি ফল হইল?

অথবা এইস্থলেও উক্তই হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

কি উক্ত হইয়াছে?

ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে এই সূত্র করাতে কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে— ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে এই সূত্র করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে স্থানেঽন্তরতম এই সূত্র ও ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে নির্দ্দেশ করাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রত্যাত্মবচনং চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আত্ম বচনের প্রতি আদেশ হয় এইরূপও বলা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যাত্মমিতি বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। যো যস্যান্তরতমঃ স তস্য স্থানে যথা স্যাৎ। অন্যস্যান্তরতমো ঽন্যস্য স্থানে মাভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আত্ম বচনের প্রতি অর্থাৎ ঠিক্ যেই কার্য্য স্থলে আদেশ হয় তাহারই আদেশ হইবে এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

তাহার প্রয়োজন কি?

যে যাহার সদৃশতম সে তাহার স্থানেই যাহাতে প্রাপ্তি হয়, অন্য বর্ণের সদৃশতম আদেশ যাহাতে অন্যের স্থানে না হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রত্যাত্মবচনমশিষ্যং স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্বভাবসিদ্ধত্ব হেতু প্রত্যাত্ম আদেশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যাত্মবচনমশিষ্যম্। কিং কারণম্। স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ। স্বভাবত এতৎ সিদ্ধম্। তদ্ যথা। সমাজেষু সমাশেষু সমবায়েষু চাস্যতামিত্যুক্তে ন চোচ্যতে প্রত্যাত্মমিতি প্রত্যাত্মং চাসতে।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রত্যাত্মবচন উপদেশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তাহার কারণ কি?

স্বভাব সিদ্ধিত্ব হেতু—স্বভাবতঃই ইহা সিদ্ধি হইবে; যেমন সমাজ সকলে (কোনও উৎসববিশেষে একত্র মিলনকে সমাজ বলে) সমাস সকলে (একত্র ভোজন কারী লোকসমূহকে সমাশ বলে) এবং সমবায় সমূহ (কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে একত্র মিলনকে সমবায় বলে), উপবেশন করুন এই কথা বলিলে কখনও বলা হয় না যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট উপবেশন করুন। *

বার্ত্তিকমূলম্।—অন্তরতমবচনঞ্চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সদৃশতমবচন করিবার ও প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—অন্তরতমবচনং চাশিষ্যম্ যোগশ্চাপ্যয়মশিষ্যঃ। কুতঃ। স্বভাবসিদ্ধত্বাদেব। তদ্যথা। সমাজেষু সমাশেষু সমবায়েষু চাস্যতামিত্যুক্তে নৈব কৃশাঃ কৃশৈঃ সহাসতে ন পাণ্ডবঃ পাণ্ডুভিঃ। যেষামেব কিংচিদর্থকৃত-মান্তর্য্যং তৈরেব সহাসতে। তথা গাবো দিবসং চরিতবত্যো যো যস্যাঃ প্রসবো ভবতি তেন সহ শেরতে। তথা যান্যেতানি গোযুক্তকানি সংঘুষ্ট-কানি ভবন্তি তান্যন্যোন্যমপশ্যন্তি শব্দং কুর্ব্বন্তি। এবং তাবচ্চেতনাবৎসু। অচেতনেষ্বপি। তদ্যথা। লোষ্টঃ ক্ষিপ্তো বাহুবেগং গত্বা নৈব তির্যগ্ গচ্ছতি নোর্দ্ধ্বমারোহতি পৃথিবীবিকারঃ পৃথিবীমেব গচ্ছত্যান্তর্যতঃ। তথা যা এতা আন্তরীক্ষ্যঃ সূক্ষ্মা আপস্তাসাং বিকারো ধূমঃ স ধূম আকাশে নিবাতে নৈব তির্যগ্ গচ্ছতি নাবাগবরোহতি অব্বিকারোঽপ এব গচ্ছত্যান্তর্যতঃ। তথা জ্যোতিষো বিকারোঽর্চ্চিরাকাশদেশে নিবাতে সুপ্রজ্বলিতং নৈব তির্যগ্ গচ্ছতি নাবাগবরোহতি। জ্যোতিষো বিকারো জ্যোতিরেব গচ্ছত্যান্তর্যতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সদৃশতম বচন ও উপদেশনীয় নহে; এই সূত্রও উপদেশের অযোগ্য।

কেন?

স্বভাসিদ্ধত্ব হেতুই, যেমন সমাজ সমূহে, সমাসসমূহে এবং সমবায় সমূহে

উপবেশন করুন্ এই কথা বলিলে কখনও কৃশ ব্যক্তি কৃশ ব্যক্তির সহিত, পাণ্ডু বর্ণের লোক পাণ্ডু বর্ণের লোকের সহিত উপবেশন করেন না কিন্তু যাহাদের সহিত কিছু মাত্র অর্থ প্রযুক্ত সাদৃশ্য থাকে তাহাদের সহিতই উপবেশন করিয়া থাকে অর্থাৎ এক সভাতে ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক উপস্থিত থাকিলে ভবিষ্যতে উঠিয়া যাইতে না হয়. এজন্য ধনী ধনীলোকের নিকট, বিদ্বান্ বিদ্বানের নিকট এই প্রথাক্রমে স্ব স্ব শ্রেণীভুক্ত হইয়া উপবেশন করিয়া থাকে ।

সেইরূপ মাঠে দিবাভাগে বিচরণ কারী গাভী সমূহ, স্ব স্ব প্রসূত বৎসের সহিত শয়ন করে ।

সেইরূপ যেসকল গাভীর সহিত সংযুক্ত বৎস সমূহ, গোষ্ঠে অবস্থান করিতেছে, তাহারা একে অন্যকে দর্শন করিয়া শব্দ করিয়া থাকে। এইরূপ চেতনা বিশিষ্ট জন্তু মাত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

অচেতন বস্তু সমূহেও এই প্রকার দৃষ্ট হয়—যেমন কোন লোষ্ট (ঢিল) উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে বাহুবেগে গমন করিয়া কোনও দিকে বাঁকিয়া চলিয়া যায় না অথবা উর্দ্ধে শূন্যদেশে অবস্থান করেনা পৃথিবীর বিকার লোষ্ট পৃথিবীর সদৃশ বলিয়া পুনঃ পৃথিবীতে আগমন করে, সেইরূপ এই যে আকাশস্থিত সূক্ষ্ম জল সমূহের বিকার ধূম, সেই ধূম বাতাসের সাহায্য ব্যতীতও ইতস্ততঃ গমন করে; কিন্তু নীচে অবরোহন করেনা সাদৃশ্য প্রযুক্ত জলের বিকার জলেতেই গমন করে। (১)

সেইরূপ আবার জ্যোতির বিকার রশ্মি সমূহ আকাশে বায়ুশূন্য স্থানে অতিশয় প্রজ্জলিত হইয়া থাকে, কখনও বক্র গমন করে না বা নীচে অবরোহণ করে না, সাদৃশ্য প্রযুক্ত জ্যোতির বিকারজ্যোতিতেই গমন করে। সেইরূপ স্থানেঽন্তরতম সূত্র না করিলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই সদৃশতম আদেশ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম ।—ব্যঞ্জনস্বরব্যতিক্রমে চ তৎকালপ্রসঙ্গঃ * ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ব্যঞ্জন এবং স্বরের ব্যতিক্রম স্থলে তাহার কালের প্রসঙ্গ হইয়া থাকে ।

---

(১) শাস্ত্রকারগণের মতে জলের মূল উপাদান মেঘ, এবং তাহা উর্দ্ধে অবস্থান করে বলিয়া জলের স্থান উর্দ্ধে বলা হইয়াছে। তবে অধঃস্থিত সমুদ্রাদির জলে অনেক পার্থিব পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহা নীচে আছে।

ভাষ্যমূলম্।—ব্যঞ্জনব্যতিক্রমে স্বরব্যতিক্রমে চ তৎকালতা প্রাপ্নোতি। ব্যঞ্জনব্যতিক্রমে। ইষ্টম্। উপ্তম্। আন্তর্যতোঽর্দ্ধমাত্রিকস্য ব্যঞ্জনস্যার্দ্ধমাত্রিক ইক্ প্রাপ্নোতি। নৈব লোকে নৈব বেদে অর্দ্ধমাত্রিক ইগস্তি। কস্তর্হি। মাত্রিকঃ। যোঽস্তি স ভবিষ্যতি। স্বরব্যতিক্রমে। দধ্যত্র মধ্বত্র কুমার্য্যর্থং ব্রহ্মবন্ধ্বর্থম্। আন্তর্যতো মাত্রিকস্য দ্বিমাত্রিকস্যৈকো মাত্রিকো দ্বিমাত্রিযণ্ প্রাপ্নোতি। নৈব লোকে নৈব বেদে মাত্রিকো দ্বিমাত্রিকো বা যণস্তি। কস্তর্হি। অর্দ্ধমাত্রিকঃ। যোঽস্তি সভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যতিক্রমে তৎকালতা প্রাপ্ত হইবে। ব্যঞ্জন ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যথা ইষ্টম্ (যজ+ক্ত) উপ্তম্ (বপ্+ক্ত) এই সকল স্থলে সাদৃশ্য প্রযুক্ত অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট ব্যঞ্জনের স্থলে অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট ইক্ প্রাপ্তি হইবে। না লোক সমাজে, না বেদে, অর্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট ইক্ আছে।

তবে কি হইবে?

মাত্রিক অর্থাৎ এক মাত্রা বিশিষ্ট।

যাহা আছে তাহাই হইবে।

স্বরের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যথা;—দধ্যত্র, মধ্বত্র, কুমার্য্যর্থং, ব্রহ্মবন্ধ্বর্থং এই সকল স্থলে (দধি শব্দের ই কারের এক মাত্রা, এবং অত্র শব্দের অকারের এক মাত্রা কুমারী শব্দের ঈকারের দুই মাত্রা এবং অর্থ শব্দের অকারের একমাত্রা একত্র মিলিত হইয়া) সাদৃশ্য প্রযুক্ত এক মাত্রা ও দুই মাত্রা বিশিষ্ট যণ্ প্রাপ্তি হইবে। না লোকে না বেদে, এক মাত্রা, অথবা দুই মাত্রা বিশিষ্ট যণ্ আছে।

তবে কি আছে?

অর্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট যণ্ আছে; যাহা ব্যবহারে আছে তাহাই হইবে।

বার্ত্তিক মূলম্।—অক্ষু চানেকবর্ণাদেশেষু *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অচের মধ্যে, অনেক বর্ণ আদেশ হইলে তৎকালত প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অক্ষু চানেকবর্ণাদেশেষু তৎকালতা প্রাপ্নোতি। ইদম ইশ্ আন্তর্যতো অর্দ্ধতৃতীয় মাত্রেকস্যেদমঃ স্থানে ইর্দ্ধ তৃতীয়মাত্রমিবর্ণং প্রাপ্নোতি নৈষ দোষঃ। ভাব্যমানেন সবর্ণানাং গ্রহণং নেত্যেব্যং ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অচ্ অর্থাৎ স্বর বর্ণের যে স্থলে অনেক বর্ণ আদেশ

হয় তাহাতে তৎকালতা প্রাপ্তি হইবে, যেমন "ইদম ইশ্" ৫।৩।৩ (ইদম্ শব্দের স্থানে ইশ্ আদেশ হয় প্রাগ্‌দিশীয় প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে সাদৃশ্য হেতু অর্দ্ধ তৃতীয় মাত্রা বিশিষ্ট অর্থাৎ আড়াই মাত্রা বিশিষ্ট ইদম্ শব্দস্থানে "ই" বর্ণ প্রাপ্তি হইবে।

এ স্থলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ ভাব্যমানের সহিত অর্থাৎ বিধীয়মান আদেশের সহিত, সবর্ণের গ্রহণ হয় না, সুতরাং এই নিয়মানুসারে এই স্থলেও ইকার স্থানে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতির গ্রহণ হইবে না। যেহেতু এস্থলে বিধীয়মান হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—গুণবৃদ্ধ্যোজ্‌ভাবেষু চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গুণ, বৃদ্ধি এবং এচ্ ভাবেতে ও তৎকালতা প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—গুণবৃদ্ধ্যোরেজ্ ভাবেষু চ তৎকালতা প্রাপ্নোতি। খট্বা ইন্দ্রঃ খট্বেন্দ্রঃ। খট্বা উদকম্। খট্বোদকম্; খট্বা ঈষা খট্বেষা খট্বা ঊঢা খট্বোঢা। খট্বা এলকা খট্বৈলকা। খট্বা ওদনং খট্বৌদনং খট্বা ঐতিকায়নঃ খট্বৈতিকায়নঃ। খট্বা ঔপগবঃ খট্বৌপগব ইতি। আন্তর্যতস্ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিণাং ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রা আদেশাঃ প্রাপ্নুবন্তি। নৈষ দোষঃ। তপরে গুণবৃদ্ধী ননু তঃ পরো যস্মাৎ সোঽয়ং তপর ইতি। যদি তাদপি পরস্তপরঃ। ঋদোরবিতি ইহৈব স্যাৎ যবঃ স্তবঃ। লবঃ পব ইত্যত্র ন স্যাৎ। নৈষ তকারঃ। কস্তর্হি দকারঃ। কিং দকারে প্রয়োজনম্। অথ কিং তকারে। যদ্যসন্দেহার্থস্তকারঃ। দকারোঽপি। অথ মুখসুখার্থস্তকারঃ দকারোঽপি। এজ্ ভাবে। কুর্বাতে কুর্বাথে। আন্তর্যতোঽর্দ্ধতৃতীয়মাত্রস্য টিসংজ্ঞকস্যার্দ্ধতৃতীয়মাত্র এচ্ প্রাপ্নোতি নৈব লোকে নচ বেদে অর্দ্ধতৃতীয়মাত্র এজস্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—গুণ এবং বৃদ্ধির এচ্ ভাবেতে তৎকালতা প্রাপ্তি হইবে। যথা—খট্বা + ইন্দ্র = খট্বেন্দ্র, খট্বা + উদকম্ = খট্বোদকম্, খট্বা + ঈশা = খট্বেশা খট্বা + ঊঢ়া = খট্বোঢ়া, (এ সকল গুণের দৃষ্টান্ত দর্শান হইলে) খট্বা + এলকা খট্বৈলকা, খট্বা + ওদন = খট্বৌদন; খট্বা + ঐতিকায়ন = খট্বৈতিকায়ন, খট্বা + ঔপগবঃ = খট্বৌপগবঃ (বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দেখান হইল) এই সকল স্থলে (খট্বা শব্দের আকারের দুই মাত্রা এবং ইন্দ্র শব্দের ইকারের একমাত্রা বা ঔপগব শব্দের ঔকারের দুই মাত্রা মিলিত হইয়া ৩ মাত্রা ও ৪ মাত্রা

হইয়াছে) ৩ মাত্রা এবং ৪ মাত্রা স্থানে সাদৃশ্য প্রযুক্ত ৩ মাত্রা এবং ৪ মাত্রা আদেশ প্রাপ্তি হইবে। এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না, কারণ গুণ এবং বৃদ্ধি "ত"পর বিশিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ "অদেঙ্ গুণঃ" এই গুণ বিধায়ক সূত্র এবং বৃদ্ধিরাদৈচ্ এই বৃদ্ধি বিষয়ক সূত্র "ত"পর বিশিষ্ট হইয়াছে।

যদি বল যে (তপরস্তৎকালস্য সূত্রে) ত আছে পরে যাহার তাহাকেই তপর বলা হইয়া থাকে।

তাহা বলা হয় না; কারণ তকারের পরে আছে যে তাহাকেও তপর বলা হয় (সুতরাং গুণ এবং বৃদ্ধি হইতে হইলে, দুই মাত্রার অতিরিক্ত কোন ও বর্ণ হইতে পারিবে না)।

যদি তকারের পরে যে তাহাকেও তপর বলা হয়, তাহা হইলে ঋদো-রপ্" এই সূত্রানুসারে যবঃ স্তবঃ এই সকল স্থলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কিন্তু লবঃ পবঃ (লূ এবং পূ ধাতুর উত্তর, অপ্ প্রত্যয় করিলে) এ স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

এই স্থলে (ঋদোরপ্ সূত্রে) তকার নহে।

তবে কি?

দ কার।

দকারের প্রয়োজন কি?

তকারেই প্রয়োজন কি? অর্থাৎ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তোমার পক্ষে তকারেরই বা প্রয়োজন কি?

যদি সন্দেহ নষ্টের জন্য হইয়া থাকে তাহা হইলে দকার ও তাহাই, আর যদি মুখের সুখের জন্য "ত"কার হইয়া থাকে তবে "দ'কার ও তাহাই।

এচ্ ভাবের উদাহরণ যথা—কুর্ব্বাতে, কুর্ব্বাথে (কৃ ধাতু আতাম্ এবং আথাম্ প্রত্যয় করাতে আকার স্থানে একার "এচ্" আদেশ হওয়াতে) আড়াই মাত্রা বিশিষ্ট টি সংজ্ঞা স্থলে আড়াই মাত্রা বিশিষ্ট এচ্ প্রাপ্তি হই-য়াছে অর্থাৎ আতাম্ প্রত্যয়ের আকারের দুই দুই মাত্রা এবং ব্যঞ্জনের অর্দ্ধ মাত্রা একত্রিত হইয়া আড়াই মাত্রা হইয়াছে, তাহার স্থানে আড়াই মাত্রা বিশিষ্ট এচ্ প্রাপ্তি হইবে। এইস্থানে কোনও দোষ হইবে না, কারণ লোক সমাজে, বা বেদে, আড়াই মাত্রা বিশিষ্ট এচ্ নাই।

বার্ত্তিকমূলম্। —ঋবর্ণস্য গুণবৃদ্ধিপ্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রসঙ্গোঽবিশেষাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঋবর্ণের গুণ এবং বৃদ্ধি প্রসঙ্গে, গুণ এবং বৃদ্ধিসংজ্ঞক সকল আদেশ প্রাপ্তি হইবে যেহেতু কোনও প্রভেদ নাই।

ভাষ্যমূলম্।—ঋবর্ণস্য গুণবৃদ্ধিপ্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রসঙ্গঃ। সর্ব্বগুণবৃদ্ধিপ্রসঙ্গঃ। সর্ব্বেগুণবৃদ্ধিসংজ্ঞকা ঋবর্ণস্থানে প্রাপ্নুবন্তি। কিং কারণম্। অবিশেষাৎ। নহি কশ্চিদ্ বিশেষ উপাদীয়তে এবং জাতীয়কো গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞক ঋবর্ণস্য স্থানে ভবতীতি। অনুপাদীয়মানে বিশেষে সর্ব্ব প্রসঙ্গঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ঋ বর্ণের গুণ এবং বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সর্ব্ব প্রসঙ্গ। সকলরকমের গুণ বৃদ্ধি প্রসঙ্গ—গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞক সমস্ত আদেশ ঋবর্ণ স্থানে প্রাপ্তি হইবে।

কারণ কি ?

অবিশেষত্ব হেতু, কারণ কোনও বিশেষ আদেশ উপাদান করা হয় নাই যে ঋবর্ণের স্থানে এই জাতীয় গুণ এবং এই জাতীয় বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে। যখন উপদান অথাৎ বিধান করা হয় নাই তখন অবিশেষ আদেশে সকল আদেশই, প্রসঙ্গ বশতঃ প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বা ঋবর্ণস্য স্থানে রপরপ্রসঙ্গাদবর্ণস্যান্তর্য্যাম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা এই স্থলে ঋবর্ণের স্থানে রপর প্রসঙ্গ হেতু অবর্ণের সদৃশতম বর্ণই হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। ঋবর্ণস্য স্থানে রপরপ্রসঙ্গাৎ। উঃ স্থানে অণ্ প্রসজ্যমান এব রপরো ভবতীত্যুচ্যতে তত্র ঋবর্ণস্যান্তর্যতোরেফবতো রেফবানকার এবান্তরতমো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এইস্থলে কোনও দোষ হইবে না।

তাহার কারণ কি ?

ঋবর্ণ স্থানে রপর প্রসঙ্গ হেতু ঋ ইহার স্থানে অণ্ প্রসঙ্গ হইলে, সেই অণ্ রপর বিশিষ্টই হয়, এই কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং সেই স্থলে, ঋবর্ণ স্থানে সদৃশতমত্ব হেতু, রেফ বিশিষ্ট স্থানে সদৃশতম রেফ বিশিষ্ট অকারই হইবে অর্থাৎ গুণ সংজ্ঞক এ এবং ও সদৃশতম নহে বলিয়া, ঋ স্থানে গুণ আদেশ হইতে রপর বিশিষ্ট অ (অর্,) ইহাই হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সর্ব্বাদেশপ্রসঙ্গস্ত্বনেকাল্ত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অনেক "অল্ত্ব" প্রযুক্ত ঋবর্ণ স্থানে সর্ব্ব আদেশ প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সর্ব্বাদেশস্তু গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞক ঋবর্ণস্ত প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্। অনেকাল্ত্বাৎ। অনেকাল্ শিৎসর্ব্বস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—গুণ বৃদ্ধি প্রসঙ্গক সমস্ত আদেশই ঋবর্ণ স্থানে প্রাপ্তি হইবে।

ইহার কারণ কি?

অনেক বর্ণ হেতু "অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য" এই সূত্রানুসারে অনেক বর্ণ আদেশ হইলে পূর্ব্ব সমস্ত বর্ণ স্থানে আদেশ হয় বলিয়া এস্থানে ও ঋ-বর্ণ স্থানে বহু বর্ণ বিশিষ্ট অর্ আদেশ হইবে, সুতরাং সর্ব্ব আদেশ প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।— নবা অনেকাল্ত্বস্য তদাশ্রয়ত্বাদবর্ণাদেশস্যাবিঘাতঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা অনেক বর্ণের আশ্রয়ের অনেকত্ব অভাব হেতু, অবর্ণ আদেশের ব্যাঘাত হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। অনেকাল্ত্বস্য তদাশ্রয়ত্বাৎ। যদাঽয়মৃঃ স্থানে হণ্ তদায়মনেকাল্। অনেকাল্ত্বস্য তদাশ্রয়ত্বাদবর্ণাদেশস্য বিঘাতো ন ভবিষ্যতি। অথ বা অনান্তর্য্যমেবৈতয়োরান্তর্য্যম্। একস্যাপ্যন্তরতমা প্রকৃতির্নাস্ত্যপরস্যান্তরতম আদেশো নাস্তি। এতদেবৈতয়োরান্তর্য্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এস্থলে কোনও দোষ হইবে না।

তাহার কারণ কি?

আদিষ্ট যে অনেক বর্ণ তাহার ও তদাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ ঋবর্ণ আশ্রয়ত্ব হেতু যখনই এই ঋ স্থানে অণ্ আদেশ হইবে তখনই ইহা অনেক বর্ণ হইবে।

সেই অনেক বর্ণের ও অদাশ্রয়ত্ব (ঋবর্ণ আশ্রয়ত্ব) হেতু, ঋবর্ণ আদেশের ব্যাঘাত হইবে না অর্থাৎ কৃধাতুর স্থানে তৃন্ প্রত্যয় করিয়া "কর্ত্তা" এই রূপ প্রয়োগ সিদ্ধি করিতে হইলে যদিও গুণ সংজ্ঞক অর্ আদেশ এক বর্ণের অধিক বলিয়া "অনেকাল্শিৎ সর্ব্বস্য" সূত্রানুসারে কেবল ঋবর্ণ স্থানে অর্ আদেশ না হইয়া, যাবতীয় কৃধাতুর স্থানে অর্ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছিল তথাপি ঋবর্ণের, স্থানত্ব হেতু পূর্ব্বানুসারেই রপরত্ব সিদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া পূর্ব্ব প্রাপ্ত অলোঽন্ত্যস্য সূত্রানুসারে অন্তবর্ণের (কৃধাতুর ঋকারের) গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্তির বাধা হইবে না।

অথবা অসাদৃশ্যই ইহার সাদৃশ্য জানিতে হইবে। একটির (আদেশের)

সদৃশতম প্রকৃতি নাই, অন্যটির (প্রকৃতির) সদৃশতম আদেশ নাই; সুতরাং ইহাই ইহাদের সাদৃশ্য অর্থাৎ আদিষ্ট অকারও একাকী ঋও একাকী, সুতরাং একাকীত্ব স্বভাবে দুইই তুল্য, এতএব সদৃশতম বলিয়া ঋবর্ণ স্থানে রপর বিশিষ্ট গুণ সংজ্ঞক অ, ই আদেশ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সংপ্রয়োগো বা নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা বিনষ্ট অশ্ব এবং দগ্ধরথের ন্যায় সংপ্রয়োগ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎসহ সংপ্রয়োগো ভবতি। তদ্ যথা। তবাশ্বোনষ্টোমমাপি রথো দগ্ধ উভৌ সংপ্রযুজ্যাবহা ইতি। এবমিহাপি তবাপ্যন্তরতমা প্রকৃতির্নাস্তি মমাপ্যন্তরতম আদেশো নাস্তি অস্ত নৌ সংপ্রয়োগ ইতি। বিষম উপন্যাসঃ। চেতনাবৎস্বর্থাৎ প্রকরণাদ্বা লোকে সংপ্রয়োগো ভবতি। বর্ণাশ্চ পুনরচেতনাঃ। অত্র কিং কৃতঃ সংপ্রয়োগঃ। যদ্যপি বর্ণা অচেতনাঃ। যস্ত্বসৌ প্রবুঙ্‌ক্তে স চেতনবান্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা মৃতঅশ্ব এবং দগ্ধরথের ন্যায় প্রয়োগ হইবে। যেমন,—তোমার অশ্ব মরিয়াছে আমারও রথ পুড়িয়াছে, সুতরাং এই দুই জনের রথ এবং ঘোড়া একত্র সংযোজিত করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকি সেই রূপ এইস্থলে ও তোমার (আদেশের) পক্ষেও সদৃশতম প্রকৃতি নাই, আমার (প্রকৃতির) পক্ষেও সদৃশতম আদেশ নাই সুতরাং আমাদের একত্র প্রয়োগ হউক অর্থাৎ ঋবর্ণের সদৃশ অর্ হউক। ইহা কথনও উপযুক্ত উদাহরণ হইল না। কারণ এইযে লৌকিক প্রয়োগ দেখান হইল, তাহা ঠিক্ লোকরীতি অনুযায়ী হয় নাই, লোক সমাজে দৃষ্ট হয় যে, অর্থ বশতই হউক বা প্রকরণ বশতই হইক, চেতনা বিশিষ্টেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু বর্ণসমূহ অচেতন সুতরাং সেই স্থলে কি করিয়া প্রয়োগ হইবে।

যদি ও বর্ণ সমূহ অচেতন বটে, কিন্তু যে ইহা প্রয়োগ করে সে তো চেতনা বিশিষ্ট।

বার্ত্তিকামূলম্।—এঙবর্ণেয়োরাদেশে হবর্ণং স্থানিনোঽবর্ণপ্রধানত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এচ্ এবং অবর্ণের আদেশে অবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, স্থানির অবর্ণ প্রধানত্ব হেতু।

ভাষ্যমূলম্। এঙ্বর্ণয়োরাদেশেঽবর্ণং প্রাপ্নোতি। খট্বৈলকা, মালৌপগবঃ। কিং কারণম্। স্থানিনোঽবর্ণপ্রধানত্বাৎ। স্থানী হ্যত্রাবর্ণ-

প্রধানঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এচ্ এবং অবর্ণের প্রাপ্তি হইবে। যথা খট্বা+এলকা=খট্বৈলকা, মালা+ঔপগবঃ=মালৌপগবঃ।

ইহার কারণ কি?

স্থানির অবর্ণপ্রধান হেতু, এই স্থলে স্থানিতে অর্থাৎ খট্বা, মালা প্রভৃতির আকারেতে অবর্ণই প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তূভয়ান্তর্য্যাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উভয়ের সাদৃশ্য প্রযুক্তই কার্য্য সিদ্ধি হইবেক।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। উভয়োর্যাঽন্তরতমস্তেন ভবিতব্যম্। ন চাবর্ণমুভয়োরন্তরতমম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে। কিরূপে? উভয়ের অর্থাৎ এচ্ এবং অবর্ণ এই দুইয়ের মধ্যে যে একটি সদৃশতম বর্ণ, তাহাই আদেশ হইবে বলিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কিন্তু অবর্ণ উভয়ের সদৃশতম নহে।

উরণ্ রপরঃ। ৫১।

উঃ।৬।অণ্।১। রপরঃ।১।

সূত্রানুবাদ।—ঋ স্থানে যে অণ্ আদেশ, তাহা রপর বিশিষ্ট হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

ভাষ্যমূলম্।—কিমিদমুরণ্ রপরবচনমন্যনিবৃত্ত্যর্থম্। উঃ স্থানে অণেব ভবতি রপরশ্চেতি। আহোস্বিদ্রপরত্বমাত্রমনেন বিধীয়তে। উঃ স্থানে অণ্ চ অনণ্ চ। অণ্ তু রপর ইতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এই যে "উরণ্ রপরঃ" সূত্র ইহা কি অন্য আদেশ নিবৃত্তির জন্য অথবা কেবল রপর মাত্র এই সূত্রের দ্বারা বিধান করা হইয়াছে, ঋস্থানে যাহা হইবে তাহা অণ্ও হইবে অণ্ ভিন্ন অন্য বর্ণও হইবে; কিন্তু যাহা অণ্ হইবে, কেবল তাহাই রপর বিশিষ্ট হইবে।

এস্থলে বিশেষ কি? অর্থাৎ এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রভেদ কি আছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—উরণ্রপরবচনমন্যনিবৃত্ত্যর্থমিতি চেদুদাত্তাদিষু দোষঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উরণ্ রপরঃসূত্র যদি অন্য আদেশ নিবৃত্তির জন্য হইয়া থাকে তবে উদাত্ত প্রভৃতিতে দোষ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—উরণ্ রপরবচনমন্যনিবৃত্ত্যর্থং চেত্তদাত্তাদিষু দোষা ভবন্তি কে পুনরুদাত্তাদয়ঃ। উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকাঃ। কৃতিঃ হৃতিঃ। কৃতং প্রকৃতং প্রহৃতং নৄঁঃপাহি। অস্ত তস্যাঃ স্থানে অণ্ চানণ্ চ অণ্ তু রপর ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উরণ্ রপরঃ সূত্র যদি অন্য কার্য্য নিবৃত্তির জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদাত্তাদি কার্য্যে দোষ হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই সকল উদাত্তাদি কি কি?

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এবং অনুনাসিক। যেমন, কৃতি, হৃতি, প্রভৃতি স্থলে "কৃঞ্" এবং "হৃঞ্" ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করাতে ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্।৬।১।১৯৭। এই সূত্রানুসারে, "ন" "ঞ" ইৎ বিশিষ্ট ক্তিন্ প্রত্যয়ের আদিতে উদাত্ত স্বর প্রাপ্তি হইয়াছিল কৃতং হৃতং (এই স্থলে ক্ত প্রত্যয় করাতে ক্তিন্ প্রত্যয়ের ন্যায় "ন" ইৎ না হওয়াতে অনুদাত্তস্বর হইয়াছে)। [illegible] হওয়াতে স্বরিত স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে)। নৄঁঃপাহি (এই স্থলে অনুনাসিক প্রাপ্তি হইয়াছে)। যদি এস্থলে ই অন্য সমস্তই নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলে কৃ, হৃ, নৄ, প্রভৃতির ঋকারে উদাত্ত প্রাপ্তি হইত না। আচ্ছা তবে ঋ স্থানে অণ্ এবং অণ্ ভিন্ন অন্য আদেশ প্রাপ্তি হইল, কিন্তু যাহা অণ্ প্রাপ্ত হইবে, তাহা রপর বিশিষ্ট হইবে এইরূপ বলা হউক।

বার্ত্তিকমূলম্।—য উঃ স্থানে অণ্ স রপর ইতি চেদ্গুণবৃদ্ধ্যোরবর্ণস্যাপ্রতিপত্তিঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঋ স্থানে যে অণ্ আদেশ, যদি তাহা রপর বিশিষ্টই হয়, তাহা হইলে গুণ, বৃদ্ধি এবং অবর্ণের প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—য উঃ স্থানে অণ্ স রপর ইতি চেদ্গুণবৃদ্ধ্যোরবর্ণস্যাপ্রতিপত্তিঃ। কর্ত্তা হর্ত্তা বার্ষগণ্যঃ। কিং হি সাধীয়ঃ। ঋবর্ণস্যাসবর্ণে যদবর্ণং স্যান্ন পুনরেচৈচৌ। পূর্ব্বস্মিন্নপি পক্ষে এষ দোষঃ। কিং হি সাধীয়ঃ। তত্রাপি ঋবর্ণস্যাসবর্ণে যদবর্ণং স্যান্ন পুনরিকারোকারৌ। অথ মতমেতৎ। উঃ স্থানে অণশ্চানণশ্চ প্রসঙ্গে অণেব ভবতি রপরশ্চেতি সিদ্ধা পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষেঽবর্ণস্য প্রতিপত্তিঃ। যত্তূক্তমুদাত্তাদিষু দোষ ইতি। স ইহ দোষো জায়তে। ন জায়তে। জায়তে স দোষঃ। কথম্। উদাত্ত ইত্যনেনাণোঽপি অনণোঽপি প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তে যদ্যপি অণোঽপি প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তে নতু প্রাপ্ন-

বস্তি। কিং কারণম্। স্থানেঽন্তরতমো ভবতীতি। কুতো নু খম্বেতৎ। দ্বয়োঃ পরিভাষয়োঃ সাবকাশয়োঃ সমবস্থিতয়োঃ স্থানেঽন্তরতম ইতি উরণ্ রপর ইতি চ স্থানেঽন্তরতম ইত্যনয়া পরিভাষয়া ব্যবস্থা ভবিষ্যতি ন পুনরুরণ্ রপর ইতি। অতঃ কিম্। অত এব দোষো জায়তে উদাত্তাদিষু দোষ ইতি যে চাপ্যেতে ঋবর্ণস্য স্থানে প্রতিপদমাদেশা উচ্যন্তে তেষু রপরত্বং ন প্রাপ্নোতি, ঋত ইদ্ধাতোরুদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ঋ স্থানে যে অণ্ যদি তাহা রপর হইয়া হয়, তবে গুণ, বৃদ্ধি, এবং অবর্ণের উপলব্ধি হইবে না, যথা কর্ত্তা, হর্ত্তা, বার্ষগণ্য (বৃষগণ+ যঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন)।

কোনটি সাধুতর ঋ বর্ণের অসবর্ণ যে অবর্ণ তাহাই হইবে, এঙ্ এবং ঐচ্ হইবে না।

এই দোষ তো পূর্ব্ব পক্ষেও হইবে। কোনটি বিশেষ শুদ্ধ, সেই স্থলেও ঋবর্ণের স্থানে ঋবর্ণের অসবর্ণ যে অবর্ণ তাহাই হইবে, কিন্তু পুনঃ ইকার এবং উকার হইবে না। অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে ইহা কি আপনার মত ?

ঋ স্থানে অণ্ এবং অণ্ ভিন্ন অন্যবর্ণ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে, অণ্ই হইবে এবং তাহা রপর বিশিষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং পূর্ব্ব পক্ষে অবর্ণের বোধ হইবে। তবে যে বলা হইয়াছে, যে উদাত্ত প্রভৃতিতে দোষ হইবে, সেই দোষ ত্রই পক্ষেও হইবে।

এই দোষ হইবে না।

অবশ্যই এই দোষ হইবে।

কিরূপে ?

যেস্থলে উদাত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অণের প্রতিও নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং অণ্ ভিন্ন বর্ণের প্রতি ও করা হইয়াছে।

যদিও অণের স্থানে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহা প্রাপ্তি হইবে না।

তাহার কারণ কি ?

"স্থানেঽন্তর তম" এই সূত্রানুসারে সদৃশতম আদেশই হইবে।

ইহাই বা কেন হইবে যে দুইটি পরিভাষা এক স্থলে প্রাপ্তির অবকাশ থাকিয়া উপস্থিত হইলে সেইস্থলে "স্থানেঽন্তরতম" পরিভাষারই উপস্থিত হইবে বলিয়া "উরণ্ রপরঃ এই সূত্রানুসারে রপর" হইতে ও সদৃশতম পরি-

ভাষানুসারেই ব্যবস্থা হইবে কিন্তু "উরণ্ রপরঃ" সূত্রানুসারে ব্যবস্থা হইবেনা? ইহাতে কি হইবে? অর্থাৎ "উরণ্ রপরঃ" প্রাপ্তি না হইলেই বা কি হইবে?

ইহাতেউদাত্ত প্রকৃতিতে দোষ হইবে ঋবর্ণের স্থানে যে সমস্ত প্রতিপদোক্ত আদেশ বলা হইয়াছে, সেই সকলে রপরত্ব প্রাপ্তি হইবে না, যথা "ঋত ইদ্ধাতোঃ" ৭।১ ১০০। (ঋকারান্ত ধাতুর অঙ্গের স্থানে "ই" হয়) "উদোষ্ঠ্যপুর্ব্বস্য ।৭।১।১০২। (অঙ্গের অবয়ব স্বরূপ ঔষ্ঠ্য বর্ণ পূর্ব্বে আছে যে ঋকারান্ত বর্ণের তাহার স্থানে "উ" হয়) অর্থাৎ ঋবর্ণ স্থানে যদি রপর বিশিষ্ট অণ্ আদেশ হয়, তাহা হইলে ঠিক্ প্রত্যেক পদের প্রতি যাহা পাঠ করা হইয়াছে যেমন, ইৎ, উৎ ইত্যাদি অদেশ, তাহা সিদ্ধি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তু প্রসঙ্গে রপরত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রসঙ্গে রপরত্ব বিধান হেতু কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। প্রসঙ্গে রপরত্বাৎ। উঃ স্থানে অণ্ প্রসজ্যমান এব রপরো ভবতি। কিং কর্ত্তব্যমেতৎ। নহি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। স্থান ইতি বর্ত্ততে। স্থানশব্দশ্চ প্রসঙ্গবাচী। যদ্যেবমাদেশোঽবিশেষিতো ভবতি। আদেশশ্চ বিশেষিতঃ। কথম্। দ্বিতীয়ং স্থানগ্রহণং প্রকৃতমনুবর্ত্ততে। তত্রৈবমভিসংবন্ধঃ করিষ্যতে। উঃ স্থানে অণ্ স্থান ইতি। উঃ প্রসঙ্গে অণ্ প্রসজ্যমান এব রপরো ভবতি। অথাণ্ গ্রহণং কিমর্থং ন উরপরো ভবতীত্যেবোচ্যেত। রপর ইতীয়ত্যুচ্যমানে ক ইদানীং রপরঃ স্যাৎ। যঃস্থানে ভবতি। কশ্চস্থানে ভবতি। আদেশঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

ঋবর্ণের প্রসঙ্গে রপরত্ব বিধান হইয়াছে বলিয়া ঋস্থানে অণের প্রসঙ্গ হইলে তাহা রপর হইয়াই হইবে।

ইহা কি বলিতে হইবে?

না।

অমুক্ত বিষয় কিরূপে উপলব্ধি হইবে?

পুর্ব্বসূত্রানুসারে "স্থানে" বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর সেই স্থান শব্দ প্রসঙ্গ অর্থবাচক জানিতে হইবে।

যদি এই রূপই হয় তাহা হইলে আদেশকে তো বিশেষিত করিবে না অর্থাৎ আদেশটি বিশেষ্য হইবে না বলিয়া, আদেশ তো প্রাপ্তি হইবে না?

আদেশও বিশেষিত হইবে।

কিরূপে ?

দ্বিতীয় স্থান শব্দের গ্রহণ অর্থাৎ "ষষ্ঠী স্থানেযোগা" সূত্রে একবার স্থান শব্দ উল্লেখ করিয়া "স্থানেঽন্তরতমঃ" সূত্রে দ্বিতীয়বার স্থান শব্দ গ্রহণ হেতু প্রকরণ প্রাপ্ত স্থান শব্দ অনুবৃত্তি হইবে, সেই স্থলেই এইরূপ সম্বন্ধ করা হইবে যে, 'ঋ স্থানে অণ্ স্থানে'; তাহাদ্বারা এইরূপ অর্থ হইবে যে ঋস্থানে অণের প্রসঙ্গ হইলেই তাহা রপর হইয়া হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, "উরণ্ রপরঃ" সূত্রে অণ্ শব্দের কিজন্য গ্রহণ করা হইল আর "উরপরঃ" এইরূপই বা কেন বলা হইল না।

যদি রপরই বলা হয় তাহা হইলে এক্ষণে রপর বিশিষ্ট কোন্ বর্ণ প্রাপ্ত হইবে ?

যাহা স্থানে হইবে।

স্থানে কি হইবে ?

আদেশ।

বার্ত্তিকমূলম্।—আদেশো রপর ইতিচেদ্রীরি বিধিষু রপরপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যাহা আদেশ হয় তাহা যদি রপর বিশিষ্ট হইয়াই হয়, তাহা হইলে, রী, রি প্রভৃতি বিধিতে রপরের নিষেধ বিধান করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—আদেশো রপর ইতি চেদ্রীরিবিধিষু রপরত্বস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। কে পুনা রীরিবিধয়ঃ। অকঙ্ ইত্যাদেশঃ। অকঙ্। সৌধাতকিঃ। অকঙ্। লোপ। পৈতৃষ্বসেয়ঃ। লোপ। আনঙ্। হোতাপোতারৌ। আনঙ্। অনঙ্। কর্ত্তা [illegible]। অনঙ্। রীঙ্। মাত্রীয়তি পিত্রীয়তি। রীঙ্। রিঙ্। ক্রিয়তে হ্রিয়তে। রিঙ্।

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা আদেশ হয় তাহাই যদি রপর বিশিষ্ট হয়, তবে রী, রি প্রভৃতি বিধিতে রপরত্বের নিষেধ বলিতে হইবে।

রী রি বিধি কি কি ?

অকঙ্, লোপ, আনঙ্, অনঙ্, রীঙ্ রিঙ্ এই সকল আদেশ।

অকঙ্ এর দৃষ্টান্ত যথা, সৌধাতকিঃ ("সুধাতুরকঙ্ চ। ৪।১।৯৭" এই সূত্রানুসারে সুধাতৃ শব্দের ঋর অকঙ্ আদেশ হইয়া ইঞ্ প্রত্যয় হইলে "সৌধাতকিঃ" প্রয়োগ হয়)' অকঙ্ এর দৃষ্টান্ত যথা পৈতৃষ্বসেয়ঃ (ঢকি লোপঃ।৪।১।১৩৩" এই সূত্রানুসারে পিতৃষ্বসৃ শব্দের উত্তর ঢক্ প্রত্যয় করিলে

অন্ত ঋকারের লোপ হইলে "পৈতৃষ্বসেয়" প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

লোপের উদাহরণ দেখান হইল।

আনঙ এর দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে যথা—হোতাপোতারৌ ("আনঙৃতোদ্বন্দ্বে ।৬।৩।২৫" এই সূত্রানুসারে বিদ্যা এবং যোনি সম্বন্ধ বুঝাইলে অর্থাৎ শাস্ত্র এবং জন্মগত বংশ বুঝাইলে, ঋকারান্ত শব্দের আনঙ্ আদেশ হয় দ্বন্দ্ব সমাসে উত্তর পদ পরে থাকিলে, এই বলিয়া, হোতৃ শব্দের ঋস্থানে আনঙ্ আদেশ হওয়াতে হোতাপোতারৌ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে) আনঙের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

অনঙ্ এর দৃষ্টান্ত যথা ("ঋদুশনস্পুরুদংসোঽনেহসাং চ ৭।১।৯৪" এই সূত্রানুসারে ঋদন্ত এবং উশনস্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর অনঙ্ আদেশ হয় বলিয়া প্রথমার একবচনে কর্তৃ এবং হোর্তৃ এই শব্দ দ্বয়ের স্থানে অনঙ্ আদেশ হওয়াতে নকারান্ত শব্দের উপধার দীর্ঘ হইয়া কর্ত্তা হর্ত্তা ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে) অনঙ্এর দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

রীঙ্এর দৃষ্টান্ত যথা মাত্রীয়তি, পিত্রীয়তি ("রীঙৃতঃ ।৭।৪।২৭" এই সূত্রানুসারে যকার এবং চ্বি পরে থাকিলে ঋকারান্ত অঙ্গের স্থানে "রীঙ্" আদেশ হয় বলিয়া ঋকারান্ত মাতৃ এবং পিতৃ শব্দের স্থানে মাত্রীয়তি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে)। রীঙ্ এর দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

রিঙ্ এর দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে, যথা,—ক্রিয়তে, হ্রিয়তে ("রিঙ শযগ্লিঙ্ক্ষু।৭।৪।২৮' এই সূত্রানুসারে শ, যক্, যকারাদি বিশিষ্ট আর্দ্ধধাতুক এবং লিঙ্ পরে থাকিলে ঋকার স্থানে রিঙ্ আদেশ হয় বলিয়া, কৃ এবং হৃ ধাতুর স্থানে রিঙ্ আদেশ হওয়াতে ক্রিয়তে হ্রিয়তে প্রয়োগ সিদ্ধ হইল) "রিঙ্"এর দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

বার্ত্তিকমূলম্।—উদাত্তাদিষু চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এবং উদাত্ত প্রভৃতিতেও রপরত্বের নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—উদাত্তাদিষু চ। কিম্। রপবত্বস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। কৃতিঃ। হৃতিঃ। কৃতং হৃতম্। প্রকৃতম্। প্রহৃতম্। নৄঃ পাহি। তস্মাদণ্ গ্রহণং কর্ত্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—উদাত্ত প্রভৃতিতেও।

কি ?

(প্রাপ্য) রপরের নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

যথা ক্লৃতি, হ্লৃতি, প্রক্লৃতম্, প্রহ্লৃতম্, নৄঁঃ পাহি। এই সকল স্থলে দোষ হইবে, সেই হেতু অণের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

বার্ত্তিকমূলম্।—একাদেশস্যোপসংখ্যানম্।*।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এক আদেশের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—একাদেশস্যোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। খট্বর্শ্যঃ। মালর্শ্যঃ। কিং পুনঃ কারণং নসিধ্যতি। ঊঃ স্থানে অণ্ প্রসজ্যমান এব রপরো ভবতীত্যুচ্যতে। চায়মুরের স্থানে অণ্ শিষ্যতে। কিং তর্হি। উশ্চান্যচ্চ। অবয়বগ্রহণাৎ সিদ্ধম্। যদত্র ঋবর্ণং তত্তদাশ্রয়ং রপরত্বং ভবিষ্যতি। তদ্ যথা। মাষা ন ভোক্তব্যা ইত্যুক্তে মিশ্রা অপি ন ভুজ্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—একাদেশেরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যথা খট্বর্শ্যঃ, মালর্শ্যঃ, এই সকল স্থলে খট্বা এবং মালা শব্দের আকারের সহিত ঋশ্য শব্দের ঋকারের মিলন হইয়া যে গুণ আদেশ হইয়াছে, তাহা যাতে উভয়ে মিলিয়া এক আদেশ হয়, সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, কি কারণেই বা তাহা সিদ্ধ হইবে না?

ঋ স্থানে অণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তাহা রপর বিশিষ্ট হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু এই "ঋ'র স্থানেই যে কেবল অণ্ আদেশ হইবে তাহা নহে।

তবে কি?

ঋ স্থানেও হইবে এবং অন্য বর্ণ স্থানেও হইবে।

অবয়বের গ্রহণ হেতুই সিদ্ধ হইবে।

এইস্থলে যে ঋবর্ণ তাহাই তখন আশ্রয় হইবে, সুতরাং তাহার স্থানে যে আদেশ তাহা রপর বিশিষ্টই হইবে। যেমন মাষ (মাষকলাই) খাইতে নাই এই কথা বলিলে সেই মাষকলাই মিশ্রিত বস্তুও খাওয়া হয় না। (সেই রূপ এই স্থলেও জানিতে হইবে যে, যে সকল বর্ণের মধ্যে ঋবর্ণ মিলিত হইয়া রহিয়াছে, সেই মিশ্রিত বর্ণের অভ্যন্তরস্থ ঋবর্ণ স্থানে ও রেফান্ত অর্ আদেশ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অবয়বগ্রহণাৎ সিদ্ধমিতিচেদাদেশেরান্তপ্রতিষেধঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি অবয়বের গ্রহণ হেতুই কার্য্য সিদ্ধি হয়; তবে আদেশ কালে রেফান্তের নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—অবয়বগ্রহণাৎ সিদ্ধমিতি চেদাদেশে রান্তস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। হোতাপোতারৌ। যথৈবোশ্চান্ত্যস্য চ স্থানে হণ্ রপরো ভবতীতি। এবং য উঃ স্থানে হণ্ চানণ্ চ সোঽপি রপরঃ স্যাৎ; যদি পুনর্ঋর্বর্ণান্তস্য স্থানিনো রপরত্বমুচ্যতে। খট্ৰ্শ্যঃ। মালর্শ্যঃ। নৈবং শক্যম্। ইহ ন প্রসজ্যেত। কর্ত্তা, হর্ত্তা কিরতি গিরতি। ঋবর্ণান্তস্যেত্যুচ্যতে ন চৈতদৃবর্ণান্তম্। নমু চ এতদপি ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ঋবর্ণান্তম্। অর্থবতা ব্যপদেশিবদ্ভাবঃ। ন চৈষোঽর্থবান্। তস্মান্নৈবং শক্যম্। ন চেদেবমুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্; ইহ চ রপরত্বস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। মাতুঃ পিতুরিতি। উভয়ং ন বক্তব্যম্। কথম্। যো দ্বয়োঃ ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টয়োঃ প্রসঙ্গে ভবতি। লভতেঽসাবন্যতরতো ব্যপদেশম্। তদ্‌যথা। দেবদত্তস্য পুত্রঃ। দেবদত্তায়াঃ পুত্র ইতি। কথং মাতুঃ পিতুরিতি। অস্তত্র রপরত্বং, কা রূপসিদ্ধিঃ। রাৎসস্যেতি সকারস্য লোপঃ। রেফস্য বিসর্জ্জনীয়ঃ নৈবং শক্যম্। ইহ হি মাতুঃ করোতি পিতুঃ করোতীতি। অপ্রত্যয়বিসর্জ্জনীয়স্যেতি ষত্বং প্রসজ্যেত। অপ্রত্যয়বিসর্জ্জনীয়স্যেত্যুচ্যতে প্রত্যয়বিসর্জ্জনীয়শ্চায়ম্ লুপ্যতে হত্র প্রত্যয়ো রাৎসস্যেতি। এবং তর্হি ভ্রাতুষ্পুত্রগ্রহণং জ্ঞাপকমেকাদেশনিমিত্তাৎ ষত্বপ্রতিষেধস্য। যদয়ং কস্কাদিষু ভ্রাতুষ্পুত্রশব্দং পঠতি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্যঃ নৈকাদেশনিমিত্তাৎ ষত্বং ভবতীতি। কিং পুনরয়ং পূর্ব্বান্তঃ আহোস্বিৎপরাদিঃ আহোস্বিদভক্তঃ। কথং চায়ং পূর্ব্বান্তঃ স্যাৎ কথং বা পরাদিঃ কথং বা অভক্তঃ। যদ্যন্ত ইতি বর্ত্ততে। ততঃ পূর্ব্বান্তঃ। অথাদিরিতি বর্ত্ততে। ততঃ পরাদিঃ। অথোভয়ং নিবৃত্তম্। ততোঽভক্তঃ। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি অবয়ব গ্রহণ হেতুই কার্য্য সিদ্ধি হয়, তবে আদেশে রেফান্তের নিষেধ করা কর্ত্তব্য হইবে যথা হোতাপোতারৌ, এই স্থলে যেমন ঋ স্থানে এবং অন্তবর্ণ স্থানে রপর বিশিষ্ট অণ্ হইয়াছে সেইরূপ ঋস্থানেও অণ্ এবং অণ্ ভিন্ন যে অন্ত আদেশ, তাহাও রপর বিশিষ্ট হইবে।

পুনশ্চ যদি ঋবর্ণান্তের স্থানে রপরত্বই উল্লেখ হয়, তাহা হইলে খট্ৰ্শ্য মালর্শ্য (এস্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। কারণ এস্থলে খট্বা শব্দের আকার আদিতে থাকায় ঋবর্ণান্ত হইয়াছে) এইরূপ বলিতে পারা যাইবে না যেহেতু তাহা হইলে এই স্থলেই প্রাপ্তি হইবে না; যেমন কর্ত্তা হর্ত্তা কিরতি গিরতি (এই সকল স্থলে কৃ, হৃ প্রভৃতি ধাতুর আদিতে কোনও স্বর বর্ণ না থাকাতে ইহার

ঋবর্ণান্ত হয় নাই) যদি ঋবর্ণান্তেরই বলা হয়, তবে ইহারা তো ঋবর্ণান্ত হয় নাই। যদি বল যে ইহাও ব্যপদেশি বদ্ভাব করিয়া (কর্তৃ স্থিত ঋকারের স্বদেশ অতিক্রম করে না ভাবিয়া) ঋবর্ণান্তই বলা হয় ?

তাহাও হইবে না, কারণ ব্যপদেশিবদ্ভাব ও অর্থ বিশিষ্টেরই হইয়া থাকে কিন্তু ইহা অর্থ বিশিষ্ট নহে, সুতরাং এইরূপ (অর্থাৎ ঋবর্ণান্তের রপরান্ত আদেশ হয়) এইরূপ বলিতে পারা যাইবে না। যদি বল যে এই বার্ত্তিকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, তাহা নহে।

তাহা হইলে মাতুঃ পিতুঃ এই সকল স্থলেও রপরত্বের নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

উভয়ই কর্ত্তব্য নহে।

কেন ?

দুইটি ষষ্ঠী বিভক্তি প্রসঙ্গে ("একঃ পূর্ব্বপরয়োঃ" সূত্রের প্রসঙ্গে যে একাদেশ) যাহা হইবে তাহারই অন্যতর ব্যপদেশে লাভ হইবে। যেমন দেবদত্তের পুত্র দেবদত্তাব পুত্র এইরূপ বলিলে, (দেবদত্ত এবং তাহার স্ত্রী উভয়েরই পুত্রকে বুঝায়)।

এইরূপ বলিলে মাতুঃ এবং পিতুঃ কিরূপে সিদ্ধ হইবে ?

এস্থলে রপরত্বেরই হউক, তাহাতে কি রূপ সিদ্ধি হইবে ?

"রাৎসস্য" ।৮।২।২৪। এই সূত্রানুসারে সকারের লোপ হইবে ; তারপর রেফের স্থানে ("খরবসানয়োঃ বিসর্জ্জনীয়ঃ" ৮।৩।১৫ এইসূত্রানুসারে) বিসর্গ হইবে।

এইরূপ বলিতে পারিবে না ; যেহেতু মাতুঃ করোতি পিতুঃ করোতি এই স্থলে ("ইদুদুপধস্য" ।৮।৩।৪১। এইসূত্রানুসারে প্রত্যয় ভিন্ন অন্য বিসর্গ হইলেই, এস্থানে "ঙস্" প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে বলিয়া) প্রত্যয়ের বিসর্গ না হওয়াতে ষত্ব প্রসঙ্গ হইবে।

সূত্রে অপ্রত্যয়ের বিসর্গের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু (মাতুঃ শব্দের) বিসর্গ প্রত্যয়েরই।

কেন ?

এ স্থলে "রাৎসস্য" সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের লোপই হইয়াছে, যদি এই রূপই হয়, তবে "ভ্রাতুষ্পুত্র" শব্দের প্রয়োগই জ্ঞাপন করিবে যে, একাদেশ শাস্ত্র নিমিত্ত হইলে, ষত্বের নিষেধ হইবে।

যে হেতু সূত্রকার পাণিনি "কস্কাদিগণে" ভ্রাতুষ্পুত্র শব্দের পাঠ করিয়াছেন তাহাতেই আচার্য্য জানাইয়াছেন যে একদেশ শাস্ত্র নিমিত্ত হইলে ("ইদুদু-পধস্য" সূত্রানুসারে) ষত্ব হয় না অর্থাৎ যদি সূত্রানুসারেই ষত্ব প্রাপ্তি আচার্য্যের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি কখনও "কস্কাদি" গণে, পুনঃ ভ্রাতুষ্পুত্র শব্দ পাঠ করিতেন না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে ইহাকি পূর্ব্বান্ত বা পরাদি অথবা অভক্ত (উভয়ই নহে ?) ইহা কিরূপেই বা পূর্ব্বান্ত হইবে, কিরূপেই বা পরাদি হইবে, এবং কিরূপেই বা অভক্ত হইবে? যদি অন্ত এইরূপবর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বান্ত হইবে। আর যদি এইরূপ বর্ত্তমান না থাকে তাহাহইলে পরাদি হইবে। আর যদি উভয়ই নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে অভক্ত হইবে।

ইহাতে বিশেষই বা কি (অর্থাৎ এই তিন রূপের একরূপ হইলেই তো হইল ভিন্নরূপ করাতে প্রভেদ কি হইবে)।

বার্ত্তিকমূলম্।—অভক্তে দীর্ঘনত্বণত্বভ্যস্তস্বরহলাদিঃশেষঃ বিসর্জ্জনীয়প্রতি-ষেধঃ প্রত্যয়াব্যবস্থা চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি অভক্ত করা যায় অর্থাৎ যদি পূর্ব্বান্তবদ্ভাব বা পরাদিবদ্ভাব না করা যায়, তবে দীর্ঘ, নত্ব, যক্, অভ্যস্তস্বর, হলাদিশেষ এবং বিসর্জ্জনীয় ইহাদের প্রতিষেধ করিতে হইবে এবং প্রত্যয়ের ব্যবস্থা হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি। গীঃ পূঃ। রেফবকারাভ্যাং ধাতো-রিতি দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ কারণং রেফবকারাভ্যাং ধাতুর্বিশে-ষ্যতে। ন পুনঃ পদং বিশেষ্যতে। রেফবকারান্তস্য পদস্যেতি। নৈবং শক্যম্। ইহাপি প্রসজ্যেত। অগ্নির্বায়ুরিতি। এবং তর্হি রেফবকারাভ্যাং পদং বিশেষ-য়িষ্যামো ধাতুনেকম্। রেফবকারান্তস্য পদস্যেকো ধাতোরিতি। এবং প্রিয়ং গ্রামণি কুলমস্য প্রিয়গ্রামণিঃ প্রিয়সেমাণিঃ অত্রাপি প্রাপ্নোতি। তস্মা-দ্ধাতুরেব বিশেষ্যতে। ধাতৌ চ বিশেষ্যমাণে ইহ দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি। গীঃ পূঃ। দীর্ঘ। নত্ব। নত্বংচ ন সিদ্ধ্যতি। নিজেগিল্যতে। গ্রো যঙীতি লত্বং ন প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। গ্র ইত্যনন্তরযোগৈষা ষষ্ঠী। এবমপি স্বজেগিল্যতে ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি। এবং তর্হি যঙা আনন্তর্য্যং বিশেষয়ি-ষ্যামঃ। অথবা গ্র ইতি পঞ্চমী। লত্ব। যক্স্বর। যক্স্বরশ্চ ন সিদ্ধ্যতি। গীর্য্যতে স্বয়মেব পূর্য্যতে স্বয়মেব। অচঃ কর্ত্তৃযকীত্যেষ স্বরো ন প্রাপ্নোতি। রেফেণ ব্যবহিতত্বাৎ। নৈষ দোষঃ। স্বরবিধৌব্যঞ্জন * মবিদ্যমানবদ্ভব-

তীতি নাস্তি ব্যবধানম্। যক্স্বর। অভ্যস্তস্বরশ্চ ন সিধ্যতি। মা হি স্ম তে পিপরুঃ। মা হি স্ম তে বিভরুঃ। অভ্যস্তানামাদিরুদাত্তো ভবতি। অজাদৌ লসার্বধাতুকে ইত্যেষ স্বরো ন প্রাপ্নোতি। রেফেণ ব্যবহিতত্বাৎ। নৈষ দোষঃ। স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবদ্ভবতীতি নাস্তি ব্যবধানম্। অভ্যস্ত-স্বর। হলাদিঃ শেষঃ। হলাদিঃ শেষশ্চ ন সিদ্ধ্যতি। বব্বুতে বব্বৃধে। অভ্যাসস্যেতি। হালাদিঃ শেষো ন প্রাপ্নোতি। হলাদিঃ শেষ। বিসর্জ্জ-নীয়। বিসর্জ্জণীয়স্ত প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। নার্কুটো নার্পত্যঃ। খরবসানয়োর্বিস-র্জ্জনীয় ইতিবিসর্জ্জনীয়ঃ প্রাপ্নোতি। বিসর্জ্জনীয়। প্রত্যয়াব্যবস্থা চ। প্রত্যয়ে চ ব্যবস্থা ন প্রকল্পেত কিরতঃ গিরতঃ। রেফোঽপ্যভক্তঃ প্রত্যয়োঽপি তত্র ব্যবস্থা নপ্রকল্পতে। এবং তর্হি পূর্ব্বান্তঃ করিষ্যতে।

ভাষানুবাদ।—যদি অভক্ত হয় তাহা হইলে দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে না, যথা—গীঃ পূঃ এ সকল স্থলে "র্বোরুপধায়া দীর্ঘঃ। ৮।২।৭৬" এই সূত্রানুসারে যে রেফ এবং বকারান্ত ধাতুর উপধার দীর্ঘ হয়, তাহা হইবে না। সুতরাং গির্ এবং পুর্ শব্দের রেফের বিসর্গ হইলেও ইকারে দীর্ঘত্ব সিদ্ধ হইবে না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এইযে, কি কারণেই বা রেফ এবং বকারের সহিত ধাতু-রই বিশেষণ করা হইবে, পদের সহিত বিশেষণ করা হইবে না—রেফ এবং বকারান্ত যে পদ তাহার উপধার দীর্ঘ হয়, এইরূপ বলা হইবে না?
এইরূপ বলিতে পারা যায় না; কারণ তাহা হইলে অগ্নিঃ বায়ুঃ (অগ্নি এবং বায়ু শব্দের সু বিভক্তির সকার স্থানে; রেফ হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইকার উকারের দীর্ঘ হইবে) এই স্থলেও প্রাপ্তি হইবে।

যদি এই রূপই হয় তাহা হইলে রেফ্ এবং বকারের সহিত পদের বিশে-ষণ করিব এবং ধাতুর সহিত "ইক্" এর বিশেষণ করিব, তাহা হইলে এই রূপ অর্থ হইবে যে রেফ্ এবং বকারান্ত যে পদ এবং ইক্ বিশিষ্ট যে ধাতু তাহার দীর্ঘ হইবে।

এইরূপ হইলে তবে, প্রিয় হইয়াছে গ্রামণিকুল ইহার, সে "প্রিয়গ্রাম-ণিঃ "এইরূপ" প্রিয়সেনানিঃ " এই সকল স্থলেও দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে। সেই হেতুই বিশেষ্য করা হইবে।

ধাতুকে বিশেষ্য করিলে (যদি পূর্ব্বান্তবদ্ভাবকরিয়া ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত গির্ এবং পুর্ শব্দের 'রেফেতে ধাতুত্ব স্বীকার না করা যায়) গীঃ পূঃ এই স্থলেই

দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে না। দীর্ঘের উদাহরণ দেখান হইল, লত্বের উদাহরণ দেখান যাইতেছে 'নিজেগিল্যাতে" এইস্থলে "গ্রো যঙি" ।৮।২।২০ এই সূত্রানুসারে গৃধাতুর রেফের স্থানে লত্ব "যঙ্" প্রত্যয় পরে থাকিলে যদিও প্রাপ্তি হয় কিন্তু এক্ষণে অভক্ত করিলে সেই লত্ব প্রাপ্তি হইবে না।

এই স্থলে কোন ও দোষ ঘটিবে না।

কারণ গ্রঃ এই যে ষষ্ঠী বিভক্তি ইহা অনন্তরের সহিত যোগ বিশিষ্ট অর্থাৎ 'গ্রো যঙি" সূত্রের গ্রঃ শব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে তাহা অনন্তরার্থে জানিতে হইবে। যদি এই রূপই হয়, তাহা হইলেও" স্বর্জ্জেগিল্যতে' (১) এইস্থলেও প্রাপ্তি হইবে।

যদি এই রূপই হয়, তাহা হইলে "যঙ্" এর সহিত আনন্তর্য্যের বিশেষণ করিব। অথবা সূত্রস্থ গ্রঃ শব্দও পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত বলিব।- লত্বের উদাহরণ দেখান হইল। যক্ স্বরের উদাহরণ দেখান যাইতেছে—যক্ স্বরও সিদ্ধ হইবে না, যেমন "গীর্যতে স্বয়মেব পূর্য্যতে স্বয়মেব এই সকল স্থলে "অচঃ কর্ত্তৃযকি ।৬।১।১৯৫" এই সূত্রানুসারে আদি উদাত্ত প্রাপ্তি হইয়া ছিল কিন্তু গির্য্যতের অচ্, ইকারের পরে রেফ ব্যবধান থাকাতে সেই উদাত্ত স্বর প্রাপ্তি হইবে না।

এই স্থলে কোন‌ও দোষ হইবে না; কারণ স্বরের বিধান কর্ত্তব্য হইলে ব্যঞ্জন বর্ণ বিদ্যমান নাই বলিয়া মনে করিতে হইবে, এই নিয়মানুসারেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। যেহেতু রেফ্ ব্যঞ্জনবর্ণ হওয়াতে তাহা ব্যবধান থাকিলেও স্বরের কোনও ব্যাঘাত হইবে না। যক্ স্বরের উদাহরণ দেখান হইল।

অভ্যস্তস্বরের উদাহরণ দেখান হইতেছে, অভক্ত হইলে অভ্যস্ত স্বর ও সিদ্ধ হইবে না, যথা মা হি স্ম তে পিপরুঃ, মা হি স্ম তে বিভরুঃ (এ স্থলে পৄ এবং ভৃ ধাতু জুহোত্যাদিগণীয় হওয়াতে অভ্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু মা শব্দ পূর্ব্বে থাকাতে আদিতে অটের আগম হয় নাই)

হলাদিঃ শেষের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে, আদি হল্ যে অবশিষ্ট থাকে তাহা সিদ্ধ হইবে না যথা ববৃতে বব্রৃধে এই স্থলে "হলাদিঃ শেষঃ" ৭।৪।৬০, (অভ্যাসের আদি হল্ অবশিষ্ট থাকে এবং অন্য হল্ সমূহ লোপ হইয়া থাকে) এই সূত্রানুসারে বৃ ধাতুর অভ্যস্ত হইয়া দ্বিত্ব হইলে পূর্ব্ব

(১) জেগিল্যতে অর্থাৎ নিন্দিতরূপে ভক্ষণ করিতেছে।

ঋকারের অর্ আদেশ হইয়া সেই রেফের লোপ প্রাপ্ত হইয়া যে ব মাত্র অবশিষ্ট থাকে; সেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। হলাদি শেষের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

বিসর্গের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—বিসর্গের নিষেধ বলিতে হইবে যথা "নাকুট' 'নার্পত্য' (নৃকুট+অণ্, নৃপতি+ণ্য) এই সকল স্থলে নৃ শব্দের ঋ স্থানে রেফ্ হইবার পর "খরবসানয়োর্বিসর্জ্জনীয়ঃ" ।৮।৩।১৫ এই সূত্রানুসারে "খর্" প্রত্যাহারান্তর্গত ক এবং প শব্দ থাকাতে বিসর্গ প্রাপ্তি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অভিপ্রেত না হওয়াতে সেই বিসর্গ প্রাপ্তির নিষেধ করিতে হইবে।

(এই দোষটী পরাদি কল্পেই লক্ষিত হইয়া থাকে)।

বিসর্জ্জনীয়ের দৃষ্টান্ত দেখান হইল। এবং এক্ষণে প্রত্যয়ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—প্রত্যয় পরে থাকিলে ব্যবস্থা প্রাপ্তি হইবে না যেমন কিরতঃ গিরতঃ এ স্থানে রেফ ও অভক্ত, প্রত্যয় ও অভক্ত, সুতরাং ('ঋত ইদ্ধাতোঃ" এই সূত্রানুসারে ইব্ আদেশ হইলে) সেই স্থলে ব্যবস্থাও স্থির হইবে না।

যদি অভক্ত কল্পে এইরূপ দোষই হয় তাহা হইলে পূর্ব্বান্তই করা হউক।

বার্ত্তিক মূলম্।—পূর্ব্বান্তেঽবধারণমবিসর্জ্জনীয়প্রতিষেধো যক্ স্বরশ্চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পূর্ব্বান্তবদ্ভাব করিলে রেফের অবধারণ এবং বিসর্গের নিষেধ এবং যক্ স্বরের বিধান করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পূর্ব্বান্তঃ রোরবধারণং কর্ত্তব্যম্। রোঃ সুপি রোরেব সুপি নান্যস্য। সর্পিস্সু ধনুস্সু। ইহ মা ভূৎ। গীর্ষু পূর্ষু। পরাদাবপি সত্যবধারণং কর্ত্তব্যং চতুর্ষ্বিত্যেবমর্থম্। বিসর্জ্জনীয়প্রতিষেধঃ। বিসর্জ্জনীয়স্য চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। নাকুটঃ। নার্পত্যঃ। খরবসানয়োর্বিসর্জ্জনীয় ইতি বিসর্জ্জনীয়ঃ প্রাপ্নোতি। পরাদাবপি বিসর্জ্জনীয়স্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ নার্কলিরিত্যেবমর্থম্। কল্পিপদসংঘাতভক্তোঽসৌ নোৎসহতেঽবয়বস্য পদান্ততাং :বিহন্তুমিতি বিসর্জ্জনীয়ঃ প্রাপ্নোতি। যক্স্বর। যক্স্বরশ্চ ন সিদ্ধ্যতি। গীর্যতে স্বয়মেব। অচঃ কর্ত্তৃযকিত্যেষ স্বরো ন প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। উপদেশ ইতি বর্ত্ততে। অথবা পুনরস্তু পরাদিঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পূর্ব্বান্তবদ্ভাব করা হয় তাহা হইলে রুর অবধারণ করা কর্ত্তব্য, যথা "রোঃ সুপি" ৮।৩।১৬ (সপ্তমীর বহুবচন পরে থাকিলে রু স্থানে বিসর্গ হয় কিন্তু অন্য রেফের হয় না) এই সূত্রানুসারে সুপ্ পরে থাকিলে "রু"বই বিসর্গ হইবে অন্য রেফের হইবে না বলিয়া অর্পিষ্যু, ধনুষ্যু এই স্থলে বিসর্গ হয় কিন্তু গীর্ষু, পূর্ষু, এই সকল স্থলে যাহাতে না হয়।

পরাদি বদ্ভাব করিলেও নির্দ্ধারণ বরা কর্ত্তব্য হইবে; যাহাতে "চতুঃ" প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে।

বিসর্জ্জনীয়ের প্রতিষেধের দৃষ্টান্ত—বিসর্জ্জনীয়ের ও প্রতিষেধ বলিতে হইবে নতুবা নার্কুট, নার্পত্য, ইত্যাদি স্থলেও "খরবসানয়োর্বিসর্জ্জণীয়ঃ"। ৮।৩।১৫ এই সূত্রানুসারে বিসর্গ প্রাপ্তি হইবে।

পরাদিবদ্ভাব করিলেও বিসর্গের প্রতিষেধ বলিতে হইবে নার্কল্পি (নৃ+কল্পপ্=নৃকল্প অর্থাৎ মনুষ্যতুল্য, নৃকল্প+ঞি=ণার্কল্পি) প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ করিবার জন্য; কারণ কল্পি এই পদটি মিলিত শব্দেব ভাগ বিশেষ বলিয়া ইহা কখনও অবয়বকে পদান্তত্ব বিশিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব বিসর্গই প্রাপ্তি হইবে ("স্বাদিষসর্ব্বনামস্থানে" ।১।৪।১৭ এই সূত্রানুসারে এস্থলে পদ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়াছে)।

যক্স্বরের উদাহরণ যথা—যক্স্বর ও সিদ্ধ হইবে না, যথা—গীর্য্যতে স্বয়মেব (গৄ+যক্+তে =গীর্য্যতে) "অচঃ কর্ত্তৃযকি" ।৬।১।১৯৫। (উপদেশে অজন্ত শব্দ সমূহের কর্ত্তৃবাচ্য নিষ্পন্ন যক্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বিকল্পে আদি স্বর উদাত্ত হয়) এই সূত্রানুসারে উদাত্ত স্বর প্রাপ্তি হইবে না।

এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না, কারণ সূত্রে "উপদেশ" শব্দের অনুবৃত্তি আসিয়া বর্ত্তমান থাকাতে "উপদেশে" অচ্ রহিয়াছে বলিয়াই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

অথবা পুনঃ পরাদিই হউক।

বার্ত্তিকমূলম্ ।—পরাদাবকারলোপৌত্বপুক্প্রতিষেধশ্চঙ্যুপধাহ্রস্বত্বমিটো ব্যবস্থাঽভ্যাসলোপোঽভ্যস্তত্তাদিস্বরো দীর্ঘত্বঞ্চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পরাদিবদ্ভাব করিলে অকার লোপ, ঔত্ব, পুক্ প্রতিষেধ চঙ্ পরে থাকিলে উপধার হ্রস্বত্ব, ইটের ব্যবস্থা, অভ্যাসের লোপ, অভ্যস্তের স্বর, আদি স্বর এবং দীর্ঘত্ব সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পরাদিঃ। অকারলোপঃ প্রতিষেধ্যঃ। কর্ত্তা হর্ত্তা। অতো লোপ আর্দ্ধধাতুক ইত্যকারলোপঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। উপদেশ ইতি বর্ত্ততে। যদ্যুপদেশ ইতি বর্ত্ততে। ধিন্বতঃ কৃণ্বতঃ। অত্রলোপো ন প্রাপ্নোতি। নোপদেশগ্রহণেন প্রকৃতিরভিসংবধ্যতে। কিং তর্হি আর্দ্ধধাতুকমভিসংবধ্যতে আর্দ্ধধাতুকোপদেশে যদকারান্তমিতি। অকারলোপ। ঔত্ব। ঔত্বং চ প্রতিষেধ্যম্। চকার জহার। আত ঔ ণল ইত্যৌত্বং প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। নির্দ্দিশ্যমানস্যাদেশা ভবন্তীত্যেবং ন ভবিষ্যতি। যস্তর্হি নির্দ্দিশ্যতে তস্য কস্মান্ন ভবতি। রেফেণ ব্যবহিতত্বাৎ। ঔত্ব। পুক্ প্রতিষেধ। পুক্ চ প্রতিষেধ্যঃ। কারয়তি হারয়তি। আতঃ পুগিতি পুক্ প্রাপ্নোতি। পুক্ প্রতিষেধ। চঙ্যুপধাহ্রস্বত্ব। চঙ্যুপধাহ্রস্বত্বং চ ন সিধ্যতি। অচীকরৎ অজীহরৎ। ণৌ চঙ্যুপধায়া হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং ন প্রাপ্নোতি। ইটো ব্যবস্থা। ইটশ্চ ব্যবস্থা ন কল্পতে। আস্তরিতা নিপরিতা। ইডপি পরাদী রেফোঽপি তত্র ব্যবস্থা ন প্রকল্পতে। অভ্যাসলোপ। অভ্যাসলোপশ্চ বক্তব্যঃ। ববৃতে ববৃধে। অভ্যাসস্য হলাদিশ্ শেষো ন প্রাপ্নোতি। অভ্যাসলোপ। অভ্যস্তস্বর। অভ্যস্তস্বরশ্চ ন সিধ্যতি। মা হি স্ম তে পিপরুঃ। মা হি স্ম তে বিভরুঃ। অভ্যস্তানামাদিরুদাত্তো ভবত্যজাদৌ ল সার্ব্বধাতুক ইত্যেষ স্বরো ন প্রাপ্নোতি। অভ্যস্তস্বর। তাদিস্বর। তাদিস্বরশ্চ ন সিদ্ধ্যতি। প্রকর্ত্তা প্রকর্ত্তুম্। তাদৌ চ নিতি কৃত্যতাবিত্যেষ স্বরো ন প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। উক্তমেতৎ। কৃদুপদেশে বা তাদ্যর্থমিড্‌র্থমিতি। তাদিস্বর। দীর্ঘ। দীর্ঘত্বং চ ন সিদ্ধ্যতি। গীঃ পূঃ। রেফবকারান্তস্য ধাতোরিতি দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পরাদিবদ্ভাব করা হয়, তবে অকার লোপের নিষেধ করিতে হইবে, যেমন কর্ত্তা, হর্ত্তা এই সকল স্থলে কৃ এবং হৃধাতুর উত্তর "তৃণ্" অথবা লুটের "ডা" প্রত্যয় করিলে "অতো লোপঃ" ।৬।৪।২ এই সূত্রানুসারে, আর্দ্ধধাতুক পরে থাকাতে, অকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

এস্থলে কোন দোষ হইবে না কারণ সূত্রেতে "উপদেশ" শব্দের অনুবৃত্তি আসিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যদি "উপদেশ' শব্দ বর্ত্তমান থাকে, তবে ধিন্বতঃ কৃণ্বতঃ এই সকল স্থলে ও ধিব্ ধাতুর বকার স্থলে অকার আদেশ হইলে তাহা "উপদেশের অকার বলিয়া "অতো লোপঃ" সূত্রানুসারে অকারের লোপ না হওয়াতে ধিন্বতঃ

প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

'উপদেশ' শব্দ গ্রহণে প্রকৃতির (ধাতুর) সম্বন্ধ করিব না।

তবে কি ?

আৰ্দ্ধধাতুকের সহিত সম্বন্ধ করা হইবে সুতরাং এইরূপ অর্থ করা হইবে যে অর্দ্ধধাতুক উপদেশ কালে যে অকারান্ত ধাতু, তাহার অকারের লোপ হয়। দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে ঔত্বের নিষেধ করিতে হইবে; যথা চকার জহার এইসকল হৃধাতুর" ঋ' র বৃদ্ধি হইয়া "আর্" আদেশ হইলে" চকার এবং জহার" প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে 'আত ঔ ণলঃ" ।৭।১।৩৪। সূত্রানুসারে এই স্থলে আকারান্ত আৰ্দ্ধধাতুকের লিটের'ণল্" পরে থাকিলে"ঔত্ব" প্রাপ্তি হয় বলিয়া এস্থলে ও „ঔত্ব" প্রাপ্তি হইবে।

এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না, যে হেতু নির্দ্দিশ্যমানেরই আদেশ হইয়া থাকে, এই নিয়মানুসারে এইস্থলে আকার হইলেও তাহা সূত্রের নির্দ্দেশের বিষয় হয় নাই, যেহেতু "চকার" ইহার আকার রেফান্ত হইয়াছে, ঔত্বপ্রাপ্তি, হইবেনা। তবে যে স্থলে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহারই বা কেন হইবে না ?

রেফের দ্বারা ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া হইবে না। ঔত্বের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

এক্ষণে পুক্ প্রতিষেধের উদাহরণ দেখান যাইতেছে ;—পুক্ ও নিষেধ করিতে হইবে যথা, কারয়তি, হারয়তি এ স্থলেও আকার আদেশ হওয়াতে আকারান্ত ধাতুর পুক্ আগম হয় বলিয়া এই স্থলেও পুক্ প্রাপ্তি হইবে। পুক্ প্রতিষেধের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

চঙ্ পরে থাকিলে যে উপধার হ্রস্ব হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে——

চঙ্ পরে থাকিলে উপাধার হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহাও সিদ্ধি হইবে না, যথা, অচীকরৎ, অজীহরৎ' এই সকল স্থলে লুঙ্ বিভক্তিতে চঙ্ আদেশ হইলে "ণৌ চঙ্যুপধায়া হ্রস্বঃ" ৬।৭।১। (চঙ্ পরে থাকিলে ণি বিশিষ্ট যে অঙ্গ, তাহার উপধার হ্রস্ব হয়) এই সূত্রানুসারে হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হইবে না।

ইটের ব্যবস্থার উদাহরণ—ইটের ব্যবস্থাও নির্ণীত হইবে না। যথা আস্তরিতা, নিপরিতা এই সকল স্থলে স্তৃ এবং পৃ ধাতুর স্থানে লুট্ বিভক্তিতে ইট্ আগম হইলে সেই ইট্ ও পরাদি বলিয়া ব্যবস্থা স্থির

হইবে না।

অভ্যাসলোপের উদাহরণ—অভ্যাসের লোপ ও বলিতে হইবে। যথা ববৃতে ববৃধে এই স্থানে "হলাদিঃ শেষঃ" এই সূত্রানুসারে অভ্যাসের আদি হল্ ব্যতীত অন্য হলের লোপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা প্রাপ্তি হইবে না, অভ্যাসলোপের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

অভ্যস্তস্বরের দৃষ্টান্ত—অভ্যস্তস্বরও সিদ্ধ হইবে না, যথা "মা হি স্ম তে পিপরুঃ" "মা হি স্ম তে বিভরুঃ" অভ্যস্ত হইলে তাহাদের আদি উদাত্ত হয় বলিয়া অচ্ আদি বিশিষ্ট ল সংজ্ঞক সার্ধধাতুক পরে থাকিলে আদি স্বর উদাত্ত প্রাপ্তি হইবে না।

অভ্যস্তস্বরের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

তাদিস্বরের উদাহরণ—তাদিস্বরও হইবে না, যথা—প্রকর্ত্তা প্রকর্ত্তুম্ সে সকল স্থলে "তাদৌ চ নিতিকৃত্যতৌ"।৬।২।৫০। (তকারাদি বিশিষ্ট ণ ইৎ যুক্ত তু শব্দ ভিন্ন কৃৎ পরে থাকিলে অনন্তর গতির প্রকৃতিস্বর প্রাপ্তি হয়) এই সূত্রানুসারে তৃণ্ ও তুমুন্ এর প্রকৃতিস্বর হইবে না।

এ স্থলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ ইহা উক্ত হইয়াছে, যেহেতু "কৃৎ" এর উপদেশে "বা" শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা তাদিস্বর এবং ইট্ সিদ্ধ হইবার জন্য জানিতে হইবে।

তাদিস্বরের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

দীর্ঘের উদাহরণ দেখান যাইতেছে—

দীর্ঘের উদাহরণ যথা—"দীর্ঘত্বঞ্চ ন সিধ্যত" দীর্ঘত্বও সিদ্ধ হইবে না, যথা গীঃ পূঃ এই সকল স্থলে গির্ এবং পুর্ শব্দের "র্বোরুপধায়া দীর্ঘঃ" এই সূত্রানুসারে রেফ এবং বকারান্ত ধাতুর উপধার দীর্ঘ হয় এই নিয়মানুসারে দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে না।

অলোঽন্ত্যস্য ৷৫২।

অলঃ ।৬। অন্ত্যস্য ।৬।

সূত্রানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহা অন্ত্য অল্ অর্থাৎ একটী মাত্র বর্ণের স্থানে হয়।

ভাষ্যমূলম্।—কিমিদমল্‌গ্রহণমন্ত্যবিশেষণম্ আহোস্বিদ্ আদেশবিশেষণম্। কিং চাতঃ। যদ্যন্তবিশেষণম্। আদেশোঽবিশেষিতো ভবতি। তত্র কো দোষঃ। অনেকালপ্যাদেশোঽন্ত্যস্য প্রসজ্যেত। যদি পুনরলন্ত্যস্যেত্যুচ্যতে তত্রায়মপ্যর্থঃ। অনেকাল্‌শিৎ সর্ব্বস্যেত্যেতন্ন বক্তব্যং ভবতি। ইদং নিয়মার্থং ভবিষ্যতি। অলেবান্ত্যস্য ভবতি নান্য ইতি। এবমপ্যন্ত্যোঽবিশেষিতো ভবতি। তত্র কো দোষঃ। বাক্যস্যাপি পদস্যাপ্যন্ত্যস্য প্রসজ্যেত। যদি পরপোষোঽভিপ্রায়স্তন্ন ক্রিয়েতেতি অন্ত্যবিশেষণেঽপি সতি তন্ন করিষ্যতে। কথম্। ঙিচ্চালোন্ত্যস্যেতত্তন্নিয়মার্থং ভবিষ্যতি। ঙিদেবানেকালন্ত্যস্য ভবতি নান্য ইতি। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—অল্ গ্রহণ কি অন্তের বিশেষণ অথবা আদেশের বিশেষণ ?

ইহা হইতে কি হইবে ?

যদি অন্তের বিশেষণ হয়, তবে আদেশের বিশেষেণ হইবে না।

তাহাতে কি দোষ হইবে ?

আদেশ যদি অনেক অল্‌ বিশিষ্ট ও হয়, তাহা হইলে তাহাও অন্তের স্থানেই প্রাপ্ত হইবে।

পুনঃ যদি অল্‌ (প্রথমান্ত), অন্ত্যস্য এইরূপ বলা হয়, তবে সেই স্থলেও এই অর্থ হইবে ?

"অনেকাল্‌ শিৎ সর্ব্বস্য" এই সূত্র বলিবার প্রয়োজন হইবেনা। এবং সূত্র নিয়ম করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে— যদি অন্তে হয়, তবে তাহা অল্ই হইবে, অন্য হইবে না।

যদি এইরূপ হয় তাহাহইলেও তো অন্ত্য শব্দ অবিশেষণীকৃতই হইবে ?

তাহাতে কি দোষ হইবে;

বাক্যের পরে অন্তেরই প্রাপ্তি হইবে। যদি এই অভিপ্রায়েই হয়, তাহা হইলে তাহাই কর, তবে অন্তের বিশেষণে ও তাহা করা হবেনা।

কেন ?

"ঙিচ্চ' এই সূত্র, অলোঽন্ত্য'স্য সূত্রের নিয়মের জন্য হইবে— যদি অনেক বর্ণ বিশিষ্ট আদেশ অন্ত্যবর্ণ স্থানে হয়, তাহাহইলে তাহা অন্তেরই হয়, অন্যের হয়না।

কি জন্য পুনঃ ইহা বলা হইল অর্থাৎ এই "অলোঽন্ত্যস্য" সূত্র কেন করা হইল?

বার্ত্তিকমূলম্। অলোঽন্ত্যস্যেতি স্থানে বিজ্ঞাতস্যানুসংহারঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অলোঽন্ত্যস্য এই সূত্রানুসারে অন্ত্য বর্ণ স্থানে বোধিত বিষয়ের কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্। অলোঽন্ত্যস্যেত্যুচ্যতে স্থানে বিজ্ঞাতস্যানুসংহারঃ ক্রিয়তে স্থানে প্রসক্তস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—"অলোঽন্ত্যস্য এই সূত্র বলিবার প্রয়োজন এই যে, ষষ্ঠী স্থানেযোগা" এই সূত্রানুসারে কাহার স্থানে আদেশ হইবে সেই সন্দেহের নিরাশ করিবার জন্য—স্থানের প্রসঙ্গ হইলে যেন তাহা অন্ত্যবর্ণের স্থানে হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—ইতরথা হ্যনিষ্টপ্রসঙ্গঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এইরূপ না করিলে অনভিপ্রেত বিষয়ের প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ইতরথাহ্যনিষ্টং প্রসজ্যেত। টিৎকিন্মিতোঽপ্যন্ত্যস্য স্যুঃ। যদি পুনরয়ং যোগশেষো বিজ্ঞায়েত।

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যথা অনভিপ্রেত বিষয়ের প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হইবে। ট ইৎ, কইৎ, মইৎ, (কুক্, টুক্, মুম্ প্রভৃতি স্থলে ট, ক, ম প্রভৃতি ইৎ হইয়াছে) টইৎ, কইৎ, মইৎ কার্য্যও অন্ত্যবর্ণেরই হইবে।

পুনঃ যদি এই দুই সূত্র, সূত্র শেষ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ বসু-স্রংসু-ধ্বংস্বনডুহাং দঃ এই সূত্রের সহিত এক বাক্যতা করিবারজন্য অলোঽন্ত্যস্য সূত্রও তাহারই অবশিষ্ট বলিয়া মনে করা যায়?

বার্ত্তিকমূলম্।—যোগশেষে চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সূত্র শেষ বলিলেও দোষ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কিম্। অনিষ্টং প্রসজ্যেত টিৎ কিন্মিতোঽপ্যন্ত্যস্য স্যুঃ। তস্মাৎ-সুষ্ঠূচ্যতে অলোঽন্ত্যস্যেতি স্থানে বিজ্ঞাতস্যানুসংহার ইতরথাহনিষ্টপ্রসঙ্গ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কি? অর্থাৎ এই সূত্রকে সূত্রান্তরের অবশিষ্ট বলিলে কি দোষ হইবে?

অনভিপ্রেত বিষয়েরও প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হইবে—ট, ক এবং ম লোপ হইয়াছে যাহাদের, তাহারাও অন্ত্যস্থানেই আদিষ্ট হইবে। সেই হেতু, সুন্দর বলা হইয়াছে যে,—অলোঽন্ত্যস্য সূত্র, ষষ্ঠী স্থানেযোগা সূত্রানুসারে জ্ঞাত বিষয়েরই

উপসংহার করিবার জন্য ; নতুবা অনভিপ্রেত প্রসঙ্গ হইবে।

ঙিচ্চ। ৫৩।

ঙ্+ইৎ+চ।

সূত্রানুবাদ।—ঙ ইৎ হইয়াছে যাহার, তাহাও অন্তেরই হয়।

ভাষ্যমূলম্।—তাতঙন্ত্যস্য স্থানে কস্মান্ন ভবতি ঙিচ্চালোন্ত্যস্যেতি প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—(তুহ্যোস্তাতঙ্ঙাশিষ্যন্যতরস্যাম্৭।১।৩৫এই সূত্রানুসারে লোটের তু এবং হি বিভক্তির স্থানে যে ঙ ইৎ বিশিষ্ট তাতঙ্ আদেশ হইয়াছে) তাতঙ্ আদেশ, অন্ত্যস্থানে কেন হইবে না,ঙ ইৎ কার্য্যও তো অন্তবর্ণেরই প্রাপ্ত হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—তাতঙিঙিৎ করণস্য সাবকাশত্বাদ্ বিপ্রতিষেধাৎ সর্ব্বাদেশঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঙ ইৎ করণের উদ্দেশ্য অন্যত্র চরিতার্থ হইয়াছে বলিয়া তুল্যবল বিরোধ হইলেও তাতঙ্ আদেশ সকল বর্ণ স্থানে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—তাতঙি ঙিৎ করণং সাবকাশম্। কোঽবকাশঃ॥ গুণবৃদ্ধিপ্রতিষেধার্থো ঙকারঃ। তাতঙি ঙিৎকরণস্য সাবকাশত্বাদ্বিপ্রতিশেধাৎ সর্ব্বাদেশো ভবিষ্যতি। প্রয়োজনং নাম তদ্ বক্তব্যং যন্নিয়োগতঃ স্যাৎ। যদি চায়ং নিয়োগতঃ সর্ব্বাদেশঃ স্যাৎ তত এতৎ প্রয়োজনং স্যাৎ। কুতো নু খল্বেতৎ ঙিৎকরণাদয়ং সর্ব্বাদেশো ভবিষ্যতি ন পুনরন্ত্যস্য স্যাদিতি। এবন্তর্হ্যেতদেব জ্ঞাপয়তি ন তাতঙন্ত্যস্য স্থানে ভবতীতি। যদেতং ঙিতং করোতি। ইতরথাহি লোট এরুপ্রকরণ এব ব্রূয়াৎ তিহ্যোস্তাদাশিষ্যন্যতরস্যামিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তাতঙ্ আদেশের ঙ ইৎ করণ অবকাশ বিশিষ্ট।

কোথায় ইহার অবকাশ, গুণও বৃদ্ধি নিষেধের জন্য ঙ ইৎ করা হইয়াছে, তাতঙ্ আদেশে ঙ ইৎ কার্য্য চরিতার্থ হইবার অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া, তুল্য বল বিরোধে পরের কার্য্য হওয়াতে, ("অনেকাল শিৎসর্ব্বস্য" সূত্র পরে অবস্থিত) পরের কার্য্য, সকল বর্ণেরই স্থানে আদেশ হইবে। প্রয়োজন তাহাকেই বলে, যাহা নিয়োগানুসারে প্রাপ্ত হয়, যদি এই সকল বর্ণস্থানে আদেশ নিয়োগ অনুসারেই হইয়া থাকে, তাহা হইলেই এই প্রয়োজন হইবে।

কি হেতুই বা এই ঙ ইৎ করণ হেতু ইহা সকল বর্ণের স্থলেই আদেশ হইবে, আর অন্ত্যবর্ণ স্থলে হইবে না? অর্থাৎ তাতঙ্ আদেশ, তু বিভক্তির উকার স্থলেই বা কেন হইবে না?

এইরূপ বলিলে তবে ইহাই জ্ঞাপক হইবে যে, তাতঙ্ আদেশ অন্ত্যের

স্থানে হইবে না; যেহেতু ইহা (তাতঙ্‌) ঙ ইৎ বিশিষ্ট করা হইয়াছে; নতুবা লোটের তি বিভক্তির ইকার স্থানে "এরুঃ" এই সূত্রানুসারে যে-স্থলে উকার বলা হইয়াছে সেই প্রকরণেতেই ইহা বলা হইত যে "তিহ্যো-স্তাদাশিষ্যন্যতরস্যাম্‌" অর্থাৎ তি এবং হি বিভক্তির স্থানে তাৎ আদেশ হয় আশীর্ব্বাদ অর্থে, লোট্‌ বিভক্তিতে, বিকল্পে।

আদেঃ পরস্য। ৫৪।

আদেঃ। ১। পরস্য। ৬।

সূত্রানুবাদ।—পরে যাহা বিধান করা হইবে, তাহা তাহার আদির হয় বলিয়া জানিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্‌।—আলোঽন্ত্যস্যাদেঃ পরস্যানেকাল্‌শিৎ সর্ব্বস্যেত্যপবাদবি-প্রতিষেধাৎ সর্ব্বাদেশঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অলোঽন্ত্যস্য এইটী উৎসর্গ সূত্র, আদেঃ পরস্য এবং অনেকাল্‌ শিৎসর্ব্বস্য ইহারা সকলেই অপবাদক সূত্র বলিয়া, তুল্যবল বিরোধ হেতু, সর্ব্বের অন্ত্য সূত্রানুসারে সর্ব্বাদেশই প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্‌।—অলোঽন্ত্যস্যেত্যুৎসর্গঃ। তস্যাদেঃ পরস্যানেকাল্‌ শিৎ সর্ব্বস্যেত্যপবাদৌ। অপবাদবিপ্রতিষেধাৎ সর্ব্বাদেশো ভবিষ্যতি। আদেঃ পরস্যেত্যস্যাবকাশঃ। দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। দ্বীপম্‌। অন্ত-রীপম্‌। অনেকাল্‌ শিৎসর্ব্বস্যেত্যস্যাবকাশঃ। অস্তের্ভূঃ। ভবিতা ভবি-তুম্‌। ইহোভয়ং প্রাপ্নোতি। অতো ভিস ঐস্‌। অনেকাল্‌শিৎসর্ব্বস্যেত্যে-তদ্ভবতি বিপ্রতিষেধেন। শিৎসর্ব্বস্যেত্যস্যাকাশঃ। ইদম ইশ্‌। ইতঃ। ইহ। আদেঃ পরস্যেত্যস্যাবকাশঃ স এব। ইহোভয়ং প্রাপ্নোতি। অষ্টাভ্য ঔশ্‌। শিৎসর্ব্বস্যেত্যেতদ্ভবতি বিপ্রতিষেধেন।

ভাষ্যানুভাদ।—"অলোঽন্ত্যস্য" এইটী উৎসর্গ অর্থাৎ সাধারণ সূত্র, আর "আদেঃ পরস্য" এবং অনেকাল্‌ শিৎসর্ব্বস্য" এই দুইটি অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ সূত্র, সুতরাং দুইটী অপবাদ সূত্রেরই তুল্যবল বিরোধ হেতু পর কার্য্য, সকল বর্ণ স্থানেই আদেশ হইবে।" আদেঃ পরস্য"এই সূত্রেরও অবকাশ রহিয়াছে, যথা, "দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ ।৬।৩।৯৭" (দ্বি অন্তর্‌ এবং উপ-

সর্গের পরে অপ্ শব্দের অকারের স্থানে ঈ হয়) এই সূত্রানুসারে, পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা আদিষ্ট পর কার্যের, পূর্ব্ব কার্য্য হয় বলিয়া, অপ শব্দের পূর্ব্ব বর্ণ অকার স্থানে ঈকার আদেশ হইয়া দ্বীপ, অন্তরীপ, ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।

"অনেকাল্ শিৎসর্ব্বস্য" এই সূত্র চরিতার্থ হইবার অবকাশ যথা-, অস্তের্ভূঃ।২।৪।৫২ ("অস্ ধাতুর স্থানে "ভূ" আদেশ হয়, আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে।) এই সূত্রানুসারে অনেক বর্ণ বিশিষ্ট "ভূ" আদেশ হওয়াতে ভবিতা ভবিতুম্ ইত্যাদি কার্য্য সিদ্ধি হইল।

"অতোভিস ঐস্"।৭।১।৯ (অকারান্ত অঙ্গের পরস্থিত ভিস্ বিভক্তির স্থানে ঐস্ আদেশ হয়।) এই স্থলে উভয়ই প্রাপ্তি হইতেছে।

(পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত "আদেঃ পরস্য" সূত্রের, এবং ঐস্ এইটি অনেক বর্ণ আদেশ প্রযুক্ত "অনেকাল্ শিৎ সর্ব্বস্য" সূত্রের, প্রাপ্তি হইয়াছিল।) কিন্তু তুল্যবল বিরোধে পরকার্য্য হয় বলিয়া এস্থলে "অনেকাল্ শিৎসর্ব্বস্য" এই সূত্রেরই প্রাপ্তি হইবে।

শইৎ হইলে সকলের স্থানে হয়, তাহার এই অবকাশ আছেযে, "ইদম ইশ্" ।৫।৩।৩।(প্রাগ্দিশীয় প্রত্যয় পরে থাকিলে "ইদম্" শব্দের স্থানে "ইশ্" আদেশ হয়।) এই সূত্রানুসারে ইত, ইহ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, আর "আদেঃ পরস্য" এই সূত্র প্রাপ্তির অবকাশ সেই পূর্ব্বদর্শিত (দ্বীপ প্রভৃতি) ই রহিয়াছে। "অষ্টাভ্য ঔশ্" ।৭।১।২১ এই সূত্রে ৫মী বিভক্তি প্রযুক্ত "আদেঃ পরস্য" সূত্রেরও প্রাপ্তি হইতেছে এবং আদিষ্ট ঔশাদেশে শকার লোপ প্রযুক্ত সর্ব্বাদেশও প্রাপ্তি হইতেছে, সুতরাং উভয় প্রাপ্তি স্থলে তুল্যবল বিরোধে পরকার্য্য হয় বলিয়া, অনেকাল্ শিৎসর্ব্বস্য সূত্রানুসারে শকার ইৎ এর কার্য্যই হইবে।

অনেকাল্ শিৎসর্ব্বস্য। ৫৫।

ন+এক+অল্—শ্+ইৎ—সর্ব্বস্য ।৬।

সূত্রানুবাদ।—একের অধিক বর্ণ এবং শকার লোপ বিশিষ্ট বর্ণ আদেশ হইলে তাহা সকল বর্ণ স্থানে হয়।

ভাষ্যমূলম্।—শিৎসর্ব্বস্যেতি কিমুদাহরণম্। ইদম ইশ্। ইতঃ। ইহ। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। শিৎকরণাদেবাত্র সর্ব্বাদেশো ভবিষ্যতি। ইদং তর্হি অষ্টাভ্য ঔশ্। নমু চাত্রাপি শিৎকরণাদেব সর্ব্বাদেশো ভবিষ্যতি। ইদং তর্হি। জসঃ শী। জশ্‌শসোঃ শিঃ। নমু চাত্রাপি শিৎকরণাদেব সর্ব্বাদেশো ভবিষ্যতি। অস্ত্যন্যচ্ছিৎকরণে প্রয়োজনম্। কিম্। বিশেষণার্থঃ শকারঃ। ক বিশেষণার্থেনার্থঃ। শি সর্ব্বনামস্থানম্। বিভাষা ঙিশ্যোরিতি। শিৎ সর্ব্বস্যেতি শক্যমকর্ত্তুম্। কথম্। অন্ত্যস্যাঽয়ং স্থানে ভবন্ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। অসত্যাং প্রত্যয়সংজ্ঞায়ামিৎসংজ্ঞা ন স্যাৎ। অসত্যামিৎ সংজ্ঞায়াং লোপো ন স্যাৎ। অসতি লোপে অনেকাল্। যদা অনেকাল্ তদা সর্ব্বাদেশঃ। যদা সর্ব্বাদেশঃ তদা প্রত্যয়ঃ। যদা প্রত্যয়স্তদেৎ সংজ্ঞা যদেৎ সংজ্ঞা তদালোপঃ। এবং তর্হি সিদ্ধে সতি যচ্ছিৎসর্ব্বস্যেত্যাহ তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ অস্ত্যেষা পরিভাষা নানুবন্ধকৃতমনেকাল্ত্বং ভবতীতি। কিমেতস্য জ্ঞাপনে প্রয়োজনম্। তত্রাঽসরূপসর্ব্বাদেশদাপ্‌প্রতিষেধেষু পৃথক্ নির্দ্দেশোঽনাকারান্তত্বাদিত্যুক্তং তন্ন বক্তব্যং ভবতি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে ব্যাকরণমহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে সপ্তমাহ্নিকম্।

ভাষ্যানুবাদ।—শইৎ কার্য্য যে সকলের স্থানে হয়, তাহার উদাহরণ কি ? "ইদম ইশ্" এই সূত্রানুসারে ইদম্ এই সকল বর্ণ স্থানে "ই" হইয়া তস্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের সহিত যোগ হওয়াতে ইতঃ, ইহ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইল। ইহা কোন প্রয়োজন নহে, কারণ শকার ইৎ করা হেতুই এই স্থলে সকলের স্থানে আদেশ হইবে, অর্থাৎ ইশ্ আদেশের ইৎ বিশিষ্ট শকার লইয়া একের অধিক বর্ণ হওয়াতে, অনেকাল্ হইয়াছে বলিয়াই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

তবে অষ্টাভ্য ঔশ্ এই সূত্রে প্রয়োজন হইবে। যদি বল যে এই স্থলেও শইৎ করাতেই, সকল বর্ণ স্থানে আদেশ হইবে। তবে "জসঃ শী, "জশ্‌শসোঃ শিঃ"। এই স্থলে প্রয়োজন হইবে।

যদি বল যে, এস্থলেও শইৎ প্রযুক্তই সকলের স্থানে আদেশ হইবে।

এস্থলে শকার ইৎ করিবার অন্য প্রয়োজন আছে কি ?

বিশেষণ করিবার জন্য শকার ইৎ এর প্রয়োজন।

বিশেষণের শইৎ করিয়া কি প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে ?

"শি সর্ব্বণাম স্থানম্"।১।১।৪২ এই সূত্রানুসারে শি বিভক্তির সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হইবার জন্য ("জস্" বিভক্তিতে"শি" আদেশ করা হইয়াছে) যাহাতে "বিভাষা ঙিশ্যোঃ। ৬।৪।১৩৬। এই সূত্রানুসারে শিবিভক্তি পরে থাকিলেও বিকল্পে অকারের লোপ হইবার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় হয়।

"শিৎ সর্ব্বস্য" ইহা না করিলেও চলে।

কিরূপে?

ইহা (শ) অন্তের স্থানে হইয়া আর প্রত্যয় হইবে না; প্রত্যয় সংজ্ঞা না হইলে (লশক্বতদ্ধিতে" এই সূত্রানুসারে) ইৎ সংজ্ঞাও হইবে না—ইৎ সংজ্ঞা না হইলে (তস্যলোপঃ এই সূত্রানুসারে) লোপও হইবে না--লোপ নাহইলে অনেকাল্ অর্থাৎ একের অধিক বর্ণ হইলে, যখন অনেকাল্ হইবে তখনই সকলের স্থানে আদেশ হইবে-যখন সকলের স্থানে আদেশ হইবে, তখনই প্রত্যয় হইবে—যখনই প্রত্যয় হইবে তখনই ইৎ সংজ্ঞা হইবে, যনখই ইৎ সংজ্ঞা হইবে তখনই লোপ হইবে। এইরূপে অনেকাল্ত্ব প্রযুক্ত কার্য্যসিদ্ধ হইলেও যখন আচার্য্য পাণিনি আবার "শিৎ সর্ব্বস্য" এইরূপ বলিয়াছেন তখনই তিনি জানাইয়াছেন যে, এস্থলে এই পরিভাষা জানিতে হইবে যে, অনুবন্ধকৃত অনেকাল্ত্ব স্বীকার্য্য নহে, অতএব এই স্থলেও শকার ইৎ কোনও কার্য্য সিদ্ধির জন্য করা হইয়াছে, কিন্তুপরে তাহা লোপ করিয়াছেন বলিয়া তাহা অনুবন্ধ হইয়াছে সুতরাং এই অনুবন্ধ কৃত শকারকে লইয়া একটি বর্ণ মানিয়া অনেকাল্ত্ব অর্থাৎ একাধিক বর্ণত্ব স্বীকার করা যাইতে:পারে না।

এইটি জ্ঞাপনের কি প্রয়োজন?

এই স্থলে অসরূপ, সর্ব্বাদেশ, দাপ্, নিষেধে পৃথক্ নির্দ্দেশ,অনাকারান্ত—ত্বাদি হেতু বলা হইয়াছে বলিয়া তাহা আর বলিতে হইবে না অর্থাৎ অনুবন্ধ বর্ণকে নিমিত্ত করিয়া যে স্বারূপ্যের অভাব তাহা বলাউচিত নহে, আর একাধিক বর্ণ প্রযুক্ত যে,সকল বর্ণ স্থানে আদেশ, তাহাও হইবে না এবং দৈপ্ ধাতুর স্থানে দাপ্ আদেশ হইবে না, কারণ পকার লোপ হইলে তাহাতে অনল্ স্বীকার হেতু" দৈ"এই স্থলে এচ্ অন্তও হইবে আর আপ্ত্ব ধর্ম্মও হইবে আর আপ্ত্ব ধর্ম্ম ও হইবে সুতরাং আকারান্ত হয় নাই বলিয়া যে দৈপ্ ধাতুর পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আর বলিবার প্রায়াজন ইবে না।

শ্রীমদ্ভগবৎ পতঞ্জলি বিরচিত ব্যাকরণ মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তমাহ্নিক সম্পূর্ণ।

স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ। ৫৬।

স্থানিবৎ—আদেশঃ ১—ন—অল্—বিধৌ। ৭।

সূত্রানুবাদ।—যাহা আদেশ হয় তাহা স্থানির ন্যায় হয়, কিন্তু স্থানী অল্ আশ্রয় বিধি হইলে, তাহা হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—বৎকরণং কিমর্থম্। স্থান্যাদেশোঽনল্বিধাবিতীয়ত্যুচ্যমানে সংজ্ঞাধিকারোঽয়ং তত্র স্থানী আদেশস্য সংজ্ঞা স্যাৎ। তত্র কো দোষঃ। আঙো যমহন আত্মনেপদং ভবতীতি বধেরেব স্যাৎ। হন্তের্ন স্যাৎ। বৎকরণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি স্থানি কার্য্য আদেশে অতিদিশ্যতে গুরুবদ্ গুরুপুত্র ইতি যথা। অথাদেশগ্রহণং কিমর্থম্। স্থানিবদনল্বিধাবিতীয়ত্যুচ্যমানে ক ইদানীং স্থানিবৎস্যাৎ। যঃ স্থানে ভবতি। কশ্চ স্থানে ভবতি। আদেশঃ। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। আদেশমাত্রং স্থানিবদ্যথা স্যাৎ। একদেশবিকৃতস্যোপসংখ্যানং চোদয়িষ্যতি তন্ন বক্তব্যং ভবতি। অথ বিধি গ্রহণং কিমর্থম্। সর্ব্ব বিভক্ত্যন্ত সমাসো যথা বিজ্ঞায়েত। অলঃ পরস্য বিধিঃ। অল্বিধিঃ। অলোবিধিঃ। অল্বিধিঃ। অলিবি বিধিঃ। অল্বিধিঃ। অলা বিধিরল্বিধিরিতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। প্রাতিপদিকনির্দ্দেশোঽয়ম্। প্রাতিপদিক নির্দ্দেশাশ্চার্থতন্ত্রা ভবন্তি। ন কাং চিৎপ্রাধান্যেন বিভক্তিমাশ্রয়ন্তি। তত্র প্রাতিপাদিকার্থে নির্দ্দিষ্টে যাং যাং বিভক্তিমাশ্রয়িতুং বুদ্ধিরুপজায়তে সা সা আশ্রয়িতব্যা। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। উত্তরপদলোপো যথা বিজ্ঞায়েত। অল মাশ্রয়তেঽলাশ্রয়ঃ। অলাশ্রয়ো বিধিঃ। অল্বিধিরিতি। যত্র প্রাধান্যেনালাশ্রীয়তে। তত্রৈব প্রতিষেধঃ স্যাৎ। যত্র বিশেষণত্বেনালাশ্রীয়তে তত্র প্রতিষেধো নস্যাৎ। কিং প্রয়োজনম্। প্রদীব্য প্রসীব্যেতি। বলাদিলক্ষণ ইড্ভমাভূদিতি। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে। স্থান্যাদেশপৃথক্ত্বাদাদেশে স্থানি বদনুদেশো গুরুবদ্গুরুপুত্র ইতি যথা। অন্যঃ স্থানী অন্য আদেশঃ। স্থান্যাদেশপৃথক্ত্বাদতেস্মাৎ কারণাৎ স্থানিকার্য্যমাদেশে ন প্রাপ্নোতি। তত্র কো দোষঃ। আঙো-

যমহন ইত্যাত্মনেপদং ভবতীতি হন্তেরেব স্যাৎ বধের্ন স্যাৎ ইষ্যতে চ বধেরপি স্যাদিতি। তাচ্চন্তরেণ যত্নং ন সিদ্ধ্যতীতি তস্মাৎ স্থানিবদনুদেশঃ। এবমর্থমিদমুচ্যতে গুরুবদ্গুরু পুত্র ইতি যথা। তদ্যথা। গুরুবদ্গুরুপুত্রে বর্ত্তিতব্যমিতি গুরৌ যৎকার্য্যং তদ্গুরুপুত্রে অতিদিশ্যতে। এবমিহাপি স্থানিবৎকার্য্যমাদেশে অতিদিশ্যতে। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। লোকত এতৎ সিদ্ধম্। তদ্যথা। লোকে যো যস্য প্রসঙ্গে ভবতি লভতেঽসৌ তৎকৃতানি কার্য্যাণি। তদ্যথা। উপাধ্যায়স্য শিষ্যো যাজ্যকুলানি গত্বা অগ্রাসনাদীনি লভতে। যদ্যপি তাবল্লোক এষ দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টান্তস্যাপি তু পুরুষারম্ভো নির্বর্ত্তকো ভবতি। অস্তি চেহ কশ্চিৎপুরুষারম্ভঃ। অস্তীত্যাহ। কঃ। স্বরূপ পরিবিধির্নাম। হন্তেরাত্মনেপদমুচ্যমানং হন্তেরেব স্যাৎ বধের্ন স্যাৎ। এবং তর্হ্যাচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি স্থানিবদাদেশো ভবতীতি। যদয়ং যুষ্মদস্মদোরনাদেশ ইত্যাদেশে প্রতিষেধং শাস্তি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। যুষ্মদস্মদোর্বিভক্তৌ কার্য্যমুচ্যমানং কঃ প্রসঙ্গো যদাদেশেঽপি স্যাৎ পশ্যতি ত্বাচার্য্যঃ স্থানিবদাদেশো ভবতীতি অত আদেশে প্রতিষেধং শাস্তি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। অনল্বিধাবিতি প্রতিষেধং বক্ষ্যামীতি। ইহ মা ভূৎ। দ্যৌঃ পন্থাঃ স ইতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। অল্বিধৌ স্থানিবদ্ভাবো ন ভবতীতি। যদয়মদো জগ্ধির্ল্যপ্তি কিতীত্যেব সিদ্ধে ল্যব্ গ্রহণং করোতি। তস্মান্নার্থোঽনেন যোগেন।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রে বৎ শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল?

"স্থান্যাদেশোঽনল্ বিধৌ" এইরূপ বলিলে এই যে সংজ্ঞাধিকারে পঠিত সূত্র তাহাতে স্থানী আদেশর ও সংজ্ঞা হইবে।

তাহতে কি দোষ হইবে?

"আঙো যমহনঃ"।১।৩।২৮ (আঙ্ পূর্ব্বক যম ধাতু এবং হন ধাতু আত্মনে পদ হয়)। এই সূত্রানুসারে, অত্মানেপদহয় বলিলে ("স্বং রূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা" এই সূত্রানুসারে সংজ্ঞাবাচক শব্দকে বুঝায় না বলিয়া) বধ শব্দেরই অত্মেনে-পদ হইবে হন শব্দের হইবে না। কিন্তু বৎ (মত) শব্দের গ্রহণ করিলে কোনও দোষ হইবে না, কারণ স্থানির যে কার্য্য তাহা স্বদেশকে (স্বস্থানকে) অতিক্রম করিয়া আদেশেও যাইয়া উপস্থিত হইবে। যেমন গুরুবৎ গুরু-পুত্রে ব্যবহার করিতে হয় অর্থাৎ গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রে ব্যবহার করিতে বলিলে, যেমন গুরুকে যেরূপ মান্য করা উচিত সেইরূপ মান্য করিতে

হয়, কিন্তু কখনও তাহাকে গুরু বলিয়া মনে করিতে হয়; না, সেইরূপ এই স্থলেও স্থানির যে স্বরবর্ণত্ব অথবা ব্যঞ্জন বর্ণত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম আদেশেও তাহাই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া আদেশ একেবারে স্থানী হইয়া যায় না সুতরাং সংজ্ঞা প্রাপ্তি প্রভৃতি কোনও দোষও হইতে পারে না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এইযে, সূত্রে "আদেশ" শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল?

"স্থানিবদনল্‌বিধৌ" মাত্র ইহাই বলিলে এক্ষণে স্থানির ন্যায় কি হইবে?

যাহা স্থানে হয় তাহাই হইবে।

স্থানে কি হয়?

আদেশ হয়।

তাহা হইলে ইহাও প্রয়োজন যে, আদেশ মাত্রেই অর্থাৎ যে স্থানে যত আদেশ আছে সকলই যাহাতে স্থানির মত হইতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। একদেশ বিকৃত হইলেও তাহা অন্যের ন্যায় হয় না, এইরূপ যে বলা হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে সূত্রে বিধি শব্দ কেন গ্রহণ করাহইল?

সকল বিভক্ত্যন্ত শব্দের উত্তরই যাহাতে সমাস বোধ হইতে পারে। অল্‌ এর পরে যে বিধি, সে অল্‌ বিধি (এ স্থলে পঞ্চম্যন্ত অলঃ)। অলঃ বিধি (ষষ্ঠ্যান্ত অলঃ) অর্থাৎ অলের স্থানে যে বিধি, সে অল্‌ বিধি। অলি বিধি (৭ ম্যন্ত অলি) অর্থাৎ অল্‌ পরে থাকিলে যে বিধি সে অল্‌ বিধি অলা বিধি (৩ য়ান্ত অলা) অর্থাৎ অলের দ্বারা বিধেয় যে বিধি সে অল্‌ বিধি. এইরূপ জানিতে হইবে।

এইরূপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই এ স্থলে প্রাতিপদিক নির্দ্দেশ করা হইবে অর্থাৎ অল্‌ এই শব্দটি কোনও বিভক্ত্যন্ত নির্দ্দেশ করা হইবেনা, মূল শব্দ নির্দ্দেশ করা হইবে। সেই যে প্রাতিপদিক নির্দ্দেশ, তাহা অর্থানুযায়ী হইয়া থাকে, সে কখনও প্রধানরূপে কোনও বিভক্তিকে আশ্রয় করেনা; সুতরাং প্রাতিপদিক অর্থ নির্দ্দেশ করিলে যখন যে বিভক্তিকে আশ্রয় করিবার জন্য বুদ্ধি উপস্থিত হইবে, তখন সেই সেই বিভক্তিই আশ্রয়ের যোগ্য হইবে।

তাহা হইলে ইহা প্রয়োজন হইবে যে, পর পদের যাহাতে লোপ বিধান হইতে পারে। অল্‌কে আশ্রয় করে এই বলিয়া অলাশ্রয়, অলাশ্রয়রূপ যে বিধি অল্‌ বিধি, এইস্থলে পর পদস্থিত আশ্রয় শব্দের লোপ জানিতে হইবে, নতুবা যে স্থলে প্রধানরূপে অল্‌কে আশ্রয় করিবে সেই স্থলেই নিষেধ প্রাপ্তি হইবে,

কিন্তু যে স্থলে বিশেষণত্ব রূপে অল্‌কে আশ্রয় করিবে সেই স্থলে নিষেধ হইবে না।

না হইল, তাহার প্রয়োজন কি?

প্রদীব্য প্রসীব্য এই সকল স্থলে দিব্‌ সিব্‌ ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্‌ প্রত্যয় করিয়া উপসর্গ পূর্ব্বে থাকাতে ল্যপ্‌ হইলে বলাদি লক্ষণ মানিয়া ইট্‌ প্রাপ্তি হইবেনা। অর্থাৎ এইস্থলে বল্‌ প্রত্যাহারে আর্দ্ধধাতুকেরই মুখ্য ব্যবহার হইলেও গৌণ ব্যবহার প্রযুক্ত অলত্ব ধর্ম্ম আনিয়া ইট্‌ হইবেনা।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা (এই সূত্র) কেন বলা হইল?

স্থানী এবং আদেশ পৃথক্‌ হইলে ও আদেশে স্থানীর ন্যায় অনুদেশ অর্থাৎ পশ্চাদাদেশ প্রাপ্তি হইবে, যেমন গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রের ব্যবহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

স্থানি ও অন্য এবং আদেশ ও অন্য, সুতরাং স্থানি এবং আদেশ পৃথক্‌ বলিয়া আদেশে স্থানিকার্য্য প্রাপ্তি হইবেনা।

তাহাতে কি দোষ হইবে?

"আঙোযমহন" এই সূত্রানুসারে (যম্‌ এবং হন ধাতুর) আত্মনে পদ হইয়া থাকে; তাহা হন ধাতুরই হইবে কিন্তু তৎস্থানে আদিষ্ট বধ শব্দের হইবেনা অথচ বধ শব্দের ও আত্মনে পদ হউক এইরূপ ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহা যত্ন ব্যতীত সিদ্ধ হইবেনা; সুতরাং স্থানিবদ্‌ভাব, অনুদেশ করিতে হইবে। এই জন্যই ইহা বলা হইল যে গুরুবৎ গুরুপুত্রে যেমন হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন গুরুবৎ গুরু-পুত্রে বর্ত্তিতব্যম্‌ এই কথা বলিলে গুরুতে যে কার্য্য বর্ত্তমান ছিল, তাহা তাহাকে অতিক্রম করিয়া সেই গুরুপুত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেইরূপ এই স্থলেও স্থানির ন্যায় কার্য্য আদেশেও প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ লৌকিক ব্যবহার হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে, যেমন লোকে যে যার প্রসঙ্গে অবস্থান করে তৎকৃত কার্য্যও সে লাভ করিয়া থাকে, যথা অধ্যাপকের শিষ্য যজমানের ছেলের কাছে গমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে আসন প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই স্থলেও হইবে।

যদিও লোক সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে বটে, কিন্তু বিশেষ বিধানের জন্য যদি কোন পুরুষ কোনও কার্য্য আরম্ভ করে তাহাতো দৃষ্টান্তের নিবর্ত্তক হইয়া থাকে।

এইস্থলে কি কোনও পুরাষারম্ভ রহিয়াছে?

আছে, এইরূপ বলিতেছেন।

কি ?

স্বরূপবিধির্নাম অর্থাৎ স্বংরূপংশব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা এই সূত্রানুসারে শব্দের নিজের রূপেরই গ্রহণ হয়, শব্দ শাস্ত্রে বিধেয় সংজ্ঞা ব্যতীত এই বলিয়া হন ধাতুর আত্মনেপদ বিধান করিলে কেবল হন এই প্রকৃতি বিশিষ্ট হন ধাতুরই হইবে, কিন্তু বিধেয় বধ শব্দের হইবেনা। এইরূপ হইলে, তবে আচার্য্য পাণিনির, অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিবে যে, আদেশ তাহার স্থানির ন্যায় হইয়া থাকে। যেহেতু তিনি যুষ্মদ্ এবং অস্মদ্ শব্দের স্থলে আকার আদেশ হয়, আদেশ না হইলে, হলাদি বিভক্তি পরে থাকিলে ("যুষ্মদস্মদোরনাদেশে")।৭।২।৮৬ এইরূপ নিষেধ বিধায়ক সূত্র করিয়াছেন।

কিরূপে ইহা জ্ঞাপক হইল ?

যুষ্মদ্ এবং অস্মদ্ শব্দের বিভক্তিতে কার্য্য কথিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে এমন কি প্রসঙ্গ আছে যে, তাহা যুষ্মদ্ও অস্মদ্ স্থানে যে আদেশ হইবে, তাহা আদেশেও প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু আচার্য্য পাণিনি "স্থানিবদাদেশঃ" সূত্রের প্রসঙ্গ দেখিয়াই, মনে করিয়াছেন যে, আদেশওতো স্থানির ন্যায় হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতেও আকার প্রাপ্তি হইতে পারে, এই সম্ভাবনা দেখিয়াই তিনি আদেশে কার্য্য নিষেধ করিতেছেন।

ইহাও তবে প্রয়োজন হইবে, অনল্ বিধৌ অর্থাৎ একটি মাত্র বর্ণ না হইলে স্থানির ন্যায় হয়, এইরূপ নিষেধ বলিব।

এই স্থলে না হউক, যথা দ্যোঃ (দিব্ধাতুর স্থানে "ঊৎ" আদেশ) পন্থাঃ পথিন্ শব্দের স্থানে আকারান্ত আদেশ) দিব্ প্রভৃতিশব্দ হলন্ত হওয়াতে দ্যোঃ প্রভৃতি শব্দেও সেই স্থানির ধর্ম্ম স্থানিবদ্ভাব বলিয়া মানিলে (হল্-ঙাব্ভ্যো সূত্রানুসারে) সু বিভক্তির লোপ হইয়া বিসর্গান্ত দ্যোঃ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

ইহারও কোন প্রয়োজন নাই, কারণ আচার্য্যের অভিপ্রায়ই জানাইতেছে, যে অল্ অর্থাৎ একটিমাত্র বর্ণ বিধিতে স্থানিবদ্ভাব হয় না ; যেহেতু তিনিই "অদোজগ্ধির্ল্যপ্তিকিতি" ।২।৪।৩৬। (অদ্ধাতুর স্থানে জগ্ধি আদেশ হয় ল্যপ্ পরে থাকিলে এবং তকারাদি বিশিষ্ট ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে ক ইৎ এর সিদ্ধি হইলেও আবার ল্যপ্ গ্রহণ করিয়াছেন,

অতএব এই (অনল্ বিধৌ) সূত্রাংশের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ যখন ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের মধ্যে কইৎ রহিয়াছে, তাহার স্থানে আদিষ্ট ল্যপ্ প্রত্যয় ও যখন সেই স্থানিবদ্ভাব মানিয়া ক ইৎ কার্য্যাই হইবে, তখন পুনরায় অদো-জগ্ধি সূত্রে ল্যপ্ প্রত্যয়ের গ্রহণ করিলেন কেন, সেই হেতুই জানা যাইতেছে যে, এই সূত্রের প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—আরভ্যমাণেঽপ্যেতস্মিন্ যোগে অল্বিধৌ প্রতিষেধেঽ-বিশেষণেঽপ্রাপ্তিস্তস্যাদর্শনাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এই সূত্র আরম্ভ করিলেও অল্ বিধিতে নিষেধ প্রাপ্তি হইলে, তাহার অবিশেষণে অদর্শন হেতু অপ্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অল্বিধৌ প্রতিষেধেঽসত্যপি বিশেষণে সমাশ্রীয়মানে অসতি তস্মিন্ বিশেষণে অপ্রাপ্তির্বিধেঃ। প্রদীব্য প্রসীব্য। কিংকারণম্। তস্যা-দর্শনাৎ। বলাদেরিত্যুচ্যতে ন চাত্র বলাদিং পশ্যামঃ। ননু চৈবমর্থ"এবায়ং যত্নঃ ক্রিয়তে। অন্যস্য কার্য্যমুচ্যমানমন্যস্য যথাস্যাদিতি। সত্যমেবমর্থো ন প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অল্ বিধির নিষেধ প্রসঙ্গে বিশেষণের আশ্রয় না করি-লেও তাহার বিশেষণ না হওয়াতে বিধির প্রাপ্তি হইবে না, যেমন প্রদীব্য এই সকল স্থলে প্র পূর্ব্বক দিব্ ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় করিয়া ল্যপ্ প্রত্যয়ের স্থানিবদ্ভাবের অভাব হেতু, ইট্" বিধান না হওয়াতে প্রদীব্য প্রসীব্য প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না।

তাহার কারণ কি?

তাহার অদর্শন হেতু ("আর্দ্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ" ৭।২।৩৫। বল্ আদি বিশিষ্ট আর্দ্ধ ধাতুক পরে থাকিলে ইট্ আগম হয়,) এই সূত্রে বল্ আদির বিষয় বলা হইয়াছে, কিন্তু এই স্থলে বল্ আদি দেখিতে পাইতেছিনা অর্থাৎ আদিষ্ট ল্যপ্ প্রত্যয়ের আদি লকার থাকাতে তাহাতে বল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আমরা দেখিতে পাইতেছিনা। যদি বল যে, এই জন্যই এই চেষ্টা করা হইয়াছে যে, অন্যের কার্য্য উল্লেখ করিলে যাহাতে অন্যেরই আদেশ হয়।

তাহা হইলেও এই অর্থ প্রাপ্তি হইবে না।

তাহার কারণ কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—সামান্যাতিদেশে হি বিশেষানতিদেশঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সামান্যের অতিদেশ হইলে বিশেষের অতিদেশ হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—সামান্যে হ্যতিদিশ্যমানে বিশেষো নাতিদিষ্টো ভবতি। তদ্যথা। ব্রাহ্মণবদস্মিন্ ক্ষত্রিয়েবর্ত্তিতব্যমিতি সামান্যং যদ্ ব্রাহ্মণকার্য্যং তৎ ক্ষত্রিয়েঽতিদিশ্যতে। যদ্বিশিষ্টং মাঠরে কৌণ্ডিল্যে বা ন তদতিদিশ্যতে। এবমিহাপি যৎসামান্যং প্রত্যয়কার্য্যং তদতিদিশ্যতে যদ্বিশিষ্টং বলাদেরিতি ন তদতিদিশ্যতে। যদ্যেবমগ্রহীৎ ইট ঈটীতি সিচো লোপো ন প্রাপ্নোতি। অনল্বিধাবিতি পুনরুচ্যমানে ইহাপি প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। প্রদীব্য প্রসীব্যেতি। বিশিষ্টং হ্যেষোঽনলমাশ্রয়তে বলঃ নাম। ইহ চ প্রতিষেধো ন ভবিষ্যতি অগ্রহীদিতি। বিশিষ্টং হ্যেষোঽনলমাশ্রয়তে ইটং নাম। যদি তর্হি সামান্যমপ্যাদিশ্যতে বিশেষশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ।—সাধারণ কার্য্যে স্বস্থানকে অতিক্রম করিলেও বিশেষ কার্য্যে স্বস্থানকে অতিক্রম করিবেনা। যেমন এই ক্ষত্রিয় সমূহে ব্রহ্মণের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিবে, এইরূপ বলিলে ব্রহ্মণের যে সমস্ত সাধারণ কার্য্য তাহাই ক্ষত্রিয়ে যাইয়া বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু মাঠর ঋষি বা কৌলিন্য ঋষি ও ব্রাহ্মণ বিশেষ বলিয়া যাহা অতিরিক্ত ধর্ম্ম আছে তাহা কখনও ক্ষত্রিয়ের প্রতি, বিধেয় হইতে পারে না, সেইরূপ এই স্থলেও যে প্রত্যয়ের সাধারণ কার্য্য (যেমন বহুবিধ) ইত্যাদি স্থলে সার্ব্বধাতুক এবং আর্দ্ধধাতুক প্রযুক্ত কার্য্য) তাহা অতিদেশ হইতে পারে, কিন্তু বল্ প্রত্যাহার নিমিত্ত যে ইট্ বিধান প্রভৃতি বিশিষ্ট কার্য্য, তাহা কখনও অতিদেশ হইবেনা।

যদি এইরূপই হয়, তবে "অগ্রহীৎ" এই স্থলে "ইট ঈটি"।৮।২।২৮ (ইটের পরস্থিত স কারের লোপ হয় ঈট্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে সিচের লোপ প্রাপ্ত হইবেনা। অনল্ বিধৌ এই কথা বলিলে এই স্থানেও নিষেধ হইবে। যেমন প্রদীব্য প্রসীব্য ইত্যাদি এই স্থলে যে ইট্ বিধি, তাহা বিশিষ্ট বল্ নামক অল্‌কে আশ্রয় করিয়াছে। অগ্রহীৎ এই স্থলে নিষেধ হইবেনা, যেহেতু এই স্থলেও ইট্ নামক বিশিষ্ট অনল্‌কে আশ্রয় করিয়াছে।

তবে যদি সামান্যকে এবং বিশেষকেও অতিদেশ করা হয়?

বার্ত্তিকমূলম্।—সত্যাশ্রয়ে বিধিরিষ্টঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উভয় আশ্রয়ে যে বিধি, তাহা অভিপ্রেত।

ভাষ্যমূলম্। সতি চ বলাদিত্বে ইটা ভবিতব্যম্। অরুদিতাম্। অরুদিতম্। অরুদিত। কিমতো যৎসতি ভবিতব্যম্। প্রতিষেধস্তু প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্।

অল্বিধিত্বাৎ। অল্বিধিরয়ং ভবতি। তত্রানল্বিধাবিতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বলাদিত্ব ধর্ম্ম থাকিলেই, যে স্থলে ইট্ হইয়া থাকে, যেমন অরুদিতাম্, অরুদিতম্, অরুদিত (" রুদাদিভ্যঃ সার্ব্ব ধাতুকে" ।৭।২।৭৬। এই সূত্রানুসারে বল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলেই আর্দ্ধধাতুক না থাকিয়া সার্ব্বধাতুক পরে থাকাতেও অরুদিতাম্ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে)

আশ্রয়সত্বেও যাহা হইয়া থাকে তাহাতে কি হইবে? নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

তাহার কারণ কি?

অল্ বিধি হেতু। যেহেতু ইহা অল্বিধি হইয়াছে, অথচ সেই স্থলে অনল্বিধি এই সূত্রানুসারে নিষেধ প্রাপ্তি হইতেছে।

বার্ত্তিকমূল।—ন বানুদেশিকস্য প্রতিষেধাদিতরেণ ভাবঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। অথবা অনুদেশিকের অন্যভাব হেতু দোষ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। আনুদেশিকস্য প্রতিষেধাৎ। অস্ত্বত্রা ২২ নুদেশিকস্য বলাদিত্বস্য প্রতিষেধঃ। স্বাশ্রয়মত্র বলাদিত্বং ভবিষ্যতি। নৈতদ্বিবদামহে বলাদিন বলাদিরিতি। কিং তর্হি। স্থানিবত্তাবাৎ সার্বধাতুকত্ব-মেষিতব্যম্ তত্রানল্বিধাবিতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। কিং পুনরাদেশিন্যল্যাশ্রীয়-মাণে প্রতিষেধো ভবত্যাহোস্বিদবিশেষেণ আদেশে আদেশিনি চ। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই স্থলে কোনও দোষ হইবেনা।

কারণ কি?

যেহেতু আনুদেশিকেরই নিষেধ হইয়া থাকে। এই স্থলে আনুদেশিক—অতি দেশ প্রয়োজন বিশিষ্ট অর্থাৎ স্বস্থানকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে যে. সেই আনুদেশিকের বলাদি লক্ষণ প্রযুক্ত, ইটের নিষেধ প্রাপ্তি হউক, কিন্তু এই স্থলে, স্ব আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত, স্থানিবত্তাব মানিয়া বলাদিলক্ষণের ইট্ বিধান হইবে।

আমরা এইরূপ বিবাদ করিতেছিনা যে, বলাদির হইবে, কি বলাদির হইবে না।

তবে কি?

স্থানিবত্তাব হেতু সার্ব্বধাতুকত্ব প্রাপ্তি ইচ্ছা করা হইতেছে, কিন্তু সেই স্থলে, অল্ বিধিতে নিষেধ হয় বলিয়া, নিষেধ প্রাপ্তি হইবে অর্থাৎ রুদ ধাতুর উত্তর সার্ব্বধাতুকে বলাদি পরে থাকিলে ইট্ আগম হয় কিন্তু সেই ইট্ আগম

অল্ বিধি বলিয়া সার্ব্বধাতুকের স্থানিবদ্ভাব মানিয়া ইট্ প্রাপ্তি হইবে না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই স্থলে কি আদেশী অর্থাৎ স্থানী অল্‌কে আশ্রয় করিয়া প্রাপ্ত বিধিতে তাহার নিষেধ করিবে, অথবা কোনও বিশেষরূপে না বুঝাইয়া আদেশ এবং আদেশী উভয়েতেই নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

এতদুভয়ের প্রভেদ কি ?

বার্ত্তিকমূলম্।—আদেশ্যল্বিধি প্রতিষেধে কুরুবধপিবাং গুণবৃদ্ধি প্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আদেশীতে অল্বিধিরনিষেধ করিলে কুরু, বধ এবং পিব এই সকলের গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—আদেশ্যল্বিধি প্রতিষেধে কুরু বধপিবাং গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। কুর্বিত্যত্র স্থানিবদ্ভাবাদঙ্গসংজ্ঞা স্বাশ্রয়ং চ লঘূপধত্বং তত্র লঘূপধগুণঃ প্রাপ্নোতি। বধক ইত্যত্র স্থাটিবদ্ভাবাদঙ্গসংজ্ঞা স্বাশ্রয়ং চাহপধত্বং তত্র বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। পিবেত্যত্র স্থানিবদ্ভাবাদঙ্গসংজ্ঞা স্বাশ্রয়ঞ্চ লঘূপধত্বং তত্র লঘূপধগুণঃ প্রাপ্নোতি। অস্তু তর্হ্য বিশেষেণ আদেশ আদেশিনি চ।

ভাষ্যানুবাদ।—স্থানিতে অল্বিধির নিষেধ করিলে কুরু, বধ, এবং পিব ইহাদের গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ বলা উচিত।

কুরু এই স্থলে, স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত অঙ্গ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে, এবং স্বীয় আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত উপধার লঘুত্বতো রহিয়াছেই ; সুতরাং এইস্থলে (পুগন্তলঘূপধস্য চ" সূত্রানুসারে) উপধার লঘুস্বরের গুণ প্রাপ্তি হইবে।

বধক এই স্থলে (হন ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ প্রত্যয় করিলে "অতউপধায়া" ।৭।২।১১৬। এই সূত্রানুসারে) এই স্থলে বধ ধাতুর (হনধাতুর স্থানে আদেশ হওয়াতে) স্থানি বদ্ভাব প্রযুক্ত অঙ্গ সজ্ঞা এবং স্বীয় আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত অকার উপধাত্ব সুতরাং (ণ্বুল্ প্রত্যয়ের ণইৎ প্রত্যয় পরে থাকাতে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। পিব এই স্থলে (পা" ধাতুর) স্থানিবদ্ভাবপ্রযুক্ত অঙ্গসংজ্ঞা এবং স্বকীয় আশ্রয়ত্ব (পিব ধাতুকে আশ্রয় করা) প্রযুক্ত লঘু উপধাত্ব হইয়াছে ; সুতরাং সেই স্থলে লঘু উপধার গুণ প্রাপ্তি হইবে।

আদেশ এবং আদেশীতে তবে সাধারণ (common) রূপেই প্রাপ্ত হউক !

বার্ত্তিকমূলম্।—আদেশাদেশ ইতি চেৎ সুপ্ তিঙ্ কৃদতিদিষ্টে রূপসংখ্যানম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আদেশী এবং আদেশ এই উভয়েতেই যদি স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, তবে সুপ্, তিঙ্, কৃৎ, অতিদিষ্ট প্রভৃতিতেও বলা কর্ত্তব্য।

ভাষামূলম্। আদেশ্যাদেশ ইতিচেৎ সুপ্তিঙ্কৃদতিদিষ্টেষূপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। সুপ্ বৃক্ষায় প্লক্ষায়। স্থানিবদ্ভাবাৎ সুপ্‌সংজ্ঞা স্বাশ্রয়ং যঞাদিত্বং তত্র প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। সুপ্। তিঙ্। অরুদিতাম্। অরুদিতম্। অরুদিত। স্থানিবদ্ভাবাৎ সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞা স্বাশ্রয়ং চ বলাদিত্বং তত্র প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। তিঙ্। কৃদতিদিষ্টম্। ভুবনং সুবনং ধুবনম্ স্থানিবদ্ভাবাৎ প্রত্যয়সংজ্ঞা স্বাশ্রয়ং চাজাদিত্বং তত্র প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। আদেশিন্যল্যাশ্রীয়মাণে প্রতিষেধ ইত্যেতদেব জ্যায়ঃ। কুত এতৎ। তথা হ্যয়ং বিশিষ্টং স্থানিকার্য্যমাদেশেঽতিদিশতি গুরুবদ্‌গুরুপুত্রে ইতি যথা। তদ্যথা। গুরুবদস্মিন্ গুরুপুত্রে বর্ত্তিতব্যমন্যত্রোচ্ছিষ্টভোজনাৎ পাদোপসংগ্রহণাচ্চেতি। যদি চ গুরুপুত্রোঽপি গুরুর্ভবতি। তদপি কর্ত্তব্যং ভবতি। অস্তু তর্হ্যাদেশিন্যল্যাশ্রীয়মাণে প্রতিষেধঃ। ননু চোক্তমাদেশগ্রহণিপ্রতিষেধে কুরুবধপিবাং গুণবৃদ্ধিপ্রতিষেধ ইতি। নৈষ দোষঃ। করোতৌ তপরনির্দ্দেশাৎ সিদ্ধম্। পিবিরদন্তঃ। বধক ইতি নায়ং ণ্বুল্। অন্যোঽয়মক শব্দঃ কিদৌণাদিকঃ রুচক ইতি যথা।

ভাষ্যানুবাদ।—আদেশী এবং আদেশ এই উভয়েরই যদি স্থানিবদ্ভাব মানাযায়, তবে সুপ্, তিঙ্, কৃৎ এবং অতিদিষ্ট এই সকলেও বলা উচিত।

সুপের দৃষ্টান্ত যথা বৃক্ষায়, প্লক্ষায় এই সকল স্থানের যকারের স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত (৪র্থী বিভক্তির স্থানে "ঙের্যঃ" ।৭।১।১৩ সূত্রানুসারে য আদেশ হইলে) সুপ্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, এবং যকারের স্বকীয় আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত যঞ্ অদিত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে, সেই স্থলে নিষেধ প্রাপ্তি হইবে। সুপের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

তিঙ্ এর দৃষ্টান্ত—অরুদিতাম্, অরুদিতম্, অরুদিত ("তস্থস্থমিপাম" এই সূত্রানুসারে লঙের থস্ স্থানে তম্ এবং থ স্থানে ত আদেশ হইয়া রুদধাতুর উত্তর অরুদিতাম্ প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়াছে) এই সকল স্থলে তাম্ প্রভৃতির স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা, আর স্বীয় আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত বলাদিত্ব, সেই স্থলে (ইটের) নিষেধ প্রাপ্তি হইবে। তিঙের উদাহরণ হইল।

কৃৎ অতিদিষ্টের দৃষ্টান্ত যথা—ভুবনং, সুবনং, এই সকল স্থলে ("ঘুরোর-

নাকৌ এই সূত্রানুসারের ল্যুট্ বিভক্তির যকার স্থলে অন আদেশ হইবে, সেই অর্থের স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত প্রত্যয় সংজ্ঞা আর স্বীয় আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত স্বর হইবে, কিন্তু তাহা বারণ করা হইবে।

আচ্ছা তবে কোন্ পক্ষে শ্রেষ্ঠ? আদেশীতে অল্ আশ্রয় করিলে, স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ হয় এই পক্ষই শ্রেষ্ঠ। ইহা কেন হইবে? যেমন গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রে ব্যবহার অতিদেশ অর্থাৎ আরোপ হইয়া থাকে সেইরূপ এই স্থলেও বিশেষ বিশেষ যে স্থানির কার্য্য তাহা ও আদেশে আরোপ হইবে। যেমন যদি কেহ বলে যে, উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং পাদোদক গ্রহণ ভিন্ন গুরুপুত্রে ও গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে; যদি গুরুপুত্র ও গুরু হয়, তাহা ও তো কর্ত্তব্য হয়।

আচ্ছা তবে স্থানীতেই অল্ আশ্রয় করিলে "অনল্বিধি„ এইরূপ নিষেধ করা হউক।

যদি বল যে স্থানীতে অল্‌বিধির নিষেধ করিলে কুরু বধ, পিব এই সকল স্থলে গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষই হইবে।

এস্থলে কোনও দোব হইবেনা। কারণ, করোতিতে অর্থাৎ "অত উৎ সার্ব্বধাতুকে" এই সূত্রের অৎ তপর নির্দ্দেশ হেতুই কার্য্য সিদ্ধি হইবে অর্থাৎ তপর করণের দ্বারাই ইহা জানিতে হইবে যে তৎকালেরই গ্রহণ হয় বলিয়া, আদেশ ভিন্নকালত্ব প্রযুক্ত প্রাপ্তি হইবেনা।

পিবধাতুর স্থলেও অদন্তত্ব প্রযুক্তই (গুণ) নিষেধ হইবে। বধক এইটি ণ্বুল্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন নহে, ইহা অন্য অক শব্দ উণাদি নিষ্পন্ন ক ইৎ বিশিষ্ট জানিতে হইবে, যেমন রুচক অর্থাৎ যেমন রুচক শব্দ কন্ প্রত্যয় বিশিষ্ট এই স্থলেও সেইরূপ জানিতে হহবে।

বার্ত্তিকমূলম।—একদেশ বিকৃতস্যোপসংখ্যানম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—একদেশ বিকৃত হইলে তাহার উপসংখ্যান করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—একদেশবিকৃতস্যোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্। পচতু, পচন্তু। তিঙ্ গ্রহণেন গ্রহণং যথাস্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—কোনও শব্দের একদেশ বিকৃত হইলেও তাহা অন্য শব্দের ন্যায় কার্য্য করে না অর্থাৎ সেই বিকৃত শব্দ দেখিতে অন্যরূপ হইলেও তাহা প্রকৃতিগত পূর্ব্ব শব্দের ন্যায়ই কার্য্যকারী হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি ?

পচতু পচন্তু এই সকল স্থলে তিপ্ ও ঝি প্রত্যয়ের বিকৃতি হইয়া তু ও অন্তু আদেশ হইলে সেই তিপ্ ও সিপ্ প্রত্যয়ের একদেশ বিকৃত হইলেও তিঙ্ এর গ্রহণে যাহাতে গ্রহণ হয় অর্থাৎ তিঙ্ঙতিঙঃ।৮।১।২৮॥এই সূত্রানুসারে এই স্থলে অতিঙ্ অন্তের পর তিঙন্তের অনুদাত্ত স্বর প্রাপ্তি হয়, যদি তিপ্ প্রত্যয়ের ইকার বিকৃত হওয়াতে তাহাতে তিঙন্ত ধর্ম্ম না মানা যায় তাহা হইলে পচতু শব্দের অনুদাত্ত স্বর হইতে পারে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—একদেশবিকৃতমনন্যত্বাৎ সিদ্ধম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—একদেশ বিকৃত হইলেও তাহা অন্যের ন্যায় হয় না বলিয়াই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—একদেশবিকৃতমনন্যবদ্ভবতীতি তিঙ্গ্রহণেন গ্রহণং ভবিষ্যতি। তদ্যথা। শ্বাকর্ণে পুচ্ছে বা ছিন্নে শ্বৈব ভবতি নাশ্বো ন গর্দ্দভ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—একাংশ বিকৃত হইলেও তাহা অনন্যের ন্যায়ই হয় বলিয়া তিঙ্ গ্রহণে (তু প্রভৃতির) গ্রহণ হইবে। যেমন কুকুরের কর্ণ অথবা লেজ ছেদন করিলে তাহাও কুকুরই থাকে, ঘোড়াও হয়না গাধাও হয়না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনিত্যবিজ্ঞানন্তু *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কিন্তু তাহা হইলে অনিত্য বিজ্ঞানতো হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অনিত্যবিজ্ঞানং তু ভবতি। নিত্যাঃ শব্দাঃ নিত্যেষু নাম শব্দেষু কূটস্থৈরবিচালিভির্বর্ণৈর্ভবিতব্যমনপায়োপজনবিকারিভিঃ। তত্র স এবায়ং বিকৃতশ্চেত্যেতন্নিত্যেষু শব্দেষু নোপপদ্যতে তস্মাদুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। ভারদ্বাজীয়াঃ পঠন্তি। একদেশবিকৃতেষূপসংখ্যানম্। একদেশ বিকৃতেষূপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। পচতু পচন্তু। তিঙ্গ্রহণেন গ্রহণং যথা স্যাৎ। কিং চ কারণং ন স্যাৎ। অনাদেশত্বাদাদেশঃ স্থানিবদিত্যুচ্যতে। ন চেমে আদেশাঃ। রূপান্যত্বাচ্চ। অন্যৎ খল্বপি রূপং পচতীতি অন্যৎপচত্বিতি। ইমেঽপ্যাদেশাঃ। কথম্। আদিশ্যতে যঃ স আদেশঃ। ইমে চাপ্যাদিশ্যন্তে। আদেশঃ স্থানিবদিতি চেন্নানাশ্রিতত্বাৎ। আদেশঃ স্থানিবদিতি চেৎ তন্ন। কিং কারণম্। অনাশ্রিতত্বাৎ। যোত্রাদেশো নাসাবাশ্রীয়তে যশ্চাশ্রীয়তে নাসাবাদেশঃ। নৈতন্মন্তব্যং সমুদায়ে আশ্রীয়মাণেঽবয়বো নাশ্রীয়তে ইতি। অভ্যন্তরো হি সমুদায়স্যাবয়বঃ। তদ্যথা। বৃক্ষঃ প্রচলন্ সহাবয়বৈঃ প্রচলতি। আশ্রয় ইতি চেদল্বিধিপ্রসঙ্গঃ। আশ্রয়

ইতি চেদন্বিধিরয়ং ভবতি। তত্রানল্বিধাবিতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। নৈবং সতি কশ্চিদনল্বিধিঃ স্যাদুচ্যতে চেদমনল্বিধাবিতি। তত্র প্রকর্ষগতির্বিজ্ঞাস্যতে সাধীয়ো যোঽল্বিধিরিতি। কশ্চ সাধীয়ঃ। যত্র প্রাধান্যেনালাশ্রীয়তে। যত্র নান্তরীয়কো হলাশ্রীয়তে না সাবল্বিধিরিতি। অথ চোক্তমাদেশগ্রহণস্য প্রয়োজনম্ আদেশমাত্রং স্থানিবদ্যথা স্যাদিতি।

ভাষানুবাদ। | কিন্তু কোন ও বর্ণ বিকৃত হইলে তদ্দ্বারাতো শব্দের অনিত্যত্ব জ্ঞান হইবে। অথচ শব্দনিত্য, অতএব নিত্য শব্দেতে বর্ণ সমূহ কূটস্থ, অবিচালি, লোপ, আগম ও বিকাররহিত হওয়া উচিত;—সেই স্থলে বর্ণ যদি এরূপ বিকৃতই হয়, তবে শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয় না, এই জন্যই একদেশ বিকৃত হইলে ও তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ভরদ্বাজ ঋষির ছাত্রগণ পাঠ করেন যে, শব্দের এক দেশ বিকৃত হইলে ও তাহা, সেইশব্দের মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। একটি শব্দের কোন ও একটি বর্ণের যদি রূপান্তর হয় তাহাহইলে ও তাহাকে সেই শব্দের মধ্যেই গ্রহণ করিতে হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি?

পচতু পচন্তু এই সকল স্থানে তু প্রভৃতি প্রত্যয়ের যাহাতে তিঙের গ্রহণে গ্রহণ হয়।

কিকারণেই বা তাহা গৃহীত হইবে না?

যেহেতু ইহা আদেশ হয় নাই, আদেশ স্থানির ন্যায় হইয়াথাকে, এরূপই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা আদেশ নহে। এবং রূপের ভিন্নত্ব হেতু ও গ্রহণ হইবে না; কারণ পচতি এইটি স্বতন্ত্র রূপ, আর পচতু এইটি ও স্বতন্ত্র রূপ। ইহারা ও আদেশ।

কিরূপে?

যাহা আদেশ করা হয়, তাহাই আদেশ। ইহারাও যখন আদিষ্ট হইয়াছে, তখন ইহা দিগকে ও আদেশ বলিতে হইবে।

অতএব ইকার স্থলে উকার আদেশ হইয়াছে বলিয়া পচতু পচন্তু ইহাদিগকে ও তিঙন্ত বলিতে হইবে।

যদি আদেশ স্থানির ন্যায় হয়, এইরূপ বল, অনাশ্রিতত্ব হেতু তাহা ও হইবে না।

যদি বল যে, আদেশ স্থানির ন্যায় হয় বলিয়া এস্থলে ও তাহাই হইবে, তাহা নহে।

তাহার কারণ কি ?

যে হেতু ইহা আশ্রিত।

এস্থলে যাহা আদেশ হইয়াছে তাহা কাহার ও আশ্রয় পায় নাই, আর যাহা আশ্রয় পাইয়াছে তাহা আদেশ হয় নাই।

ইহা মনে করা উচিত নয় যে সমুদায় আশ্রয় হইলে তাহার অবয়ব আশ্রিত হয় না, যেহেতু অবয়ব ও সমুদায়ের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান, যেমন যদি কোন গাছ বিচলিত হয় তাহা হইলে সে (শাখা প্রশাখাদিবিশিষ্ট) অবয়বের সহিতই বিচলিত হইয়া থাকে।

যদি আশ্রয় বলা যায়, তাহা হইলে অল্‌বিধির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে না, যদি ইহা আশ্রয় হয়, তাহা হইলে ইহা বর্ণ বিধি হইবে।

সেই স্থানে অনল্‌বিধিতে নিষেধ হয় বলিয়া এইস্থানে নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

এই স্থলে কোন ও দোষ হইবে না। এইরূপ হইলে কিছুই অনল্‌বিধি হইবে না। অথচ ইহা অল্‌বিধিতেই বলা হইয়া থাকে; সুতরাং সেই স্থলে শ্রেষ্ঠগতি বিজ্ঞাপিত হইবে যে, যাহা সাধুতম অর্থাৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাহাই অল্‌বিধি হইলে সাধুতম কি যাহাতে প্রধানরূপে আশ্রিত হয় ?

যে স্থলে অভ্যন্তরীয় বর্ণ অলাশ্রিত নহে, তাহা অল্‌বিধি ও নহে।

এক্ষণে উক্ত আদেশ গ্রহণের প্রয়োজন এই যে, আদেশ মাত্রই যাহাতে স্থানিবদ্ভাব হইতে পারে।

বার্ত্তিকমূলম্—অনুপপন্নং স্থান্যাদেশত্বং নিত্যত্বাৎ * ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—নিত্যত্য হেতু স্থানির আদেশ প্রতিপন্ন হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—স্থানী আদেশ ইত্যেতন্নিত্যেষু শব্দেষু নোপপদ্যতে। কিং কারণম্। নিত্যত্বাৎ। স্থানী হি নাম ভূত্বা যো ন ভবতি। আদেশো হি নাম যোহভূত্বা ভবতি। এতচ্চ নিত্যেষু শব্দেষু নোপপদ্যতে। যৎসতো নাম বিনাশঃ স্যাৎ অসতো বা প্রাদুর্ভাব ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—স্থানী, আদেশ, ইহা নিত্য শব্দ সমূহে কখনও উপপন্ন হয় না।

তাহার কারণ কি ?

নিত্যত্ব হেতু।

স্থানী তাহাকেই বলে যাহা (আদেশ) হইয়া আর হয় না; আদেশ তাহাকে বলে যাহা না থাকিয়া হয়; কিন্তু নিত্য শব্দেতে তাহা উপপন্ন হইতে

পারেনা যে, আছে বস্তুর বিনাশ অথবা নাই বস্তুর উৎপত্তি অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে 'ছল পরে অন্যবর্ণ উৎপন্ন হইয়া তাহা নষ্ট হইয়াছে (যেমন হন স্থানে বধ) হনকে স্থানী বলে এবং যাহা পূর্ব্বে ছিল না পরে হইয়াছে (যেমন হন স্থানে বধ আদেশ) বধকে আদেশ বলে; কিন্তু নিত্য শব্দে এতদুভয়েরই সম্ভাবনা নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তু যথা লৌকিকবৈদিকেষভূতপূর্ব্বেপি স্থানশব্দ-প্রয়োগাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। লৌকিক এবং বৈদিক প্রয়োগে যখন অভূতপূর্ব্বে ও স্থান শব্দ প্রয়োগ দেখাযায়, তখন এস্থলে ও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেৎ। কথম্। যথা লৌকিকবৈদিকেষ্ কৃতান্তেষু অভূতপূর্ব্বেপি স্থানশব্দ প্রয়োগো বর্ত্ততে। লোকে তাবদুপাধ্যায়স্য স্থানে শিষ্য ইত্যুচ্যতে ন চ তত্র উপাধ্যায়ো ভূতপূর্ব্বো ভবতি। বেদেপি সোমস্য স্থানে পূতীকতৃণান্যভিষুণুয়াদিত্যূচ্যতে। ন চ তত্র সোমো ভূতপূর্ব্বঃ ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে। কিরূপে?

যেমন, লৌকিক এবং বৈদিক সিদ্ধান্তে অভূতপূর্ব্বেও (যাহা পূর্ব্বে ছিল না পরে হইয়াছে এমন স্থলেও) শব্দের স্থানে প্রয়োগ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যেমন লোক সমাজে (অধ্যাপকের স্থানে ছাত্র) একথা বলিলে কখনও ইহা বুঝা যায় না যে, সেই অধ্যাপকই ছাত্র হইয়াছে অর্থাৎ এস্থলে ইহাই বোধ হয় যে অধ্যাপক যেরূপ গুণ সম্পন্ন ছিলেন এবং যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন তাহার ছাত্র ও তাহাই করিয়াছে কিন্তু সেই অধ্যাপকের শরীরের অবয়ব সমস্তইনষ্ট হইয়া একটি ছাত্র রূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কেহও মনে করে না। সেইরূপ বেদেও যে স্থানে "সোমলতার স্থানে পূতিক তৃণ (ইহার অন্যনাম প্রকীর্য্যা, পূতিকরঞ্জ, কলিকারক বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে অনেকে লাটা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন) অভিষব করিবে (চুয়াইবে)" এইরূপ উল্লেখ আছে, সেইস্থলে পূতিক যে সোম তৃণ হইল তাহা নহে।

বার্ত্তিক। কার্য্যবিপরিণামাদ্বা সিদ্ধম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা কার্য্যের বিপরিণাম হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা কার্য্যবিপরিণামাৎ সিদ্ধমেতৎ। কিমিদং কার্য্য-বিপরিণামাদিতি। কার্য্যা বুদ্ধিঃ সা বিপরিণম্যতে। নন্থ চ কার্য্যাবিপরি-ণামাদিতি ভবিতব্যম্। সন্তি চৈবোত্তরপদিকানি হ্রস্বত্বানি। অপি চ

বুদ্ধিঃ সংপ্রত্যয় ইত্যনর্থান্তরম্ কার্য্যা বুদ্ধিঃ কার্য্যঃ সংপ্রত্যয়ঃ কার্য্যস্ত সংপ্রত্যয়স্ত বিপরিণামঃ কার্য্যবিপরিণামঃ কার্য্যবিপরিণামাদিতি। পরিহারান্তরমেবেদং মত্বা পঠিতং, কথং চেদং পরিহারান্তরং স্যাৎ যদি-ভূতপূর্ব্বে স্থানশব্দো বর্ত্ততে। ভূতপূর্ব্বে চাপি স্থানশব্দো বর্ত্ততে। কথম্। বুদ্ধ্যা। তদ্যথা। কশ্চিৎ কং চিদুপদিশতি। প্রাচীনং গ্রামাদাম্রা ইতি। তস্য সর্ব্বত্রাম্রবুদ্ধিঃ প্রসক্তা। ততঃ পশ্চাদাহ। যে ক্ষীরিণোবরোহবন্তঃ পৃথুপর্ণাস্তে ন্যগ্রোধা ইতি। স তত্রাম্রবুদ্ধ্যা ন্যগ্রোধবুদ্ধিং প্রতিপদ্যতে। স ততঃ পশ্যতি বুদ্ধ্যা আম্রাংশ্চাপকৃষ্যমাণান্ ন্যগ্রোধাংশ্চাধীয়মানান্নিত্যা এব চ স্বস্মিন্বিষয়ে আম্রা নিত্যাশ্চ ন্যগ্রোধাঃ বুদ্ধিস্ত্বস্য বিপরিণম্যতে। এবমিহাপ্যস্তিরস্মারবিশেষেণোপদিষ্টস্তস্য সর্ব্বত্রাস্তিবুদ্ধিঃ প্রসক্তা সোহস্তের্ভূরিত্যনেনাস্তিবুদ্ধ্যা ভবতিবুদ্ধিং প্রতিপদ্যতে। স ততঃ পশ্যতিবুদ্ধ্যা অস্তিং চাপকৃষ্যমাণং ভবতিং চোপাদীয়মানং, নিত্য এব চ স্বস্মিন্বিষয়েঽস্তির্নিত্যো ভবতিশ্চ। বুদ্ধিস্ত্বস্য বিপরিণম্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। অথবা কার্য্যের পরিবর্ত্তন হেতু ইহা সিদ্ধ হইবে।

এই কার্য্যের বিপরিণাম কাহাকে বলে ?

কার্য্য অর্থাৎ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হওয়াকে বলে।

যদি বল যে বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে ; পরপদের হ্রস্বত্বও রহিয়াছে, এবং বুদ্ধির প্রতীতি ও অর্থান্তর নহে,—কার্য্য = বুদ্ধি, কার্য্যপ্রতীতি—কার্য্যে প্রতীতির পরিবর্ত্তন = কার্য্যবিপরিণাম, সেই কার্য্যবিপরিণাম হেতু, ইহাকে অন্যরূপে পরিহার মনে করিয়া পাঠ করা হইয়াছে। কিরূপে ইহা পরিহারান্তর হইবে—যদি স্থান শব্দ পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে ?

স্থান শব্দ ভূতপূর্ব্বে ও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কিরূপে ?

বুদ্ধিদ্বারা,—যেমন কোনও লোক কাহাকেও উপদেশ করিতেছে যে, প্রাচীন অর্থাৎ গ্রামের পূর্ব্বদিকে আম্রবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বস্থানেতেই আম্রবৃক্ষের বুদ্ধি প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় অর্থাৎ গ্রামের পূর্ব্বদিকে যত বৃক্ষ আছে সর্ব্বত্রই আম্রবৃক্ষ এইরূপ মনে হয়, তাহার পর বলা হইল যে ক্ষীর বিশিষ্ট (শ্বেত নির্য্যাস বা আঠা), অবরোহবিশিষ্ট (ঝুরিবিশিষ্ট অর্থাৎ শিকড়বৎ যাহা বৃক্ষশাখা হইতে অবতরণ করিয়া মাটিতে প্রবেশ করে) পৃথুপর্ণ বিশিষ্ট (স্থুল

পত্র বিশিষ্ট) তাহাকে ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বটবৃক্ষ বলে। সেইস্থলে পূর্ব্বে আম্র বৃক্ষ এইরূপ বুদ্ধি হইবার পরে ন্যগ্রোধ বৃক্ষের জ্ঞান হইয়া থাকে। তার পরে সে সেই স্থলে দেখিতে পায় যে, বুদ্ধিদ্বারা আম্রবৃক্ষ জ্ঞান দূর হইয়াছে এবং ন্যগ্রোধবৃক্ষজ্ঞান আগমন করিয়াছে। কিন্তু নিজে নিজের বিষয়ে আম্রবৃক্ষ ও নিত্য ন্যগ্রোধ বৃক্ষও নিত্য, কিন্তু কেবলমাত্র বুদ্ধিরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; (কখনও আম্রবৃক্ষ রূপান্তরিত হইয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হয় নাই) সেইরূপ এই স্থলেই অস্তি (অস্ ধাতু) ইহাকে (একজন উপবিষ্ট শিষ্যকে) অবিশেষরূপে (সাধারণ রূপে) উপদেশ করা হইল, সুতরাং তখন তাহার সর্ব্বত্রই "অস্তি" বুদ্ধি উৎপন্ন হইল; কিন্তু সেই অস্ ধাতুর স্থানে "অস্তের্ভূঃ এই সূত্রানুসারে "ভূ" ধাতুর বুদ্ধি প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহার পর সে দেখিতেছে যে, বুদ্ধির দ্বারাই অস্তিবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া ভবতি বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু নিজে নিজের বিষয়ে অস্তিও (অস্) নিত্য ভবতিও (ভূ) নিত্য, কিন্তু তাহার বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র।

বার্ত্তিকমূলম্।—অপবাদপ্রসঙ্গস্তু স্থানিবত্ত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কিন্তু তাহাহইলে স্থানিবদ্ভাব হেতু অপবাদ প্রসঙ্গ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অপবাদে উৎসর্গকৃতং চ প্রাপ্নোতি। কর্ম্মণ্যণ্ আতোনুপসর্গে ক ইতি কেপি অণি কৃতং প্রাপ্নোতি। কিং কারণম্। স্থানিবত্ত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—উৎসর্গ কৃত (general) বিষয়ও (exception) অপবাদে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "কর্ম্মণ্যণ্" ।৩।২।১ (কর্ম্ম উপপদে থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়; যেমন কুম্ভকার) এইরূপ সাধারণ বিধি করিবার পর "আতোনুপসর্গে কঃ" ।৩।২।৩। (আকারান্ত ধাতুর উত্তর উপসর্গ বিহীন কর্ম্ম উপপদে থাকিলে ক প্রত্যয় হয়, অণ্ প্রত্যয় হয় না, যথা,—গোদঃ) এইরূপ বিশেষ বিধি করিলে ক প্রত্যয়েও অণ্ প্রত্যয় বিহিত কার্য্য প্রাপ্তি হইবে।

তাহার কারণ কি ?

স্থানিবদ্ভাব হেতু।

বার্ত্তিকমূলম্।—উক্তং বা *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা ইহা কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্। বিকল্পেন তু নানা লিঙ্গকল্পণাৎ সিদ্ধমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কি কথিত হইয়াছে?

বিষয়েতে অর্থাৎ প্রত্যয়াদিতে নানারূপ চিহ্ন করণ হেতুই সিদ্ধ হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অথবা সিদ্ধং তু ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টস্য স্থানিবদ্বচনাৎ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টের স্থানিবদ্ভাবহেতু সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টস্যাদেশঃ স্থানিবদিতি বক্তব্যম্। তর্হি ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। প্রকৃতমনুবর্ত্ততে। ক প্রকৃতম্। ষষ্ঠী স্থানেযোগেতি। অথবা আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি নাপবাদে উৎসর্গকৃতং ভবতীতি। যদয়ং শ্যন্নাদীন্ কাংশ্চিচ্ছিতঃ শ্যন্ শ্নম্ শ্না শঃ শ্নু রিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

ষষ্ঠী বিভক্তিনির্দ্দিষ্টের আদেশ হইলেই তাহা স্থানির ন্যায় হইয়া থাকে এইরূপ বলা উচিত।

তবে "তাহা ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টের হয়" এইরূপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য?

না, তাহা কর্ত্তব্য নহে। কারণ প্রকরণগত প্রাপ্ত বিষয়ের অনুবৃত্তি করা হইবে।

কোথায় প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে?

"ষষ্ঠী স্থানেযোগা" এই সূত্রে।

অথবা আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে যে, অপবাদে (বিশেষ বিধিতে) উৎসর্গকৃত (সাধারণ বিধিকৃত) কার্য্য হয় না; যেহেতু তিনি শ্যন্ প্রভৃতি কতিপয় শ ইৎ কার্য্য করিয়াছেন,—যেমন শ্যন্, শ্নম্, শ্না শঃ শ্নু ইত্যাদি।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্য দোষস্তয়াদেশ উভয়প্রতিষেধঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তাহার দোষ, তয় আদেশে উভয়ের নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—তস্যৈতস্য লক্ষণস্য দোষঃ। তয়াদেশ উভয় প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ। তয়পো গ্রহণেন গ্রহণাদ্ জসি বিভাষা প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। অয়চ্ প্রত্যয়ান্তরম্। যদি প্রত্যয়ান্তরম্ উভয়ীতি ঈকারো ন প্রাপ্নোতি। মাভূদেবম্। মাত্রচ ইত্যেবং ভবিষ্যতি। কথম্। মাত্রজিতি নেদং প্রত্যয়গ্রহণম্। কিং তর্হি। প্রত্যাহারগ্রহণম্। ক সন্নিবিষ্টানাং প্রত্যাহারঃ। মাত্র শব্দাৎ প্রভৃতি আ অয়চশ্চকারাৎ।

যদি প্রত্যাহার গ্রহণং কতি তিষ্ঠন্তি। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। অত ইতি বর্ত্ততে। এবমপি তৈলমাত্রা ঘৃতমাত্রা অত্রাপি প্রাপ্নোতি। সদৃশস্যাপ্যসংনিবিষ্টস্য ন ভবতি প্রত্যাহারগ্রহণেন গ্রহণম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই লক্ষণের দোষ, তয়, আদেশে উভয়ের নিষেধ বলা উচিত,ঃ এই স্থলে হইবে; যথা,—"উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ" ("উভাদুদাত্তো নিত্যম্" ।৫।২।৪৪ অর্থাৎ উভ শব্দের তয়প্ স্থানে অয়চ্ হয় নিত্য, এবং উদাত্তস্বর হয়, এই সূত্রানুসারে উভয় শব্দে বহুবচনে জস্ বিভক্তিতে দেব এবং মনুষ্য উভয়জাতিকে বুঝাইতে "উভয়ে দেবমনুষ্যা" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে); এইরূপে প্রয়োগে অয়চ্ প্রত্যয়ও তয়পের গ্রহণে গ্রহণ হেতু, বিভক্তিতে বিকল্পে প্রাপ্তি হইবে।

ইহা কোনও দোষ নহে।

যদি অয়চ্ টি অন্য প্রত্যয়ই হয়" অর্থাৎ তয়পের স্থানে অয়চ্ না হয়, তবে উভয়ী এই স্থলে ঈকার (টিড্ঢাণঞ্ সূত্রে তয়পের পাঠ আছে কিন্তু অয়চ্ প্রত্যয়ের পাঠ নাই; সুতরাং তয়পের স্থানিবদ্ভাব করিয়া যে অয়চ্ প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করাতে উভয়ী প্রয়োগ সিদ্ধ হইতেছিল) প্রাপ্তি হইবে না। এই রূপে না ই হইল, মাত্রচের স্থানে হয় এইরূপ করিয়াই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

মাত্রচ্ এই টি ("টিড্ঢাণঞ্" সূত্রে যে মাত্রচ্ শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে) প্রত্যয় নহে।

তবে কি?

ইহা প্রত্যাহার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

কোথায় সন্নিবিষ্টের প্রত্যাহার করা হইবে?

মাত্র শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অয়চ্ প্রত্যয়ের চকার পর্য্যন্ত অর্থাৎ মাত্র প্রত্যয়ের পরে অয়চ্ প্রত্যয় পর্য্যন্ত যত প্রত্যয় আছে সকলের উত্তরেই স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হইয়া থাকে বলিয়া, অয়চ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন উভয় শব্দের ও স্ত্রীলিঙ্গে উভয়ী প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

যদি প্রত্যাহারেরই গ্রহণ করা হয়, তবে (কিম্ শব্দের উত্তর ডতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন) কতি তিষ্ঠন্তি এইস্থলেও (ঈ) প্রাপ্তি হইবে? তাহা হইবে না, কারণ, সেই স্থলে অৎ অর্থাৎ হ্রস্ব অকারের পরে হয়, এইরূপ বর্ত্তমান রহি-

য়াছে অর্থাৎ কতি শব্দ অনকারান্ত কিম্ শব্দের উত্তর ডতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন হওয়াতে, অকারান্ত না হওয়া প্রযুক্ত প্রাপ্তি হইবে না। এইরূপ হইলেও তৈলমাত্রা, ঘৃতমাত্রা (অকারান্ত তৈল ও ঘৃত শব্দের উত্তর মাত্রচ্ প্রত্যয় করিলে) এই স্থলেও প্রাপ্তি হইবে? তাহা হইবে না, কারণ, কোনও সদৃশ বর্ণের ও যদি সন্নিবেশ না হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যাহার গ্রহণে গ্রহণ হয় না। অর্থাৎ তৈলমাত্রা শব্দের, মাত্রা শব্দ, "সমগ্র" অর্থ বাচক, কিন্তু এই অর্থ বাচক মাত্র শব্দ, মাত্রচ্ শব্দের প্রত্যাহারে উল্লিখিত হয় নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—জাত্যাখ্যায়াং বহুবচনাতিদেশে স্থানিবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—জাতি বুঝাইলে বহুবচনের অতিদেশে স্থানিবদ্ভাবের প্রতিষেধ বলাউচিত।

ভাষ্যমূলম্।—জাত্যাখ্যায়াং বহুবচনাতিদেশে স্থানিবদ্ভাবস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। ব্রীহিভ্য আগত ইত্যত্র ঘের্ঙিতীতি গুণঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। উক্তমেতৎ। অর্থাতিদেশাৎ সিদ্ধমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—জাতি বুঝাইলে (একটি লইয়া জাতি হয় না বলিয়া জাতি বাচক শব্দ স্বয়ংই বহুবচনার্থ প্রকাশক, সেই হেতু) বহু বচনের অতিদেশ অর্থাৎ স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বহুবচন প্রয়োগ করিবার সময় স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ করা কর্ত্তব্য; যেমন ব্রীহিভ্যঃ আগতঃ এই স্থলে ব্রীহি বলিতে যাবতীয় ধান্যকে বুঝাইলে; ও সেই ধান্য হেতু আগমন করিলে, ৪র্থী এবং ৫মীর বহুবচনে ভ্যস্ প্রত্যয়ের "ঘের্ঙিতি" এই সূত্রানুসারে গুণ প্রাপ্ত হইবে।

ইহা কোনও দোষ নহে, কারণ ইহা কথিত হইয়াছে, যে অর্থের অতিদেশ হেতুই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঙ্যাপ্ গ্রহণেঽদীর্ঘঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঙী এবং আপের গ্রহণে যে দীর্ঘ আদেশ, তাহা স্থানির ন্যায় হয় না এইরূপ বলা উচিত।

ভাষ্যমূলম্।—ঙ্যাব্‌গ্রহণেঽদীর্ঘ আদেশো ন স্থানিবদিতি বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। নিষ্কৌশাম্বিঃ। অতিখট্বঃ। ঙ্যাব্‌গ্রহণেন গ্রহণাৎ সু লোপো মা ভূদিতি। ননু চ দীর্ঘাদিত্যুচ্যতে। তত্র বক্তব্যং ভবতি। কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। স্থানিবদ্ভাবপ্রতিষেধ এব জ্যায়ান্। ইদমপি সিদ্ধং ভবতি। অতিখট্বায় অতিমালায়। যাডাপ ইতি যাড্ ন ভবতি।

অথেদানীমসত্যপি স্থানিবদ্ভাবে দীর্ঘত্বে কৃতে পিচ্চাসৌ ভূতপূর্ব্ব ইতি কৃত্বা যাট্ কস্মান্ন ভবতি লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈবেতি। নন্থ চেদানীং সত্যপি স্থানিবদ্ভাবে এতয়া পরিভাষয়া শক্যমিহোপস্থাতুম্। নেত্যাহ। ন তর্হীদানীং ক চিদপি স্থানিবদ্ভাবঃ স্যাৎ। তত্তর্হি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। প্রশ্লিষ্টনির্দ্দেশাৎ সিদ্ধম্। প্রশ্লিষ্টো নির্দ্দেশো হয়ম্। ঙী ঈ ঈকারান্তাৎ। আ আপ্ আকারান্তাদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ঙী এবং আপ্ গ্রহণে যে স্থলে দীর্ঘ আদেশ না হয়, সেই স্থলে স্থানির ন্যায় হয় না বলা উচিত।

তাহার প্রয়োজন কি?

নিষ্কৌশাম্বিঃ, অতিখট্বঃ (কৌশাম্বি হইতে নির্গত হইয়াছে যে, সে নিষ্কৌশাম্বিঃ, এবং খট্বাকে অতিক্রম করিয়াছে যে, সে অতিখট্ব, এই স্থলে অন্য পদার্থ বুঝাইয়াছে বলিয়া উপসর্জ্জন হওয়াতে হ্রস্বান্ত আদেশ হইয়াছে) এই সকল স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত ঙী এবং আপ্ প্রত্যয়ের গ্রহণে ("হল্ ঙ্যাভ্যোদীর্ঘাৎ" সূত্রানুসারে) সু বিভক্তির যাহাতে লোপ না হয়। যদি বল যে (হল্ঙ্যাদি) সূত্রে দীর্ঘাৎ অর্থাৎ দীর্ঘের পর, এই রূপ বলা হইয়াছে, যদি হ্রস্বান্ত নিষ্কৌশাম্বি প্রভৃতি স্থলেও সু বিভক্তির লোপ হইত, তবে তাহাতে দীর্ঘাৎ এই কথা বলা উচিত হইত না।

এ স্থলে কোন পক্ষ শ্রেষ্ঠ?

স্থানিবদ্ভাবের নিষেধই শ্রেষ্ঠ।

কারণ তাহা হইলে অতিখট্বায় অতিমালায় (অতিখট্ব এবং অতিমাল শব্দের উত্তর ৪র্থীর ঙে বিভক্তিতে 'ঙের্যঃ' সূত্রানুসারে য আদেশ হইলে "সুপি চ" সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়া অতিখট্বায় অতিমালায় প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, এই স্থলে স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ না করিয়া যদি দীর্ঘের পর সুপের লোপ হয় নাই বলা যাইত, তাহা হইলে এই স্থলে দীর্ঘের পরে হওয়াতে সুপ্ প্রত্যয়ান্তর্গত ৪র্থী বিভক্তির যকারের লোপ হইত, অতিখট্বায় প্রয়োগ সিদ্ধি হইত না। কিন্তু স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ করাতে) এই প্রয়োগ ও সিদ্ধ হইবে। স্থানিবদ্ভাব মানিয়া স্ত্রীত্ব ধর্ম্ম আনিয়া "যাডাপঃ" সূত্রানুসারে 'যাট্ হইবে না।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে এক্ষণে স্থানিবদ্ভাব না হইলেও (অতিখট্ব শব্দের অকারের) দীর্ঘত্ব করিলে, (টাপ্ প্রত্যয়ের পূর্ব্বে বিধান হেতু সেই

আদিষ্ট টাপের পকারকে নিমিত্ত করিয়া একের অধিক বর্ণ টাপ্ হওয়াতে এই আকারান্ত আদেশ, ভূতপূর্ব্ব এই পকার ইৎকে নিমিত্ত করিয়া (স্ত্রীলিঙ্গ হইলে) ষাট্ কেন হইবেনা ?

লক্ষণ নিষ্পন্ন এবং প্রতিপদোক্তের (১) মধ্যে প্রতিপদোক্তেরই গ্রহণ হয় বলিয়া এই স্থলেও কার্য্য সিদ্ধি হইবে। যদি বলযে এক্ষণে স্থানিবদ্ভাব হইলেও এই পরিভাষা দ্বারা এইস্থলে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবে।

না, হইবে না, বলিয়া বলা হইতেছে। তবে এক্ষণে কোথাও স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্ত হইবে না।

সেকথাও তাহা হইলে বলা উচিত ?

না, বক্তব্য নহে।

কারণ প্রশ্লিষ্টের অর্থাৎ উহ্যের (understood) নির্দ্দেশ হেতুই, ইহা সিদ্ধ হইবে, ইহা প্রশ্লিষ্ট নির্দ্দেশ বলিয়া জানিতে হইবে ; তাহা এইরূপ যে, ঙী+ঈ এইরূপ ঈকারান্তের পরে এবং আ+আপ্ এইরূপ আকারান্তের পরে (ঙ্যাপ্ বলিলে) জানিতে হইবে। এবং তাহা হইলেই কার্য্য ও সিদ্ধি হইবে।

বার্ত্তিকানুবাবাদ।—আহিভুবোরীট্ প্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আহিভুবের ঈট্ নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—আহিভুবোরীট্ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। আথ অভূৎ। অস্তি ব্রূগ্রহণেন গ্রহণাদীট্ প্রাপ্নোতি। আহেস্তাবন্ন বক্তব্যঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। নাহেরীড্ ভবতীতি যদয়মাহস্থ ইতি ঝলাদিপ্রকরণে থত্বং শাস্তি নৈতদস্তিজ্ঞাপকম্। অস্তিহ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। ভূতপূর্ব্বগতির্যথা বিজ্ঞায়েত। ঝলাদির্যো ভূতপূর্ব্ব ইতি। যদ্যেবং থবচনমনর্থকং স্যাৎ। আথিমেবায়মুচ্চারয়েৎ। ব্রুবঃ পঞ্চানামাদিত আথো ব্রুব ইতি। ভবতেশ্চাপি ন বক্তব্যঃ। অস্তি সিচোঽপৃক্ত ইতি দ্বিসকারকো নির্দ্দেশঃ। অস্তেঃ সকারান্তাদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আহ আদেশে এবং ভূ আদেশে ঈটের নিষেধ বলা কর্ত্তব্য। যেমন আথ অভূৎ এই সকলস্থলে ব্রূ এবং অস্ ধাতুর গ্রহণে যাহাতে ইট্ প্রাপ্তি হয় (অর্থাৎ ব্রূ ধাতুর স্থানে আহ প্রভৃতি আদেশ হইলে

---

(১) লক্ষণ ও প্রতিপদোক্ত কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

আথ প্রয়োগ এবং অস্ ধাতুর স্থলে ভূ আদেশ হইয়া লুঙ্ বিভক্তিতে অভূৎ প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে যদি স্থানিবদ্ভাব মানা যাইত তবে "অস্তিসিচোঽপৃক্তে' ।৭।৩।৯৬ এই সূত্রানুসারে ঈট্ প্রাপ্তি হইত।

আহ আদেশের স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে যে, আহ শব্দে ঈট্ হয় না, যেহেতু এই "আহস্থঃ ৮।২।৩৫ ঝল্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে ব্রূস্থানে আদিষ্ট আহর হকার স্থানে থকার হয়) এই সূত্রানুসারে থ আদেশ করিতেছেন অর্থাৎ থকার যখন ঝল্ প্রত্যাহারে পঠিত হইয়াছে, তখন থকার পরে থাকিলে সদৃশতমবর্ণ থই হইত পুনরায় থ আদেশ কেন করা হইল, ইহাতেই জানা ইহাতেই যে, আথ আদেশে ঈট্ প্রাপ্তি হইবে না। ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কারণ এই সূত্র করিবার অন্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

কি প্রয়োজন ?

পূর্ব্বস্থিত অবস্থা যাহাতে বিজ্ঞাপিত হয়, ঝলাদির যে পূর্ব্ব, তাহাই যাহাতে প্রাপ্তি হয়।

যদি এইরূপই হয় তবে ("আহস্থঃ" সূত্রে) থকার করা আনাবশ্যক হয়; যে হেতু ব্রুব পঞ্চানাম্ " সূত্রে আথি এইরূপ উচ্চারণ করিবে তাহার এইরূপ অর্থ করিবে যে, ব্রূধাতুর প্রথম পাঁচবচনের আদির পরে ধাতুর স্থানে আথ আদেশ হয়। ভবতির অর্থাৎ ভূধাতুর ও বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই কারণ অস্তিসিচোপৃক্তে এই সূত্রে দুই সকার বিশিষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—অস্তির আর্থাৎ অস্ ধাতুর এক সরকার এবং সকারান্তের পরে হয় এরূপ বলাতে আর এক সকার, এই দুই সকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং স্থানিবদ্ভাব নিষেধ করিবার আর প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্ ।—বধ্যাদেশে বৃদ্ধিতত্বপ্রতিষেধঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ। বধ্যাদেশে বৃদ্ধিতত্বের নিষেধ বলা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্। বধ্যাদেশে বৃদ্ধিতত্বয়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। বধকং পুরস্কনিতি। স্থানিবদ্ভাবাদ্বৃদ্ধিতত্বে প্রাপ্নুতঃ। নৈষ দোষঃ। উক্তমেতৎ। নায়ং ণ্বুল্ অন্যোঽয়মকশব্দঃ কিদৌণাদিকো রূচক ইতি যথেতি।

ভাষ্যানুবাদ। বধ্যাদেশে (যেখানে 'হন' ধাতুর স্থানে 'বধ' আদেশ হইয়াছে তাহার), বৃদ্ধি এবং তকারম্ব প্রাপ্তি নিষেধ করিতে হইবে। যথা বধকং পুরস্কার এই স্থলে (বধ ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ প্রত্যয় করিলে বধ

আদেশ হইবার পর, তাহাতে স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত হনস্তোচিণ্ণলোঃ। ৭।৩।৩২ এই সূত্রানুসারে হন ধাতুর স্থানে যে তকারান্ত আদেশ হয় তাহা বধ আদেশ হইবার পরে ও হইবে। আর ণ্বুল্ প্রত্যয়ের ণ ইৎ প্রত্যয় প্রযুক্ত অন্ত্য স্বরের যে বৃদ্ধি প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, বধ আদেশ হইবার পরে ও তাহা প্রাপ্তি হইবে।) স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত বৃদ্ধি এবং তকারত্ব প্রাপ্তি হইবে; ইহা কোনও দোষ নহে, কারণ ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইহা ণ্বুল্ প্রত্যয়ের অক আদেশ নহে, ইহা অন্য অকশব্দ—কইৎ বিশিষ্ট উণাদি প্রত্যয় নিস্পন্ন, যেমন রুচক শব্দ।

বার্ত্তিক মূলম্।—ইড্‌বিধিশ্চ। *

বার্ত্তিকানুবাদ। এবং ইট্‌বিধিও প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূলম্। ইড্‌বিধেঃ। আবধিষীষ্ঠ। একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাদিতীট্ প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। আদ্যুদাত্তনিপাতনং করিষ্যতে। স নিপাতনস্বরঃ প্রকৃতিস্বরস্য বাধকো ভবিষ্যতি। এবমপ্যুপদেশিবদ্ভাবো বক্তব্যঃ। যথৈব হি নিপাতন স্বরঃপ্রকৃতিস্বরং বাধতে এবং প্রত্যয়স্বরমপি বাধেত। আবধিষীষ্টেতি। নৈষ দোষঃ। আর্দ্ধধাতুকীযাঃ সামান্যেন ভবন্তি অনবস্থিতেষু প্রত্যয়েষু। তত্রার্দ্ধধাতুকসামান্যে বধিভাবে কৃতে সতিশিষ্টত্বাৎ প্রত্যয়স্বরো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইট্‌ বিধান করিতে হইবে, যথা,—অবধিষীষ্ট এই স্থলে ("আঙোযমহনঃ ১।৩।২৮ সূত্রানুসারে আত্মনে পদী হইলে) "একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ" ।৭।২।১০ (উপদেশে যে ধাতুর একস্বর অনুদাত্ত, তাহার পর বলাদিবিশিষ্ট আর্দ্ধধাতুকের ইট্‌ হয় না) এই সূত্রানুসারে ইটের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে ইহা কোন দোষ নহে (হনের স্থানে বধ আদেশ করিবার সময়) আদিস্বরের উদাত্ত নিপাতন করা হইবে। সেই নিপাতন বিশিষ্ট স্বর, ধাতু-স্বরের বাধক হইবে।

এইরূপ হইলেও উপদেশিবদ্ভাব অর্থাৎ স্থানিবদ্ভাব বলা উচিত হইবে।

যেমন নিপাতনের স্বর ধাতু স্বরকে বাধ করে সেইরূপ প্রত্যয়ের স্বরকেওতো বাধ করিবে! যথা অবধিষীষ্ট এই স্থলে কোন ও দোষ হইবে না (হন স্থানে বধ আদেশ করিলে) আর্দ্ধধাতুকান্তর্গতই সামান্তভাবে হইবে অর্থাৎ প্রত্যয় অবস্থিত নাথাকিলেও আর্দ্ধধাতুক হইবে। সেই স্থলে

আর্দ্ধধাতুকের সামান্যতঃ বধ ভাব করিলে (অবশিষ্ট স্বরই বলবান্ হইয়া থাকে বলিয়া) এই স্থলে ও অবশিষ্ট স্বরত্ব হেতু প্রত্যয়ের স্বরই হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—আকারান্তান্নুক্‌যুক্‌প্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আকারান্ত শব্দের নুক্ এবং যুকের নিষেধ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—আকারান্তান্নুক্‌যুকোঃপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ। বিলাপয়তি। ভাপয়তে। লীভীগ্রহণেন গ্রহণান্নুক্‌যুকৌপ্রাপ্নুতঃ। লীভীয়োঃ প্রশ্লিষ্ট—নির্দ্দেশাৎ সিদ্ধম্। লীভীয়োঃ প্রশ্লিষ্টনির্দ্দেশোঽয়ম্ লী ঈ ঈকারান্তস্যেতি ভী ঈ ঈকারান্তস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আকারান্ত শব্দের নুক্ এবং ধুক্ ইহাদের নিষে করা কর্ত্তব্য যথা বিলাপয়তি ভাপয়তে এই সকল স্থলে লী এবং ভী ধাতুর গ্রহণেতে গ্রহণ হেতু লুক্ এবং যুক্ ইহাদের প্রাপ্তি হইয়াছিল (অর্থাৎ বিলাপয়তি এই স্থলে বি পূর্ব্বক লী ধাতুর ণিজন্ত করিয়া আকারান্ত করিলে যেমন লী ধাতুর উত্তর লুক্ হইয়া বিলীনয়তি হয়, সেইরূপ বিলাপয়তি স্থলে ও লীলোর্ন্গ্‌লুকাবন্যতরস্যাংস্নেহবিপাতনে। ৭।৩।৩৯। এই সূত্রানুসারে নুক্ প্রাপ্তি হইবে।) লী এবং ভীর প্রশ্লিষ্ট নির্দ্দেশহেতু সিদ্ধ হইবে—লীএবং ভীধাতুর প্রশ্লিষ্ট নির্দ্দেশ বলিয়া ইহাকে জানিতে হইবে। যেমন লী ঈ ঈকারান্তস্য ভী ঈ ঈকারান্তস্য অর্থাৎ ইহার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হই হইবে যে, ঈকারান্ত যে লী এবং ভীধাতু তাহার উত্তরই নুক্ আগম হইয়া লীনয়তি এবং ভিয়ো হেতুভয়ে যুক্। ৭।৩।৪০ এই সূত্রানুসারে যুক্ আগম হইয়া ভীষয়তে প্রয়োগ হইবে ; কিন্তু বিলাপয়তি ভাপয়তে ইহাদের স্থলে এই ঈকারান্ত শ্রবণাভাবহেতু প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—লোডাদেশে শাভাবজভাবধিত্বহিলোপৈত্বপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—লোট্ আদেশ হইলে, শাভাব, জভাব, ধিত্ব, হিলোপ এবং ঐত্বের নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্। এবাং লোডাদেশে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। শিষ্টাৎ। হতাৎ। ভিন্তাৎ। কুরুতাৎ। স্তাৎ। লোডাদেশে কৃতে শাভাবো জভাবো ধিত্বং হিলোপ এত্বমিত্যেতে বিধয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি। নৈষ দোষঃ। ইদমিহ সম্প্রধার্য্যম্ লোডাদেশঃ ক্রিয়তাম্ এতে বিধয় ইতি। কিমত্র কর্ত্তব্যম্। পরত্বাল্লোডাদেশঃ। অথেদানীং লোডাদেশে কৃতে পুনঃ প্রসঙ্গ বিজ্ঞানাৎ কস্মাদেতে বিধয়ো ন ভবন্তি। সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেবেতি কৃত্বা।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাদিগের লোট্ আদেশে নিষেধ করা কর্ত্তব্য। যথা শিষ্টাৎ (শাস্ ধাতুর উত্তর লোটে তাৎ আগম হইলে শিষ্টাৎ হয়), হতাৎ (হন্+তাৎ), ভিন্তাৎ (ভিদ্+তাৎ), কুরুতাৎ (কৃ+তাৎ,) স্তাৎ(অস্+তাৎ) এই সকলের স্থানে লোট্ আদেশ করিলে শাভাব, জভাব, ধিত্ব, হির লোপ এত্ব এই সকল বিধি প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ লোটের হি বিভক্তি স্থলে তুহ্যোস্তাতঙাশিষ্যন্যতরস্যাম্ এই সূত্রানুসারে তাতঙ্ আদেশ হইলে শাহৌ। ৬। ৪।৩৫ এই সূত্রানুসারে শাস্ ধাতুর শা আদেশ প্রাপ্তি হইয়াছিল, হতাৎ এই স্থলে "হন্তের্জঃ"। ৬।৪।৩৬। এই সূত্রানুসারে জ আদেশ প্রাপ্তি হইয়াছিল ভিন্তাৎ এই স্থলে হুঝল্ভ্যো হের্ধিঃ। ৬। ৪।১০১ এই সূত্রানুসারে হি স্থানে ধি আদেশ প্রাপ্তি হইয়াছিল, কুরুতাৎ এই স্থলে কৃধাতুর উত্তর উ আগম হইলে "উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ। ৬।৪।১০৬। এই সূত্রানুসারে হি বিভক্তির লোপ হইবে। স্তাৎ ("ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ" ৬।৪। ১১৯ এই সূত্রানুসারে ঘু সংজ্ঞক ধাতুর এবং অস্ ধাতুর হি পরে থাকিলে একার হয় বলিয়া এই স্থলেও অস্ ধাতুর হি বিভক্তির স্থলে "তাৎ" আদেশ হওয়াতে স্থানিবদ্ভাব মানিয়া একারত্বপ্রাপ্তি হইবে)।

এই স্থলে কোন ও দোষ হইবে না।

এস্থলে ইহাই বলিতে হইবে যে লোট্ আদেশ করা হইবে, কি এই সকল বিধি ও করা হইবে ?

এস্থলে কি করা কর্ত্তব্য ?

পরবিধি বলিয়া লোট্ আদেশই করা হইবে। অনন্তর এই স্থলে লোট্ আদেশ করা হইলে পুনরায় এই প্রসঙ্গের জ্ঞান হেতু কেনএই সকলের বিধি প্রাপ্ত হইবে না ?

একবার পরস্পরে বিরুদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কাহাকে ও বাধা করিলে তাহা বাধিতই হইয়াথাকে এই নিয়ম করিয়াই বিধি প্রাপ্ত হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ত্রয়াদেশে স্রন্তস্য প্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ত্রয় আদেশ করিলে স্র অন্তের নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—ত্রয়াদেশে স্রন্তস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। তিসৃভাবে কৃতে ত্রেস্রয় ইতি ত্রয়াদেশঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। ইদমিহ সংপ্রধার্য্যং তিসৃভাবঃ ক্রিয়তামাহোস্বিৎ ত্রেস্রয় ইতি। কিমত্র কর্ত্তব্যম্। পরত্বাত্তিসৃভাবঃ।

অথেদানীং তিসৃভাবে কৃতে পুনঃ প্রসঙ্গবিজ্ঞানাদ্ ত্রয়াদেশঃ কস্মান্ন ভবতি। সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেবেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তৃ স্থলে ত্রয় আদেশ হইলে, সৃ অন্তের নিষেধ বলিতে হইবে। তিসৃভাব করিলে ত্রেস্ত্রয়ঃ। ৭। ১। ৩৫ এই সূত্রানুসারে ত্রয় আদেশ করিলে তাহার স্থানে তিসৃ প্রাপ্তি হইবে। ইহা কোনও দোষ নহে।

এক্ষণে এই স্থলে ইহাই নির্ণয় করিতে হইবে যে, (তৃ শব্দ স্থানে) তিসৃ আদেশ করা হইবে অথবা তৃ শব্দ স্থানে ত্রয় আদেশই করা হইবে, এই স্থলে কি করা কর্ত্তব্য ?

পরত্ব হেতু তিসৃ ভাবই করা কর্ত্তব্য। অনন্তর এই স্থানে যদি তিসৃ ভাব করা হয়, তবে প্রসঙ্গ ক্রমে সেই জ্ঞান হেতু ত্রয় আদেশ কেন হইবে না ?

তুল্য বলের সহিত বিরোধ হইলে তাহাদের মধ্যে একটি বাধা পাইলে তাহা বাধিতই হইয়া থাকে।

বার্ত্তিকমূলম্।—আম্‌বিধৌ চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আম্‌বিধিতেও নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—আম্‌বিধৌ স্রন্তস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। চতস্রস্তিষ্ঠন্তি। চতসৃভাবে কৃতে চতুরনডুহোরামুদাত্ত ইত্যাম্ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। ইদমিহ সংপ্রধার্য্যং চতসৃ ভাবঃ ক্রিয়তাম্ আহোস্বিচ্চতুরনডুহোরামুদাত্ত ইত্যামিতি। কিমত্র কর্ত্তব্যম্। পরত্বাচ্চতসৃভাবঃ। অথেদানীং চতসৃভাবে কৃতে পুনঃ প্রসঙ্গবিজ্ঞানাদ্ আম্ কস্মান্ন ভবতি। সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেবেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আম্‌বিধিতে সৃ অন্তের নিষেধ বলা কর্ত্তব্য। যথা চতস্রস্তিষ্ঠন্তি (তিনটি স্ত্রীলোক অবস্থান করিতেছে) এই স্থলে চতসৃভাব করিলে "চতুরনডুহোরামুদাত্তঃ।৭।১।৯৮" এই সূত্রানুসারে আম্ প্রাপ্ত হইবে। ইহা কোনও দোষ নহে। এইস্থলে ইহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, চতসৃভাবই করা হইবে অথবা "চতুরনডুহোরামুদাত্ত" এই সূত্রানুসারে আম্ই করিতে হইবে, এই স্থলে কি করিতে হইবে ?

পরত্ব হেতু চতসৃভাবই করা হইবে। অনন্তর এই স্থলে চতসৃভাব করিলে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হেতু পুনরায় আম্ কেন হইবে না ?

তুল্যবল বিরোধে যাহা একবার বাধিত হইয়াছে তাহা বাধিতই হইয়াছে (এই জন্যই আর হইবে না)।

বার্ত্তিকমূলম্।—স্বরে বস্বাদেশে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্বর প্রকরণে বস্বাদেশে নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—স্বরে বস্বাদেশে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। বিদুষঃ পশ্য। শতুরনুমো নদ্যজাদী অন্তোদাত্তাদিত্যেষ স্বরঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। অনুম ইতি প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। অনুম ইত্যুচ্যতে ন চাত্র নুমং পশ্যামঃ। অনুম ইতি নেদমাগমগ্রহণম্। কিং তর্হি। প্রত্যাহার গ্রহণম্। কসন্নিবিষ্টানাং প্রত্যাহারঃ। উকারাৎপ্রভৃত্যানুমো মকারাৎ। যদি প্রত্যাহার গ্রহণং লুনতা পুনতা অত্রাপি প্রাপ্নোতি। নানুম্ গ্রহণেন শত্রন্তং বিশেষ্যতে। কিংতর্হি শতৈব বিশেষ্যতে শতা যোহনুম্ক ইতি। অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। আগমগ্রহণে হি সতীহ প্রসজ্যেত। মুঞ্চতা-মুঞ্চত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—স্বর প্রকরণে বসু আদেশে স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ করা কর্ত্তব্য, যথা, বিদুষঃ পশ্য (বিদ্বান্ গণকে দর্শন কর "বিদেঃশতুর্বসুঃ"। ৭।১।৩৬ এই সূত্রানুসারে বিদ্‌ধাতুর পরে বিকল্পে "শতৃ" স্থানে বসু আদেশ হইয়া থাকে) "শতুরনুমোনদ্যজাদী অন্তোদাত্তাৎ" ।৬।১।১৭৩ এই সূত্রানুসারে, অনুম্ যে শতৃ প্রত্যয়, তাহা অন্তে আছে যার, এমন যে অন্ত উদাত্ত তাহার পরে নদী অজাদি শসাদি বিভক্তি তাহার উদাত্ত হয় বলিয়া এই স্থলেও অন্ত উদাত্ত স্বর প্রাপ্তি হইবে। ইহা কোনও দোষ নহে। কারণ ঐ সূত্রে অনুমের নিষেধ করিয়াছে বলিয়া নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

সেই স্থলে তো নুমের নিষেধ বলিয়াছে, এই স্থলে তো আমরা নুম্ই দেখিতেছি না ?

অনুম এইটি আগমের গ্রহণ নহে।

তবে কি ?

প্রত্যাহারের গ্রহণ।

কোথায় অবস্থিত বর্ণ সমূহের প্রত্যাহার ? উকার হইতে আরম্ভ করিয়া নুমের মকার পর্য্যন্ত।

যদি প্রত্যাহারেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, তবে লুনতা পুনতা এই স্থলেও প্রাপ্তি হইবে। এই স্থলে অনুমের গ্রহণে শতৃ প্রত্যয়ান্তের বিশেষণ করা হইবে না।

তবে কি ?

শতাই বিশেষ্য করা হইবে অর্থাৎ শতৃর দ্বারা যে অনুম্ বিশিষ্ট তাহা-

রই প্রাপ্তি হয়। ইহা অবশ্যই এইরূপ জানিতে হইবে যে, আগমের গ্রহণ হইলেই এই স্থলে প্রাপ্তি হইবে। যথা মুক্তা, মুক্ত। এই সকল স্থলেও আগমের গ্রহণ হইলেই প্রাপ্ত হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—গোঃ পূর্ব্ব ণিত্বাত্বস্বরেষু *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গোশব্দের পূর্ব্বরূপ, ণইৎপ্রযুক্ত কার্য্য, আত্ব এবং স্বরেতে নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—গোঃ পূর্ব্বণিত্বাত্বস্বরেষু প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। চিত্রগ্বগ্রং শবলগ্বগ্রম্। সর্ব্বত্র বিভাষা গোরিতি বিভাষা পূর্ব্বত্বং প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। এঙ ইতি বর্ত্ততে তত্রানল্বিধাবিতি প্রতিষেধোভবিষ্যতি। এবমপি হে চিত্রগো অগ্রম্ ইত্যত্র প্রাপ্নোতি। ণিত্বম্ চিত্রগূ চিত্রগবঃ। গোতোণিদিতি ণিত্বং প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। তপরকরণাৎ সিদ্ধম্। তপরকরণসামর্থ্যাৎ ণিত্বাত্বে ন ভবিষ্যতঃ। স্বর। বহুগুমান্। ন গোশ্বন্সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—গোশব্দের পূর্ব্বরূপ ণিত্ব, আত্ব এবং স্বরেতে স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ করা কর্ত্তব্য; যথা চিত্রগ্বগ্রং শবলগ্বগ্রম্, চিত্রা হইয়াছে গো যাহার সে চিত্রগু এবং শবল অর্থাৎ নানা বর্ণ যুক্ত হইয়াছে গো যাহার সে শবলগু) এই সকল স্থলে "সর্ব্বত্র বিভাষা গোঃ" ।৬।১।১২২ (লৌকীক প্রয়োগে অথবা বৈদিক প্রয়োগে এঙন্ত যে গো শব্দ, তাহার পরে হ্রস্ব অকার থাকিলে প্রকৃতি ভাব হয় বিকল্পে পদান্ত বিষয়ে) এই সূত্রানুসারে বিকল্পে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

ইহা কোনও দোষ নহে, কারণ এস্থলে এঙ্ অর্থাৎ একার এবং ওকারান্ত গো শব্দ হইলে পূর্ব্বরূপ হয় এইরূপ বলা হইয়াছে কিন্তু চিত্রগু শব্দটি উকারান্ত হওয়াতে এঙন্ত হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বরূপ হইবে না।

আর অল্বিধিতে স্থানিবদ্ভাব হয় না বলিয়া, এস্থলে অল্বিধি হওয়াতে স্থানিবদ্ভাব হইবে না।

যদি এইরূপই হয় তাহা হইলেও হে চিত্রগো অগ্রম্ এস্থলে সম্বোধনে উকার স্থানে ওকার হওয়াতে তাহা এঙন্ত হইয়াছে বলিয়া বিকল্পে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। ণ ইতের দৃষ্টান্ত যথা,—চিত্রগুঃ, চিত্রগূ, চিত্রগবঃ এই সকল স্থলে "গোতো ণিৎ" ।৭।১।৯০ (গোশব্দের পরে সর্ব্বনাম স্থানে ণ ইতর কার্য্যে অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রানুসারে চিত্রগু শব্দের উত্তর ণ ইৎ কার্য্য প্রাপ্তি হইতেছে।

আকারান্তত্বের দৃষ্টান্ত যথা,—চিত্রগুং পশ্য, শবলগুং পশ্য এই স্থলে "ঔতোঽম্‌-শসোঃ"। ৬।১।৯৩। (ওকারের পরে অম্ এবং শস্ বিভক্তির অচ্ পরে থাকিলে আকার একাদেশ হয়; যথা গাম্) এই সূত্রানুসারে আ+ওতঃ এই রূপ পদচ্ছেদ করিয়া আকারত্ব প্রাপ্তি হইবে। এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ তপর করণ হেতুই কার্য্যসিদ্ধ হইবে—গোতোণিৎ এবং আ+ও-তঃ এই সকল স্থানে তকারান্ত করা হেতু ,'তপরস্তৎ কালস্য" সূত্রানুসারে, তৎকালেরই গ্রহণ হয় বলিয়া চিত্রগু শব্দের উকার হ্রস্ব হওয়াতে গো শব্দের ওকার দীর্ঘ বলিয়া সমকালের গ্রহণ হয় নাই; সুতরাং ণকার ইৎ কার্য্য এবং আকারান্ত হইবে না।

স্বরের দৃষ্টান্ত যথা—বহুগুমান্ এই স্থলে, "নগোশ্বন্‌সাববর্ণরাডঙ্ক্রুঙ্-কৃদ্ভ্যঃ"। ৬।১।১৮২ এই সূত্রানুসারে, উদাত্তস্বরের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—করোতিপিবত্যোঃ প্রতিষেধঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—করোতি এবং পিবতির নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—করোতি পিবত্যোঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। কুরু পিবেতি। স্থানিবদ্ভাবাল্লঘূপধগুণঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কৃ এবং পিব ধাতুর স্থানিবদ্ভাব নিষেধ করা কর্ত্তব্য; যথা কুরু, পিব এই সকল স্থানে কৃ ধাতুর স্থলে কুর্ এবং পা ধাতুর স্থলে পিব্ আদেশ স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত "পুগন্তলঘূপধস্য চ" সূত্রানুসারে লঘু উপধার গুণ প্রাপ্তি হইতেছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—উক্তং বা।

বার্ত্তিকানুবাদ—অথবা ইহার বিষয় উক্তই হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্। করোতৌ তপরকরণনির্দ্দেশাৎ সিদ্ধং পিবিরদন্ত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কি উক্ত হইয়াছে কৃ ধাতুর স্থলে তপর নির্দ্দেশ করা হেতু এবং পিব ধাতুর স্থলে অদন্ত নির্দ্দেশ করা হেতুই কোনও দোষ হইবে না।

অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ। ৫৭।

সূত্রানুবাদ।—(এই সূত্র অল্‌বিধিতে ও স্থানিবদ্ভাব করিবার জন্য করা হইয়াছে); যদি কোনও নিমিত্ত পরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে

নিমিত্ত করিয়া যে অচের স্থানে আদেশ, সেই আদেশটি স্থানির ন্যায় হয়, সেই স্থানিভূত অচের অর্থাৎ স্বরবর্ণের পূর্ব্বে যদি কোনও দৃষ্টবিধি কর্ত্তব্য থাকে।

ভাষ্যমূলম্।— অচ ইতি কিমর্থম্। প্রশ্নো বিশ্নঃ। দ্যুত্বা। স্যূত্বা। আক্রাষ্টাম্। আগত্য। প্রশ্নো বিশ্ন ইত্যত্র ছকারস্য শকারঃ পরনিমিত্তকস্তস্য স্থানিবত্তাবাচ্ছে চেতি তুক্ প্রাপ্নোতি। অচ ইতি বচনান্ন ভবতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। ক্রিয়মাণেঽপি অজ্ গ্রহণে অবশ্যমত্র তুগভাবে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। অন্তরঙ্গত্বাদ্ধি তুক্ প্রাপ্নোতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। দ্যূত্বা। স্যূত্বা। বকারস্য উঠ্ পরনিমিত্তকঃ। তস্য স্থানিবত্তাবাদচীতি যণাদেশো ন প্রাপ্নোতি। অচ ইতি বচনাত্তবতি। নৈতদপ্যস্তি প্রয়োজনম্। স্বাশ্রয়মত্রাচ্ত্বং ভবিষ্যতি। অথবা যোঽত্রাদেশো নাসাবাশ্রীয়তে যশ্চাশ্রীয়তে নাসাবাদেশঃ। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। আক্রাষ্টাম্। সিচো লোপঃ পরনিমিত্তকস্তস্য স্থানিবদ্ভাবাৎ ষঢোঃ কস্সীতি কত্বং প্রাপ্নোতি। অচ ইতি বচনান্ন ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োনম্। বক্ষ্যত্যেতৎ পূর্ব্বত্রাসিদ্ধে ন স্থানিবদিতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। আগত্য। অভিগত্য। অনুনাসিকলোপঃ পরনিমিত্তকস্তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্হ্রস্বস্যেতি তুঙ্ ন প্রাপ্নোতি। অচ ইতি বচনাদ্ভবতি। অথ পরস্মিন্নিতি কিমর্থম্। যুবজানিঃ। বধূজানিঃ। দ্বিপদিকা। বৈয়াঘ্রপদ্যঃ। আদীধ্যে। যুবজানিঃ বধূজানিরিতি জায়ায়া নিঙ্ অপরমিনিত্তিকঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্বলীতি যলোপো ন প্রাপ্নোতি। পরস্মিন্নিতি বচনাদ্ভবতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। স্বাশ্রয়মত্র বল্ত্বং ভবিষ্যতি। অথবা যোত্রাদেশো নাসাবাশ্রীয়তে যশ্চাশ্রীয়তে নাসাবাদেশঃ। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। দ্বিপদিকা। ত্রিপদিকা পাদস্য লোপোঽপরনিমিত্তকস্তস্য স্থানিবত্তাবো ন প্রপ্নোতি। পরস্মিন্নিতি বচনাদ্ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। পুনর্লোপবচনসামর্থ্যাৎ স্থানিবত্তাবো ন ভবিষ্যতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। বৈয়াঘ্রপদ্যঃ। নমু চাত্রাপি পুনর্বচনসামর্থ্যাদেব ভবিষ্যতি। অস্তি হ্যন্যৎপুনর্লোপবচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যত্র ভসংজ্ঞা ন, ব্যাঘ্রপাৎ শ্যেনপাদিতি। ইদং চাপ্যুদাহরণম্। আদীধ্যে আবেব্যে। ইকারস্যৈকারো ন পরনিমিত্তকঃ। তস্য স্থানিবত্তাবাদ্ যীবর্ণয়োর্দীধীবেব্যোরিতি লোপঃ প্রাপ্নোতি। পরস্মিন্নিতি বচনান্ন ভবতি। অথ পূর্ব্ববিধাবিতি কিমর্থম্ হে গৌঃ। বাভ্রবীয়াঃ। নৈধেয়ঃ। হে গৌরিত্যৌকারঃ পরনিমিত্তকস্তস্য স্থানিবত্তাবাদেঙ্ হ্রস্বাৎ সংবুদ্ধেরিতি লোপঃ প্রাপ্নোতি। পূর্ব্ববিধাবিতি

বচনান্ন ভবতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন সংবুদ্ধিলোপে স্থানিবদ্ভাবো ভবতীতি। যদয়মেঙ্হ্রস্বাৎসংবুদ্ধেরিত্যেঙ্ গ্রহণং করোতি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। গোঽর্থমেতৎ স্যাৎ। যত্তর্হি প্রত্যাহারগ্রহণং করোতি ইতরথা হ্যো হ্রস্বাদিত্যেব ব্রূয়াৎ। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। বাভ্রবীয়াঃ। মাধবীয়াঃ। বান্তাদেশঃ পরনিমিত্তকস্তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্ধলস্তদ্ধিতস্যেতি যলোপো ন প্রাপ্নোতি পূর্ব্ববিধাবিতি বচনাদ্ভবতি। এতদপিনাস্তি প্রয়োজনম্। স্বাশ্রয়মত্র হলৃত্বং ভবিষ্যতি। অথবা যোঽত্রাদেশো নাসাবাশ্রীয়তে যশ্চাশ্রীয়তে নাসাবাদেশঃ। ইদং তর্হিপ্রয়োজনম্। নৈধেয়ঃ। আকারলোপঃ পরনিমিত্তকস্তস্য স্থানিবদ্ভাবাদদ্ব্যজ্লক্ষণো ঢগ্ ন প্রাপ্নোতি পূর্ব্ববিধাবিতি বচনাদ্ভবতি। অথ বিধিগ্রহণং কিমর্থম্। সর্ব্ববিভক্ত্যন্তসমাসো যথা বিজ্ঞায়েত। পূর্ব্বস্য বিধিঃ পূর্ব্ববিধিঃ। পূর্ব্বস্মাদ্বিধিঃ পূর্ব্ববিধিরিতি। কানি পুনঃ পূর্ব্বস্মাদ্বিধৌ স্থানিবদ্ভাবস্য প্রয়োজনানি। বেভিদিতাচেচ্ছিদিতা।মাথিতিকঃ। অপীপচন্। বেভিদিতা চেচ্ছিদিতেতি অকারলোপে কৃতে একাজ্লক্ষণে ইট্ প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। স্থানিবদ্ভাবান্ন ভবতি। মাথিতিক ইত্যকার লোপে কৃতে তান্তাৎক ইতি কাদেশঃ প্রাপ্নোতি স্থানিবদ্ভাবান্ন ভবতি। অপীপচন্নিত্যেকাদেশে কৃতে অভ্যস্তাজ্ঝের্জুস্ ভবতীতি জুসভাবঃ প্রাপ্নোতি স্থানিবদ্ভাবান্ন ভবতি। নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি। প্রাতিপদিকনির্দ্দেশোঽয়ং প্রাতিপদিকনির্দ্দেশাশ্চার্থতন্ত্রা ভবন্তি ন কং চিৎপ্রাধান্যেন বিভক্তিমাশ্রয়ন্তি। তত্র প্রাতিপদিকার্থে নির্দ্দিষ্টেযাং যাং বিভক্তিমাশ্রয়িতুং বুদ্ধিরুপজায়তে সা সা আশ্রয়িতব্যা। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। বিধিমাত্রে স্থানিবদ্ভাবো যথা স্যাৎ। অনাশ্রীয়মাণায়ামপি প্রকৃতৌ বায্বোরধ্বর্য্বোঃ লোপোব্যোর্বলীতি যলোপো মাভূদিতি। অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি। অপরবিধাবিতি তু বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। স্ববিধাবপি স্থানিবদ্ভাবো যথা স্যাৎ। কানি পুনঃ স্ববিধৌ স্থানিবদ্ভাবস্য প্রয়োজনানি। আয়ন্ আসন্ ধিন্বন্তি কৃণ্বন্তি। দধ্যত্র মধ্বত্র চক্রতুঃ চক্রুঃ। ইহ তাবদায়ন্নাসন্নিতি। ইণস্ত্যোর্যণ্লোপয়োঃ কৃতয়োরন আদিষ্বাদাডজাদীনামিতি আড্ ন প্রাপ্নোতি। স্থানিবদ্ভাবাদ্ ভবতি। ধিন্বন্তি। কৃণ্বন্তি যণাদেশে কৃতে বলাদিলক্ষণ ইট্ প্রাপ্নোতি। স্থানিবদ্ভাবান্নভবতি। দধ্যত্র মধ্বত্র। যণাদেশে কৃতে সংযোগান্তস্য লোপঃ প্রাপ্নোতি স্থানিবদ্ভাবান্ন ভবতি। চক্রতুঃ। চক্রুঃ। যণাদেশে কৃতে অনচ্কত্বাদ্ দ্বির্বচনং ন প্রাপ্নোতি।

স্থানিবত্ত্বাবাদ্ ভবতি; যদি তর্হি স্ববিধাবপি স্থানিবদ্ভাবো ভবতি, বাভ্যাং দেয়ং লবণম্। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। বাভ্যামিত্যত্রাত্বস্য স্থানিবত্ত্বাবাদ্ দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি। দেয়মিতি ঈত্বস্য স্থানিবত্ত্বাবাদ্ গুণো ন প্রাপ্নোতি। লবণমিত্যত্র গুণস্য স্থানিবত্ত্বাবাদবাদেশো ন প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। স্বাশ্রয়া অত্রৈতে বিধয়ো ভবিষ্যন্তি। তত্তর্হি বক্তব্যমপরবিধাবিতি। ন বক্তব্যম্। পূর্ব্ববিধাবিত্যেব সিদ্ধম্। কথম্। ন পূর্ব্ব গ্রহণেনাদেশোঽভিসংবধ্যতে। অজাদেশঃ পরনিমিত্তকঃ পূর্ব্বস্য বিধিং প্রতি স্থানিবদ্ভবতি, কুতঃ পূর্ব্বস্যাদেশাদিতি। কিন্তর্হি নিমিত্তমভিসম্বধ্যতে। অজাদেশঃ পরনিমিত্তকঃ পূর্ব্বস্য বিধিং প্রতি স্থানিবদ্ভবতি কুতঃ পূর্ব্বস্য নিমিত্তাদিতি। অথ নিমিত্তেঽভিসংবধ্যমানে যত্তদস্য যোগস্য মূর্দ্ধাভিষিক্তমুদাহরণং তদপি সংগৃহীতং ভবতি। কিংপুনস্তৎ। পট্ব্যা মৃদ্ব্যেতি। বাঢ়ং সংগৃহীতম্। ননু চ ঈকারযণা ব্যবহিতত্বান্নাঽসৌ নিমিত্তাৎ পূর্ব্বো ভবতি। ব্যবহিতেঽপি পূর্ব্বশব্দো বর্ত্ততে। তদ্যথা। পূর্ব্বং মথুরায়া পাটলিপুত্রমিতি। অথবা পুনরস্ত্বাদেশ এবাভিসংবধ্যতে। কথং যানি স্ববিধৌ স্থানিবত্ত্বাবস্য প্রয়োজনানি। নৈতানি সন্তি। ইহ তাবদায়ন্ আসন্ ধিন্বন্তি কৃণ্বন্তীতি। অয়ং বিধিশব্দোঽস্ত্যেব কর্ম্মসাধনো বিধীয়তে বিধিরিতি। অস্তি ভাবসাধনঃ বিধানং বিধিরিতি। তত্র কর্ম্ম সাধনস্য বিধিশব্দস্যোপাদানে ন সর্ব্বমিষ্টং সংগৃহীতমিতি কৃত্বা ভাবসাধনস্য বিধিশব্দস্যোপাদানং বিজ্ঞাস্যতে। পূর্ব্বস্য বিধানং প্রতি পূর্ব্বস্য ভাবং প্রতি পূর্ব্বঃ স্যাদিতি স্থানিবদ্ভবতীতি এবমাট্ ভবিষ্যতি। ইহ চ ন ভবিষ্যতি। দধ্যত্র মধ্বত্র চক্রতুশ্চক্রুরিতি পরিহারং বক্ষ্যতি কানি পুনরস্য যোগস্য প্রয়োজনানি।

স্তোষ্যাম্যহং পাদিক মৌদবাহিং,
ততঃ শ্বোভূতে শাতনীং পাতনীং চ।
নেতারাবাহ গচ্ছতং ধারণিং রাবণিং চ,
ততঃ পশ্চাৎস্রংস্যতে ধ্বংস্যতে চ। ১।

ইহ তাবৎ পাদিকমৌদবাহিং শাতনীং পাতনীং ধারণিং রাবণিমিতি। অকারলোপে কৃতে পস্ভাব ঊঠ্ অল্লোপঃ টিলোপ ইত্যেতে বিধয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি। স্থানিবত্ত্বাবান্ন ভবতীতি। স্রংস্যতে ধ্বংস্যতে। ণিলোপে কৃতে অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ক্ঙিতীতি নলোপঃ প্রাপ্নোতি। স্থানিবত্ত্বাবান্ন ভবতীতি। নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি। অসিদ্ধবদত্রাভাদিত্যনেনাপ্যেতানি

সিদ্ধানি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। যাজ্যতে বাপ্যতে। ণিলোপে কৃতে যজাদীনাং কিতীতি সংপ্রসারণং প্রাপ্নোতি স্থানিবদ্ভাবান্ন ভবতীতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। যজাদিভিরত্র কিতং বিশেষয়িষ্যামঃ। যজাদীনাং যঃ কিদিতি। কশ্চ যজাদীনাং কিৎ। যজাদিভ্যো যো বিহিত ইতি। ন চায়ং যজাদিভ্যো বিহিত ইতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। পদ্ব্যা মৃদ্ব্যোতি। পরস্য যণাদেশে কৃতে পূর্ব্বস্য ন প্রাপ্নোতি। ঈকারযণা ব্যবহিতত্বাৎ। স্থানিবদ্ভাদ্ভবতি। কিং পুনঃ কারণং পরস্য তাবদ্ভবতি ন পুনঃ পূর্ব্বস্য। নিত্যত্বাৎ। নিত্যঃ পরযণাদেশঃ কৃতেঽপি পূর্ব্বযণাদেশে প্রাপ্নোত্যকৃতেঽপি প্রাপ্নোতি। নিত্যত্বাৎ পরস্য যণাদেশে কৃতে পূর্ব্বস্য ন প্রাপ্নোতি। স্থানিবদ্ভাবাদ্ভবতি। এতদপিনাস্তি প্রয়োজনম্। অসিদ্ধং বহিরঙ্গলক্ষমন্তরঙ্গলক্ষণে ইত্যসিদ্ধত্বাদ্বহিরঙ্গলক্ষণস্য পরযণাদেশস্যান্তরঙ্গলক্ষণঃ পূর্ব্বযণাদেশো ভবিষ্যতি। অবশ্যং চৈষা পরিভাষা আশ্রয়িতব্যা স্বরার্থম্। কর্ত্র্যাহর্ত্র্যোতি। উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিত্যেষ স্বরো যথা স্যাৎ। অনেনাঽপি সিদ্ধঃ স্বরঃ। কথম্। আরভ্যমাণে নিত্যোঽসৌ। আরভ্যমাণেঽস্মিন্‌যোগে নিত্যঃ পূর্ব্বযণাদেশঃ। কৃতেঽপি পরযণাদেশে প্রাপ্নোতি অকৃতেঽপি। পরযণাদেশোঽপি নিত্যঃ। কৃতেঽপি পরযণাদেশে প্রাপ্নোত্যকৃতেঽপি। পরশ্চাসৌ ব্যবস্থয়া। ব্যবস্থয়া চাঽসৌ পরঃ। যুগপৎসংভবো নাস্তি। ন চাস্তি যৌগপদ্যেন সংভবঃ। কথং চ সিদ্ধ্যতি। বহিরঙ্গেন সিদ্ধ্যতি। অসিদ্ধং বহিরঙ্গলক্ষণমন্তরঙ্গলক্ষণ ইত্যনেন সিদ্ধ্যতি। এবং তর্হি যোঽত্রোদাত্তযণ্ তদাশ্রয়ঃ স্বরো ভবিষ্যতি। ঈকারযণা ব্যবহিতত্বান্ন প্রাপ্নোতি। স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবদ্ভবতীতি নাস্তি ব্যবধানম্। সা তর্হি এষাপরিভাষা কর্ত্তব্যা। ননু চেয়মপি কর্ত্তব্যা অসিদ্ধং বহিরঙ্গলক্ষণমন্তরঙ্গলক্ষণ ইতি। বহুপ্রয়োজনৈষা পরিভাষা। অবশ্যমেবৈষা কর্ত্তব্যা। সা চাপ্যেষা লোকতঃ সিদ্ধা। কথম্। প্রত্যঙ্গবর্ত্তী লোকো লক্ষ্যতে। তদ্যথা। পুরুষোঽয়ং প্রাতরুত্থায় যান্যস্য প্রতিশরীরং কার্য্যাণি তানি তাবৎ করোতি ততঃ সুহৃদাং ততঃ সংবন্ধিনাম্। প্রাতিপদিকং চাপ্যুপদিষ্টং সামান্যভূতে ঽর্থে বর্ত্ততে। সামান্যে বর্ত্তমানস্য ব্যক্তিরুপজায়তে ব্যক্তস্য সতো লিঙ্গসংখ্যাভাবমন্বিতস্য বাহ্যেনার্থেন যোগো ভবতি। যথৈব চানুপূর্ব্ব্যার্থানাং প্রাদুর্ভাবস্তথৈব শব্দানামপি তদ্বৎ কার্য্যৈরপি ভবিতব্যম্। ইমানি তর্হি প্রয়োজনানি। পটয়তি লঘয়তি অবধীৎ বহুখট্বকঃ। পটয়তি লঘয়-

তীতি ণিচি টিলোপে অত উপধায়া ইতি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। স্থানিবদ্ভাবান্ন ভবতি। অবধীদিত্যকারলোপে কৃতে অতো হলাদের্ঘোরিতি বিভাষা বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। স্থানিবদ্ভাবান্ন ভবতি। বহুখট্বক ইতি আপোঽন্যতরস্যামিতি হ্রস্বকৃতে হ্রস্বান্তেঽন্ত্যাৎপূর্ব্বমিত্যেষ স্বরঃ প্রাপ্নোতি স্থানিবদ্ভাবান্ন ভবতি। ইহ বৈয়াকরণঃ সৌবশ্ব ইতি য্বোঃ স্থানিবদ্ভাবাদায়াবৌ প্রাপ্নুতস্তয়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অচঃ এইটি কি জন্য প্রয়োগ করা হইল?

প্রশ্ন, বিশ্ন, দ্যূত্বা, স্যূত্বা, আক্রাষ্টাম্, আগত্য এই সকল স্থলে প্রয়োগ সিদ্ধ হইবার জন্য।

প্রশ্ন, বিশ্ন, এই সকল স্থলে (প্রচ্ছ ও বিচ্ছ ধাতুর স্থলে) ছকার স্থানে শকার আদেশ হইয়া পরনিমিত্ত হইয়াছে, (চ্ছ্বোঃ শূডনুনাসিকে চ।৬।৪।১৯ এই সূত্রানুসারে, প্রচ্ছ ও বিচ্ছ ধাতুর, ছস্থানে শ আদেশ হইয়াথাকে)। সুতরাং সেই ছকারের স্থানিবদ্ভাব হেতু "ছেচ" ।৬।১।৭৩ এই সূত্রানুসারে হ্রস্বের পরে ছ থাকিলে, তুক্ আগম হয় বলিয়া এই স্থলেও তুক্ প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু অচ এই কথা বলিলে ছকার অচ্ না হইয়া ব্যঞ্জান হওয়াতে স্থানিবদ্ভাব হইবে না।

এইরূপ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ অচের গ্রহণ করিলেও যাহাতে তুকের প্রাপ্তি না হয় সেই জন্য এইস্থলে অবশ্যই যত্ন করিবে, যেহেতু (অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে বহিরঙ্গ কার্য্য অসিদ্ধ হয় বলিয়া) তুক্ বিধির অন্তরঙ্গত্ব বলিয়া তাহাই প্রাপ্তি হইবে।

দ্যূত্বা, স্যূত্বা এই সকল স্থলে তবে প্রয়োজন হইবে; কারণ বকারের যে "ঊঠ্" বিধি, পরে তাহার নিমিত্ত রহিয়াছে। তাহা স্থানিবদ্ভাব হেতু, অচ্ পরে থাকিলে যণ্ আদেশ প্রাপ্তি হইবে না অর্থাৎ দিব্ ও সিব্ ধাতুর, বকার স্থানে "বাহ ঊঠ্"।৬।৪।১৩২ এই সূত্রানুসারে ঊ আদেশ হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের সহিত মিলিয়া বকার আদেশ হইয়াছে বলিয়া দ্যূত্বা স্যূত্বা প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু বকারের স্থানিবদ্ভাব মানিলে অচ্ না হওয়াতে ব হইবে না; সুতরাং দ্যূত্বাপ্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে। অচঃ এই কথা বলিলে দিব্ ধাতুর বকার অচ্ না হয় বলিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

ইহার ও কোন প্রয়োজন নাই, কারণ উকাররূপ অচ্ এই স্থলে নিজের স্বরূপেই নিজের আশ্রয় বলিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

অথবা এই স্থলে যে আদেশ করা হইয়াছে, তাহা কখনও আশ্রয় নহে আর যাহা আশ্রয় হইয়াছে তাহা কখনও আদেশ নহে, সুতরাং কোনও দোষ হইবে না, অর্থাৎ আদিষ্ট উকার বকার কে আশ্রয় করে নাই বলিয়া, যকার প্রাপ্তির নিষেধ হইবে না। আক্রাষ্টাম্ এই স্থলে তবে প্রয়োজন রহিয়াছে, কারণ আঙ্ পূর্ব্বক কৃষ্ ধাতুর অনুদাত্তস্য চর্দুপধস্যান্যতরস্যাম্” ।৬।১।৫৯ এই সূত্রানুসারে অনুদাত্ত ঋকার উপধাবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর আম্ হয় বলিয়া, এই স্থলেও আম্ হইলে“ ঝলোঝলি” ।৮।২।২৬ এই সূত্রানুসারে লুঙের সিচের সকারের লোপ হইবার পর আক্রাষ্ এইরূপ আদেশ হইলে, নিমিত্ত পরে থাকাতে সেই সিচের স্থানিবদ্ভাব মানিয়া “ষঢ়োঃ কঃ সি ।৮।২।৪১ (যকার এবং ঢকারের স্থানে ক হয় সকার পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে ককারত্ব প্রাপ্তি হইবে কিন্তু অচঃ এই কথা বলিলে, সিচের স টি অচ্ না হওয়াতে ককার প্রাপ্তি হইবে না বলিয়া কোনও দোষ হইবে না।

ইহারও কোন প্রয়োজন নাই।

কারণ এইরূপ বলাই হইবে যে পূর্ব্বত্রাসিদ্ধ প্রকরণে অর্থাৎ ৮ম অধ্যায়ের ২য় পাদ আরম্ভ হইবার পরে যে সকল সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে তদনুযায়ী কার্য্য হইলে স্থানিবদ্ভাব হয় না। সুতরাং“ষঢ়োঃ কঃ সি” সূত্র ও অসিদ্ধ প্রকরণে পাঠ হেতু তাহার স্থানিবদ্ভাব হইবে না। আগত্য, অভিগত্য, এই সকল স্থলে তবে প্রয়োজন রহিয়াছে।

আঙ্ পূর্ব্বক অভি পূর্ব্বক গম্ ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় করিলে, সেই ক্ত্বাচের স্থানে যপ্ আদেশ হইবার পর “অনুদাত্তোপদেশবনতিতনোত্যাদীনামনুনাসিকলোপো ঝলিক্ঙিতি’। ৬।৪।৩৭ এই সূত্রানুসারে অনুনাসিকের লোপ হইলে তাহা পরনিমিত্তক হওয়াতে স্থানিবদ্ভাব করিয়া ‘হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্’।৬।১।৭১ এই সূত্রানুসারে তুক্ প্রাপ্তি হইবে না। (যেহেতু গম্ ধাতুর অকার হ্রস্ব হইলেও স্থানিবদ্ভাবপ্রযুক্ত প্রাপ্ত মকার তো আর হ্রস্ব নহে।) কিন্তু অচঃ এই কথা বলিলে মকার অচ্ না হওয়াতে স্থানিবদ্ভাব হইবে না বলিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে “অচঃ পরস্মিন্” সূত্রে পরস্মিন্ এই কথা কেন বলা হইল? যুবজানিঃ, বধূজানিঃ, দ্বিপদিকা, বৈয়াঘ্রপদ্য, আদীধ্যে এই সকল স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবার জন্য।

যুবজানিঃ বধূজানি এই স্থলে" জয়ায়া নিঙ্। ৫।৪।১৩৪। (জায়া শব্দ অন্তে থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে নিঙ্ আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে নিঙ্ আদেশ হইলে তাহার পরে কোনও নিমিত্ত না থাকাতে ইহা অপর নিমিত্তক হইয়াছে। তাহার স্থানিবদ্ভাব করিলে "লোপোব্যোর্বলি" ।৬।১।৬৬ এই সূত্রানুসারে যকারের লোপ প্রাপ্তি হইবেনা, কিন্তু পরস্মিন্ এই কথা বর্ত্তমান থাকিলে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে অর্থাৎ "জায়া" শব্দের আকার স্থানে নিঙ্ আদেশ হইলে (জায়্+নি এইরূপ অবস্থা হইলে) "লোপোব্যার্বলি' সূত্রানুসারে যকারের লোপ হইয়া যুবজানি প্রয়োগ হইবে। কিন্তু পরে নিমিত্ত না থাকিলেও যদি স্থানিবদ্ভাব হয় তাহাহইলে জায়া শব্দের আকার স্থানে আদিষ্ট যে"নি" তাহার স্থানিবদ্ভাব আকারকে মানিয়া "বল্" ও হইবেনা যকারের লোপও হইবে না।

এইরূপ বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এই স্থলে বল্ প্রত্যাহারান্তর্গত নকার নিজেই নিজের আশ্রয় হইয়াছে বলিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে, অথবা এইস্থলে যাহা আদেশ হইবে তাহা কাহাকেও আশ্রয় করিবে না আর যাহা আশ্রয় করিবে তাহাও আদেশ হইবে না, এইরূপ বলিলেই নিঙের নকার কাহাকেও আশ্রয় না করাতে স্থানিবদ্ভাব ও হইবে না সুতরাং যকার লোপরূপ কার্য্য ও সিদ্ধি হইবে। দ্বিপদিকা ত্রিপদিকা এই সকল স্থলে, তবে প্রয়োজন হইবে, যেহেতু, পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ ৫।৪।১৩৮। হস্তী প্রভৃতি (১) শব্দ ভিন্ন উপমানের পর পাদ শব্দের লোপ হয় বহুব্রীহি সমাস হইলে) এই সূত্রানুসারে পাদশব্দের লোপ, অপর নিমিত্তক; সুতরাং তাহা স্থানিবদ্ভাব হইবেনা। (২) কিন্তু "পরস্মিন্ অর্থাৎ পরে নিমিত্ত থাকিলে হয়, এইরূপ বলিলে হইবে।

---

(১) হস্তিন্, কুদ্দাল, অশ্ব, কশিক, কুরুত, কটোল, কটোলক, গণ্ডোল, কণ্ডোল কণ্ডোলক, অজ, কপোল, জাল,, গণ্ড, মহেলা, দাসী, গণিকা, কুসূল ইহাদিগকে হস্ত্যাদি বলে।

(২) এইস্থলে অনেকানেক পণ্ডিতগণ মূলভাষ্যে"পাদস্য লোপোপরনিমিত্তকস্তস্য স্থানিবদ্ভাবাৎপদ্ভাবো ন প্রাপ্নোতি" এইরূপ পাঠ করেন, সুতরাং তাহাদের মতে স্থানিবদ্ভাব হেতু পাদশব্দের স্থলে পাদশত সংখ্যাদেবীপ্সায়াং বুন্ লোপশ্চ।৫।৪।১ এই সূত্রানুসারে পৎ আদেশ করিলে স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত প্রাপ্তি হইবে না।

এইরূপ করিবার ও কোন প্রয়োজন নাই, কারণ পুনরায় লোপ বিধায়ক সূত্র করা হেতুই স্থানিবদ্ভাব হইবে না, অর্থাৎ যস্যেতি চ এই সূত্রানুসারে লোপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও পাদস্য লোপঃ এইরূপ লোপ বিষয়ক সূত্র করাতেই জানিতে হইবে যে এইস্থলে স্থানিবদ্ভাব হয় না।

এইস্থলে তবে প্রয়োজন রহিয়াছে যথা বৈয়াঘ্রপদ্য (এই স্থলে ব্যাঘ্রপাদ শব্দের উত্তর যঞ্ প্রত্যয় করাতে বৈয়াঘ্রপদ্য শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই স্থলে "পাদস্য লোপো" সূত্রানুসারে লোপ প্রাপ্তি হইবে)।

যদি বল যে এইস্থলেও পুনরায় সূত্র করা হেতুই কার্য্য সিদ্ধি হইবে—; কিন্তু তাহা নহে; কারণ এই সূত্র করিবার অন্য প্রয়োজন রহিয়াছে। অন্য কি প্রয়োজন? যে স্থলে ভ সংজ্ঞা হইবে না, সেই স্থলে ইহার প্রয়োজন; যথা ব্যাঘ্রপাৎ শ্যেনপাৎ। (১)

ইহাও উদাহরণ যে আদীধ্যে, অবেব্যে এই সকল স্থলে ইকার স্থানে একার পরনিমিত্তক নহে, সুতরাং তাহার স্থানিবদ্ভাব হেতু যকার এবং ঈবর্ণের দীধী এবং বেবীর লোপ প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু পরস্মিন্ এই বাক্যবলা হেতু আর হইবেনা।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে "পূর্ব্ববিধৌ" কেন বলা হইল।

হে গৌঃ, বাভ্রবীয়াঃ, নৈধেয়ঃ, এই সকল স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবার জন্য হে গৌঃ এস্থলে গো শব্দের উত্তর "গোতো ণিৎ" এই সূত্রানুসারে ঔকার করিয়া গৌ এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে; সম্বোধনে ১মার এক বচনে, সু বিভক্তি করিলে, সেই সু পরে থাকাতে, ঔকার পরনিমিত্তক হইয়াছে, সুতরাং ওকার স্থানে আদিষ্ট ঔকারের স্থানিবদ্ভাব মানিয়া ওকার রূপ এঙত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইলে, এঙ্ হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধেঃ" ।৬।১।৬৯ (এঙন্ত এবং হ্রস্বান্ত অঙ্গের হলের লোপ হয় সম্বুদ্ধি বুঝাইলে) এই সূত্রানুসারে সুর লোপ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু "পূর্ব্ববিধৌ" অর্থাৎ পূর্ব্বে কোনও বিধি কর্ত্তব্য থাকিলে স্থানিবদ্ভাব হয় এইরূপ বলা হইয়াছে বলিয়া এইস্থলে পূর্ব্বে কোনও বিধি না থাকাতে স্থানিবদ্ভাব ও হইবেনা; "সু" র লোপ ও হইবেনা।

---

(১) যচি ভম্ ।১।৪।১৮ (যকার আদিতে এবং অচ্ আদিতে আছে যাহাদের, তাহাদিগের ক প্রত্যয় পর্য্যন্ত স্বাদি অসর্ব্বনাম স্থান পরে থাকিলে পূর্ব্বের ভসংজ্ঞা হয়)—ব্যাঘ্রপাৎ প্রভৃতি শব্দে ভসংজ্ঞার কোনও লক্ষণ ঘটে নাই।

ইহা কোনও প্রয়োজন নহে কারণ আচর্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে যে সম্বুদ্ধির লোপ কর্ত্তব্য হইলে স্থানিবদ্ভাব হয় না; যেহেতু "এঙ্ হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধেঃ" এই স্থলে এঙের গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনির যদি সম্বুদ্ধির লোপই অভিপ্রায় হইত তাহাহইলে তিনি সূত্রে অচ্ না বলিয়া এঙ্ কেন বলিবেন, কারণ এচ্ বলিলে অক্ষর গৌরবের তো সম্ভাবনাই নাই বরং কল্পনা লাঘবেরই সম্ভাবনা আছে অথবা অন্য সূত্র হইতে এচের অনুবৃত্তি আসিলে বর্ণ লাঘবেরও সম্ভাবনা এরূপ অবস্থায় এঙের গ্রহণ হেতুই জানিতে হইবে যে এস্থলে স্থানিবদ্ভাবের অভিপ্রায় নাই।

ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না, কারণ ইহা (এঙ্) গো শব্দের জন্য করা হইবে। তবে যে (এঙ্) প্রত্যাহারের গ্রহণ করিয়াছেন—অন্যথা ও হ্রস্বাৎ এইরূপই বলা হউক অর্থাৎ "এঙ্ হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধেঃ" সূত্রের যদি "এঙ্ গ্রহণের কোনও সার্থকতা না থাকিত যদি কেবল মাত্র গোশব্দের জন্যই ইহা করা হইত তাহা হইলে গো শব্দ যখন ওকারান্ত তখন "ও হ্রস্বাৎ" এইরূপ সূত্র করিলেই তো কার্য্য সিদ্ধি হইত, তাহা না করিয়া যখন এঙের গ্রহণ করিয়াছেন তখনই জানিতে হইবে যে এই এঙ্ গ্রহণের কোনও উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যেই স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ।

তবে ইহা প্রয়োজন বলিব যে, বাভ্রবীয়াঃ মাধবীয়াঃ (মধু ও বভ্রু শব্দের উত্তর "মধুবভ্রোর্ব্রাহ্মণকৌশিকয়োঃ" ।৪।১।১০৬ এই সূত্রানুসারে গোত্রার্থে যঞ্ প্রত্যয় করিলে মাধব্য ব্রাহ্মণ আর বাভ্রব্য কৌশিক ঋষিকে বুঝাইবে, তদুত্তর ছ প্রত্যয় করিলে বাভ্রবীয় মাধবীয় প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে।) এই স্থলে বকারান্ত আদেশ পরনিমিত্তক হইয়াছে, তাহার স্থানিবদ্ভাব হেতু "হলস্তদ্ধিতস্য ।৬।৪।১৫০ হলের পরস্থিত তদ্ধিতের যকারের উপধাভূতবর্ণের লোপ হয় ঈ পরে থাকিলে।) এই সূত্রানুসারে যকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে না; কিন্তু পূর্ব্ববিধৌ এই কথা বলিলে হইবে, সুতরাং বাভ্রব্য শব্দের যকারের লোপ হইয়া বাভ্রবীয় প্রয়োগ সিদ্ধ হইল।

ইহাও কোন প্রয়োজন নহে, কারণ এই স্থলে স্বকীয় আশ্রয়ত্ব হেতু হলন্ত হইবে; সুতরাং যকারের লোপ হইয়া প্রয়োগ ও সিদ্ধ হইবে। অথবা এস্থলে যাহা আদেশ করা হইবে, তাহা কাহাকেও আশ্রয় করিবে না, এবং যাহা আশ্রয় করিবে তাহা কখন ও আদেশ হইবে না, এই নিয়ম করি-

সেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ইহা তবে প্রয়োজন হইবে যে "নৈধেয়ঃ" (নিধি শব্দের উত্তর "ইতশ্চানি এতঃ"। ৪।১।১২২ এই সূত্রানুসারে দুই স্বর বিশিষ্ট ইকারান্ত শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ঢক্ প্রত্যয় হয় ইঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর হয় না বলিয়া এই স্থলে ইকারান্ত শব্দ হওয়াতে নৈধেয়ঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইল)। এই স্থলে আকারের লোপ পরনিমিত্তক হইয়াছে তাহার স্থানিবদ্ভাব হেতুই দ্বি অচ্ লক্ষণ প্রযুক্ত ঢক্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবে না; কিন্তু "পূর্ব্ববিধৌ" এই কথা বলিলে হইবে অর্থাৎ অকারের স্থানিবদ্ভাব আনিয়া দুইয়ের অধিক তিন স্বর বিশিষ্ট করাতে যে ঢক্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবে না তাহা নহে, কারণ ইহার পূর্ব্বে কোনও বিধি না থাকাতে পূর্ব্ববিধৌ এই বচনানুসারে স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ করিবে। অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে বিধি শব্দের গ্রহণ কেন করা হইল ?

যাহাতে সকল বিভক্তিতেই সমাসের জ্ঞান লাভ হইতে পারে, যথা পূর্ব্বস্য + বিধি = পূর্ব্ববিধি, পূর্ব্বস্মাৎ + বিধি = পূর্ব্ববিধি। পুনঃ পূর্ব্বস্মাৎ বিধিতে স্থানিবদ্ভাবের কি প্রয়োজন ?—বেভিদিতা, চেচ্ছিদিতা মাথিথিক অপিপচন্ এই সকল স্থলে প্রয়োজন হইবে।

বেভিদিতা, চেচ্ছিদিতা (ভিদ্ এবং ছিদ্ ধাতুর উত্তর যঙ্ প্রত্যয় করিলে সেই যঙের "যঙোঽচি চ"। ২।৪।৭৪ এই সূত্রানুসারে যকারের লোপ এবং "অতোলোপঃ"। ৬।৪।৪৮ এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ করিলে তৃচ্ প্রত্যয়ে বেভিদিতা চেচ্ছিদিতা প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে।) এই সকল স্থলে অকারের লোপ করিলে, "একাচ উপদেশ অনুদাত্তাৎ"। ৭।২।১০ এই সূত্রানুসারে ইটের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু যঙের লুপ্ত অকারের স্থানিবদ্ভাব করিলে ভিদ্ ও ছিদ্ ধাতুর এক অচ্ না হওয়াতে ইটের নিষেধ হইবে না, সুতরাং প্রয়োগ ও সিদ্ধি হইবে।

মাথিতিক এই স্থলে অকারের লোপ করিলে তকারান্ত শব্দের উত্তর ক হয় বলিয়া ককারাদেশ প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু স্থানিবদ্ভাব করিলে হইবে না। অপিপচন্ এই স্থলে একাদেশ করিলে "সিজভ্যস্তবিদিভ্যশ্চ" ।৩।৪।১০৯ এই সূত্রানুসারে অভ্যস্তসিচের পরে ঝি স্থানে জুস্ হয় বলিয়া, এই স্থলেও জুস্ভাব প্রাপ্তি হইবে না; সুতরাং অপিপচন্ প্রভৃতি প্রয়োগ ও সিদ্ধি হইবে। এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য পূর্ব্ববিধৌ এই স্থলে পূর্ব্বস্মাৎ+বিধৌ এইরূপ ৫মী তৎপুরুষ সমাস করিয়া স্থানিবদ্ভাব করা কর্ত্তব্য।"

এই সকলের কোন প্রয়োজন নাই। যেহেতু ইহাকে প্রাতিপদিক নির্দ্দিষ্ট বলা হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ব শব্দ কোন বিভক্তিযুক্ত না করিয়া ঠিক্ যেইরূপ মূল শব্দটি আছে সেইরূপই রাখা হইবে——প্রাতিপদিক নির্দ্দেশ অর্থতন্ত্র হইয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে যেরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন, সেই স্থলে সেইরূপ ভাবেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; প্রধানরূপে কোনও বিভক্তিকে আশ্রয় করে না। সুতরাং প্রাতিপদিকের অর্থ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে যে স্থলে যে যে বিভক্তি আশ্রয় করিবার জন্য বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, সেই স্থলে সেই বিভক্তি আশ্রয় করা হইবে অর্থাৎ যেখানে যেরূপ বিভক্তি করিবার প্রয়োজন সেখানে সেইরূপই করা হইবে।

ইহাও তাহা হইলে প্রয়োজন যে যাবতীয় বিধিমাত্রেই স্থানিবদ্‌ভাব যাহাতে প্রাপ্তি হয়। (কার্য্য দ্বারাই হউক কি নিমিত্ত দ্বারাই হউক) প্রকৃতিকে আশ্রয় না করিলেও বায্বোঃ অধ্বর্য্যোঃ এই সূত্রানুসারে যকার বকারের "লোপো ব্যোর্বলি" এই সূত্রানুসারে যকার বকারের লোপ হয় বলিয়া, যাহাতে যকারের লোপ না হয়।

ইহার প্রয়োজন আছে কি?

তবে কি? অর্থাৎ প্রয়োজন আছে বৈ কি?

'অপর বিধিতে" এইরূপ তো বলিলেই হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি?

নিজের বিধিতে ও যাহাতে স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে স্ববিধিতে স্থানিবদ্ভাবের কি কি প্রয়োজন?

আয়ন্, আসন্, ধিন্বন্তি, দধ্যত্র, মধ্বত্র, চক্রতুঃ চক্রুঃ এই সকল স্থলে প্রয়োজন।

আয়ন, আসন্ এই সকল স্থলে ইন্ ও অস্ ধাতুর যণের লোপ করা হইলে, অচ্ আদিত্বের অভাব হেতু "আডজাদীনাং" ।৬।৪।৭২ এই সূত্রানুসারে লুঙ্ প্রভৃতি বিভক্তিতে অচ্ আদি' বিশিষ্ট ধাতুর আট্ প্রাগম হয় বলিয়া, এই স্থলে আট্ প্রাপ্তি হইবে না, কিন্তু স্থানিবদ্ভাব করিলে হইবে।

ধিন্বন্তি, কৃণ্বন্তি এই সকল স্থলে ধি এবং কৃ ধাতু স্বাদিগণীয় বলিয়া নু আগম হইলে ঋি স্থানে আদিষ্ট অন্তি বিভক্তির অকারকে নিমিত্ত করিয়া যণ্ আদেশ করিলে, বলাদি লক্ষণ প্রযুক্ত "আর্দ্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেঃ" এই

সূত্রানুসারে দ্বিরুক্তির বকার বলাদি হওয়াতে ইট্ প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে না।

দধ্যত্র মধ্বত্র এই সকল স্থলে দধি ও মধু শব্দের ই এবং উ স্থানে যকার বকার রূপ যণ্ আদেশ করিলে "সংযোগান্তস্য লোপঃ" এই সূত্রানুসারে সংযোগের অন্তবর্ণের লোপ প্রাপ্তি হয় বলিয়া যকার বকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে না।

চক্রতুঃ চক্রুঃ এই সকল স্থলে কৃ ধাতুর উত্তর অতুস্ ও উস্ প্রত্যয়ে যণ্ আদেশ করিলে, তাহা অচ্ নহে বলিয়া দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে না, কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে।

তবে যদি স্ববিধিতেও স্থানিবদ্ভাব হয় "দ্বাভ্যাং দেয়ং লবণং" এই স্থলেও প্রাপ্তি হইবে যথা দ্বাভ্যাং এই স্থলে "ত্যদাদীনামঃ" এই সূত্রানুসারে দ্বি শব্দের ইকার স্থানে অকার আদেশ হইলে, অকারের স্থানিবদ্ভাব হেতু "সুপি চ" এই সূত্রানুসারে দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে না।

দেয়ং এই স্থলে "অচো যৎ" এই সূত্রানুসারে দাধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হইলে ঈদ্যতি।৬।৪।৬৫। (যৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আকার স্থানে ঈ হয়) এই সূত্রানুসারে ঈৎ আদেশ হইলে সেই ঈকারের স্থানিবদ্ভাব হেতু "সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ" এই সূত্রানুসারে গুণ প্রাপ্তি হইবে না।

লবণম্ এই স্থলে "লূঞ্" ধাতুর উত্তর "ল্যুট্" প্রত্যয় করিলে "লূ"র উকারের গুণ হইয়া ল্যুটের স্থানে আদিষ্ট অনটের অকারকে নিমিত্ত করিয়া "এচোঽয়বায়াবঃ" এই সূত্রানুসারে অব্ আদেশ প্রাপ্তি হইয়া লবণম্ প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে, যদি আদিষ্ট ওকারের স্থানিবদ্ভাব করা যায়, তাহা হইলে অব্ আদেশ প্রাপ্তি হইবে না।

এস্থলে কোনও দোষ হইবে না; (কারণ এই সকল স্থলে স্থানিবদ্ভাব না করিয়া) নিজ নিজ আশ্রয় প্রযুক্ত এই সকল বিধি প্রাপ্ত হইবে।

তাহা হইলে "অপর বিধিতে" এইরূপ বলা কর্ত্তব্য হইবে?

না, বলিতে হইবে না "পূর্ব্ববিধৌ" এইরূপ বলিলে কার্য্যসিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

পূর্ব্ব গ্রহণের দ্বারা যে আদেশের সহিত সম্বন্ধ করা হইবে তাহা নহে কিন্তু অচ্ আদেশ পরনিমিত্ত হইলে পূর্ব্ব বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয় এইরূপ বলা হইবে। কাহার? না, আদেশের পূর্ব্বের। তবে কি নিমিত্তের সহিত

সম্বন্ধ করা হইবে—অজাদেশ পরনিমিত্তক হইলে পূর্ব্বের বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয়; কাহার? না, নিমিত্তের পূর্ব্বের।

অনন্তর নিমিত্তই যদি সম্বন্ধ করা হয় তাহা হইলে এই সূত্রের যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান উদাহরণ তাহা ও সংগৃহীত হইবে না।

তাহা আবার কি?

পট্ব্যা মৃদ্ব্যা (পটু এবং মৃদু শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ করিয়া পট্বী এবং মৃদ্বী আদেশ হইলে, তাহার উত্তর তৃতীয়ার টা বিভক্তিতে আকারের সহিত যোগ হইলে, আকারটি পরবর্ত্তী যণ্ অবয়ব যকার আদেশ দ্বারা প্রবোধিত হওয়াতে সন্দেহ হইতেছে।)

এস্থলে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। যদি বল যে, ঈকার হইতে উৎপন্ন বর্ণের দ্বারা ব্যবধান হইয়াছে বলিয়া; ইহা (উকার) নিমিত্তের (আকারের) পূর্ব্ব নহে।

কেন, ব্যবধানেও তো পূর্ব্ব শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেমন পাটলিপুত্র নগর মথুরার পূর্ব্বে (কাশী, প্রয়াগ, প্রভৃতি ব্যবধান থাকিলে ও পাটনাকে মথুরার পূর্ব্বে অবস্থিত বলা হয়, সেইরূপ এই স্থলেও যকার ব্যবধান থাকিলেও উকারকে আকারকে পূর্ব্বেই বলা হইবে।) বলা হইয়া থাকে।

অথবা পুনঃ আদেশের সহিতই সম্বন্ধ করা হউক।

স্ববিধিতে যে সকল স্থানিবদ্ভাবের প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে। এই সকল প্রয়োজন নহে, আঘ্নন্ আসন্ দিধ্বস্থি, কুথস্তি এই সকল স্থলে এই কর্ম্মসাধন (কর্ম্ম বাচ্য নিষ্পন্ন) বিধিশব্দ বর্ত্তমানই রহিয়াছে যথা বিধীয়তে অর্থাৎ বিধান করা হয় যাহা, তাহার নাম বিধি।

আর ভাবসাধন (ভাববাচ্য নিষ্পন্ন) বিধি শব্দ ও বর্ত্তমান রহিয়াছে যথা বিধানং অর্থাৎ বিধান হয় যাহা তাহার নাম বিধি।

এই স্থলে কর্ম্মসাধন বিধি শব্দের প্রতিপাদন করিলে, সকল অভিপ্রায় সংগৃহীত হইবে না বলিয়া ভাবসাধন বিধি শব্দের এস্থলে উপাদান করা হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

পূর্ব্বের বিধানের প্রতি অর্থাৎ পূর্ব্বের ভাবের প্রতি পূর্ব্ব হয় এই নিয়মানুসারে স্থানিবদ্ভাব হইবে বলিয়া, আঘ্নন্, আসন্ ইত্যাদি স্থলে) এইরূপে আট্ প্রাপ্তি হইবে। (বিধি শব্দ যদি স্বকীয় আশ্রয়কে নিবারণ করে তাহা হইলে 'বল্'এর অভাব হেতু) ইট্ও হইবে না।

দধ্যত্র, মধ্বত্র, চক্রতুঃ, চক্রুঃ এই সকল স্থলে পরিহারের কথা বলা হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রের প্রয়োজন কি?

উল্লিখিত ১ম শ্লোকের অর্থ—হে শ্বোভূতে! (শ্বোভূতি নামক শিষ্য) তোমাকে আমি পাদিক (অর্থাৎ চরণ বিশিষ্ট) এবং ঔদবাহির (জলবহনকারীর পুত্রের) বিষয় বলিব, তৎপরে শাতনী এবং পাতনীকে (এতন্নামক শিষ্যদ্বয়কে বলিব) আর অন্য দুইজন আসিও না, ধারণি এবং রাবণিকে (অর্থাৎ এই দুইজন শিষ্যকে) পরে বলিব. অতঃপর স্রংস্রন্ হইবে (একেবারে স্খলিত না হইয়া রহিয়া রহিয়া পড়িবে) এবং ধ্বংস হইবে। ১ম শ্লোকার্থ শেষ॥

এস্থলে পাদিকম্ (পাদ শব্দ অস্ত্যর্থে ঠন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন), ঔদবাহিং; উদকং বহতি ইতি, অণ্ প্রত্যয় করিয়া উদবাহ, তদুত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া ঔদবাহি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

শাতনীং; পাতনীং (শাতন এবং পাতন শব্দ গৌরাদিগণ পঠিত বলিয়া তাহাদের উত্তর ঙীষ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; ধারণিং রাবণিং (ধারণ এবং রাবণ শব্দের উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে) এই সকল স্থলে যথাক্রমে অকার লোপ করিলে, পদ্ভাব, উঠ্, অকার লোপ, টি লোপ, এই সকল বিধি প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ পাদিক শব্দ স্থলে পদ্ভাব, ঔদবাহি শব্দ স্থলে উঠ্, শাতনী, পাতনী স্থলে অকার লোপ, এবং ধারণি রাবণি শব্দ স্থলে টি লোপ প্রাপ্ত হইবে। স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে না।

স্রংস্যতে, ধ্বংস্যতে (স্রন্স্ ও ধ্বন্স্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া কর্ম্মবাচ্যে যক্ প্রত্যয় করণানন্তর লটের আত্মনেপদে স্রংস্যতে, ধ্বংস্যতে প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।) এস্থলে ণি লোপ করিলে "অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ঙ্কিতি" ।৬।৪।২৪ (ইকার ইৎ হয় নাই এমন যে হলন্ত শব্দ তাহার অঙ্গের উপধা নকারের লোপ হয়, ক এবং ঙ, ইৎ হইলে।) এই সূত্রানুসারে, ন লোপ প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে না। এই সকলের কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" ।৬।৪।২২ এই সূত্রানুসারে, সমাস আশ্রয়ে তাহা কর্ত্তব্য হইলে, অসিদ্ধ হয় বলিয়া, এই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে এই সকল স্থলে প্রয়োজন রহিয়াছে, যথা,—যাজ্যতে বাপ্যতে (যজ্ ও বপ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্, যক্, লট্-তে) ইহাদের ণি লোপ করিলে, "যজাদীনাং কিতি (বচি স্বপি যজাদীনাং কিতি" ।৬।১।১৫

এই সূত্রানুসারে সংপ্রসারণ প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে না।

ইহার ও প্রয়োজন নাই। কারণ যজাদির সহিত কইতের বিশেষণ করিব; তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, যজাদির যে ক ইৎ তাহারই হইবে—কে? না যজাদির যে ক। যদি তাহা ইৎ হয়—যজাদিগণপঠিত ধাতুর উত্তর বিহিত যে ক, তাহার যদি লোপ হয় তবেই হইবে, কিন্তু ইহা যজাদির উত্তর বিহিত নহে।

ইহা তবে প্রয়োজন যে পট্ব্যা মৃদ্ব্যা এই সকল স্থলে পরের যণ্ আদেশ করিলে, পূর্ব্বের প্রাপ্তি হইবে না। যেহেতু ইকারের স্থানে যে যণ্ আদেশ তাহা ব্যবধান থাকিবে। কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে অর্থাৎ পট্বী শব্দ স্থানে আদিষ্ট যকারের যদি স্থানিবদ্ভাব মানিয়া ঈকার করা যায় তাহা হইলে সেই ঈকারকে নিমিত্ত করিয়া পটু শব্দের উকার স্থানে বকাররূপ যণ্ আদেশ হইতে পারিবে। কি কারণেই বা আবার পরের স্থানিবদ্ভাব হইবে?

যেহেতু ইহা নিত্য—ঈকার স্থানে যে পরবর্ত্তী যণ্ আদেশ, তাহা নিত্য কারণ পূর্ব্বের যণ্ আদেশ করিলে ও ইহা প্রাপ্তি হইবে, না করিলেও ইহা প্রাপ্তি হইবে। অতএব নিত্যত্ব হেতু পরবর্ত্তী ঈকারের যণ্ আদেশ করিলে পূর্ব্বের প্রাপ্তি হইবে না। কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু যকার স্থানে ঈকার হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ইহারও প্রয়োজন নাই, কারণ, অন্তরঙ্গলক্ষণ প্রযুক্ত কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে বহিরঙ্গলক্ষণ প্রযুক্ত কার্য্য অসিদ্ধ হয় বলিয়া, বহিরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন পরবর্ত্তী যণাদেশের পূর্ব্বেই অন্তরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী যণ্ আদেশ প্রাপ্তি হইবে। (এই পরিভাষা যে শুধু এই জন্যই করিতে হইবে তাহা নহে) এই পরিভাষাকে স্বরের জন্য অবশ্যই আশ্রয় করিতে হইবে; যথা—কর্ত্র্যা, হর্ত্র্যা এই সকল স্থলে "উদাত্তযণো হল্‌পূর্ব্বাৎ" ।৬।১।১৭৪ (উদাত্তের স্থানে যে হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ পূর্ব্ব বিশিষ্ট যণ্ অর্থাৎ য, ব, র, ল তাহার পরে নদী সংজ্ঞক শব্দ এবং শস্ প্রভৃতি বিভক্তির উদাত্ত সংজ্ঞা হয়।) এই সূত্রানুসারে, যাহাতে উদাত্তস্বর সিদ্ধ হয়; এই সূত্র দ্বারাও স্বর সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

সূত্রেতে আরভ্যমাণ হওয়াতে ইহা নিত্য হইয়াছে—স্বকীয় সূত্র আরম্ভ হইলে পূর্ব্ব যণ আদেশ নিত্যই প্রাপ্তি হইবে; কারণ পর "যণ্" আদেশ, করিলেও প্রাপ্তি হইবে না করিলেও প্রাপ্তি হইবে।

অতএব নিত্যত্ব হেতু পর "যণ্" আদেশ করিলে আর পূর্ব্বের "যণ্" প্রাপ্তি হইবে না; কিন্তু স্থানিবদ্ভাব করিলে, সেই হেতু প্রাপ্তি হইবে।

ইহারও কোন প্রয়োজন নাই। কারণ অন্তরঙ্গ লক্ষণ প্রযুক্ত কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ লক্ষণ প্রযুক্ত কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া, বহিরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন পরযণ্ আদেশের অসিদ্ধত্ব হেতু, অন্তরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন পূর্ব্ব যণ্ আদেশেই প্রাপ্ত হইবে।

আর এই পরিভাষা স্বর (উদাত্তাদি) কার্য্যসম্পাদনের জন্য অবশ্যই আশ্রয় করিতে হইবে যথা কত্র্য্যা, হত্র্য্যা ইত্যাদি স্থানে "উদাত্তযণোহল্ পূর্ব্বাৎ। ৬।১।১৭৪"। এই সূত্রানুসারে যাহাতে উদাত্তস্বর প্রাপ্তি হইতে পারে। এই সূত্র দ্বারাও স্বর সিদ্ধ হইতে পারে।

কিরূপে?

এই সূত্র আরম্ভ করিলে ইহা নিত্য প্রয়োগ হইবে—এই সূত্র আরম্ভ করিলে, অর্থাৎ স্থানিবদ্ভাব করিলে নিত্যই পূর্ব্ব যণাদেশ প্রাপ্তি হইবে। পর যণাদেশ করিলেও প্রাপ্তি হইবে. না করিলেও প্রাপ্তি হইবে।

পর যণাদেশ ও নিত্য কারণ ইহাও পূর্ব্ব যণাদেশ করিলেও প্রাপ্তি হইবে না করিলেও প্রাপ্তি হইবে—ইহা ব্যবস্থা হেতুই পর—ব্যবস্থা দ্বারাই ইহা পর বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে, এককালে ইহাদের সম্ভাবনা নাই—ইহাদের যৌগপদ্য অর্থাৎ দুইটির একবারে প্রাপ্তি অসম্ভব।

কিরূপে (স্বর) সিদ্ধ হইবে?

বহিরঙ্গ লক্ষণ হেতুই সিদ্ধ হইবে—অন্তরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন কার্য্য অসিদ্ধ হয় বলিয়া, এই স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। যদি এইরূপ হয়, তবে এই স্থলে যে উদাত্ত যণ্ তাহাকে আশ্রয় করিয়া স্বর হইবে; কিন্তু ঈকারস্থিত যণ্ আদেশ (পট্ব্যা এই স্থলে) ব্যবধান হেতু প্রাপ্তি হইবে না।

স্বর বিধিতে ব্যঞ্জন অবিদ্যমানের ন্যায় বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, এই স্থলে কোনও ব্যবধান নাই জানিতে হইবে। তাহা হইলে সেই এই পরিভাষাটি করা কর্ত্তব্য।

যদি বল যে অন্তরঙ্গ লক্ষণ প্রযুক্ত কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে বহিরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন কার্য্য অসিদ্ধ হয়, এই পরিভাষাও করিতে হইবে; যেহেতু এই পরিভাষা বহু প্রয়োজনীয়; সুতরাং এই পরিভাষা অতি অবশ্যই করিতে হইবে।

(ইহা করিবার প্রয়োজন নাই) কারণ লোকব্যবহার হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

লোক সকলকেও দেখা যায় যে, তাহারা প্রত্যঙ্গবর্ত্তী অর্থাৎ অঙ্গের নিকটবর্ত্তী অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে, যেমন,—কোনও পুরুষ প্রাতঃকালে উঠিয়া, তাহার প্রত্যেক শরীরের যে সকল কার্য্য অর্থাৎ হস্ত, পদ, মুখ প্রক্ষালনাদি, তাহাই পূর্ব্বে করিয়া থাকে; তারপর সুহৃদ্গণের (আত্মীয়গণের) অতঃপর সম্বন্ধিগণের (সম্পর্কীয়গণের) কার্য্যে লিপ্ত হয়। যদি প্রাতিপদিকেরও উপদেশ করা যায় তাহা হইলে সামান্য অর্থে বর্ত্তমান থাকে, যদি সামান্য অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে তাহা হইতে ব্যক্তি উৎপন্ন অর্থাৎ বিভক্তি বিহীন যদি মূল শব্দের প্রয়োগ করা হয়, যদি তাহাদিগের মধ্যে ২য়া, ৬ষ্ঠী প্রভৃতি কোনও বিভক্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রয়োগ করিলে, তাহা হইতে নানারূপ বিভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং সেই প্রাতিপদিক ব্যক্ত হইলে তাহা লিঙ্গ এবং সংখ্যা দ্বারা অন্বিত হইয়া বাহ্য প্রয়োজনের সহিত যোগ হইবে। এক্ষণে যদ্দ্বারা আনুপূর্ব্বিক অর্থ সমূহের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহা দ্বারাই সেইরূপ কার্য্য সমূহেরও সম্ভাবনা হইবে। তাহা হইলে এই সকল প্রয়োজন রহিয়াছে যে, পটয়তি, লঘয়তি, অবধীৎ বহুখট্বকঃ এই সকল স্থলে প্রয়োগ হইবে।

পটয়তি লঘয়তি এই সকল স্থলে ণিচ্ প্রত্যয় করিবার পর টিলোপ করিলে "অত উপধায়াঃ" ।৭।২।১১৬ (উপধাভূত অকারের বৃদ্ধি হয় ঞ এবং ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইলে, স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে না।

অবধীৎ এই স্থলে অকারের লোপ করিলে, "অত হলাদের্লঘোঃ" ।৭।২।৭ (হল্ আদি বিশিষ্ট লঘু অকারের ইট্ আদি বিশিষ্ট পরস্মৈপদের সিচ্ পরে থাকিলে বিকল্পে বৃদ্ধি হয়,) এই সূত্রানুসারে এই স্থলে বিকল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে না।

বহুখট্বকঃ এই স্থলে "আপোঽন্যতরস্যাম্" ।৭।৪।১৫ (কপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত শব্দের বিকল্পে হ্রস্ব হয়।) এই সূত্রানুসারে খট্বা শব্দের আকারের হ্রস্ব করিলে "হ্রস্বান্তেঽন্ত্যাৎ পূর্ব্বম্" ।৬।২।১৭৪ (হ্রস্বান্ত শব্দ পরে থাকিয়া সমাস হইলে অন্তের পূর্ব্বের উদাত্ত হয়, কপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে,

মঞ, সু ইহাদের পরে বহুব্রীহি সমাস হইলে ;) এই সূত্রানুসারে উদাত্তস্বর প্রাপ্তি হইবে ; কিন্তু স্থানিবদ্ভাব হেতু হইবে না।

বৈয়াকরণ সৌবশ্ব এই স্থলে যকার, এবং বকারের স্থানিবদ্ভাব হেতু, আ এবং আব্ প্রাপ্তি হইবে তাহার নিষেধ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ এই স্থলে সু শব্দের পরে অশ্ব শব্দ থাকিলে "ন য্ব্ভ্যাং পদান্তাভ্যাং পূর্ব্বৌতু তাভ্যামৈচ্। ৭।৩।৩।" এই সূত্রানুসারে ঐচ্ আগম হইয়া সৌবশ্ব প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে, পুনঃ সকার বকারের স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্তি হইতে পারে। তাহার নিষেধ করিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অচঃ পূর্ব্ববিজ্ঞানাদৈচোস্‌সিদ্ধম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অচের পূর্ব্ব বিজ্ঞান হেতু ঐচের সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যোঽনাদিষ্টাদচঃ পূর্ব্বস্তস্য বিধিং প্রতি স্থানিবদ্ভাবঃ। আদিষ্টাচ্চৈষোঽচঃ পূর্ব্বঃ। কিং বক্তব্যমেতৎ। নহি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। অচ ইতি পঞ্চমী। অচঃ পূর্ব্বস্য। যদ্যেবমাদেশোঽবিশেষিতো ভবতি। আদেশশ্চ বিশেষিতঃ। কথম্। ন ক্রমো যৎ ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টমজ্-গ্রহণং তৎপঞ্চমী নির্দ্দিষ্টং কর্ত্তব্যমিতি। কিং তর্হি। অন্যৎ কর্ত্তব্যম্। অন্যচ্চ ন কর্ত্তব্যম্। যদেবাদঃ ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টমজ্‌গ্রহণং তস্য দিক্‌শব্দৈর্যোগে পঞ্চমী ভবিষ্যতি। অজাদেশঃ পরনিমিত্তকঃ পূর্ব্ববিধিং প্রতি স্থানি-বদ্ভবতি। কুতঃ পূর্ব্বস্য অচ ইতি। তদ্যথা আদেশঃ প্রথমা নির্দ্দিষ্টঃ। তস্য দিক্‌শব্দযোগে পঞ্চমী ভবতি। অজাদেশঃ পরনিমিত্তকঃ পূর্ব্বস্য বিধিং প্রতি স্থানিবদ্ভবতি। কুতঃ পূর্ব্বস্য আদেশাদিতি। তত্রাদেশলক্ষণপ্রতিষেধঃ। তত্রাদেশলক্ষণং কার্য্যং প্রাপ্নোতি তস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। বায্বোঃ। অধ্বর্য্বোঃ। লোপোব্যোর্বলীতি লোপঃ প্রাপ্নোতি। অসিদ্ধবচনাৎ সিদ্ধম্। অজাদেশ পরনিমিত্তকঃ পূর্ব্বস্য বিধিং প্রত্যসিদ্ধো ভবতীতি বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা অনাদিষ্ট অচের পূর্ব্বে বর্ত্তমান তাহার বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হইবে ; কিন্তু এই স্থলে আদিষ্ট অচের পূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়া, অচের পূর্ব্ব হওয়াতে হইবে না।

ইহা বলিতে হইবে কি ?

না।

না বলিলে কিরূপে জানা যাইবে ?

অচঃ এই স্থলে ৫মী বিভক্তি নির্দ্দেশ করা হইবে।

৫মী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট যে, তাহা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের হয়, বলিয়া এই স্থলে ও অচের পূর্ব্বে হইবে।

যদি এইরূপেই হয় তাহা হইলে তো আদেশর বিশেষণ হইবে না।

আদেশ ও বিশেষণ যুক্ত হইবে।

কিরূপে ?

আমরা এইরূপ বলিবনা যে, ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে অচের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহারই ৫মী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

তবে কি ?

অন্য উপায় করা হইবে কি ?

অন্য উপায়ও করিতে হইবে না।

এই স্থলে যে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা অচের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহারই দিক্ শব্দের যোগে ৫মী হইবে।

অজাদেশ পর নিমিত্তক ; সুতরাং তাহা পূর্ব্ব বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হইবে।

কি হেতু পূর্ব্ব অচেরই হইবে ?

যেমন আদেশ প্রথমা বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহার দিক্ শব্দের সহিত যোগে ৫মী হয়, সেইরূপ অচের স্থানে যে আদেশ তাহা পর নিমিত্তক, তাহা পূর্ব্ব বিধির প্রতি স্থানিবৎ হইবে।

কাহার পূর্ব্বের ?

আদেশের পূর্ব্বের।

সেই স্থলে আদেশ লক্ষণের নিষেধ করিতে হইবে সেই স্থলে আদেশ লক্ষণ সম্পন্ন কার্য্য প্রাপ্তি হইবে, তাহার নিষেধ বলিতে হইবে, যথা বায়্বোঃ, অধ্বর্য্বোঃ, এই সকল স্থলে "লোপোব্যোর্বলি"। ৬।১।৭৬ এই সূত্রানুসারে (বকারের) লোপ প্রাপ্তি হইবে। এইস্থলে অসিদ্ধ বচন হেতুই সিদ্ধ হইবে। অচের স্থানে যে আদেশ (অর্থাৎ বায়ু শব্দের উকার স্থানে যে বকার আদেশ) তাহা পর নিমিত্তক বলিয়া পূর্ব্ব বিধির প্রতি অসিদ্ধ হইবে এইরূপ বলিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্। অসিদ্ধ বচনাৎ সিদ্ধমিতি চেদুৎসর্গলক্ষণানামনুদেশঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। অসিদ্ধ বচন হেতুই যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উৎসর্গ বাক্য সমূহের অতিদেশ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্। —অসিদ্ধবচনাৎ সিদ্ধমিতি চেদুৎসর্গলক্ষণানামনুদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। পট্ব্যা মৃদ্ব্যেতি। নন্বৈভদপ্যসিদ্ধবচনাৎ সিদ্ধম্। অসিদ্ধবচনাৎসিদ্ধমিতি চেন্নান্যস্য সিদ্ধবচনাদন্যস্য ভাবঃ। অসিদ্ধবচনাৎ সিদ্ধমিতি চেত্তন্ন। কিং কারণম্। নান্যস্যাসিদ্ধবচনাদন্যস্য ভাবঃ। নহ্যন্যস্যাসিদ্ধত্বাদন্যস্য প্রাদুর্ভাবো ভবতি। তদ্যথা। ন হি দেবদত্তস্য হন্তরি হতে দেবদত্তস্য প্রাদুর্ভাবো ভবতি। তস্মাৎ স্থানিবদ্বচনমসিদ্ধত্বং চ। তস্মাৎ স্থানিবদ্ভাবো বক্তব্যঃ। অসিদ্ধত্বং চ। পট্ব্যা মৃদ্ব্যেতি স্থানিবদ্ভাবঃ। বাভ্বোরধ্বর্য্বোরিত্যত্রাসিদ্ধত্বম্। উক্তং বা। কিমুক্তম্। স্থানিবদ্বচনানর্থক্যং শাস্ত্রাহসিদ্ধত্বাদিতি। বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং তত্র যদেকাদেশ শাস্ত্রং তুক্ছাস্ত্রে অসিদ্ধং স্যাদ্ অন্যদন্যস্মিন্। ইহ পুনরযুক্তম্। কথং হি তদেব নাম তস্মিন্ন সিদ্ধং স্যাৎ। তদেব চাপি তস্মিন্নসিদ্ধং ভবতি। বক্ষ্যতি হ্যাচার্যঃ। চিণোলুকি তগ্রহণানর্থক্যং সংঘাতস্যাপ্রত্যয়ত্বাত্তলোপস্য চাসিদ্ধত্বাদিতি। চিণোলুক্ চিণোলুক্যেবাসিদ্ধো ভবতি। কামমতিদিশ্যতাং বা সচ্চাসচ্চাপি নেহ ভারোঽস্তি। কল্প্যো হি বাক্যশেষো বাক্যং বক্তর্যধীনং হি। অথবা বতি নির্দ্দেশোঽয়ং কামচারশ্চ বতিনির্দ্দেশে বাক্যশেষং সমর্থয়িতুম্। তদ্যথা। উশীনরবন্মদ্রেষু যবাঃ সন্তি ন সন্তীতি। মাতৃবদস্যাঃ কলাঃ সন্তি ন সন্তীতি। এবমিহাপি স্থানিবদ্ভবতি স্থানিবন্নভবতীতি বাক্যশেষং সমর্থয়িষ্যামহে। ইহ তাবৎপট্ব্যা মৃদ্ব্যেতি যথা স্থানিনি যণাদেশো ভবতি এবমাদেশেঽপি ভবতি। ইহেদানীং বাভ্বোরধ্বর্য্বোরিতি যথা স্থানিনি যলোপো ন ভবতি এবমাদেশেঽপি ন ভবতীতি। কিং পুনরনন্তরস্য বিধিং প্রতি স্থানিবদ্ভাব আহোস্বিৎ পূর্ব্বমাত্রস্য। কশ্চাত্র বিশেষঃ। অনন্তরস্য চেদেকানন্দুদাত্তদ্বিগুস্বরগতিনিঘাতেষূপসংখ্যানম্। অনন্তরস্যেতি চেদেকানন্দুদাত্তদ্বিগুস্বরগতিনিঘাতেষূপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। একানন্দুদাত্ত। লুনীহ্যত্র পুনীহ্যত্র। অনুদাত্তং পদমেকবর্জমিত্যেষ স্বরো ন প্রাপ্নোতি। দ্বিগুস্বর। পঞ্চারত্ন্যঃ দশারত্ন্যঃ। ইগন্তকালেত্যেষ স্বরো ন প্রাপ্নোতি। গতিনিঘাত যৎপ্রলুনীহ্যত্র। যৎপ্রপুনীহ্যত্র।

তিঙি চোদাত্তবতীত্যেষ স্বরো ন প্রাপ্নোতি। অস্তু তর্হি পূর্ব্বমাত্রস্য। পূর্ব্বমাত্রস্যেতি চেদুপধাহ্রস্বত্বম্। পূর্ব্বমাত্রস্যেতি চেদুপধাহ্রস্বত্বং বক্তব্যম্। বাদিতবন্তং প্রয়োজিতবান্। অবীবদদ্বীনাং পরিবাদকেন। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি। যোঽসৌ ণৌ ণিলুপ্যতে তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্ভ্রস্বত্বং ন প্রাপ্নোতি। গুরুসংজ্ঞা চ। গুরুসংজ্ঞা চ ন সিধ্যতি। শ্লেষ্মতস্ক পিত্ত-

তন্ন দতথাপ্যসতস্বর্ণ। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগ ইতি সংযোগসংজ্ঞা সংযোগে গুরিতি গুরুসংজ্ঞা গুরোরিতি প্লুতো ন প্রাপ্নোতি। নন্ু চ যস্যাপ্যনন্তরস্য বিধিং প্রতি স্থানিবদ্ভাবস্তস্যাপনন্তরলক্ষণো বিধিঃ সংযোগসংজ্ঞা বিধেয়া। ন বা সংযোগস্যাপূর্ব্ববিধিত্বাৎ। ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। সংযোগস্যাপূর্ব্ববিধিত্বাৎ। ন পূর্ব্ববিধিঃ সংযোগঃ। কিং তর্হি। পূর্ব্বপরবিধিঃ সংযোগঃ। একাদেশস্যোপসংখ্যানম্। একাদেশস্যোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। শ্রায়সৌ গোমতৌ চাতুরৌ আনডুহৌ পাদে ... বাহে। একাদেশে কৃতে নুমানৌ পদ্ভাব উডিত্যেতেঃ বিধয় প্রাপ্নুবন্তি। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যন্তি। উভয়নিমিত্তত্বাৎ। অ...দেশঃ পরনিমিত্তক ইত্যুচ্যতে। উভয়নিমিত্তশ্চায়ম্। উভয়াদেশত্বাচ্চ। অচ ... শ ইত্যুচ্যতে অচোশ্চায়মাদেশঃ। নৈষ দোষঃ। যত্তাবদুচ্যতে। উভয়নিমিত্তত্বাদিতি। ইহ যস্য গ্রামে নগরে বা অনেকং কার্য্যং ভবতি শক্নোত্যসৌ ততোঽন্যতরতো ব্যপদেষ্টুম্। তদ্যথা। গুরুনিমিত্তং বসাম ইতি অধ্যয়ননিমিত্তং বসাম ইতি। যদপ্যুচ্যতে। উভয়াদেশত্বাচ্চেতি। ইহ যো দ্বয়োঃ ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টয়োঃ প্রসঙ্গে ভবতি লভতেঽসাবন্যতরতো ব্যপদেশম্। তদ্যথা। দেবদত্তস্য পুত্রঃ দেবদত্তায়াঃ পুত্র ইতি। অথ হলচোরাদেশঃ স্থানিবদিতি চেদ্বিংশতেস্তিলোপে একাদেশে বক্তব্যঃ। বিংশকং বিংশং শতং বিংশঃ। স্থূলাদীনাং যণাদিলোপেঽবাদেশঃ। স্থূলাদীনাং যণাদিলোপে কৃতে অবাদেশো বক্তব্যঃ। স্থবীয়ান্ দবীয়ান্। কেকয়মিত্রয়্বোরিয়াদেশ এত্বম্। কেকয়মিত্রয়্বোরিয়াদেশে এত্বং ন সিধ্যতি। কৈকেয়ঃ। মৈত্রেয়ঃ। অচীত্যেত্বং ন সিদ্ধ্যতি। উত্তরপদলোপে চ। উত্তরপদলোপে চ দোষো ভবতি। দধ্যুপসিক্তাঃ সক্তবো দধিসক্তবঃ। অচীতি যণাদেশঃ প্রাপ্নোতি। যঙ্লোপে যণিযঙুবঙঃ। যঙ্লোপে যণি যঙুবঙো ন সিধ্যন্তি। চেচ্যঃ। নেন্যঃ। চেক্ষিয়ঃ। চেক্রিয়ঃ। লোলুবঃ। পোপুবঃ। অচীতি যণিযঙুবঙো ন সিধ্যন্তি। অস্তু তর্হি ন স্থানিবৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—অসিদ্ধ বচন হেতুই যদি সিদ্ধ হয়, তবে উৎসর্গ লক্ষণ সমূহের অতিদেশ করিতে হইবে। যথা পট্ব্যা মৃদ্ব্যা।

যদি বল যে ইহাও অসিদ্ধ বচন হেতুই সিদ্ধ হইবে—অসিদ্ধ বচন হেতুই যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্য অসিদ্ধ বচনের অন্যভাব প্রাপ্তি হইবে না—যদি বল যে অসিদ্ধ বচন হেতুই সিদ্ধ হইবে, তাহা নহে।

কারণ কি?

অন্য অসিদ্ধ বচনের অন্যভাব হইতে পারে না—যেহেতু অন্য অসিদ্ধ বচনের (যকারাদির) অসিদ্ধত্ব হেতু অন্যের (যকারাদির) প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না; যেমন দেবদত্তের বিনাশককে নষ্ট করিলে দেবদত্তের উৎপত্তি হয় না; সেই হেতু স্থানিবদ্ বচন এবং অসিদ্ধত্ব সিদ্ধ হইবে। সুতরাং স্থানিবদ্ভাব বলা উচিত এবং অসিদ্ধত্বও বলা উচিত। পট্ব্যা মৃদ্ব্যা এই সকল স্থলে স্থানিবদ্ভাব এবং বায়্বোঃ অধ্বর্য্যোঃ এই সকল স্থলে অসিদ্ধত্ব বলিতে হইবে।

অথবা ইহা উক্তই হইয়াছে।

কি উক্ত হইয়াছে?

স্থানিবদ্বচন অনর্থক, শাস্ত্রের অসিদ্ধত্ব হেতু।

ইহা অনুপযুক্ত উদাহরণ হইল। কারণ ইহা যে স্থলে একাদেশ শাস্ত্র অর্থাৎ "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ" প্রভৃতি এবং তুক্ শাস্ত্র অর্থাৎ "হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্" প্রভৃতি শাস্ত্রে অন্যের স্থলে অন্য অসিদ্ধ হউক, কিন্তু পুনঃ এই স্থলে তো অনুপযুক্ত হইবে, কিরূপে তাহাই তাহাতে অসিদ্ধ হইবে অর্থাৎ "ইকোযণচি" প্রভৃতি সূত্রে পুনঃ ইকোযণচি সূত্র কিরূপে অসিদ্ধ হয়? তাহাও তাহাতে অসিদ্ধ হইতে পারে অর্থাৎ নিজের বিষয়েও নিজে অসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ ইহা আচার্য্য পাণিনি বলিবেনই যে "চিণে"র লোপে 'ত' গ্রহণ অনাবশ্যক। সংঘাতের অর্থাৎ একত্র মিলিতের অপ্রত্যয়ত্ব হেতু 'ত' লোপের অসিদ্ধত্ব হেতু অর্থাৎ 'চিণ্ ভাবকর্ম্মণোঃ' ।৩।১।৬৬ ('চ্লি'র স্থানে 'চিণ্' হয় ভাবকর্ম্মবাচক 'ত' শব্দ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়দ্বয় মিলিতের কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয়ত্ব না হওয়াতে 'ত' লোপের অসিদ্ধত্ব হেতু 'চিণে'র লোপ, 'চিণ্' এর লোপ বিষয়েতেই অসিদ্ধ হইবে; অথবা নিজের কামনানুসারেই অতিদেশ করা হউক, থাকুক আর না থাকুক এইস্থলে ভার হইবে না। যেহেতু বাক্যের শেষ কল্প্য, বাক্য আবার বক্তার অধীনই হইয়া থাকে।

অথবা এই যে 'স্থানিবৎ' এর বৎ শব্দ নির্দ্দেশ ইহা কামচার অর্থাৎ বক্তার ইচ্ছাধীন, অতএব বৎ শব্দের নির্দ্দেশ বাক্যের শেষ সমর্থন করিতে সমর্থ হইবে; যেমন উশীনর দেশের ন্যায় মদ্র দেশে যব হয় কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 'হয় না' এই কথা বলা যায়, অর্থাৎ কিছু যব উৎপন্ন

হইলেও সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন হয় না' এই কথা বলা যায়। মাতার ন্যায় ইহার কলা অর্থাৎ নিপুণতা আছে কিনা,' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 'না'; এইরূপ বলা যায়। সেইরূপ এই স্থলেও স্থানিবৎ হয় এইরূপে জিজ্ঞাসা বাক্য, শেষে 'স্থানির ন্যায় হয় না' এইরূপ আমরা সমর্থন করিতে পারিব। এই পট্ব্যা মৃদ্ব্যা ইত্যাদি স্থলে যেমন স্থানিতে যণাদেশ হয় সেইরূপ আদেশেও হইবে। আর এক্ষণে বায়্ব্োঃ অধ্বর্য্ব্োঃ এই সকল স্থলে যেমন স্থানিতে য লোপ হয় না সেইরূপ আদেশেও হইবে না। পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে বিধির প্রতি যে স্থানিবদ্ভাব, তাহা কি অব্যবহিত পূর্ব্বেরই হইবে অথবা পূর্ব্ব মাত্রের অর্থাৎ ব্যবধান অব্যবধান সকল বর্ণেরই স্থানিবদ্ভাব হইবে? ইহাতে বিশেষ কি, অর্থাৎ এতদুভয়ের প্রভেদ কি? যদি অনন্তরের অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্বেরই স্থানিবদ্ভাব হয়, তবে এক অনুদাত্ত,দিগুস্বর,গতি—নিঘাত প্রভৃতিতেও স্থানিবদ্ভাব উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হইবে। একানুদাত্ত যথা লুনীহ্যত্র (লুনীহি+অত্র), পুনীহ্যত্র (পুনীহি+অত্র), এই সকল স্থলে 'সের্হ্যপিচ্চ'।৩।৪।৮৭ (লোটের সি বিভক্তির স্থানে হি হয় এবং তাহাতে প ইতের কার্য্য হয় না) এই সূত্রানুসারে প ইৎ প্রযুক্ত স্বর প্রাপ্তি হইল না; এক্ষণে 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং'।৬।১।১৫৮ (যেই পদে যাহার উদাত্ত অথবা স্বরিত বিধান করা হয়, তাহার একটি স্বরবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, সেই শেষপদ অনুদাত্ত স্বর রিশিষ্ট হয়।) এই সূত্রানুসারে স্বর প্রাপ্তি হইবে না।

দ্বিগু স্বরের উদাহরণ যথা—পঞ্চারত্ন্যঃ, দশারত্ন্যঃ এই সকলস্থলে পঞ্চ এবং দশ শব্দের সহিত অরত্নি শব্দের দ্বিগু।সমাস করিলে, 'ইগন্তকালকপাল-ভগালশরাবেষু দ্বিগৌ'।৬।২।২৯ এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ব পদের প্রকৃতি স্বর হইলেও এই স্থলে সেই স্বর প্রাপ্তি হইবেনা।

গতি-নিঘাত স্বরের উদারণ যথা,—যৎপ্রলুনীহ্যত্র, যৎপ্রপুনীহ্যত্র এই সকল স্থলে 'তিঙিচোদাত্তবতি'।৮।১।৭১। এইসূত্রানুসারে গতি সংজ্ঞক শব্দের অনুদাত্ত স্বর হইলেও এই স্থলে প্রাপ্তি হইবেনা।

আচ্ছা তবে পূর্ব্ব মাত্রেরই (স্থানিবদ্ভাব) প্রাপ্তি হউক?

যদি পূর্ব্ব মাত্রেরই স্থানিবদ্ভাব হয়, তাহা হইলেও উপধামাত্রেরই হ্রস্বত্ব হইবে—

যদি পূর্ব্ব মাত্রেরই অর্থাৎ বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও যদি পূর্ব্ব বর্ণের বিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা উপধার হ্রস্বত্বও বলিতে হইবে, যথা—বাদিতবন্তং প্রযোজিত-

বান্ (বাদককে নিযুক্ত করা হইয়াছিল) অবীবদৎ বীণাং পরিবাদকেন (পরিবাদক বীণা বাজাইতেছেন) এই সকল স্থলে ণিচের লোপ করিলে উপধার হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হয় এইরূপ বলিতে হইবে। পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে কি কারণে সিদ্ধ হইবেনা?

এই স্থলে যে 'ণেরনিটি' ।৬।৪।৫১। (অনিট্ আদি বিশিষ্ট আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে 'ণি'র লোপ হয়) এই সূত্রানুসারে 'ণি'র লোপ হইলে তাহার স্থানিবদ্ভাব হেতু হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হইবে।

গুরু সংজ্ঞার উদাহরণ যথা—গুরু সংজ্ঞা ও সিদ্ধ হইবেনা, যেমন,—শ্লেষ্মঘ্নঃ, পিত্তঘ্ন, দধ্যশ্ব, মধ্বশ্ব এই সকল স্থলে 'হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ'। ১।১৭ এই সূত্রানুসারে ঘ+ন, ধ+য, এবং ধ+ব সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, 'সংযোগে গুরুঃ' ।১।৪।১১ (সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্বের ও গুরু সংজ্ঞা হয়) বলিয়া গুরু সংজ্ঞা হইলে 'গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্' ।৮।২।৮৬ এই সূত্রানুসারে প্লুত স্বর প্রাপ্তি হইবেনা।

যদি বল যে যাহার মতে অব্যবহিত পূর্ব্বের বিধি স্থানিবদ্ভাব হয়, তাহার ও মতেতো অনন্তর লক্ষণ রূপ বিধির সংযোগ সংজ্ঞার বিধান করিতে হইবে?

অথবা সংযোগ সংজ্ঞার পূর্ব্ব বিধিত্ব হেতু এই দোষ হইবেনা।

তাহার কারণ কি?

সংযোগের পূর্ব্ব বিধিত্ব হেতু—সংযোগ যে, সে পূর্ব্ব বিধি নহে।

তবে কি?

সংযোগ যে, সে পূর্ব্ব এবং পরবিধি। অর্থাৎ এক বর্ণে সংযোগ হয় না বলিয়া তাহাকে শুধু পূর্ব্ব বিধি বলা যায় না। একাদেশের উপসংখ্যান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপর স্থানে একাদেশ হইলে তাহার স্থানিবদ্ভাব বলা কর্ত্তব্য। শ্রায়সৌ, গৌ, মতৌ, চাতুরৌ, আনডুহৌ, পাদে, উদ্বাহে এই সকল স্থলে একাদেশ করিলে নুম্, এবং আম্ প্রাপ্তি হইবে, (শ্রায়স্ অণ্ড শব্দের 'অন্' অন্ত করিলে তৎপরে ঔ প্রত্যয় করিলে অকার এবং ঔকারের একাদেশ হেতু তাহার আদিবদ্ভাব প্রযুক্ত নুম্ এবং আম্ প্রাপ্তি হইবে)। পদ্ভাব (পাদে উদ্বাহে এস্থলে ঙাপ্ আদেশ করিলে, আদিবদ্ধ হেতু, ভ সংজ্ঞা করিলে,) এবং উঠ্ এই সকল বিধি প্রাপ্তি হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে কি কারণেই বা সিদ্ধ হইবেনা?

যেহেতু উভয়েরই নিমিত্ত হইয়াছে—অজাদেশ পরনিমিত্তক বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা উভয় নিমিত্তক, উভয়ের আদেশত্ব হেতু ও ইহা সিদ্ধ হইবে; কারণ অচ্ আদেশ অর্থাৎ অচের স্থানে যে আদেশ, এই কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে অচ্ দ্বয়ের স্থানে আদেশ প্রাপ্তি হইতেছে।

এস্থলে কোন ও দোষ হইবেনা। তবে যে বলা হইয়াছে উভয় নিমিত্ত হেতু এস্থলে হইবেনা, তাহা ঠিক নহে; যেমন এই গ্রামে অথবা নগরে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে সেইরূপ ইহাও তদুত্তর এবং তদ্ভিন্ন অন্যতরের উত্তর স্বদেশ অতিক্রম করিয়া উপদেশ করিতে সমর্থ হয়; যেমন গুরুর জন্য বাস করিতেছি এই কথা বলিলে, অধ্যয়নের জন্য বাস করিতেছি ইহাও বুঝাইয়া থাকে। তবে যে উক্ত হইয়াছে উভয়াদেশ হেতু, কার্য্য সিদ্ধি হইবেনা তাহা সঙ্গত নহে, কারণ এই স্থলে যে ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট দ্বয়ের প্রসঙ্গের প্রাপ্তি হইবে, তাহা অন্যতরের ব্যপদেশ লাভ করিবে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যের কোনও একটির স্বদেশকে অতিক্রম করিবে, যেমন দেবদত্তের পুত্র দেবদত্তার (দেবদত্তের স্ত্রীর) ও পুত্র হইয়া থাকে।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে 'হল্' এবং 'অচ্'এর স্থানে যে আদেশ, উভয়েই স্থানির ন্যায় হয়, অথবা তাহা হয় না।

এস্থলে বিশেষ কি অর্থাৎ এতদুভয়ের পার্থক্য কি আছে?

যদি হল্ এবং অচের স্থানে আদেশ হইলে তাহার ও স্থানিবদ্ভাব করা যায়, তাহা হইলে বিংশতি শব্দের তি লোপে একাদেশ বলিতে হইবে।

হল্ এবং অচের স্থানে আদেশ যদি স্থানির ন্যায় হয়, তবে বিংশতি শব্দের তি লোপ হইলে একাদেশ হয় বুঝিতে হইবে। বিংশকং, বিংশং, শতং, বিংশঃ, এই সকল স্থলে 'বিংশতিত্রিংশদ্ভ্যাং ড্বুনসংজ্ঞায়াম্' ।৫।১২।৪ এই সূত্রানুসারে বিংশতি এবং ত্রিংশৎ শব্দের উত্তর সংজ্ঞা ভিন্ন অন্যত্র ড্বুন্ প্রত্যয় করিলে, অন্যত্র কন্ প্রত্যয় হয় বলিয়া বিংশক এই স্থলে প্রযোগ সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে স্থূলাদির যণ্ আদি লোপ করিলে, অব্ আদেশ বলিতে হইবে।

স্থূল প্রভৃতি শব্দের যণ্ আদি আদেশের লোপ হইলে অব্ আদেশ বলিতে হইবে, যথা—স্থবীয়ান্ দবীয়ান্ এই সকল স্থলে স্থূল, দূর শব্দ দ্বয়ের উত্তর 'স্থূলদূরযুবহ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ' ।৬।৪।১৫৬ এই সূত্রানুসারে ঈয়সুন্ প্রত্যয় হইলে, পূর্ব্বের গুণ হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ

হইয়াছে, কিন্তু হল্ অচের স্থানিবদ্ভাব করিলে এই স্থলে কার্য্যসিদ্ধি হইবেনা বলিয়া, পুনঃ তাহার বিধান করিতে হইবে। 'কেকয়মিত্রয়ুপ্রলয়ানাং যাদেরিয়ঃ' ।৭।৩।২ এই সূত্রানুসারে ইয় আদেশ হইলে এত্ব সিদ্ধি হইবেনা।

কেকয়, মিত্র, য়ু এই সকল স্থলে ইয় আদেশ করিলে একারত্ব সিদ্ধি হইবেনা, যথা কেকয় এবং মিত্র শব্দের উত্তর ঢঞ্ প্রত্যয় করিলে কৈকেয়ঃ এবং মৈত্রেয়ঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু হল্ ও অচের স্থানিবদ্ভাব করিলে কৈক ও মৈত্র শব্দের উত্তর ইয় শব্দ থাকিলে 'আদ্গুণঃ' সূত্রানুসারে একারত্ব সিদ্ধি হইবেনা।

উত্তর পদ লোপে ও দোষ হইবে। যে স্থলে উত্তর পদের লোপ হইয়াছে সেই স্থলে ও দোষ হইবে। যেমন দধি কর্ত্তৃক উপসিক্ত (ভিজান) সক্তু (ছাতু) সমূহ, দধিসক্তবঃ এই স্থলে অচ্ পরে থাকাতে যণ্ আদেশ প্রাপ্তি হইবে।

যঙ্ এর লোপ করিলে, যণ্ পরে থাকিলে যঙ্ এবং উবঙ্ এর প্রয়োগ সিদ্ধি হইবেনা। যঙের লোপ করিলে, যণ্ পরে থাকিলে, যঙ্ এবং উবঙ্ এর কার্য্য সিদ্ধি হইবেনা যথা চি, নী, ক্ষি, ক্রু, লূ, পূ, এই সকল ধাতুতে অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'যঙোচি চ' সূত্রানুসারে যঙের লোপ করিলে যথাক্রমে,—চেচ্যঃ, নেন্যঃ, চেক্ষিয়ঃ, চেক্রিয়ঃ, লোলুবঃ, পোপুবঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে. কিন্তু এস্থলে হল্ এবং অচের স্থানে আদিষ্ট বর্ণের স্থানিবদ্ভাব করিলে, যঙ্ এবং উবঙ্ এর কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

তবে স্থানিবদ্ভাব না হইলই বা?

বার্ত্তিকমূলম্।—অস্থানিবত্ত্বে যঙ্ লোপে গুণ বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্থানিবদ্ভাব না হইলে, যঙের লোপ হইলে গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অস্থানিবত্ত্বে যঙ্ লোপে গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। লোলুবঃ পোপুবঃ সরীসৃপো মরীমৃজ ইতি। নৈষ দোষঃ। ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুক ইতি প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। কিং পুনরাশ্রীয়মাণায়াং প্রকৃতৌ স্থানিবত্ত্বতি আহোস্বিদবিশেষণ। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—স্থানিবদ্ভাব না হইলে, যঙের লোপ হইলে, গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ বলিতে হইবে। যথা,—লোলুবঃ, পোপুবঃ, সরীসৃপো, মরীমৃজঃ।

ইহাতে কোন দোষ হয় না। 'ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' এই সূত্রানুসারে

নিষেধ প্রাপ্তি হইবে। পুনরায় জিজ্ঞাস্য এই যে আশ্রীয়মাণের প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্থানিতে, স্থানিবদ্ভাব হয় অথবা অবিশেষরূপে সর্ব্বত্রই আদেশ হইয়া থাকে। এতদুভয়ের প্রভেদ কি ?

বার্ত্তিকমূলম্।—অবিশেষেণ স্থানিবদিতি চেল্লোপযণাদেশে গুরুবিধিঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অবিশেষরূপে যদি স্থানিবদ্ভাব হয়, তাহা হইলে লোপ এবং যণাদেশে গুরুবিধি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অবিশেষেণ স্থানিবদিতি চেল্লোপযণাদেশয়োর্গুরুবিধির্নসিদ্ধ্যতি। শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তঘ্ন, দধ্যশ্ব, মধ্বশ্ব। হলোঽনন্তরাঃ সংযোগ ইতি সংযোগসংজ্ঞা সংযোগে গুর্বিতি গুরুসংজ্ঞা গুরোরিতি প্লুতো ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অবিশেষরূপে যদি স্থানিবদ্ভাব হয়, তাহা হইলে লোপ এবং যণাদেশে গুরুবিধি সিদ্ধ হইবে না; যদি শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তঘ্ন, দধ্যশ্ব, মধ্বশ্ব এই সকলে 'হলোঽনন্তরাঃ সংযোগ' এই সূত্রানুসারে সংযোগ সংজ্ঞা, 'সংযোগে গুরুঃ এই সূত্রানুসারে গুরুসংজ্ঞা এবং 'গুরোরনৃতো' এই সূত্রানুসারে প্লুত সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবেনা।

বার্ত্তিকমূলম্।—দ্বির্বচনাদয়শ্চ প্রতিশেধে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রতিষেধে দ্বির্বচনাদি বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—দ্বির্বচনাদয়শ্চ প্রতিষেধে বক্তব্যাঃ। দ্বির্বচনবরেযলোপ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ। প্রতিষেধ বিষয়ে দ্বির্বচন প্রভৃতি বলিতে হইবে—দ্বিত্ব. বর প্রত্যয় এবং য লোপ প্রভৃতিতে নিষেধ করিতে হইবে। অর্থাৎ সুধী+উপাস্য=সধ্যুপাস্য এই স্থলে যকারের স্থানিবদ্ভাব করিলে, সেই যকার দ্বিত্বের অনিমিত্তক হইবে বলিয়া, দ্বির্বচনের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূলম্।—ক্সলোপে লুগ্বচনম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ক্স এর লোপ হইলে লুক্ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ক্সলোপে লুগ্বক্তব্যঃ। অদুগ্ধ অদুগ্ধাঃ। লুগ্বা দুহদিহ লিহগুহামাত্মনেপদে দন্ত্যে ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ক্স ইহার লোপ হইলে লুক্ বলিতে হইবে, যথা অদুগ্ধ, অদুগ্ধাঃ এই সকল স্থলে দুহ ধাতুর উত্তর ত প্রভৃতি প্রত্যয় করিলে 'লুগ্বা দুহদিহলিহগুহামাত্মনেপদে দন্ত্যে ।৭।৩।৭৩ (ইহাদিগের ক্সএর লোপ

হয় বিকল্পে, দন্ত্যবর্ণ বিশিষ্ট তঙ্ অন্তর্গত প্রত্যয় পরে থাকিলে।) এই সূত্রানুসারে, স্ন এর লোপ বলিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—হন্তের্ঘত্বম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—হন ধাতুর স্থানে ঘত্ব বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—হন্তের্ঘত্বম্ বক্তব্যম্। ঘ্নন্তি ঘ্নন্তু অঘ্নন্। অস্তু তর্হ্যাশ্রীয়মাণায়াং প্রকৃতাবিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—হন ধাতুর স্থানে 'হোহন্তে ঞ্ণিন্নেষু' ৭।৩।৫৪ (ঞ এবং ণ লোপ বিশিষ্ট প্রত্যয় এবং নকার পরে থাকিলে, হন ধাতুর হকার স্থানে কবর্গ হয়) সূত্রানুসারে ঘকার আদেশ বলিতে হইবে—যাহাতে ঘ্নন্তি, ঘ্নন্তু, অঘ্নন্ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে।

ভাল, তবে আশ্রীমাণের প্রকৃতিতেই আদেশ প্রাপ্তি হউক।

বার্ত্তিকমূলম্।—গ্রহণেষু স্থানিবদিতি চেজ্জগ্ধ্যাদিষাদেশঃ প্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি গ্রহণেতে স্থানিবদ্ভাব হয় তবে জগ্ধি প্রভৃতিতে আদেশের নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—গ্রহণেষু স্থানিবদিতি চেজ্জগ্ধ্যাদিষু আদেশস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। নিরাদ্য সমাদ্য। অদোজগ্ধির্ল্যপ্তি কিতীতি অদো জগ্ধিভাবঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি গ্রহণেতে স্থানিবদ্ভাব হয়, তবে জগ্ধি প্রভৃতিতে আদেশের নিষেধ বলিতে হইবে। যথা নিরাদ্য সমাদ্য এই স্থলে, অদ্ ধাতুর ণিচ্ লোপের স্থানিবদ্ভাব করিলে, আশ্রয়ের অভাবহেতু, 'অদোজগ্ধির্ল্যপ্তি কিতি' ২।৪।২১। (অদ্ ধাতুর স্থানে জগ্ধি আদেশ হয় ল্যপ্ পরে থাকিলে এবং তকারআদি বিশিষ্ট ক ইৎ পরে থাকিলে)। এই সূত্রানুসারে অদ্ ধাতুর স্থানে জগ্ধিভাব প্রাপ্ত হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—যণাদেশে যুলোপেত্বানুনাসিকাত্বপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যণ্ আদেশে য, উলোপ, ইত্ব, অনুনাসিকাত্ব নিষেধ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যণাদেশে যুলোপেত্বানুনাসিকাত্বানাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যলোপ। বায্বোরধ্বর্য্বোঃ। লোপোব্যোর্বলীতি যলোপঃ প্রাপ্নোতি। উলোপঃ। অকুর্বি আশাম্ অকুর্ব্যাশাম্। নিত্যং করোতেঃ যে চেত্যুকারলোপঃ প্রাপ্নোতি। ঈত্বম্। অলুনি আশাম্ অলুন্যাশাম্। ঈহল্যঘোরিতীত্বং

প্রাপ্নোতি। অনুনাসিকাত্ব। অজজ্ঞি আশাম্ অজজ্ঞ্যাশাম্। যে বিভাষেত্য-নুসিকাত্বং প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যণ্ আদেশ প্রাপ্তি হইলে যলোপ, উলোপ, ঈত্ব, অনু-নাসিকাত্ব প্রভৃতির নিষেধ বলিতে হইবে। যলোপের উদাহরণ যথা, বায়্বোর-ধ্বর্য্বোঃ এই স্থলে 'লোপোব্যোর্বলি' সূত্রানুসারে য কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

উলোপের উদাহরণ যথা, অকুর্বি+আশাম্=অকুর্ব্যাশাম্ এই স্থলে 'নিত্যং করোতেঃ' ৬।৪।১০৮ (কৃ ধাতুর প্রত্যয়ের উকারের নিত্য লোপ হয় ম এবং ব পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে যকার পরে থাকিলে 'যে চ' ।৬।৪।১০০ এই সূত্রানুসারে উকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

ঈত্বের উদাহরণ যথা অলুনি+আশাম্=অলুন্যাশাম্, এই স্থলে 'ঈ হ-ল্যঘোঃ' ।৬।৪।১১৩ (শ্না এবং অভ্যস্তের আকার স্থানে ঈকার হয়, সার্ব্বধাতুক পরে থাকিলে ক এবং ঙ লোপ বিশিষ্ট হল্ পরে থাকিলে, কিন্তু ঘু সংজ্ঞা হইলে হইবেনা) এই সূত্রানুসারে ঈত্ব প্রাপ্তি হইবে।

অনুনাসিকাত্বের দৃষ্টান্ত যথা,—অজজ্ঞি+আশাম্=অজজ্ঞ্যাশাম্। এই স্থলে 'যে বিভাষা' ৬।৪।৪৩ (জন, সন, খন ধাতুর বিকল্পে আত্ব হয়, যকারাদি বিশিষ্ট ক এবং ঙ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে অনুনাসিকাত্ব প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—রায়াত্বপ্রতিষেধশ্চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—রায়াত্বের প্রতিষেধ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—রায়াত্বস্য চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। রায়ি আশাম্ রায্যা-শাম্। রায়ো হলীত্যাত্বং প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—রায়াত্বের প্রতিষেধ বলিতে হইবে। যথা রায়ি+আশাম্ =রায্যাশাম্, 'রায়ো হলি'।৭।২।৮৫ (রৈ শব্দের আকারান্ত আদেশ হয়, বিভক্তির হল্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে আকারত্ব প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—দীর্ঘে যলোপপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—দীর্ঘ আদেশে য লোপের নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—দীর্ঘে যলোপস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। সৌর্য্যো নাম হিমবতঃ শৃঙ্গে তদ্বান্ সৌর্য্যো হিমবানিতি সৌ ইন্দ্রাশ্রয়ে দীর্ঘত্বে কৃতে সূর্য-ভিয্যেতি যলোপঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—দীর্ঘে যলোপের নিষেধ বলিতে হইবে। যথা সৌর্য্য হিমালয়ের শৃঙ্গের নাম, তদ্বিশিষ্ট বলিয়া, সৌর্য্য (১) বলিতে হিমালয়কে বুঝাইয়া থাকে। এই স্থলে সৌর্য্যের সৌ শব্দের ইণ্‌কে আশ্রয় করিয়া দীর্ঘত্ব করা হইলে, 'সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্যমৎস্যানাং য উপধায়াঃ'।৬।৪।১৪৯ (অঙ্গাবয়বভূত উপধা যকারের লোপ হয়, যদি সেই যকার সূর্য্য শব্দের অবয়ব হয়) এই সূত্রানুসারে যকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অতো দীর্ঘে যলোপবচনম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অকারের দীর্ঘ হইলে য লোপ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অতোদীর্ঘে যলোপো বক্তব্যঃ। গার্গীভ্যাং বাৎসাভ্যাম্। দীর্ঘে কৃতে আপত্যস্য চ তদ্ধিতেঽনাতীতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। আশ্রীয়তে তত্র প্রকৃতিস্তদ্ধিত ইতি। সর্ব্বেষামেষ পরিহারঃ। উক্তং বিধিগ্রহণস্য প্রয়োজনম্। বিধিমাত্রে স্থানিবদ্যথা স্যাদনাশ্রীয়মাণায়াং প্রকৃতাবিতি। অথবা পুনরস্ত্ববিশেষেণ স্থানিবদিতি চেল্লোপযণাদেশে গুরুবিধিঃ দ্বির্বচনাদয়শ্চ ক্সলোপে লুগ্বচনং হস্তের্ঘত্বমিতি। নৈষ দোষঃ। যত্তাবদুচ্যতে। অবিশেষেণ স্থানিবদিতি চেল্লোপযণাদেশে গুরুবিধিরিতি। উক্তমেতৎ। ন বা সংযোগস্যাপূর্ব্ববিধিত্বাদিতি। যদপ্যুচ্যতে দ্বির্বচনাদয়শ্চ প্রতিষেধে বক্তব্যা ইতি। উচ্যন্তে ন্যাস এব। ক্সলোপে লুগ্বচনমিতি। ক্রিয়তে ন্যাস এব। হস্তের্ঘত্বমিতি। সপ্তমে পরিহারং বক্ষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অকারের দীর্ঘ আদেশে যকারের লোপ বলিতে হইবে যথা,—গার্গীভ্যাম্, বাৎসাভ্যাম্, এই সকল স্থলে গার্গ্য এবং বাৎস্য শব্দের উত্তর ভ্যাম্ প্রত্যয় করিয়া, 'অতো দীর্ঘো যঞি' ।৭।৩।১০১ সূত্রানুসারে আকার আদেশ হইলে যকারের লোপ করিয়া গার্গীভ্যাম্ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ করিতে হইবে।

কারণ এই সকল স্থলে দীর্ঘ আদেশ করিলে, 'আপত্যস্য চ তদ্ধিতেঽনাতি'। ৬।৪।১৫১ (ব্যঞ্জন বর্ণের পরস্থিত আপত্য প্রত্যয়ের যকারের লোপ হয় তদ্ধিত পরে থাকিলে, কিন্তু আকার পরে থাকিলে হয় না) এই সূত্রানুসারে যকার লোপের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

ইহা কোন ও দোষ নহে। কারণ সেই স্থলে (গার্গ্য প্রভৃতি স্থলে)

(১) 'অত ইনি ঠনৌ" ।৫।২।১১৫ এই সূত্রানুসারে 'ইনি' প্রত্যয় হইয়াছে।

তদ্ধিতের প্রকৃতির অর্থাৎ অণ্ প্রত্যয়ের অকারকে আশ্রয় করা হইবে এবং তাহা হইলে যে সকল আপত্তি উপস্থিত হইবে, সে সমস্ত আপত্তিরই পরিহার হইবে। বিধি গ্রহণের প্রয়োজন পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যাহাতে বিধি-মাত্রেরই স্থানিবদ্ভাব হইতে পারে, প্রকৃতির আশ্রয় না করিলেও স্থানিবদ্ভাব হইবে। অথবা পুনরায় অবিশেষরূপে অর্থাৎ সাধারণরূপে স্থানিবদ্ভাব বলা হউক। যদি বল যে অবিশেষরূপে স্থানির ন্যায় হয় এই কথা বলিলে, লোপ, যণাদেশে, গুরুবিধি, দ্বিত্ব প্রভৃতি, ক্স এর লোপে, লোপ আদেশ, হন ধাতুর স্থানে ঘত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি স্থলে দোষ ঘটিবে?

ইহা কোন ও দোষ নহে; তবে যে বলা হইয়াছে সাধারণরূপে স্থানি-বদ্ভাব বলিলে, লোপ যণাদেশে গুরুবিধি প্রাপ্তি হইবে, এ বিষয়ের উত্তর ও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে—সংযোগের পূর্ব্ব বিধিত্ব হেতুই বা দোষ হইবেনা। তবে যে উক্ত হইয়াছে প্রতিষেধে দ্বিত্ব প্রভৃতি বলা উচিত, তাহাও ন্যাস অর্থাৎ ন পদান্ত সূত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ক্স এর লোপে লুগ্বচনে (লুগ্ বা দুহদিহ ইত্যাদি সূত্রে) দোষ হইবে, তাহা নহে; কারণ তাহা ও ন্যাস (প্রয়োগ) করা হইবে। হন ধাতুর স্থলে ঘত্ব আদেশে যে দোষ বল হইয়াছে, সেই দোষেরও ৭ম অধ্যায়ে পরিহার বলা হইবে।

ন পদান্তদ্বির্বচনবরেযলোপস্বরসবর্ণানুস্বার-দীর্ঘজশ্চর্বিধিষু। ৫৮।

সূত্রানুবাদ।—পদের চরম অবয়বে, দ্বিত্ব, বর, যলোপ, স্বর, সবর্ণ, অনুস্বার, দীর্ঘ, জশ্ এবং চর্ বিধি কর্ত্তব্য হইলে, পরনিমিত্তক যে অচের স্থানে আদেশ, তাহা স্থানির ন্যায় হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—পদান্তবিধিং প্রতি ন স্থানিবদিত্যুচ্যতে। তত্র বেতস্বানিতি রুঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। ভসংজ্ঞাত্র বাধিকা ভবিষ্যতি তসৌ মত্বর্থ ইতি। অকারান্তমেতদ্ভসংজ্ঞাং প্রতি পদসংজ্ঞাং প্রতি তু সকারান্তম্। নম্বু চৈবং বিজ্ঞায়তে যস্মিং প্রতি পদান্ত ইতি। কর্ম্মসাধনস্য বিধিশব্দস্যোপাদানে এতদেবং স্যাৎ। অয়ং চ বিধিশব্দোঽস্ত্যেব কর্ম্মসাধনঃ। বিধীয়ত ইতি বিধিরিতি। অস্তি চ ভাব সাধনো বিধানং বিধিরিতি। তত্র ভাবসাধনস্য বিধিশব্দস্যোপাদানে এষ দোষো ভবতি। ইদং চ ব্রহ্মবন্ধ্বা ব্রহ্মবন্ধ্ব ধকারস্য জশ্ত্বং প্রাপ্নোতি। অস্তি পুনঃ কিংচিত্তাবদ্‌সাধনস্য

বিধিশব্দস্যোপাদানে সতীষ্টং সংগৃহীতম্। আহোস্বিদ্দোষাস্তমেবতি। অন্তীত্যাহ। ইহ কানি সন্তি যানি সন্তি কৌস্তঃ যৌস্ত ইতি যোঽসৌ পদান্তো যকারো বকারো বা শ্রূয়েত স ন শ্রূয়তে ষড়িকশ্চাপি সিদ্ধো ভবতি। বাচিকস্তু ন সিদ্ধ্যতি। অস্তু তর্হি কর্ম্মসাধনঃ। যদি কর্ম্মসাধনঃ ষডিকো ন সিধ্যতি। অস্তু তর্হি ভাবসাধনঃ। বাচিকো ন সিদ্ধ্যতি। বাচিকষডিকৌ ন সংবদেতে। কর্ত্তব্যোঽত্র যত্নঃ। কথং ব্রহ্মবন্ধ্বা ব্রহ্মবন্ধ্বে। উভয়ত্র আশ্রয়ণে নাস্তাদিবদিতি। কথং বেতস্বান্। নৈবং বিজ্ঞায়তে পদস্যান্তঃ পদান্তঃ পদান্তস্য বিধিঃ পদান্তবিধিঃ। পদান্তবিধিং প্রতীতি। কথং তর্হি পদে অন্তঃ পদান্তঃ পদান্তস্য বিধিঃ পদান্তবিধিঃ পদান্তবিধিং প্রতীতি। অথবা যথৈবান্যান্যপি পদকার্য্যাণ্যুপপ্লবন্তে রুত্বং জশ্‌ত্বং চ এবমিদমপি পদকার্য্যমুপপ্লোষ্যতে। কিম্। ভসংজ্ঞা নাম। বরে যলোপবিধিং প্রতি ন স্থানিবদ্ভবতীত্যুচ্যতে তত্র তেঽপুস্নু যাযাবরঃ প্রবপেত পিণ্ডান্ অবর্ণলোপবিধিং প্রতি স্থানিবৎস্যাৎ। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে বরেষলোপবিধিং প্রতি ন স্থানিবদিতি। কিমিদমযলোপবিধিং প্রতীতি। অবর্ণলোপবিধিং প্রতি যলোপবিধিং চ প্রতীতি। অথবা যোগবিভাগঃ করিষ্যতে বরে লুপ্তং ন স্থানিবৎ। ততো যলোপবিধিং প্রতি ন স্থানিবদিতি। যলোপে কিমুদাহরণম্ কণ্ডূয়তেরপ্রত্যয়ঃ কণ্ডূরিতি। নৈতদস্তি কৌলুপ্তং ন স্থানিবৎ। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। আদিত্যঃ। নৈতদস্তি পূর্ব্বত্রাসিদ্ধে স্থানিবৎ। ইদংতর্হি কণ্ডূতির্বল্গূতিঃ। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। সৌরী বলাকা। নৈতদস্তি উপধাত্ববিধিং প্রতি ন স্থানিবৎ। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। কণ্ডূয়া বল্গূয়া ইতি ভবিতব্যম্। ইদং তর্হি কণ্ডূয়তেঃ ক্তিচ্। ব্রাহ্মণকণ্ডূতিঃ ক্ষত্রিয়কণ্ডূতিঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—পদান্ত বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব বলা হইয়াছে, সেই নিয়মানুসারে 'কুমুদনড়বেতসেভ্যো ড্মতুপ্' ৪।২।৮৫ এই সূত্রানুসারে বেতস্ শব্দের উত্তর ড্মতুপ্ প্রত্যয় করিলে, বেতস্বান্ এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধি না হইয়া, পদ সংজ্ঞা প্রযুক্ত রু প্রাপ্তি হইবে।

এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না, কারণ এই স্থলে ভ সংজ্ঞা পদ সংজ্ঞার বাধক হইবে।যে হেতু 'তসৌমত্বর্থে' ।১।৪।১৯ (তকারান্ত এবং সকারান্ত শব্দ ভসংজ্ঞা হয়, মত্বর্থ প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে এ স্থলে ভ সংজ্ঞাই হইবে। ভসংজ্ঞার প্রতি স্থানিবদ্ভাব নিষেধের অভাব হেতু, সকারান্তত্বের অভাব

প্রযুক্ত ভসংজ্ঞাই নাই, অতএব ভসংজ্ঞার প্রতি অকারান্তত্ব হইয়াছে, এবং পদান্তত্ব বিধান করিলে, স্থানিবত্ত্বের নিষেধ হেতু, সকারান্তের পদত্ব প্রযুক্ত, রুত্বের প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হইবে। যদি বল যে, যাহা সম্প্রতি পদান্ত বিজ্ঞাপিত হইতেছে, তাহারই রুত্ব হইবে?

কর্ম্মসাধন বিধি শব্দের উপাদানেই ইহা এইরূপ হইবে, এবং এই বিধি শব্দ ও কর্ম্মসাধনই হইয়াছে, যথা বিধীয়তে অর্থাৎ যাহা বিহিত হয়, তাহার নাম বিধি।

ভাবসাধন বিধি শব্দও বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব ভাবসাধন বিধি শব্দের উপাদানেই এই দোষ হইবে। এই ব্রহ্মবন্ধ্বা, ব্রহ্মবন্ধ্বে এই সকল স্থলে ও ধকার স্থানে জশত্ব অর্থাৎ দকার প্রাপ্তি হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, ভাব সাধন বিধি শব্দের গ্রহণ করিলে, কোনও ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে কি না, অথবা কেবল দোষান্তরেরই সম্ভাবনা?

আছে, এইরূপ বলিতেছি। কানি সন্তি যানি সন্তি, কৌস্তঃ যৌস্তঃ ইত্যাদি স্থলে, যে সকল পদান্ত যকার বকার শ্রবণ হইয়া থাকে তাহা শ্রবণ হইবে না। ষডিকও সিদ্ধ হইবে। 'বহ্বচো মনুষ্যনাম্নষ্ঠজ্বা' ।৫।৩।৭৮ এই সূত্রানুসারে ষড়ঙ্গুলি শব্দের উত্তর ঠচ্ প্রত্যয় করিলে, 'ঠাজাদাবূর্দ্ধং দ্বিতীয়াদচঃ।৫।৩।৮৩' এই সূত্রানুসারে ঠক্ প্রত্যয় করিলে প্রকৃতির দ্বিতীয় অচের পর সকলের লোপ হয় বলিয়া অঙ্গুলি শব্দের লোপ হইয়া 'ষডিক' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বাচিক শব্দ সিদ্ধি হইবে না; কারণ বাচ্ শব্দের চকারের পদান্তত্ব হেতু 'চোঃ কুঃ' এই সূত্রানুসারে ককার প্রাপ্তি হইবে। আচ্ছা তবে কর্ম্মসাধনই হউক? তাহা হইলে আবার ষডিক শব্দ সিদ্ধ হইবেনা।

আচ্ছা তবে ভাবসাধনই হউক? তাহা হইলে আবার বাচিক শব্দ সিদ্ধ হইবে না। বাচিক ষড়িক শব্দ দ্বয় সিদ্ধ হইবে না, এ স্থলে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কিরূপে ব্রহ্মবন্ধ্বা, বহ্মবন্ধ্বে, এই স্থলে 'ঊঙুতঃ' ।৪।১।৬৬ এই সূত্রানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে ব্রহ্মবন্ধু স্থলে তৃতীয়া ৪র্থীতে বকার প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে।

উভয়ত আশ্রয় করিলে অন্তাদিবদ্ভাব প্রাপ্তি হইবে না বলিয়াই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

বেতস্বান্ প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধি হইবে?

ইহা এইরূপে জানিবে না যে, পদের যে অন্ত সে পদান্ত, পদান্তের যে বিধি সে পদান্ত বিধি, সেই পদান্তবিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয় না।

তবে কিরূপ?—পদে যে অন্ত সে পদান্ত, পদান্তের যে বিধি সে পদান্ত বিধি, সেই পদান্তবিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয় না।

অথবা যেমন অন্যান্য কার্য্য, উপপ্লব অর্থাৎ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, যেমন রুত্ব, জশ্‌ত্ব; সেইরূপ এই স্থলেও পদকার্য্য উপস্থিত করা হইবে।

কি?

ভ সংজ্ঞানামক।

বর প্রত্যয় পরে থাকিলে, যলোপ বিধির প্রতি স্থানিবৎ হয় না, এইরূপ বলা হইয়াছে, সেই স্থলে 'তত্র তেপ্সু যাযাবর প্রবপেত পিণ্ডান্'। (সেই স্থলে যাযাবর অর্থাৎ অনিয়ত বাসস্থান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, তাহার পিণ্ড সমূহ, জলে প্রদান করিলেন।)

এই যাযাবর শব্দের স্থলে যঙ্‌ প্রত্যয়ের অবর্ণের লোপ হইলে তৎপ্রতি স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্তি হইবে।

ইহা কোনও দোষ নহে, কারণ এ স্থলে এইরূপ জানা যাইবে না যে, বর প্রত্যয় পরে থাকিলে যে বকারের লোপ বিধি, তৎপ্রতিই স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্তি হইবে না।

তবে কিরূপে হইবে?

অ এবং য লোপের বিধির প্রতি বর পরে থাকিলে স্থানিবদ্ভাব নিষেধ হইবে?

'অ এবং যএর লোপ বিধির প্রতি' ইহা কি?

অবর্ণ লোপ বিধির প্রতি এবং য লোপ বিধির প্রতি।

অথবা যোগবিভাগ করা হইবে যে, বর প্রত্যয় লোপ হইলে স্থানিবদ্ভাব হয় না। তাহার পরে য লোপ বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয় না।

য লোপের উদাহরণ কি?

কণ্ডূয় ধাতুর প্রতি অপ্রত্যয়৹ অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণ লোপবিশিষ্ট ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া কণ্ডূঃ এইরূপ প্রয়োগ যে স্থলে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাও হইবে না, যে হেতু ক্বিপের লোপ হইলে স্থানিবদ্ভাব হয় না।

তবে ইহা প্রয়োজন যে, সৌরীবলাকা, সূর্য্য শব্দের স্থলে 'সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্যমৎস্যানাং য উপাধায়াঃ' ।৭।৪।১৪৯ (অঙ্গস্থিত উপাধাযরের লোপ হয় যদি সেই যকার সূর্য্য প্রভৃতি শব্দের অবয়ব হয়) এই সূত্রানুসারে ঙ্য প্রত্যয়ান্ত

সূর্য্য শব্দের যকারের লোপ হইলে, সৌরী শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এই স্থলেও প্রয়োজন হইবে। (১)

ইহাও প্রয়োজন নহে, কারণ উপধাত্ব বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয় না।

ইহা তবে প্রয়োজন যে আদিত্য অর্থাৎ অদিতি শব্দের উত্তর ভবাদি অর্থে ণ্য প্রত্যয় করিয়া আদিত্য প্রয়োগ সিদ্ধ হইবার পর, পুনঃ দেবতার্থে ণ্য প্রত্যয় করিলে 'হলোযমাং যমি লোপঃ' ।৮।৪।৬৪ এই সূত্রানুসারে হলের পরাস্থত যমের যকারের লোপ হইলে, যে স্থলে আদিত্য প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে সেই স্থলে প্রয়োজন হইবে।

ইহাও প্রয়োজন নহে, কারণ, পূর্ব্বত্রাসিদ্ধ বিষয়ে স্থানিবদ্ভাব হয় না। কণ্ডূতি বল্গূতি এই সকল স্থলে তবে প্রয়োজন হইবে, অর্থাৎ 'কণ্ড্বাদিভ্যো-যক্' এই সূত্রানুসারে 'য' অন্ত বিশিষ্ট কণ্ডূয়া বল্গূয়া ধাতুর উত্তরা ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া যকারের লোপ করিলে, যে স্থলে কণ্ডূতি বল্গূতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, সে স্থলে প্রয়োজন হইবে।

ইহা কোনও প্রয়োজন নহে, কারণ কণ্ডূয়া দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

কণ্ডুয় ধাতুর উত্তর ক্বিচ্ প্রত্যয় করিলে তবে দোষ হইবে, 'ব্রাহ্মণ কণ্ডূতিঃ' 'ক্ষত্রিয়কণ্ডূতিঃ'।

বার্ত্তিকমূলম্—প্রতিষেধে স্বরদীর্ঘযলোপেষু লোপাজাদেশো ন স্থানিবৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ—নিষেধ বিষয়ে স্বর, দীর্ঘ, যলোপ প্রভৃতি বিধিতে লোপ অচ্ আদেশ স্থানিবৎ হয় না এরূপ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—প্রতিষেধে স্বরদীর্ঘ যলোপবিধিষু লোপাজাদেশো ন স্থানিবদিতি বক্তব্যম্। স্বর। আকর্ষিকঃ। চিকীর্ষকঃ। জিহীর্ষকঃ। যো-হ্যন্য আদেশঃ স্থানিবদেবাসৌ ভবতি। পঞ্চারত্ন্যো দশারত্ন্যঃ। স্বর। দীর্ঘ।

প্রতিদীবা প্রতিদীবে। যো হ্যন্য আদেশঃ স্থানিবদেবাসৌ ভবতি। কির্য্যোঃ। গির্য্যোঃ। দীর্ঘ। যলোপ। ব্রাহ্মণকণ্ডূতিঃ। ক্ষত্রিয়কণ্ডূতিঃ। যে হ্যন্য আদেশঃ স্থানিবদেবাসৌ ভবতি।' বায়্বোরধ্বর্য্বোরিতি। তর্হি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্ ইহ হিলোপোঽপি প্রকৃত আদেশোঽপি বিধিগ্রহণমপি প্রকৃতমনুবর্ত্ততে দীর্ঘাদয়োঽপি নির্দ্দিশ্যন্তে কেবলং তত্রাভিসম্বন্ধমাত্রং কর্ত্তব্যম্। স্বরদীর্ঘযলোপবিধিষু লোপাজাদেশো ন স্থানিবদিতি। আনুপূর্ব্ব্যেণ সন্নি-বিষ্টানাং যথেষ্টমভিসম্বন্ধঃ শক্যতে কর্ত্তুম্। ন চৈতান্যানুপূর্ব্ব্যেণ সংনিবিষ্টানি

(১) সৌরীবলাকা অর্থাৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ গোলাকার মণ্ডল (Halo)।

অনানুপূর্ব্ব্যেণাপি সংনিবিষ্টানাং যথেষ্টমভিসম্বন্ধো ভবতি। তদ্যথা। অনড্বাহমুদহারি যা ত্বং হরসি শিরসা কুম্ভং ভগিনি সাচীনমভিধাবন্তমদ্রাক্ষীরিতি। তস্য যথেষ্টমভিসম্বন্ধো ভবতি উদহারি ভগিনি যা ত্বং কুম্ভং হরসি শিরসা অনড্বাহং সাচীনমভিধাবন্তমদ্রাক্ষীরিতি।

ভাষ্যানুবাদ—প্রতিষেধে স্বর, দীর্ঘ, যলোপ বিধিসমূহে লোপ অজাদেশ স্থানিবৎ হয় না এইরূপ বলিতে হইবে, স্বরের দৃষ্টান্ত—যথা আকর্ষিক, চিকীর্ষক, জিহীর্ষক ('আকর্ষাৎ ষ্ঠন্' ।৪।৪।৯ এই সূত্রানুসারে অকর্ষ শব্দের উত্তর ষ্ঠন্ প্রত্যয় হইলে আকর্ষিক ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া এক্ষণে 'য—স্যেতি চ' এই সূত্রানুসারে যকারের লোপ হইলে, সেই লোপের স্থানিবত্ত্ব হেতু ককার এবং অকারের উদাত্ত হইবে না।

আর সেই স্থলে যে (লোপ ভিন্ন) অন্য আদেশ, তাহাও স্থানিবৎ হইবে যথা পঞ্চারত্ন, দশারত্ন এ স্থলেও স্থানিবত্ত্ব প্রযুক্ত স্বর প্রাপ্তি হইবে না। স্বরের দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

দীর্ঘের দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে, প্রতিদীব্না, প্রতিদীব্নে এস্থলে রেফ এবং বকারান্ত ভসংজ্ঞার, ন ভকুর্চ্ছুরাম্ ।৮।২।৭৯ এই সূত্রানুসারে ভ সংজ্ঞক শব্দের এবং কুর্চ্ছুরের উকার দীর্ঘ হয় না বলিয়া, দীর্ঘ প্রাপ্তি হইবে না এ স্থলে আর যে অন্য আদেশ তাহাও স্থানিবৎ হইবে, যথা,—কির্য্যোঃ (অচ ইঃ) এই সূত্রানুসারে কৃ ধাতুর ই প্রত্যয় করিয়া কিরি প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে এবং 'ঋত ইৎ, এই সূত্রানুসারে গৃ ধাতুর উত্তর ইৎ প্রত্যয় করিয়া গিরি শব্দ সিদ্ধ হইলে ষষ্ঠী ও ৭মীর দ্বিবচনে কির্যোঃ গির্যোঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। দীর্ঘের দৃষ্টান্ত দেখান হইল। য লোপের উদাহরণ দেখান হইতেছে—যথা 'ব্রাহ্মণকণ্ডূতি' 'ক্ষত্রিয়কণ্ডূতিঃ' এই সকল স্থলে যএর লোপ হইয়াছে, তাহার স্থানিবদ্ভাব হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না আর অন্য যে আদেশ হইবে তাহাও স্থানিবৎ হইবে যথা, বায্বো অধ্বর্য্বো ইত্যাদি। তাহাও তাহা হইলে বলিতে হইবে? না, বলিতে হইবে না—কারণ এই স্থলে লোপ ও প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণ বশতই প্রাপ্ত রহিয়াছে আর আদেশ এবং বিধি গ্রহণও সেই প্রকরণ হইতেই অনুবৃত্তি হইবে ও দীর্ঘ প্রভৃতি নির্দ্দেশও হইবে। কেবল সেই স্থলে যে পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ মাত্র রহিয়াছে তাহাই বলিতে হইবে স্বর, দীর্ঘ, যলোপ প্রভৃতিতে লোপ অচ্ আদেশ স্থানিবৎ হয় না, এইমাত্র বলিলেই চলিবে।

আনুপূর্ব্বিক সন্নিবিষ্ট প্রয়োগ সমূহের ইচ্ছানুসারে সম্বন্ধ করিতে পারা যায়, কিন্তু এ সকল আনুপূর্ব্বিক সন্নিবিষ্ট নহে।

(কেবল তাহাই কেন) অনানুপূর্ব্বিক সন্নিবিষ্ট হইলেও তাহাদিগের বক্তার ইচ্ছানুসারে সম্বন্ধ হইয়া থাকে, যথা 'অনড্বাহমুদহারি যা ত্বং হরসি শিরসা কুম্ভংভগিনি সাচীনমভিধাবন্তমদ্রাক্ষীঃ, এই স্থলে, কর্ত্তা কর্ম্ম বিশেষ্য বিশেষণের পরস্পর আনুপূর্ব্বিক সম্বন্ধ না থাকিলেও, নিজের ইচ্ছাক্রমে সম্বন্ধ করিয়া আমরা ইহার অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হই। কেবল তাহার এইরূপ সম্বন্ধ হয় যে 'উদহারি ভগিনি যা ত্বং কুম্ভং হরসি শিরসা অনড্বাহংসাচীনমভিধাবন্তমদ্রাক্ষীঃ' অর্থাৎ কেহ পথে চলিতে চলিতে কোনও স্ত্রীলোককে জলপূর্ণ কলসী আনিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে 'ওগো জলাহরণ কারিণি ভগিনি, যে তুমি মস্তকে কলসী করিয়া জলাহরণ করিতেছ, সে তুমি চীনদেশে গমনকারী ষাঁড়কে দেখিয়াছিলে?'

বার্ত্তিকমূলম্।—ক্বিলুগুপধাত্বচঙ্পরনির্হ্রাসকুত্বেষূপসংখ্যানম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ক্বি, লুক্, উপধাত্ব, চঙ্পরনির্হ্রাস, কুত্ব প্রভৃতিতে উপসংখ্যান করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—ক্বিলুগুপধাত্বচঙ্পরনির্হ্রাসকুত্বেষূপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। ক্বৌ কিমুদাহরণম্। কণ্ডূয়তেরপ্রত্যয়ঃ কণ্ডূরিতি। নৈতদস্তি। যলোপবিধিং প্রতি ন স্থানিবৎ। ইদং তর্হি পিপঠিষতেরপ্রত্যয়ঃ। পিপঠীঃ। নৈতদস্তি। দীর্ঘবিধিং প্রতি ন স্থানিবৎ। ইদং তর্হি। লাবয়তেলৌঃ। পাবয়তেঃ পৌঃ। নৈতদস্তি। অকৃত্বা বৃদ্ধ্যাবাদেশৌ ণিলোপঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি। ইদং তর্হি লবমাচষ্টে লবয়তি। লবয়তেরপ্রত্যয়ে লৌ স্থানিবদ্ভাবাণ্ণেরূণ্ন প্রাপ্নোতি। ক্বৌ লুপ্তং ন স্থানিবদিতি ভবতি। এবমপি ন সিধ্যতি। কথম্ ক্বৌ ণিলোপো ণাবকারলোপস্তস্য স্থানিবদ্ভাবাদূণ্ ন প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে ক্বৌ লুপ্তং ন স্থানিবদিতি। কথং তর্হি ক্বৌ বিধিং প্রতি ন স্থানিবদিতি। লুকি কিমুদাহরণম্। বিল্বং বদরম্। নৈতদস্তি পুংবদ্ভাবেনাপ্যেতৎসিদ্ধম্। ইদং তর্হি আমলকম্। নৈতদস্তি। বক্ষ্যত্যেতৎ ফলে লুগ্বচনানর্থক্যং প্রকৃত্যান্তরত্বাদিতি। ইদং তর্হি পঞ্চভিঃ পট্বীভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চপটুর্দশপটুরিতি। নন্ু চৈতদপি পুংবদ্ভাবেনৈব সিদ্ধম্। কথং পুংবদ্ভাবঃ। ভস্যাঢে তদ্ধিতে পুংবদ্ভবতীতি। ভস্যেত্যুচ্যতে যজাদৌ চ সংজ্ঞা ভবতি।' ন চাত্র যজাদিং পশ্যামঃ প্রত্যয় লক্ষণেন যজাদিঃ। বর্ণাশ্রয়ে

নাস্তি প্রত্যয়লক্ষণম্। এবং তর্হি ঠক্ছসোশ্চেত্যেবং ভবিষ্যতি। ঠক্ছসোশ্চেতত্যুচ্যতে। ন চাত্র ঠক্ছসৌ পশ্যামঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন। ন লুমতা তস্মিন্নিতি প্রত্যয়লক্ষণস্য প্রতিষেধঃ। ন খল্বপ্যবশ্যং ঠগেব ক্রীতপ্রত্যয়ঃ ক্রীতাদ্যর্থা এব বা তদ্ধিতাঃ। কিং তর্হ্যন্যেঽপি তদ্ধিতা যে লুকং প্রয়োজয়ন্তি। পঞ্চেন্দ্রাণ্যো দেবতা অস্যেতি পঞ্চেন্দ্রঃ। দশেন্দ্রঃ। পঞ্চাগ্নিঃ। দশাগ্নিঃ। উপধাত্বে কিমুদাহরণম্। পিপঠিষতেরপ্রত্যয়ঃ পিপঠীরিতি। নৈতদস্তি দীর্ঘবিধিং প্রতি ন স্থানিবৎ। ইদং তর্হি সৌরী বলাকা। নৈতদস্তি। যলোপবিধিং প্রতি ন স্থানিবৎ। ইদং তর্হি পারিক্ষীয়ঃ চঙ্‌পরনির্হ্রাসেচোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। বাদিতবন্তং প্রয়োজিতবান্ অবীবদদ্বীণা পরিবাদকেন। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি। যোঽসৌ ণৌ ণিলুপ্যতে তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্ধ্রস্বত্বং ন প্রাপ্নোতি। নম্ন চৈতদপ্যুধাত্ববিধিং প্রতি ন স্থানিবদিত্যেবং সিদ্ধম্। বিশেষত এব তদ্বক্তব্যম্। ক। প্রত্যয়বিধাবিতি। ইহ মা ভূৎ পটয়তি লঘয়তি। কুত্বে চোপ-সংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। অর্চয়তেরর্কঃ। মচয়তেমর্কঃ। নৈতদ্ ঘঞন্তম্। ঔণাদিক এষ ক প্রত্যয়স্তস্মিন্নাষ্টমিকং কুত্বম্। এতদপি ণিচা ব্যবহিতত্বান্ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ক্বিপ্‌লোপ, উপধাত্ব, চঙ্‌পরনির্হ্রাস এবং কুত্ব প্রভৃতি উপসংখ্যান করা কর্ত্তব্য।

ক বিষয়ে কি উদাহরণ আছে? কণ্ডূয় ধাতুর উত্তর অপ্রত্যয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ লোপ বিশিষ্ট ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে কণ্ডূঃ এই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইহা ঠিক উদাহরণ নহে, কারণ যলোপ বিধির প্রতি স্থানিবৎ হয় না।

তবে পিপঠিস্ এই ধাতুর উত্তর অপ্রত্যয় অর্থাৎ ক্বিপ্ প্রত্যয় করা হইলে, এই পিপঠীঃ এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

ইহাও উদাহরণ নহে, কারণ (র্বোরুপধায়া দীর্ঘ এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে) দীর্ঘ বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয় না।

এই স্থলে তবে উদাহরণ পাওয়া যাইবে, যথা ণিজন্ত লূ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া লৌ এবং পূ ধাতুর উত্তর পৌ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।

ইহাও উদাহরণ নহে; কারণ বৃদ্ধি এবং আব্ আদেশ না করিয়াই (ণনিটি) ণ্লি লোপ হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যয় লোপেও প্রত্যয় লক্ষণ

মানিতে হয় বলিয়া পরে বৃদ্ধি হইয়াছে ; সুতরাং এ স্থলে স্থানিবদ্ভাবের কোন প্রয়োজন নাই।

লবম্ আচষ্টে অর্থাৎ লূ ধাতুর উত্তর আচার অর্থে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া যে স্থলে লবয়তি প্রয়োগ হইয়াছে সেই স্থলে তবে উদাহরণ মিলিবে। ণিজন্ত লূ ধাতুর উত্তর, অপ্রত্যয় করিলে (ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে) লৌঃ প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে তাহার স্থানিবদ্ভাব হেতু ণি স্থানে উঠ্ প্রাপ্তি হইবে না। ক্বিপ্ প্রত্যয়ের লোপ করিলে স্থানিবৎ হয় না, এই নিয়মানুসারে স্থানিবদ্ভাব হইবে না। এইরূপ করিলেও প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না।

কেন?

ক্বিপ্ প্রত্যয়ে ণির লোপ এবং ণি পরে থাকিলে অকারের লোপের স্থানিবদ্ভাব হেতু, উঠ্ প্রাপ্তি হইবে না।

ইহা কোনও দোষ নহে ; কারণ ইহা এইরূপ জানিতে হইবে না যে, ক্বিপের লোপ হইলে স্থানিবদ্ভাব হয় না।

তবে কিরূপ হইবে?

ক্বিপ্ প্রত্যয়ের বিধির প্রতি স্থানিবৎ হয় না এইরূপ বলিতে হইবে।

লোপের কি উদাহরণ?

বিম্বং বদরম্ ইত্যাদি ('ফলে লুক্' ।৪।৩।১৬৩ এই সূত্রানুসারে, প্রত্যয়ের লোপ হইলে) প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ইহার কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ পুংবদ্ভাব করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে, যদি এই রূপেই হয়, তবে আমলকম্ এই স্থলে দোষ হইবে, অর্থাৎ আমলক শব্দটি, আকারাদিবিশিষ্ট হওয়াতে বৃদ্ধসংজ্ঞা হইয়াছে, সুতরাং তদুত্তর ময়ট্ প্রত্যয় করিলে, ভ সংজ্ঞার অভাব হেতু লোপ হইবে না। এই স্থলেও দোষ হইবে না, কারণ 'ফলে লুক্' বচন অনর্থক ; যেহেতু ইহা স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট। 'পঞ্চভিঃ পট্বীভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চপটুঃ,দশপটুঃ' এই সকল স্থলে তাহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

যদি বল যে ইহাও পুংবদ্ভাব হেতু সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে পুংবদ্ভাব হইবে?

'ভস্যাঢে তদ্ধিতে' এই নিয়মানুসারে পুংবদ্ভাব হইবে না। ভস্য এই কথা বলা হইয়াছে আর যজাদিতে, সংজ্ঞা হইয়া থাকে ; কিন্তু যজাদি দেখিতেছি না।

প্রত্যয় লক্ষণ দ্বারা যজাদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যয়ের লোপ হইলেও প্রত্যয় লক্ষণ হয় বলিয়া, এ স্থলে যজাদি মানিতে হইবে।

বর্ণাশ্রয়েতে প্রত্যয় লক্ষণ নাই। যদি এই রূপই হয়, তবে ঠক্ এবং শসেতে এইরূপ হইবে।

ঠক্ এবং শক্রের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু এ স্থলে আমরা ঠক্ শস্ কিছুই দেখিতেছি না। প্রত্যয় লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ হইবে। 'ন লুমতাঙ্গস্য' সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের লোপ হইলে, প্রত্যয় লক্ষণের নিষেধ করা হইয়াছে।

অবশ্যই কেবল ঠক্ প্রত্যয়ই যে ক্রীত প্রত্যয় তাহা নহে ক্রীত অর্থাৎ ক্রয় অর্থ বাচক যাবতীয় তদ্ধিত প্রত্যয়ই ক্রীত প্রত্যয় জানিবে, অর্থাৎ 'তেন ক্রীতং' ।৫।১।৩৭ এই সূত্রানুসারে 'ঠঞ্' প্রত্যয় হইলেও, এই ক্রয়ার্থ বাচক যাবতীয় তদ্ধিত প্রত্যয়ই ক্রীত প্রত্যয়।

তবে কি অন্য তদ্ধিত প্রত্যয় সমূহ ও তাহাই হইবে, যাহারা লোপকেও নিযুক্ত করে, যথা,—পঞ্চেন্দ্রাণ্যো দেবতা অস্য ইতি পঞ্চেন্দ্রঃ, দশেন্দ্রঃ, পঞ্চাগ্নিঃ, ইত্যাদি—অর্থাৎ এই সকল স্থলে 'সা অস্য দেবতা' এহ অর্থে অণ্ প্রত্যয় 'দ্বিগোলুগনপত্যে' এই সূত্রানুসারে প্রতায়ের লোপ, তদুত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীষ্' তদনন্তর ঙীষ্ প্রত্যয়ের লোপ, এক্ষণে তাহার স্থানিবদ্ভাব হেতু; ঙীষ্ আদেশ প্রযুক্ত আনুক্ প্রভৃতি শ্রবণ হইবে, যথা—ইন্দ্রাণী প্রয়োগ পঞ্চেন্দ্র প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও শ্রবণ হইবে।

উপধান্তের উদাহরণ কি?

পঠ ধাতুর সন্ প্রত্যয় করিয়া পিপঠিস্ হইলে তদুত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে, উপাধার দীর্ঘ হইয়া, পিপঠীঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

তাহা হইবে না, কারণ দার্ঘ বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয় না।

সৌরী বলাকা (Halo) এই স্থলে উদাহরণ মিলিবে, ইহাও নহে, কারণ যলোপ বিধির প্রতি স্থানিবদ্ভাব হয় না (সূর্য্য শব্দের 'য' এর লোপ করিয়াই, সৌরী প্রয়োগ হইয়াছে)।

পারিখীয় (পারিখা শব্দের উত্তর চাতুরর্থিক অণ্ প্রত্যয় করিলে, বৃদ্ধ-সংজ্ঞা প্রযুক্ত ছ প্রত্যয় করিয়া প্রয়োগ সিদ্ধি হইলে) এই স্থলে তবে, উদাহরণ মিলিবে অর্থাৎ পরিখা শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন, পারিখ শব্দে, আকার লোপের স্থানিবদ্ভাব হেতু, ছ প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবে না।

চঙ্ পরনিহ্রাসে, অর্থাৎ লুঙ্ বিভক্তিতে চঙ্ আদেশ করিলে, তৎপর-

বর্ত্তী হ্রস্ব স্থলে, স্থানিবদ্ভাবের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যথা বাদিতবন্তং প্রযোজিতবান্, অবীদৎ বীণাং পরিবাদকেন।

কি কারণেই বা এ স্থলে প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না?

এ স্থলে ণিচ্ প্রত্যয় করিলে, যে ণির লোপ হইবে তাহার স্থানিবদ্ভাব হেতু হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হইবে না। যদি বল যে ইহা উপধাত্ব বিধির প্রতি স্থানিবৎ হয় না বলিয়াই সিদ্ধ হইবে (তাহা নহে; যেহেতু বিশেষ বিশেষ বিধিতেই) তাহা বলিতে হইবে।

কোথায়?

প্রত্যয় বিধিতে।

পটয়তি, লঘয়তি এই স্থলে প্রয়োগ হইবে না। কুত্ব বিধিতে অর্থাৎ কবর্গপ্রাপ্তিস্থানে বলিবার প্রয়োজন হইবে, যথা অর্চ্চ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া অর্ক এবং মর্চ্চ ধাতুর উত্তর মর্ক।

এই স্থলেও প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। কারণ ইহা ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত নহে। ইহা উণাদি প্রকরণস্থ ক প্রত্যয় নিষ্পন্ন, তদুত্তর আষ্টামক অর্থাৎ ৮ম অধ্যায় স্থিত 'চোঃ কুঃ' সূত্রানুসারে কবর্গ বিধান সম্পন্ন (ইহা 'চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ' ।৭ ৩।৫২ সূত্র নিষ্পন্ন নহে)।

ইহাও ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা ব্যবধান হেতু প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—পূর্ব্বত্রাসিদ্ধে চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পূর্ব্বত্রাসিদ্ধে স্থানির ন্যায় হয় না, বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—পূর্ব্বত্রাসিদ্ধে চ ন স্থানিবদিতি বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। স্বলোপঃ সলোপে। স্বলোপঃ সলোপে প্রয়োজনম্। অদুগ্ধ অদুগ্ধাঃ। লুগ্বা দুহদিহলিহগুহামাত্মনেপদে দন্ত্য ইতি লুগ্‌গ্রহণং ন কর্ত্তব্যং ভবতি। দধ আকার লোপ আদি চতুর্থত্বে প্রয়োজনং ধৎসে ধদ্ধ্বে ধদ্ধ্বমিতি। দধস্তথোশ্চেতি চকারো ন কর্ত্তব্যো ভবতি। হলো যমাং যমিলোপে প্রয়োজনম্। আদিত্যঃ। হলো যমাং যমি লোপঃ সিদ্ধো ভবতি। অল্লোপাণিলোপৌ সংযোগান্তলোপপ্রভৃতিষু প্রয়োজনম্। পাপচ্যতেঃ পাপক্তিঃ। যাযজ্যতের্যাযষ্টিঃ। পাচয়তেঃ পাক্তিঃ। যাজয়তেযাষ্টিঃ। দ্বিবচনাদীনি চ প্রয়োজনানি ন পঠিতব্যানি ভবন্তি পূর্ব্বত্রাসিদ্ধেনৈব সিদ্ধানি ভবন্তি। কিমবিশেষেণ। নেত্যাহ।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বত্রাসিদ্ধে স্থানির ন্যায় হয় না বলিতে হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি?

লোপে এবং স ক্স লোপে অর্থাৎ ক্স লোপ ও সলোপ বিষয়ে ইহার প্রয়োজন। যথা অদুগ্ধ অদুগ্ধাঃ। এ স্থলে 'লুগ্বা দুহদিহলিহগুহামাত্মানে-পদে দন্ত্যে' ।৭।৩।৭৩ এই সূত্রানুসারে লোপের আর গ্রহণ করিতে হইবে না। দধ অর্থাৎ ধা ধাতুর অকারের লোপ, আদি চতুর্থত্বের জন্য প্রয়োজন; যথা ধৎসে ধদ্ধে ধদ্ধ্বম্ এই সকল স্থলে একাচোবশোভষ্ঝষন্তস্যস্ধ্বোঃ ।৮।২।৩৭ (ধতুর অবয়বভূত যে একটী মাত্র স্বরবর্ণ বিশিষ্ট ঝষন্ত, তাহার অবয়বভূত বশের স্থানে ভষ্ হয়, শকার ধ্ব শব্দ (এবং পদান্ত পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে ৪র্থ বর্ণ ধকার আদেশ হইয়াছে। এবং এই সূত্রের অনুবৃত্তি আসিয়া দধস্তথোশ্চ ।৮।২।৮৩ (দুইবার উক্ত হইয়াছে এমন যে ঝষন্ত ধাতু তাহার বশের স্থানে ভষ্ হয়, ত, থ, স, এবং ধ্ব পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে ৪র্থ বর্ণ ধকার আদেশ হইলেও যদি আকারের লোপ না করা হইত, তবে ধাতুটী ঝষন্তের অভাব হেতু ৪র্থ বর্ণ ধকার বিশিষ্ট আদেশ হইত না এবং এই সূত্রে চকার বিধান করাও কর্ত্তব্য হইত না।

হলো যমাং যমি লোপঃ ।৮।৪।৬৪ (হলের পরে যম্ থাকিলে যমের লোপ হয়)। এই সূত্রানুসারে যে স্থলে লোপ হইয়াছে তাহার জন্য স্থানিবদ্ভাব বিশেষের প্রয়োজন, যথা আদিত্য (অদিতি+ণ্য=আদিত্য+ণ্য=আদিত্য প্রথমবার আদিত্য শব্দের উত্তর অপত্যার্থে দ্বিতীয়বার দেবতার্থে ণ্য প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে)। এ স্থলে হলের পরস্থিত যম্ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী যমের লোপ সিদ্ধ হইবে।

অলোপ, ণিলোপ এবং সংযোগান্তলোপ প্রভৃতিতে (স্থানিবদ্ভাব নিষেধ করা) প্রয়োজন যথা পাচ্যতে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অথবা অধিকরূপে পাক করাইতেছে এই অর্থ বুঝাইবার জন্য যঙ্ ও ণিচ্ প্রত্যয় করিলে তদনন্তর ক্তি প্রত্যয় করিয়া পাপক্তি এইরূপ যজ্ ধাতুর উত্তর যঙন্তও ণিজন্ত করিয়া যাজষ্টি এবং শুধু ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাচয়তি হইলে এবং তদুত্তরে পুনঃ ক্তিচ্ প্রত্যয় করিলে পাক্তি এবং যাজয়তির উত্তর ক্তিচ্ করিলে যাষ্টি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। এই সকল স্থলে যঙ্ প্রত্যয়ের অলোপ এবং ণিচের লোপের যদি স্থানিবদ্ভাব মানা যাইত তাহা হইলে পচ্ প্রভৃতি ধাতুর যকার স্থানে ককার প্রভৃতি আদেশ হইয়া 'পাক্তি' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

নপদান্তদ্বির্বচনবরে—এই সূত্রে দ্বির্বচন প্রভৃতি শব্দ পাঠ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই,—কারণ, পূর্ব্বত্রাসিদ্ধে স্থানিবদ্ভাব হয় না বলিয়াই এই সকল কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

ইহা কি অবিশেষরূপে অর্থাৎ সাধারণ রূপেই হইবে?

তাহা নহে, এইরূপ বলিতেছেন।

বার্ত্তিকমূলম্—বরে যলোপস্বরবর্জ্জম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বর পরে থাকিলে যে যকারের লোপ, তাহা স্বরকে পরিত্যাগ করিবে।

ভাষ্যমূলম্।—বরে যলোপং স্বরং চ বর্জ্জয়িত্বা।

ভাষ্যানুবাদ।—বর অর্থাৎ বরচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে যে যকারের লোপ, তাহা স্বরবর্ণকে ত্যাগ করিয়াই হইয়া থাকে।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্য দোষঃ সংযোগাদিলোপলত্বণত্বেষু *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—তাহার দোষ সংযোগাদিলোপ, লত্ব এবং ণত্ব বিধিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্। তস্যৈতস্য লক্ষণস্য দোষঃ সংযোগাদিলোপলত্বণত্বেষু। সংযোগাদি লোপে। কাক্যর্থং বাস্যর্থম্। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি লোপঃ প্রাপ্নোতি। লত্বম্ নিগার্য্যতে নিগাল্যতে অচিবিভাষেতিলত্বং প্রাপ্নোতি। লত্বম্। মাষবপনী ব্রীহিবপনী। প্রাতিপদিকান্তস্যেতি ণত্বং প্রাপ্নোতি। ন পদান্তদ্বিবচন।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই লক্ষণের দোষ সংযোগাদিলোপ, লত্ব এবং ণত্ব বিধিতে হইবে।

সংযোগাদি লোপের উদাহরণ যথা কাক্যর্থং, বাস্যর্থম্ (কাকী+অর্থং, বাসি+অর্থং) যদি পূর্ব্বত্রাসিদ্ধ স্থলে স্থানিবদ্ভাব না হয়, তাহা হইলে কাক্যর্থং এর ককার এবং বাস্যর্থং ইহার সকার স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ।৮।২।২৯ (পদান্তে এবং ঝল্ পরে থাকিলে যে সংযোগ তাহার আদি সকার এবং ককারের লোপ হয়) এই সূত্রানুসারে লোপ হইবে।

কিন্তু এস্থলে স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত কাক্য ও বাস্য শব্দের যকারের স্বরবর্ণত্ব মানিলে ককার ও সকারের লোপ সম্ভাবনায় ও দোষ ঘটিবে না।

লত্বের উদাহরণ যথা নিগার্য্যতে (নি—গৃ+কর্ম্মণি 'ত'), নিগাল্যতে (নি—গৃ+কর্ম্মণি ত)

এই সকল স্থানে 'অচি বিভাষা' ।৮।২।২১ (গৄ ধাতুর রেফের স্থানে বিকল্পে লত্ব হয় 'অচ্' আদি পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে লত্ব বিধান করিলে, যদি 'ঋ'র স্থানিবদ্ভাব না করা যায় তবে 'আর্' আদেশ হইবার পরে আর লত্ব প্রাপ্তি হইবে না।

• ণত্বের উদাহরণ যথা,—মাষবপনী, ব্রীহিবপনী এই সকল স্থলে প্রাতিপদিকান্তনুম্বিভক্তিষু চ। ৮।৪।১১। (পূর্ব্বপদস্থিত নিমিত্তের পরে প্রাতিপদিকান্ত, নুম্ এবং বিভক্তিতে অবস্থিত ন স্থানে বিকল্পে ণ হয়) এই সূত্রানুসারে মাষ শব্দের ষ কারের এবং ব্রীহি শব্দের রেফের পরে প্রাতিপদিকান্তর্গত ব,প ব্যবধান থাকিলে ণত্ব প্রাপ্তি হইবে, অর্থাৎ মাষ শব্দের (সহিত বপ শব্দের সমাস করিলে ণকারান্তের ণত্ব বিধান সম্ভাবনা হইলে অলোপের স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ হেতু স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ বিধান হইবার পূর্ব্বেই সমাস বিধান হেতু ণত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়া ছিল, পূর্ব্বত্রাসিদ্ধে স্থানিবদ্ভাব না হইলে এই স্থলেও অলোপের স্থানিবদ্ভাব না হইয়া ণত্ব প্রাপ্তি হইত।

ন পদান্তদ্বির্বচনে এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা হইল।

দ্বির্বচনে ২চি। ৫৯।

সূত্রানুবাদ।—দ্বিত্বের নিমিত্তক অচ্ পরে থাকিলে সেই অচের স্থানে কোন আদেশ হয় না, যদি দ্বিত্ব কর্ত্তব্য থাকে।

বার্ত্তিকমূলম্।—আদেশে স্থানিবদনুদেশাত্তদ্বতোদ্বির্বচনম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আদেশে স্থানির ন্যায় পশ্চাৎ আদেশ বলিয়া তাহার দ্বিত্ব হয়।

ভাষ্যমূলম্।—আদেশে স্থানিবদনুদেশাত্তদ্বতঃ। কিং বতঃ। আদেশবতো দ্বির্বচনম্ প্রাপ্নোতি। তত্র কো দোষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—কোনও আদেশ হইলে তাহাতে স্থানির ন্যায় অনুদেশ অর্থাৎ অতিদেশ (আদিষ্টবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিবর্ণের যে আদেশ তাহাকে অনুদেশ বলে) হেতু সেই অনুদেশবিশিষ্টের।

• কি বিশিষ্টের ?

আদেশ বিশিষ্টের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে।

তাহাতে দোষ কি ?

বার্ত্তিকমূলম্।—তত্রাভ্যাসরূপম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সে স্থলে অভ্যাসরূপ দোষ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—তত্রাভ্যাসরূপং ন সিদ্ধ্যতি। চক্রতুশ্চক্রুরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ করিলে অভ্যাসরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইবে না; যথা চক্রতুঃ চক্রুঃ এই সকল স্থলে কৃ ধাতুর উত্তর অতুস্ এবং উস্ প্রত্যয় হইলে ঋ স্থানে যণ্ আদেশ করিবার পর 'একাচ্' অর্থাৎ একস্বর স্থানে বিধীয়মান দ্বিত্বের অচ্ অভাবহেতু অপ্রাপ্ত হইলেও স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত যণ্ বিশিষ্টেরই প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অজ্‌গ্রহণং তু জ্ঞাপকং রূপস্থানিবদ্ভাবস্য।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এস্থলে অচ্ গ্রহণই জ্ঞাপক হইতেছে যে, স্থানিবদ্ভাবেরই রূপ হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—যদয়মজ্ গ্রহণং করোতি তজ্‌জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো রূপং স্থানিবত্তীতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকং। অজ্‌গ্রহণস্যৈতৎ প্রয়োজনম্। ইহ মাভূৎ। জেঘ্রীয়তে। দেধ্মীয়তে। যদি চ রূপং স্থানিবত্তীতি ততোঽজ্‌গ্রহণমর্থবত্তবতি অথ হি কার্য্যং নাঽর্থোঽজ্‌গ্রহণেন ভবত্যেবাত্র দ্বির্বচনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—যে হেতু এই স্থলে (দ্বির্বচনেঽচি) অচের গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতেই আচার্য্য পাণিনি জ্ঞাপন করাইতেছেন যে, রূপের অর্থাৎ স্বরূপে স্থানির ন্যায় হইয়া থাকে।

কিরূপে এই জ্ঞাপক হইল?

অচ্ গ্রহণের ইহাই প্রয়োজন যে জেঘ্রীয়তে দেধ্মীয়তে এই সকল স্থলে (ঈ ঘ্রাধ্মোঃ।৭।৪।৩১) এই সূত্রানুসারে স্বরূপ বিহীন বর্ণের স্থানিবদ্ভাব না হয়।

যদি রূপেরই (স্বরূপের) স্থানিবদ্ভাব হয় তবে অচের গ্রহণ অনর্থক হইয়া থাকে; অনন্তর যেহেতু অচ্ গ্রহণের প্রয়োজন নাই, সেই হেতুই এই স্থলে দ্বির্বচন হইবে এবং রূপাতিদেশ করিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—তত্র গাঙ্ প্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সেই স্থলে গাঙ্ ইহার নিষেধ বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—তত্র গাঙঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। অধিজগে। ইবর্ণাভ্যাসতা প্রাপ্নোতি। ন বক্তব্যঃ। গাঙ্‌লিটীতি দ্বিলকারকো নির্দ্দেশঃ। লিটিলকারাদাবিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই স্থলে গাঙ্ এর নিষেধ বলিতে হইবে, যথা অধিজগে-

ইণ্ ধাতুর স্থানে লিট্ বিভক্তিতে গা আদেশ হইলে (গাঙ্ লিটি। ২।৪।৪৯) স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত ইবর্ণের অভ্যাস (দ্বিত্ব) প্রাপ্তি হইবে।

এইরূপ বলিতে হইবে না। কারণ 'গাঙ্ লিটি' এই সূত্রে দুই লকার বিশিষ্ট নির্দ্দেশ করা হইবে, তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, লিট্ বিভক্তিতে লকার আদিতে আছে, এমন প্রত্যয় পরে থাকিলেই ধাতুর অভ্যাস হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—কৃত্যেজন্তদিবাদিনামধাতুষভ্যাসরূপম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কৃৎ, এজন্ত, দিবাদি, নামধাতু প্রভৃতিতে অভ্যাস রূপ সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—কৃত্যেজন্তদিবাদিনামধাতুষভ্যাসরূপং ন সিধ্যতি। কৃতি। অচিকীর্ত্তৎ। এজন্ত। জগ্লে মম্লে। দিবাদি। দুদ্যূষতি সুস্যূষতি। নামধাতু। ভবনমিচ্ছতি ভবনীয়তি ভবনীয়তেঃসন্ বিভবনীয়িষতি। এবং তর্হি প্রত্যয় ইতি বক্ষ্যামি।

ভাষ্যানুবাদ।—কৃতি, এজন্ত, দিবাদি, নামধাতু প্রভৃতিতে অভ্যাস রূপ কার্য্যসিদ্ধি হইবেনা। কৃতের উদাহরণ যথা, অচিকীর্ত্তৎ (কৃৎ+লুঙ্ 'তিপ্',), এজন্তের উদাহরণ যথা জগ্লে, মম্লে (গ্লৈ ও ম্লৈ ধাতুর লিটের রূপ), দিবাদির উদাহরণ যথা দুদ্যূষতি, সুস্যূষতি (দিব্ ও সিব্ ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া লটের তিপ্ বিভক্তিতে এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে) এবং নামধাতুর উদাহরণ যথা, হইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছে এই অবস্থায় ভবনীয়তি (ভবন শব্দের উত্তর ইচ্ছার্থে ক্যচ্ প্রত্যয় করিয়া) পুনঃ ভবনীয়তি শব্দের উত্তর ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় করিয়া বিভবনীয়িষতি (লটের 'তি' বিভক্তিতে এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে); এই সকল স্থলে অভ্যাস রূপ কার্য্য সিদ্ধ হইত না। যদি এইরূপই হয়, তবে 'প্রত্যয়ে' এইরূপ বলিব।

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রত্যয় ইতিচেৎ কৃত্যেজন্তনামধাতুষভ্যাসরূপম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি 'প্রত্যয়ে' এইরূপ বল, তবে কৃৎ, এজন্ত এবং নাম ধাতু প্রভৃতিতে অভ্যাসরূপ সিদ্ধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যয় ইতিচেৎ কৃত্যেজন্তনামধাতুষভ্যাসরূপং ন সিধ্যতি। দিবাদয় একে' পরিহৃতাঃ। এবং তর্হি দ্বির্বচননিমিত্তে অচ্যজাদেশঃ স্থানিবদিতি বক্ষ্যামি। স তর্হি নিমিত্তশব্দ উপাদেয়ঃ। নহ্যন্তরেণ নিমিত্তশব্দং নিমিত্তার্থো গম্যতে। অন্তরেণাপি নিমিত্তশব্দং নিমিত্তার্থো গম্যতে। তদ্যথা। দধি ত্রপু সংপ্রত্যক্ষো জ্বরঃ। জ্বরনিমিত্তমিতি গম্যতে।

লড্বলোদকং পাদরোগঃ। পাদরোগনিমিত্তমিতি গম্যতে। আয়ুর্ঘৃতম্। আয়ুষো নিমিত্তমিতি গম্যতে। অথবা অকারো মত্বর্থীয়ঃ। দ্বির্বচনমস্মিন্নস্তি সোঽয়ং দ্বির্বচনঃ দ্বির্বচনে ইতি। এবমপি ন জ্ঞায়তে কিয়ন্তমসৌ কালং স্থানিবদ্ভবতীতি। যঃ পুনরাহ দ্বির্বচনে কর্ত্তব্য ইতি। কৃতে তস্য দ্বির্বচনে স্থানিবন্ন ভবিষ্যতি। এবং তর্হি প্রতিষেধঃ প্রকৃতঃ সোঽনুবর্ত্তিষ্যতে। ক প্রকৃতঃ। ন পদান্তদ্বির্বচনেতি। দ্বির্বচননিমিত্তে অচি অজাদেশো ন ভবতীতি। এবমপি ন জ্ঞায়তে কিয়ন্তমসৌ কালমজাদেশো ন ভবতীতি। যঃ পুনরাহ দ্বির্বচনে কর্ত্তব্য ইতি কৃতে তস্য দ্বির্বচনে অজাদেশো ভবিষ্যতি। এবং তর্হি উভয়মনেন ক্রিয়তে। প্রত্যয়শ্চ বিশেষ্যতে দ্বির্বচনং চ। কথং পুনরেকেন যত্নেনোভয়ং লভ্যম্। লভ্যমিত্যাহ। কথম্। একশেষ নির্দ্দেশাৎ। একশেষ নির্দ্দেশোঽয়ং দ্বির্বচনঞ্চ দ্বির্বচনশ্চ দ্বির্বচনে। দ্বির্বচনে কর্ত্তব্যে দ্বির্বচনেঽচি 'প্রত্যয় ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'প্রত্যয়ে' যদি এই কথা বলা যায়, তবে কৃধাতু, এজন্ত—ধাতু এবং নামধাতু প্রভৃতিতে অভ্যাসরূপ কার্য্যসিদ্ধ হইবেনা। পূর্ব্ব বার্ত্তিকে যে দিবাদির গ্রহণ হইয়াছে, এক সম্প্রদায়ের লোক তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

যদি এইরূপই হয়; তবে দ্বিত্ব নিমিত্তক অচ্ পরে থাকিলে, অচের স্থানে যে আদেশ, তাহা স্থানির ন্যায় হয় এইরূপ বলিব।

তাহা হইলে সেই 'নিমিত্ত' শব্দতো গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ নিমিত্ত শব্দের গ্রহণ ব্যতীত নিমিত্ত অর্থতো কখনও উপলব্ধি হইবেনা।

নিমিত্ত শব্দ গ্রহন ব্যতীতও নিমিত্তার্থ বোধ হইবে। যেমন দধিত্রপু সম্প্রত্যক্ষো জ্বরঃ (দধি এবং দস্তা বর্ত্তমান জ্বরের কারণ) এই স্থলে জ্বরের 'নিমিত্ত' এইরূপ অর্থ বোধ হইয়া থাকে; লড্বলোদকং পাদরোগঃ (নর্দ্দামা পরিপূর্ণ গ্রামের জল, পাদরোগের কারণ) এই স্থলে পাদরোগের 'নিমিত্ত' অর্থ বোধ হইতেছে; আয়ুর্ঘৃম্ (ঘৃত আয়ু রক্ষার একটি কারণ) এই স্থলে আয়ু রক্ষণের 'নিমিত্ত' অর্থ, এইরূপ বোধ হইতেছে। অথবা অকারটি মত্বর্থীয় তদ্ধিতান্ত প্রত্যয় বিশিষ্ট জানিবে। অর্থাৎ মতু প্রত্যয় যেমন অস্ত্যর্থে বা বিদ্যমান অর্থে হইয়া থাকে, এই স্থলেও সেইরূপ হইবে। এস্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে যে, দ্বিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, এই স্থলে সেই এই দ্বির্বচন, তাহাতে দ্বির্বচনে এইরূপ প্রয়োগ করিব।

এইরূপ করিলেও ইহা জানা যাইবেনা যে, কতকাল পর্য্যন্ত ইহা স্থানির ন্যায় কার্য্য করিবে।

পুনঃ যাহা বলা হইয়াছে যে, দ্বির্বচনে এইরূপ করিতে হইবে?

তাহার দ্বির্বচন করিলে স্থানিবদ্ভাব হইবেনা।

যদি এইরূপই হয়, তবে এই প্রকরণে যে প্রতিষেধের উল্লেখ হইয়াছে তাহাই অনুবৃত্তি করা হইবে।

কোথায় প্রকরণে উল্লেখ হইয়াছে 'ন পদান্ত দ্বির্বচন…' এই সূত্রে। সেই স্থলেই দ্বির্বচনের (দ্বিত্বের) নিমিত্তভূত অচ্ পরে থাকিলে অচ্ আদেশ স্থানির ন্যায় হয় না; এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ হইলেও ইহা জানা যায় না যে, কতকাল পর্য্যন্ত এই অজাদেশ স্থানির ন্যায় হয় না।

পুনঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহা বলা হইয়াছে—দ্বির্বচন কর্ত্তব্য হইলে স্থানির ন্যায় হয় না, কিন্তু দ্বির্বচন করা হইলে অজাদেশ স্থানির ন্যায় হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে এতদ্বারা উভয়ই করা হইবে,—প্রত্যয়েরও বিশেষণ করা হইবে এবং দ্বির্বচনের ও করা হইবে।

কিরূপে একটিমাত্র চেষ্টা দ্বারা উভয়ই লাভ হইবে?

'লাভ হইবে' এইরূপ বলিতেছেন।

কিরূপে?

একশেষ (দ্বন্দ্ব সমাস) নির্দ্দেশ হেতু—এই যে দ্বির্বচন ইহা একশেষ নির্দ্দিষ্ট—যেমন, দ্বির্বচনঞ্চ দ্বির্বচনশ্চ দ্বির্বচনে কর্ত্তব্য অর্থাৎ দ্বিত্ব কর্ত্তব্য হইলে, দ্বির্বচনে অচি প্রত্যয় অর্থাৎ দ্বিত্ব নিমিত্তক অচ্ বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে, [স্থানিবদ্ভাব হয় না]।

বার্ত্তিকমূলম্।—দ্বির্বচননিমিত্তেঽচি স্থানিবদিতি চেণ্ণৌ স্থানিবদ্বচনম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—দ্বির্বচননিমিত্ত অচ্ পরে থাকিলে যদি স্থানির ন্যায় হয়, তবে ণিচ্ প্রত্যয়েও স্থানিবদ্ভাব বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—দ্বির্বচননিমিত্তেঽচি স্থানিবদিতি চেণ্ণৌ স্থানিবদ্ভাবে বক্তব্যঃ। অবমুনাবয়িষতি অবচুক্ষাবয়িষতি। ন বক্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—দ্বিত্ব নিমিত্তক অচ্ পরে থাকিলে যদি স্থানিবদ্ভাব হয়, তবে ণিজন্তেরও স্থানিবদ্ভাব বলিতে হইবে; যথা, অবমুনাবয়িষতি, অবচুক্ষা-

বয়িষতি এই সকল স্থলে অবপূর্ব্বক ণু ও ক্ষু ধাতুর ণিজন্ত ও সনন্ত প্রত্যয় করিয়া ণু এবং ক্ষুর দ্বিত্ব হইলে সেই 'ণিচের ও যাহাতে স্থানিবদ্ভাব হয়, তাহা বলিতে হইবে।

না, বলিতে হইবেনা।

বার্ত্তিকমূলম্।—ওঃ পুযণ্জিষু বচনং জ্ঞাপকং ণৌ স্থানিবদ্ভাবস্য *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'ওঃ পুযণ্জ্যপরে' এই সূত্রানুসারেই জানা যাইতেছে যে ণিচ্ প্রত্যয় স্থানিবদ্ভাব হয়।

ভাষ্যমূলম্।—যদয়মোঃ পুযণ্জ্যপর ইত্যাহ তজ্ জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ভবতি ণৌ স্থানিবদ্ভাব ইতি। যদ্যেতজ্ জ্ঞাপ্যতে। অচিকীর্ত্তৎ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। তুল্যজাতীয়স্য জ্ঞাপকম্। কশ্চ তুল্যজাতীয়ঃ। যথা জাতীয়কাঃ পুযণ্জয়ঃ। কথং জাতীয়কাশ্চৈতে। অবর্ণপরাঃ। কথং জপ্নে মপ্নে। অনৈমিত্তিকমাত্বং শিতি তু প্রতিষেধঃ। কানি পুনরস্য যোগস্য প্রয়োজনানি। পপতুঃ পপুঃ। তস্থতু স্তস্থুঃ। জগ্মতুর্জগ্মুঃ। অটিটদ্ আশিশৎ। চক্রতুশ্চক্রুরিতি। আল্লোপোপধালোপণিলোপযণাদেশেষু কৃতেষনচ্কত্বাদ্ দ্বির্বচনং ন প্রাপ্নোতি। স্থানিবদ্ভাবাদ্ভবতি। নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি। পূর্ববিপ্রতিষেধেনাপ্যেতানি সিদ্ধানি। কথম্। বক্ষ্যতি হ্যাচার্য্যঃ। দ্বির্বচনং যণয়বায়াবাদেশাল্লোপোপধালোপণিলোপকির্কিনোরুত্বেভ্য ইতি। স পূর্ব্ববিপ্রতিষেধো ন পঠিতব্যো ভবতি। কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। স্থানিবদ্ভাব এব জ্যায়ান্। পূর্ব্ববিপ্রতিষেধে হীদং বক্তব্যং স্যাৎ। ওদোদাদেশস্য উত্ত্বতি চুটুতুশরাদেরভ্যাসস্যেতি। নমু-চ ত্বয়াপীত্বং বক্তব্যম্। পরার্থং মম ভবিষ্যতি সন্যত ইদ্ভবতীতি। মমাপি তর্হ্যত্বং পরার্থং ভবিষ্যতি উৎপরস্যাতন্তি চেতি। ইত্বমপি ত্বয়া বক্তব্যম্। যৎসমানাশ্রয়ং তদর্থম্। উৎপিপবিষতে সংযিয়বিষতীত্যেবমর্থম্। তস্মাৎ স্থানি বদিত্যেষ এব পক্ষো জ্যায়ান্। দ্বির্বচনেহচি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে ব্যাকরণমহাভাষ্যে প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমে পাদেঽষ্টমমাহ্নিকম্॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু পাণিনি 'ওঃ পুযণ্জ্যপরে' ৭।৪।৮০ (সন্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর যে অঙ্গ, তাহার অবয়ব ভূত যে অভ্যাস সূচক উকার, তাহার স্থলে ইকার হয় পবর্গ যণ্ অর্থাৎ যবরল এবং জকার ও অবর্ণ পরে থাকিলে) এইরূপ সূত্র বলিয়াছেন, তাহাতেই আচার্য্য ইহা জানাইয়াছেন যে, ণিচ্ পরে থাকিলে স্থানিবদ্ভাব হইয়া থাকে।

যদি এইরূপই জানা যায়, তবে অচিকীর্ত্তৎ (কৃৎ ধাতু ণিচ্ লুঙ্ দ্) এই স্থলেও স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্তি হইবে।

(তাহা হইবেনা। কারণ) তুল্য জাতীয়েরই জ্ঞাপক হইয়া থাকে।

তুল্য জাতীয় কি ?

পু (পবর্গ), যণ্ (য ব র ল) জি (জকার) এই সকলের তুল্য জাতীয়।

ইহারা কোন জাতীয় ?

অবর্ণ পর বিশিষ্ট। অর্থাৎ ইহাদের পরে অবর্ণ থাকিলেই স্থানিবদ্ভাব হইবে।

জগ্নে (গৈ ধাতু লিট্ এ) মম্লে (ম্লৈ ধাতু লিট্ এ) এই স্থলে কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইবে ?

ইহারা আকারান্ত ধাতু (অর্থাৎ ইহা ঐকারান্ত হইলেও ফলে আকারন্তই অবশিষ্ট থাকে বলিয়া) সুতরাং কোনও নিমিত্ত বিশিষ্ট নহে; 'শ' ইৎ কার্য্যে (অর্থাৎ কর্ত্তৃবাচ্যে যে স্থলে 'কর্ত্তরি শপ্' এই সূত্রানুসারে 'শপ্ আগম হইয়া শ ও পএর লোপ হইয়াছে, অকার মাত্র অবশিষ্ট আছে) সেই স্থলে ইহার প্রতিষেধ জানিতে হইবে।

তাহা হইলে আবার এই সূত্রের প্রয়োজনই বা কি ?

পপতুঃ, পপুঃ; তস্থতুঃ, তস্থুঃ; জগ্মতুঃ, জগ্মুঃ; আটিটৎ, আশিশৎ; চক্রতুঃ, চক্রুঃ এই সকল স্থলে পা প্রভৃতি ধাতুর আ লোপ, উপধা লোপ, ণি লোপ এবং যণাদেশ প্রভৃতি করিলে অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণান্ত না হওয়াতে দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে না, কিন্তু স্থানিবদ্ভাব করিলে হইবে। সুতরাং এই জন্যই ইহার (সূত্রের) প্রয়োজন।

এই সকল কোনও প্রয়োজন নহে। কারণ পূর্ব্ববিপ্রতিষেধে অর্থাৎ তুল্যবলবিরোধে পূর্ব্বকার্য্য করিলেই ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে ?

কারণ আচার্য্য পাণিনি বলিবেন যে,—যণ্, অব্, অচ্ আব্, আচ্ আদেশ, আকার লোপ, উপধা লোপ, ণি লোপ, কি কিন্ এবং উত্ব বিধাণের পর দ্বিত্ব হয়, সেই স্থলে পূর্ব্ববিপ্রতিষেধ আর স্বতন্ত্র পাঠ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ শ্রেষ্ঠ ?

স্থানিবদ্ভাব করাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, পূর্ব্ব বিপ্রতিষেধ করিলেও ইহা বলিতে হইবে যে ঊৎ এবং ঔৎ আদেশের স্থানে উৎ হয় এবং চু টু তু এবং শর্ (শ, ষ, স) শরাদির ও অভ্যাসের স্থানে উৎ হয়।

• যদি বল যে তোমার পক্ষেও ইহা বলিতে হইবে?

আমার পক্ষে পরবর্ত্তী প্রয়োজনের জন্যই ইহা করিতে হইবে। যথা সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে অকার স্থানে ইকার হয়।

আমার পক্ষেও তবে পরের জন্যই কার্য্যকারী হইবে। যথা,—উং 'পরে' থাকিলেও এই সকলের অর্থাৎ ও, ঔ, চু, টু, প্রভৃতির অভ্যাসের স্থানে ইহার প্রয়োজন হইবে।

তোমার পক্ষেওতো ইত্ব বলিতে হইবে। যে স্থলে উভয় পক্ষেরই সমান আশ্রয় হইবে, সেই স্থলের জন্যই স্থানিবদ্ভাবের প্রয়োজন হইবে। যথা, উং পিপবিশতে (পু ধাতু ণিচ্+সন্+তে) সংযিযবিষতি (যু ধাতু ণিচ্+সন্+তি) এই স্থলে উভয় পক্ষেরই তুল্য আশ্রয় হওয়াতে, স্থানিবদ্ভাব করিলে সহজে কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়া স্থানিবদ্ভাব করার পক্ষই শ্রেষ্ঠ হইল। দ্বির্বচনেঽচি স্থত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যাত হইল।

ভগবান্ পতঞ্জলি বিরচিত ব্যাকরণের মহাভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের
প্রথম পাদের অষ্টম আহ্নিকের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ॥

———o———

অদর্শনং লোপঃ। ৬০।

ন+দর্শনং ১। লোপঃ ১।

স্থত্রানুবাদ।—প্রসক্ত অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের অদর্শন অর্থাৎ অনুপলব্ধির, লোপ সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—অর্থস্য সংজ্ঞা কর্ত্তব্যা শব্দস্য মাভূদিতি। ইতরেতরাশ্রয়ঞ্চ ভবতি। কা ইতরেতরাশ্রয়তা। সতোঽদর্শনস্য সংজ্ঞয়া ভবিতব্যম্। সংজ্ঞয়া চাদর্শনং ভাব্যতে। তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যাণি ন প্রকল্প্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—এই লোপ সংজ্ঞাটি 'অদর্শন' ইহার লক্ষ্য পদার্থেরই করিতে হইবে,যাহাতে 'অদর্শন' এই শব্দটির সংজ্ঞা না হয় অর্থাৎ 'স্বংরূপং শব্দস্যাশব্দ-সংজ্ঞা' এই স্থত্রে যেমন শব্দের স্বরূপেরই সংজ্ঞা হইয়াছে, কিন্তু সেই শব্দ বাচক কোনও পদার্থের সংজ্ঞা হয় নাই, সেইরূপ এই স্থলে 'অদর্শন' শব্দের

সংজ্ঞা না হইয়া, যে সকল শব্দের অভাব লক্ষিত হয়, তাহাদের অদর্শন সংজ্ঞা জানিতে হইবে।

এইরূপ করিলে তো ইতরেতরাশ্রয় (অন্যোন্যাশ্রয়) দোষ ঘটিবে।

কিরূপে ইতরেতরাশ্রয় হইবে ?

যদি অদর্শন হয় তাহা হইলেই তাহার সংজ্ঞা হইবে। আর যদি লোপ সংজ্ঞা হয়, তবেই তাহার অদর্শন হইবে; সুতরাং যখন পরস্পর একটি আর একটির আশ্রয় হইতেছে, স্বতন্ত্ররূপে কোন ও একটি কার্য্যকারী হইতে পারিতেছেনা সুতরাঃ ইহা ইতরেতরাশ্রয় হইল। ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইলে, সেই কার্য্যতো শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে না ?

বার্ত্তিকমূলম্—লোপসংজ্ঞায়ামর্থমতোরুক্তম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—লোপসংজ্ঞা করিতে হইলে, তাহা অর্থ বিশিষ্টেরই উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্—কিমুক্তম্। অর্থস্য তাবদুক্তমিতিকরণোঽর্থনির্দেশার্থ ইতি। সতোপ্যুক্তং সিদ্ধন্তু নিত্যশব্দত্বাদিতি। নিত্যাঃশব্দাঃ। নিত্যেষু শব্দেষু চ সতোঽদর্শনস্য সংজ্ঞা ক্রিয়তে ন সংজ্ঞয়াদর্শনং ভাব্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—কি উক্ত হইয়াছে ?

এই স্থলে অর্থেরই যে সংজ্ঞা হইবে, তাহা ইতি শব্দ প্রয়োগ করা হেতুই (পূর্ব্বে করা হইয়াছে বলিয়া) তাহা অর্থেরই হইবে,এইরূপে জানা যাইতেছে। পদার্থটি বর্ত্তমান থাকিলেই তাহার লোপ হইবে, শব্দ নিত্যবলিয়াই শব্দের বিদ্যমানতা সিদ্ধ হইবে। শব্দ সমূহ নিত্য, নিত্যশব্দে দর্শন অর্থাৎ উপলব্ধির বিদ্যমানতা থাকিলেই তাহার অদর্শনের সংজ্ঞা করা যাইতে পারে। কিন্তু লোপসংজ্ঞা দ্বারা অদর্শন করা হইবে, এইরূপ মনে করিতে হইবে না।

বার্ত্তিক মূলম্।—সর্ব্ব প্রসঙ্গস্তু সর্ব্বস্যান্যত্রাদৃষ্টত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে সকল অদর্শনেরই তো অন্যত্র বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া লোপ সংজ্ঞা হইবে ?

ভাষ্যমূলম্।—সর্ব্বপ্রসঙ্গস্তু ভবতি সর্ব্বস্যাদর্শনস্য লোপসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

কিং কারণম্। সর্ব্বস্যান্যত্রাদৃষ্টত্বাৎ। সর্ব্বোহি শব্দো যো যস্য প্রয়োগবিষয়ঃ স ততোঽন্যত্র ন দৃশ্যতে। ত্রপু জতু ইত্যত্রাণো ঽদর্শনং তত্রাদর্শনং লোপ ইতি লোপসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। তত্র কো দোষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে তো সকলেরই প্রসঙ্গ হইবে—যেখানে যাহার অদর্শন হইবে সেখানেই সে সকলের লোপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

তাহার কারণ কি ?

যেহেতু সকল শব্দেরই অন্যত্র অদর্শন হইয়া থাকে—সকল শব্দই—যে যাহারস্থলে প্রয়োগের বিষয় হইয়া থাকে, সে সেইস্থান ভিন্ন অন্যত্র অদৃশ্য হইয়া থাকে, যেমন এপু, জতু, এই সকল স্থলে অণ্ প্রত্যয় দৃষ্ট হয় না সুতরাং অদর্শন হইলে তাহার লোপ হয় বলিয়া এইস্থলেও লোপ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে।

(হইলই বা) তাহাতে দোষ কি ?

বার্ত্তিক মূলম্।—তত্র প্রত্যয়লক্ষণপ্রতিষেধঃ * ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সেই স্থলে প্রত্যয় লক্ষণের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—তত্র প্রত্যয়লক্ষণং কার্য্যং প্রাপ্নোতি। তস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। অচোঞ্ণিতীতি বৃদ্ধিঃপ্রোপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। ঞ্ণিতাঙ্গস্যাচো বৃদ্ধিরুচ্যতে। যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদিপ্রত্যয়ে হঙ্গং ভবতি। যস্মাচ্চ প্রত্যয় বিধিন তৎপ্রত্যয়ে পরতঃ। যচ্চ প্রত্যয়ে পরতঃ ন তস্মাৎ প্রত্যয়বিধিঃ। ক্বিপন্তর্হ্যদর্শনম্। তত্রাদর্শনং লোপ ইতি লোপ সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। তত্র কো দোষঃ। তত্র প্রত্যয়লক্ষণঃ প্রতিষেধঃ। তত্র প্রত্যয়লক্ষণং কার্য্যং প্রাপ্নোতি তস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুগিতি তুক্ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সেইস্থলে প্রত্যয় লক্ষণ কার্য্য প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ যেস্থলে অণ্ প্রত্যয় হইবে, সেই অণ্ প্রত্যয়ের লোপ হইলেও 'অচোঞ্ণিতি' ৭।২।১১৫ (ঞ এবং ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে স্বরবর্ণান্ত অঙ্গের বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রানুসারে ত্রপু, জতু প্রভৃতি শব্দের ও উকারের বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে ; সুতরাং তাহার নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

এই স্থলে কোন ও দোষ হইবে না। কারণ 'ঞ' এবং 'ণইৎ' প্রযুক্ত যে কার্য্য, তাহা অঙ্গবাচক স্বরবর্ণেরই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আবার অঙ্গ সংজ্ঞা ও, যেপ্রত্যয় যাহার উত্তর করা হয়, সেই প্রত্যয় পরে থাকিলেই তাহার আদিভূত যে শব্দ স্বরূপ, তাহারই হইয়া থাকে—'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদিপ্রত্যয়েহঙ্গং' ১।৪।১৩ (যাহার উত্তর প্রত্যয় বিধি করা হয় নাই, সেই প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহার অঙ্গসংজ্ঞা ও হইবে না এবং যেপ্রত্যয় পরে

আছে তাহাও তাহার প্রত্যয় বিধি হয় নাই; সুতরাং এস্থলে ত্রপু, ও জতু শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় না হওয়াতে, বৃদ্ধি হইবে না।

তবে ক্বিপ্ প্রত্যয়ের (সমস্ত লোপ হয় বলিয়া) তো অদর্শন হইবে এবং সেইস্থলে অদর্শনং লোপ এই স্থত্রের অনুসারে লোপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে?

. তাহাতে দোষ কি?

তাহাতে দোষ এই যে, সেই স্থলে প্রত্যয়লক্ষণের প্রতিষেধ হইবে—সেই ক্বিপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইলে ('প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' এই সূত্রানুসারে) প্রত্যয় লক্ষণ কার্য্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহার নিষেধ বলিতে হইবে, যেমন হ্রস্বস্য পিতি কৃতিতুক্ এই সূত্রানুসারে পকার ইৎ হইলে, তুক্ আগম হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে তাহা হইতে পারিবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তু প্রসক্তাদর্শনস্য লোপসংজ্ঞত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যেহেতু প্রাপ্ত বিষয়ের অদর্শনেরই লোপ সংজ্ঞা হইয়া থাকে, সেই হেতুই ইহাও সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। প্রসক্তাদর্শনং লোপসংজ্ঞং ভবতীতি বক্তব্যম্। যদি প্রসক্তাদর্শনং লোপসংজ্ঞং ভবতীত্যুচ্যতে। গ্রামণীঃ সেনানীঃ অত্র বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। প্রসক্তাদশনং লোপসজ্ঞং ভবতি ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টস্য। যদি ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টস্যেত্যুচ্যতে। চাহ লোপ এবেত্যবধারণম্। চাদিলোপে বিভাষা অত্র লোপসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। অথ প্রসক্তাদর্শনং লোপসংজ্ঞং ভবতীত্যুচ্যমানে কথমেবৈতৎ সিধ্যতি। কো হি শব্দস্য প্রসঙ্গঃ। যত্র গম্যতে চার্থো ন চ প্রযুজ্যতে। অস্তু তর্হি প্রসক্তাদর্শনং লোপসংজ্ঞং ভবতীত্যেব। কথং গ্রামনীঃ সেনানীঃ যোত্রাণঃ প্রসঙ্গঃ ক্বিপাসৌ বাধ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

প্রাপ্ত বিষয়ের যদি অদর্শন হয়, তাহা হইলে তাহারই লোপ সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলিতে হইবে। অর্থাৎ জতু এবং ত্রপু শব্দে যখন ক্বিপ্ আবশ্যক নাই, তখন ক্বিপ্ প্রত্যয় এই স্থলে প্রাপ্তি ও হইবেনা, সুতরাং তুক্ আগম হইবেনা; অতএব তাহার নিষেধ করিবার ও কোন প্রয়োজন নাই।

যদি প্রাপ্ত বিষয়ের অদর্শনের লোপ সংজ্ঞা হয়, এইরূপই বলা যায়; তবে গ্রামণীঃ সোনাণীঃ এই স্থলেও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে, অর্থাৎ অর্থবাচক শব্দ উপপদ বিশিষ্ট ধাতু (গ্রাম—নী+অণ্) নী ধাতু হওয়াতে, তদুত্তর অণের

প্রসঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং গ্রামণী শব্দের ঈকারের, ণ লোপ বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকাতে, বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইতে পারিত। তাহা হইবে না, কারণ প্রাপ্ত বিষয়ের অদর্শন হইলে যে লোপ সংজ্ঞা হয় (তাহা যেকোনও সূত্রের দ্বারাই হউক না কেন) ষষ্ঠী বিভক্তিনির্দ্দিষ্ট শব্দেরই হইবে।

যদি ষষ্ঠী বিভক্তিনির্দ্দিষ্টেরই লোপ বলা হয়, তবে 'চাহ লোপ এবে-ত্যবধারণম্।৮।১।৬২, (চ, অহ ইহাদের লোপ হইলে প্রথম যে তিঙ্ বিভক্তি তাহা অনুদাত্ত স্বর বিশিষ্ট হয় না) 'চাদি লোপে বিভাষা' ৮।১।৬৩ (চ, বা, হ, হৈ, ব ইহাদের লোপ হইলে প্রথম তিঙ্ বিভক্তি অনুদাত্ত হয় না; যথা ইন্দ্রবাজেষু নোহব এই স্থলে, চকারের লোপ হওয়াতে, তিঙ্ নিমিত্তক যে অনুদাত্ত স্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহা হইল না)।

এইস্থলে লোপ সংজ্ঞাই প্রাপ্তি হইবে না।

ভাল, যদি প্রসঙ্গের অদর্শন হইলেই লোপ সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা যায় তাহা হইলেই বা ইহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে, এইস্থলেই বা শব্দের প্রসঙ্গ কোথায় (অর্থাৎ এস্থলেও শাস্ত্রানুসারে 'চাদির কোনও প্রসঙ্গ নাই) আর যে স্থলে প্রসঙ্গ আছে সেই স্থলেও তাহা চাদির জন্য ও প্রয়োগ করা হয় নাই। আচ্ছা, তবে প্রসক্তের (প্রসঙ্গক্রমে প্রাপ্তের) অদর্শন হইলে তাহার লোপ সংজ্ঞা হয়, এইরূপই বলা হউক, কিন্তু গ্রামণীঃ সেনানীঃ শব্দ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ এই স্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে অণ্ প্রত্যয়ের প্রাপ্তি হইয়া কেনই বা ঈকারের বৃদ্ধি হইবেনা?

এস্থলে যে অণ্ প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ হইবে ক্বিপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা তাহাকে বাধ করা হইবে, সুতরাং সকল প্রয়োগই সিদ্ধ হইবে।

প্রত্যয়স্য লুক্শ্লুলুপঃ ।৬১।

প্রত্যয়স্য। ৬। লুক্-শ্লু-লুপঃ ১।

সূত্রানুবাদ।—লুক্, শ্লু এবং লুপ্ শব্দের দ্বারা যে সকল প্রত্যয়ের অদর্শন করা হইবে, তাহাদের যথাক্রমে সেই সেই সংজ্ঞা অর্থাৎ লুক্ সংজ্ঞা, শ্লু সংজ্ঞা এবং লুপ্ সংজ্ঞা হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যয়গ্রহণং কিমর্থম্।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রে 'প্রত্যয়' শব্দের কেন গ্রহণ করা হইল?

বার্ত্তিকমূলম্।—লুমতি প্রত্যয়গ্রহণমপ্রত্যয়সংজ্ঞাপ্রতিষেধার্থম্ *।

কার্ত্তিকানুবাদ।—'লু' বিশিষ্ট এই সকল শব্দে, প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ, অপ্রত্যয় সংজ্ঞার নিষেধ করিবার জন্য।

ভাষ্যমূলম্।—লুমতি প্রত্যয়গ্রহণং ক্রিয়তে। অপ্রত্যয়স্যৈতাঃ মা ভূবন্নিতি। কিং প্রয়োজনম্। প্রয়োজনং তদ্ধিতলুকি কংসীয়পরশব্যয়োর্লুকি চ গোপ্রকৃতিনিবৃত্ত্যর্থম্। তদ্ধিতলুকি গোনিবৃত্ত্যর্থম্। কংসীয়পরশব্যয়োশ্চ লুকি প্রকৃতিনিবৃত্ত্যর্থম্। লুক্তদ্ধিতলুকীতি গোরপি লুক্ প্রাপ্নোতি প্রত্যয়গ্রহণান্ন ভবতি। কংসীয়পরশব্যয়োর্যঞঞৌ লুক্চেতি প্রকৃতেরপি লুক্ প্রাপ্নোতি প্রত্যয়গ্রহণান্ন ভবতি। গোনিবৃত্ত্যর্থেন তাবন্নার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ। লু বিশিষ্টে (১) প্রত্যয় গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহারা যাহাতে প্রত্যয় ভিন্ন অন্যত্র ব্যবহার না হইতে পারে।

তাহার প্রয়োজন কি?

ইহার প্রয়োজন— তদ্ধিতের লোপ, কংসীয়পরশব্যের লোপ এবং গো প্রকৃতির নিবৃত্তির জন্য 'প্রত্যয়' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে। তদ্ধিতের লোপ বিষয়ে গো শব্দের নিবৃত্তির জন্য, কংসীয় এবং পরশব্য শব্দের (ছ এবং যতের) লোপ বিষয়ে প্রকৃতির নিবৃত্তির জন্য প্রত্যয় গ্রহণের প্রয়োজন 'লুক্ তদ্ধিতলুকি।৪।২।৪৯ (তদ্ধিতের লোপ হইলে উপসর্জ্জন (২) স্ত্রীপ্রত্যয়ের লোপ হয়)।

এই সূত্রানুসারে ('গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য' এই সূত্রের সম্পূর্ণাংশের অনুবৃত্তি আসিয়া গো শব্দের ও অনুবৃত্তি আসিলে) গো শব্দের ও লোপ

---

(১) মতু প্রত্যয় অস্ত্যর্থে হইয়া থাকে, এই স্থলে তাহা হইলে এবং লুক্, শ্লু এবং লুপ্ এই তিনটি শব্দের মধ্যেই 'লু' শব্দটি সাধারণ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া লু শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া লুমৎ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(২) ইতরপদার্থনিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিতপ্রকারতাশ্রয়ত্বমুপসর্জ্জনত্বম্। অথবা স্বান্তপর্য্যাপ্তশক্তিনিরূপকার্থনিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিতস্ত্রীত্বনিষ্ঠাবচ্ছেদকতাপ্রয়োজকত্বমুপসর্জ্জনত্বম্। মোটা মোটি বলিতে গেলে যে স্থলে অন্য পদার্থের প্রাধান্য বুঝাইয়াছে সেই স্থলেই উপসর্জ্জন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, শূলপাণিঃ।

প্রাপ্তি হইবে ; কিন্তু প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ হেতু তাহা হইবেনা। 'কংসীয় পরশব্যয়োর্যঞঞৌ লুক্ চ' ৪।৩।১৬৮। (কংসীয় এবং পরশব্য শব্দের উত্তর যঞ্, এবং অঞ্ প্রত্যয় হয় এবং 'ছ' ও 'যৎ' এর লুক্ হয়) এই সূত্রানুসারে কংসীয় শব্দের উত্তর যঞ্ প্রত্যয় করিলে এবং পরশব্য শব্দের উত্তর অঞ্ প্রত্যয় করিলে, পূর্ব্ব নিষ্পন্ন অর্থাৎ কংস শব্দের উত্তর ছ প্রত্যয় নিষ্পন্ন কংসীয় শব্দের এবং পরশু শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন পরশব্য শব্দের উত্তর যথাক্রমে যঞ্ প্রত্যয় করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী 'ছ ও 'যৎ' প্রত্যযের লোপ করিতে গিয়া মূল প্রকৃতিভূত কংসও পরশু শব্দের পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যাইবে, কিন্তু প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ হেতু তাহা প্রাপ্তি হইবে না।

গো শব্দের নিবৃত্তির জন্য 'প্রত্যয়' শব্দের গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—যোগবিভাগাৎ সিদ্ধম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।— যোগবিভাগ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম।—যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। গোরুপসর্জ্জনস্য। গোন্তস্য প্রাতিপদিকস্যোপসনর্জ্জস্য হ্রস্বো ভবতি। ততঃ স্ত্রিয়াঃ। স্ত্রীপ্রত্যয়ান্তস্য প্রাতি-পদিকস্যোপসর্জ্জনস্য হ্রস্বো ভবতি। ততো লুক্তদ্ধিতলুকীতি স্ত্রিয়া ইতি বর্ত্ততে গোরিতি নিবৃত্তম্।

ভাষ্যানুবাদ।—যোগ বিভাগ করা হইবে অর্থাৎ 'গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য' সূত্রে একাংশ গোরুপসর্জ্জনস্য এইরূপ করিব, সুতরাং তাহার অর্থ হইবে যে, গো শব্দ অন্ত বিশিষ্ট যে প্রাতিপদিক, তাহা উপসর্জন হইলে হ্রস্ব হইয়া থাকে। তাহার পর সূত্রের আর এক অংশ করিব, স্ত্রিয়াঃ' ইহার অর্থ হইবে যে স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত প্রাতিপদিক উপসর্জ্জন হইলে তাহার হ্রস্ব হয়। তাহার পর 'লুক্ তদ্ধিতলুকি, এই সূত্রে 'স্ত্রিয়াঃ' এই অংশের অনুবৃত্তি আনিয়া গোঃ এই অংশের নিবৃত্তি করা হইবে, এক্ষণে এই অর্থ হইবে যে, তদ্ধিতের লোপ হইলে যে লুক্ হয় তাহা স্ত্রী প্রত্যয়েরই হইয়া থাকে, কিন্তু গোশব্দের নহে।

বার্ত্তিকমূলম্।—কংসীয়পরশব্যয়োর্বিশিষ্টনির্দ্দেশাৎ সিদ্ধম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'কংসীয়' এবং 'পরশব্য' শব্দে কোনও বিশেষ নির্দ্দেশ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কংসীয়-পরশব্যয়োর্বিশিষ্টনির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কংসীয়-

পরশব্যয়োর্যঞঞৌ ভবতশ্ছযতোশ্চলুক্‌ভবতীতি। স চাবশ্যং বিশিষ্ট-নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ক্রিয়মাণেঽপি বৈ প্রত্যয়গ্রহণে উকারসকারয়োর্মা ভূদিতি। কমেঃ সঃ কংসঃ। পরান্ শৃণোতীতি পরশুরিতি নৈষ দোষঃ। উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি। স এষো হনন্যার্থো বিশিষ্টনির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ প্রত্যয়-গ্রহণং বা কর্ত্তব্যম্। উক্তং বা। বিমুক্তম্। ঙ্যাপ্ প্রাতিপদিকগ্রহণমঙ্গ-ভপদসংজ্ঞার্থং যশ্ছয়োশ্চ লুগর্থমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কংসীয় এবং পরশব্য শব্দের,বিশিষ্ট নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য—'কংসীয়পরশব্যয়োর্যঞঞৌ' অর্থাৎ 'কংসীয়' এবং পরশব্য শব্দের উত্তর যথা ক্রমে যঞ্ এবং অঞ্ প্রত্যয় হয় এবং ছ ও যৎ প্রত্যয়ের লোপ হয়। আর এই বিশিষ্ট নির্দ্দেশ অবশ্যই করিতে ও হইবে—

প্রত্যয়ের গ্রহণ করিলেও উকার এবং শকারের যাহাতে লোপ না হয়, (এই জন্য); যথা কমেঃ সঃ অর্থাৎ কম্ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় করিয়া কংস শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং পরান্ শৃণাতি অর্থাৎ পরকে ছেদন করে যে, এই অর্থে পর শব্দের উত্তর শৃধাতু উ প্রত্যয় করিয়া পরশু শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে; যদি প্রত্যয়ের লোপ করা হইত,তাহা হইলে এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

এস্থলে কোন ও দোষ হইবে না, কারণ উণাদি প্রত্যয় সমূহ (বাস্তবিক প্রত্যয় নহে; কিন্তু) ব্যুৎপত্তি হীন প্রাতিপদিক মাত্র (Substantive) তাহা অনন্যার্থবিশিষ্ট নির্দ্দেশ করিতে হইবে অর্থাৎ কোন ও ধাতুর উত্তর যে উণাদি প্রত্যয় করা হয়,তাহা বাস্তবিক প্রত্যয় কবিবার জন্য নহে, তবে কেবল প্রকৃতি বা ধাতুটিকে শব্দরূপে পরিণত করিবার জন্য, অথবা ইহাতে অন্য প্রত্যয় যোগ না হয়, এই জন্য। অথবা প্রত্যয়ই গ্রহণ করা হইবে।

অথবা ইহা উক্তই হইয়াছে।

কি উক্ত হইয়াছে?

'ঙ্যাপ্ প্রাতিপদিকাৎ' ।২।১।১ এই সূত্রে 'ঙীপ্' প্রত্যয়, আপ্ প্রত্যয় এবং প্রাতিপদিক শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে—অঙ্গ, পদ এবং ভসংজ্ঞার জন্য এবং য ও ছ প্রত্যয়ের লুক্ হইবার জন্য।

বার্ত্তিকমূলম্।—ষষ্ঠীনির্দ্দেশার্থং তু *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—কিন্তু ষষ্ঠী নির্দ্দেশের জন্য প্রত্যয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ষষ্ঠীনির্দ্দেশার্থং তর্হি প্রত্যয়গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ষষ্ঠীনির্দ্দেশো যথা প্রকল্পেত।

ভাষ্যানুবাদ। তবে ষষ্ঠীবিভক্তি নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ করিতে হইবে—যাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্টের কার্য্যসিদ্ধি হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনির্দ্দেশে হি ষষ্ঠ্যর্থাপ্রসিদ্ধিঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রত্যয়ের নির্দ্দেশ না করিলে ষষ্ঠীর অর্থের অপ্রসিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অক্রিয়মাণে হি প্রত্যয়গ্রহণে ষষ্ঠ্যর্থস্যাপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ। কস্য। স্থানেযোগত্বস্য। ক পুনরিহ ষষ্ঠীনির্দ্দেশেনার্থঃ প্রত্যয়গ্রহণেন যাবতা সর্ব্বত্রৈব ষষ্ঠ্যুচ্চার্যতে অণিঞোস্তদ্রাজস্য যঞঞোঃ শপ ইতি। ইহ ন কাচিৎ ষষ্ঠী জনপদে লুগিতি। অত্রাপি প্রকৃতং প্রত্যয়গ্রহণমনুবর্ত্ততে। ক প্রকৃতম্। প্রত্যয়ঃ পরশ্চেতি। তদ্বৈ প্রথমানির্দ্দিষ্টং ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টেন চেহার্থঃ। ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাদিত্যেষাপঞ্চমী প্রত্যয় ইতি প্রথমায়াঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়িষ্যতি তস্মাদিত্যুত্তরস্যেতি। প্রত্যয়বিধিরয়ং ন চ প্রত্যয়বিধৌ পঞ্চম্যঃ প্রকল্পিকা ভবন্তি। নায়ং প্রত্যয়বিধিঃ। বিহিতঃ প্রত্যয়ঃ প্রকৃতশ্চানুবর্ত্ততে।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি 'লুক্ শ্লু লুপঃ' সূত্রে প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ না করা যায়, তাহা হইলে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থই অপ্রসিদ্ধি হইবে।

কাহার অর্থাৎ কোন্ অর্থের অপ্রসিদ্ধি হইবে? স্থানে যোগের অর্থাৎ 'ষষ্ঠী স্থানেযোগাঃ' এই সূত্র দ্বারা কোন ও সম্বন্ধ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট না হইলেই যে, স্থান অর্থ বুঝাইত, তাহা আর এস্থলে বুঝাইবেনা (প্রত্যয়স্য এইরূপ ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেই 'স্থান' অর্থ বুঝাইত)।

অণিঞোরনার্ষয়োর্গুরূপোত্তময়োঃ ষ্যঙ্ গোত্রে।৪।১।৭৮।, তদ্রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াং।২।৪।৬২, যঞঞোশ্চ শপঃ, এই সকল সূত্রে অণিঞঃ, তদ্রাজস্য, যঞঞোঃ, শপঃ প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দেই ষষ্ঠী বিভক্তি উচ্চারিত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বত্রই যখন প্রত্যয়ে ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন প্রত্যয়স্য এইস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্টের—আর কোথায় প্রয়োজন হইবে?

জনপদে লুক্ ।৪।২।৮১ এই সূত্রেতো আর কোনও ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট নাই?

এই স্থলে ও প্রকরণে যে প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে তাহারই অনুবৃত্তি করা হইবে। কোথায় প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে?

'প্রত্যয়ঃ।৩।১।১ 'পরশ্চ।৩।১।২' এই সূত্রে প্রত্যয় শব্দের উল্লেখ হইয়াছে।

তাহা তো প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে তো ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয় ?

ঙ্যাপ্ প্রাতিপদিকাৎ।৪।১।১ এই স্ত্রে পঞ্চমী বিভক্তি দির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই পঞ্চমী নির্দ্দেশই 'প্রত্যয়ঃ' এই স্ত্রের প্রথমা বিভক্তিকে ষষ্ঠী বিভক্তিরূপে প্রকল্পিত করিবে। তস্মাদিত্যুত্তরস্য। ১।১।৬৭ (৫মী বিভক্তি দ্বারা ক্রিয়মাণ যে কার্য্য, তাহা বর্ণান্তরের দ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এমন পরের হইয়া থাকে) অতএব এই ৫মী নির্দ্দেশের দ্বারাই ষষ্ঠী সিদ্ধি হইবে। (জনপদে লুক্) এই টিতে প্রত্যয় বিধি হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যয় বিধিতে ৫মী বিভক্তি কখন ও প্রকল্পিকা অর্থাৎ কার্য্যসাধিকা হয় না।

ইহা প্রত্যয় বিধি নহে, কারণ, এস্থলে প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির অনুবৃত্তি করা হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সর্ব্বাদেশার্থং বা বচনপ্রামাণ্যাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা সকল আদেশের জন্য বচনের প্রামাণ্য আছে।

ভাষ্যমূলম্।—সর্ব্বাদেশার্থং তর্হি প্রত্যয়গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। লুক্শ্লুলুপঃ সর্ব্বাদেশা যথা স্যুঃ। অথ ক্রিয়মাণেঽপি প্রত্যয়গ্রহণে কথমিব লুক্ শ্লু লুপঃ সর্ব্বাদেশা লভ্যাঃ। বচনপ্রামাণ্যাৎ। প্রত্যয়গ্রহণসামর্থ্যাৎ। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি লুক্শ্লুলুপঃ সর্ব্বাদেশা ভবন্তীতি। যদয়ং লুগ্বা দুহদিহলিহগুহামাত্মনেপদে দন্ত্য ইতি লোপে প্রকৃতে লুকং শাস্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে সর্ব্বাদেশ অর্থাৎ কোন ও প্রত্যয়ের অবয়বভূত একাংশের লোপ না হইয়া যাহাতে সকল বর্ণের লোপ হয়, এই জন্য প্রত্যয় শব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—লুক্ শ্লু এবং লুপ্ বলিয়া যে লোপ হয়, সেই লোপ অদেশ যাহাতে সকল বর্ণের স্থানে হয়।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ করিলেই বা কেন লুক্, শ্লু এবং লুপের দ্বারা সকল বর্ণের আদেশ বুঝাইবে ?

বচনের প্রামাণ্য হেতু—স্ত্রে 'প্রত্যয়' শব্দের গ্রহণ হেতুই সর্ব্বাদেশ লাভ হইবে।

ইহারও প্রয়োজন নাই, কারণ আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় অনুসারেই জানা যাইবে যে লুক্ শ্লু এবং লুপ্ ইহারা সকলবর্ণেরই আদেশ হইবে; যেহেতু তিনি 'লুগ্বা দুহদিহলিহগুহামাত্মনেপদে দন্ত্যে।৭।৩।৭৩', ইহাদের

'শ্ন' এর লোপ হয় বিকল্পে দন্ত্য স্থানীয় 'তঙ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে।) এই সূত্রে প্রকরণ বশতঃ লোপের প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও পুনরায় লোপের অনুশাসন করিয়াছেন।

বার্ত্তিকমূলম্।—উত্তরার্থং তু *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—তবে পরবর্ত্তী প্রয়োজনের জন্য কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—উত্তরার্থং তর্হি প্রত্যয়গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ক্রিয়তে তত্রৈব প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণমিতি। দ্বিতীয়ং কর্ত্তব্যং কৃৎস্নপ্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণং যথা স্যাৎ। একদেশলোপে মাভূদিতি। আঘ্নীত সংরায়-স্পোষেণাগ্মীয়েতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে পরবর্ত্তী সূত্রের জন্য এই সূত্রে প্রত্যয় শব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেই স্থলেই অর্থাৎ ইহার পরবর্ত্তী সূত্রেই প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণ করিয়াছেন, সেই স্থলেই প্রত্যয় শব্দ দ্বিতীয় বার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—যাহাতে প্রত্যয়ের সম্পূর্ণাংশ লোপ হইলেও সেই প্রত্যয় লক্ষণ প্রযুক্ত কার্য্য হইতে পারে; কেবল মাত্র প্রত্যয়ের একদেশ লোপেই যাহাতে প্রত্যয় কার্য্য না হয়, যথা 'আঘ্নীত সংরায়স্পোষেণাগ্মীয়' এই ঋক্ অংশের আঘ্নীত শব্দে, আঙ্—হন্+লিঙ্, ত (ইত), সীয়ুট্ আগম হইলে, অনুদাত্তোপদেশবনতিতনোত্যাদীনামনুনাসিকলোপো ঝলি ক্ঙিতি। ৬।৪।৩৭। এই সূত্রানুসারে অনুনাসিক নকারের সম্পূর্ণ লোপ হইলে, সেই প্রত্যয়স্থিত নকারের লোপ মানিয়া কার্য্য করা হইয়াছে; অতএব 'প্রত্যয়স্য লুক্শ্লুলুপঃ' সূত্র অন্ততঃ পরসূত্রে কার্য্যকারী হইবার জন্যও প্রত্যয় শব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্। ৬২।

প্রত্যয়—লোপে। ৭। প্রত্যয়—লক্ষণম্। ১।

সূত্রানুবাদ।—প্রত্যয়ের লোপ হইলেও তদাশ্রিত কার্য্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যয়টি বর্ত্তমান থাকিলে অঙ্গ সংজ্ঞা প্রভৃতি যে কার্য্য হয়, প্রত্যয়টির লোপ হইলে ও সেই কার্য্য হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যয়গ্রহণং কিমর্থম্। লোপে প্রত্যয়লক্ষণমিতীয়ুচ্যমানে. সৌরথীবৈহতীতি গুরূপোত্তমলক্ষণঃ ষ্যঙ্ প্রসজ্যেত। নৈষ দোষঃ। নৈবং বিজ্ঞায়তে লোপে প্রত্যয়লক্ষণং ভবতি প্রত্যয়স্য প্রাদুর্ভাব ইতি।

কথং তর্হি প্রত্যয়ো লক্ষণং যস্য কার্য্যস্য তৎ লুপ্তেঽপি ভবতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। সতি প্রত্যয়ে যৎ প্রাপ্নোতি তৎ প্রত্যয়লক্ষণং যথা স্যাৎ। লোপোত্তরকালং যৎ প্রাপ্নোতি তৎ প্রত্যয়লক্ষণং মা ভূদিতি। কিং প্রয়োজনম্। গ্রামণিকুলং সেনানিকুলমিত্যত্রোত্তরপদিকে হ্রস্বত্বে কৃতে হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুগিতি তুক্ প্রাপ্নোতি স মা ভূদিতি। যদি তর্হি যৎ সতি প্রত্যয়ে প্রাপ্নোতি তৎ প্রত্যয়লক্ষণেন ভবতি লোপোত্তরকালং যৎ প্রাপ্নোতি তন্ন ভবতি। জগৎজনগদিত্যত্র তুগ্‌প্রাপ্নোতি। লোপোত্তরকালং হ্যত্র তুগাগমঃ। তস্মান্নার্থ এবমর্থেন প্রত্যয়গ্রহণেন। কস্মান্ন ভবতি গ্রামণিকুলং সেনানিকুলম্। বহিরঙ্গং হ্রস্বত্বম্। অন্তরঙ্গস্তুক্। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। কৃৎস্নপ্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণং যথা স্যাদেকদেশলোপে মা ভূদিতি। আদ্বীত সংরায়স্পোষেণাগ্মীয় পূর্ব্বস্মিন্নপি যোগে প্রত্যয়গ্রহণস্যৈতৎ প্রয়োজনমুক্তম্। অন্যতরচ্ছক্যমকর্তুম্। অথ দ্বিতীয়ং প্রত্যয়গ্রহণং কিমর্থম্। প্রত্যয়লক্ষণং যথা স্যাৎ। বর্ণলক্ষণং মাভূদিতি। গবে হিতং গোহিতম্। রায়ঃ কুলং রৈকুলমিতি। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রে (প্রথম) 'প্রত্যয়' শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল ?

যদি কেবল 'লোপে প্রত্যয়লক্ষণং' এইরূপ বলা যায় ; তবে সৌরথী। (সুরথের অপত্য, গোত্র অর্থে ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে সৌরথী) বৈহতী (বিহত শব্দ গোত্রার্থে ইঞ্ স্ত্রীলিঙ্গে বৈহতী) এই সকল স্থলে গুরূপোত্তমলক্ষণপ্রযুক্ত ষ্যঙ্ প্রত্যয় হইবে অর্থাৎ মকার এবং নকার (সু—রম্+থকন্=সুরথ, এর থকার ; বি—হন্+ক্ত=বিহত) বর্ত্তমান থাকিলেও গুরু ধর্ম্ম মানিয়া যেইরূপ ষ্যঙ্ প্রত্যয় হইত, সেইরূপ এক্ষণে মকার এবং নকারের লোপ হইলেও তাহারা প্রত্যয়ের মকার নকার না হওয়াতে যে কোন বর্ণের লোপ মানিয়া এবং তৎ প্রযুক্ত সংযোগ ধর্ম্ম আনিয়া গুরুস্বর হওয়াতে, লোপ হইলেও ষ্যঙ্ প্রত্যয় হইবে ; কিন্তু 'প্রত্যয়' শব্দ গ্রহণ করিলে এই দোষ হইবে না, কারণ তাহা হইলে কেবল প্রত্যয়ের লোপ হইলেই তদাশ্রিত কার্য্য হইবে ; কিন্তু ধাতু কিম্বা অন্য কোনও বর্ণের লোপ হইলে, তাহা হইবেনা।

এস্থলে কোনও দোষ হইবেনা ; কারণ এইরূপ জানিতে হইবেনা যে, লোপ হইলেই (যে কোন বর্ণের লোপ হইলেই) প্রত্যয় লক্ষণ প্রযুক্ত যে-সকলকার্য্য তাহা হইবে ও প্রত্যয়ের আবির্ভাব হইবে ?

তবে কি ?

প্রত্যয় হইয়াছে লক্ষণ যেই কার্য্যের তাহার লোপ হইলেও।

তবে ইহা প্রয়োজন হইবে, প্রত্যয় হইলে যে কার্য্য প্রাপ্তি হয়, প্রত্যয় লক্ষণেও তাহা যাহাতে হয়—লোপের পরে যে কার্য্য প্রাপ্তি হয়, প্রত্যয় লক্ষণে তাহা যেন না হয়।

এরূপ করিবার প্রয়োজন কি ?

গ্রামণী কুলং সেনানী কুলং এই সকল স্থলে (গ্রামণী এবং সেনানী শব্দের) পরে পদ থাকাতে পূর্ব্বস্থিত ঈস্থানে (ইকো হ্রস্বোঽঙ্যো গালবস্য। ৬।৩।০ এই সূত্রানুসারে ইক্ অন্ত এবং ঙী অন্ত ভিন্ন বর্ণের বিকল্পে হ্রস্ব হয়, পরে কোনও পদ থাকিলে, এই নিয়মানুসারে) ই করিলে ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত প ইৎ প্রত্যয়কে মানিয়া হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্, এই সূত্রানুসারে 'তুক্' প্রাপ্তি হইবে, তাহা যাহাতে না হইতে পারে।

তবে যদি প্রত্যয় পরে থাকিলে যাহা প্রাপ্ত হয় (লুপ্ত প্রত্যয়ের) প্রত্যয়-লক্ষণ মানিয়াও তাহাই হয়, লোপের পরে যাহা প্রাপ্তি হয় তাহা যেন না হয় (তবে কি হইবে) ?

জগৎ ('দ্যুতি গমি জুহোত্যাদীনাং দ্বে চ' এই সূত্রানুসারে গম ধাতুর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে) তুক্ প্রাপ্তি হইবে না ; যেহেতু এই স্থলে লোপের পরে তুক্ আগম হইয়াছে। অতএব এইরূপ ভাবে প্রত্যয় গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই।

গ্রামণীকুলং সেনানীকুলম্ (গ্রাম—নী+ক্বিপ্=গ্রামণী, সেনা—নী+ক্বিপ্) এই সকল স্থলে কেন তুক্ প্রাপ্তি হইবে না ?

বহিরঙ্গ হইয়াছে হ্রস্ববিধি এবং অন্তরঙ্গ হইয়াছে তুক্ ; অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে বহিরঙ্গ কার্য্য অসিদ্ধ বলিয়া (পূর্ব্বে অন্তরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন তুক্‌বিধি হইবার সময় গ্রামণী শব্দের ঈকারে হ্রস্বের অভাব ছিল বলিয়া) কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

এই স্থলে তবে প্রয়োজন হইবে যে, যাহাতে সমগ্র প্রত্যয় লোপ হইলেই প্রত্যয় লক্ষণ হয়, প্রত্যয়ের একাংশ লোপ হইলে, যাহাতে প্রত্যয় লক্ষণ না হয়—'আম্নীত সংরায়স্পোষেণাগ্নীয়' এই স্থলে আম্নীত শব্দে প্রত্যয়ের অংশ লোপ নিবন্ধন প্রত্যয় লক্ষণ হইবে না। পূর্ব্ব সূত্রেও প্রত্যয় শব্দ গ্রহণের ইহাই প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে ; অতএব ইহার একটি

অর্থাৎ পূর্ব্ব সূত্রে অথবা পর সূত্রে প্রত্যয় শব্দের গ্রহণ নাকরিলেও চলে।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বিতীয় 'প্রত্যয়' গ্রহণ কেন করা হইল অর্থাৎ প্রত্যয়লোপে এই স্থলে একবার প্রত্যয় শব্দ গ্রহণ করিয়া, পুনরায় 'প্রত্যয়লক্ষণং' এস্থলে প্রত্যয় শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল ?

• প্রত্যয় লক্ষণই যাহাতে হয়, কিন্তু বর্ণ লক্ষণ যাহাতে না হয় ; যথা গবে হিতম্ গোহিতম্ এস্থলে ঙে বিভক্তির এবং রায়ঃকুলং রৈকুলং এস্থলে ঙস্ বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গ্রহণ না হইয়া, যাহাতে ঙে এবং ঙস্ এর গ্রহণ হয়। এই জন্য দ্বিতীয় প্রত্যয় শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে সূত্র কেন উল্লেখ করাহইল ?

কার্ত্তিক মূলম্।—প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণবচনং সদন্বাখ্যানাচ্ছাস্ত্রস্য।

কার্ত্তিকানুবাদ।— 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' এই সূত্র শাস্ত্রের সৎ বিষয় পুনরুল্লেখের জন্য।

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণমিত্যুচ্যতে সদন্বাখ্যানাচ্ছাস্ত্রস্য। সচ্ছাস্ত্রেণান্বাখ্যায়তে সতো বা শাস্ত্রমন্বাখ্যায়কম্ ভবতি। সদন্বাখ্যানাচ্ছাস্ত্রস্য। উগিদচাং সর্ব্বনামস্থানে ধাতোরিতি ইহৈব স্যাৎ গোমন্তৌ। গোমান্ যবমান্ ইত্যত্র ন স্যাৎ। ইষ্যতে চ স্যাদিতি। তচ্চান্তরেণ যত্নং ন সিদ্ধ্যতি ইত্যতঃ প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণবচনমিত্যেবমর্থমিদমুচ্যতে। অস্তি-প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রত্যয়ের লোপ হইলে প্রত্যয় লক্ষণ মানিবে, এইরূপ বলা হইয়াছে—শাস্ত্রের উল্লিখিত বিষয় পুনঃ সৎরূপে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য —কোন্‌টী সৎ শব্দ তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শাস্ত্রদ্বারা তাহা পুনরায় সৎ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। অথবা সৎ বিষয়েরই শাস্ত্র, পুনরায় সৎরূপে উল্লেখ-করা হইয়া থাকে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপে যে সকল স্থানে শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে সেই সকল স্থানেও সৎ বিধান করিবার জন্য আচার্য্য আবার স্বতন্ত্র ভাবে পুনঃ বিধান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের বিদ্যমান বিষয় পুনরুল্লেখ করিবার জন্যই এই সূত্র করা হইয়াছে ; অতএব এস্থলে স্থানিবদ্‌ভাব দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; যেহেতু প্রত্যয়ে যদি অল্‌বিধি থাকে সেই স্থলে স্থানিবদ্ভাব করিবার অবসর নাই।

'উগিদচাং সর্ব্বনামস্থানে হধাতোঃ"।৭।১।৭০ (ধাতুভিন্ন উক্ অর্থাৎ উ;ঋ, ৯ ইৎ বিশিষ্ট যে শব্দ তাহার এবং অঞ্চ ধাতুর ন লোপ হইলে নুম্ আগম হয়

সর্ব্বনাম স্থান পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে গোমন্তৌ এই স্থলেই নুম্ আগম হইবে, কিন্তু গোমান্ যবমান্ এই সকল স্থলে প্রত্যয়ের লোপ হওয়াতে নুম্ আগম হইবেনা, অথচ আচার্য্য ইচ্ছাকরেন যে এই স্থলে নুম্ আগম হউক, সুতরাং তাহা কোনও চেষ্টা ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারেনা, অতএব প্রত্যয়-লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্, এই সূত্র এইরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই করা হইয়াছে।

ইহার (এইসূত্র করিবার) প্রয়োজন আছে কি ?

তা বৈ কি; অর্থাৎ প্রয়োজন আছে নাতো কি ?

বার্ত্তিকমূলম্।—লুক্যুপসংখ্যানম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—লুকেতেও ইহা বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম।—লুক্যুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। পঞ্চ সপ্ত। কিং পুনঃ কারণং ন সিদ্ধ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—লুক্ বিষয়েও প্রত্যয়লক্ষণের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য; যথা পঞ্চন্ সপ্তন্ এই সকল স্থলে 'ষড্‌ভ্যো লুক্' ।৭।১।২২ (ষট্ সংজ্ঞার পরস্থিত জওশস্ বিভক্তির লোপ হয়) এই সূত্রানুসারে বিভক্তির লোপ হইয়া পঞ্চ ও সপ্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, এস্থলে যাহাতে প্রত্যয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয়, এই জন্য 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্ সূত্র এই রূপ লুক্ বিষয়েও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

কি কারণেই বা এই স্থলে ইহাসিদ্ধ হইবেনা ?

বার্ত্তিকমূলম্।—লোপে হি বিধানম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যেহেতু লোপ বিষয়েতেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—লোপে হি প্রত্যয়লক্ষণং বিধীয়তে তেন লুকি ন প্রপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—লোপ বিষয়েতেই প্রত্যয় লক্ষণের বিধান করা হইয়াছে, সেই হেতু লুক্ বিষয়ে প্রাপ্তি হইবেনা' অর্থাৎ 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' এই সূত্রে 'লোপ' শব্দ উল্লেখ থাকা নিবন্ধন ইহা বিশেষ বিধি হওয়াতে সামান্য লক্ষণ সম্পন্ন 'লুক্শ্লুলুপ্, সূত্রের লুক্ এবং—শ্লু বিষয় এই স্থলে কার্য্যকারী হইতে পারিবেনা, সুতরাং পুনঃ তাহা বিশেষ বিধান দ্বারা কার্য্য কারী করিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বাদর্শনস্য লোপসংজ্ঞিত্বাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা ইহা করিবার প্রয়োজন নাই,-যেহেতু অদর্শনেরই লোপ সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা কর্ত্তব্যম্। কিং কারণম্। অদর্শনস্য লোপসংজ্ঞিত্বাৎ। অদর্শনং লোপসংজ্ঞং ভবতীত্যুচ্যতে। লুমৎসংজ্ঞাশ্চাপ্যদর্শনস্য ক্রিয়ন্তে তেন লুক্যপি ভবিষ্যতি। যদ্যেবম্।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এইরূপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তাহার কারণ কি?

যেহেতু অদর্শনেরই লোপ সংজ্ঞা হয়—অদর্শনেরই লোপ হয় এইরূপ বলা হইয়াছে এবং লুমৎ সংজ্ঞাও অদর্শনেরই করা হইয়াছে' সুতরাং লুকের ও যখন লোপ সংজ্ঞা হইল, তখন লুকেরও প্রত্যয় লক্ষণ সিদ্ধই হইবে।

যদি এইরূপই হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রত্যয়াদর্শনং তু লুমৎসংজ্ঞম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—তবে প্রত্যয়ের অদর্শন হইলে ও তো তাহার লুমৎ সংজ্ঞা হইবে;

ভাষ্যমূলম্।—প্রত্যয়াদর্শনং তু লুমৎ সংজ্ঞমপি প্রাপ্নোতি। তত্র কো-দোষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রত্যয়ের অদর্শন হইলে তো তবে তাহার লুমৎ সংজ্ঞাও প্রাপ্তি হইবে?

তাহাতে দোষ কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—তত্র লুকি শ্লু বিধিঃ প্রতিষেধঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—তাহাতে লুগ্বিধিতে শ্লু বিধির নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—তত্র লুকি শ্লু বিধিঃ প্রপ্নোতি সপ্রতিষেধ্যঃ। অত্তি হন্তি। শ্লাবিতি দ্বির্ব্বচনং প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহাতে–লুক্‌বিধিতে শ্লু বিধি প্রাপ্তি হইবে (১) তাহা অত্তি, হন্তি এই সকল স্থলে অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ ।২।৪।৭২। এইসূত্রানুসারে অদধাতু হন ধাতুর উত্তর আদিষ্ট শপ্ প্রত্যয়ের লুক্ হইলে তাহাদের শ্লৌ ।৬।১।১০।(শ্লু প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর দ্বিত্ব হয়) এইসূত্রানুসারে লুক্ ও শ্লু ইহাদের তুল্যার্থতাপ্রযুক্ত দ্বিত্ব' হইবে।

---

(১) কেবল যে লুকের স্থলেই শ্লু প্রাপ্তি হইবে তাহা নহে, তবে ইহা কেবল উপলক্ষণমাত্র বলা হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শ্লু বিধিতে লুক্, লুক্ বিধিতে লোপ এইরূপ পরস্পর সঙ্কর অবস্থা প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বা পৃথক্ সংজ্ঞা করণাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা পৃথক্ সংজ্ঞা করণ হেতু এস্থলে দোষ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্।

পৃথক্ সংজ্ঞা করণাৎ। পৃথক্ সংজ্ঞা করণসামর্থ্যাল্লুকি শ্লু বিধির্নভবিষ্যতি। তস্মাদদর্শনসামান্যাল্লোপসংজ্ঞা লুমৎ সংজ্ঞা অবগাহতে। যথৈব তর্হি অদর্শনসামান্যাল্লোপসংজ্ঞা লুমৎ সংজ্ঞা অবগাহতে। এবং লুমৎ সংজ্ঞা অপি লোপসংজ্ঞামবগাহেরন্। তত্র কো দোষঃ। অগোমতী গোমতী সম্পন্না গোমতীভূতেতি লুক্তদ্ধিতলুকীতি ঙীপো লুক্ প্রসজ্যেত। নমু চাত্রাপি ন বা পৃথক্সংজ্ঞাকরণাদিত্যেব সিদ্ধম্। যথৈব তর্হি পৃথক্ সংজ্ঞাকরণ-সামর্থ্যাদত্র লুমৎসংজ্ঞা লোপসংজ্ঞাং নাবগাহন্তে এবং লোপসংজ্ঞাপি লুমৎ সংজ্ঞাং নাবগাহেত। তত্র স এব দোষো লুক্যুপসংখ্যানমিতি। অস্ত্বন্য-ল্লোপ সংজ্ঞায়াঃ পৃথক্ করণে প্রয়োজনম্। কিম্। লুমৎসংজ্ঞাসু যদুচ্যতে তল্লোপমাত্রে মা ভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এস্থলে কোনও দোষ হইবে না।

কি কারণে?

পৃথক্ সংজ্ঞা করণ হেতু—লুক্ সংজ্ঞাপেক্ষা আবার শ্লু সংজ্ঞা পৃথক্ করা হইয়াছে বলিয়াই লুগ্বিধিতে শ্লু বিধি হইবেনা। অতএব অদর্শনসামান্য হেতুই অর্থাৎ লোপ সংজ্ঞায় ও অদর্শন হইয়া থাকে লুমৎ সংজ্ঞায় ও অদর্শন হইয়া থাকে, সুতরাং অদর্শন কার্য্যটী উভয়তঃ সামান্য বা সাধারণ (Common), লোপসংজ্ঞা লুমৎ সংজ্ঞা বোধ করাইবে।

তাহা হইলে যেরূপ অদর্শনের সাধারণতা হেতু লোপ সংজ্ঞা লুমৎ সংজ্ঞা-কেই বোধ করাইবে, সেইরূপ লুমৎ সংজ্ঞাও লোপ সংজ্ঞাকে বোধ করাউক!

তাহাতে দোষ কি?

অগোমতী গোমতীসম্পন্না গোমতীভূতা (পূর্ব্বে গো ছিল না পরে গো বিশিষ্টা হইয়াছে' এমন অবস্থায় গোমতী শব্দের উত্তর অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয় করিয়া সেই চ্বির লুক্ করিয়া গোমতীভূতা এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে, লুক্ তদ্ধিতলুকি।১।২।৪৯ এই সুত্রানুসারে (স্ত্রীলিঙ্গবিহিত) ঙীপ্ প্রত্যয়ের লুক্ প্রাপ্তি হইবে।

যদি বল যে এই স্থলেই বা পৃথক্ সংজ্ঞা করণ হেতু কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

যেরূপ এইস্থানে (লোপ সংজ্ঞাপেক্ষা লুমৎ সংজ্ঞা) পৃথক্ সংজ্ঞা করা হেতু লুমৎ সংজ্ঞা লোপ সংজ্ঞাকে বোধ করাইতেছে না, সেইরূপ লোপ সংজ্ঞাও লুমৎ সংজ্ঞাকে বোধ না করাউক।

তবে তো সেই স্থলে সেই দোষই আসিয়া পুনঃ উপস্থিত হইল যে, লুগ্বিষয়ে প্রত্যয় লোপে প্রত্যয় লক্ষণের উপসংখ্যান (উল্লেখ) করিতে হইবে।

লোপ সংজ্ঞার (লুমৎ সংজ্ঞাপেক্ষা) পৃথক্ করিবার, এতদ্ভিন্ন অন্য প্রয়োজন আছে।

কি ?

লুমৎসংজ্ঞা সমূহে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা লোপ সংজ্ঞামাত্রে যাহাতে না হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—লুমতি প্রতিষেধাদ্বা।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা লুমৎ সংজ্ঞাতে নিষেধ করা হেতুই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা যদয়ং ন লুমতাঙ্গস্যেতি প্রত্যয়লক্ষণপ্রতিষেধং শাস্তি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ভবতি লুকি প্রত্যয়লক্ষণমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা 'ন লুমতাঙ্গস্য' সূত্রে যে প্রত্যয় লক্ষণের নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতেই আচার্য্য পাণিনি জানাইতেছেন যে, লুগ্বিষয়ে প্রত্যয় লক্ষণ অবশ্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ এস্থলে যদি প্রত্যয় লক্ষণ প্রাপ্তিই না হইত, তবে আবার আচার্য্য তাহা নিষেধ করিবার জন্য সূত্র করিতে যাইবেন কেন; প্রাপ্তি না থাকিলে তাহা নিষেধ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—সতো নিমিত্তাভাবাৎপদসংজ্ঞাভাবঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সতের নিমিত্তের অভাব হেতু পদসংজ্ঞার অভাব হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সন্ প্রত্যয়ো যেষাং কার্য্যাণামনিমিত্তং রাজ্ঞঃপুরুষ ইতি স লুপ্তোঽপ্যনিমিত্তংস্যাদ্রাজপুরুষ ইতি। অস্তু তস্যা অনিমিত্তং যা স্বাদৌপদমিতি পদসংজ্ঞা যাতু সুবন্তং পদমিতি পদসংজ্ঞা সা ভবিষ্যতি। সত্যেতৎ প্রত্যয় আসীৎ। অনয়া ভবিষ্যত্যনয়া ন ভবিষ্যতীতি। লুপ্ত ইদানীং প্রত্যয়ে যাবত এবাবধেঃ স্বাদৌপদমিতি পদসংজ্ঞা তাবত এব সুবন্তং পদমিতি অস্তি চ প্রত্যয়লক্ষণেন যজাদি পরতেতি কৃত্বা ভসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রত্যয় বিদ্যমান থাকিলে যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত না হয়, যেমন, রাজ্ঞঃ পুরুষঃ (রাজার পুরুষ এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে) প্রত্যয়ের লোপ হইলেও যথা,—রাজপুরুষঃ (এস্থানে ষষ্ঠীর লোপ হইয়াছে) এস্থলেও সেই নিমিত্ত হইবেনা। অর্থাৎ রাজন্ শব্দের উত্তর ঙসি বা ঙস্ প্রত্যয় হইলে, ভসংজ্ঞা পদ সংজ্ঞাকে বাধ্য করিয়া নলোপের নিষেধ করিয়াছে, এক্ষণে সমাসে প্রত্যয়ের লোপ হইলেও 'রাজপুরুষ' প্রভৃতি স্থানে, ন লোপ না হইয়া বরং অকারেরই লোপ হইবে।

আচ্ছা তবে 'স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানে'।১।৪।১৭ (সু, ঔ ইত্যাদি বিভক্তি হইতে কপ্ প্রত্যয় পর্য্যন্ত যে সকল প্রত্যয় সর্ব্বনাম সংজ্ঞা ভিন্ন, তাহারা পরে থাকিলে, পূর্ব্বের পদ সংজ্ঞা হয়)। এই সূত্রানুসারে যে পদ সংজ্ঞা হইত তাহার বরং নিমিত্ত না ই হইল, কিন্তু 'সুপ্তিঙন্তংপদম্'।১।৪।১৪ এই সূত্রানুসারে সুবন্ত শব্দের যে পদ সংজ্ঞা হয়, সেই পদ সংজ্ঞা ত এই স্থানে হইবে।

এইরূপ হইলেও যে (ঙস্) প্রত্যয় ছিল, ইহা দ্বারা হইবে না; অর্থাৎ রাজন্ শব্দে পূর্ব্বে যে 'ঙস্' প্রত্যয় ছিল এক্ষণে 'রাজপুরুষ' স্থলে তাহা লোপ হইলেও রাজ্ঞঃ এর সীমা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া ভ সংজ্ঞা, অবয়বের পদ সংজ্ঞাকেই বাধ করিবে; কিন্তু সুবন্তত্ব ধর্ম্ম প্রযুক্ত রাজন্ শব্দে যে সকল কার্য্য প্রাপ্তি হইবে, সেই সমুদায় কার্য্য নিষেধ করিতে পারিবে না; কিন্তু প্রত্যয়ের লোপ হইলে তাহার কোনও সীমা নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে প্রত্যয়লোপ প্রযুক্ত প্রাপ্ত যে প্রত্যয় লক্ষণ, তৎ কর্ত্তৃক উপস্থিত যে ভ সংজ্ঞা, সে সুবন্ত প্রযুক্ত পদ এবং স্বাদি প্রযুক্তপদ এই উভয় পদ সংজ্ঞাকেই বাধ করিবে, এই জন্যই 'অনয়া' শব্দ দুইবার প্রয়োগ করিয়া পদদ্বয়কেই বুঝাইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে উভয় পদ সংজ্ঞা দ্বারাই যে লোপ প্রাপ্তি এবং নিষেধ করিয়াছিল প্রকারান্তরে তাহার পরিহার করিতেছেন।

এক্ষণে লুপ্ত প্রত্যয় পরে থাকাতে, অর্থাৎ রাজন্ শব্দের ঙস্ প্রত্যয় লোপ হওয়াতে; তাহা পরে থাকিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের স্বাদি পরে থাকাতেও যেই অবধি পদ সংজ্ঞা হইয়াছে সুবন্ত পরে থাকাতে, সেই অবধিরই পদ সংজ্ঞা হইবে। এবং প্রত্যয় লোপে প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া যজাদি পরত্ব স্বীকার করিয়া ভ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—লুগ্দীর্ঘত্বয়োশ্চ বিপ্রতিষেধান্নুপপত্তিরেকযোগলক্ষণত্বাৎ পরিবীয়িতি।

বার্ত্তিকানুবাদ। তুক্ এবং দীর্ঘের পরস্পর বিরোধ উপপত্তি হইবে না, যেহেতু ইহা একযোগ লক্ষণ হইয়াছে, যেমন পরিবীঃ।

ভাষ্যমূলম্।—তুগ্‌দীর্ঘত্বয়োশ্চবিপ্রতিষেধো নোপপদ্যতে। ক্ব। পরিবীরিতি। কিং কারণম্। একযোগলক্ষণত্বাৎ। একযোগলক্ষণত্বে হি তুগ্‌দীর্ঘত্বে ইহ লুপ্তে প্রত্যয়ে সর্ব্বাণি প্রত্যয়াশ্রয়াণি কার্য্যাণি পার্থবপন্নানি ভবন্তি তান্যনেন প্রত্যুত্থাপ্যন্তে। অনেনৈব তুগ্ অনেনৈব চ দীর্ঘত্বমিতি। তদেকযোগলক্ষণং ভবতি। একযোগলক্ষণানি চ ন প্রকল্পন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—এরূপ করিলে তুক্ এবং দীর্ঘ বিধিতে যে পরস্পর বিরোধ তাহা প্রতিপন্ন হইবেনা। কোথায় ?

পরিবীঃ এইস্থলে অর্থাৎ 'পরি' পূর্ব্বক 'ব্যেঞ্' ধাতু + ক্বিপ্ করিলে 'হলঃ' ৬।৪।২ (অঙ্গের অবয়বভূত হলের পর যে সম্প্রসারণ তদন্তাঙ্গের দীর্ঘ হয়) এই সূত্রানুসারে (ব্যেঞ্ ধাতুর যকার স্থানে সম্প্রসারণীভূত) ইকারের দীর্ঘ এবং 'হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্' এই সূত্রানুসারে তুক্ প্রাপ্তি হইয়াছিল।

কি কারণে ?

একই স্থলে দুই লক্ষণ উপস্থিত হইতেছে বলিয়া—যেহেতু এক যোগেই তুক্ এবং দীর্ঘ উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং এই স্থলে প্রত্যয়ের লোপ হইলে সেই প্রত্যয়ের আশ্রিত যে সকল কার্য্য সমস্তই নষ্ট হইবে, এক্ষণে সেই সকল কার্য্য এই শাস্ত্রের দ্বারা (প্রত্যয় লক্ষণ দ্বারা) সমস্ত পুনরুত্থাপিত হইবে, সুতরাং তুগ্বিধিও ইহা দ্বারাই উত্থাপিত হইবে এবং দীর্ঘত্ব ও ইহাদ্বারাই উত্থাপিত হইবে ; সুতরাং উভয় লক্ষণ এখন এক যোগেই হইল ; কিন্তু একযোগ লক্ষণ কখনও কার্য্যকারী হইতে পারে না বলিয়া শাস্ত্রেও বিধান করা হয় না।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তু স্থানিসংজ্ঞানুদেশাদান্যভাব্যস্য।

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্থানিসংজ্ঞা অন্যভূত শব্দের হইয়া থাকে বলিয়া, এস্থলেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। স্থানিসংজ্ঞান্যভূতস্য ভবতীতি বক্তব্যম্। কিংকৃতং ভবতি। সত্তামাত্রমনেন ক্রিয়তে। যথাপ্রাপ্তে তুগ্‌দীর্ঘত্বে ভবিষ্যতঃ। তদ্বক্তব্যং ভবতি। যদপ্যেতদুচ্যতে অথ বৈ তর্হি স্থানিবদ্ভাবো নারভ্যতে। স্থানিসংজ্ঞাহন্যভূতস্যানল্বিধাবিতি বক্ষ্যামি। যস্যৈবমাঙো যমহন আত্মনেপদং ভবতীতি হন্তেরেব স্যাৎ বধের্ন স্যাৎ। নহি কাচিদ্ধন্তেঃসংজ্ঞাস্তি যা বধেরতিদিশ্যেত। হন্তেরপি সংজ্ঞাস্তি। কা। হন্তিরেব।

কপম্। স্বংরূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞেতি বচনাৎ স্বং রূপং শব্দস্য সংজ্ঞা ভবতীতি হন্তেরপি হন্তিসংজ্ঞা ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে ?

স্থানিসংজ্ঞা অন্যভূতেরও (আদিভূত প্রভৃতিরও) হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে হইবে।

(তাহা দ্বারা) কি করা হইবে ?

এতদ্বারা সত্তা মাত্র করা হইবে; সুতরাং যেরূপ প্রাপ্তি হইলে তুক্ এবং দীর্ঘত্ব হইবে। তাহা কি বলিতে হইবে ?

যদি এইরূপই বলা হয় তাহা হইলে আর স্থানিবদ্ভাব আরম্ভ করা হইবেনা, স্থানিসংজ্ঞা অল্বিধিভিন্ন অন্যত্র হয় এইরূপ বলিব।

যদি এইরূপ হয়, তবে 'আঙো যমহনঃ' এই সূত্রানুসারে যে আত্মনেপদ হয় তাহা কেবল হন্ ধাতুরই হইবে; কিন্তু হন্ স্থলে আদিষ্ট বধ্ ধাতুর হইবে না।

হন্ ধাতুতে এমন কোনও সংজ্ঞা নাই, যাহা হন্ ধাতুকে অতিক্রম করিয়া তাহা 'বধ্' ধাতুতেও যাইয়া উপস্থিত হয়।

হন্ ধাতুর ও সংজ্ঞা আছে।

তাহা কি ?

'হন্' সংজ্ঞাই।

কিরূপে ?

'স্বংরূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা' এই সূত্রানুসারে শব্দের নিজের রূপই নিজের সংজ্ঞা হয় বলিয়া 'হন' ধাতুরও 'হন্' সংজ্ঞা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ভসংজ্ঞাঙীপ্ষ্ফগোরাত্বেষু চ সিদ্ধম্ *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ভসংজ্ঞা, ঙীপ্, ষ্ফ, গোরাত্ব প্রভৃতিতে সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ভসংজ্ঞাঙীপ্ষ্ফগোরাত্বেষু চ সিদ্ধং ভবতি। ভসংজ্ঞা রাজ্ঞঃপুরুষঃ। রাজপুরুষঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন যচীতি ভসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। স্থানিসংজ্ঞান্যভূতস্যানল্বিধাবিতি বচনান্ন ভবতি। ঙীপ্। চিত্রায়াং জাতা চিত্রা। প্রত্যয়লক্ষণেনাণন্তাদিতীকারঃ প্রাপ্নোতি। স্থানিসংজ্ঞান্যভূতস্যানল্বিধাবিতিবচনান্ন ভবিষ্যতি। ষ্ফ। বতণ্ডী। প্রত্যয়লক্ষণেন যঞন্তাদিতি ষ্ফ প্রাপ্নোতি। স্থানিসংজ্ঞান্যভূতস্যানল্বিধাবিতি বচনান্ন ভবতি। গোরাত্বম্।

গামিচ্ছতি। গাব্যতি। প্রত্যয়লক্ষণেনামি ঔতোম্‌শসোরিত্যাত্বং প্রাপ্নোতি স্থানিসংজ্ঞানুভূতস্থানল্বিধাবিতিবচনান্ন ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ভসংজ্ঞা, ঙীপ্‌, ষ্ফ, এবং গোরাত্ব বিধি সমূহে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ভসংজ্ঞার উদাহরণ যথা, রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এইস্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া 'ন লোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য' ।৮।২।৭ এই সূত্রানুসারে ন এর লোপ লইলে রাজপুরুষঃ' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে এবং সমাসে ঙস্‌ প্রত্যয়ের লোপ হইলে প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণ মানিয়া 'যচি ভম্‌' ১।৪।১৮। যকারাদি এবং অচ্‌ আদি 'কপ্‌' প্রত্যয় পর্য্যন্ত এবং 'সু' প্রভৃতি প্রত্যয়, (সর্ব্বনাম স্থান ভিন্ন) পরে থাকিলে তাহার 'ভসংজ্ঞা হয়। এই সূত্রানুসারে 'ভসংজ্ঞা হইবে।

কিন্তু অল্বিধিভিন্ন অনুভূত বর্ণে স্থানিবদ্ভাব মানিলে আর হইবে না। অর্থাৎ 'রাজপুরুষঃ' এই স্থলে 'ভ' সংজ্ঞা মানিয়া ন এর লোপ নিষেধ হইবে না। ঙীপ্‌ বিধির উদাহরণ যথা—চিত্রায়াং জাতা এই অর্থে অর্থাৎ জাতার্থে (ভবার্থে) অণ্‌ প্রত্যয় করিলে 'চিত্রারেবতীরোহিণীভ্যঃ স্ত্রিয়ামুপসংখ্যানম্' এই বার্ত্তিকানুসারে চিত্রা শব্দে অণ্‌ প্রত্যয়ের লোপ করিলে 'টিড্‌ঢাণঞ্‌' সূত্রানুসারে প্রাপ্ত ঙীপ্‌ প্রত্যয়েরও অল্বিধিত্ব মানিতে হইবে।

এইস্থলে প্রত্যয়লক্ষণ হেতু চিত্র শব্দের উত্তর 'অণ্‌' অন্ত ধর্ম্ম মানিয়া ঈকার প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু অল্বিধি ভিন্ন অন্যত্র স্থানি সংজ্ঞা হয় এই বলিয়া এস্থলে কোনও দোষ হইবে না।

ষ্ফয়ের দৃষ্টান্ত যথা,—বতণ্ডী, বতণ্ডী শব্দ লোহিতাদিগণ পঠিত হইয়া ষ্ফ প্রত্যয় হইয়া সারঙ্গরবাদিগণপঠিত হওয়াতে ঙীন্‌ প্রত্যয় হইলে বতণ্ডী প্রয়োগ হইয়াছে।

এক্ষণে প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া (গর্গাদি ও শিবাদিগণ পঠিত 'বতণ্ড' শব্দ যঞ্‌ প্রত্যয়ান্ত হওয়াতে ষ্ফ প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবে, (যেহেতু 'লুক্‌ স্ত্রিয়াম্‌ ।৪।১।১০৯ এই সূত্রানুসারে স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে) প্রত্যয় লক্ষণ মানিলে পুনঃ তাহার প্রাপ্তি হইবে, সুতরাং ষ্ফ প্রত্যয়ও হইবে। কিন্তু অল্বিধি ভিন্ন অন্যত্র স্থানিসংজ্ঞা হয় এই নিয়মানুসারে হইবে না। গোরাত্বম্‌ এর দৃষ্টান্ত যথা—গাম্‌ ইচ্ছতি গোকে ইচ্ছা করিতেছে এই অর্থে গো শব্দের উত্তর 'ক্যচ্‌' প্রত্যয় করিয়া লট্‌ প্রত্যয়েতে গব্যতি এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যয় লক্ষণ মানিলে 'ঔতোম্‌শসোঃ' ।৬।১।৯৩ (ও-

কারের পরস্থিত অম্ এবং শস্ সম্বন্ধি 'অচ্' পরে থাকিলে আকার একাদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে গাম্ শব্দের অম্ বিভক্তির লোপ হইলেও প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া এস্থলে অণ্ প্রযুক্ত আকার প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু অল্বিধিভিন্ন অন্যত্র স্থানিসংজ্ঞা হয়, এই নিয়মানুসারে হইবে না।

বার্ত্তিক মূলম্।—তস্য দোষো ঙৌ নকারলোপেত্বেম্বিধয়ঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—তাহার (পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তিকের) ঙি প্রত্যয়ে নকার লোপ ইত্ববিধি এবং ইম্বিধিতে দোষ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—তস্যৈতস্য লক্ষণস্য দোষঃ। ঙৌ নকারলোপঃ। আর্দ্রে চর্ম্মন্ লোহিতে চর্ম্মন্। প্রত্যয়লক্ষণেন যচীতি ভসংজ্ঞা সিদ্ধা ভবতি। স্থানিসংজ্ঞানুভূতস্যানল্বিধাবিতি বচনান্ন প্রাপ্নোতি। ঈত্বম্। আশীঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন হলীতীত্বং সিদ্ধং ভবতি। স্থানিসংজ্ঞানুভূতস্যানল্বিধাবিতি বচনান্ন প্রাপ্নোতি। ইম্। অতৃনেট্। প্রত্যয়লক্ষণেন হলীতি ইম্ সিদ্ধো ভবতি। স্থানিসংজ্ঞানুভূতস্যানল্বিধাবিতি বচনান্ন ভবিষ্যতি। সূত্রং চ ভিদ্যতে। যথান্যাসমেবাস্তু। ননু চোক্তং সতো নিমিত্তাভাবাৎপদসংজ্ঞাভাবস্তুগ্দীর্ঘত্বয়োশ্চ বিপ্রতিষেধানুপপত্তিরেকযোগলক্ষণত্বাৎপরিবীরিতি। নৈষ দোষঃ। বক্ষ্যত্যত্র পরিহারম্। ইহাপি পরিবীরিতি। শাস্ত্রপরবিপ্রতিষেধেন পরত্বাদ্দীর্ঘত্বং ভবিষ্যতি। কানি পুনরস্য প্রয়োজনানি।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই লক্ষণের দোষ ঙি প্রত্যয়ে নকার লোপ স্থলে হইবে। যথা আর্দ্রে চর্ম্মন্, লোহিতে চর্ম্মন্, (এই সকল স্থলে 'সুপাংসুলুক্পূর্ব্বসবর্ণাচ্ছেযাডাড্যাযাজালঃ।৭।১।৩৯ এই সূত্রানুসারে চর্ম্মন্ শব্দের ঙি বিভক্তির লোপ হইলে) প্রত্যয় লক্ষণহেতু 'যচি ভম্' এই সূত্রানুসারে ভ সংজ্ঞা সিদ্ধ হইবে; কিন্তু অল্বিধি ভিন্ন অন্যত্র স্থানি সংজ্ঞা হয় বলিয়া এই স্থলে প্রাপ্তি হইবে না।

ইত্ববিধিতে দোষ হইবে, যথা আশীঃ (আঙ্—শাস্ + ক্বিপ্) 'শাস ইদঙ্ হলোঃ' ।৬।৪।৩৪ এই সূত্রানুসারে উপধার ইত্ব হইয়া সকার স্থানে র হইলে পরবর্ত্তী সু বিভক্তির লোপ হইলেও সেই লুপ্ত সকারের প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া 'হলি চ' ৮।২।৭৭ এই সূত্রানুসারে ঈত্ব সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু অল্ বিধি ভিন্ন অন্যত্র স্থানি সংজ্ঞা বলিলে তাহা প্রাপ্তি হইবে না।

ইম্ আদেশে দোষ হইবে,—যথা অতৃনেট্ (তৃহ্ + লঙ্, দ এই স্থলে হিংসার্থ বাচক তৃহ্ ধাতুর 'তৃণহ ইম্' ।৭।৩।৯২ এই সূত্রানুসারে শ্নম্

প্রত্যয় করিলে হলাদি বিশিষ্ট প ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ইম্ আগম হয় বলিয়া) লঙের দ, বা তিপ্ বিভক্তির লোপ করিলেও তাহার প্রত্যয় লক্ষণ প্রযুক্ত হল্ মানিয়া ইম্ আগম সিদ্ধ হইবে; কিন্তু অল্‌বিধি ভিন্ন অন্যত্র স্থানি সংজ্ঞা হয় বলিয়া তাহা সিদ্ধ হইবে না।

• এবং এইরূপ করিলে সূত্র ও ভিন্নপ্রকার করিতে হইবে, অতএব যেরূপ সূত্র করা হইয়াছে সেইরূপই হউক!

যদি বল যে ইহাতে তো দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—নিমিত্তের অভাব হেতু পদ সংজ্ঞার অভাব হইবে এবং পরিবীঃ ইত্যাদি একযোগলক্ষণ স্থলে তুক্ ও দীর্ঘের তুল্যবল বিরোধহেতু কার্য্যসিদ্ধি হইবে না; এই দোষের কি উপায় হইবে?

ইহা কোনও দোষ নহে, যেহেতু এই দোষের পরিহার বলা হইবে। এবং এস্থলে ও পরিবীঃ এই সম্বন্ধে (তুক্) শাস্ত্রের পরে দীর্ঘ বিধায়ক শাস্ত্র পরে বলিয়া, তুল্যবল বিরোধে পরকার্য্য হওয়া নিবন্ধন দীর্ঘত্বই হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে এই সূত্রের কি কি প্রয়োজন আছে?

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রয়োজনমপৃক্তশিলোপে নুমামৌ গুণবৃদ্ধী দীর্ঘত্বেমডাট্-শ্নম্‌বিধয়ঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অপৃক্ত এবং 'শির' লোপ করিলে, নুম্, অম্, আম্, গুণ, বৃদ্ধি, দীর্ঘত্ব, ইম্, অট্, আট্, শ্নম্ বিধি এই সকল স্থলে ইহার প্রয়োজন হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অপৃক্তলোপে শিলোপে চ কৃতে নুম্ অমামৌ গুণবৃদ্ধী দীর্ঘত্বমিম্ অডাটৌ শ্নম্‌বিধিরিতি প্রয়োজনানি। নুম্। অগ্নে ত্রীতে বাজিনা ত্রীষধস্থা তাতা পিণ্ডানাম্। অমামৌ। হে অনড্বন্ অনড্বান্। গুণঃ। অধোক্। অলেট্। বৃদ্ধিঃ। ন্যমার্ট্। দীর্ঘত্বম্। অগ্নে ত্রীতে বাজিনা ত্রীষধস্থা তাতা পিণ্ডানাম্। ইম্। অতৃণেট্। অডাটৌ। অধোক্ অলেট্ ঐয়ঃ ঔনঃ। শ্নম্‌বিধিঃ। অভিনোঽত্র। অচ্ছিনোঽত্র। অপৃক্ত-শিলোপয়োঃ কৃতয়োরেতে বিধয়ো ন প্রাপ্নুবন্তি। প্রত্যয়লক্ষণেন ভবন্তি। নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি। স্থানিবদ্ভাবেনাপ্যেতানি সিদ্ধানি। ন সিধ্যন্তি। আদেশঃ স্থানিবদিত্যুচ্যতে ন চ লোপ আদেশঃ। লোপোঽপ্যাদেশঃ। কথম্। আদিশ্যতে যঃ স আদেশঃ লোপোঽপ্যাদিশ্যতে। দোষঃ খল্বপি স্যাদ্ যদিলোপো নাদেশঃ স্যাৎ। ইহাচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধাবিত্যেতস্য

ভূয়িষ্ঠানি লোপ উদাহরণানি তানি ন স্যুঃ। যত্র তর্হি স্থানিবদ্ভাবো নাস্তি তদর্থময়ং যোগো বক্তব্যঃ। ক চ স্থানিবদ্ভাবো নাস্তি। যোঽল্বিধিঃ। কিং প্রয়োজনম্। প্রয়োজনং ঙৌ নকারলোপেঽম্বিধয়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অপৃক্ত লোপ করিলে এবং শির লোপ করিলে নুম্, অম্, আম্, গুণ, বৃদ্ধি, দীর্ঘত্ব, ইম্, অট্, আট্ এবং শ্নম্ বিধি এই সকল স্থলে প্রয়োজন হইবে।

নুম্ বিধির প্রয়োজন যথা,—অগ্নে ত্রীতে (ত্রীণিতে) বাজিনা ত্রিষধস্থা (ত্রীণিষধস্থা) তাতা (তানি তানি) পিণ্ডানাম্ এই সকল স্থলে 'ত্রীণি, তানি' প্রভৃতির নুম্এর লোপ হইলেও, যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় সেইজন্য প্রয়োজন (১)।

অম্, আমের উদাহরণ, যথা,—হে অনড্বন্ (এস্থলে অনডুহ শব্দের উত্তর অম্ আগম হইয়া, অনড্বন্ সিদ্ধ হইয়াছে); অনড্বান্ (এস্থলে আম্ আগম হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে)। যদি এস্থলে লুপ্ত সু নিমিত্তক অম্ এবং আমের কার্য্য না হইত, তাহা হইলে প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

গুণের দৃষ্টান্ত যথা অধোক্ অলেট্ (এস্থলে দুহ্ এবং লিহ ধাতুর লঙ্ বিভক্তিতে তিপ্ বা দ বিভক্তির লোপ হইলেও তাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে)।

বৃদ্ধির উদাহরণ, যথা, ন্যমার্ট্ (এস্থলে মৃজ্ ধাতুর উত্তর লঙের তিপ্ বা দ্ বিভক্তিতে, সেই বিভক্তির লোপ হইলেও 'মৃজে র্বৃদ্ধিঃ' এই সূত্রানুসারে 'ঋ'র বৃদ্ধিতে 'আর্' হইয়া 'ব্রশ্চ' ভ্রস্জ সৃজ মৃজ যজরাজ ভ্রাজচ্ছশাংষঃ' এই সূত্রানুসারে মৃজ্ ধাতুর জকার স্থানে 'ষ' এবং 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্রানুসারে 'ড' এবং 'খরি চ' এই সূত্রানুসারে 'ট' আদেশ হইয়া নি—মৃজ্+লঙ্, তিপ্ 'ন্যমার্ট্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে)। এস্থলে নতুবা প্রয়োগ সিদ্ধি হইত না।

দীর্ঘত্বের উদাহরণ যথা অগ্নে ত্রী (ণি) ন্তে বাজিনা ত্রী (ণি) সধস্থা তা (নি) তা (নি) পিণ্ডানাম্ এস্থলে পরবর্ত্তী প্রত্যয়কে নিমিত্ত করিয়া ত্রী এবং তা দীর্ঘ আদেশ হইয়াছে এই সূত্র না হইলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না।

---

(১) এ বিষয়ে পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে।

ইমের উদাহরণ, যথা—অত্রিনেট্ (১)

অট্ এবং আটের উদাহরণ যথা—অধোক্ অলেট্ (এস্থলে দুহ ও লিহ ধাতুর লঙ্ এ, 'লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ' এই সূত্রানুসারে অট্ আগম হইয়াছে ; কিন্তু এই সূত্র না করিলে লঙের তিপ্ বিভক্তি লোপ করিলে আর অট্ আগম হইত না) ; ঐয়ঃ ঔনঃ (এস্থলে জুহোত্যাদিগণীয় গমনার্থক ঋ ধাতুর উত্তর লঙের তিপ্ বিভক্তি করিয়া শপ্ আগম করিলে শ্লু বিধান করিলে 'শ্লৌ' এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব করিলে 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ' এই সূত্রানুসারে অভ্যাসের ইকারান্ত আদেশ হইলে অসবর্ণত্ব প্রযুক্ত ইঙ্ আদেশ হইলে আট্ আগম হইয়া ঐয়ঃ এবং এইরূপে ঔনঃ, ক্লেদন বা ভিজান অর্থ বাচক উন্দী ধাতুর উত্তর লঙ্ এর সিপ্ বিভক্তিতে শ্নম্ আগম হইলে শ্নমের ন লোপ হয়। 'দশ্চ' ।৮।২।৭৫ এই সূত্রানুসারে দ স্থানে রু হইলে তদুত্তর আট্ আগম হইয়া, এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

শ্নম্ বিধির উদাহরণ যথা—অভিনোঽত্র, অচ্ছিনোঽত্র (এই সকল স্থলে ভিদ্ এবং ছিদ্ ধাতুর উত্তর 'রুধাদিভ্যঃ শ্নম্' এই সূত্রানুসারে শ্নম্ আগম হইলে 'তিপ্যনস্তেঃ' ।৮।২।৭৩ এই সূত্রানুসারে পদান্তস্থিত স স্থানে দ আদেশ হইলে, তদুত্তর রুত্ব ও বিসর্গ হইলে অভিনঃ অচ্ছিনঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। এস্থলে লঙের তিপ্ বিভক্তির লোপ প্রয়োগ সিদ্ধি হইল। যদি 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্' সূত্রটি না করা হইত, তাহা হইলে অপৃক্ত (১) লোপে এবং শি লোপে যে এই সকল বিধি প্রাপ্তি হইতেছে. তাহা প্রাপ্তি হইত না ; কিন্তু প্রত্যয়লক্ষণ করিলে হইবে।

ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ প্রত্যয় হয় ; কর্ত্তরি শপ্' ।৩।১।৬৮ ইতি পাণিনি। স্থানে স্থানে ইহার লোপ হইয়াছে বলিয়া সে স্থলে শি লোপ বলা হইয়াছে। নম্, অম্, আম্ ইহারা অপৃক্ত লোপের উদাহরণ। অবশিষ্ট শি লোপের উদাহরণ।

এই সকল প্রয়োজন নহে; কারণ স্থানিবদ্ভাব হেতু এই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়।

---

(১) বিষয় অনতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

(১) একটিমাত্র বর্ণ বিশিষ্ট যে প্রত্যয় তাহাকে অপৃক্ত বলে, 'অপৃক্ত একাল্ প্রত্যয়ঃ' ।১।২।৪১ ইতি পাণিনি।

না, তাহা সিদ্ধ হইবেনা, কারণ কোনও আদেশেরই স্থানিবদ্ বলা হইয়াছে; কিন্তু লোপ কোনও আদেশ নহে।

লোপ ও আদেশ।

কিরূপে?

যাহা কিছু আদেশ করা যায় তাহাই আদেশ; লোপ ও আদেশ করা হইয়াছে; সুতরাং লোপ ও আদেশ। লোপকে যদি আদেশ বলা না হয়, তাহা হইলে দোষ ও হয়, যেহেতু 'অচঃপরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ, এই স্থলে লোপের ভূরি ভূরি উদারণ রহিয়াছে (লোপের স্থানিবদ্ভাব না করিলে) সেই সকল কার্য্যসিদ্ধি হইবেনা। যে স্থলে স্থানিবদ্ভাব নাই, সেই স্থলে কার্য্যসিদ্ধি হইবার জন্য তবে, এই সূত্র বলিতে হইবে।

কোথায় স্থানিবদ্ভাব নাই?

যেস্থানে অল্বিধি হইয়াছে।

তাহার প্রয়োজন কি?

ঙি বিধিতে নকার লোপ, ইত্য এবং অম্ প্রভৃতি বিধিস্থলে তাহার প্রয়োজন হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ভসংজ্ঞাঙীপ্ফগোরাত্বেষু চ দোষঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ভসংজ্ঞা, ঙীপ্, ফ, গো, আত্ববিধি সমূহে তাহার (প্রত্যয়লক্ষণের) দোষ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ভসংজ্ঞাঙীপ্ফগোরাত্বেষু চ দোষো ভবতি। ভসংজ্ঞায়াং তাবন্ন দোষঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন প্রত্যয়লক্ষণেন ভসংজ্ঞা ভবতীতি যদয়ং ন ঙিসংবুদ্ধ্যোরিতি ঙৌপ্রতিষেধং শাস্তি। ঙীপ্যপি নৈবং বিজ্ঞায়তে অন্নন্তাদকারান্তাদিতি। কথং তর্হি অণ্যোঽকার ইতি। ফেঽপি নৈবং বিজ্ঞায়তে যঞন্তাদকারান্তাদিতি। কথং তর্হি। যঞ্ যোঽকার ইতি। গোরাত্বেঽপি নৈবং বিজ্ঞায়তে অমি অচীতি। কথং তর্হি। অচ্যমীতি। প্রয়োজনান্যপি তর্হি নৈতানি সন্তি। যত্তাবদুচ্যতে ঙৌ নকারলোপ ইতি। ক্রিয়ত এতন্ন্যাস এব। ন ঙিসংবুদ্ধ্যোরিতি। ইত্যমপি বক্ষ্যত্যেতৎ। শাস ইত্বে আশাসঃ ক্বাবিতি। ইত্বিধিরপি হলীতি নিবৃত্তম্। যদি হলীতিনিবৃত্তং তৃণহানি অত্রাপি প্রাপ্নোতি। এবং তর্হি অচি নেত্যনুবর্ত্তিষ্যতে। ন তর্হীদানীময়ং যোগো বক্তব্যঃ। বক্তব্যশ্চ। কিং প্রয়োজনম্। প্রত্যয়ং গৃহীত্বা যদুচ্যতে তৎপ্রত্যয়লক্ষণেন্ যথা স্যাৎ শব্দং গৃহীত্বা যদুচ্যতে তৎপ্রত্যয়লক্ষণেন মা

ভূদিতি। কিং প্রয়োজনম্। শোভনা দৃশদোঽস্য ব্রাহ্মণস্য সুদৃশৎ ব্রাহ্মণঃ। সোমনসী অলোমোষসী ইত্যেষ স্বরো মা ভূৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—ভসংজ্ঞা, ঙীপ্, ষ্ণ গোরাত্ত্ববিধি প্রভৃতিতে দোষ হইবে।

ভসংজ্ঞায় কোনও দোষ হইবেনা; যেহেতু আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় ই জ্ঞাপন করিতেছে যে, প্রত্যয়লক্ষণ হেতু ভসংজ্ঞা হয় না, যেহেতু তিনি 'ন ঙিসংবুদ্ধ্যোঃ' ।৮।২।৮ (নকারের লোপ হয় না, ৭মীর 'ঙি' প্রত্যয় এবং সংবুদ্ধি পরে থাকিলে।) এই স্থলে নকারের লোপ নিষেধ করিয়াছেন।

ঙীপ্ প্রত্যয়েও এইরূপ জানিবেনা যে, অণ্ অন্ত বিশিষ্ট অকারান্তের ঙীপ্ হয়।

তবে কিরূপে হইবে? অণ্ এইরূপ যে অকার অর্থাৎ অণ্ ইহার অকারটিকে বর্ণ নিমিত্ত অকার মানিয়া তদুত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় করা হইবে, কিন্তু ঐ অকারটিকে প্রত্যয়ের অকার বলিয়া মানিতে হইবেনা, সুতরাং প্রত্যয় লক্ষণের ও কোন প্রয়োজন নাই।

ষ্ণ বিষয়েও এইরূপ জানিবেনা যে, যঙ্ অন্তবিশিষ্ট যে অকারান্ত তাহার উত্তর প্রত্যয় হইবে; তবে কি? না, যঙ্ এমন যে অকার অর্থাৎ যঙ্ প্রত্যয়ের অবয়ব বিশিষ্ট যে অকার, সেই বর্ণের উত্তরই প্রত্যয় হইবে; কিন্তু যঙ্ এর অকারান্ত, প্রত্যয়ের উত্তর নহে, সুতরাং এস্থলেও প্রত্যয়লক্ষণ মানিবার প্রয়োজন নাই।

গোরাত্ত্ব বিষয়েতেও এইরূপ জানিবে না যে, অম্ পরে আছে এমন যে অচ্ তাহারই আকার হয়, তবে কি? অচেতে যে অম্ অর্থাৎ অচ্ই এস্থলে প্রধান; কিন্তু অম্ তাহার বিশেষণ, সুতরাং বর্ণাশ্রয় হওয়াতে, প্রত্যয়াশ্রয় না হওয়াতে এস্থলেও প্রত্যয়লক্ষণ মানিবার কোন ও প্রয়োজন নাই; অতএব এই সকলস্থলেই কোনও প্রয়োজন নাই। তবে যে বলা হইয়াছে— ঙি প্রত্যয়ে নকারের লোপ হইবে, তাহা হইবে না; কারণ সেই স্থলে ন্যাস বা প্রক্ষেপ করিতে হইবে। 'নঙিসংবুদ্ধ্যোঃ' এই সূত্রে ইত্বও বলিতে হইবে। 'শাসইদঙ্ হলোঃ' ৬।৪।৩৪ এই সূত্রে ইত্ব বিধানে 'আশাসঃ ক্কৌ' অর্থাৎ ক্বিপ্ প্রত্যয়ে শাস্ ধাতুর আত্ব ও হয়; সুতরাং এই স্থলে ও কার্য্য-সিদ্ধি হইবে।

ইত্বিধিও সিদ্ধি হইবে; কারণ হলের নিবৃত্তি করা হইবে।

যদি হলের নিবৃত্তি করা হয়, তবে 'তৃণহানি' এই স্থলেও ('মের্নিঃ' ৩।৪।৮৯ লোট্ বিভক্তিতে 'মি' স্থানে 'নি' হয়) প্রাপ্তি হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে অচেতে হয় না, এইরূপ অনুবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

তবে এক্ষণে এই সূত্র কি আর বলিবার প্রয়োজন নাই ?

বলিতে হইবে।

প্রয়োজন কি ?

প্রত্যয়কে গ্রহণ করিয়া যাহা বলা হইয়া থাকে, সেই প্রত্যযের লোপ হইলে তাহাতে প্রত্যয়লক্ষণ মানিয়া যাহাতে তৎ প্রযুক্ত কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু শব্দকে গ্রহণ করিয়া যাহা বলা হয়, যাহাতে তাহাতে প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া কার্য্য না হইতে পারে।

তাহার প্রয়োজন কি ?

শোভনা (সুদৃশ্যা) দৃশদঃ (পশ্চাদ্ভাগ) এই ব্রাহ্মণের এই অর্থে সুদৃশৎ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ এই স্থলে সুদৃশৎ শব্দে স্থানিবদ্ভাব মানিয়া আদি উদাত্ত স্বর প্রাপ্তি হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে অন্ত উদাত্ত স্বর প্রাপ্তি হইতেছে।

এই স্থলে 'সোর্মনসী অলোমোষসী,৬।২।১১৭ ('সু'র পরে লোম,উষসী ভিন্ন মন্ অন্ত এবং অস্ অন্ত বিশিষ্ট শব্দের আদি উদাত্ত স্বর হয়) এই সূত্রানুসারে সুদৃশৎ শব্দে যাহাতে আদি স্বর প্রাপ্ত না হয়।

ন লুমতাঙ্গস্য। ৬৩।

ন—লুমতা।৩। অঙ্গস্য। ৬।

সূত্রানুবাদ।—লুমৎ শব্দের দ্বারা লোপ করা হইলে তৎ প্রযুক্ত অঙ্গ কার্য্য হয় না। (লুক্ শ্লু এবং লুপ্ প্রত্যয়, সকলেই,' লু' বিশিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে 'লুমৎ' বলা হইয়াছে)।

বার্ত্তিকমূলম্।—লুমতি প্রতিষেধ একপদস্বরস্যোপসংখ্যানম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—লুমতের নিষেধ করিতে একপদস্বরের ও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—লুমতি প্রতিষেধ একপদস্বরস্যোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। একপদস্বরে চ লুমতা লুপ্তে প্রত্যলক্ষণং ন ভবতীতি বক্তব্যম্। কিমবিশেষেণ। নেত্যাহ।

ভাষ্যানুবাদ।—লুমতের নিষেধ করিতে একপদস্বরেরও উল্লেখ করা

কর্ত্তব্য হইবে। একপদস্বরের এবং লুমতের দ্বারা লোপ হইলে প্রত্যয়লক্ষণ হয় না, এইরূপ বলিতে হইবে।

অবিশেষ (সাধারণ) রূপে কি? অর্থাৎ যাহা বলিতে যইবে তাহা কি সাধারণরূপে বলিতে হইবে?

না, এইরূপ বলিতেছেন অর্থাৎ সাধারণরূপে বলিতে হইবেনা।

বার্ত্তিকমূলম্।—সর্ব্বামন্ত্রিতসিজ্লুক্স্বরবর্জ্জম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সর্ব্বস্বর, আমন্ত্রিতস্বর এবং সিচ্ লুক্ স্বর ভিন্ন অন্যত্র বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সর্ব্বস্বরমামন্ত্রিতস্বরং সিজ্লুক্স্বরং চ বর্জ্জয়িত্বা। সর্ব্বস্বর। সর্ব্বস্তোমঃ। সর্ব্বপৃষ্ঠঃ। সর্ব্বস্য সুপীত্যাদ্যুদাত্তত্বং যথা স্যাৎ। আমন্ত্রিতস্বরঃ। সর্পিরাগচ্ছ সপ্তাগচ্ছত। আমন্ত্রিতস্য চেত্যাদ্যুদাত্তত্বং যথা স্যাৎ। সিজ্লুক্স্বর। মা হি দাতাং মাহিধাতাম্। আদিঃ সিচোঽন্যতরস্যামিত্যেষ স্বরো যথা স্যাৎ।

কিং প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সর্ব্বস্বর, আমন্ত্রিতস্বর, সিচ্লুক্স্বর ভিন্ন সর্ব্বত্র নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্ব স্বরের উদাহরণ যথা—সর্ব্বস্তোমঃ, সর্ব্বপৃষ্ঠঃ এস্থলে 'সর্ব্বস্য সুপি' ৬।১।১৯১ (সুপ্ পরে থাকিলে সর্ব্ব শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়) এই সূত্রানুসারে যাহাতে আদি স্বরের উদাত্ত হইতে পারে।

আমন্ত্রিত স্বরের উদাহরণ যথা—সর্পিঃ আগচ্ছ, সপ্তাঃ আগচ্ছত (এই সকল স্থলে ঘৃতাদিগণ পঠিত হেতু অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্তি হইতেছিল, কিন্তু 'আমন্ত্রিতস্য চ, ৬।১।১৯৮ (আমন্ত্রিত হইলে তাহার আদি স্বর উদাত্ত হয়) এই সূত্রানুসারে যাহাতে আদি উদাত্ত স্বর হইতে পারে (১)।

সিচ্লুক্স্বরের উদাহরণ যথা—মাহিদাতাং, মাহিধাতাম্ ('মাঙিলুঙ্' এই সূত্রানুসারে দা এবং ধা ধাতুর পূর্ব্বে মা থাকাতে লুঙ্ আদেশ এবং অট্ আগম নিষেধ হওয়াতে আতাম্ বিভক্তিতে দাতাম্ ধাতাম্ আদেশ হইয়াছে)

---

(১) 'আমন্ত্রিতস্য চ' ৮।১।১৯ এইরূপও একটি সূত্র আছে; কিন্তু তাহা অনুদাত্ত বিধায়ক বলিয়া এস্থলে অভিপ্রেত নহে। 'সামন্ত্রিতম্' ২।৩।৪৮ সম্বোধনে যে প্রথমা, তদন্তের আমন্ত্রিত সংজ্ঞা হয়।

'আদিঃ সিচোঽন্যতরস্যাম্' ৬।১।১৮৭ (সিচ্ অন্ত বিশিষ্ট ধাতু, বিকল্পে আদি উদাত্ত হয়) এই সূত্রানুসারে সিচ্ আগম বিশিষ্ট দা এবং ধা ধাতুর, আদি উদাত্তস্বর যাহাতে হইতে পারে, এইজন্য প্রয়োজন।

(সূত্রের) প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রয়োজনং ঞ্নি কিল্লুকিস্বরাঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঞ, ন এবং ক ইৎ বিশিষ্ট স্বরের লুক্ বিষয়েও যাহাতে প্রয়োজন হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ঞ্নিকিৎস্বরাঃ লুকি প্রয়োজয়ন্তি। গর্গা বৎসা বিদ্যা-উর্ব্বাঃ। উষ্ট্রগ্রীবা রামরজ্জুঃ। ঞ্নিত্যাদ্যুদাত্তত্বং মা ভূদিতি। ইহ চাত্রয়ঃ। কিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং মা ভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ঞ, ন, ক ইৎ প্রযুক্ত স্বর সমূহ লুগ্বিষয়েও প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা গর্গাঃ বৎসাঃ (গর্গ ও বৎস শব্দের উত্তর যঞ্) বিদ্যা ও উর্ব্বাঃ (বিদ ও উর্ব্ব শব্দের উত্তর অঞ্ প্রত্যয় করিলে, ঞ ইৎ) এবং উষ্ট্রগীবঃ, উষ্ট্রগ্রীবাঃ রামরজ্জুঃ (এই সকল স্থানে কন্ প্রত্যয় করিলে নকার ইৎ হইবে) এক্ষণে এই সকল স্থলে, 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' ৬।১।১৯৭ (ঞ লোপঅন্ত এবং ন ইৎ অন্ত বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে আদিস্বর উদাত্ত হয়) এই সূত্রানুসারে ঞ এবং ন ইৎ বিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত শব্দ সমূহের (প্রত্যয়ের লুক্ হওয়া নিবন্ধন) যাহাতে আদিস্বর উদাত্ত না হয়; এবং আত্রয়ঃ (অত্রি শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয়) এই স্থলে ক ইৎ হওয়াতে 'কিতঃ' ৬।১।১৬৫ (ক, ইৎ হইয়াছে এমন যে তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্নশব্দ, তাহার অন্তস্বর উদাত্ত হয়) এই সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত কার্য্য যাহাতে না হইতে পারে।

বার্ত্তিকমূলম্।—পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে লুকি *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পথিন্ এবং মথিন্ শব্দের, সর্ব্বনামস্থানের লুক্ হইলে তাহার নিষেধের জন্য এই সূত্রের প্রয়োজন হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে লুকি প্রয়োজনম্। পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে লুমতা লুপ্তে প্রত্যয়লক্ষণম্ ন ভবতীতি বক্তব্যম্। পথিপ্রিয়ো মথিপ্রিয়ঃ। পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে ইত্যেষ স্বরো মা ভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—পথিন্ এবং মথিন্ শব্দের সর্ব্বনামস্থানে (সু, ঔ, জস্, অম্, এবং ঔট্, ক্লীবভিন্ন, এই পাঁচ বিভক্তিকে, সর্ব্বনামস্থান বলে; সূত্র যথা 'সুডনপুংসকস্য' ১।১।৪৩) লুক্ বিষয়ে ইহার প্রয়োজন হইবে।

পথিন্ এবং মথিন্ শব্দের সর্ব্বনামস্থানে লুমৎ শব্দের দ্বারা লোপ হইলে, প্রত্যয়লক্ষণ হয় না, এইরূপ বলিবে। যথা পথিপ্রিয়ঃ মথিপ্রিয়ঃ এইস্থলে (পূর্ব্ব পদের প্রকৃতিস্বর হেতু পথি মথি শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছিল এক্ষণে) 'পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে' ৬৷১৷১৯৯ এই সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত স্বর যাহাতে না হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—অহ্নোরবিধৌ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অহ্নের রবিধানে প্রত্যয় লক্ষণ নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অহ্নোরবিধানে লুমতা লুপ্তে প্রত্যয়লক্ষণং ন ভবতীতি বক্তব্যম্। অহর্দদাতি অহর্ভুঙ্‌ক্তে। রোঽসুপীতি প্রত্যয়লক্ষণেন প্রতিষেধো মা ভূদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অহ্নের রবিধানে লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপ হইলে, প্রত্যয় লক্ষণ হয়না, এইরূপ বলিতে হইবে। যথা—অহর্দদাতি, অহর্ভুঙ্‌ক্তে, রোঽসুপি' ৮৷২৷৬৯ (অহন্ শব্দের রেফ্ আদেশ হয়; কিন্তু সুপ্ পরে থাকিলে হয়না) এই মূল সূত্রানুসারে অহন্ শব্দের, রেফ্ আদেশ হইলে, প্রত্যয় লক্ষণ হেতু (অর্থাৎ অহন্ শব্দের প্রথমায় যে সু বিভক্তি হইয়াছিল তাহা এক্ষণে 'হল্ঙ্যাব্ভ্যো' সূত্রানুসারে লোপ হইলে সেই সুবিভক্তির প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া) যাহাতে রেফের নিষেধ না হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—উত্তরপদত্বে চাপদাদিবিধৌ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উত্তর পদত্বের বিষয় হইলে, অপদাদি বিধিতে ও প্রত্যয় লক্ষণে নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—উত্তরপদত্বে চাপদাদিবিধৌ লুমতা লুপ্তে প্রত্যয়লক্ষণং ন ভবতীতি বক্তব্যম্। পরমবাচা পরমবাচে। পরমগোদুহা পরমগোদুহে। পরমশ্বলিহা পরমশ্বলিহে। পদস্যেতি প্রত্যয়লক্ষণেন কুত্বাদীনি মা ভূবন্নিতি। অপদাদিবিধাবিতি কিমর্থম্। দধিসেচৌ ধধিসেচঃ। সাৎপদাদ্যোরিতি প্রতিষেধো যথা স্যাৎ। যদ্যপদাদিবিধাবিত্যুচ্যতে। উত্তরপদাধিকারো ন প্রকল্পেত। তত্র কো দোষঃ। কর্ণো বর্ণলক্ষণাদিত্যেব আদিবিধির্ন সিধ্যতি। যদি পুনর্ন লোপাদিবিধৌ প্রত্যয়ে লুমতা লুপ্তে প্রত্যয়লক্ষণং ন ভবতীত্যুচ্যেত। নৈবং শক্যম্। ইহ হি রাজকুমার্য্যৌ রাজকুমার্য্য ইতি শাকলং প্রসজ্যেত। নৈষ দোষঃ। যদেতৎ সিতি শাকলং

নেতি। এতৎ প্রত্যয়ে শাকল্যং নেতি বক্ষ্যামি। যদি প্রত্যয়ে শাকল্যং নেত্যুচ্যতে দধি অধুনা মধু অধুনা অত্রাহপি ন প্রাপ্নোতি ন শাকল্যং ভবতি কতরস্মিন্ যস্মাদ্যঃ প্রত্যয়ো বিহিত ইতি। ইহ তর্হি পরমদিবা পরমদিবে। দিব উদিত্যুত্বং প্রাপ্নোতি। অস্তু তর্হ্যবিশেষেণ। ননু চোক্তম্ উত্তরপদাধিকারো ন প্রকল্পেতেতি। বচনাদুত্তরপদাধিকারো ভবিষ্যতি। তত্তর্হি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। অনুবৃত্তিঃ করিষ্যতে। ইদমস্তি যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদিপ্রত্যয়েঽঙ্গম্। সুপ্তিঙন্তং পদম্। যস্মাৎ সুপ্তিঙ্বিধিস্তদাদি সুবন্তং তিঙন্তং চ। নঃ ক্যে। নান্তং ক্যে পদসংজ্ঞং ভবতীতি যস্মাৎ ক্যবিধিস্তদাদি সুবন্তং চ। সিতি চ পূর্ব্বং পদসংজ্ঞং ভবতি যস্মাদ্বিধিস্তদাদি সুবন্তং চ। স্বাদিষসর্ব্বনামস্থানে। স্বাদিষসর্ব্বনামস্থানে পূর্ব্বং পদসংজ্ঞং ভবতি। যস্মাৎস্বাদিবিধিস্তদাদি সুবন্তং চ। যচি ভম্। যজাদি প্রত্যয়ে পূর্ব্বং ভং ভবতি। যস্মাদ্যজাদিবিধিস্তদাদি সুবন্তং চ। ইহ তর্হি পরমবাক্। অসর্ব্বনামস্থান ইতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। অস্তু তস্যাপ্রতিষেধঃ। যা স্বাদৌ পদমিতি পদসংজ্ঞা। যা তু সুবন্তং পদমিতি পদসংজ্ঞা সা ভবিষ্যতি। সত্যেতৎপ্রত্যয়ে আসীৎ। অনয়া ভবিষ্যত্যনয়া ন ভবিষ্যতীতি। লুপ্ত ইদানীং প্রত্যয়ে যাবত এবাবধেঃ স্বাদৌ পদমিতি পদসংজ্ঞা তাবত এবাবধেঃ সুবন্তং পদমিতি। অস্তি চ প্রত্যয়লক্ষণেন সর্ব্বনামস্থানপরতেতি কৃত্বা প্রতিষেধাশ্চ বলীয়াংসো ভবন্তীতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। নাপ্রতিষেধাৎ। নায়ং প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ সর্ব্বনামস্থানে নেতি। কিং তর্হি পর্য্যুদাসোঽয়ং যদন্যৎসর্ব্বনামস্থানাদিতি। সর্ব্বনামস্থানে অব্যাপারঃ। যদি কেনচিৎ প্রাপ্নোতি তেন ভবিষ্যতি। পূর্ব্বেণ চ প্রাপ্নোতি। অপ্রাপ্তের্বা। অথ বা অনন্তরা যা প্রাপ্তিঃ সা প্রতিষিধ্যতে। কুত এতৎ। অনন্তরস্য বিধির্বা ভবতি প্রতিষেধো বেতি। পূর্ব্বা প্রাপ্তিরপ্রতিষিদ্ধা তয়া ভবিষ্যতি। ননু চেয়ং প্রাপ্তিঃ পূর্ব্বাং প্রাপ্তিং বাধেত। নোৎসহতে প্রতিষিদ্ধা সতী বাধিতুম্। যদ্যেবং পরমবাচৌ পমরবাচ ইতি সুপ্তিঙন্তং পদমিতি পদসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। এবং তর্হি যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। স্বাদিষু পূর্ব্বং পদসংজ্ঞং ভবতি। ততঃ সর্ব্বনামস্থানে অযচি। পূর্ব্বং পদসংজ্ঞং ভবতি। ততোভম্। ভসংজ্ঞং ভবতি যজাদাবসর্ব্বনামস্থান ইতি। যদি তর্হি সাবপি পদং ভবতি এচঃ তত বিকারে পদান্তগ্রহণং চোদয়িষ্যতি। ইহ মা ভূৎ। ভদ্রং করোষি গৌরিতি তস্মিন্ ক্রিয়মাণেঽপি প্রাপ্নোতি। বাক্যপদয়োরন্ত্যস্যেত্যেবং তৎ। ইহ তর্হি দধিসেচঃ, সাৎপদদ্যোরিতি পদাদি-

লক্ষণঃ ষত্বপ্রতিষেধো ন প্রাপ্নোতি। মা ভূদেবং পদস্যাদিঃ পদাদিঃ পদাদের্নেতি। কথং তর্হি। পদাদাদিঃ পদাদিঃ পদার্নেত্যেবং ভবিষ্যতি। নৈবং শক্যম্; ইহাপি প্রসজ্যেত ঋঙ্ক্ষু বাঙ্ক্ষু কুমারীষু কিশোরীষ্বিতি। সাৎপ্রতিষেধো জ্ঞাপকঃ স্বাদিষু পদত্বেন যেষাং পদসংজ্ঞা ন তেভ্যঃ প্রতিষেধো ভবতীতি। ইহ তর্হি বহুসেচৌ বহুসেচঃ। বহুজয়ং প্রত্যয়ঃ। অত্র পদাদাদিঃ পদাদিঃ পদাদের্নেত্যুচ্যমানে অপি ন সিদ্ধ্যতি। এবং তর্হি উত্তরপদত্বে চ পদাদিবিধৌ লুমতা লুপ্তে প্রত্যয়লক্ষণং ভবতীতি বক্ষ্যামি। তন্নিয়মার্থং ভবিষ্যতি পদাদিবিধাবেব ন পদান্তবিধাবিতি। কথং বহুসেচৌ বহুসেচঃ। বহুচ্ পূর্ব্বস্য চ পদাদিবিধাবেব ন পদান্তবিধাবিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উত্তর পদত্বের বিষয় হইলে অপদাদি বিধিতে লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপ হইলে প্রত্যয়লক্ষণ হয় না এইরূপ বলিতে হইবে। যথা পরমবাচা পরমবাচে, পরমগোদুহা, পরমগোদুহে, পরমশ্বলিহা পরমশ্বলিহে এই সকল স্থলে পরম শব্দ পূর্ব্বে থাকাতে পর পদের পদসংজ্ঞা মানিয়া, (সমাসের জন্য যে বিভক্তি করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রত্যয়লক্ষণ মানিয়া 'চোঃ কুঃ' এই সকল সূত্রানুসারে) কুত্ব প্রভৃতি যাহাতে না হইতে পারে, এই জন্য উত্তর পদ বিষয়ে প্রত্যয়লক্ষণ নিষেধ করিতে হইবে।

অপদাদিবিধিতে প্রত্যয়লক্ষণ কেন নিষেধ করা হইবে? দধিসেচৌ দধিসেচঃ এই স্থলে 'সাৎ পদাদ্যোঃ।৮।৩।১১১ (পদের আদিস্থিত স স্থানে ষ হয় না) এই সূত্রানুসারে যাহাতে ষত্বের নিষেধ হইতে পারে। যদি 'পদের আদি ভিন্ন বিধিতে, এইরূপ বলা হয়, তবে উত্তর পদের অধিকার কখনও প্রাপ্ত হইবে না। তাহাতে কি দোষ হইবে?

'কর্ণোবর্ণলক্ষণাৎ'।৬।১।১১২ (বর্ণ বাচক এবং লক্ষণ বাচকের পর কর্ণ শব্দের আদিস্বরে উদাত্ত হয়, বহুব্রীহি সমাস হইলে) এই সূত্রানুসারে আদি বিধিই সিদ্ধ হইবেনা।

যদি বল যে, আদি বিধিতে ন লোপ হইলে প্লুত স্বর অন্তে থাকা নিবন্ধন লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপ হইলে প্রত্যয়লক্ষণ হয় না; এরূপ বলিতে পার না; কারণ, রাজকুমার্যৌ রাজকুমার্যঃ এই স্থলে শাকল বিধি অর্থাৎ (ইকোঽসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্ব'শ্চ এই সূত্রানুসারে প্রকৃতিভাব এবং হ্রস্ব, শাকল্যের মতে হইয়া থাকে বলিয়া) রাজকুমারী ঔ এইরূপ প্রাপ্তি হইবে।

এস্থলে কোনও দোষ হইবে না; যেহেতু সইৎ হইলে শাকল্যের 'বিধান

প্রাপ্ত হয় না "এই স্থলে সেইরূপ প্রত্যয় পরে থাকিলে শাকল্য বিধি প্রাপ্ত হয় না" এরূপ বলিব, যদি "প্রত্যয় পরে থাকিলে শাকল্য বিধি প্রাপ্তি হয় না," এরূপ বলা যায়; তবে দধি + অধুনা; মধু + অধুনা এস্থলেও প্রাপ্তি হইবে না। (এস্থলে দধি ও মধু শব্দের উত্তর অধুনা প্রত্যয় অর্থাৎ ইদম্ শব্দ স্থলে ইম্ প্রভৃতি আদেশ হইয়া যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা কেবল প্রত্যয় সমূহেরই অবয়ব বলিয়া অধুনা শব্দকে প্রত্যয় বলা হইল) প্রত্যয় পরে থাকিলে যে শাকল্যবিধি প্রাপ্তি হয় না, তাহা কোন্২ স্থলে? না, যাহার উত্তর প্রত্যয় বিধান করা হইয়াছে সেই সেই স্থলে (যেমন ইদং শব্দ স্থলে অধুনা প্রত্যয় করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ইদং শব্দের লোপ হইলে ও যখন দধি শব্দের উত্তর প্রত্যয় আদেশ করা হয় নাই, তখন শাকল্য আদেশ প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নাই)। পরমদিবা পরমদিবে এইস্থলে তবে 'দিব উৎ' ৬।১।১১ এই সূত্রানুসারে দিব শব্দের বকারের সংপ্রসারণ হইয়া উত্ব প্রাপ্তি হইবে?

আচ্ছা তবে অবিশেষরূপেই (সাধারণরূপেই) হউক।

যদি বল যে পূর্ব্বেই ত উক্ত হইয়াছে যে, উত্তর পদাধিকার প্রাপ্তি হইবেনা (দধিসেচৌ প্রভৃতি স্থলে) উক্ত হইয়াছে।

সূত্র দ্বারাই উত্তরপদাধিকার হইবে।

সেই সূত্রও তবে করিতে হইবে? না, করিতে হইবে না; পূর্ব্ব সূত্র হেতু অনুবৃত্তি করা হইবে; যেহেতু পূর্ব্বে এই সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে যে 'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্।১।৪।১৩ তৎপরে 'সুপ্তিঙন্তংপদম্' ।১।৪।১৪ এক্ষণে এইরূপ অর্থ হইবে যে, যাহার উত্তর সুপ্ বিধি এবং তিঙ্ বিধি করা হয়, তদাদি বিশিষ্ট যে সুবন্ত এবং তিঙন্ত তাহার ও অঙ্গ সংজ্ঞা হয়; তদুত্তর 'নঃ ক্যে' ।১।৪।১৫ (ক্যচ্ এবং ক্যঙ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে নকারান্তেরই পদ-সংজ্ঞা হয়, কিন্তু অন্যের হয় না) এই সূত্রানুসারে ক্য প্রত্যয় পরে থাকিলে যে পদসংজ্ঞা হয়, তাহা যাহার উত্তর ক্য বিধি করা হয়, তাহার আদিভূত যে সুবন্ত, তাহারও পদসংজ্ঞা হইবে। সেই অধিকারেই 'স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানে' ১।৪।১৭ পঠিত হওয়াতে তাহাতেও পূর্ব্ববৎ অনুবৃত্তি আনিয়া, যেমন পূর্ব্বের পদসংজ্ঞা হইয়াছে, যাহার উত্তর স্বাদি বিহিত হইয়াছে তদাদিভূত যে সুবন্ত, তাহার ও পদ সংজ্ঞা হইবে। তদনন্তর যচি ভম্ ১।৪।১৮। এই সূত্রানুসারে যকাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে পূর্ব্বের যে ভসংজ্ঞা হয়, তাহা যাহার উত্তর যকাদি বিহিত হইয়াছে, তদাদিভূত সুবন্তের ও (ভসংজ্ঞা) হইবে।

'পরমবাক্' এই স্থানে তবে 'অসর্ব্বনামস্থানে' এই সূত্রাংশ দ্বারা নিষেধ প্রাপ্তি হইবে?

হউক তবে (পদসংজ্ঞার) নিষেধ—যাহা (পদসংজ্ঞা), পূর্ব্বোক্তস্বাদিষ্বসর্ব্ব (সূত্রানুসারে) পদসংজ্ঞা হইয়াছে; কিন্তু যাহা 'সুপ্তিঙন্তং' সূত্রানুসারে পদসংজ্ঞা হইয়াছে তাহাতো প্রাপ্তি হইবে?

যদি প্রত্যয় পরে থাকিলেই সংজ্ঞা হইত, তবে "এই সংজ্ঞা দ্বারা হইবে, এবং এই সংজ্ঞা দ্বারা হইবেনা" এইরূপ নিয়ম করিলে, এক্ষণে প্রত্যয়ের লোপ হইলে, স্বাদির পদসংজ্ঞা দ্বারা ও যেপর্য্যন্ত পদসংজ্ঞার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুবন্তের পদসংজ্ঞা দ্বারাও সেই পর্য্যন্তই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে। হউক্ তবে প্রত্যয়লক্ষণ দ্বারা সর্ব্বনামস্থানপরত্ব, এই করিয়া নিষেধ বিধি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ হয় বলিয়া ('নলুমতা' সূত্রানুসারে যে নিষেধ, সেই) নিষেধই প্রাপ্তি হইবে?

অপ্রতিষেধ হেতু তাহা হইবেনা—সর্ব্বনামস্থানে হয় না, ইহা প্রসজ্য-প্রতিষেধ' (প্রসঙ্গ ক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ের নিষেধ) নহে।

তবে কি, ইহা পর্য্যুদাস (সামান্যতঃ প্রাপ্ত বিধির নিষেধ) যে সর্ব্বনামস্থান হেতু, অন্য যাহা কিছু প্রাপ্তি হইবে, সেই সকল ব্যাপার কিছুই সর্ব্বনামস্থানে হইবেনা; যদি অন্য কোনও রূপে প্রাপ্তি হয়, তদ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। পূর্ব্বানুসারে প্রাপ্তিও হইতেছে।

অথবা অপ্রাপ্তিরই নিষেধ করা হইতেছে—অথবা অনন্তর যাহা প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহারই নিষেধ করা হইতেছে।

ইহা কিরূপে হইল?

বিধিই হউক বা নিষেধই হউক, তাহা অনন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত পর বিষয়েরই হইয়া থাকে; অতএব পূর্ব্ব প্রাপ্ত বিষয়ের কোথায় ও নিষেধ হয় নাই; সুতরাং তদ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। যদি বল যে, এই প্রাপ্তি পূর্ব্ব প্রাপ্তিকে বাধ করিবে?

স্বয়ং নিষিদ্ধ হইয়া অন্যকে বাধ করিতে কখনও সমর্থ হয় না, যদি এই রূপই হয়, তবে পরমবাচৌ পরমবাচঃ এই স্থলেও 'সুপ্তিঙন্তম্ পদম্' এই সূত্রানুসারে পদসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

এইরূপ হইলে, তবে যোগ বিভাগ করা হইবে 'স্বাদিষু'—স্বাদি পরে থাকিলে পূর্ব্বের পদসংজ্ঞা হয়, তার পর করিব 'সর্ব্বনামস্থানে অযচি' সর্ব্বনাম

স্থান পরে থাকিলে, যচ্ ভিন্ন অন্যত্র, পূর্ব্বের পদসংজ্ঞা হয়। তৎপরে করিব 'ভম্—যজাদি অসর্ব্বনামস্থান পরে থাকিলে ভসংজ্ঞা হয়, এইরূপ যোগ বিভাগ করা হইবে।

সু পরে থাকিলেও যদি পদ সংজ্ঞা হয় তবে এচ্ এর (এ, ও, ঐ, ঔ) প্লুতের বিকার হইলে পদান্তের গ্রহণ হয়, বলা হইবে, এই স্থলেও প্রাপ্তি হইবে না, 'ভদ্রং করোষি গৌ' এস্থলে প্রত্যয় গ্রহণ করা হইলেও প্রাপ্তি হইবে।

ইহা (প্লুতত্ব) বাক্য এবং পদের অন্তেরই হইবে। দধিসেচ এই স্থলে তবে 'সাৎপদাদ্যোঃ' এই সূত্রানুসারে পদাদি লক্ষণ সম্পন্ন ষত্বের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

এইরূপ তবে না হইল যে, "পদের আদি পদাদি—পদাদির হয় না।"

তবে কিরূপে হইবে? পদ হইতে যে আদি সে পদাদি, সেই পদাদির হয় না এইরূপ বলা হইবে। এইরূপ হইতে পারে না; যেহেতু তাহা হইলে' ঋক্ষু, বাক্ষু, কুমারীষু, কিশোরীষু এই সকল স্থানেও তাহাই হইবে অর্থাৎ ষত্বের নিষেধ হইবে। (অর্থাৎ এই সল স্থলে সুপ্ বিভক্তির পদাদিত্ব মানিয়া ষত্বের নিষেধ হইবে)।

এস্থলে কোনও দোষ হইবেনা, কারণ) 'সাৎপদাদ্যোঃ' সূত্রে সকারাদির নিষেধই জ্ঞাপন করিতেছে যে, সাদিব পদত্ব প্রযুক্ত যাহাদিগের পদসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাদিগের (ষত্ব) নিষেধ হইবে না।

'বহুসেচৌ বহুসেচঃ' এই স্থলে তবে কি হইবে;—যেহেতু এইস্থলে বহুচ্ প্রত্যয় অর্থাৎ প্রত্যয়ের সহিত শব্দের সমাস অসম্ভব নিবন্ধন, ইহা না হইবে উত্তরপদ, না হইবে পূর্ব্বপদ) এইস্থলে পদাৎ আদি (পদ হইতে আদি) পদাদি—পদাদির হয়না এইরূপ বলিলেও প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না (কারণ ইহা কোনও পদের আদি নহে।)

এইরূপ হইলে তবে উত্তর পদত্বে এবং পদাদি বিধিতে লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপ হইলে প্রত্যয় লক্ষণ হয় না। এইরূপ বলিব; এক্ষণে ইহা নিয়মের জন্য হইবে যে ('যদি কোথায়ও ষত্বের নিষেধ হয়), পদাদি বিধিতেই হইবে; কিন্তু পদান্ত বিধিতে হইবে না।

'বহুসেচৌ বহুসেচঃ' এইস্থলে কিরূপ হইবে? বহুচ্ প্রত্যয় পূর্ব্বেরও পদাদি বিধিতেই নিষেধ হইবে; কিন্তু পদান্ত বিধিতে নিষেধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—দ্বন্দ্বেঽস্ত্যস্ত *।

বার্ত্তিকানুবাদ। দ্বন্দ্বান্তের প্রত্যয় লক্ষণ হয় না।

ভাষ্যমূলম্। দ্বন্দ্বেঽস্ত্যস্ত লুমতা লুপ্তে প্রত্যয়-লক্ষণং ন ভবতি ইতি বক্তব্যম্। বাক্স্রক্ত্বচম্। ইহাভূবন্নিতি প্রত্যয়লক্ষণেন জুস্ভাবঃ প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—দ্বন্দ্বসমাসের লুমতা শব্দের দ্বারা লোপ হইলে প্রত্যয় লক্ষণ হয় না!, এরূপ বলিতে হইবে, বাক্ চ স্রক্ চ ত্বক্ চ = বাক্স্রক্ত্বচম্ এইস্থলে ('দ্বন্দ্বাচ্চুদষহান্তাৎসমাহারে' ৫।৪।১০৬ এই সূত্রানুসারে চ বর্গান্ত এবং দ, ষ ও হকারান্ত শব্দের উত্তর সমাহার দ্বন্দ্ব হইলে টচ্ প্রত্যয় হয় বলিয়া এইস্থলেও টচ্ প্রত্যয় হইয়াছে) অভূবন্ এই প্রয়োগে প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণ মানিয়া ('সিজভ্যস্তবিদিভ্যশ্চ' ৩।৪।১০৯ এই সূত্রানুসারে সিচের এবং অভ্যস্ত সংজ্ঞক বিদ্ধাতুর পরে ঙ ইৎ সম্বন্ধী ঝির স্থানে জুস্ হয়,) জুস্ ভাব প্রাপ্ত হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিচি জুসোঽপ্রসঙ্গ আকারপ্রকরণাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আকারের প্রকরণ হেতু সিচ্ বিভক্তিতে জুসের প্রসঙ্গই হইতে পারে না।

ভাষ্যমূলম্।—সিচি জুসোঽ প্রসঙ্গঃ। কিং কারণম্। আকারপ্রকরণাৎ। আতঃ ইতি বর্ত্ততে তন্নিয়মার্থং ভবিষ্যতি। আতঃ এব সিজ্লুগন্তান্নান্যস্মাৎ-সিজ্লুগন্তাদিতি। ইহ চ ইতি যুষ্মৎপুত্রো দদাতি ইত্যস্মৎপুত্রোদদাতীত্যত্র প্রত্যয়লক্ষণেন যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োর্বান্নাবাবিতি বান্নাবাদয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—সিচ্ প্রত্যয়ে জুস্ প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ হইবে না।

তাহার কারণ কি ?

যেহেতু, আকারের প্রকরণে জুস্ আদেশ বলা হইয়াছে ; যেহেতু 'আতঃ' ৩।৪।১১০ (সিচের লুক্ হইলে আকারান্ত ধাতুর উত্তরই 'ঝির' স্থানে 'জুস্' হয়) এই সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার নিয়ম করিবার জন্ত হইবে, যে আকারান্ত ধাতুরই সিচের লুক্ হইলে জুস্ হইবে, কিন্তু অন্য সিচ্ লুকের হইবে না।

ইতি যুষ্মৎপুত্রো দদাতি (ইহা তোমার পুত্র দান করিতেছে, তোমাকে পুত্র দান করিতেছে) ইতি অস্মৎ পুত্রো দদাতি (ইহা আমার পুত্র দান করিতেছে বা পুত্র আমাকে দান করিতেছে) এই সকল স্থলে, সমাসে ষষ্ঠী, চতুর্থী

এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইলে, তাহাতে প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া যুস্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতী য়াস্থয়োর্বান্নাবৌ ।৮।১।২০' (পদের পরস্থিত পাদের আদিতে অবস্থান না করিলে যুস্মদ্ এবং অস্মদ্ শব্দ স্থানে ৬ষ্ঠী ৪র্থী এবং ২য়া বিভক্তিতে বাম্ এবং নৌ যথাক্রমে আদেশ হয় এবং অনুদাত্তস্বর হয়) এই সূত্রানুসারে বাং এবং নৌ প্রভৃতি আদেশ প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—যুস্মদস্মদোঃ স্থগ্রহণাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যুস্মদ্ এবং অস্মদ্ শব্দের স্থানে 'স্থ' শব্দ গ্রহণ হেতু কোনও দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—স্থগ্রহণং তত্র ক্রিয়তে তচ্ছ্রূয়মাণবিভক্তিবিশেষণং বিজ্ঞাস্যতে। অস্ত্যন্যৎস্থগ্রহণস্য প্রয়োজনম্। কিম্। সবিভক্তিকস্য বান্নাবাদয়ো যথা স্যুরিতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। পদস্যেতি বর্ত্ততে। বিভক্ত্যন্তং চ পদং তত্রাঽন্তরেণাপি স্থগ্রহণং সবিভক্তিকস্যৈব ভবিষ্যন্তি। ভবেৎসিদ্ধং যত্র বিভক্ত্যন্তং পদং যত্র তু খলু বিভক্তৌ পদং তত্র ন সিধ্যতি। গ্রামো বাং দীয়তে গ্রামো নৌ দীয়তে। সম্বগ্রহণমপি প্রকৃতমনুবর্ত্ততে তেন সবিভক্তিকস্যৈব ভবিষ্যতি। ইহ চক্ষুষ্কামং যাজয়াংচকারেতি তিঙ্ঙতিঙ ইতি তস্য চ নিঘাতস্তস্মাচ্চানিঘাতঃ প্রাপ্নোতি। আমি লিলোপাত্তস্য চানিঘাতস্তস্মাচ্চানিঘাতঃ সিদ্ধো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সূত্রে স্থশব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, যখন (বিনা প্রয়োজনে স্থশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে) তখনই জানিতে হইবে যে, এস্থলে স্থশব্দ গ্রহণ করিবার কোনও উদ্দেশ্য আছে; তাহা শ্রূয়মাণ বিভক্তিরই বিশেষণ জানিতে হইবে)।

স্থশব্দ গ্রহণের অন্য প্রয়োজন আছে।

কি? অর্থাৎ কি প্রয়োজন?

বাং এবং নৌ প্রভৃতি আদেশ বিভক্তি বিশিষ্টের যাহাতে হইতে পারে।

ইহা কোনও প্রয়োজন নহে; যেহেতু ইহার পূর্ব্বেই 'পদস্য' ।৮।১।১৬ এই সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং বিভক্ত্যন্ত হইলেই যখন পদ হয়, তখন স্থগ্রহণ ব্যতীতও বিভক্তি বিশিষ্টেরই আদেশ প্রাপ্তি হইবে, যে স্থলে বিভক্ত্যন্তকে পদ বলা হয়, সেই স্থলে সিদ্ধ হউক, কিন্তু যে স্থলে বিভক্তি পরে থাকিলে পদসংজ্ঞা হয়, সেই স্থলে ত সিদ্ধ হইবে না; যথা গ্রামো বাং দীয়তে। (তোমাদিগের দুইজনকে গ্রাম দেওয়া হইতেছে) গ্রামো নৌ দীয়তে

(আমাদিগের দুইজনকে গ্রাম দেওয়া হইতেছে) প্রকরণক্রমে সর্ব্বগ্রহণেরও অনুবৃত্তি হইবে, সেই হেতু বিভক্তি বিশিষ্টেরই হইবে। চক্ষুষ্কামং যাজয়াংচকার (দৃষ্টি লাভাকাঙ্ক্ষাকারীকে যাজন করিয়াছিল) এইস্থলে 'তিঙ্ঙতিঙঃ' ৮;১।২৮ (অতিঙন্ত পদের পরস্থিত তিঙন্ত নিষ্পন্ন শব্দ নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত স্বর বিশিষ্ট হয়) এই সূত্রানুসারে সেই উদাত্তের স্থলে অনুদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইবে।

আম্ প্রত্যয় পরে থাকাতে (যজ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিলে একের অধিক স্বরবর্ণ বিশিষ্ট ধাতু হয়াতে আম্ প্রত্যয়ের আগম হইয়া লিট্ বিভক্তির) লি র লোপ হেতু তাহার উদাত্তস্বর প্রাপ্তি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে অনুদাত্ত স্বর সিদ্ধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অঙ্গাধিকারে ইটৌ বিধিপ্রতিষেধৌ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অঙ্গাধিকারে ইটের বিধি এবং নিষেধ সিদ্ধি হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অঙ্গাধিকারে ইটৌ বিধিপ্রতিষেধৌ ন সিদ্ধ্যতঃ। জিগমিষ সংবিবৃৎস। অঙ্গস্যেতীটৌ বিধিপ্রতিষেধৌ ন প্রাপ্নুতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অঙ্গাধিকারে ইটের বিধি এবং নিষেধ সিদ্ধ হইবেনা অর্থাৎ অঙ্গাধিকারে বিহিত সমস্ত কার্য্য লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপ হইলে যদি তাহা প্রাপ্তি না হয়, তবে ইটের বিধি এবং নিষেধ না হওয়া নিবন্ধন দোষ হইবে; যথা জিগমিষ সংবিবৃৎস (গম্ ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া লোটের 'হি' বিভক্তির লোপ করা হইলে, সেই লুপ্ত হকারকে নিমিত্ত করিয়া গম্ ধাতু স্থানে ইট্ প্রাপ্তি হইবেনা, এবং বৃৎ ধাতু সন্ করিয়া লোটের হি বক্তির লোপ হইলে, তাহাকে নিমিত্ত করিয়া 'নবৃদ্ভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ' ।৭।২।৫৯ এই সূত্রানুসারে সকারাদি আর্ধ ধাতুকের ইট্ হয় না বলিয়া ইটের নিষেধ হওয়াতে 'সংবিবৃৎস' সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইবেনা) এইস্থলে অঙ্গের ইটের বিধি এবং নিষেধ উভয়েরই প্রাপ্তি হইবেনা।

বার্ত্তিকমূলম্।—ক্রমেদীর্ঘত্বং চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ক্রম ধাতুর দীর্ঘত্বও সিদ্ধ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—কিং চ। ইটশ্চ বিধিপ্রতিষেধৌ। নেত্যাহ। অদেশোঽয়ং চঃ পঠিতঃ। ক্রমেশ্চ দীর্ঘত্বম্। উৎক্রামসংক্রামেতি। ইহ কিংচিদঙ্গাধিকারে লুমতা লুপ্তে প্রত্যয়লক্ষণেন ভবতি কিংচিচ্চান্যত্র ন ভবতি। যদি পুনর্ন্ন লুমতা তস্মিন্নিত্যুচ্যতে অথ ন লুমতা তস্মিন্নিত্যুচ্যমানে কিং সিদ্ধমেতদ্ভবতি। ইটৌ বিধিপ্রতিষেধৌ ক্রমেদীর্ঘত্বং চ। বাঢ়ং সিদ্ধম্। ন ইটৌ বিধিপ্রতিষেধৌ

পরস্মৈপদেম্বিত্যুচ্যতে। কথং তর্হি। সকারাদাবিতি তদ্বিশেষণং পরস্মৈপদগ্রহণম্। ন খল্বপি ক্রমেদীর্ঘত্বং পরস্মৈপদেম্বিত্যুচ্যতে। কথং তর্হি। শিতীতি তদ্বিশেষণং পরস্মৈপদগ্রহণম্।

ভাষ্যানুবাদ।—কি হইবে?

ইটের বিধি এবং নিষেধ হয়।

তাহা হইবেনা, যেহেতু এই চকার অস্থানে পঠিত হইয়াছে।

এবং ক্রম্ ধাতুদীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে, যথা উৎক্রামঃ সংক্রামঃ; ইত্যাদি এইস্থলে কতক অঙ্গাধিকারে পাঠ হেতু লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপ হইলেও প্রত্যয়লক্ষণ হেতু কার্য্য হইবে, আর অন্য কতক হইবেনা।

পুনশ্চ যদি সেই স্থানে 'ন লুমতা' (লুমৎ শব্দ দ্বারা অঙ্গকার্য্য নিষেধ) বলা হয়, অনন্তর সেইস্থলে লুমৎ কার্য্য হয় না, এইরূপ বলিলে কি তাহা সিদ্ধ হইবে যে, ইটের বিধিপ্রতিষেধ এবং ক্রম্ ধাতুর দীর্ঘত্ব?

অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। (গমেরিট্) ইটের যে বিধি এবং নিষেধ তাহা যে পরস্মৈপদীতে হইয়া থাকে, এইরূপ বলা হইবেনা।

তবে কিরূপে হইবে?

সকারাদিতে বলিব এবং সেইরূপ বিশেষণবিশিষ্ট পরস্মৈপদের গ্রহণ করিব।

ক্রম্ ধাতুর যে দীর্ঘত্ব, তাহাও যে কেবল পরস্মৈপদীতে বলা হইবে তাহা নহে।

তবে কিরূপে হইবে?

শ ইৎ এইরূপ বিশেষণ বিশিষ্ট পরস্মৈপদের গ্রহণ করা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন লুমতা তস্মিন্নিতি চেদ্ধনিণিঙাদেশাস্তলোপে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপে অঙ্গ কার্য্য না হয়, তবে হন ধাতুর ণিঙ্ আদেশ, ও তলোপ কার্য্যে সিদ্ধ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—ন লুমতা তস্মিন্নিতি চেদ্ধনিণিঙাদেশাস্তলোপে ন সিদ্ধ্যন্তি। অবধি ভবতা দস্যুঃ। অগায়ি ভবতা গ্রামঃ। অধ্যগায়ি ভবতানুবাকঃ। তলোপে কৃতে লুঙীতি হনিণিঙাদেশা ন প্রাপ্নুবন্তি। নৈষ দোষঃ। ন লুঙীতি হনিণিঙাদেশা উচ্যন্তে। কিং তর্হি। আর্দ্ধধাতুক ইতি তদ্বিশেষণং লুঙ্ গ্রহণম্। ইহ চ সর্ব্বস্তোমঃ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ সর্ব্বস্য সুপীত্যাদ্যুদাত্তত্বং ন প্রাপ্নোতি। তচ্চাপি বক্তব্যম্। * ন বক্তব্যম্। ন লুমতাঙ্গস্যেত্যেব সিদ্ধম্।

কথম্ ন লুমতা লুপ্তেঽঙ্গাধিকারঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। কিং তর্হি। যোঽসৌ লুমতা লুপ্যতে তস্মিন্ যদঙ্গং তস্য যৎকার্য্যং তন্ন ভবতি। এবমপি সর্ব্বস্বরো ন সিদ্ধ্যতি। কর্ত্তব্যো হত্র যত্নঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপ হইলে, যদি তাহাতে অঙ্গ কার্য্য না হয়, তবে হন্ ধাতু ণিচ্ করিলে লুঙ্ বিভক্তিতে যে সকল আদেশ হয়, তকারের লোপ হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। যথা -অবধি ভবতা দস্যুঃ' (আপনাকর্ত্তৃক দস্যু বধ করা হইয়াছিল,) এইস্থলে 'হনো বধ লিঙি' ২।৪ ২২ 'লুঙি চ' ২।৪।৪৩ এই সূত্রানুসারে হন্ ধাতুর স্থানে বধ্ আদেশ হইলে কর্ম্মণি বাচো আত্মনেপদী 'ত' আদেশ হইলে সেই তকারের লোপ নিবন্ধন আর ণিঙ্ আদেশ হইবে না); অগায়ি ভবতা গ্রামঃ (আপনাকর্ত্তৃক গ্রাম গীত হইয়াছিল, 'ইণো গা লুঙি ২।৪।৪৯ এই সূত্রানুসারে গা আদেশ হইয়া তলোপ ও ণিঙ্ আদেশ হইয়াছে; সুতরাং অগায়ি এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইল); 'অধ্যগায়ি ভবতানুবাকঃ' (আপনা কর্ত্তৃক অনুবাক (১) অধ্যয়ন করা হইয়াছে, এইস্থলে অধি—ইঙ্+কর্ম্মণি তল্ আদেশ হইলে 'চিণ্ ভাবকর্ম্মণোঃ' ৩।১।৬৬ এই সূত্রানুসারে চিণাদেশ হইয়া তকারের লোপ হইলে অধ্যগায়ি প্রয়োগ হইয়াছে)।

এই স্থলে তকারের লোপ করা হইলে, লুঙ্ বিভক্তিতে হন্ ধাতু স্থানে ণিঙ্ প্রভৃতি আদেশ প্রাপ্তি হইবে না।

এস্থলে কোন ও দোষ হইবে না; কারণ হন্ ধাতুর ণিঙ্ প্রভৃতি আদেশ কালে লুঙ্ বিভক্তিতে নিষেধ করা হইবে।

তবে কি হইবে?

'আর্দ্ধধাতুকে' এই বিশেষণ বিশিষ্ট লুঙের গ্রহণ করা হইবে। সর্ব্বস্তোমঃ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ এইস্থলে 'সর্ব্বস্য সুপি' ৬।১।১৯১ এই সূত্রানুসারে আদি স্বরের উদাত্তত্ব প্রাপ্তি হইবেনা।

তাহাও কি বলিতে হইবে?

না, বলিতে হইবেনা। 'ন লুমতাঙ্গস্য' এই সূত্রানুসারেই সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

'ন লুমতা' এই লোপের বিষয় অঙ্গাধিকারের প্রতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

তবে কি?

(১) ঋক্‌বেদের অংশ বিশেষকে অনুবাক্ বলে।

যাহা এস্থলে লুমৎ শব্দ দ্বারা লোপ করা হইয়াছে, তাহাতে যে অঙ্গ রহিয়াছে, তাহার যে কার্য্য রহিয়াছে তাহা হইবেনা।

এইরূপ করিলেও ত সর্ব্বস্বর (সর্ব্বান্তস্থ প্রভৃতি স্থলে; সর্ব্ব শব্দের স্বর) সিদ্ধি হইবেনা ?

এস্থলে যত্ন করা হইবে অর্থাৎ সর্ব্ব শব্দের জন্য সূত্রবিশেষ করিতে হইবে।

অলোঽন্ত্যাৎপূর্ব্বউপধা।৬৫।

অলঃ।৬ অন্ত্যাৎ ।৫ পূর্ব্ব-উপধা।১।

সূত্রানুবাদ।—অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে উপধা বলে।

ভাষ্যমূলম্।— কিমিদমল্‌গ্রহণমন্ত্যবিশেষণম্। এবং ভবিতুমর্হতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই যে অল্ প্রত্যাহারের গ্রহণ, ইহা কি অন্ত্যের বিশেষণ ?

এইরূপে হইতে পারে যে——

বার্ত্তিকানুবাদ।—উপধাসংজ্ঞায়ামল্‌গ্রহণমন্ত্যানির্দ্দেশশ্চেৎ সংঘাতপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উপধা সংজ্ঞাতে অল্ প্রত্যাহারের গ্রহণে যদি অন্ত্যের নির্দ্দেশ করা যায়, তবে সংঘাত অর্থাৎ মিলিত বর্ণ সমূহের নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—উপধাসংজ্ঞায়ামল্‌গ্রহণমন্ত্যনির্দ্দেশশ্চেৎসংঘাতস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। সংঘাতস্যোপধা সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। তত্র কো দোষঃ। শাস ইদঙ্‌হলোঃ শিষ্টাৎ শিষ্টাম্। সংঘাতস্যেত্বং প্রাপ্নোতি। যদি পুনরলন্ত্যাদিত্যুচ্যতে। এবমপ্যন্ত্যোঽবিশেষিতো ভবতি। তত্র কো দোষঃ। সংঘাতাদপি পূর্ব্বস্যোপধা সংজ্ঞা প্রসজ্যেত। তত্র কো দোষঃ। শাস ইদঙ্‌হলোঃ শিষ্টঃ শিষ্টবান্। শকারস্যেত্বং প্রসজ্যেত। সূত্রং চ ভিদ্যতে। যথান্যাসমেবাস্তু। ননু চোক্তমুপধাসংজ্ঞায়ামল্‌গ্রহণমন্ত্যনির্দ্দেশশ্চেৎ সংঘাতপ্রতিষেধ ইতি। নৈষ দোষঃ। অন্ত্যবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধম্। সিদ্ধমেতৎ। কথম্। অলোঽন্ত্যস্য বিধয়ো ভবন্তীত্যন্ত্যস্য ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উপধা সংজ্ঞাতে অল্ প্রত্যাহারের গ্রহণ যদি অন্ত্যের নির্দ্দেশ করা যায়, তবে সংঘাত অর্থাৎ মিলিত বর্ণ সমূহের নিষেধ বলিতে হইবে।

যে স্থলে ২টি ৩টী বর্ণ একত্র মিলিত হইয়াছে তাহাও যদি অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে থাকে, তবে তাহারও উপধা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

তাহাতে দোষ কি?

'শাস ইদং হলোঃ' ৬।৪।৩৪ (শাস ধাতুর উপধার ইকার হয়, অঙ্ পরে থাকিলে এবং হলাদি বিশিষ্ট ক ইৎ এবং ঙ ইৎ বিভক্তি পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে শাস ধাতুর উত্তর আদিষ্ট তাৎ এবং তাম্ প্রত্যয় পরে থাকাতে শিষ্টাৎ। শিষ্টাম্ (এস্থলে আকার সহিত শকারের স্থানে ইকার প্রাপ্তি হইত) এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে এইস্থলেও সংঘাতের ইত্ব প্রাপ্তি হইবে।

পুনঃ যদি অলন্ত্যাৎ অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের যে পূর্ব্ববর্ণ এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলেও অন্ত্য বর্ণটি বিশেষণ বিশিষ্ট হয় না।

তাহাতে দোষ কি?

একত্র মিলিত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণেরও উপধা সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে।

হইলই বা তাহাতে দোষ কি?

'শাস ইদং হলোঃ' ৬।৪।৩৪ এই সূত্রানুসারে শিষ্টঃ শিষ্টবান্ এই সকল স্থলে শকারের স্থানে ইকার প্রাপ্তি হইবে এবং সূত্র ও পৃথক্ হইয়া যাইবে, অতএব যেরূপ আছে সেইরূপেই হউক, যদি বল যে উপধা সংজ্ঞায় অল্ গ্রহণ যদি অন্ত্যের নির্দ্দেশ করা হয়; তবে বর্ণ সমূহের উপধা সংজ্ঞা নিষেধ করিতে হইবে, এরূপ দোষ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

তাহা কোনও দোষ নহে। কারণ অলোঽন্ত্যস্য সূত্রে অন্ত্য শব্দের জ্ঞান হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে।

ইহা সিদ্ধ হইবে কিরূপে?

অন্ত্য অলের যে সকল বিধি হইবে তাহা ঠিক অন্ত্য বর্ণেরই হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অন্ত্যবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধমিতি চেন্নানর্থকেঽলোঽন্ত্যবিধিরনভ্যাসবিকারে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি অন্ত্য বিজ্ঞানহেতুই সিদ্ধ হয়, তাহা হইবে না; যেহেতু অনর্থকে অনভ্যাস বিকারে অলোন্ত্যবিধি হয় না এইরূপ নিয়ম করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম।—অন্ত্যবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধমিতিচেত্তন্ন। কিং কারণম্। নানর্থকে ঽলোন্ত্যবিধিরনভ্যাসবিকারে। অনর্থকে ঽলোন্ত্যস্য বিধির্নেত্যেষা পরিভাষা কর্ত্তব্যা। কিমবিশেষেণ। নেত্যাহ। অনভ্যাসবিকারে। অভ্যাস বিকা-

স্নান্ বর্জ্জয়িত্বা। ভৃঞামিৎ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেতি। কান্যেতস্যাঃ পরিভাষায়াঃ প্রয়োজনানি।

ভাষ্যানুবাদ। যদি বল যে অন্ত্যাবিজ্ঞান হেতু সিদ্ধ হইবে, তাহা নহে।

কারণ কি ?

অর্থবিহীন বিষয়ে, অভ্যাসের বিকার হইলে, অলোন্ত্যবিধি হয় না। অর্থ বিহীন স্থলে 'অলোন্ত্যস্য' সূত্রানুসারে যে বিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইবে না, এইরূপ পরিভাষা করিতে হইবে।

ইহা কি অবিশেষরূপে করিতে হইবে ?

না, এইরূপ বলিতেছেন।

অনভ্যাস বিকারে—অভ্যাসের বিকার (পরিবর্ত্তন) ভিন্ন—যথা 'ভৃঞামিৎ' ৭।৪।৭৬ (ভৃঞ্, মাঙ্, ওহাঙ্ এই তিনটী ধাতুর অভ্যাসের লোপ হয় শ্লু পরে থাকিলে) 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ ৭।৪।৭৭ (অভ্যাসের ইকারান্ত আদেশ হয়, ঋ এবং পৃ ধাতুর, শ্লু পরে থাকিলে) এই সকল স্থলে অভ্যাসের বিকার হইয়াছে ; সুতরাং অলোঽন্ত্যবিধির নিষেধ হইবে না।

এই পরিভাষা করিবার কি২ প্রয়োজন রহিয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম।—প্রয়োজনমব্যক্তানুকরণস্যাত ইতৌ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'অব্যক্তানুকরণস্যাত ইতৌ ৬।১।৯৮ এই সূত্রে প্রয়োজন হইবে।

ভাষ্যমূলম্। অব্যক্তানুকরণস্যাত ইতাবিত্যন্ত্যস্য প্রাপ্নোতি। অনর্থকেঽলোন্ত্যবিধির্ন ভবতীতি ন দোষো ভবতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। নান্ত্যস্য পররূপং ভবতীতি। যদয়ং নাম্রেড়িতস্যান্ত্যস্য তু বেত্যাহ। ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চেত্যেস্ত্যস্য প্রাপ্নোতি। অনর্থকেঽলোঽন্ত্যস্যবিধির্নেতি দোষো ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। পুনর্লোপবচনসামর্থ্যাৎ সর্ব্বস্য ভবিষ্যতি। অথবা শিল্লোপঃ করিষ্যতে স শিৎসর্ব্বস্যেতি সর্ব্বাদেশোভবিষ্যতি। স তর্হি শকারঃ কর্ত্তব্যঃ। ন কর্ত্তব্যঃ। ক্রিয়তে ন্যাস এব। দ্বিশকারকো নির্দ্দেশঃ ঘ্বসোরেশ্বাবভ্যাসলোপশ্চেতি। আপি লোপোঽকোঽনচি। তিষ্ঠতি সূত্রম্। অন্যথা ব্যাখ্যায়তে। আপি হ'ল লোপ ইত্যন্ত্যস্য প্রাপ্নোতি। অনর্থকে ঽলোন্ত্য বিধির্নেতি ন দোষো ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। অন এব লোপং বক্ষ্যামি। তদন্যো গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। প্রকৃতমনুবর্ত্ততে। ক প্রকৃতম্।

অনাপ্যক ইতি। তচ্চ প্রথমানির্দ্দিষ্টং ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টেন চেহার্থঃ। হলীত্যেষা সপ্তমী অনিতি প্রথমায়াঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়িষ্যতি। তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্তেতি। অত্র লোপ অভ্যাসস্য। অন্ত্যস্য প্রাপ্নোতি। নানর্থকে হলোহন্ত্যবিধিরিতি ন দোষো ভবতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। অত্র গ্রহণসামর্থ্যাৎ সর্ব্বস্য ভবিষ্যতি। অস্ত্যন্যদত্রগ্রহণস্য প্রয়োজনম্। কিম্। সনধিকারোহপেক্ষ্যতে। ইহ মাভূৎ। দধৌ দদৌ। অন্তরেণাপ্যত্র গ্রহণং সন্নধিকারমপেক্ষিষ্যামহে। সংস্তর্হি সকারাদিরপেক্ষ্যতে। সনিসকারাদাবিতি। ইহ মা ভূৎ। জিজ্ঞপয়িষতীতি। অন্তরেণাপ্যত্র গ্রহণং সনং সকারাদিমপেক্ষিষ্যামহে। প্রকৃতয়স্তর্হ্যপেক্ষ্যন্তে এতাসাং প্রকৃতীনাং লোপো যথা স্যাৎ। ইহ মা ভূৎ। পিপক্ষতি যিযক্ষতি। অন্তরেণাপ্যত্র গ্রহণমেতাঃ প্রকৃতীরপেক্ষিষ্যামহে। বিষয়স্তর্হ্যপেক্ষতে। মুচোঽকর্ম্মকস্য গুণো চেতি। ইহ মা ভূৎ। মুমুক্ষতি গামিতি। অন্তরেণাপ্যত্র গ্রহণমেতং বিষয়মপেক্ষিষ্যামহে। কথম্। অকর্ম্মকস্যেত্যুচ্যতে তেন যত্রৈবায়ং মুচিরকর্ম্মকস্তত্রৈব ভবিষ্যতি। তস্মান্নার্থোঽনয়া পরিভাষয়া নানর্থকে অলোহন্ত্যবিধিরিতি। অলোঽন্ত্যাৎপূর্ব্বো হলুপধেতি বা। অথ বা ব্যক্তমেব পঠিতব্যম্। অলোহন্ত্যাৎপূর্ব্বো হলুপধাসংজ্ঞো ভবতীতি। তত্তর্হি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—'অব্যক্তানুকরণস্যাত ইতৌ ৬।১।৯৮ (কোনও ধ্বনির অনুকরণ করিবার সময় যে অৎ শব্দ, তাহার পরে ইতি শব্দ থাকিলে পররূপ অর্থাৎ পরবর্ণের ন্যায় একটি আদেশ হয়; পটৎ+ইতি+পটিতি) এস্থলেও অন্ত্যবর্ণেরই প্রাপ্ত হইবে।

অর্থহীন স্থলে অলোঽন্ত্য বিধি হয় না বলিয়া এই স্থলেও অর্থহীন হওয়াতে কোনও দোষ হইবে না।

ইহাও কোন প্রয়োজন নহে, কারণ আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায় অনুসারেই জানা যাইতেছে যে, অন্ত্যের পররূপ হয় না; যেহেতু 'নাম্রেড়িত স্যান্ত্যস্য তু বা ৬।১।৯৯ (আম্রেড়িত শব্দের পূর্ব্বোক্ত কার্য্য হয় না; কিন্তু অন্ত্যের মাত্র 'ত'কারের বিকল্পে হয়) এই পাঠ করিয়াছেন। 'ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ। ৬।৪।১১৯। ঘু সংজ্ঞক ধাতুর এবং অস ধাতুর স্থানে একার হয় এবং অভ্যাসের লোপ হয়, হি পরে থাকিলে; এই সূত্রানুসারে কার্য্যও অন্ত্যেরই হইবে।

অর্থহীন স্থলে 'অলোঽন্ত্য' বিধি প্রাপ্ত হয় না বলিয়া কোনও দোষ হইবেনা।

ইহারও কোন প্রয়োজন নাই; যেহেতু পূর্ব্বে লোপ প্রসঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় লোপ আরম্ভক সূত্র করা হেতুই জানিতে হইবে যে, তাহা সকল বর্ণের স্থানেই হয়।

অথবা 'শ' ইৎ ও লোপ করা হইবে, সেই শ ইৎ কার্য্যই, ('অনেকাল্-শিৎসর্ব্বস্য' এই সূত্রানুসারে), সকল বর্ণ স্থানে হয় বলিয়া এইস্থলেও সকল বর্ণেরই আদেশ হইবে।

সেই শকার তবে প্রয়োগ করিতে হইবে?

না তাহা কর্ত্তব্য নহে।

কৃত বিষয়েরই, পুনঃ ন্যাস করা হইবে অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইবে। এক্ষণে দুইটি শকার বিশিষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াই 'ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ' এই সূত্র করা হইবে। এস্থলে ইদের লোপ আপ্ পরে থাকিলে এবং অচ্ পরে না থাকিলে ককার ভিন্ন অন্যত্র লোপ হয়, এইরূপ সূত্র অবস্থান করিতেছে; কিন্তু তাহাদের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'অনাপ্যকঃ' ৭।২।১১২ (ককার বিশিষ্ট নহে এমন যে ইদম্ শব্দ, তাহার ইদের স্থানে 'অন্' হয় আপ্ অর্থাৎ ঔয়া আদি বিভক্তি পরে থাকিলে), 'হলি লোপঃ' ৭।২।১১৩ (হল্ পরে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ইদের লোপ হয়) এই সূত্রানুসারে আপ্ বিষয়ক হল্ পরে থাকিলে যে লোপ হয়, তাহা অন্ত্য বর্ণেরই প্রাপ্তি হইবে, কিন্তু অর্থহীন বিষয়ে অন্ত্য অংশের বিধি হয় না বলিয়া কোনও দোষ হইবেনা। এইরূপ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কারণ ('হলি লোপঃ' এই সূত্র ইদের লোপ না করিয়া, 'অনাপ্যকঃ' সূত্রানুসারে যে অন্ আদেশ হইয়াছে) অনের লোপ করা হইবে।

তবে সেই অনেরও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য?

না, কর্ত্তব্য নহে; কারণ প্রকরণানুসারে প্রাপ্ত বিষয়ের অনুবৃত্তি করা হইবে।

এই প্রকরণে কোথায় উল্লিখিত হইয়াছে?

'অনাপ্যকঃ' এই সূত্রে।

সেই স্থলে তো প্রথমা বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, এইস্থলে ত ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন?

'হলি লোপঃ' এই সূত্রস্থিত 'হলি' এই ৭মী বিভক্তিই 'অনাপ্যকঃ' সূত্রে 'অন্' এর প্রথমাকে ষষ্ঠীরূপে পরিণত করিবে; যেহেতু 'তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে

পূর্ব্বস্য' ১।১।৬৬ এই সূত্রই ৭মী বিভক্তি পরে থাকিলে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের স্থানে আদেশ করায় বলিয়া এইস্থলেও তদনুসারেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

'ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসস্য' এই সূত্রানুসারে যে অভ্যাসের লোপ তাহাওত অন্ত্যবর্ণের প্রাপ্তি হইবে ?

অর্থহীন স্থলে অন্ত্যবর্ণের বিধি হয় না বলিয়া এই স্থলেও কোন দোষ হইবেনা।

এইরূপ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই, এইস্থলে গ্রহণ বলেই অর্থাৎ অভ্যাসের গ্রহণ হেতুই, সকল বর্ণস্থানে হইবে।

এইস্থলে অভ্যাসের গ্রহণের অন্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

কি সেই প্রয়োজন ?

সন্ প্রত্যয়ের অধিকার অপেক্ষা করিতেছে—'দদৌ' 'দধৌ' এস্থলে যাহাতে না হয়।

এস্থলে অভ্যাস শব্দের গ্রহণ ব্যতীতও আমরা সন্ প্রত্যয়ের অধিকারকে অপেক্ষা করিতে পারিব।

সেই সন্ প্রত্যয় তবে সকারাদির অপেক্ষা করিবে——যে সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহা যদি সকারাদি বিশিষ্ট হয় তবেই হইবে; কিন্তু "জিজ্ঞপয়িষতি" এইস্থলে হইবেনা ?

এই স্থলে গ্রহণ ব্যতীতও সন্ প্রত্যয়ের সকারাদিকে অপেক্ষা করিবে।

প্রকৃত বিষয়েরও তবে অপেক্ষা করা হইবে, যাহাতে এই সকলের প্রকৃতিরও লোপ হইয়া যায়, পিপক্ষতি যিযক্ষতি এই সকল স্থানেও যাহাতে না হয়।

এস্থলে গ্রহণ ব্যতীতও এইসকল প্রকৃতির অপেক্ষা করিব, তবে বিষয়কেও অপেক্ষা করা হইবে, যথা—মুচ্ ধাতুর অকর্ম্মকের বিকল্পে গুণ হয়, 'মুমুক্ষতি গাম্' এইস্থলে সকর্ম্মক মুচ্ ধাতুর 'মুচোঽকর্ম্মকস্য গুণো বা ৭।৪।৫৭' এই সূত্রানুসারে গুণ প্রাপ্তি হইবে না; এস্থলে গ্রহণ না করিলেও, এই বিষয়কে অপেক্ষা করিবে।

কিরূপে ?

যদি অকর্ম্মকের এই কথা বলা হয়, তবে যে স্থলে এই মুচধাতু অকর্ম্মক হইয়াছে সেই স্থলেই হইবে; অতএব অর্থহীন অন্ত্যবর্ণের বিধি হয় না

এইরূপ পরিভাষা করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। অথবা অন্ত্য অলের (বর্ণের) পূর্ব্ব বর্ণ উপাধার লোপ না হইলেই হয় এইরূপ বলিব। অথবা ব্যক্ত বিষয়েরই পুনরায় পাঠ করা হইবে——অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব্বোঽলুপধা সংজ্ঞা অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব যে এ কটি মাত্র বর্ণ তাহারই উপধা সংজ্ঞ হয়; এইরূপ করা হইবে। তাহাও বলিতে হইবে?

না, তাহা বলিতে হইবেনা।

বার্ত্তিকমূলম্।—অবচনাল্লোকবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এইরূপ বচন না করিলেও লোক বিজ্ঞান হেতু ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অন্তরেণাপি বচনম্ লোকবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধমেতৎ। তদ্যথা। লোকে অমীষাং ব্রাহ্মণানামন্ত্যাৎ পূর্ব্ব আনীয়তামিত্যুক্তে যথা জাতীয়কোঽন্ত্য স্তথাজাতীয়কোঽন্ত্যাৎপূর্ব্বআনীয়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—এস্থলে কোনও বচনের উল্লেখ না করিলেও লোক প্রসিদ্ধ ব্যবহার জনিত জ্ঞান হেতু সিদ্ধ হইবে; যেমন,—লোকমধ্যে যদি কেহ বলে যে, 'অমীষাং ব্রাহ্মণানাম্ অন্ত্যাৎ পূর্ব্বআনীয়তাম্' (এই সকল ব্রাহ্মণদিগের সকলের শেষের পূর্ব্বে যে আছে তাহাকে আনা হউক); তবে সকলের শেষে যে জাতীয় লোক থাঁকেন, সেই শেষের পূর্ব্বের লোকটীকেও সেই জাতীয়েরই আনা হয় (অর্থাৎ সেই স্থলে যেমন মনুষ্য ব্যতীত কোন পশু ব পক্ষী পূর্ব্বে থাকিলেও তাহা আনা হয় না, সেরূপ এস্থলেও অন্ত্যঅলের পূর্ব্বে অন্‌মাত্র বর্ণকেই গ্রহণ করা হইবে)।

তস্মিন্নিতিনির্দ্দিষ্টেপূর্ব্বস্য। ৬৬

তস্মিন্। ৭ ইতি। নির্দ্দিষ্টে। ৭ পূর্ব্বস্য। ৬।

সূত্রানুবাদ।—৭মী বিভক্তি দ্বারা কোনও কার্য্য বিধান করিতে হইলে তাহা অন্য কোনও বর্ণদ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এইরূপ অব্যবহিত পূর্ব্বের বিধান হয়, জানিতে হইবে।

তস্মাদিত্যুত্তরস্য। ৬৭

তস্মাৎ। ৬ ইতি। উত্তরস্য। ৬।

সূত্রানুবাদ।—৫মী বিভক্তিদ্বারা কোনও কার্য্য করিতে হইলে তাহা ভিন্ন

র্ণদ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এইরূপ অব্যবহিত পরের স্থানে হয় জানিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুদাহরণম্। ইহ তাবৎ তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্যেতি ইকো যণচি। দধ্যত্র। মধ্বত্র। ইহ তস্মাদিত্যুত্তরস্যেতি দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যো-ঽপ ঈৎ। দ্বীপম্ অন্তরীপম্ সমীপম্। অন্যথাজাতীয়কেন শব্দেন নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে অন্যথাজাতীয়ক উদাহ্রিয়তে। কিং তর্হ্যুদাহরণম্। ইহ তাবৎ তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্যেতি তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকাবিতি তস্মাদিত্যুত্তর-স্যেতি তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসীতি। ইদং চাপ্যুদাহরণম্। ইকো যণচি দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈদিতি। কথম্। সর্ব্বনাম্নায়ং নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে। সর্ব্বনাম চ সামান্যবাচী তত্র সামান্যে নির্দ্দিষ্টে বিশেষা অপ্যুদাহরণানি ভবন্তি। কিং পুনঃ সামান্যং কো বিশেষঃ। গৌঃ সামান্যং কৃষ্ণো বিশেষঃ। ন তর্হীদানীং কৃষ্ণঃ সামান্যং গৌর্বিশেষো ভবতি। ভবতি চ। যদি তর্হি সামান্যমপি বিশেষো বিশেষোঽপি সামান্যং সামান্যবিশেষৌ ন প্রকল্পেতে। প্রকল্পেতে চ। কথম্। বিবক্ষাতঃ। যদা অস্য গৌঃ সামান্যেন বিবক্ষিতো ভবতি কৃষ্ণো বিশেষত্বেন তদা গৌঃ সামান্যং কৃষ্ণো বিশেষঃ। যদাস্য কৃষ্ণঃ সামান্যেন বিবক্ষিতো ভবতি গৌর্বিশেষেণ তদা কৃষ্ণঃ সামান্যম্ গৌর্বিশেষঃ। অপর আহ। প্রকল্পেতে চ। কথম্। পিতাপুত্রবৎ। তদ্যথা। স এব কং চিৎপ্রতি পিতা ভবতি কং চিৎপ্রতি পুত্রো ভবতি। এবমিহাপি স এব কং চিৎপ্রতি সামান্যং কং চিৎপ্রতি বিশেষঃ। এতে খল্বপি নৈর্দ্দেশিকানাং বার্ত্ততরকা ভবন্তি যে সর্ব্বনাম্না নির্দ্দেশাঃ ক্রিয়ন্তে। এতৈর্হি বহুতরকং ব্যাপ্যতে। অথ কিমর্থমুপসর্গনির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে। শব্দে সপ্তম্যা নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য কার্য্যং যথা স্যাৎ অর্থে মা ভূৎ। জানপদে অতিশায়ন ইতি। কিং গতমেতদুপসর্গেণ আহোস্বিচ্ছব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যম্। গতমিত্যাহ। কথম্। নিরয়ং বহির্ভাবে বর্ত্ততে। তদ্যথা। নিষ্ক্রান্তো দেশাদ্ নির্দ্দেশো বহির্দ্দেশ ইতি গম্যতে। শব্দং শব্দাদ্বহির্ভূতঃ। অর্থোঽবহির্ভূতঃ। অথ নির্দ্দিষ্ট-গ্রহণং কিমর্থম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাদের উদাহরণ কি?

তস্মিন্নিনির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য এই সূত্রের উদাহরণ এই যে, দধ্যত্র (দধিব অত্র) মধ্বত্র (মধুর অত্র) এই সকল স্থলে 'ইকো যণচি' এই সূত্রানুসারে অচি এস্থলে ৭মী বিভক্তি নিবন্ধন যাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী ইকার উকার

প্রভৃতি বর্ণস্থানে য, ব ইত্যাদি আদেশ হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে।

তস্মাদিত্যুত্তরস্য এই সূত্রের উদাহরণ এই যে, দ্বীপম্ (দ্বি+আপ) অন্তরীপম্ (অন্তর্+আপ) সমীপম্ (সম্+আপ্) এই সকল স্থলে 'দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ' ।৬।৩।৯৭ (দ্বি, অন্তর, এবং উপসর্গের পরস্থিত 'অপ্' শব্দের অকার স্থানে ঈ হয়) এই সূত্রানুসারে 'উপসর্গেভ্যঃ' এস্থলে ৫মী বিভক্তি থাকাতে যাহাতে উপসর্গের পরবর্ত্তী অর্থবোধ হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে।

ভিন্ন জাতীয় শব্দের নির্দ্দেশ করিয়া ভিন্ন জাতীয় শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

তবে ইহার উদাহরণ কি?

'তস্মিন্নিতিনির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' এই সূত্রের উদাহরণ, যেস্থলে স্পষ্ট 'তস্মিন্' এই শব্দ রহিয়াছে যথা 'তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ' ৪।৩।৩ এবং 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' এই সূত্রের উদাহরণও যেস্থলে তস্মাৎ শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে, যথা 'তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি ।৬।১।১০৩' এই সকল স্থলে কেবল ৭মী ও ৫মী বিভক্তির (উল্লেখ না হইয়া) তস্মিন্ এবং তস্মাৎ শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বজাতীয় উদাহরণ; পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের ন্যায় ভিন্ন জাতীয় উদাহরণ নহে)।

'ইকো যণচি, (৭মীর) 'দ্ব্যন্ত্যরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ' (৫মীর) ইহাও তো উদাহরণ।

কিরূপে?

এই যে সূত্রস্থিত তস্মিন্ এবং তস্মাৎ শব্দ তাহা সর্ব্বনাম শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর সর্ব্বনামশব্দ (সকল নামেরই পরিবর্ত্তে বসিতে পারে বলিয়া) সামান্য বা সাধারণ বাচক অতএব সাধারণের নির্দ্দিষ্টে, বিশেষের ও (Particular) উদাহরণ হইয়া থাকে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে সামান্যই বা কাহাকে বলে? বিশেষই বা কাহাকে বলে?

যেমন গো, ইহা সামান্য; কিন্তু কৃষ্ণ (সকল গাভী কৃষ্ণবর্ণ নহে বলিয়া কৃষ্ণটি বিশেষ)।

তবে কি আর এখন (তুমি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলে বলিয়া) কৃষ্ণ সামান্য এবং গো বিশেষ হইতে পারিবে না?

তাহাও হইবে (অর্থাৎ যদি কোথায়ও কৃষ্ণবর্ণের গাভী, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি নানা জাতি থাকে তখন "কৃষ্ণ বর্ণ আনয়ন কর" শুধু এই কথা বলিলে চলিবে না, গাভী কিম্বা ছাগল বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে ; এস্থলে সামান্যটি বিশেষ ও বিশেষটী সমান্যার্থ বাচক হইয়াছে।

যদি সামান্যও বিশেষ হয়, আবার বিশেষও সামান্য হয়, তবে সামান্য এবং বিশেষ বলিয়া কোনও কথা ব্যবহারই হইতে পারে না।

তাহা ও ব্যবহার হইতে পারে।

কিরূপে ?

বক্তার অভিপ্রায়ানুসারেই হইবে ; যেমন যখন গাভীকে সামান্যরূপে বলিবে এবং কৃষ্ণকে বিশেষরূপে বলিবে, তখন গাভী সামান্য এবং কৃষ্ণ বিশেষ হইবে; আবার যখন এই কৃষ্ণকে সামান্যরূপে বলিবে এবং গাভীকে বিশেষরূপে বলিবে তখন গো অপেক্ষা কৃষ্ণটি সামান্য হইবে ও গাভীটি বিশেষ হইবে।

এ সম্বন্ধে অন্য লোক বলিয়া থাকেন যে, সামান্য ও বিশেষ শব্দ ব্যবহার হইতে পারে।

কিরূপে ?

পিতা, পুত্রের ন্যায় ব্যবহার হইবে ; যেমন সেই একটি লোকই কাহারও পিতা হইয়া থাকেন, আবার কাহারও পুত্র হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রের নিকটে পিতা এবং পিতার নিকটে পুত্র সেইরূপ এস্থলেও সেই একই কাহারও প্রতি সামান্য এবং কাহারও প্রতি বিশেষ হইয়া থাকে।

এই সকলও তো নির্দ্দেশ অর্থাৎ প্রয়োজনের মধ্যে বার্ত্ততরক অর্থাৎ উপযুক্ততর হইবে, যাহা সর্ব্বনাম শব্দদ্বারা (সর্ব্বনাম শব্দ, তস্মিন্ ও তস্মাৎ) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,কারণ এই সর্ব্বনাম শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ইহা বহুতরস্থানে পরিব্যাপ্ত হইবে।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে ('তস্মিন্নিতিনির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' এই সূত্রে উপসর্গের ('নির্দ্দিষ্ট' শব্দের) কেন গ্রহণ করা হইল ?

কোনও শব্দে ৭মী বিভক্তির নির্দ্দেশ হইলে শব্দেই কার্য্য যাহাতে হয় অর্থেতে না হয় এই জন্যই এস্থলে "নির্দ্দিষ্ট' শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে ; যথা জনপদে অর্থাৎ 'জনপদে লুপ্' ৪।২।৮১। ও অতিশায়নে অর্থাৎ 'অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ' ৫।৩।৫৫ এই সকল স্থলে শব্দের উত্তরই যাহাতে প্রত্যয়লোপ এবং প্রত্যয়ের প্রাপ্তি হয়, জনপদাদি অর্থবাচক শব্দে যাহাতে না হয়।

উপসর্গ ('নির্দ্দিষ্ট' শব্দ) গ্রহণ হেতুই কি ইহা চরিতার্থ হইবে? অথবা শব্দের আধিক্য প্রযুক্ত অর্থেরও আধিক্য বুঝাইবে?

চরিতার্থ হইবে, এইরূপে বলিতেছেন।

কিরূপে?

এই যে 'নির্দ্দিষ্ট' শব্দের 'নির্' উপসর্গটি বহির্ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে যেমন,—দেশাৎ অর্থাৎ দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হইয়াছে যে, তাহাতে নির্দ্দেশ অর্থাৎ বহির্দ্দেশ অর্থ বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ এস্থলে শব্দ হইতে বহির্ভূত যে শব্দ, তাহাকে বুঝাইবে, কিন্তু অর্থ তো শব্দ হইতে বহির্ভূত নহে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে এস্থলে "নির্দ্দিষ্ট" শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল?

বার্ত্তিকমূলম্।—নির্দ্দিষ্টগ্রহণমানন্তর্য্যার্থম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অনন্তরার্থ বুঝাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—নির্দ্দিষ্টগ্রহণং ক্রিয়তে। আনন্তর্য্যার্থম্। আনন্তর্য্যমাত্রে কার্য্যং যথা স্যাৎ। ইকো যণচি। দধ্যত্র; মধ্বত্র। ইহ মা ভূৎ। সমিধৌ সমিধঃ। দৃষদৌ দৃষদঃ। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে। তস্মিঁস্তস্মাদিতি পূর্ব্বোত্তরয়োর্যোগয়োরবিশেষান্নিয়মার্থং বচনং দধ্যাদকং পচত্যোদনম্। তস্মিং স্তস্মাদিতি পূর্ব্বোত্তরয়োর্যোগয়োরবিশেষান্নিয়মার্থোঽয়মারম্ভঃ। গ্রামোদেব-দত্তঃ, পূর্ব্বপর ইতি সন্দেহঃ। গ্রামাদ্দেবদত্তঃ, পূর্ব্বঃপর ইতি সন্দেহঃ। এব-মিহাপি দধ্যাদকং পচত্যোদনম্। উভাবিকৌ উভাবচৌ। অচি পূর্ব্বস্য অচি পরস্যেতি সন্দেহঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি। অতিঙঃ পূর্ব্বস্য অতিঙঃ পরস্যেতি সন্দেহঃ। ইষ্যতে চাচি পূর্ব্বস্য স্যাৎ। অতিঙশ্চ পরস্যেতি। তচ্চান্তরেণ বচনং ন সিদ্ধ্যতীতি নিয়মার্থং বচনম্। এবমর্থমিদমুচ্যতে। অস্তি প্রয়োজনমেৎ। কিং তর্হীতি। অথ যত্রোভয়ং নির্দ্দিশ্যতে কিং তত্র পূর্ব্বস্য কার্য্যং ভবতি আহো স্বিৎ পরস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সূত্রে "নির্দ্দিষ্ট" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে—আনন্তর্য্য অর্থাৎ ব্যবধানে না থাকে এরূপ বর্ণের কার্য্য সিদ্ধি হইবার জন্য,—যাহাতে মাত্র অব্যবহিতেরই কার্য্য হইতে পারে—যথা 'ইকো যণচি' এই সূত্রে অচি এস্থলে ৭মী বিভক্তি থাকাতে দধ্যত্র (দধি শব্দের অব্যবহিত পরেই অত্র শব্দ) মধ্বত্র (মধু শব্দেরই অব্যবহিত পরে অত্র শব্দের অচ্ থাকাতে য, ব ইত্যাদি আদেশ

হইয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে); কিন্তু সমিধৌ (সমি শব্দের ইকারের পরে ধৌ শব্দের ঔকার) সমিধং (সমি শব্দের ই কারের পরে ধং শব্দের অকার) দৃশদৌ দৃশদঃ (দৃ বর্ণের ঋকারের সহিত শদৌ ও শদঃ ইহাদিগের পরবর্ত্তী অকার আকানিবন্ধন মধ্যে বর্ণান্তর ব্যবধান থাকিলেও) যাহাতে এই সকল স্থলে য, ব প্রভৃতি কার্য্য সিদ্ধি না হয়।

পূর্ব্বে একবার "নির্দ্দিষ্ট" শব্দ গ্রহণের প্রয়োজনাদি উল্লেখ করিয়া পুনঃ 'নির্দ্দিষ্ট' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে 'নির্' উপসর্গ নিষ্ক্রান্ত অর্থবিশিষ্ট দেখান হইয়াছে; এক্ষণে পুনঃ নির্ উপসর্গ নিরন্তর অর্থবাচক দেখান হইতেছে বলিয়া এবং 'দৃশ' শব্দ কেবল উচ্চারণের জন্য প্রয়োজন দেখাইয়া এই স্থলে পুনরায় শঙ্কা করিয়াছেন এবং সমিধৌ শব্দে মকার দৃশদৌ শব্দে শকার ব্যবধান থাকাতে সন্ধি কার্য্য হইল না এইরূপ নিরন্তর অর্থের প্রয়োজন দেখান হইল।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে এই সূত্রটি কেন উল্লেখ করা হইল?

তস্মিন্ এবং তস্মাৎ এইরূপ ৭মী ও ৫মী বিভক্তি দ্বারা পূর্ব্বের এবং পরের নিয়ম হইবে তাহার বিশেষ কিছু নিয়ম করা হয় নাই; অতএব দধ্যুদকং পচত্যোদনম্ এই সকল স্থলে পূর্ব্বের স্থানেই য হয়, এরূপ নিয়ম করিবার জন্য এই সূত্র করা হইয়াছে—তস্মিন্ এবং তস্মাৎ এই স্থলে কোন বিভক্তি পরে থাকিলে পূর্ব্বের এবং কোন বিভক্তি পরে থাকিলে পরের স্থানে আদেশ হয়। তাহার কিছু নিয়ম না থাকিলে হয়ত ৫মী পরে থাকিলেও পূর্ব্বের এবং ৭মী পরে থাকিলেও পরের স্থানে আদেশ হইতে পারে; অতএব তাহার একটি নিয়ম করিবার জন্য এই সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে, যেমন 'গ্রামে দেবদত্ত' এই কথা বলিলে, গ্রামের পূর্ব্বে না পরে, এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে এবং 'গ্রামাৎ দেবদত্ত' এই কথা বলিলেও গ্রামের পূর্ব্বে বা পরে এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, সেইরূপ এস্থলে ও 'দধ্যুদকং (বলিতে যণ্ আদেশ কি পূর্ব্ববর্ত্তী দধি শব্দের ইকার স্থানেই হইবে না পরবর্ত্তী উকার স্থানেই হইবে) পচত্যোদনম্ (বলিতে যণ্ আদেশ কি পূর্ব্ববর্ত্তী ইকার, না পরবর্ত্তী উকার স্থলে হইবে) এই স্থলে 'ইক্' ও দুইটি, 'অচ্' ও দুইটি, এক্ষণে অচি বলিতে কি পূর্ব্ব অচেরই গ্রহণ করা হইবে না পর অচেরই গ্রহণ করা হইবে? এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই স্থলে 'অতিঙের' পূর্ব্বে অর্থ বা 'অতিঙের' (তিপ্

তস্ ইত্যাদি তিঙন্ত বিভক্তি ভিন্নের) পরের স্থানে অনুদাত্ত স্বর হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতেছে; অথচ যণ্ আদেশ অচের পূর্ব্বেরই হয় এবং অনুদাত্ত স্বর অতিঙন্তের পরেরই হয় এইরূপ করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে; কিন্তু সূত্র না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবার উপায় নাই; সুতরাং এস্থলে নিয়ম করিবার জন্যই এই সূত্র করা হইয়াছে—এই প্রয়োজনে এই সূত্রের উল্লেখ হইয়াছে।

ইহার কি প্রয়োজন আছে?

তা বৈ কি?

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্র করিলেও ত সেই সন্দেহই উপস্থিত হইল; কারণ, যে স্থলে ৭মী এবং ৫মী উভয়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই স্থলে কি পূর্ব্বেরই কার্য্য হইবে অথবা পরেরই কার্য্য হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—উভয় নির্দ্দেশে বিপ্রতিষেধাৎ পঞ্চমী নির্দ্দেশঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উভয় নির্দ্দেশ হইলে, বিপ্রতিষেধ হেতু ৫মীরই নির্দ্দেশ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—উভয়নির্দ্দেশে বিপ্রতিষেধাৎ পঞ্চমী নির্দ্দেশে ভবিষ্যতি। কিং প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—যে স্থানে ৭মী এবং ৫মী উভয়ের নির্দ্দেশ হইয়াছে সেই স্থলে বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তুল্য বলের বিরোধ হইলে পর সূত্রের কার্য্যই হইয়া থাকে বলিয়া এস্থলেও ('তস্মাদিত্যুত্তরস্য' সূত্র) পরে নির্দ্দেশ হেতু ৫মীরই নির্দ্দেশ হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রয়োনমতো লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ল সার্ব্বধাতুক ও অনুদাত্ত বিষয়ে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—বক্ষ্যতি তাস্যাদিভ্যোঽনুদাত্তত্বে সপ্তমী নির্দ্দেশোঽভ্যস্তসিজর্থ ইতি। তস্মিন্ ক্রিয়মাণে তাস্যাদিভ্যঃ পরস্য লসার্ব্বধাতুকস্য লসার্ব্বধাতুকে পরতস্তাস্যাদীনামিতি সন্দেহঃ। তাস্যাদিভ্যঃ পরস্য ল সার্ব্বধাতুকস্য।

ভাষ্যানুবাদ।—তাসি প্রভৃতি বিভক্তির অনুদাত্ত নির্দ্দেশে ৭মী বিভক্তি বলা হইবে, যাহাতে অভ্যস্ত সিচ্ ইহার কার্য্য হইতে পারে। সেইরূপ করিলে তাসি প্রভৃতি বিভক্তির পরে সার্ব্বধাতুক লকারের স্থানে অথবা সার্ব্বধাতুক ল কার পরে থাকিলে তাসি প্রভৃতি স্থানে অনুদাত্ত স্বর হইবে

এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে; তাসি প্রভৃতির পরে সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্ত স্বর হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—বহোরিষ্ঠাদীনামাদিলোপে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বহু প্রভৃতি স্থলে ইষ্ঠ প্রভৃতির আদিলোপে সন্দেহ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—বহোরুত্তরেষামিষ্ঠেমেয়সামিষ্ঠেমেয়ঃসু পরতো বহোরিতি সন্দেহঃ। বহোরুত্তরেষামিষ্ঠেমেয়সাম্।

ভাষ্যানুবাদ।—বহু শব্দের পরে ইষ্ঠেমেয়সাম্, ইষ্ঠেমেয়ঃসু শব্দ পরে থাকা প্রযুক্ত বহু শব্দের স্থানে সন্দেহ হইবে। বহু শব্দের উত্তর ইষ্ঠেমেয়সাম্ শব্দ থাকিলে (বহু শব্দের লোপ, ভূভাব যথাক্রমে প্রাপ্তি হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ হইবে)।

বার্ত্তিকমূলম্।—গোতো ণিৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গোশব্দের উত্তর ণ ইৎ কার্য্যে সন্দেহ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—গোতঃ পরস্য সর্ব্বনামস্থানস্য সর্ব্বনামস্থানে পরতো গোত ইতি সন্দেহঃ। গোতঃ পরস্য সর্ব্বনাম স্থানস্য।

বার্ত্তিকানুবাদ। গো শব্দের পরে, নর্ব্বনাম স্থানে অথবা সর্ব্বনাম স্থান পরে থাকিলে গো শব্দের ণইৎ কার্য্য হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। গো শব্দের পরে সর্ব্বনাম স্থানেরই কার্য্য হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—রুদাদিভ্যঃসার্ব্বধাতুকে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—রুদাদির পরস্থিত সার্ব্বধাতু স্থানে সন্দেহ হইবে।

ভাষ্যমূলম্। রুদাদিভ্যঃ পরস্য সার্ব্বধাতুকস্য সার্ব্বধাতুকপরতো রুদাদীনা-মিতি সন্দেহঃ। রুদাদিভ্যঃ পরস্য সার্ব্বধাতুকস্য।

ভাষ্যানুবাদ।—রুদাদিগণীয় ধাতুর পরস্থিত সার্ব্বধাতুকের স্থানে সার্ব্ব-ধাতুক পরে থাকিলে রুদাদির স্থানে আদেশ প্রাপ্ত হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। এস্থলে রুদাদির পরস্থিত সার্ব্বধাতুকের স্থানেই আদেশ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—আনেমুগীদাসঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'আনেমুক্' এই সূত্রে 'আস' ইহা সন্দেহ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।— আস উত্তরস্যানস্যানে পরত আস ইতি সন্দেহঃ। আস উত্তরস্যানস্য।

ভাষ্যানুবাদ —'আনেমুক্' ৭।২।৮২ এইসূত্রে আস ধাতুর উত্তরস্থিত

আনের অথবা আন পরে থাকিলে আসের স্থানে মুক্ আগম হয়, এই বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে।

আনের উত্তরস্থিত আনেরই পূর্ব্ব মুক্ আগম হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—আমি সর্ব্বনাম্নঃ সুট্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'আমি সর্ব্বনাম্নঃ সুট্।৭।১।৫২' এই সূত্রে সন্দেহ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সর্ব্বনাম্ন উত্তরস্যাম আমিপরতঃ সর্ব্বনাম্ন ইতি সন্দেহঃ।

ভাষ্যানুবাদ্।—সর্ব্বনামের পরবর্ত্তী আমের অথবা আম্ পরে থাকিলে সর্ব্বনামের স্থানে সুট্ আগম হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। সর্ব্বনামের পরবর্ত্তী আমের স্থানে ই সুট্ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঘের্ঙিত্যাণ্ নদ্যাঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঘিসংজ্ঞক শব্দের ঙ ইৎ কার্য্যে নদীসংজ্ঞক শব্দের আট্ আগম কার্য্যে সন্দেহ হইবে।

ভাষমুলম্।—নদ্যা উত্তরেষাং ঙিতাং ঙিৎসু পরতো নদ্যা ইতি সন্দেহঃ। নদ্যা উত্তরেষাং ঙিতাম্।

ভাষ্যানুবাদ।—নদীসংজ্ঞক শব্দের পরস্থিত ঙ ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহার স্থানে ('আণ্ নদ্যা') ৭।৩।১১২ এই সূত্রানুসারে 'ঘেঙিতি' ৭।৩।১১১ এই সূত্রের অনুবৃত্তি আসিয়া) আট্ আগম হইবে অথবা ঙ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে নদী শব্দের স্থানে আট্ আগম হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইবে।

কিন্তু এক্ষণে নদীশব্দের পরস্থিত ঙ ইৎ প্রত্যয়েরই আট্ আগম নিশ্চয় হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—যাডাপঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'যাডাপঃ' ৭।৩।১১৩ সূত্রে সন্দেহ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—আপ উত্তরস্য ঙিতো ঙিতি পরত আপ ইতি সন্দেহঃ। আপ উত্তরস্য ঙিতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'যাডাপঃ' সূত্রানুসারে যে আপ্ অর্থাৎ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পরবর্ত্তী ঙ ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয়ের যাট্ হইবে, তাহা কি) আপের পরবর্ত্তী ঙ ইৎ প্রত্যয় স্থানেই হইবে অথবা ঙ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আবন্ত শব্দেরই হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে আপের পরবর্ত্তী ঙ ইৎ প্রত্যয়ের স্থলেই যাট্ আগম সিদ্ধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।— ঙমোহ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্ ।৮৷৩৷৩২। এই সূত্রে সন্দেহ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ঙম উত্তরস্যাঽচোঽচি পরতো ঙম ইতি সন্দেহঃ। ঙম উত্তরস্যাচঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রে সন্দেহ হইবে যে ঙম্ (ঙণনম্) এর পরবর্ত্তী অচের স্থানে ঙমুট্ (ঙণনম্) আগম হইবে অথবা অচ্ পরে থাকিলে ঙমের স্থানে ঙমুট্ আগম হইবে। কিন্তু ঙমের পরস্থিত অচের স্থলেই ঙমুট্ আগম স্থির হইবে। (যেহেতু এই সকল উল্লিখিত সূত্রে ৫মী এবং ৭মী উভয় বিভক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও বিপ্রতিষেধে পরকার্য্য হয় বলিয়া উক্তরূপে ৫মী বিভক্তির কার্য্যই হইবে)।

বার্ত্তিকমূলম্।—বিভক্তিবিশেষনির্দ্দেশানবকাশত্বাদবিপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বিভক্তি বিশেষের নির্দ্দেশ করিবার অবকাশ নাই বলিয়া এইস্থলে বিপ্রতিষেধ হইতে পারেনা।

ভাষ্যমূলম্।—বিভক্তিবিশেষনির্দ্দেশস্যানবকাশত্বাদযুক্তো বিপ্রতিষেধঃ। সর্ব্বত্রৈবাত্র কৃতসামর্থ্যা সপ্তমী অকৃতসামর্থ্যা পঞ্চমীতি কৃত্বা পঞ্চমীনির্দ্দেশো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—বিভক্তি বিশেষের নির্দ্দেশের সময় (অবসর) নাই বলিয়া, এইস্থলে বিপ্রতিষেধ করা সঙ্গত নহে। (সর্ব্বত্রই সপ্তমীবিভক্তি প্রযুক্ত কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, অতএব সপ্তমী বিভক্তি চরিতার্থ হইয়াছে); কিন্তু ৫মী বিভক্তি কোথায়ও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই; অতএব (সূত্র যখন ব্যর্থ হইতেছে তখন) এইসকল স্থলে ৫মীই নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—যথার্থং বা ষষ্ঠীনির্দ্দেশঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা সেই অর্থে যেস্থানে প্রয়োজন, সেইস্থানেই ষষ্ঠী নির্দ্দেশ করা হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যথার্থং বা ষষ্ঠীনির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। যত্র পূর্ব্বস্য কার্য্যমিষ্যতে তত্র পূর্ব্বস্য ষষ্ঠী কর্ত্তব্যা। যত্র পরস্য কার্য্যমিষ্যতে তত্র পরস্য ষষ্ঠী কর্ত্তব্যা। স তর্হি তথা নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ন কর্ত্তব্যঃ। অনেনৈব প্রক্লৃপ্তির্ভবিষ্যতি। তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য ষষ্ঠী তস্মাদিত্যুত্তরস্য ষষ্ঠীতি। তত্তর্হি ষষ্ঠী গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। প্রকৃতমনুবর্ত্ততে। ক প্রকৃতম্। ষষ্ঠী স্থানেযোগেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা যখন যেজন্য প্রয়োজন, ষষ্ঠী বিভক্তি তখন সেই জন্যই নির্দ্দেশ করা হইবে। যেস্থানে পূর্ব্বের কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে সেই স্থলে পূর্ব্বের জন্য ষষ্ঠী বিভক্তি করা হইবে; যেস্থলে পরের কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে, সেস্থলে পরের জন্য ষষ্ঠী বিভক্তি করা হইবে।

তাহাও তাহা হইলে আবার নির্দ্দেশ করিতে হইবে?

তাহা করিতে হইবে না। কারণ ইহা হইতেই এস্থলে উপস্থিত হইবে, যথা 'তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' এইসূত্রে ষষ্ঠী নির্দ্দেশ করা হইবে।

সেই ষষ্ঠীও আবার তবে পুনঃ উল্লেখ করিতে হইবে?

না, তাহা কর্ত্তব্য নহে, কারণ প্রকরণ হইতেই অনুবৃত্তি করা হইবে।

প্রকরণে কোথায় উল্লিখিত হইয়াছে?

'ষষ্ঠী স্থানেযোগা' এইসূত্রে ষষ্ঠী শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রকল্পকমিতি চেন্নিয়মাভাবঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি ইহা প্রকল্পক হয় তবে আর নিয়ামক হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—প্রকল্পকমিতিচেন্নিয়মস্যাভাবঃ। উক্তং চৈতন্নিয়মার্থোঽয়মারম্ভ ইতি প্রত্যয়বিধৌ খল্বপি পঞ্চম্যঃ প্রকল্পিকাঃ স্যুঃ। তত্র কো দোষঃ। গুপ্তিজ্ কিদ্‌ভ্যঃ সন্। গুপ্তিজ্‌কিদ্ভ্য ইত্যেষা পঞ্চমী সন্নিতি প্রথমায়াঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়েৎ। তস্মাদিত্যুত্তরস্যেতি। অস্তু। ন কশ্চিদন্য আদেশঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। তত্রাঽন্তর্যতঃ সনঃ সন্নেব ভবিষ্যতি। নৈবং শক্যম্। ইৎসংজ্ঞা ন প্রকল্পেত। উপদেশ ইতীৎসংজ্ঞোচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি ইহা প্রকল্পক (নির্দ্দেশক) হয়, তবে নিয়মের অভাব হইবে; অথচ ইহা নিয়ম করিবার জন্যই আরম্ভ করা হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর প্রত্যয় বিধিতেও ৫মী বিভক্তি সমূহ প্রকল্পিকাই হউক, তাহাতে দোষ কি?

'গুপ্তিজ্‌কিদ্‌ভ্যঃ সন্' ৩৷১৷৫ এইসূত্রে গুপ্‌তিজ্‌কিদ্ভ্যঃ এই যে ৫মী বিভক্তি তাহা তৎপরবর্ত্তী 'সন্' শব্দের প্রথমার স্থানে ষষ্ঠী কল্পনা করুক? এক্ষণে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' এই সূত্রানুসারে পরবর্ত্তীর কার্য্য প্রাপ্তি হইবে?

হউক! ইহা কোনও অন্য আদেশের প্রতি নির্দ্দেশ করা হয় নাই, সুতরাং সনের স্থানে নির্দ্দেশ করা হইলে তৎসদৃশতমতা হেতু সন্‌ই হইবে।

এইরূপ করিতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে ইৎ সংজ্ঞা প্রকল্পিত হইবে না; যেহেতু উপদেশে (পাণিনি কর্ত্তৃক আদি উচ্চারিত বর্ণেরই) ইৎ সংজ্ঞা বলা হইয়াছে (আদিষ্ট হইলে সেই সন্ শব্দটী আর উপদেশ অর্থাৎ পাণিনির আদি উচ্চারণ থাকিবে না; সুতরাং সন্ প্রত্যয়ের অন্তস্থিত নকারেরও ইৎ কার্য্য হইবেনা)।

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রকৃতিবিকারাব্যবস্থা চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রকৃতির বিকারের ব্যবস্থাও হয়না।

ভাষ্যমূলম।—প্রকৃতিবিকারয়োশ্চ ব্যবস্থা ন প্রকল্পতে ইকো যণচি অচীত্যেষা সপ্তমী যণিতি প্রথমায়াঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়েৎ তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রকৃতির এবং বিকৃতির ব্যবস্থাও প্রকল্পিত হইবেনা, যথা 'ইকো যণচি' এস্থলে অচি এই ৭মী বিভক্তি, যণ্ এই প্রথমা বিভক্তির স্থানে, ষষ্ঠী বিভক্তির কল্পনা করিবে, 'তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' এই সূত্রানুসারে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সপ্তমীপঞ্চম্যোশ্চ ভাবাদুভয়ত্র ষষ্ঠী প্রকল্পিস্তত্রোভয়কার্য্যপ্রসঙ্গঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সপ্তমী এবং পঞ্চমী বিভক্তির বর্ত্তমানতা হেতু উভয় স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি প্রকল্পিত হইবে; সুতরাং উভয় কার্য্যের প্রসঙ্গই হইবে।

ভাষ্যমূলম।—সপ্তমী পঞ্চম্যোশ্চ ভাবাদুভয়ত্রৈব ষষ্ঠী প্রাপ্নোতি। তাস্যাদিভ্য ইত্যেষা পঞ্চমী লসার্ব্বধাতুক ইত্যস্যাঃ সপ্তম্যাঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়েৎ। তস্মাদিত্যুত্তরস্যেতি। তথা লসার্ব্বধাতুক ইত্যেষা সপ্তমী তাস্যাদিভ্য ইতি পঞ্চম্যাঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়েৎ তস্মিন্নিতিনির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্যেতি। তত্র কো দোষঃ। তত্রোভয়কার্য্যপ্রসঙ্গঃ। তত্র উভয়োঃ কার্য্যং প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। যত্তাবদুচ্যতে। প্রকল্পকমিতি চেন্নিয়মাভাব ইতি। মাভূন্নিয়মঃ। সপ্তমীনির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য ষষ্ঠী প্রকল্প্যতে পঞ্চমী নির্দ্দিষ্টে পরস্য। যাবতা সপ্তমী নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য ষষ্ঠী প্রকল্প্যতে পঞ্চমী নির্দ্দিষ্টে পরস্য নোৎসহতে সপ্তমী নির্দ্দিষ্টে পরস্য কার্য্যং ভবিতুং নাপি পঞ্চমীনির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য। যদপ্যুচ্যতে প্রত্যয়বিধৌ পঞ্চম্যঃ প্রকল্পিকাঃ স্যুরিতি। সন্তু প্রকল্পিকাঃ। ননু চোক্তং গুপ্তিজকিদ্ভ্যঃ সনীত্যেষা পঞ্চমী সন্নিতি প্রথমায়াঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়েৎ তস্মাদিত্যুত্তরস্যেতি। পরিহৃতমেতৎ। ন কশ্চিদন্য আদেশং প্রতিনির্দ্দিশ্যতে তত্রান্তর্গতঃ সনঃ সন্নেব ভবিষ্যতি। ননু চোক্তং নৈবং শক্যমিৎসংজ্ঞা ন প্রকল্পেত উপদেশ ইতি হীৎসংজ্ঞোচ্যতে। স্যাদেষ দোষো যদীৎসংজ্ঞা আদেশং প্রতীক্ষেত। তত্র

খলু কৃতায়ামিৎসংজ্ঞায়াং লোপে চ কৃতে আদেশো ভবিষ্যতি। উপদেশ ইতি হীৎসংজ্ঞোচ্যতে। অথবা নানুৎপন্নে সনি প্রকৢপ্ত্যা ভবিতব্যং যদা চোৎপন্নঃ সন্ তদাকৃতসামর্থ্যা পঞ্চমীতি কৃত্বা প্রকৢপ্তির্ন ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে প্রকৃতি-বিকারাব্যবস্থা চেতি। অত্রাপি প্রকৃতৌ ষষ্ঠী ইক ইতি বিকৃতৌ প্রথমা যণিতি। যত্র চ নাম সৌত্রী ষষ্ঠী নাস্তি তত্র প্রকৢপ্ত্যা ভবিতব্যম্। অথবাহস্তু তাবদিকো যণিতি যত্র নাম সৌত্রী ষষ্ঠী। যদি চেদানীমচীত্যেষা সপ্তমী যণিতি প্রথমায়াঃ ষষ্ঠীং প্রকল্পয়েৎ তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্যেতি। অস্তু। ন কশ্চিদন্য আদেশঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। তত্রাহান্তর্য্যতো যণোযণেব ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে সপ্তমী-পঞ্চম্যোশ্চ ভাবাদুভয়ত্র ষষ্ঠী প্রকৢপ্তিস্তত্রোভয়কার্য্যপ্রসঙ্গ ইতি। নৈষ দোষঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি লোপে যুগপৎপ্রকল্পিকে ভবত ইতি। যদয়মেকঃ পূর্ব্বপরয়োরিতি পূর্ব্বপরগ্রহণং করোতি। তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য তস্মা-দিত্যুত্তরস্য।

ভাষ্যানুবাদ।—৭মী এবং ৫মী বিভক্তি বিদ্যমানতা হেতু এতদুভয়েতেই ষষ্ঠী বিভক্তির কার্য্য প্রাপ্তি হইবে। যথা; তাস্যাদিভ্যঃ এস্থলে ৫মী সার্ব্ব-ধাতুকে ইহার ৭মীর ৬ষ্ঠী বিধান করিবে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' এই সূত্রানুসারে। সেই রূপ 'ন সার্ব্বধাতুকে' এই ৭মী 'তাস্যাদিভ্যঃ' এই ৫মীর,৬ষ্ঠী বিধান করিবে 'তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' এই সূত্রানুসারে।

তাহাতে কি দোষ হইবে?

তাহাতে উভয় কার্য্যের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে—সেই স্থানে ৫মী এবং ৭মী উভয়েরই কার্য্য প্রাপ্তি হইবে।

ইহাও কোন দোষ নহে। যেহেতু পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, যদি ইহা বিধা-য়ক সূত্র হয় তবে আর নিয়ামক হইবেনা। আচ্ছা নিয়ম বা না হইল ৭মী নির্দ্দেশের দ্বারা, পূর্ব্বের ৬ষ্ঠী প্রকল্পিত হইবে আর ৫মী নির্দ্দেশের দ্বারা পরের (৬ষ্ঠী প্রকল্পিত) হইবে।

এই যে ৭মী নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বের ৬ষ্ঠী বিহিত এবং ৫মী নির্দ্দিষ্টে পরের ৬ষ্ঠী বিহিত হইতেছে, সেই ৭মী নির্দ্দিষ্টে পরের কার্য্য হইতেও সমর্থ হইবেনা, আর ৫মী নির্দ্দিষ্টেও পূর্ব্বের কার্য্য হইতে সমর্থ হইবেনা। যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যয় বিধিতে ৫মী বিভক্তি সমূহ প্রকল্পিকা হইয়া থাকে।

হউক প্রকল্পিকা।

তবে যদি বল যে 'গুপ্তিজ্কিদ্ভ্যঃ সন্' এইসূত্রে ৫মী বিভক্তি, সন্ এই শব্দের

প্রথমা স্থানে ৬ষ্ঠীর বিধান করিয়াছে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' এই সূত্রানুসারে ; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ?

ইহার পরিহারও করা হইয়াছে যে অন্য কোনও আদেশ প্রতিনির্দ্দেশ করা হয় নাই ; অতএব সদৃশতমতা প্রযুক্ত (আদেশ করিলেও) সনের স্থানে সন্‌ই হইবে।

তবে যদি বল যে তখনই তো বলা হইয়াছে যে ইহা হইতে পারে না ; যেহেতু তাহা হইলে ইৎ সংজ্ঞা কার্য্যকারী হইতে পারে না, অথচ উপদেশ হইলেই তাহার ইৎ সংজ্ঞা বলা হইয়াছে।

এই দোষ হয় যদি ইৎ সংজ্ঞা আদেশের অপেক্ষা করে ; কিন্তু সেই স্থলে ইৎ সংজ্ঞা করিবার পরে এবং তাহার (নকারের) লোপ করিলে পর, আদেশ হইবে।

উপদেশেরই ইৎ সংজ্ঞা হয় (এইরূপ বলিলেও তো এক্ষণে আর কোনও দোষ থাকিলনা, কারণ সন্ প্রত্যয়ের নকার লোপ করিয়া পরে আদেশ করা হইবে।)

অথবা 'গুপ্তিজ্‌কিদ্ভ্যঃ সন্‌' এই সূত্রে সন্ উৎপন্ন না হইতে পরত্ব বিশিষ্ট সনের উৎপাদন বিষয়ে সমর্থ হইবে। যখন সন্ উৎপন্ন হইল তখন ৫মী বিভক্তি পূর্ব্বেই সমর্থ হইয়া চরিতার্থ হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে তাহা প্রক্লৃপ্তি অর্থাৎ উপস্থিত হইবেনা।

তবে যে বলা হইয়াছে প্রকৃতি বিকারের ব্যবস্থা হইবেনা ; এস্থলেও প্রকৃতিতে যে ষষ্ঠী ইকঃ, তাহার স্থানে বিকৃতিতে যে প্রথমা যণ্ রহিয়াছে। যে স্থলে সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি নাই, সেই স্থলেই কল্পনা করিতে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ 'ইকো যণচি' সূত্রে ইকঃ প্রকৃতিতে যখন ষষ্ঠী বিভক্তি দেওয়াই রহিয়াছে অতএব এস্থলে অচি এই ৭মী বিভক্তি দ্বারা ৬ষ্ঠী বিভক্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

অথবা 'ইকোযণ্' এই স্থলেই হউক, যেস্থল সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি রহিয়াছে ; যদি এক্ষণে অচি এই ৭মী বিভক্তি যণ্ এই প্রথমার ৬ষ্ঠী কল্পনা করে 'তস্মিন্নিতিনির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য' এই সূত্রানুসারে ?

হউক্! অন্য কোনও আদেশ ত আর প্রতিনির্দ্দেশ করিতেছেনা ; অতএব সেস্থলে সদৃশতমতা প্রযুক্ত যণের স্থানে যণ্‌ই হইবে। তবে যে বলা হইয়াছে ৭মী এবং ৫মীর বিদ্যমানতাহেতু উভয়ত্রই ষষ্ঠীর প্রাপ্তি হইবে বলিয়া

সে স্থলে উভয় কার্য্যের প্রসঙ্গই হইবে? ইহা কোনও দোষ নহে; কারণ আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ানুসারেই জানা যাইতেছে যে, দুইটি বিষয় কখনও এককালে একস্থানে কার্য্যকারী হইতে পারে না, যেহেতু তিনি এই সূত্র করিয়াছেন যে 'একঃ পূর্ব্বপরয়োঃ' এই সূত্রে পূর্ব্ব এবং পর শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্ব এবং পরস্থানে কোনও আদেশ হইতে হইলে একটী আদেশই হয়, কদাপি দুইটি আদেশ হইতে পারে না। 'তস্মিন্নিতিনির্দ্দিষ্টেপূর্ব্বস্য' এবং 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য' এই সূত্রদ্বয়ের ভাষ্য বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইল।

স্বং রূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা। ৬৮॥

স্বং ১। রূপং ১। শব্দস্য ৬। অশব্দ সংজ্ঞা ১।

সূত্রানুবাদ।—শব্দের যে নিজের রূপ সে তাহার সংজ্ঞি হয়, শব্দ শাস্ত্রে যে সংজ্ঞা আছে (বৃদ্ধিপ্রভৃতি) তাহা ভিন্ন।

ভাষ্যমূলম।—রূপগ্রহণং কিমর্থং ন স্বং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা ভবতীত্যেব রূপং শব্দস্য সংজ্ঞা ভবিষ্যতি নহ্যন্যৎস্বং শব্দস্যাস্ত্যন্যদতো রূপাৎ। এবং তর্হি সিদ্ধে সতি যদ্রূপগ্রহণং করোতি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ। অস্ত্যন্যদ্রূপাৎস্বং শব্দস্যেতি। কিং পুনস্তৎ। অর্থঃ। কিমেতস্য জ্ঞাপনে প্রয়োজনম্। অর্থবদ্গ্রহণে নানর্থকস্যেত্যেষা পরিভাষা ন কর্ত্তব্যা ভবতি। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে। শব্দে নার্থগতেরর্থে কার্যস্যাসংভবাৎ তদ্বাচিনঃ সংজ্ঞাপ্রতিষেধার্থং স্বংরূপ বচনম্। শব্দেনোচ্চারিতেনার্থো গম্যতে গামানয় দধ্যশানেতি অর্থ আনীয়তে অর্থশ্চ ভুজ্যতে। অর্থে কার্যস্যাসংভবাদিহ চ ব্যাকরণে অর্থে কার্যস্যাসংভবঃ। অগ্নের্ঢক্ইতি ন শক্যতেঽঙ্গারেভ্যঃ পরো ঢক্ কর্ত্তুম্। শব্দেনার্থগতেরর্থে কার্যস্যাসংভবাদ্যাবন্তস্তদ্বাচিনঃ শব্দাস্তাবদ্ভ্যঃ সর্বেভ্য উৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতি। ইষ্যতে চ তস্মাদেব স্যাদিতি। তচ্চান্তরেণ যত্নং ন সিধ্যতীতি তদ্বাচিনঃ সংজ্ঞা প্রতিষেধার্থং স্বংরূপবচনম্। এবমর্থমিদমুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সূত্রে রূপ শব্দ কিজন্য গ্রহণ করা হইল 'স্বংশব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা' অর্থাৎ শব্দের নিজের সংজ্ঞা হয়, শব্দ সংজ্ঞা ভিন্ন এইরূপ কেন বলা হইলনা। রূপ শব্দের সংজ্ঞা হয় এইরূপ বলা হইল; রূপ ভিন্ন শব্দের ত অন্য কিছুই স্ব (আপন) হইতে পারে না। এইরূপে শব্দের আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত

রূপ শব্দের গ্রহণ সিদ্ধ হইলেও যে আবার রূপ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতেই আচার্য্য পাণিনি জানাইয়াছেন যে, রূপ ভিন্নও শব্দের অন্য কোনও স্ব (আপন) আছে।

তাহা আবার কি?

অর্থ।

ইহা জ্ঞাপন করিবার প্রয়োজন কি।

অর্থ বিশিষ্টের গ্রহণে 'অর্থ শূন্যের গ্রহণ হয় না' এই পরিভাষা যাহাতে গ্রহণ না হয়।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে এই সূত্রই বা কেন করা হইল? হয় শব্দ দ্বারা অর্থেরও বোধ হয় বলিয়া অর্থে কোনও কার্য্যের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তদ্বাচক সংজ্ঞার নিষেধের জন্য 'স্বংরূপং' এই সূত্র করা হইয়াছে। (বিশদার্থ) শব্দ উচ্চারণ করিলে, অর্থের বোধ হইয়া থাকে; যথা গাম্ আনয় (এই শব্দটি বলিলে 'গাম্' এই শব্দটী না আনিয়া গাভীকে আনে) দধি অশান (এই কথা বলিলে দধি শব্দটীকে না খাইয়া দধি নামক বস্তুকে খাইয়া থাকে) এই সকল স্থলে শব্দের পদার্থকে আনয়ন করে এবং ভোজন করে, কিন্তু এই ব্যাকরণে অর্থে (গো প্রভৃতি পদার্থে) কার্য্যের অসম্ভবহেতু অর্থে কার্য্য করা হইবে না; যথা 'অগ্নেঢক্' এই সূত্রানুসারে অগ্নি শব্দের উত্তর ঢক্ প্রত্যয় করিলে কখনও জ্বলন্ত অঙ্গারে কেহ ঢক্ প্রত্যয় করিতে সমর্থ হয় না। শব্দ দ্বারা যদিও অর্থ বোধ হয় বটে কিন্তু অর্থে কার্য্যের অসম্ভব হেতু, সেই শব্দ বাচক যাবতীয় শব্দ আছে সেই সকলের উত্তরেই উৎপত্তি প্রাপ্তি হইবে অর্থাৎ অগ্নি শব্দ বাচক বহ্নি, হুতভুক্, অনল প্রভৃতি অগ্নিবাচক যাবতীয় শব্দের উত্তরই ঢক্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হইবে; অথবা তাহার উত্তরই অর্থাৎ কেবল অগ্নি শব্দের উত্তরই ঢক্ প্রত্যয় করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। কিন্তু তাহা যত্ন ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারেনা; অতএব তদ্বাচক শব্দ সমূহের সংজ্ঞার নিষেধের জন্য 'স্বংরূপম্ * * * *' এই সূত্র করা হইল।

বার্ত্তিকমূলম্। ন বা শব্দপূর্বকোহ্যর্থে সংপ্রত্যয়স্তস্মাদর্থ নিবৃত্তিঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। অথবা শব্দপূর্বক অর্থের বোধ হয় এই জন্য অর্থের নিবৃত্তি করা হইবে। সুতরাং সূত্রের প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্। ন বা এতৎ প্রয়োজনমস্তি। কিং কারণম্। শব্দপূর্বকোহ্যর্থে সংপ্রত্যয়ঃ। আতশ্চ শব্দপূর্বকঃ। যোঽপিহ্যসাবাহূয়তে নাম্না।, নাম চ

যদানেন নোপলব্ধং ভবতি তদা পৃচ্ছতি কিং ভবানাহেতি। শব্দপূর্বকশ্চার্থস্য সংপ্রত্যয়ঃ। ইহ চ ব্যাকরণে শব্দে কাযস্য সংভবঃ। অর্থেঽসম্ভবস্তস্মাদর্থ-নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্। অশব্দ সংজ্ঞেতি বক্ষ্যামীতি ইহ মা ভূৎ দা ধা ঘ্বদাপ্ তরপ্ তমপৌ ঘ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ। অথবা ইহার (সূত্রের) কোনও প্রয়োজন নাই।

কারণ কি?

কারণ, শব্দপূর্বকই অর্থের বোধ হইয়া থাকে। সেই হেতু ইহাও শব্দ পূর্বকই সিদ্ধি হইবে। যদি কাহারও নাম গ্রহণ পূর্বক কাহাকেও আহ্বান করা হয় অথচ সে যদি সেই নাম বুঝিতে না পারে, তখন সে জিজ্ঞাসা করে যে 'আপনি কি বলিতেছেন'? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে কোনও অর্থের বোধ করিতে হইলে, পূর্বে শব্দবোধের প্রয়োজন; আর এই ব্যাকরণে শব্দেই (প্রত্যয়াদি) কার্য্য হওয়া সম্ভব; কিন্তু সেই শব্দবাচক অর্থে (পদার্থে) কার্য্য হওয়া সম্ভব নহে; সেই হেতুই অর্থের নিবৃত্তি হইবে (অতএব স্বতন্ত্র সূত্র করিবার প্রয়োজন নাই)।

ইহা তবে প্রয়োজন হইবে যে অশব্দসংজ্ঞা এরূপ বলিব, (এইস্থলে স্বকীয় শব্দ দ্বারা উল্লিখিত শব্দকে না বুঝাইয়া অন্য শব্দকে বুঝাইয়াছে বলিয়া) 'দাধাঘ্বদাপ্' এই সূত্রে দা এবং ধা ধাতুর ঘু সংজ্ঞা বুঝাইয়াছে, এবং তরপ্ তমপৌঘঃ এই তরপ্ এবং তমপ্ প্রত্যয়ের সংজ্ঞা বুঝাইয়াছে, যদি সংজ্ঞা বাচক শব্দের নিষেধ না করি, তবে ঘু সংজ্ঞা এবং ঘ সংজ্ঞা প্রযুক্ত কোনও কার্য্য করিতে হইলে তাহা দা ধা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর না হইয়া ঘু প্রভৃতি শব্দের উত্তর হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্। শব্দসংজ্ঞাপ্রতিষেধানর্থক্যং বচনপ্রামাণ্যাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। বচনের প্রামাণ্যহেতু শব্দ সংজ্ঞার নিষেধ অনাবশ্যক।

ভাষ্যমূলম্। শব্দসংজ্ঞায়াঃ প্রতিষেধোঽনর্থকঃ। শব্দসংজ্ঞায়াং স্বরূপ-বিধিঃ কস্মান্নভবতি। বচনপ্রামাণ্যাৎ। শব্দসংজ্ঞাবচনসামর্থ্যাৎ। ননু চ বচনপ্রামাণ্যাৎ সংজ্ঞিনাং সংপ্রত্যয়ঃস্যাৎ স্বরূপগ্রহণাচ্চ সংজ্ঞায়াঃ। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনম্। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি শব্দসংজ্ঞায়াং ন স্বরূপবিধির্ভব-তীতি। যদয়ং ষ্ণান্তা ষডিতি ষকারান্তায়াঃ সংখ্যায়াঃ ষট্সংজ্ঞাং শাস্তি। ইতরথা হি বচনপ্রামাণ্যাচ্চ নকারান্তায়াঃ সংখ্যায়াঃ সংপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ স্বরূপ-গ্রহণাচ্চ ষকারান্তায়াঃ। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। নহি ষকারান্তা সংজ্ঞা।

কা তর্হি। ডকারান্তা। অসিদ্ধং জশ্ত্বং তস্যাসিদ্ধত্বাৎ ষকারান্তা। মন্ত্রাদ্যর্থং তর্হীদং বক্তব্যম্। মন্ত্রে ঋচি যজুষীতি যদুচ্যতে তন্মন্ত্রশব্দে ঋক্শব্দে যজুঃশব্দে চ মা ভূৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—শব্দসংজ্ঞাতে নিষেধ করা অনাবশ্যক।

সংজ্ঞাবাচক শব্দে স্বরূপ বিধি কেন হইবে না?

বচনের প্রামাণ্য হেতু অর্থাৎ সংজ্ঞা বিধায়ক স্বতন্ত্র সূত্র আরম্ভ হেতুই ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞা বাচক শব্দের উত্তর কোনও বিধিই হইবেনা।

যদি বল যে সূত্র আরম্ভের প্রামাণ্য হেতু সংজ্ঞির অর্থাৎ দা ধা প্রভৃতি যে সকল শব্দের ঘুসংজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাদের বোধ হইবে এবং স্বরূপের গ্রহণ হেতু সংজ্ঞার অর্থাৎ সেই ঘু শব্দের ও গ্রহণ হইবে?

ইহার কোনও প্রয়োজন নাই অর্থাৎ এই উপায়ে সূত্রের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদনের কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ানুসারেই জানা যাইতেছে যে, শব্দসংজ্ঞাতে স্বরূপের বিধি প্রাপ্তি হয়না; যে হেতু 'ষ্ণান্তা ষট্' এই সূত্রে ষকারান্ত বিশিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দের 'ষট্' সংজ্ঞা উপদেশ করিয়াছেন, যদি এইরূপ না করিতেন, তবে বচনের প্রামাণ্য হেতু নকারান্ত বিশিষ্ট সংখ্যা বাচকের বোধ হইত, কিন্তু স্বরূপের গ্রহণ হেতু, ষকারান্তেরই হইয়াছে।

ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারেনা; কারণ,ষকারান্তশব্দ সংজ্ঞা নহে। তবে কি?

ডকারান্ত।

জশ্ত্ব বিধায়ক শাস্ত্র ('ঝলাং জশোঽন্তে' ৮।২।৩৯) অসিদ্ধ তাহার অসিদ্ধত্ব হেতু, ষকারান্তেরই সংজ্ঞা হইবে।

মন্ত্রাদির জন্য তবে ইহা বলিতে হইবে—মন্ত্র বিষয়ে ঋক্, যজু ইত্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মন্ত্র শব্দে ঋক্ শব্দে এবং যজুঃ শব্দে যেন না হয়।

বার্ত্তিক মূলম্।—মন্ত্রাদ্যর্থমিতি চেচ্ছাস্ত্রসামর্থ্যাদর্থগতেঃ সিদ্ধম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি বল্ যে মন্ত্র প্রভৃতিরও অর্থকে বুঝাইবে,—তাহা নহে, কারণ শাস্ত্রের সামর্থ্য হেতুই অর্থের বোধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—মন্ত্রাদ্যর্থমিতি চেত্তন্ন। কিং কারণম্। শাস্ত্রস্য সামর্থ্যাদর্থস্য গতির্ভবিষ্যতি। মন্ত্রে ঋচি যজুষীতি যদুচ্যতে মন্ত্রশব্দে ঋক্শব্দে যজুশ্ শব্দে চ তস্য কার্য্যস্য সম্ভবো নাস্তীতি কৃত্বা মন্ত্রাদিসহচরিতো যোঽর্থস্তস্য গতির্ভবিষ্যতি সাহচর্য্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল যে মন্ত্রাদির অর্থের জন্য ইহার প্রয়োজন, তাহা নহে।

তাহার কারণ কি?

শাস্ত্রের সামর্থ্য হেতুই অর্থের বোধ হইবে—মন্ত্রে ঋকে ও যজুতে যাহা বলা হয়, তাহা মন্ত্র শব্দে ঋক্ শব্দে এবং যজু শব্দে তাহার কার্য্যের সম্ভাবনা নাই বলিয়া মন্ত্রাদির সহচরিত যে অর্থ তাহারই বোধ হইবে, সাহচর্য্যহেতু।

বার্ত্তিক মূলম্।—সিত্তদ্বিশেষাণাং বৃক্ষাদ্যর্থম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সকার ইতের গ্রহণ করা তদ্বিশেষের বৃক্ষাদির জন্য প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—সিন্নির্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ততো বক্তব্যং তদ্বিশেষাণাং গ্রহণং ভবতীতি। কিং প্রয়োজনম্। বৃক্ষাদ্যর্থং। বিভাষা বৃক্ষমৃগেতি। প্লক্ষন্য-গ্রোধং প্লক্ষন্যগ্রোধাঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সকার ইৎ বিশিষ্টের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য; তদনন্তর তদ্বিশেষেরও গ্রহণ হইবে এইরূপ বলিতে হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি?

বৃক্ষাদির জন্য—'বিভাষা বৃক্ষমৃগতৃণধান্যব্যঞ্জনপশুশকুন্যশ্ববড়বপূর্ব্বাপ-রাধরোত্তরাণাং' ২।৪।১২। (এই সকল শব্দের সমাহারদ্বন্দ্বে বিকল্পে একবচন হয়) এই সূত্রানুসারে বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দের দ্বন্দ্ব সমাসে যেমন বিকল্পে একবচন হয়, সেইরূপ বৃক্ষ বিশেষ বাচক "প্লক্ষন্যগ্রোধ" প্রভৃতি শব্দের সমাহার হইলেও বিকল্পে একবচন হইয়া প্লক্ষণ্যগ্রোধং প্লক্ষণ্যগ্রোধাঃ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। এই জন্যই সকার ইৎ বিশিষ্ট বৃক্ষস্ মৃগস্ ইত্যাদির নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূলম্।—পিৎপর্য্যায়বচনস্য চ স্বাদ্যর্থম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প ইতের নির্দ্দেশপর্য্যায়বচনের জন্য, স্ব প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—পিন্নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ততো বক্তব্যম্। পর্য্যায়বচনস্য চ তদ্বিশেষাণাং চ গ্রহণং ভবতি স্বস্য চ রূপস্যেতি। কিং প্রয়োজনম্। স্বাদ্যর্থম্। স্বে পুষঃ। স্বপোষং পুষ্যতি। রৈপোষম্। ধনপোষম্। অশ্বপোষম্। গোপোষম্।

ভাষ্যানুবাদ।—প ইতের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ইহা বলিতে

হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উল্লেখের পরেও প ইতের বিষয় বলিতে হইবে। পর্য্যায় বচন এবং তদ্বিশেষের যাহাতে গ্রহণ হয় এবং স্বরূপের যাহাতে গ্রহণ হয়।

তাহার প্রয়োজন কি ?

স্ব প্রভৃতির জন্য—যথা "স্বে পুষঃ," "স্বপোষং পুষ্যতি," রৈপোষং, ধনপোষং, অশ্বপোষং, গোপোষং এইস্থলে ধন শব্দের পর্য্যায়বাচক রৈ, অশ্ব, গো প্রভৃতি সকল শব্দের সহিতই, যাহাতে সমাস হইতে পারে

বার্ত্তিকমূলম্।—ঝিৎপর্য্যায়বচনস্যৈব রাজাদ্যর্থম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঝইতের প্রয়োজন পর্য্যায়বচনের গ্রহণ যাহাতে হয়, রাজাদির জন্য।

ভাষ্যমূলম্।—ঝিন্নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ততো বক্তব্যম্। পর্য্যায়বচনস্যৈব গ্রহণং ভবতি। কিং প্রয়োজনম্। রাজাদ্যর্থম্। সভা রাজামনুষ্যপূর্ব্বা। ইন সভম্। ঈশ্বর সভম্। তস্যৈব ন ভবতি। রাজসভা। তদ্বিশেষাণাং চ ন ভবতি। পুষ্পমিত্রসভা চন্দ্রগুপ্তসভা।

ভাষ্যানুবাদ।—ঝ ইতের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য, তার পর বলিতে হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিতের পরে এইরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তাহাতে পর্য্যায় বচনের গ্রহণ হইবে। তার প্রয়োজন কি ?
রাজন্ প্রভৃতি শব্দের কার্য্য সিদ্ধি হওয়ার জন্য; যথা 'সভারাজামনুষ্যপূর্ব্বা' ২।৪।২৩ (রাজন্ শব্দের পর্য্যায় বাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে এবং মনুষ্য বাচক ভিন্ন শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে সভা শব্দান্ত তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন শব্দের ক্লীবলিঙ্গ হয়, এই সূত্রানুসারে 'ইনসভম্' 'ঈশ্বরসভম্' (ইন এবং ঈশ্বর শব্দ রাজা অর্থ বাচক হওয়াতে রাজপর্য্যায়বাচক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত সমাস হইয়া সভা শব্দের ক্লীবলিঙ্গত্ব হইল), কিন্তু সেই রাজা শব্দেরই হয় না; যথা রাজসভা (রাজ্ঞঃ সভা) এবং সেই রাজা বিশেষেরও সহিত সমাস হইলে নপুংসক হয়না যথা 'পুষ্পমিত্রসভা' (পুষ্পমিত্রস্যসভা) 'চন্দ্রগুপ্তসভা' (চন্দ্রগুপ্তস্যসভা) (১)

---

(১) পুষ্পমিত্র এবং চন্দ্র গুপ্ত নামক রাজার সভার বিষয় উল্লিখিত হওয়াতে অনেকে মনে করেন যে, এই গ্রন্থ মগধাধিপতি চন্দ্র গুপ্তের পরবর্ত্তী, সুতরাং আধুনিক; কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা কি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারেন যে ইহার পূর্ব্বে চন্দ্র গুপ্ত নামক কোনও রাজা রাজত্ব করেন নাই ? অথবা ভাষ্যকারের উল্লিখিত ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন (যাহার সৌন্দর্য্যে

বার্ত্তিকমূলম্।—ঋিত্তস্য চ তদ্বিশেষাণাং চ মৎস্যাদ্যর্থম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঋ ইতের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য, এবং তদ্বিশেষের ও নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য মৎস্যাদির জন্য।

ভাষ্যমূলম্।—ঋিন্নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ততো বক্তব্যম্। তস্য চ গ্রহণং ভবতি তদ্বিশেষাণাং চেতি। কিং প্রয়োজনম্। মৎস্যাদ্যর্থম্। পক্ষিমৎস্য-মৃগান্ হন্তি। মাৎসিকঃ। তদ্বিশেষেণাম্। শাফরিকঃ শাকুলিকঃ। পর্য্যায় বচনানাং ন ভবতি। অজিহ্মান্ হন্তি অনিমিষান্ হন্তীতি। অস্যৈকস্য পর্য্যায়-বচনস্যেষ্যতে। মীনান্ হন্তি মৈনিকঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ঋ ইতের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর বক্তব্য অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিতের পরে ঋ লোপের নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তাহাতে তাহারও গ্রহণ হইবে এবং তদ্বিশেষের ও গ্রহণ হইবে। মৎস্যাদিতে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার জন্য; যথা 'পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি' ৪।৪।৩৫ (এই সকল শব্দের এবং এই সকল অর্থবাচক পর্য্যায় বিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্ এবং ঠচ্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে মৎস্য শব্দের উত্তর ঠন্ প্রত্যয় করিয়া মাৎসিক সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে সেই মৎস্য বিশেষের ও সিদ্ধ হইবে; যথা (শফরি ঠন্) শাফরিক (পুঁটিমাছকে মারে যে) (শকুল+ঠন্) শাকুলিক (শোলমাছকে মারে যে) কিন্তু এই মৎস্য প্রভৃতি পর্য্যায় বাচক শব্দের 'ঠন্' প্রত্যয় হয়না; যথা অজিহ্মান্ হন্তি অনিমিষান্ হন্তি (অজিহ্ম এবং অনিমিষ শব্দ মৎস্যার্থ বাচক হইলেও তাহাদের বধকারকের উত্তর 'ঠন্' প্রত্যয় হয় না) বলিয়া এস্থলে হইলনা; কিন্তু এই মৎস্য পর্য্যায়ক বচনের মধ্যে একটি শব্দের উত্তর হইবে, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন, যথা মীনান্ হন্তি (মীন+ঠন্) মৈনিকঃ, মীনকে বধ করে যে অর্থাৎ জেলে।

চন্দ্র ও গুপ্ত অর্থাৎ লুক্কায়িত হইয়া থাকেন এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়া ভাষ্য-কার চন্দ্রগুপ্ত নাম দিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপে একটি রাজার নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক এই নামে কোন ও রাজা ছিলেন বলিয়া এই রূপ নাম উল্লেখ হয় নাই) চন্দ্রগুপ্ত নামটি সুন্দর দেখিয়া কি তৎপরে মগধাধিপতির এই নাম রাখা যাইতে পারে না? আজকাল কোন ও লোকের 'বামদেব' নাম রাখিলে কি মনে করিতে হইবে যে, রামায়ণ গ্রন্থ এই বাম-দেবের অনেক পরে বাল্মীক রচনা করিয়াছেন; যেহেতু রামায়ণে ও তো 'বামদেব' নাম দেখিতে পাওয়া যায়?

অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ। ৬৯।

অণ্‌ উৎ—ইৎ—সবর্ণস্য ।৬। চ—অপ্রত্যয়ঃ ।১।

সূত্রানুবাদ।—বিধান করা হয় নাই এমন যে অণ্‌ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, এবং উকার ইৎ হইয়াছে যাহাদের, তাহারা সবর্ণ সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্‌।—অপ্রত্যয় ইতি কিমর্থম্‌। সনাশংসভিক্ষ উঃ। অসাংপ্রতিকে। অত্যল্পমিদমুচ্যতে অপ্রত্যয় ইতি। অপ্রত্যয়াদেশটিৎকিন্মিত ইতি বক্তব্যম্‌। প্রত্যয়ে উদাহৃতম্‌। আদেশে ইদম ইশ্‌। ইতঃ। ইহ। টিতি লবিতা লবিতুম্‌। কিতি বভূব। মিতি হে অনড্বন্‌। টিতঃ পরিহারঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন টিতা সবর্ণানাং গ্রহণং ভবতীতি। যদয়ং গ্রহোঽলিটি দীর্ঘত্বং শাস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্‌। নিয়মার্থমেতৎ স্যাৎ। গ্রহোঽলিটি দীর্ঘ এবেতি। যত্তর্হি বৄতো বেতি বিভাষাং শাস্তি। সর্ব্বেষামেব পরিহারঃ। ভাব্যমানেন সবর্ণানাং গ্রহণং নেত্যেবং ন ভবিষ্যতি। প্রত্যয়ে ভূয়ান্‌ পরিহারঃ। অনভিধানাৎপ্রত্যয়ঃ সবর্ণান্‌ ন গ্রহীষ্যতি। যান্‌ হি প্রত্যয়ঃ সবর্ণান্‌ গৃহ্ণীয়াদ ন তৈরর্থস্যাভিধানং স্যাৎ। অভিধানান্ন ভবিষ্যতি। ইদং তর্হি প্রয়োজনম্‌। ইহ কে চিৎপ্রতীয়ন্তে কে চিৎপ্রত্যাযান্তে। হ্রস্বাঃ প্রতীয়ন্তে। দীর্ঘা প্রত্যাষ্যন্তে। যাবচ্চোচ্যতে প্রত্যায্যমানেন সবর্ণানাং গ্রহণং নেতি তাবদপ্রত্যয় ইতি। কং পুনর্দীর্ঘঃ সবর্ণগ্রহণেন গৃহ্ণীয়াৎ। হ্রস্বম্‌। যত্নাধিক্যান্ন ভবিষ্যতি। প্লুতং তর্হি গৃহ্ণীয়াৎ। অনণ্‌ত্বান্ন গ্রহীষ্যতি। এবং তর্হি সিদ্ধে সতি যদপ্রত্যয় ইতি প্রতিষেধং শাস্তি তজ্‌জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ভবত্যেষা পরিভাষা ভাব্যমানেন সবর্ণানাং গ্রহণং নেতি। কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—এস্থলে অপ্রত্যয় শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল? অর্থাৎ যাহাদিগের প্রত্যয় সংজ্ঞা দ্বারা বিধান করা হইয়াছে, তাহাদেরই নিষেধ করা হইবে। অথবা প্রত্যয় শব্দের যে যৌগিক অর্থ প্রতীয়তে বিধীয়তে (বিধান করা হয় যাহা, সেই প্রত্যয় শব্দেরই নিষেধ করা হইয়াছে) যথা 'সনাশংসভিক্ষ উঃ' ।৩।২।১৬৮। এই সূত্রানুসারে সন্নন্ত ধাতুর উঃ প্রত্যয় করিলে, সেই উঃ প্রত্যয়ের এবং 'অসাম্প্রতিকে' ।৪।৩।৯। এই সূত্রানুসারে মধ্য শব্দের উত্তর সাম্প্রতিক অর্থে অপ্রত্যয় করিলে, সেই সকল প্রত্যয়ের নিষেধের জন্যই, এস্থলে অপ্রত্যয় শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই সকল অপ্রত্যয় তো অতি অল্পেরই গ্রহণ করা হইয়াছে।

অপ্রত্যয় আদেশ ট ইৎ ক ইৎ এবং ম ইতের হয়, এইরূপ বলা উচিত। প্রত্যয়ের উদাহরণ দেখান হইল, আদেশের উদাহরণ দেখান যাইতেছে—'ইদম ইশ্'।৫।৩।৩। এই সূত্রানুসারে পরবর্তী তস্, হ প্রভৃতি প্রত্যয়কে নিমিত্ত করিয়া ইশ্ আদেশ হইলে ইতঃ, ইহ এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। এইস্থলে ইশ্ আদেশ হইলে তিন মাত্রা স্বর প্রাপ্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল।

ট ইতে প্রয়োজন দেখান যাইতেছে ; যথা লবিতা লবিতুম্ (এই সকল স্থলে লূঞ্ধাতুর উত্তর তৃণ্ ও তুমুন্ প্রত্যয় হইলে, ট ইৎ বিশিষ্ট ইট আগম হইয়া কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে)।

ক ইতে প্রয়োজন দেখান হইতেছে যথা—বভূব এইস্থলে অনুনাসিক প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ম ইতে প্রযোগ দেখান যাইতেছে যে, অনড্বান্ এস্থলে এক পক্ষে আম্ ও প্রাপ্তি হইতে পারিত॥ ট, ইতে প্রয়োজনের অনাবশ্যক ; যেহেতু আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে যে, ট ইতের দ্বারা স বর্ণের গ্রহণ হয়, না। যে হেতু তিনিই 'গ্রহোঽলিটি দীর্ঘঃ' ।৭।২।৩৭ এই সূত্রে দীর্ঘ আদেশ করিয়াছেন।

ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারেনা, কারণ ইহা নিয়মের জন্য হইবে—লিট্ ভিন্ন অন্যত্র যদি কিছু আদেশ হয়, তাহা হইলে তাহা দীর্ঘই হইবে। তবে যে 'বৃতো বা' ।৭।২।৩৮ এইসূত্রে বিকল্পে বিধান করিয়াছেন, তাহার কি হইবে?

সকলেরই পরিহার হইবে ; যেহেতু এইরূপ পরিভাষা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে যে "ভাব্যমানেন সবর্ণানাং গ্রহণং ন" অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে সকল বর্ণ উৎপন্ন হইবে, তাহারা সবর্ণ গ্রহণে গৃহীত হইবেনা, এই নিয়মানুসারেই পূর্ব্বোল্লিখিত উৎপন্ন বর্ণ বা নবজাত বর্ণ সমূহ সবর্ণ সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইবেনা, প্রত্যয়ে ভূয়োভূয়ঃ অর্থাৎ সাধারণ এবং অসাধারণ সকলেরই পরিহার হইবে: অনভিধান হেতু প্রত্যয় সবর্ণ সমূহের গ্রহণ করিবেনা, যাহাদিগকে প্রত্যয় সবর্ণে গ্রহণ করিবে, তাহাদের দ্বারা কোনও অর্থের অভিধান অর্থাৎ অর্থ বোধ হইবেনা ; ইহা তবে প্রয়োজন হইবে যে এইস্থলে কিছু কিছু প্রতীতি (বোধ) হইতেছে এবং কিছু কিছু বোধ করাইতেছে। যথা, হ্রস্বের প্রতীতি হইতেছে দীর্ঘের প্রতীতি করাইতেছে অর্থাৎ 'অইউণ্' সূত্রে হ্রস্বের বোধ হইতেছে এবং তাহাই তৎ সহচরিত দীর্ঘের বোধ করাইতেছে। যে পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে

প্রত্যাষ্যমান অর্থাৎ ভাব্যমান বর্ণের দ্বারা সবর্ণের গ্রহণ হয়না, সেই পর্য্যন্তই অপ্রত্যয়।

দীর্ঘ তবে আবার কাহাকে সবর্ণ গ্রহণে গ্রহণ করিবে?

হ্রস্বকে।

যত্নাধিক্য হেতু তাহা হইবেনা।

তবে প্লুতেরই গ্রহণ হউক?

তাহাও অণ্ প্রত্যাহারে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া গৃহীত হইবেনা।

যদি এইরূপই হয়, তবে ইহা বলা হইবে যে কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ সত্ত্বেও যে অপ্রত্যয়ের গ্রহণ করিয়া প্রত্যয় ভিন্নের নিষেধ আদেশ করিতেছেন, তাহাতেই আচার্য্য পাণিনি জ্ঞাপন করিতেছেন যে, ভাব্যমান বর্ণ দ্বারা সবর্ণের গ্রহণ হয় না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এইসূত্র কেন করা হইল?

কার্ত্তিকমূলম্।—অণ্ সবর্ণস্যেতি স্বরাণুনাসিক্যকালভেদাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্বর, আনুনাসিক্য এবং কালভেদ হেতু, অণ্ বলিতে সবর্ণের গ্রহণ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—অণ্ সবর্ণস্যেত্যুচ্যতে। স্বরভেদাদানুনাসিক্যভেদাৎ কালভেদাচ্চাণ্ সবর্ণান্ন গৃহ্ণীয়াদ্ ইষ্যতে চ গ্রহণং স্যাদিতি। তচ্চান্তরেণ যত্নং ন সিদ্ধ্যতীত্যেবমর্থমিদমুচ্যতে। অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'অণ্' সবর্ণের গ্রহণ হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু স্বরের ভেদহেতু (উদাত্তানুদাত্তাদির ভেদ হেতু) আনুনাসিক্য (অনুনাসিক, অননুনাসিক) ভেদহেতু এবং কালের (একমাত্রা দুইমাত্রা ইত্যাদির) ভেদ হেতু অণ্ প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণ, সবর্ণের গ্রহণ করিতে পারে না; অথচ গ্রহণ হউক, এইরূপ ইচ্ছা আছে, সুতরাং তাহা যত্ন (চেষ্টা বিশেষ) ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারেনা, এই জন্যই এইসূত্র (অণুদিৎ সবর্ণস্য * *) করা হইয়াছে।

ইহার কি প্রয়োজন আছে?

তা বৈ কি!

বার্ত্তিকমূলম্।—তত্র প্রত্যাহারগ্রহণে সবর্ণাগ্রহণমনুপদেশাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সেইস্থলে প্রত্যাহার গ্রহণে অনুপদেশ হেতু সবর্ণের গ্রহণ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—তত্র প্রত্যাহারগ্রহণে সবর্ণানাং গ্রহণং ন প্রাপ্নোতি' অকঃ-

সবর্ণে দীর্ঘ ইতি। কিং কারণম্। অনুপদেশাৎ। যথাজাতীয়কানাং সংজ্ঞা কৃতা তথাজাতীয়কানাং সংপ্রত্যায়িকা স্যাৎ হ্রস্বানাং চ ক্রিয়তে হ্রস্বানামেব সংপ্রত্যায়িকা স্যাদ্ দীর্ঘাণাং ন স্যাৎ। নমু চ হ্রস্বাঃ প্রতীয়মানা দীর্ঘান্ সং প্রত্যায়য়িষ্যন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—তথায় প্রত্যাহার গ্রহণে সবর্ণ সমূহের গ্রহণ প্রাপ্তি হইবেনা, যথা 'অকঃসবর্ণে দীর্ঘঃ' এইসূত্রে সবর্ণের গ্রহণ হইবেনা।

তাহার কারণ কি?

যে হেতু তাহার উপদেশ করা হয় নাই।

যেই জাতীয় বর্ণের সংজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই জাতীয়েরই বোধক হইবে, এস্থলে হ্রস্ববর্ণ সমূহের, অর্থাৎ 'অইউণ্' প্রভৃতি সূত্রে হ্রস্ব অ, হ্রস্বই প্রভৃতিরই গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে হ্রস্বেরই বোধক হইবে। দীর্ঘ বর্ণ সমূহের হইবেনা।

যদি বল যে হ্রস্ববর্ণ সমূহ প্রতীয়মান হইয়া দীর্ঘবর্ণ সমূহের ও প্রতীতি করাইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—হ্রস্বসম্প্রত্যয়াদিতি চেদুচ্চার্য্যমাণশব্দসম্প্রত্যায়কত্বাচ্ছব্দস্যাবচনম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি বল যে হ্রস্বের প্রতীতি হেতুই দীর্ঘের ও প্রতীতি হইবে, তবে উচ্চার্য্যমাণ শব্দের বোধক হেতু শব্দেরই বোধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—হ্রস্বসংপ্রত্যয়াদিতি চেদুচ্চার্য্যমাণঃশব্দঃসংপ্রত্যায়কো ভবতি ন সংপ্রতীয়মাণঃ। তদ্যথা। ঋগিত্যুক্তে সংপাঠমাত্রং গম্যতে। এবং তর্হি বর্ণপাঠ এবোপদেশঃ করিষ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল যে হ্রস্বের বোধহেতুই উচ্চার্য্যমাণ শব্দের বোধ হইবে, তাহা হইলে তাহা স্বয়ংই প্রতীয়মান হইবেনা, যথা 'ঋক্' এই কথা বলিলে, পঠিত মন্ত্র সমূহকেই বুঝাইবে; কিন্তু ঋক্ এই শব্দকে আর বুঝাইবে না।

যদি এইরূপ হয়, তবে কেবল বর্ণ পাঠেরই উপদেশ করা হইবে, অর্থাৎ আ, ঈ ইত্যাদি বর্ণেরই পাঠ করা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—বর্ণপাঠ উপদেশ ইতি চেদবরকালত্বাৎ পরিভাষায়া অনুপদেশঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি বর্ণ পাঠের উপদেশ করা হয়, তবে অবরকাল হেতু পরিভাষার উপদেশ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—বর্ণপাঠ উপদেশ ইতি চেদবরকালত্বাৎ পরিভাষায়া অনুপদেশঃ। কিং পরা সূত্রাৎ ক্রিয়ত ইত্যতোঽবরকালা। নেত্যাহ। সর্ব্বথাঽবরকালৈব। বর্ণানামুপদেশস্তাবৎ। উপদেশোত্তরকালেৎসংজ্ঞা। ইৎসংজ্ঞোত্তরকাল আদিরন্ত্যেন সহেতেতি প্রত্যাহারঃ। প্রত্যাহারোত্তরকালা সবর্ণসংজ্ঞা। সবর্ণসংজ্ঞোত্তরকালমণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয় ইতি। সৈষাঽবরকালা উপদেশোত্তরকালা বর্ণানামুৎপত্তৌ নিমিত্তত্বায় কল্পয়িষ্যত ইত্যেতন্ন। তস্মাদুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল যে বর্ণ পাঠের উপদেশ করা হইবে, তবে অবর কাল অর্থাৎ পরকাল হেতু পরিভাষার (ভাব্যমানেন সবর্ণানাং গ্রহণং) উপদেশের প্রয়োজন হইবে না।

সূত্রের পরে সংজ্ঞা করা হইবে বলিয়া কি অবরকাল হইবে?

না, এইরূপ বলিতেছেন। তবে কিনা সর্ব্বথাই (সকল প্রকারেই) অবর অর্থাৎ পরবর্ত্তীকাল হইবে। পূর্ব্বে বর্ণ সমূহের উপদেশ করা হইয়াছে, (অইউণ্ ইত্যাদি) বর্ণ উপদেশের পরে ইৎ সংজ্ঞা অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের ইৎ করা হইয়াছে, (হলন্ত্যম্' এই সূত্রানুসারে) ইৎ সংজ্ঞা করিবার পর 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্রানুসারে অন্ত্য ইতের সহিত আদি বর্ণের প্রত্যাহার করা হইবে, প্রত্যাহার করিবার পরে সবর্ণ সংজ্ঞা, (তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্) এই সূত্রানুসারে সবর্ণ সংজ্ঞা হইবার পর 'অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ' এই সূত্রের উপস্থিত হইবে, তাহাই এস্থলে অবরকাল হইল, তাহা, উপদেশের পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান বর্ণ সমূহের উৎপত্তির নিমিত্তরূপে কল্পনা করা হইবে বলিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবেনা, সেই হেতুই উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূলম্।—তত্রানুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণাগ্রহণমনণ্ত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সেইস্থলে অনুবৃত্তি নির্দ্দেশে অনণ্ত্ব হেতু সবর্ণের গ্রহণ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—তত্রানুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণানাং গ্রহণং ন প্রাপ্নোতি। অস্য চ্বৌ যস্যেতি চ। কিং কারণম্। অনণ্ত্বাৎ। নহ্যেতেঽণো যেঽনুবৃত্তিনির্দ্দেশে। কে তর্হি। যেঽক্ষরসমাম্নায়উপদিশ্যন্তে। এবং তর্হ্যনণ্ত্বাদনুবৃত্তৌ নানুপদেশাচ্চ প্রত্যাহারে ন। উচ্যতে চেদমণ্ সবর্ণান্ গৃহ্ণাতীতি তত্র বচনাদ্ভবিষ্যতি। বচনাদ্যত্র তন্নাস্তি। নেদং বচনাল্লভ্যম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যে এতে প্রত্যাহারাণামাদিতো বর্ণাস্তৈঃ সবর্ণানাং গ্রহণং যথা স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই স্থলে অনুবৃত্তির নির্দ্দেশে সবর্ণ সমূহের গ্রহণ প্রাপ্তি হইবেনা, যথা 'অস্য চ্বৌ' ৭।৪।৩২। (অবর্ণের স্থানে ঈ হয়, চ্বি প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে যে স্থানে ঈ হইবে তাহার 'যস্যেতি চ' ৬।৪।১৪৮। এই সূত্রানুসারে ভ সংজ্ঞক ঈবর্ণ এবং অবর্ণের লোপ হইলে ঈ পরে থাকাতে তাহার লোপ হইবেনা। তাহার কারণ কি ?

যেহেতু তাহা (ঈ) অণ্ প্রত্যাহারে পাঠ করা হয় নাই—অনুবৃত্তির নির্দ্দেশে যাহাদিগকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহারা অণ্ নহে।

যাহারা অক্ষরসমাম্নায়ে (অ ই উণ্ প্রভৃতি যে সকল অক্ষর প্রথম পাঠ করিয়াছেন তাহাতে) উপদিষ্ট হইয়াছে।

যদি এরূপ অণেতে পঠিত হয নাই বলিয়া অনুবৃত্তিতে তাহা প্রাপ্তি না হয় তবে উপদেশ হয় নাই বলিয়া প্রত্যাহারেও প্রাপ্তি হইবেনা, অথচ এই অণ্ সবর্ণকে গ্রহণ করে এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা সূত্রারম্ভহেতুই সিদ্ধ হইবে।

যে স্থলে তাহা নাই, সেই স্থলেই বচনহেতু (সূত্রারম্ভহেতু সিদ্ধ হইবে)।

ইহা বচনহেতু সিদ্ধ হইবেনা, কারণ এই বচনের অন্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

কি ? (সেই প্রয়োজন কি ?)।

প্রত্যাহারের আদিতে যে সকল বর্ণ রহিয়াছে সবর্ণের গ্রহণে তাহাদের যাহাতে গ্রহণ হয়।

যদি এইরূপ হয় তবে—

বার্ত্তিকমূলম্।—সবর্ণেঽণ্গ্রহণমপরিভাষ্যমাকৃতিগ্রহণাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। সবর্ণে অণ্ গ্রহণ বলিবার প্রয়োজন নাই যেহেতু আকৃতির গ্রহণহেতুই তাহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সবর্ণেঽণ্গ্রহণমপরিভাষ্যম্। কুতঃ। আকৃতিগ্রহণাৎ। অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্টা সর্ব্বমবর্ণকুলং গ্রহীষ্যতি। তথেবর্ণাকৃতিস্তথোবর্ণাকৃতিঃ। ননু চান্যা আকৃতিরকারস্যাঽঽকারস্য চ।

ভাষ্যানুবাদ।—সবর্ণ গ্রহণে অণ্ গ্রহণের বলিবার আবশ্যক নাই।

কেন ?

আকৃতির গ্রহণ হেতু—অবর্ণ আকৃতির উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা অবর্ণজাতীয় সমস্তকেই গ্রহণ করিবে, সেইরূপ ইবর্ণাকৃতি, উবর্ণাকৃতিও হইবে অর্থাৎ যাবতীয় ইবর্ণ উবর্ণকে গ্রহণ করিবে।

যদি বল যে অকারের এবং আকারের আকৃতি পরস্পর ভিন্ন—

বার্ত্তিকমূলম্।—অনন্যত্বাচ্চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—তাহাও অনন্যত্ব হেতু সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অনন্যাকৃতিরকারস্যাকারস্য চ।

ভাষ্যানুবাদ। অকার এবং আকারের আকৃতি ভিন্ন নহে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনেকান্তো হ্যনন্যত্বকরঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যাহা একান্ত নহে তাহাই অনন্যত্বকর হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্।—যো হ্যনেকান্তেন ভেদো নাসাবন্যত্বং করোতি। তদ্যথা। ন যো গোশ্চ গোশ্চ ভেদঃ সোঽন্যত্বং করোতি। যস্তু খলু গোশ্চাশ্বস্য চ ভেদঃ সোঽন্যত্বং করোতি। অপর আহ। সবর্ণেঽণ্গ্রহণমপরিভাষ্যমাকৃতিগ্রহণাদনন্যত্বম্। সবর্ণেঽণ্ গ্রহণমপরিভাষ্যম্। আকৃতিগ্রহণাদনন্যত্বং ভবিষ্যতি। অনন্যাকৃতিরকারস্যাকারস্য চ। অনেকান্তো হ্যনন্যত্বকরঃ যো হ্যনেকান্তেন ভেদো নাসাবন্যত্বং করোতি। তদ্যথা। ন যো গোশ্চ গোশ্চ ভেদঃ সোঽন্যত্বং করোতি যস্তু খলু গোশ্চাশ্বস্য চ ভেদঃ সোঽন্যত্বং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু যাহা অবয়বের দ্বারা ভেদ নহে, তাহা কখনও অন্যত্ব করেনা, যেমন একটী গাভীর সহিত আর একটী গাভীর কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও তাহা গাভী ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না।

কিন্তু গাভীর সহিত অশ্বের যে ভেদ, তাহা দ্বারা স্বতন্ত্রই বোধ করাইয়া থাকে।

অন্যে বলিয়া থাকেন, যে সবর্ণে অণ্ গ্রহণ বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই; যেহেতু আকৃতির গ্রহণ দ্বারাই তাহার ভেদ হইবেনা।

সবর্ণে অণ্ গ্রহণ অনাবশ্যক, কারণ আকৃতির গ্রহণ হেতুই অনন্যত্ব হইবে, অকার এবং আকারের আকৃতি কখনও ভিন্ন নহে; যেহেতু অনেকান্ত অর্থাৎ অনবয়বই অন্যত্ব বোধক হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা অনবয়ব বশতঃ ভেদ নহে তাহা কখনও অন্যত্বকারী হয় না; যেমন একটী গাভীর সহিত অন্য একটী গাভীর যে আকৃতিগত যৎকিঞ্চিৎ ভেদ, তাহা কখনও তাহার গাভী ভিন্ন অন্যত্ব বোধক হয় না, কিন্তু গাভীর সহিত অশ্বের যে ভেদ তাহাই অন্যত্বকারী হইয়া থাকে।

বার্ত্তিকমূলম্।—তদ্বচ্চ হল্গ্রহণেষু *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—হল্গ্রহণেও সেইরূপই হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—এবং চ কৃত্বা হল্গ্রহণেষু সিদ্ধং ভবতি। ঝলোঝলি।

অবাত্তাম্। অবাত্তম্। অবাত্ত। যত্রৈতন্নাস্তি। অণ্ সবর্ণান্ গৃহ্ণাতীতি। অনেকান্তো হ্যনন্ত্যত্বকর ইত্যুক্তার্থম্। দ্রুতবিলম্বিতয়োশ্চানুপদেশান্মন্যামহে আকৃতিগ্রহণাৎ সিদ্ধমিতি। যদয়ং কস্যাঞ্চিদ্ বৃত্তৌ বর্ণানুপদিশ্য সর্ব্বত্র কৃতী ভবতি। অস্তি প্রয়োজনমেতৎ। কিং তর্হীতি। বৃত্তিপৃথক্ত্বং তু নোপপদ্যতে। বৃত্তেঃ পৃথক্ত্বং নোপপদ্যতে। তস্মাৎ তপরনির্দ্দেশাৎসিদ্ধম্। তস্মাত্তত্র তপরনির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ন কর্ত্তব্যঃ। ক্রিয়তে ন্যাস এব। অতো ভিস ঐসিতি। অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ করিয়াই ঝল্ গ্রহণেও সিদ্ধ হইবে; যথা 'ঝলোঝলি' ৮।২।২৬। (ঝলের পরস্থিত যে স তাহার লোপ হয় ঝল্ পরে থাকিলে, এই সূত্রানুসারে অবাত্তাম্, অবাত্তম্, অবাত্ত ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইল, কিন্তু যে স্থলে ইহা নাই সেই স্থলে অণ্ বলিতে সবর্ণ বর্ণ সমূহের গ্রহণ করে বলিয়া সিদ্ধ হইবে। অনেকান্ত অর্থাৎ অবয়বগত ভেদই অন্যত্বকারী হয় ইহা বলা হইয়াছে, অতএব কোন বর্ণ অতি দ্রুত (শীঘ্র) এবং কোন বর্ণ অতিশয় বিলম্বে উচ্চারণ করিলে, সেইরূপ দ্রুত বা বিলম্বিত বর্ণ, প্রত্যাহারে পাঠ করেন নাই বলিয়া আমরা মনে করি যে, তাহাও তুল্য অবয়বের গ্রহণেই সিদ্ধ হইবে। যেহেতু ইহা যে কোনও বৃত্তিতে অর্থাৎ দ্রুত বা বিলম্বিত অবস্থাতে বর্ণ সমূহ উপদেশ করিলেই সর্ব্বত্র কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

ইহার প্রয়োজন আছে কি?

তবে কি! অর্থাৎ প্রয়োজন আছে বৈকি।

তাহা হইলে বৃত্তির তো পৃথক্ত্ব উপপন্ন হইবেনা—বৃত্তির পার্থক্য সিদ্ধ হইবে না, সেই হেতু তপরের নির্দ্দেশ করিলেই সিদ্ধ হইবে।

তাহা হইলে তবে সেইস্থলে তপরের নির্দ্দেশ করিতে হইবে?

না, করিতে হইবেনা। কারণ সেই স্থলে ন্যাস অর্থাৎ স্থানান্তর হইতে আনিয়া সংযোগ করা হইবে, যে 'অতো ভিস ঐস্' ৭।১।৯। এই সূত্রস্থিত 'অৎ' এর তপর নির্দ্দেশ হেতুই এস্থলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

'অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ' এই সূত্রের ভাষ্য উল্লিখিত হইল।

তপরস্তৎকালস্য। ৭০।

তপরঃ ।১। তৎকালস্য ।৬।

সূত্রানুবাদ।—ত আছে পরে যার এবং তকারের পরে আছে যে, সে তাহার সমকালেরই সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—অযুক্তোঽয়ং নির্দ্দেশস্তৎকালস্যেতি। তদিত্যনেন কালঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে তদিত্যয়ং চ বর্ণঃ। তত্রাযুক্তং বর্ণস্য কালেন সহ সামানাধিকরণ্যম্। কথং র্হি নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। তৎকালকালস্যেতি। কিমিদং তৎকালকালস্যেতি। তস্য কালস্তৎকালঃ। তৎকালঃ কালো যস্যেতি সোঽয়ং তৎকালকালস্তৎকালকালস্যেতি। স তর্হি তথা নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্য। ন কর্ত্তব্যঃ। উত্তরপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা। উষ্ট্রমুখমিব মুখং যস্য সোঽয়মুষ্ট্রমুখঃ খরমুখঃ। এবং তৎকালকালস্তৎকালস্তৎকালস্যেতি। অথ বা সাহচর্য্যাত্তাচ্ছব্দ্যং ভবিষ্যতি কালসহচরিতো বর্ণোঽপি কাল এব। কিং পুনরিদং নিয়মার্থমাহো স্বিৎ প্রাপকম্। কথং চ নিয়মার্থং স্যাৎ কথং বা প্রাপকম্। যদ্যত্রাঽণ্গ্রহণমনুবর্ত্ততে ততো নিয়মার্থম্। অথ নিবৃত্তং ততঃ প্রাপকম্। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'তৎকালস্য' এই প্রয়োগটি অযুক্ত অর্থাৎ ন্যায়ানুসারে সম্বদ্ধ নহে, তৎ এই শব্দ দ্বারা কালেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং তৎ এই শব্দ বর্ণকে বুঝাইয়াছে ?

বর্ণের সহিত কালের সামানাধিকরণ্য (তুল্যতা) হইতে পারে না বলিয়া তাহা অযুক্ত।

তবে কিরূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য ?

'তৎকালকালস্য' এইরূপ।

এই 'তৎকালকালস্য' বিষয়টী কি ?

তস্য কালঃ তৎকালঃ (তাহার যে কাল সে তৎকাল) তৎকালঃ কালো যস্য (তৎকাল হইয়াছে কাল যাহার) 'সোঽয়ং তৎকালকালঃ' (সেই এই তৎকাল—কাল) তাহার তৎকালকালস্য।

তবে সেইরূপ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

না তাহা কর্ত্তব্য নহে। এস্থলে উত্তরপদ লোপ দ্রষ্টব্য। যেমন উষ্ট্রের মুখের ন্যায় মুখ যাহার সে উষ্ট্রমুখ, খরমুখ (খরের অর্থাৎ গাধার মুখের ন্যায় মুখ যাহার সে খরমুখ) সেইরূপ এস্থলেও তৎকালের যে কাল সে তৎকালকাল তাহা 'তৎকালকালস্য'।

অথবা সাহচর্য্য হেতু শব্দেরও হইবে; কালের সহচরিত হেতু বর্ণও কালই।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে ইহা কি নিয়মের জন্য, অথবা প্রাপক ?

নিয়মার্থই বা কিরূপে হয়, প্রাপকই বা কিরূপে হইবে ?

যদি এস্থলে অণ্ গ্রহণের অনুবৃত্তি হয় তাহা হইলে নিয়মার্থ হইবে, আর যদি অণ্ গ্রহণ নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে প্রাপক হইবে।

ইহাতে বিশেষ কি ? অর্থাৎ নিয়মার্থক এবং প্রাপকেতে প্রভেদ কি ?

বার্ত্তিকমূলম্।—তপরস্তৎকালস্যেতিনিয়মার্থমিতি চেদ্দীর্ঘগ্রহণে স্বরভিন্না-গ্রহণম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—তপরস্তৎকাল এই সূত্র যদি নিয়মার্থ হয়, তবে দীর্ঘ গ্রহণে ভিন্ন স্বরের গ্রহণ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—তপরস্তৎকালস্যেতি নিয়মার্থমিতি চেদ্দীর্ঘগ্রহণে স্বরভিন্নানাং গ্রহণং ন প্রাপ্নোতি। কেষাম্। উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকানাম্। অস্তু তর্হি প্রাপকম্।

ভাষ্যানুবাদ।—'তৎপরস্তৎকালস্য' এই সূত্র যদি নিয়মার্থ হয়, তবে দীর্ঘের গ্রহণে ভিন্ন২ স্বরের গ্রহণ প্রাপ্তি হইবেনা।

কাহাদের ?

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক প্রভৃতির।

আচ্ছা তবে প্রাপকই হউক।

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রাপকমিতি চেদ্ধ্রস্বগ্রহণে দীর্ঘপ্লুতপ্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—যদি প্রাপক বলা হয়, তবে হ্রস্বের গ্রহণে দীর্ঘ ও প্লুতের নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—প্রাপকমিতি চেদ্ধ্রস্বগ্রহণে দীর্ঘপ্লুতয়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। ন বক্তব্যঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি প্রাপক (অন্যকেও প্রাপ্তি করায়) বলা হয়, তবে হ্রস্বের গ্রহণে দীর্ঘ এবং প্লুত (প্রাপ্তি করাইবে বলিয়া) নিষেধ করা বক্তব্য।

না, বক্তব্য নহে।

বার্ত্তিকমূলম্।—বিপ্রতিষেধাৎ সিদ্ধম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বিপ্রতিষেধ হেতুই সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অণ্ সবর্ণান্ গৃহ্নাতীত্যেতদস্তু তপরস্তৎকালস্যেত্যেত-দ্ভবতি বিপ্রতিষেধেন। অণ্ সবর্ণান গৃহ্নাতীত্যস্যাবকাশঃ। হ্রস্বা অতপরা অণঃ। তপরস্তৎকালস্যেত্যস্যাবকাশঃ। দীর্ঘাস্তপরাঃ। হ্রস্বেষু তপরেষূভয়ং প্রাপ্নোতি। তপরস্তৎকালস্যেত্যেতদ্ভবতি বিপ্রতিষেধেন।

ভাষ্যানুবাদ।—অণ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ তাহার যাবতীয় সবর্ণকে গ্রহণ করিয়া থাকে, এইরূপসূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে (সুতরাং সে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত যাবতীয় সবর্ণেরই গ্রহণ করিবে) কিন্তু 'তপরস্তৎকালস্য' এই সূত্র তপর হইলে ঠিক্ তাহার সমকালবর্ত্তী বর্ণেরই গ্রহণ করিবে, অতএব এস্থলে বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তুল্য বল বিরোধ হেতুই সিদ্ধ হইবে। অণ্ বলিতে সবর্ণের গ্রহণ হয় ইহাই ইহার অবকাশ, তপর ভিন্ন যে হ্রস্ব অণ্। 'তপরস্তৎকালস্য' ইহাই ইহার অবকাশ, যেস্থলে তপর দীর্ঘ রহিয়াছে। সুতরাং হ্রস্ব যে তপর সেইস্থলে (সবর্ণ এবং সমকাল) উভয়ই প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু 'তপরস্তৎকালস্য' ইহা পরসূত্র বলিয়া বিপ্রতিষেধে পরকার্য্যই হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্। যদ্যেবং দ্রুতায়াং তপরকরণে মধ্যমবিলম্বিতয়োরুপসংখ্যানং কালভেদাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। যদি এইরূপই হয়, তবে দ্রুত উচ্চারিত বর্ণে তপর করা হইলে, মধ্যম এবং বিলম্বিত বর্ণে কালের ভেদহেতু, উপসংখ্যান করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্। দ্রুতায়াং তপরকরণে মধ্যমবিলম্বিতয়োরুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যং তথা মধ্যমায়াং দ্রুতবিলম্বিতয়োস্তথা বিলম্বিতায়াং দ্রুতমধ্যময়োঃ। কিং পুনঃ কারণং ন সিদ্ধ্যতি। কালভেদাৎ। যে হি দ্রুতায়াং বৃত্তৌবর্ণাস্ত্রিভাগাধিকাস্তে মধ্যমায়াং যে চ মধ্যমায়াং বর্ণাস্ত্রিভাগাধিকাস্তে তু বিলম্বিতায়াম্।

ভাষ্যানুবাদ।—দ্রুত (শীঘ্র উচ্চারিত) বর্ণে তপর করা হইলে মধ্যম এবং বিলম্বিত বর্ণের উপসংখ্যান অর্থাৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ মধ্যম উচ্চারিত বর্ণে তপর করা হইলে দ্রুত, ও বিলম্বিত (বিলম্বে উচ্চারিত) বর্ণে তপর করা হইলে দ্রুত ও মধ্যম বর্ণের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

আবার কি কারণেই বা তাহা সিদ্ধ হইবেনা?

কালের ভেদহেতু। দ্রুত অবস্থাতে বর্ত্তমান যে সকল বর্ণ, তাহার যদি তিনভাগ অধিক হয়, তাহাতে মধ্যম উচ্চারণ হইবে; আবার মধ্যম উচ্চারিত বর্ণে যে তিনভাগ স্বর অধিক হইবে, তাহারা বিলম্বিত বর্ণে উচ্চারিত হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধং ত্ববস্থিতা বর্ণা বক্তুশ্চিরাচিরবচনাদ্ বৃত্তয়ো বিশিষ্যন্তে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অবস্থিত বর্ণ সমূহ বক্তার চির এবং অচির বচনহেতু, বৃত্তি সমূহ বিশেষিত হইবে বলিয়া সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। অবস্থিতা বর্ণা দ্রুতমধ্যমবিলম্বিতাসু।

কিং কৃতস্তর্হি বৃত্তিবিশেষঃ। বক্তুশ্চিরাচিরবচনাদ্ বৃত্তয়ো বিশিষ্যন্তে। বক্তা কশ্চিদাশ্বভিধায়ী ভবতি আশু বর্ণানভিধত্তে কশ্চিচ্চিরেণ কশ্চিচ্চিরতরেণ কশ্চিচ্চিরতমেন। তদ্যথা। তমেবাধ্বানং কশ্চিদাশু গচ্ছতি কশ্চিচ্চিরেণ কশ্চিচ্চিরতরেণ কশ্চিচ্চিরতমেন। রথিক আশু গচ্ছতি আশ্বিকশ্চিরেণ পদাতিশ্চিরতরেণ শিশুশ্চিরতমেন। বিষম উপন্যাসঃ। অধিকরণমত্রাধ্বা ব্রজিক্রিয়ায়াঃ। তত্রাযুক্তং যদধিকরণস্য বৃদ্ধিহ্রাসৌ স্যাতাম্। এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ। কথম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে ?

বর্ণসমূহ দ্রুত মধ্যম এবং বিলম্বিত অবস্থায়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তবে বৃত্তি বিশেষের কি করা হইবে ?

বক্তার বিলম্বিত এবং অবিলম্বিত বাক্য হেতুই বৃত্তিসমূহের বিশেষণ করা হইবে—বক্তা কোথায়ও আশু অভিধায়ী হন শীঘ্র বর্ণোচ্চারণ করেন, কোথায়ও বিলম্বে, কোথাও বা অধিকতর বিলম্বে, কোথাও বা অধিকতম বিলম্বে বাক্য উচ্চারণ করেন ; যেমন সেই একই পথ কেহ বা শীঘ্র, কেহ বা বিলম্বে কেহ বা অধিকতর বিলম্বে এবং কেহ বা অধিকতম বিলম্বে অতিক্রম করে—রথে গমনকারী (১) শীঘ্র গমন করেন, অশ্বারোহী বিলম্বে, পদাতিক অধিকতর বিলম্বে এবং শিশু অধিকতম বিলম্বে গমন করে। ইহা তুল্য দৃষ্টান্ত নহে, কারণ, এস্থলে 'পথ' গমন ক্রিয়ার অধিকরণ ; সুতরাং সেই অধিকরণের বৃদ্ধি এবং হ্রাস হওয়া অসম্ভব অর্থাৎ গমনকর্ত্তা একই পথে শীঘ্র অথবা বিলম্বে গমন করিল বলিয়া পথের পরিমাণ হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হইলনা বটে, কিন্তু শব্দ তো কর্ত্তার ক্রিয়ার জন্য, পথ যেমন পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থিত রহিয়াছে বর্ণ তো আর তাহা নহে।

---

(১) এস্থলে রথিক বলিতে পুষ্পকরথ বা বাষ্পরথ প্রভৃতি জানিতে হইবে ; কিন্তু ঘোড়ায় টানিবার রথ নহে ; যেহেতু, অশ্বের, রথ সহিত মানুষকে টানিয়া লইয়া অশ্বারোহীর পূর্ব্বে যাওয়া সম্ভব নহে। যদি বল যে রথ চলিবার রাস্তা অতি পরিষ্কার ও মসৃণ বলিয়া হয়ত অশ্বারোহী অপেক্ষা রথারোহী পূর্ব্বে গমন করিতে পারেন, কিন্তু ভাষ্যকার এস্থলে "তমেবাধ্বানং" অর্থাৎ সেই একই পথকে অতিক্রম করিবার কথা বলিয়াছেন বলিয়া এইরূপ শঙ্কাই হইতে পারেনা।

এইরূপ হইলে,তবে 'স্ফোট' অর্থাৎ মূল শব্দের বিষয় বলিব('ফোট")শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে) ; কিন্তু ধ্বনি হইল শব্দের গুণ বিশেষ (সুতরাং তাহা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বিতই হউক কোনও দোষ হইবে না)।

কিরূপে ?

বার্ত্তিকমূলম্।—ভের্য্যাঘাতবৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ভেরীর আঘাতের ন্যায়।

ভাষ্যমূলম্।—তদ্যথা ভের্য্যাঘাতঃ ভেরীমাহত্য কশ্চিদ্বিংশতি পদানি গচ্ছতি কশ্চিত্ত্রিংশৎ কশ্চিচ্চত্বারিংশৎ স্ফোটস্তাবানেব ভবতি। ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ। ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে। অল্পো মহাংশ্চ কেষাং চিদুভয়ং তৎস্বভাবতঃ॥ ১॥ তপরস্তৎকালস্য॥

ভাষানুবাদ।—যেমন ভেরীর (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) আঘাত ভেরীকে আঘাত করিয়া কোথাও বা বিংশতিপদ পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত গমন করে, কোথাও বা ত্রিংশৎ ৩০, কোথাও বা চত্বারিংশৎ ৪০ পদপরিমিত স্থান পর্য্যন্ত ধ্বনিটী গমন করে ; 'স্ফোট' কিন্তু যেমন তেমই থাকে, বৃদ্ধি কেবল ধ্বনিরই হইয়া থাকে। শব্দসমূহের দুইটী অবস্থা আছে, ধ্বনি এবং স্ফোট ; কিন্তু ধ্বনিই লোকের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা আবার কোথাও বা অল্প, কোথাও বা মহান্, কোথাও বা এই উভয়রূপ (অল্প ও অধিক) স্বভাবতই হইয়া থাকে। 'তপরস্তৎকালস্য' সূত্রের ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইল।

আদিরন্ত্যেন সহেতা। ৭১।

আদিঃ। ১। অন্ত্যেন। ১। সহ ইতা। ৩।

সূত্রানুবাদ।—অন্ত্য ইৎ বর্ণের সহিত যে আদি বর্ণ, তাহা তাহার এবং মধ্যগত বর্ণের সংজ্ঞা হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—আদিরন্ত্যেন সহেতেত্যসংপ্রত্যয়ঃ সংজ্ঞিনোঽনির্দ্দেশাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' এই সূত্রে সংজ্ঞীর নির্দ্দেশ করা হয় নাই বলিয়া, প্রতীতি হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—আদিরন্ত্যেন সহেতেতি অসংপ্রত্যয়ঃ। কিং কারণম্। সংজ্ঞিনোঽনির্দ্দেশাৎ। নহি সংজ্ঞিনো নির্দ্দিশ্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—'আদিরন্ত্যেন সহেতা' স্থলে এইটী প্রতীতি হয় না যে, কাহার সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

তাহার কারণ কি?

সংজ্ঞীর অনির্দ্দেশ হেতু—সংজ্ঞীর নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধং ত্বাদিরন্ত্যেন সহ তন্মধ্যস্যেতি বচনাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আদিবর্ণ ইৎবর্ণের সহিত তাহার মধ্যগত বর্ণের সংজ্ঞা হয় বলিয়া ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। আদিরন্ত্যেন সহেতা গৃহ্যমাণঃ স্বস্য চ রূপস্য গ্রাহকস্তন্মধ্যানাং চেতি বক্তব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

অন্ত্য ইৎ বর্ণের সহিত আদি বর্ণের সংজ্ঞা হয় এইরূপ সংজ্ঞার গ্রহণ হেতুই তাহা তাহার নিজের রূপের এবং মধ্যগত বর্ণের গ্রাহক হয় এইরূপ বলিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সম্বন্ধিশব্দৈর্বা তুল্যম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা সম্বন্ধি শব্দের সহিত ইহা তুল্য হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সম্বন্ধিশব্দৈর্বা তুল্যমেতৎ। তদ্যথা। সম্বন্ধিশব্দাঃ মাতরি-বর্ত্তিতব্যম্। পিতরি শুশ্রূষিতব্যমিতি। ন চোচ্যতে স্বস্যাং মাতরি স্বস্মিন্ পিতরীতি। সম্বন্ধাচ্চ গম্যতে যা যস্য মাতা যো যস্য পিতেতি। এবমিহা-প্যাদিরন্ত্য ইতি সম্বন্ধিশব্দাবেতৌ। তত্র সম্বন্ধাদেতদ্গন্তব্যম্। যং প্রতি য আদিরন্ত্য ইতি চ ভবতি তস্য গ্রহণং ভবতি স্বস্য চ রূপস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা সম্বন্ধি শব্দের সহিত তুল্য হইবে, যেমন মাতরি বর্ত্তিতব্যম্ অর্থাৎ মাতার কার্য্যে বর্ত্তমান থাকিবে। পিতরি শুশ্রূষিতব্যম্ অর্থাৎ পিতার শুশ্রূষা করিতে হইবে; এইরূপ সম্বন্ধি শব্দ বলিলে, আর বলা হয় না যে নিজের মাতাতে অথবা নিজের পিতাতে (বর্ত্তমান থাকিবে বা শুশ্রূষা করিবে); সম্বন্ধ হইতেই বোধ হয় যে, যে যাহার মাতা অথবা যে যাহার পিতা সে তাহাতেই বর্ত্তমান থাকিবে। সেইরূপ এইস্থলেও আদি এবং অন্ত্য এই শব্দদ্বয়কে সবন্ধি শব্দ জানিতে হইবে; সুতরাং সেস্থলে সম্বন্ধ হেতুই ইহা জানা যাইবে যে, যাহার প্রতি যে আদি এবং অন্ত্য হইবে, তাহারই গ্রহণ হইবে এবং নিজের স্বরূপেরও গ্রহণ হইবে। (যেমন অণ্ বলিতে অন্ত্য ইৎ ণকার এবং আদি অকার মধ্যগত ই, উ বর্ণের সহিত অ, ই, উ এই কয় বর্ণের সংজ্ঞা হইবে।)

যেন বিধিস্তদন্তস্য। ৭২।

যেন। ৩। বিধিঃ। ১। তৎ—অন্তস্য। ৬।

সূত্রানুবাদ।—বিশেষণ বাচক শব্দ, তদন্তের সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ইহ কস্মান্ন ভবতি ইকো যণচি। দধ্যত্র। মধ্বত্র। অস্তু অলোঽন্ত্যস্য বিধয়ো ভবন্তীত্যন্ত্যস্য ভবিষ্যতি। নৈবং শক্যম্। অনেকা আদেশাস্তেষু দোষঃ স্যাৎ। এচোঽযবায়াব ইতি। নৈষ দোষঃ। যথৈব প্রকৃতি-তস্তদন্তবিধির্ভবতি এবমাদেশতো ভবিষ্যতি। তত্রৈবজন্তস্যায়াদ্যন্তা আদেশা ভবিষ্যন্তি। যদি চৈবং ক চিদ্বৈরূপ্যং তত্র দোষঃ স্যাৎ। ব্রহ্মেন্দ্রঃ ব্রহ্মোদকম্ অপি চান্তরঙ্গবহিরঙ্গে ন প্রকল্পেয়াতাম্। তত্র কো দোষঃ। স্যোনঃ। স্যোনা। অন্তরঙ্গলক্ষণস্য যণাদেশস্য বহিরঙ্গলক্ষণৌ গুণো বাধকঃ প্রসজ্যেত। উনশব্দাশ্রিতো যণাদেশো ন শব্দাশ্রিতো গুণঃ অন্তিবিধিশ্চ ন প্রকল্পেত। দোঃ পন্থাঃ স ইতি তস্মাৎ প্রকৃতে তদন্ত বিধিরিতি বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। যেনেতি করণ এষা তৃতীয়া। অন্যেন চান্যস্য বিধির্ভবতি। তদ্যথা দেবদত্তস্য সগাশং শরাবৈরোদনেন চ যজ্ঞদত্তঃ প্রতিবিধত্তে তথা সংগ্রামং হস্ত্যশ্বরথপদাতিভিঃ। এবমিহাপ্যচা ধাতোর্যৎ বিধত্তে অকারেণ প্রাতিপদিকস্য ইঞং বিধত্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকো যণচি' এই স্থলে কেন হয় না, অর্থাৎ এস্থলে ইক্ বলিতে ইক্ আছে অন্তে যাহার সেই শব্দ স্থানে কেন যণাদেশ হয়না, যেমন দধ্যত্র (দধি+অত্র), মধ্বত্র (মধু+অত্র) এই স্থলে দ, ধ, ই এই যাবতীয় বর্ণের স্থানে কেন য প্রভৃতি আদেশ হইল না?

হউক! (অর্থাৎ হইলইবা তাহাতে দোষ কি) 'অলোঽন্ত্যস্য' এই সূত্রানুসারে ৬ষ্ঠী বিভক্তির স্থানে আদেশ হইলে তাহা তাহার অন্ত্যবর্ণেরই বিধান হয় বলিয়া, এই স্থলেও অন্তবর্ত্তী ই, উ স্থানেই যণাদেশ হইবে।

এইরূপ করিতে পারিবে না, কারণ যে স্থলে অনেক বর্ণ আদেশ হইবে, সেই স্থলে দোষ হইবে, যথা 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রে এ, ও প্রভৃতি একটী বর্ণ স্থানে একাধিক বর্ণ অয়্ অব্ প্রভৃতি আদেশ হইয়াছে।

ইহা কোনও দোষ নহে। কারণ প্রকৃতিতে যেইরূপ আদেশ থাকিবে তদন্তবিধিও তাহারই হইবে, এইরূপ আদেশ হইতেই ইহা সিদ্ধ হইবে, যেস্থলে এজন্ত আছে, সেইস্থলে অয় আদি অন্ত্যবিশিষ্ট আদেশ হইবে, অর্থাৎ পো

অন এস্থলে পো টি ওকারান্ত ছিল, এক্ষণে অব্ অন্তবিশিষ্ট পব্ এইরূপ হইয়া পবন প্রয়োগ সিদ্ধ হইল।

যদি এইরূপই হয় তবে কোথাও যে দুইরূপ রহিয়াছে সেই স্থলে দোষ হইবে, যথা ব্রহ্মেন্দ্র (ব্রহ্ম+ইন্দ্র), ব্রহ্মোদকম্ (ব্রহ্ম+উদকম্) এইস্থলে ব্রহ্মা শব্দের সহিতও সন্ধি করিয়া ব্রহ্মেন্দ্র প্রভৃতি প্রয়োগ হইতে পারে; সুতরাং এস্থলে দোষ হইবে. আর অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ লক্ষণও প্রকল্পিত হইবে না।

তাহাতে দোষ কি হইবে?

স্যোনঃ স্যোনা (সিব্ ধাতুর উত্তর উণাদি নিষ্পন্ন ন প্রত্যয় করিলে, এস্থলে গুণ, বলোপ. উঠ্ আদেশ প্রভৃতি তিনটী কার্য্য এককালে সম্ভাবনা হইবে, কিন্তু উঠ আদেশ অপবাদ বিধি বলিয়া বলোপকে বাধা করিবে, আর অন্তরঙ্গ বিধিহেতু গুণকে বাধা করিবে।) এস্থলে অন্তরঙ্গ লক্ষণ সম্পন্ন ইকার স্থানে যণাদেশ বহিরঙ্গলক্ষণ সম্পন্ন ইকারের গুণ আদেশের বাধক হইবে; যেহেতু উন শব্দকে আশ্রয় করিয়াই, সিব ধাতুর ইকারের যণ আদেশ হইয়াছে; কিন্তু গুণ আদেশটি শব্দ আশ্রয় করিয়া হয় নাই বলিয়া, বহু অপেক্ষা হওয়াতে বহিরঙ্গ হইয়াছে।

অল্বিধিও প্রকল্পিত হইবে না; যথা দৌঃ (দিব+ঔৎ) পন্থাঃ (পথিমথ্যৃভুক্ষা মাৎ) সঃ (ত্যদাদীনামঃ) এই সকল স্থলে অন্ত্যঅলের বিধি না হইয়া যাবতীয় বর্ণের স্থানে বিধান হইলে দৌঃ প্রভৃতি প্রয়োগ না হইয়া ঔঃ প্রভৃতি প্রয়োগ হইতে থাকিবে; সেই হেতু প্রকৃতিতে তদন্তবিধি বলিতে হইবে।

না এরূপ বলিতে হইবে না। যেহেতু 'যেন বিধি' এই সূত্রের 'যেন শব্দটি, করণে তৃতীয়া হইয়াছে; সুতরাং অন্ত্যের দ্বারা অন্ত্যের বিধি হইবে, যেমন দেবদত্তের তুল্য খাদ্য শরা সমূহদ্বারা এবং ভাতের দ্বারা যজ্ঞদত্ত করাইয়া থাকেন সেইরূপ আবার, স্বয়ং না গিয়াও হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্যাদি দ্বারা যুদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ এইস্থলেও অচের দ্বারা ধাতুর যং বিধান করা হইবে, আর অকারের দ্বারা প্রাতিপদিকের ইঞ্ বিধান করা যাইবে।

প্রসঙ্গঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বিশেষণ যদি তদন্তের বিধি হয় তবে গ্রহণ উপাধি

বার্ত্তিকমূলম্। যেন বিধিস্তদন্তস্যেতি চেদ্গ্রহণোপাধীনাং তদন্তোপাধি-

সমূহের ও তদন্ত বিধি প্রসঙ্গ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যেন বিধিস্তদন্তস্যেতি চেদ্ গ্রহণোপাধীনাং তদন্তোপাধিতা-প্রসঙ্গঃ। যে গ্রহণোপাধয়স্তে তদন্তোপাধয়ঃ স্যুঃ। তত্র কো দোষঃ। উতশ্চ। প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাদিতি অসংযোগপূর্ব্বগ্রহণমুকারান্তবিশেষণং স্যাৎ। তত্র কো দোষঃ। অসংযোগপূর্ব্বগ্রহণেন ইহৈব পর্য্যুদাসঃ স্যাৎ। অঙ্গ্ণুহীতি। ইহ ন স্যাদ্ আপ্নুহি শক্নুহীতি। তথোদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেতি ওষ্ঠ্য-পূর্ব্বগ্রহণমৃকারান্তবিশেষণঃ স্যাৎ। তত্র কো দোষঃ। ওষ্ঠ্যপূর্ব্বগ্রহণেন ইহ প্রসজ্যেত। সংকীর্ণং সংগীর্ণমিতি। ইহ চ ন স্যাদ্ নিপূর্ত্তাঃ পিণ্ডা ইতিঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—বিশেষণ যদি তদন্তেরই সংজ্ঞা হয়, তবে গ্রহণ উপাধির (গ্রহণ অর্থাৎ উচ্চারণ তাহার যে উপাধি অর্থাৎ বিশেষণ করা হইবে) ও তদন্ত উপাধিতা প্রসঙ্গ হইবে। উচ্চারণের দ্বারা উপাধি প্রাপ্তি হইয়াছে যাহাদের তাহারাও তদন্তের উপাধি হইবে।

তাহাতে দোষ কি ?

সংযুক্তপূর্ব্বের গ্রহণ না করিলে, এই স্থলেই পর্য্যুদাস হইবে, যথা 'অঙ্কুহি' কিন্তু আপ্নুহি সক্নুহি এই স্থলে প্রাপ্তি হইবে না।

সেইরূপ 'উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য" ৭।১।১০২। এই সূত্রানুসারে ওষ্ঠ্যবর্ণ পূর্ব্বে থাকিলে তাহা ঋকারান্তের বিশেষণ হইবে। (যথা পিপর্ত্তি)।

তাহাতে দোষ কি ?

ওষ্ঠ্যপূর্ব্ব গ্রহণ দ্বারা সংকীর্ণম্ সংগীর্ণম্ ইত্যাদিস্থলেও প্রাপ্তি হইবে (অর্থাৎ এক্ষণে সূত্রের যদি এইরূপ অর্থ হয় যে ওষ্ঠ্যবর্ণ পূর্ব্বে আছে যাহা হইতে, এমন যে ঋকারান্ত ধাতু তাহারই উৎ হইবে, সুতরাং ওষ্ঠ্যবর্ণ ধাতুর অবয়ব বিশিষ্ট না হইয়া, তাহার পূর্ব্বে সম্ এই উপসর্গের মধ্যে ওষ্ঠ্যবর্ণ মকার থাকাতে সংকীর্ণম্ ইত্যাদিস্থলে উৎ হইবে) কিন্তু 'নিপূর্ত্তাঃ পিণ্ডা' (পরিপূর্ণ পিণ্ড) এইস্থলে পৃ ধাতুর পকার ওষ্ঠ্যবর্ণ হইলেও ধাতুর অবয়ব বিশিষ্ট হওয়াতে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নি শব্দে ওষ্ঠ্য বর্ণ না থাকাতে সেই স্থলে উৎ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধং তু বিশেষণবিশেষ্যয়োর্যথেষ্টত্বাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বিশেষণ এবং বিশেষ্যের যথেষ্টত্ব হেতু ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। যথেষ্টং বিশেষণবিশেষ্যয়োর্যোগো ভবতি। যাবতা যথেষ্টম্। ইহ তাবদুতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাদিতি না সংযোগপূর্ব্বগ্রহণেন উকারান্তং বিশেষ্যতে কিং তর্হি উকার এব বিশেষ্যতে

উকারো যঃ সংযোগপূর্ব্বস্তদন্তাৎ প্রত্যয়াদিতি। তথা উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেতি নৌষ্ঠ্যপূর্ব্বগ্রহণেন ঋকারান্তং বিশেষ্যতে ঋকারান্তো যো ধাতুরোষ্ঠ্যপূর্ব্ব ইতি কিং তর্হি ঋকার এব বিশেষ্যতে ঋকারো য ওষ্ঠ্যপূর্ব্বস্তদন্তস্য ধাতোরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

বিশেষণ এবং বিশেষ্যের যেখানে যেরূপ ইচ্ছা, সেখানে সেইরূপ যোগ হইবে। যেহেতু যথেষ্টরূপে ইহা গ্রহণ করা হইবে, সেই হেতু এই স্থলে উৎ প্রত্যয় অসংযোগপূর্ব্ব হইতে পরে হইবে, যেহেতু এস্থলে অসংযোগপূর্ব্ব গ্রহণ হয় নাই সেই হেতু এস্থলে উকারান্তেরই বিশেষণ করা হইবে, তবে কি কেবল উকারান্তই; তাহা নহে উকারই বিশেষণ করা হইবে, উকার এইরূপ যে সংযোগপূর্ব্ব শব্দ তদন্তের প্রত্যয় হইবে। সেইরূপ 'উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য' এইস্থলেও ওষ্ঠ্যপূর্ব্ব গ্রহণ দ্বারা ঋকারান্তের বিশেষণ করা হইবে না, তবে কিনা ঋকারান্ত যে ধাতু এমন যে ওষ্ঠ্যপূর্ব্ব বিশিষ্ট শব্দ, এইরূপ হইবে; তবে কি ঋকারেরই বিশেষণ করা হইবে, তাহা নহে, ঋকার যে ওষ্ঠ্যপূর্ব্ববিশিষ্ট তদন্ত যে ধাতু এইরূপ বিশেষণ করা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সমাসপ্রত্যয়বিধৌ প্রতিষেধঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সমাস এবং প্রত্যয় বিধিতে ইহার নিষেধ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সমাসবিধৌ প্রত্যয়বিধৌ চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। সমাসবিধৌ তাবৎ। দ্বিতীয়া শ্রিতাদিভিঃ সমস্যতে। কষ্টশ্রিতঃ। নরকশ্রিতঃ। কষ্টং পরমশ্রিত ইত্যত্র মা ভূৎ। প্রত্যয়বিধৌ। নডস্যাপত্যং নাডায়নঃ। ইহ ন ভবতি সূত্রনডস্যাপত্যং সৌত্রনাড়িঃ। কিমবিশেষণ। নেত্যাহ।

ভাষ্যানুবাদ।—বিশেষণ যে তদন্তের সংজ্ঞা হয়, তাহা সমাসবিধিতে এবং প্রত্যয়বিধিতে নিষেধ বলিতে হইবে। সমাস বিধির উদাহরণ যথা—দ্বিতীয়ান্ত শব্দ, ('দ্বিতীয়াশ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্ত প্রাপ্তাপন্নৈঃ' ২।১।৩৪। এই সূত্রে শ্রিত, অতীত, গত, অতি, অস্ত, প্রাপ্ত এবং অপন্ন শব্দের সহিত সমাস হইয়া থাকে) শ্রিতাদি শব্দের সহিত সমাস হইয়া থাকে, যথা কষ্টশ্রিতঃ (কষ্টং শ্রিতঃ) নরকশ্রিতঃ (নরকং শ্রিতঃ) ইত্যাদিস্থলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে কিন্তু কষ্টপরমশ্রিতঃ (এস্থলে কষ্টং শব্দ দ্বিতীয়ান্ত হইলেও শ্রিত শব্দ অন্ত বিশিষ্ট যে পরমশ্রিত শব্দ, তাহার তদন্ত বিধি আনিয়া সমাস [illegible] না) এস্থলে যাহাতে না হয়।

প্রত্যয়বিধিতেও তদন্তবিধি হয় না, যথা নডস্য অপত্যং নাড়ায়ণঃ (নডাদিভ্যঃ ফক্’ ৪।১।৯৯। অর্থাৎ নড় চর বক প্রভৃতি নডাদিগণ পঠিত শব্দের উত্তর ফক্ প্রত্যয় হয়, এই সূত্রানুসারে নডের অপত্য এই অর্থে নড শব্দের উত্তর ফক্ প্রত্যয় করিয়া নাড়ায়ন প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে) কিন্তু সূত্রনডস্যাপত্যং’ ‘সৌত্রনাড়িঃ’ (এই স্থলে নড শব্দ অন্তবিশিষ্ট সূত্রনড শব্দের উত্তর ফক্ প্রত্যয় না হইয়া ইঞ্ প্রত্যয় হওয়াতে ‘সৌত্রনাড়িঃ’ প্রয়োগ হইল) এই স্থলে তদন্তের সংজ্ঞা হইবে না।

ইহা কি অবিশেষরূপে অর্থাৎ যাবতীয় সমাস এবং প্রত্যয় বিধিতেই নিষেধ হইবে ?

না, এইরূপ বলিতেছেন।

বর্ত্তিকমুলম্।—উগিদ্বর্ণগ্রহণবর্জ্জম *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উক্ ইৎ বিশিষ্ট এবং একমাত্র বর্ণ বিশিষ্টের গ্রহণ ভিন্ন। ভাষ্যমূলম্—উগিদ্গ্রহণং বর্ণগ্রহণং চ বর্জ্জয়িত্বা। উগিদ্গ্রহণম্। উগিতশ্চ, ভবতী অতিভবতী মহতী অতি মহতী। বর্ণগ্রহণম্। অত ইঞ্ দাক্ষিঃ প্লাক্ষিঃ। অস্তি চেদানীং কশ্চিৎকেবলোঽকারঃ প্রতিপদিকং যদর্থেচ বিধিঃ স্যাৎ। অস্তীত্যাহ। অতভের্ঃ অতস্যাপত্যমিঃ।

ভাষ্যানুবাদ—উক্ ইতের গ্রহণ এবংবর্ণের গ্রহণ ভিন্ন তদন্তের নিষেধ হইয়া থাকে। উগিতের উদাহরণ, যথা ‘উগিতশ্চ, ৪।১।৬। (উক্ অর্থাৎ উক্ প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণ (উ, ঋ, ৯) অন্তবিশিষ্ট যে প্রাতিপদিক্) তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় হয় এই সূত্রানুসারে ‘ভবতী’ (ভূ ধাতু শতৃ প্রত্যয় করিয়া ঋকার ইৎ বিশিষ্ট ভবৎ শব্দ হওয়াতে তদুত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় করিয়া ভবতী শব্দ হইয়াছে) ‘অতিভবতী’ (এই স্থলে ভবৎ শব্দের পূর্ব্বে অতি শব্দ থাকিলেও তদন্তবিধি প্রাপ্তি হইল, এই স্থলে প্রত্যয়বিধি হইলেও উগিৎ প্রত্যয় হওয়াতে তদন্তের নিষেধ হইল না) ; এইরূপ মহতী এবং অতিমহতী প্রভৃতি স্থলে ও তদন্ত বিধির নিষেধ হইল না।

বর্ণ গ্রহণের উদাহরণ, যথা ‘অত ইঞ্ ৪।১।৯৫, (অদন্ত যে প্রতিপদিক সেই প্রকৃতি বিশিষ্ট ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় হয়, অপত্য অর্থ বুঝাইলে) এই সূত্রানুসারে, দাক্ষিঃ (দক্ষ শব্দ অপত্যার্থে ই ঞ্) প্লাক্ষিঃ (প্লক্ষ+অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, এই সকল স্থলে, কেবল মাত্র অকারের উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় না হইয়া অকারান্ত বিশিষ্ট দক্ষ ও

প্লক্ষ শব্দের উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় হইল, যে হেতু এইস্থলে অকার নামক একটি মাত্র বর্ণ স্থানে প্রত্যয় হইয়াছে ; সুতরাং একটি মাত্র বর্ণ স্থানে, প্রত্যয় হইলে সেই প্রত্যয় নিমিত্তক তদন্ত বিধির নিষেধ হয় না)।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে কেবল আকার বলিয়া কি কোন ও প্রাতিপদিক আছে, যে যাহার জন্য এই (নিষেধরূপ) বিধি করিতে হইবে।

আছে, এইরূপ বলিতেছেন ; যথা 'অততের্ডঃ' অর্থাৎ 'অত' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় করিয়া (তকারের লোপ করিলে মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে অ) এক্ষণে সেই অকারের অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় করিলেই (এ) প্রয়োগ পাওয়া যাইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—অকজ্শ্নম্বতঃ সর্ব্বানামাব্যয়ধাতুবিধাবুপসংখ্যানম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অকজ এবং শ্নম্ বিশিষ্টে ধাতু বিধিতে সর্ব্বনাম, অব্যয়, ধাতুবিধিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্—অকজ্বতঃ সর্ব্বনামব্যয়বিধৌ শ্নম্বতো ধাতুবিধাবুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। অকজ্বতঃ। সর্ব্বকে বিশ্বকে। অব্যয়বিধৌ। উচ্চকৈঃ নীচকৈঃ। শ্নম্বতঃ। ভিনত্তি ছিনত্তি। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি। ইহ তস্য বা গ্রহণং ভবতি তদন্তস্য বা, ন চেদং তদ্নাপি তদন্তম্।

ভষ্যানুবাদ।—অকজ্ বিশিষ্টের সর্ব্বনাম অব্যয় বিধিতে শ্নম্ বিশিষ্টের ধাতু বিধিতে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ; অকজ্ বিশিষ্টের উদাহরণ যথা সর্ব্বকে বিশ্বকে (সর্ব্ব এবং বিশ্ব শব্দের উত্তর অকচ্ প্রত্যয় করিয়া তদনন্তর প্রথমার বহুবচনে এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে), অব্যয় বিধিতে যথা—উচ্চকৈঃ নীচকৈঃ (উচ্চৈঃ এবং নীচৈঃ শব্দের উত্তর অকচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু 'অব্যয়সর্ব্বণাম্নামকচ্ প্রাক্টেঃ' ৫।৩।৭১। এই সূত্রানুসারে অব্যয় এবং সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর 'টির' পূর্ব্বে অকচ্ প্রত্যয় হয় বলিয়া সর্ব্ব শব্দের অকারের পূর্ব্বে উচ্চৈঃ শব্দের শেষাংশ 'ঐ' এর পূর্ব্বে অকচ্ আগম হইয়াছে) শ্নম্ বিশিষ্টের উদাহরণ যথা ভিনত্তি ছিনত্তি (ভিদ্ এবং ছিদ ধাতুর উত্তর রুধাদিভ্যঃ শ্নম্' ৩।১।৭৮। এই সূত্রানুসারে শ্নম্ প্রত্যয় করিয়া মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ' এইসূত্রানুসারে ভি ও ছি র ইকারের পরে দরকারের পূর্ব্বে শ্নম্ এর ন আগম হইয়া ভিনত্তি চিনত্তি প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে)।

কি কারণেই বা আরায় এই স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবেনা

এই স্থলে তাহার অথবা তদন্তরই গ্রহণ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাহাও

নহে বা তদন্ত ও নহে (অর্থাৎ এইস্থলে অকচ এবং শ্নম আদেশ পদের অবয়-বের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে তদ বা তদন্ত কিছুই হয় নাই)।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধং তু তদন্তান্তবচনাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—তদন্তান্ত বচন হেতুই ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। তদন্তান্তবচনাৎ। তদন্তান্তস্যেতি বক্তব্যম্। কিমিদং তদন্তান্তস্যেতি তস্যান্তস্তদন্তস্তদন্তোঽন্তো যস্য তদিদং তদন্তান্তস্তদন্তস্যেতি। স তর্হি তথা নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ন কর্ত্তব্যঃ। উত্তর-পদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা। উষ্ট্রমুখমিব মুখমস্য উষ্ট্রমুখঃ খরমুখঃ। এবমিহাপি তদন্তঃ অন্তো যস্য সোয়ং তদন্তস্তদন্তস্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে ?

তদন্তান্তবচন হেতু——তদন্তস্তস্য এইরূপ বলিতে হইবে তদন্তান্তস্য এই বিষয়টী কি ?

তস্য অন্তঃ (তাহার যেঅন্ত সে) তদন্ত ; তদন্ত হইয়াছে অন্তে যাহার সে তদন্তান্ত তাহার তদন্তান্তের।

তাহা হইলে আবার 'সেইরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইবে' অর্থাৎ একটি অন্ত শব্দ অতিরিক্ত নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

না, তাহা করিতে হইবে না, কারণ সেইস্থলে উত্তরপদ লোপ দ্রষ্টব্য হইবে যেমন উষ্ট্রের মুখের ন্যায় মুখ যাহার সে উষ্ট্রমুখ এব খরমুখ (এস্থলে একটী মুখ শব্দের লোপ হইয়াছে. সেইরূপ এইস্থলে তদন্ত আছে অন্তে যার সে এই তদন্ত তাহার তদন্তের।

বার্ত্তিকমূলম্। তদেকদেশবিজ্ঞানাদ্বা সিদ্ধম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। অথবা তাহা একদেশ বিজ্ঞানহেতু সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্। তদেকদেশবিজ্ঞানাদ্বা পুনঃ সিদ্ধমেতৎ। তদেকদেশভূতস্ত দ্গ্রহণেন গৃহ্যতে। তদ্যথা। গঙ্গা যমুনা দেবদত্তেতি। অনেকা নদী গঙ্গাং যমুনাং চ প্রবিষ্টা গঙ্গা গ্রহণেন গৃহ্যতে। দেবদত্তাস্থো গর্ভো দেবদত্তাগ্রহণেন গৃহ্যতে। বিষম উপন্যাসঃ। ইহ কেচিচ্ছব্দা অকৃপরিমাণানামর্থানাং বাচকা ভবন্তি। য এতে সংখ্যাশব্দাঃ পরিমাণশব্দাশ্চ। পঞ্চ সপ্তেতি একোনাপ্যপায়ে ন ভবন্তি। দ্রোণঃ খারী আঢ়কমিতি নৈবাধিকে ভবন্তি ন ন্যূনে। কেচিদ্ যাবদেব তদ্ভবতি তাবদেবাহুঃ। য এতে জাতিশব্দা

গুণশব্দাশ্চ তৈলং ঘৃতমিতি খার্যামপি ভবন্তি দ্রোণেঽপি। শুক্লো নীলঃ কৃষ্ণ ইতি হিমবত্যপি ভবতি বটকণিকামাত্রেঽপি দ্রব্যে। ইমাশ্চাপি সংজ্ঞা অক্তপরিমাণা-নামর্থানাং ক্রিয়ন্তে তাঃ কেনাধিকস্য স্যুঃ। এবং তর্হ্যাচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি তদেকদেশভূতং তদ্গ্রহণেন গৃহ্যতে ইতি। যদয়ং নেদমদসোরকোরিতি সক-কারয়োরিদমদসোঃ প্রতিষেধং শাস্তি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। ইদমদসোঃ কার্য্যমুচ্যমানং কঃ প্রসঙ্গো যৎসককারয়োঃ স্যাৎ। পশ্যতি ত্বাচার্য্যস্তদেকদেশ-ভূতং তদ্গ্রহণেন গৃহ্যতে ইতি ততঃ সককারয়োঃ প্রতিষেধং শাস্তি কানি পুন-রস্য যোগস্য প্রয়োজনানি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা পুনঃ একদেশ বিজ্ঞান হেতু ইহা সিদ্ধ হইবে—সেই একদেশভূত যে বিষয়, তাহাও তাহার গ্রহণেই গ্রহণ করা হয়; যেমন গঙ্গা, যমুনা, দেবদত্তা ইত্যাদি—গঙ্গা এবং যমুনায় অনেক নদী প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু তাহারাও গঙ্গা যমুনা গ্রহণেই গৃহীত হইয়া থাকে (অর্থাৎ অন্য নদীর জল গঙ্গায় আসিয়া মিশ্রিত হইলেও গঙ্গা গর্ভস্থিত সেই জলকে গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য কিছু বলা হয় না; দেবদত্তার যদি গর্ভ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই গর্ভে সন্তান থাকিলেও তাহা দেবদত্তার গ্রহণেই গৃহীত হয়, অর্থাৎ গর্ভবতী দেবদত্তাকে, কোনও শিশু গর্ভে ধারণ করিয়াছে বলিয়া; দেবদত্তা ভিন্ন অন্য নামে আহ্বান করা হয় না; সেইরূপ এইস্থলেও উচ্চৈঃ প্রভৃতি শব্দের মধ্যে অকচ্ প্রবেশ করিলে, উচ্চকৈঃ প্রভৃতিও তদ্গ্রহণে গৃহীত হইয়া থাকে।

অযোগ্য উদাহরণ দেখান হইল; যেহেতু এস্থলে কোন কোন শব্দ অক্ত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট বিষয়ের বাধক হইয়া থাকে, যেমন সংখ্যা বাচক শব্দ এবং পরিমাণ বাচক শব্দ,—পঞ্চ, সপ্ত ইত্যাদি, ইহার মধ্যে যদি একটিরও লোপ হয়, তাহা হইলেও হইবেনা (অর্থাৎ পাঁচটীর মধ্যে একটির লোপ হইলেও তখন আর তাহাকে পাঁচ বলা যাইবেনা চারি বলিতে হইবে, দ্রোণ, খারী, আঢ়ক (১) ইহারা অধিক হইলেও হইবেনা, অল্প হইলেও হইবে না (অর্থাৎ যদি একখারী ধান্য আনিতে বলে, তাহা হইলে তাহা হইতে

(১) দ্রোণ খারী, আঢ়ক প্রভৃতি, বস্তু সমূহ মাপিবার পরিমাণ যন্ত্র বিশেষ 'পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ', বোধ হয় ইদানীং উহা ব্যবহৃত হয় না, অথবা [illegible] হইয়া থাকিবে।

কিছু কম বা বেশি আনয়ন করিলে তাহাকে একখারী ধান্য বলা হইবে না। কোনও কোনও বস্তু আছে তাহারা যেই পরিমাণ হইয়া থাকে সেই পরিমাণই বলা হয়, যেমন এই জাতি শব্দ, এবং গুণ শব্দ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি খারিতেও হয়, দ্রোণেতেও হয় (অর্থাৎ বেশি পরিমাণে হইলে একখারী বলা হয় এবং কম পরিমাণে হইলে এক দ্রোণ বলা হয়; কিন্তু একই বস্তুর এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে) শুক্ল, নীল, কৃষ্ণ ইত্যাদি গুণ বাচক শব্দ (সুবৃহৎ) হিমালয় পর্ব্বতেও ব্যবহার হয়, এবং বটবীজের ন্যায় কণিকামাত্র দ্রব্যেও ব্যবহার হয়, সেইরূপ এই সংজ্ঞাও পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট শব্দ সমূহেরই করা হইয়াছে, তাহা কেন অধিকের সংজ্ঞাবাচক হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে আচার্য্য পাণিনির প্রবৃত্তিই জ্ঞাপক হইবে যে সেই যে একদেশভূত বিষয় তাহা তাহার গ্রহণেই গৃহীত হয়, যেহেতু 'নেদমদসোরকোঃ' ৭।১।১১ (ককার শূন্য যে ইদম্ এবং অদস্ শব্দ তাহার ভিস্ এর স্থানে ঐস হয়না) এইসূত্রে ককার বিশিষ্টের নিষেধ করিয়াছেন।

ইহা কিরূপে জ্ঞাপক হইল ?

ইদম এবং অদস শব্দের কার্য্য উচ্যমান হইলে, কএর প্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহা ককার বিশিষ্টেরই হয়। সুতরাং আচার্য্য এইটা দেখিয়াছেন যে একদেশভূত বিষয়ও তাহার গ্রহণেই গৃহীত হইয়া থাকে এই জন্যই তিনি তৎপরে ককার বিশিষ্ট ইদম অদস শব্দের ভিস বিধান নিষেধ করিয়াছেন।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে এই সূত্রের প্রয়োজন কি ?

বার্ত্তিকমূলম···প্রয়োজনং সর্ব্বনামাব্যয়সংজ্ঞায়াম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ—সর্ব্বনাম এবং অব্যয় সংজ্ঞাতে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম।—সর্ব্বে পরমসর্ব্বে বিশ্বে পরমবিশ্বে উচ্চৈঃ পরমোচ্চৈঃ নীচৈঃ পরমনীচৈরিতি।

ভাষ্যানুবাদ—সর্ব্বে, পরমসর্ব্বে, বিশ্বে, পরমবিশ্বে, উচ্চৈঃ, পরমোচ্চৈঃ, নীচৈঃ, পরমনীচৈঃ ইত্যাদি স্থলে যেমন সর্ব্বশব্দের উত্তর জস্ বিভক্তিতে শি আদেশ হয় সেইরূপ সর্ব্ব অন্তবিশিষ্ট পরমসর্ব্ব শব্দেরও উত্তর শি বিভক্তি হইয়া পরমসর্ব্বে এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ অব্যয়বাচক উচ্চৈঃ শব্দান্তর পরমোচ্চৈঃ শব্দ যাহাতে অব্যয়সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ উদাহরণস্থ প্রত্যেক শব্দে জানিবে।

বার্ত্তিকমূলম্—উপপদবিধৌ ভয়াঢ্যাদি গ্রহণম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—উপপদবিধিতে, ভয় এবং আঢ্য প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্—প্রয়োজনম্। ভয়ঙ্করঃ। অভয়ঙ্করঃ। আঢ্যংকরণং। স্বাঢ্যংকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ—ইহার আরও প্রয়োজন—ভয়ঙ্কর, অভয়ঙ্কর, আঢ্যংকরণং, স্বাঢ্যংকরণং এই সকল স্থলে যেমন ভয় এবং আঢ্যশব্দের উত্তর মুম্ আগম হইয়া ভয়ং আঢ্যং প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়াছে সেইরূপ ভয় এবং আঢ্য শব্দ অন্ত বিশিষ্ট অভয় এবং স্বাঢ্য শব্দের উত্তরও মুম্ আগম হইল।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঙীব্বিধাবুগিদ্গ্রহণম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। ঙীব্ বিধিতে উগিতের গ্রহণের জন্য ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। ভবতী। অতিভবতী। মহতী অতিমহতী।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার আরও প্রয়োজন ভবতী, অতিভবতী, মহতী, অতিমহতী এই সকল স্থলে উক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ বিশিষ্টের ইৎ হওয়াতে ঙীপ্ প্রত্যয় হইল। (ইহার বিষয় বিশেষরূপে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।)

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রতিষেধে স্বস্রাদিগ্রহণম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—নিষেধ বিধিতে স্বস্রাদিগ্রহণের জন্য ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। স্বসা পরমস্বসা। দুহিতা পরমদুহিতা।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার আরও প্রয়োজন স্বসা, পরমস্বসা, দুহিতা, পরমদুহিতা ইত্যাদি স্থলে 'ন ষট্ স্বস্রাদিভ্যঃ' ৪।১।১০। এই সূত্রানুসারে যেমন স্বসৃ এবং দুহিতৃ শব্দের ঙী এবং টাপ্ প্রত্যয় না হইয়া স্বসা, এবং দুহিতা প্রয়োগ হইয়াছে, সেইরূপ এই সকল শব্দ অন্তবিশিষ্ট পরমস্বসা এবং পরমদুহিতা শব্দও সিদ্ধ হইল।

বার্ত্তিকমূলম্।—অপরিমাণ বিস্তাদিগ্রহণং চ প্রতিষেধে *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অপরিমাণ বিশিষ্ট এবং বিস্তাদিগ্রহণ নিষেধ বিষয়ে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। অপরিমাণবিস্তাচিতকম্বল্যেভ্যো ন তদ্ধিতলুকীতি। দ্বিবিস্তা দ্বিপরমবিস্তা। ত্রিবিস্তা ত্রিপরমবিস্তা। দ্ব্যাচিতা দ্বিপরমাচিতা।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার আরও প্রয়োজন যে 'অপরিমাণবিস্তাচিতকম্বল্যেভ্যো ন তদ্ধিতলুকি' ৪।১।২২। (অপরিমাণান্ত শব্দের উত্তর এবং বিস্তা, আচিত

এবং কম্বল শব্দান্ত দ্বিগু সমাস নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর ঙীপ্ হয়না তদ্ধিতের লুক হইলে) যথা দ্বিবিস্তা দ্বিপরমবিস্তা ত্রিবিস্তা, ত্রিপরমবিস্তা দ্ব্যাচিতা দ্বিপরমাচিতা। ইত্যাদি স্থলে বিস্তা শব্দের ন্যায় তদন্তবিশিষ্ট দ্বিবিস্তা প্রভৃতি শব্দেও ঙীপের নিষেধ হইল।

বার্ত্তিকমূলম্।—দিতিগ্রহণং চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এবং দিতিগ্রহণেও ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। দিতেরপত্যং দৈত্যঃ। অদিতেরপত্যমাদিত্যঃ। নিত্যদিত্যাদিত্যেত্যত্র দিতিগ্রহণং ন কর্ত্তব্যং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও ইহার প্রয়োজন যে দিতির অপত্য দৈত্য এবং অদিতির অপত্য আদিত্য এই সকল স্থলে এক দিতি শব্দ গ্রহণের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হয়, 'দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্যঃ' ৪।১।৮৫। এই সূত্রে আর অদিতিশব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—রোণ্যা অণ্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—রোণ্যা অণ্ গ্রহণে ইহার প্রয়োজন হইবে।

ভাষ্যমূলম্। রোণ্যা অণ্ গ্রহণং চ প্রয়োজনম। আজকরৌণঃ সৈংহিকরৌণঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'রোণী' ৪।২।৭৮ (রোণীশব্দ এবং তদন্ত শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। এই সূত্রানুসারে রোণীশব্দের উত্তর যেমন অণ্ প্রত্যয় হয় সেইরূপ অজকরোণী সিংহিকরোণী শব্দের উত্তরও অণ্ প্রত্যয় করিয়া আজকরৌণঃ (১) এবং সিংহিকরৌণঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্য চ *।

---

(১) কাশীস্থ রাজরাজেশ্বরী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত দামোদর, গঙ্গাধর প্রভৃতি শাস্ত্রী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সংশোধিত গ্রন্থে এবং বোম্বাইস্থিত জগদ্ধিতেচ্ছু মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী দ্বারা সুপরিষ্কৃত মহাভাষ্য গ্রন্থদ্বয়ে আজকরৌণঃ প্রয়োগ দৃষ্ট হইল বলিয়াই তদনুযায়ী এইস্থলে লিখিত হইল; কিন্তু নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে আজকরোণঃ প্রয়োগ দৃষ্ট হইল, জানিনা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়োগ কিরূপে অনায়াস সিদ্ধ হইতে পারে; তবে অবশ্যই যদি ভাষ্যকার এরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে বাধ্য হইয়া তুষ্ণীংভাবাবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু মুদ্রাকার প্রমাদ হইলেই বিশেষ গোলযোগ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এবং তাহারও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূলম্।—তস্য চেতি বক্তব্যম্। রৌণঃ। কিং পুনঃ কারণং ন সিদ্ধ্যতি ন তদন্তাচ্চ তদন্তবিধিনা সিদ্ধং কেবলাচ্চ ব্যপদেশিবদ্ভাবেন। ব্যপদেশিবদ্ভাবোঽপ্রাতিপদিকেন। কিং পুনঃ কারণং ব্যপদেশিবদ্ভাবোঽপ্রাতিপদিকেন। ইহ সূত্রান্তাট্ঠগ্‌ভবতি। দশান্তাড্‌ডোভবতীতি কেবলান্নুৎপত্তির্মাভূদিতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। সিদ্ধমত্র তদন্তাচ্চ তদন্তবিধিনা কেবলাচ্চ ব্যপদেশিবদ্ভাবেন। সোঽয়মেবং সিদ্ধে সতি যদন্তগ্রহণং করোতি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যঃ সূত্রান্তাদেব দশান্তাদেবেতি। নাত্র তদন্তাদুৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতি। ইদানীমেব হ্যুক্তং সমাসপ্রত্যয়বিধৌ প্রতিষেধ ইতি। সাতর্হ্যেষা পরিভাষা কর্ত্তব্যা। ন কর্ত্তব্যা। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ব্যপদেশিবদ্ভাবোঽপ্রাতিপদিকেনেতি। যদয়ং পূর্ব্বাদিনিঃ সপূর্ব্বাচ্চেত্যাহ। নৈতদস্তিজ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। সপূর্ব্বাদিনিং বক্ষ্যামীতি। যত্তর্হি যোগবিভাগং করোতি ইতরথা পূর্ব্বাৎসপূর্ব্বাদিনিরিত্যেব ব্রূয়াৎ। কিং পুনরয়মন্তস্যৈব শেষস্তস্য চেতি। নেত্যাহ। যচ্চানুক্রান্তং যচ্চানুক্রংস্যতে সর্ব্বস্যৈব শেষস্তস্য চেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তস্য চ অর্থাৎ তাহারও হয় এইরূপ বলিতে হইবে যথা রৌণঃ (এইস্থলে কেবল রোণী শব্দান্তবিশিষ্ট শব্দের উত্তর অণ্‌ প্রত্যয় না হইয়া রোণ শব্দেরও যাহাতে অণ্‌ প্রত্যয়হয়)।

কি কারণেই বা ইহা সিদ্ধ হইবে না—তদন্তবিশিষ্ট শব্দের উত্তর তদন্তবিধিদ্বারা এবং কেবল সেই শব্দের ব্যপদশিবদ্ভাব দ্বারা সিদ্ধ হইবে না ?

প্রাতিপদিক ভিন্ন অন্যত্রই ব্যপদেশিবদ্ভাব হইয়া থাকে (এইস্থলে রোণী শব্দ প্রাতিপদিক হওয়াতে ব্যপদেশিবদ্ভাব অর্থাৎ রোণী অন্তবিশিষ্ট যে স্বদেশ বাচক শব্দ তাহাকে অতিক্রম করিয়া ঠিক্ রোণী শব্দেই তাহা প্রাপ্তি হইবে না)।

কি কারণেই বা আবার ব্যপদেশিবদ্ভাব প্রাতিপদিক ভিন্ন অন্যত্র হইবে ? এইস্থলে সূত্রান্তের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হইবে এবং দশান্তের উত্তর ড প্রত্যয় হইবে ; কিন্তু কেবল সূত্রশব্দের উত্তর ঠক্ বা দশ শব্দের উত্তর ড প্রত্যয়ের উৎপত্তি যাহাতে না হয়।

ইহা কোনও প্রয়োজন নহে। এইস্থলে তদন্ত বিধি হেতুই তদন্তের এবং ব্যপদেশিবদ্ভাবহেতু কেবলের কার্য্যসিদ্ধি হইবে এইরূপে সিদ্ধ হইলেও যে

অন্ত শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই আচার্য্য পাণিনি জ্ঞাপন করিতেছেন যে শুধু সূত্রান্ত শব্দের উত্তরই ঠক্ প্রত্যয় হয়। ('ক্রতুকৃথাদি সূত্রান্তাট্ঠক্' ৪।২।৬০ এইসূত্রে পাণিনি অন্ত শব্দ করিয়াছেন) এবং দশা অন্ত বিশিষ্ট শব্দের উত্তরই ড প্রত্যয় হইয়া থাকে।

এইস্থলে তদন্তের উৎপত্তি তো প্রাপ্তি হইবে না ; যেহেতু এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে সমাস এবং প্রত্যয় বিধিতে (তদন্তের) নিষেধ হইয়া থাকে।

সেই পরিভাষা তবে করিতে হইবে ?

না করিতে হইবে না। আচার্য্যের প্রবৃত্তিই জ্ঞাপন করিবে যে, প্রাতি-পদিকভিন্ন অন্যত্র ব্যপদেশিবদ্ভাব হইয়া থাকে। যেহেতু তিনি পূর্ব্ব শব্দের উত্তর 'ইনি' প্রত্যয় করিতে গিয়া 'পূর্ব্বাদিনি' ৫।২।৮৬ এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারেনা ; যেহেতু এই বচনের অন্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

কি ? (কি সেই প্রয়োজন)।

পূর্ব্বশব্দের সহিত বর্ত্তমান যে শব্দ তাহার উত্তর 'ইনি' প্রত্যয় বলা হইবে যেহেতু এজন্য 'সর্ব্বাচ্চ' ৫।২।৮৭ এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে।

তবে যদি যোগ বিভাগ করা যায় তাহা হইলে অন্য প্রকারে পূর্ব্বশব্দের উত্তর এবং সপূর্ব্বশব্দের উত্তর 'ইনি' ই, বলা হইবে (পূর্ব্বাৎসপূর্ব্বাদিনিঃ)। তবে কি ইহা ইহারই শেষ, তাহারই শেষ ?

না, এইরূপ বলিতেছেন। কারণ যাহা অনুক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহা অনুক্রান্ত হইবে সেই সকলেরই শেষ জানিতে হইবে এবং তাহারও জানিতে হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—রথসীতাহলেভ্যো যদ্বিধৌ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—রথ, সীতা, হল প্রভৃতিতে যৎ বিধিতে ইহার প্রয়োজন হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। রথ্যঃ পরমরথ্যঃ সীত্যং পরমসীত্যং হল্যা পরমহল্যা।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও প্রয়োজন দেখান যাইতেছে, যথা—রথ্যঃ, পরমরথ্যঃ সীত্যং, পরমসীত্যং, হল্যা পরমহল্যা ইত্যাদিস্থলে 'রথাদ্ যৎ' ৪।৩।১২১। এই সূত্রানুসারে যেমন রথ শব্দের তেমনই পরমরথ শব্দের উত্তরও যৎ প্রত্যয় হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সুসর্ব্বার্দ্ধদিক্‌ছব্দেভ্যো জনপদস্য *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সু, সর্ব্ব, অর্দ্ধ দিক্ শব্দসমূহের উত্তর জনপদের জন্য প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। সু; সুপাঞ্চালকঃ। সুমাগধকঃ। সু। সর্ব্ব। সর্ব্বপাঞ্চালকঃ। সর্ব্বমাগধকঃ। সর্ব্ব। অর্দ্ধ। অর্দ্ধপাঞ্চালকঃ। অর্দ্ধমাগধকঃ। অর্দ্ধ দিক্‌শব্দ। পূর্ব্বপাঞ্চালকঃ। অপরপাঞ্চালকঃ। পূর্ব্বমাগধকঃ। অপরমাগধকঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য প্রয়োজন দেখান হইতেছে সু; যথা সুপাঞ্চালক, সুমাগধকঃ; সর্ব্ব যথা সর্ব্বপাঞ্চালকঃ, সর্ব্বমাগধক; অর্দ্ধ যথা অর্দ্ধপাঞ্চালকঃ, অর্দ্ধমাগধকঃ; দিক্‌শব্দ, যথা পূর্ব্বপাঞ্চালকঃ, অপরপাঞ্চালকঃ পূর্ব্বমাগধকঃ, অপরমাগধকঃ। এই সকল স্থলে পাঞ্চাল শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় হইয়াছে, সু প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বে থাকিয়াও সেই প্রত্যয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঋতোর্বৃদ্ধিমদ্বিধাববয়বানাম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ঋতু বাচক শব্দের উত্তর যে বৃদ্ধিবিশিষ্ট প্রত্যয়, তাহার বিধানে তাহার অবয়বে তদন্তবিধির জন্য ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। পূর্ব্বশারদম্। অপর শারদম্। পূর্ব্বনৈদাঘম্ অপর নৈদাঘম্।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও প্রয়োজন আছে,—যথা পূর্ব্বশারদম্, অপরশারদম্ পূর্ব্বনৈদাঘম্, অপরনৈদাঘম্ এই সকল স্থলে ঋতুবাচক শরৎ শব্দের পূর্ব্বভাগকে পূর্ব্বশরৎ বলিলে তদুত্তর অণ্ প্রত্যয় করাতে পূর্ব্বশারদম্ এই প্রয়োগ তদন্ত বিধিহেতু সিদ্ধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ঠঞ্ বিধৌ সংখ্যায়াঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ঠঞ্ বিধিতে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। দ্বিষাষ্টিকম্। পঞ্চষাষ্টিকম্।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও প্রয়োজন এই যে দ্বিষষ্টি পঞ্চষষ্টি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঠঞ্ প্রত্যয় হইয়া যাহাতে দ্বিষাষ্টিকম্ পঞ্চষাষ্টিকম্ প্রয়োগ হইতে পারে।

বার্ত্তিকমূলম্।—ধর্ম্মান্নঞঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ধর্ম্ম শব্দের উত্তর নঞ্ সমাসে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। ধর্ম্মং চরতি ধার্ম্মিকঃ। অধর্ম্মং চরতি আধর্ম্মিকঃ। অধর্ম্মাচ্চেতি ন বক্তব্যং ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও প্রয়োজন যে, ধর্ম্ম আচরণ করে যে সে, ধার্ম্মিক এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় করিয়া যেমন ধার্ম্মিক প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, সেই রূপ ধর্ম্ম শব্দ অর্থবিশিষ্ট নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাসান্ত অধর্ম্ম শব্দের উত্তর অধর্ম্ম আচরণ করে যে এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় করিয়া, আধর্ম্মিক প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং অধর্ম্মাচ্চ অর্থাৎ অধর্ম্ম শব্দের উত্তরও ঠক্ প্রত্যয় হয়, এইরূপ বলিবার আবশ্যক থাকে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—পদাঙ্গাধিকারে তস্য চ তদুত্তরপদস্য চ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—পদাঙ্গের অধিকারে তাহার এবং তদুত্তর পদের প্রাপ্তি হয় বলিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্। পদাঙ্গাধিকারে তস্য চ তদুত্তরপদস্য চেতি বক্তব্যম্। পদাধিকারে কিং প্রয়োজনম্। প্রয়োজনমিষ্টকেষীকামালানাং চিততূলভারিষু। ইষ্টকচিতং চিন্বীত পক্বেষ্টকচিতং চিন্বীত। ইষীকতূলেন মুঞ্জেষীকতূলেন। মালভারিণী কন্যা উৎপলমালভারিণী কন্যা। অঙ্গাধিকারে কিং প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—পদাঙ্গাধিকার বিষয়ে তাহার এবং তদুত্তর পদের সংজ্ঞা হয় এইরূপ বলিতে হইবে।

পদাধিকারে কি প্রয়োজন?

ইষ্টকা, ইষীকা, মালা প্রভৃতির উত্তর চিত, তূল, ভারি প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োজন; ইষ্টকেষীকামালানাং চিততূলভারিষু' ৬।৩।৬৫। এই সূত্রানুসারে সিদ্ধ, ইষ্টকচিতং চিন্বীত এস্থলে পক্বেষ্টকচিতং চিন্বীত হইলেও আকারের হ্রস্ব হইয়াছে, এইরূপ ইষীকতূলেন মুঞ্জেষীকতূলেন (মুঞ্জ অর্থাৎ তৃণবিশেষ বা শর, ইষীকতৃণের মধ্যভাগ; তাহাদ্বারা প্রস্তুত দড়ী দ্বারা যে তুল নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, তাহাকে মুঞ্জেষীকতূল বলে); মালভারিণী কন্যা, উৎপলমালভারিণী কন্যা, (পদ্মের মালার ভার বহনকারিণী কন্যা) এই স্থলেও মালাশব্দ স্থানে হ্রস্ব হইয়াছে।

অঙ্গাধিকারে ইহার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রয়োজনং মহদপ্স্বস্নপ্তৃণাং দীর্ঘবিধৌ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—মহৎ, অপ্, স্বস্, নপ্তৃ প্রভৃতিতে দীর্ঘবিধিতে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্।—মহান্ পরমমহান্। মহৎ। অপ্। আপস্তিষ্ঠন্তি স্বাপস্তিষ্ঠন্তি। অপ্। স্বসৃ। স্বসা স্বসারৌ স্বসারঃ পরমস্বসা পরমস্বসারৌ পরমস্বসারঃ। স্বসৃ। নপ্তৃ। নপ্তা নপ্তারৌ নপ্তারঃ। এবং পরমনপ্তা পরমনপ্তারৌ পরমনপ্তারঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—মহান্, পরমমহান্ এস্থলে মহৎ শব্দের যেমন দীর্ঘ হইয়াছে, সেইরূপ মহৎ শব্দান্ত পরমমহৎ শব্দেরও দীর্ঘ হইয়াছে। মহৎ শব্দের কথা বলা হইল।

অপ্ শব্দে প্রয়োজন, যথা আপস্তিষ্ঠন্তি, স্বাপস্তিষ্ঠন্তি; এইস্থলে অপ্ শব্দের ও তদন্তবিশিষ্ট স্বপ্ শব্দেও দীর্ঘ হইল। অপ্ শব্দের বিষয় বলা হইল।

স্বসৃ শব্দের উদাহরণ,যথা, স্বসা, স্বসারৌ, স্বসারঃ সেইরূপ পরমস্বসা, পরমস্বসারৌ, পরমস্বসারঃ ইত্যাদি পরমশব্দ পূর্ব্ববিশিষ্টেরও দীর্ঘ হইল। স্বসৃ শব্দের প্রয়োজনের বিষয় বলা হইল।

নপ্তৃ শব্দের প্রয়োজন যথা নপ্তা, নপ্তারৌ, নপ্তারঃ শব্দের ন্যায় পরমনপ্তা, পরমনপ্তারৌ, পরমনপ্তারঃ ইত্যাদি শব্দেও দীর্ঘ হইল।

বার্ত্তিকমূলম্। পদ্যুষ্মদস্মদস্থ্যাদ্যনডুহো নুম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। পদ্, যুষ্মদ্, অস্মদ্, অস্থি প্রভৃতি এবং অনডুহের নুমেতে ইহার প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্। পদ্ভাবঃ প্রয়োজনম্। দ্বিপদঃ পশ্য। অস্তি চেদানীং কশ্চিৎ কেবলঃ পাচ্ছব্দো যদর্থো বিধিঃ স্যাৎ। নাস্তীত্যাহ। এবং তর্হি অঙ্গাধিকারে প্রয়োজনং নাস্তীতি কৃত্বা পদাধিকারস্য প্রয়োজনমুক্তম্। হিমকাষিহতিষু চ। যথা পৎকাষিণৌ পৎকাষিণঃ। যদি তর্হি পদাধিকারে পাদস্য তদন্তবিধির্ভবতি। পাদস্য পদাজ্যাতিগোপহতেষু যথেহ ভবতি পাদেনোপহতং পাদোপহতম্। অত্রাপি স্যাৎ। দিগ্ধপাদেনোপহতং দিগ্ধপাদোপহতমিতি। এবং তর্হ্যঙ্গাধিকার এব প্রয়োজনম্। ননু চোক্তং ন কেবলঃ পাচ্ছব্দ ইতি। অয়মস্তি পাদয়তেরপ্রত্যয়ঃ পাৎ। পদঃ পদা পদে। পৎ। যুষ্মৎ অস্মৎ। যূয়ং বয়ম্। পরমযূয়ং পরমবয়ম্। অস্থ্যাদি। অস্থ্না দধ্না সক্থ্না। পরমাস্থ্না পরমদধ্না পরমসক্থ্না। অনডুহো নুম্। অনড্বান্ পরমানড্বান্।

ভাষ্যানুবাদ।—পদ্ ভাবের জন্য ইহার প্রয়োজন, যথা—দ্বিপদঃ পশ্য (দ্বৌ পাদৌ যস্য অর্থাৎ দুইখানি হইয়াছে পা যার সে দ্বিপদ্, তাহাদিগকে দেখ)।

শুধু 'পাদ' বলিয়া কি কোনও শব্দ আছে যে যার জন্য এই তদন্ত বিধির প্রয়োজন ?

নাই, এইরূপ বলিতেছেন।

যদি এইরূপই হয় তবে অঙ্গাধিকারে প্রয়োজন নাই বলিয়া পদাধিকারের প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে ; যথা—হিমকাষিহতিষু চ। ৬।৩।৫৫। (হিম, কাষি, হতি, এই সকল শব্দ পরে থাকিলে পদ শব্দের স্থানে পৎ আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে যেমন 'পৎকাষিণৌ' 'পৎকাষিণঃ' প্রয়োগ হইয়া থাকে সেইরূপ পরম শব্দ পূর্ব্বে থাকিলেও 'পরমপৎকাষিণৌ' 'পরমপৎকাষিণঃ' প্রয়োগ হইবে।

তবে যদি পদাধিকারে পাদ শব্দের স্থানে তদন্তবিধি হয় "পাদস্য" পদাজ্যাতিগোপহতেষু ৬।৩।৫২। পাদ শব্দের স্থানে পদ আদেশ হয় আজি, আতি, গ, উপহত ইত্যাদি শব্দ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে "পাদেন উপহতং পাদোপহতং" এইস্থলে যেরূপ 'পদোপহতং' প্রয়োগ হইয়াছে সেইরূপ 'দিগ্ধপাদ উপহতং' এই স্থলে 'দিগ্ধ' শব্দ পূর্ব্বে থাকিলেও তদন্তবিধি করিয়া 'দিগ্ধপাদ' শব্দের উত্তর ও পদ আদেশ হউক! কিন্তু তাহা না হইয়া দিগ্ধপাদোপহতং এইরূপই হইয়াছে।

এইরূপ হইলে তবে অঙ্গাধিকারে প্রয়োজন হইবে।

যদি বল যে কেবল 'পাদ্' বলিয়া ত কোন শব্দ নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ?

পাদয়তি শব্দের উত্তর অপ্রত্যয় করিলে অর্থাৎ যে প্রত্যয়ের সকল বর্ণই লোপ হয় এইরূপ ক্বিপ্ প্রত্যয় যদি পাদ শব্দের উত্তর ইচ্ছার্থে ক্যচ্ প্রত্যয় করিয়া করা হয়, তাহা হইলে তো 'পাৎ' এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে। তৎপরে শস্ প্রভৃতি বিভক্তিতে পদঃ, পদাঃ, পাদ ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে॥ পৎ শব্দের উদাহরণ দেখান হইল।

যুষ্মৎ, অস্মৎ প্রভৃতি শব্দ স্থানে যেমন বহুবচনে যূয়ম্, বয়ম্, এইরূপ প্রয়োগ হইবে, সেইরূপ পরম শব্দ পূর্ব্বে থাকিলেও পরমযূয়ম্, পরমবয়ম্ এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

অস্থি প্রভৃতির উদাহরণ যথা—অস্থ্না দধ্না সক্থ্না এই সকল স্থলে যেমন 'অনঙ্' আদেশ হইয়াছে সেইরূপ 'পরম' শব্দ পূর্ব্বে থাকিলেও পরমাস্থ্না পরম-দধ্না পরমসক্থ্না প্রভৃতি স্থানে অনঙ্ আদেশ হইবে।

অনডুহ্ শব্দ স্থানে যখন 'নুম্' আদেশ হইবে তখন তদন্ত বিধির প্রয়োজন হইবে যথা—অনড্বান্ শব্দের ন্যায় পরমানড্বান্ শব্দও হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—দ্যুপথিমথিপুংগোসখিচতুরনডুৎত্রিগ্রহণম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ। দ্যু পথি মথি পুং গো সখি চতুর্ অনডুৎ ত্রি ইত্যাদি স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূলম্—প্রয়োজনম্। দ্যৌঃ। সুদ্যৌঃ। পন্থাঃ। সুপন্থাঃ। মন্থাঃ। পরমমন্থাঃ। পুমান্। পরমপুমান্। গৌঃ। সুগৌঃ। সখা। সখায়ৌ। সখায়ঃ। সুসখা। সুসখায়ৌ। সুসখায়ঃ। পরমসখা। পরমসখায়ৌ। চত্বারঃ। পরমচত্বারঃ। অনড্বাহঃ। পরমানড্বাহঃ। ত্রয়াণাম্। পরমত্রয়াণাম্।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও ইহার প্রয়োজন আছে যথা,—দিব্ শব্দ স্থানে যেরূপ দ্যৌঃ, সেইরূপ সুদিব্ শব্দ স্থানেও সুদ্যৌঃ হইবে; এইরূপ পথিন্ স্থানে পন্থাঃ সুপথিন্ স্থানে সুপন্থাঃ; মথিন্ স্থানে মন্থাঃ সুমথিন্ স্থানে সুমন্থাঃ; পুমস্ স্থানে পুমান্ পরমপুমস্ স্থানে পরমপুমান্; গো স্থানে গৌঃ সুগো স্থানে সুগৌঃ; সখি স্থানে সখা সখায়ৌ সখায়ঃ, সুসখি স্থানে সুসখা সুসখায়ৌ সুসখায়ঃ; পরমসখি স্থানে পরমসখা পরমসখায়ৌ; চতুর্ শব্দস্থানে চত্বারঃ; পরমচতুর্ স্থানে পরমচত্বারঃ; অনডুহ্ স্থানে অনড্বাহঃ পরমানডুহ্ স্থানে পরমানড্বাহঃ এবং ত্রি শব্দ স্থানে (ষষ্ঠীতে) ত্রয়াণাং, পরমত্রি স্থানে পরমত্রয়াণাং আদেশ হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্। ত্যদাদিবিধিভস্ত্রাদিস্ত্রীগ্রহণং চ *

বার্ত্তিকানুবাদ। ত্যদাদিবিধি ভস্ত্রাদি এবং স্ত্রী গ্রহণের জন্য প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্। প্রয়োজনম্। সঃ অতিসঃ ভস্ত্রকা ভস্ত্রিকা বহুভস্ত্রকা বহুভস্ত্রিকা নির্ভস্ত্রকা নির্ভস্ত্রিকা। স্ত্রী গ্রহণং চ প্রয়োজনম্। স্ত্রিয়ৌ স্ত্রিয়ঃ। রাজস্ত্রিয়ৌ রাজস্ত্রিয়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ—আরও ইহার প্রয়োজন আছে যথা—সঃ ('ত্যদাদীনামঃ' এই সূত্রানুসারে 'তদ্' শব্দ স্থানে অকারান্ত হইলে 'ত' স্থানে সঃ প্রয়োগ হইবে) এইরূপ 'অতিতদ্' স্থানে অতিসঃ। ভস্ত্র শব্দ স্থানে ক প্রত্যয় করিয়া ভস্ত্রক হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ভস্ত্রকা ভস্ত্রিকা (ভস্ত্রৈষাজাজ্ঞাদ্বাস্বানঞ্পূর্ব্বাণামপি ৭৷৩৷৪৭ এই সূত্রানুসারে অকারের স্থানে বিকল্পে ইকার আদেশ হইয়া, প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে; সেইরূপ বহুভস্ত্রকা বহুভস্ত্রিকা নির্ভস্ত্রকা নির্ভস্ত্রিকা প্রভৃতি স্থলেও তদন্তবিধি প্রবৃত্ত হওয়ায় সিদ্ধি হইবে।

স্ত্রীগ্রহণেও তদন্ত বিধির প্রয়োজন হইবে; যথা—স্ত্রিয়ৌ, স্ত্রিয়ঃ, (ইয়ঙ্ আদেশ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে) সেইরূপ রাজস্ত্রিয়ৌ রাজস্ত্রিয়ঃ (রাজন্ শব্দের সহিত সমাস হইলেও) প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্। বর্ণগ্রহণং চ সর্ব্বত্র *

বার্ত্তিকানুবাদ। বর্ণ অর্থাৎ একটি মাত্র বর্ণের গ্রহণে সর্ব্বত্রই প্রয়োজন হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—প্রয়োজনম্। ক সর্ব্বত্র। অঙ্গাধিকারে চান্যত্র চ। অন্যত্রোদাহৃতম্। অঙ্গাধিকারে। অতো দীর্ঘো যঞি, সুপি চ। ইহৈব স্যাদ্ আভ্যাম্। ঘটাভ্যাম্ ইত্যত্র ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও ইহার প্রয়োজন আছে।

কোথায়?

সর্ব্বত্র অর্থাৎ একটীমাত্র বর্ণের গ্রহণে সর্ব্বত্রই তদন্তবিধির প্রয়োজন। অঙ্গাধিকারে এবং অন্যত্রও ইহার প্রয়োজন। অন্যত্র ত উদাহরণ দেখানই হইয়াছে। অঙ্গাধিকারেও প্রয়োজন দেখান যাইতেছে, যথা—অতো দীর্ঘো যঞি ৭।৩।১০১।(অকারান্ত অঙ্গের দীর্ঘ হয় 'যঞ্' আদি বিশিষ্ট সার্ব্বধাতুক পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়া সেই অধিকারে সুপি চ ।৭।৩।১০২। এই সূত্র পাঠ করা হেতু 'যঞ্' আদি 'সুপ্' পরে থাকিলেও দীর্ঘ হইবে। সুতরাং যদি এস্থলে তদন্তবিধি না হইত তাহা হইলে অস্মদ্ শব্দ স্থানে আদিষ্ট 'অ শব্দের পরে ভ্যাম্ শব্দ থাকাতে দীর্ঘ হইবে, কিন্তু অকারান্ত বিশিষ্ট ঘট শব্দের উত্তর দীর্ঘ আদেশ হইয়া 'ঘটাভ্যাম্' এস্থলে প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম। প্রত্যয়গ্রহণং চাপঞ্চম্যাঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ। প্রত্যয়গ্রহণ ও পঞ্চমী ভিন্ন অন্যত্র প্রয়োজন।

ভাষ্যমূলম্। প্রত্যয়গ্রহণং চ অপঞ্চম্যাঃ প্রয়োজনম্। যঞিঞোঃ ফগ্ভবতি। গার্গ্যায়ণঃ। বাৎস্যায়নঃ। পরমগার্গ্যায়ণঃ পরমবাৎস্যায়নঃ। দাক্ষায়ণঃ। পরমদাক্ষায়ণঃ। অপঞ্চম্যা ইতি কিমর্থম্। দৃষত্তীর্ণা। পরিষত্তীর্ণা। অত্রৈবানর্থকেন। নান্যেনানর্থকেনেতি বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। হন্ গ্রহণে প্লীহন্ গ্রহণং মা ভূৎ। উদ্গ্রহণে গর্ম্মুদ্গ্রহণম্। স্ত্রীগ্রহণে শস্ত্রী গ্রহণম্। সংগ্রহণে পায়সং করোতীতি মা ভূৎ। কিমর্থমিদমুচ্যতে ন পদাঙ্গাধিকারে তস্য চ তদুত্তরপদস্য চেত্যেব সিদ্ধম্। ন চেদং

তদ্ নাপি তদুত্তরপদম্। তন্ন বক্তব্যং ভবতি। কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। তদন্ত বিধিরেব জ্যায়ান্। ইদমপি সিদ্ধং ভবতি। পরমাতিমহান্। এতদ্ধি নৈব তচ্ নাপি তদুত্তরপদম্। অনিনস্মন্ গ্রহণানি চ। অর্থবতা চানর্থকেন চ তদন্ত বিধিং প্রয়োজয়ন্তি। অন্। রাজ্ঞেত্যর্থবতা সাম্নেত্যনর্থকেন। ইন্। দণ্ডীত্যর্থবতা বাগ্মীত্যনর্থকেন। ইন্। অস্। সুপয়া ইত্যর্থবতা সুস্রোতা ইত্যনর্থকেন। অস্। মন্। সুশর্ম্মা ইত্যর্থবতা সুপ্রথিমা ইত্যনর্থকেন। মন্।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রত্যয়ের গ্রহণও পঞ্চমী ভিন্ন অন্যত্র প্রয়োজন—যঞিঞোশ্চ ৪।১।১০১ (গোত্র বুঝাইলে যে 'যঞ্' 'ইঞ্' অন্তবিশিষ্ট শব্দ তদুত্তর 'ফক্' প্রত্যয় হয়) এই সূত্রানুসারে 'ফক্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। এক্ষণে যেরূপ গার্গ্য শব্দের উত্তর গার্গ্যায়ণ এবং বাৎস্য শব্দের উত্তর বাৎস্যায়ন হইয়াছে সেইরূপ তদন্তবিশিষ্ট হইলেও পরমগার্গ্যায়ণ এবং পরমবাৎস্যায়ন প্রভৃতি পদ হইবে।

এইরূপ 'ইঞ্' প্রত্যয়ান্ত দাক্ষি শব্দের উত্তর ও দাক্ষায়ণ এবং পরম-দাক্ষায়ণ হইবে।

অপঞ্চম্যাঃ এইরূপ কেন বলা হইল? দৃষত্তীর্ণা, পরিষত্তীর্ণা ইত্যাদি স্থলে যাহাতে কার্য্য না হয়। এস্থলে অর্থবিহীন বিষয় দ্বারা যদি কোন কার্য্য হয়, তবে তাহা অনের দ্বারাই হইবে। কিন্তু অন্য কোনও অর্থবিহীনের দ্বারা হইবে না, এরূপ বলিতে হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি?

'হন্' ইহার গ্রহণে (সেই অর্থ বিহীন) হন্ অন্ত বিশিষ্ট 'প্লীহন্' শব্দের গ্রহণ যাহাতে না হয়।

'উদ্' গ্রহণে গর্ম্মুদ্ শব্দের গ্রহণ না হয় এবং স্ত্রীগ্রহণে স্ত্রীশব্দ অন্তবিশিষ্ট (ভিন্নার্থবাচক) 'শস্ত্রী' শব্দের গ্রহণ এবং 'সং' গ্রহণে পায়সং করোতি এইরূপ সং অন্ত বিশিষ্ট 'পায়সং' (দুগ্ধ তণ্ডুলাদি মিশ্রিত চরু বিশেষ) শব্দের গ্রহণ না হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই 'বিশেষণং তদন্তস্য' সূত্রটী কেন করা হইল?

পদাঙ্গাধিকারে তাহার এবং তদুত্তর পদের সিদ্ধি হইবে না, যেহেতু ইহা তদ্ ও নহে তদুত্তর পদও নহে।

সুতরাং তাহা বলিবারও প্রয়োজন হইবে না।

এস্থলে কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ? অর্থাৎ পদাঙ্গাধিকারে নিষেধ পক্ষই শ্রেষ্ঠ অথবা তদন্তবিধি শ্রেষ্ঠ?

তদন্ত বিধিই শ্রেষ্ঠ। ইহাও সিদ্ধ হইবে, যথা—পরমাতিমহান্—ইহা তদ্ও নহে, তদুত্তর পদও নহে, যেহেতু মহৎ শব্দ, অতি শব্দেরই উত্তর পদে রহিয়াছে কিন্তু ব্যবধান প্রযুক্ত পরম শব্দের উত্তরপদ বলা যায় না।

অন্, ইন্, অস্, মন্, এই সকলেরও গ্রহণ হইবে যেহেতু অর্থবিশিষ্ট এবং অর্থবিহীন উভয়েরই সহিত তদন্তবিধি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অন্তের উদাহরণ যথা—রাজন্ শব্দের উত্তর টা প্রত্যয় করিয়া রাজ্ঞা এইরূপ অর্থ বিশিষ্টের গ্রহণে সামন্ এই অর্থবিহীন স্থলেও সাম্না প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। অন্ এর বিষয় বলা হইল।

ইন্ এর বিষয় যথা—দন্তিন্ শব্দের প্রথমাতে দন্তী এইরূপ অর্থ বিশিষ্টের গ্রহণে বাগ্মী (দন্তিন্ শব্দ যেরূপ দন্ত শব্দের উত্তর 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে, বাগ্মিন্ শব্দ কিন্তু তাহা নহে) এস্থলে বাক্ শব্দ 'মিন্' প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে।

অস্ এর উদাহরণ যথা—সুপয়াঃ (অস্ ভাগান্ত সুপয়স্ শব্দ প্রথমার এক বচন) এই অর্থ বিশিষ্টের গ্রহণে (অস্ আগম বিশিষ্ট) সুস্রোতাঃ এই অর্থ বিহীনের গ্রহণ হইবে। অস্ এর উদাহরণ দেখান হইল।

মন্' এর উদাহরণ যথা—সুশর্ম্মা (সুশর্ম্মন্ শব্দ প্রথমার এক বচন) এই অর্থ বিশিষ্টের গ্রহণে সুপ্রথিমা (সুপ্রথিমন্ শব্দ) এই অনর্থক অর্থাৎ ভিন্নার্থবোধক শব্দের গ্রহণ হইবে। মন্ এর উদাহরণ দেখান হইল।

বার্ত্তিকমূলম্। যস্মিন্ বিধিস্তদাদাবল্গ্রহণে।*

বার্ত্তিকানুবাদ। যাহাতে বিধি হইবে তদাদিতে অল্'গ্রহণে প্রয়োজন হইবে।

ভাষ্যমূলম্—যস্মিন্‌বিধিস্তদাদাবিতি বক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। অচি শ্নুধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙাবিতি ইহৈব স্যাৎ শ্রিয়ৌ ভ্রুবৌ। শ্রিয়ৌ ভ্রুব ইত্যত্র ন স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। যাহার উত্তর বিধি হয়, তাহা তাহার-আদিতে অল্‌গ্রহণে গ্রহণ হয় এইরূপ বলিতে হইবে।

তাহার প্রয়োজন কি?

অচি শ্নুধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ ৬।৪।৭৭। (শ্নু প্রত্যয়ান্তের ইবর্ণ উবর্ণান্ত

ধাতুর এবং ভ্রূশব্দের অঙ্গের যথাক্রমে ইয়ঙ্ এবং উবঙ্ আদেশ হয়; অচ্ আদি বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে শ্রিয়ৌ এবং ভ্রুবৌ এই স্থলে আদেশ হইবে; কিন্তু শ্রিয়ঃ এবং ভ্রুবঃ (এস্থলে ঙসি এবং ঙস্ বিভক্তি অল্ হয় নাই বলিয়া) এস্থলে হইবে না।

বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্। ৭৩।

বৃদ্ধিঃ ১। যস্য ৬। অচাম্ ।৬ আদিঃ ১। তৎ ১। বৃদ্ধম্ ১।

সূত্রানুবাদ। যাহার সমুদয় অচ্ এর মধ্যে আদি স্বর বৃদ্ধি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রহিয়াছে তাহার বৃদ্ধ সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—বৃদ্ধি গ্রহণং কিমর্থম্। যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধমিতীত্যুচ্যমানে দাতা রাক্ষিতাঃ। অত্রাপি প্রসজ্যেত। বৃদ্ধিগ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি।

অথ যস্য গ্রহণং কিমর্থম্। যস্যেতি ব্যপদেশায়।

অথাজ্‌গ্রহণং কিমর্থম্। বৃদ্ধির্যস্যাদিস্তদ্বৃদ্ধমিতীয়ত্যুচ্যমানে ইহৈব স্যাৎ ঐতিকায়নীয়াঃ ঔপগবীয়াঃ। ইহ ন স্যাৎ গার্গীয়া বাৎসীয়া ইতি। অজ্‌গ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি। অথাদিগ্রহণং কিমর্থম্। বৃদ্ধির্যস্যাচাং তদ্বৃদ্ধমিতীয়ত্যুচ্যমানে সভাসংনয়নে ভবঃ সাভাসংনয়ন ইত্যত্রাপি প্রসজ্যেত। আদি গ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ। এই সূত্রে বৃদ্ধি শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল?

যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্ অর্থাৎ যাহার অচ্ সমূহের আদি তাহা বৃদ্ধি সংজ্ঞা বিশিষ্ট হয় এইরূপ সূত্র করিলে দাতা রাক্ষিতাঃ এইস্থলেও বৃদ্ধ সংজ্ঞার প্রসঙ্গ হইবে কিন্তু পুনঃ বৃদ্ধি শব্দ গ্রহণ করিলে কোনও দোষ হইবে না (যেহেতু এস্থলে আকার, ধাতুর হইয়াছে)।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, সূত্রে যস্য শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল?

'যস্য' এই শব্দ, ব্যপদেশ অর্থাৎ স্বদেশকে অতিক্রম করিয়াও (সংজ্ঞার গ্রহণে শুধু সংজ্ঞামাত্রকে না বুঝাইয়া যাহাতে সংজ্ঞীরও গ্রহণ হয়) এইজন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে 'অচ্' শব্দ কেন গ্রহণ করা হইয়াছে? 'বৃদ্ধির্যস্যাদিস্তদ্বৃদ্ধম্' কেবল এইকথা বলিলে (আদি অচ্ বিশেষ) ঐতিকায়নীয়াঃ, ঔপগবীয়াঃ, এই স্থলেই বৃদ্ধ সংজ্ঞা হইবে। (বৃদ্ধি সংজ্ঞাবিহীন গকার

বকার আদি বিশিষ্ট) গার্গীয়াঃ, বাসীয়াঃ এইস্থলে হইবে না। কিন্তু পুনঃ অচ্ এর গ্রহণ করিলে কোনও দোষ হইবে না। (যেহেতু অচ্ এর মধ্যে আদি বলিতে গার্গীয়া শব্দের আকারকেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু গকার হল্ হওয়াতে তাহাকে বুঝাইবে না)।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে আদি শব্দ কেন গ্রহণ করা হইল?

'বৃদ্ধির্যস্যাচাং তদ্বৃদ্ধম্' মাত্র এই অংশ বলিলে সভাসংনয়নে ভব (সভাসংনয়ন শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয় করিলে) সাভাসংনয়নঃ হইয়াছে। এইস্থলেও বৃদ্ধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে (যেহেতু সভা শব্দের আকারটি বৃদ্ধি সংজ্ঞা বিশিষ্ট রহিয়াছে) কিন্তু আদি শব্দ গ্রহণ করিলে কোনও দোষ হইবে না (যেহেতু সভা শব্দের আকারটী আদি অচ্ নহে)।

বার্ত্তিকমূলম্।—বৃদ্ধসংজ্ঞায়ামজসন্নিবেশাদনাদিত্বম্ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—বৃদ্ধ সংজ্ঞায় অচ্ এর সন্নিবেশ হয় নাই বলিয়া আদিত্বের বোধ হইবেনা।

ভাষ্যমূলম্।—বৃদ্ধসংজ্ঞায়ামজসন্নিবেশাদাদিরিত্যেতন্নোপপদ্যতে। নহ্যচাং সন্নিবেশোঽস্তি। নন্বু চৈব বিজ্ঞায়তে অজেবাদিরিতি। নৈবং শক্যং। ইহৈব প্রসজ্যেত। ঔপগবীয়াঃ। ইহ নস্যাৎ গার্গীয়াঃ। একান্তাদিত্বং তর্হি বিজ্ঞায়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—বৃদ্ধসংজ্ঞায় অচ্ এর সন্নিবেশ না থাকাতে কোন্টী আদি তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না—অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণ সমূহের সন্নিবেশ নাই।

যদি বল যে আদি যে অচ্ তাহারই হয় এইরূপই জানা যাইতেছে? এইরূপ বলিতে পার না; যেহেতু তাহা হইলে ঔপগবীয়াঃ এই স্থলেই প্রাপ্তি হইবে কিন্তু গার্গীয়া এইস্থলে প্রাপ্তি হইবেনা।

তবে একাল্ অর্থাৎ একটি মাত্র বর্ণ অন্তবিশিষ্ট হইলে, আদিত্ব প্রযুক্ত তাহারই গ্রহণ হইবে এইরূপ জানিতে হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্। একান্তাদিত্বে চ সর্ব্বপ্রসঙ্গঃ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—একঅন্ত বিশিষ্টের আদিত্ব প্রযুক্ত গ্রহণ করিলে সকলেরই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—ইহাপি প্রসজ্যেত। সভাসংনয়নে ভবঃ সাভাসংনয়ন ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সভাসংনয়নে ভব এই বলিয়া ভবার্থে প্রত্যয় করিলে (একটী অন্ত হইলে তাহারও আদিত্ব মানিয়া সভা শব্দের আকারের বৃদ্ধিত্ব

প্রযুক্ত বৃদ্ধ সংজ্ঞা হইয়া 'ছ' প্রত্যয় হইবে) সাভাসংনয়নঃ এস্থলেও প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্। সিদ্ধমজাকৃতিনির্দ্দেশাৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ। অচ্ এর আকৃতি নির্দ্দেশ হেতু ইহা সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্। সিদ্ধমেতৎ। কথম্। অচ আকৃতির্নির্দ্দিশ্যতে। এবমপি ব্যঞ্জনৈর্ব্যবহিতত্বান্ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদঃ—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে ?

অচ্ বলিয়া অচ্ এর আকৃতি বিশিষ্ট যত অচ্ সকলেরই নির্দ্দেশ করা হইবে।

এইরূপ হইলেও ব্যঞ্জনের দ্বারা ব্যবধান হেতু প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্। ব্যঞ্জনস্যাবিদ্যমানত্বং যথান্যত্র *।

বার্ত্তিকানুবাদ। যেরূপ অন্যত্র ব্যঞ্জনের অবিদ্যামানত্ব হইয়া থাকে সেই রূপ এইস্থলেও হইবে।

ভাষ্যমূলম্ঃ—ব্যঞ্জনস্যাবিদ্যমানবদ্ভাবো বক্তব্যো যথান্যত্রাপি ব্যঞ্জনস্যাবিদ্যমানবদ্ভাবো ভবতি। কান্যত্র। স্বরে।

ভাষ্যানুবাদ। ব্যঞ্জনের অবিদ্যমানের ন্যায় ভাব হয় এইরূপ বলিতে হইবে—যেমন অন্যান্য স্থলেও ব্যঞ্জনবর্ণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যেন তাহা বর্ত্তমান নাই বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে।

অন্য কোন্ স্থলে ?

স্বরে অর্থাৎ স্বরে কোনও বিধান হইলে সেইস্থলে ব্যঞ্জন বর্ণ যেন না এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে সেইরূপ এইস্থলেও হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—বা নামধেয়স্য *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—নামধারীর বিকল্পে বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—বৃদ্ধ সংজ্ঞা বক্তব্যা। দেবদত্তীয়াঃ। দৈবদত্তাঃ। যজ্ঞদত্তীয়াঃ। যাজ্ঞদত্তাঃ।

ভাষ্যানুবাদ। নামধারীর ও বিকল্পে বৃদ্ধ সংজ্ঞা বলিতে হইবে। যথা—দেবদত্তীয়াঃ (দেবদত্ত শব্দ 'ছ' প্রত্যয় নিষ্পন্ন) যজ্ঞদত্তীয়াঃ যাজ্ঞদত্তাঃ।

বার্ত্তিকমূলম্।—গোত্রোত্তরপদস্য চ *।

গোত্র বাচক শব্দ উত্তর পদে থাকিলে তাহারও বৃদ্ধ সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্। গোত্রোত্তরপদস্য চ বৃদ্ধসংজ্ঞা বক্তব্যা। কম্বলচারায়ণীয়াঃ। ওদনপানিনীয়াঃ। বৃতরৌঢীয়াঃ।

ভাষ্যানুবাদ। গোত্রবাচক শব্দ পর পদে থাকিলে তাহার বৃদ্ধ সংজ্ঞা বলিতে হইবে, যথা—কম্বলচারায়ণীয়াঃ (গোত্রবাচক চারায়ণ শব্দ পরে থাকাতে কম্বলের প্রিয় যে চারায়ণ ঋষির শিষ্যগণ এই অর্থে এস্থলে 'ফক্' প্রত্যয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও 'ছ' প্রত্যয় হইল) ওদনপাণিনীয়াঃ (এস্থলেও ওদন শব্দের উত্তর গোত্রবাচক পাণিনি শব্দ থাকাতে তদুত্তর 'ছ' প্রত্যয়ই হইবে এবং পাণিনির ছাত্রগণ ভাত ভালবাসে এইরূপ অর্থ হইল) ঘৃতরৌঢীয়া (এস্থলেও গোত্রবাচক রূঢ় শব্দ ঘৃত শব্দের পরে থাকাতে 'ছ' প্রত্যয় হইয়াছে।

বার্ত্তিকমূলম্। গোত্রান্তাদ্বাসমস্তবৎ *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা গোত্রান্ত শব্দের উত্তর অসমস্তের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে।

ভাষ্যমূলম্। গোত্রাহাদ্বাসমস্তবৎ প্রত্যয়ো ভবতীতিতি বক্তব্যং। এতান্যে-বোদাহরণানি। কিমবিশেষেণ। নেত্যাহ।

ভাষ্যানুবাদ। 'অথবা গোত্রবাচক শব্দ অন্তে থাকিলে সমাস বিহীনের ন্যায় হয় এইরূপ বলিতে হইবে।

ইহারও উদাহরণ (পূর্ব্বোক্ত কম্বলচারায়ণীয়াঃ প্রভৃতি) ইহাই।

তা ইহা কি সাধারণ রূপেই হইবে?

না, এইরূপ বলিতেছেন।

বার্ত্তিকমূলম্। জিহ্বাকাত্যহরিকাত্যবর্জ্জম্।

বার্ত্তিকানুবাদ। জিহ্বাকাত্য এবং হরিতকাত্য শব্দ পরিত্যাগ করিয়া ...বিহীনের হইবে।

ভাষ্যমূলম্। জিহ্বাকাত্যং হরিতকাত্যং চ বর্জ্জয়িত্বা॥ জৈহ্বাকাতা ...তকাতাঃ। কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। গোত্রান্তাদ্বাসমস্তবদিত্যেব জ্যায়ঃ ...দমপি সিদ্ধং ভবতি। পিঙ্গলকাণ্বস্য ছাত্রাঃ পৈঙ্গলকাণ্বাঃ।

ভাষ্যানুবাদ। জিহ্বাকাত্য এবং হরিতকাত্য শব্দ পরিত্যাগ করিয়া ...ত্রান্ত শব্দের উত্তর আমাদের ন্যায় কার্য্য হয় এইরূপ বলিতে হইবে। —জিহ্বাকাতাঃ হরিতকাতাঃ (জিহ্বাকাত হরিতকাত) গর্গাদিগণ পঠিত ... শব্দের উত্তর (গর্গাদিভ্যঃ যঞ্ ।৪।১।১০৫।) এই সূত্রানুসারে যঞ

প্রত্যয় করিয়া কাত্য প্রয়োগ হইলে জিহ্বাকাত্য ও হরিতকাত্য শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় করিয়া জৈহ্বাকাত এবং হারিতকাত প্রয়োগ হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এস্থলে কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ ?

(সর্ব্বত্র বিধান করা অপেক্ষা) গোত্রান্ত শব্দের উত্তর অসমাস বিশিষ্টের বিকল্পে ছ' প্রত্যয় করাই শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু তাহাহইলে পিঙ্গলকাণ্ব শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ছ' প্রত্যয় করিলে ছ' প্রত্যয় না হইয়া অণ্' প্রত্যয়ই হইবে ; সুতরাং উহার ছাত্র পৈঙ্গলকাণ্বা প্রয়োগ হইবে।

ত্যদাদীনি চ। ৭৪।

ত্যদ্—আদীনি ১।৩। চ।

সূত্রানুবাদ। ত্যদ্ প্রভৃতি গণ পঠিত শব্দেরও বৃদ্ধসংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্। যস্যাচামাদিগ্রহণমনুবর্ত্ততে উতাহো ন।

কিং চাতঃ। যদ্যনুবর্ত্ততে ইহ চ প্রসজ্যেত ত্বৎ পুত্রস্য ছাত্রা ত্বাৎপুত্রা ইহ চ নস্যাৎ ত্বদীয়ো মদীয় ইতি। অথ নিবৃত্তম্ এঙ্ প্রাচাং দেশে যস্যাচামাদিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। এবং তর্হ্যনুবর্ত্ততে। কথং ত্বাৎপুত্রা মাৎপুত্রা ইতি। সম্বন্ধমনুবর্ত্তিষ্যতে। বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্ ত্যদাদীনি চ বৃদ্ধসংজ্ঞানি ভবন্তি। বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্। এঙ্ প্রাচাং দেশে যস্যাচামাদিগ্রহণং অনুবর্ত্ততে বৃদ্ধিগ্রহণং নিবৃত্তম্। তদ্ যথা কশ্চিৎকান্তারে সমুপস্থিতে সার্থমুপাদত্তে স যদা নিষ্ক্রান্তকান্তারো ভবতি তদা সার্থং জহাতি।

ভাষ্যানুবাদ। এই সূত্রে পূর্ব্ব সূত্র হইতে যস্যাচাম্' এই শব্দের অনুবৃত্তি হইবে অথবা হইবে না ?

ইহাতে কি হইবে ?

যদি অনুবৃত্তি হয় তবে ত্বৎ পুত্রের ছাত্র এই অর্থে ত্বাৎপুত্র' এইস্থলেও বৃদ্ধ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে আর ত্বদীয় মদীয় ইত্যাদি স্থলে (আদি অচ্ বৃদ্ধ সংজ্ঞা বিশিষ্ট না হওয়াতে) প্রাপ্তি হইবে না (সুতরাং ছ' প্রত্যয়ও হইবেনা)। আর যদি যস্যাচাম্' ইহার নিবৃত্তি করা হয় তবে এঙ্ প্রাচাং দেশে' সেই স্থলে পুনঃ 'যস্যাচামাদি' এই কথা গ্রহণ করিতে হইবে।

যদি এইরূপই হয় তবে অনুবৃত্তিই করা হইবে।

হইলে ত্বাৎপুত্রা, মাৎপুত্রা ইত্যাদি কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

অনুবৃত্তি করা হইবে—যাহার আদি অচ্ এর বৃদ্ধি হয় তাহারও সংজ্ঞা হইবে এবং ত্যদ্ প্রভৃতি গণপঠিত সর্ব্বনাম শব্দেরও বৃদ্ধ সংজ্ঞা হইবে।

পে. 'বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্ এই সূত্র হইতে 'এঙ্ প্রাচাং দেশে' সূত্রে 'যস্যাচামাদি' শব্দের অনুবৃত্তি করা হইবে, কিন্তু বৃদ্ধি শব্দ নিবৃত্তি করা হইবে; তাহার আর গ্রহণ করা হইবে না। যেমন—কোনও লোক কোনও নির্জ্জন বনে উপস্থিত হইলে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য—বন হইতে নির্গত হইবার জন্য, অন্যান্য সকল লোকের সঙ্গ গ্রহণ করে, কিন্তু সে যখন বন হইতে বহির্গত হয় তখন সেই সকল লোককে পরিত্যাগ করে। সুতরাং নরগণ যেমন প্রয়োজন হইলেই সঙ্গী গ্রহণ করে, প্রয়োজন শেষ হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে সেইরূপ এইস্থলেও প্রয়োজন মত সূত্রাংশ গ্রহণ করিতে হইবে)।

এঙ্ প্রাচাং দেশে। ৭৫।

প্রাচাং।৬। দেশে।৭।

বাদ। যেই অচ্ এর অর্থাৎ স্বরবর্ণের আদি স্বর এঙ্ অর্থাৎ এ ও থাকে তাহার বিকল্পে বৃদ্ধ সংজ্ঞা হয়, কোনও দেশের নাম বুঝাইলে —গোনর্দীয়।

ভাষ্যমূলম্। এঙ্ প্রাচাং দেশে শৈষিকেম্বিতি বক্তব্যম্। সৈপুরিক পুরিকী স্কৌনগরিকেতি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে ব্যাকরণমহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমে নবমাহ্নিকম্।

ং সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরো বিজয়তেতরাম্।

ভাষ্যানুবাদ। 'এঙ্ প্রাচাং দেশে' এই সূত্রটী তদ্ধিত প্রত্যয়ের [illegible] বিষয়ে বলা উচিত অর্থাৎ অপত্যাদি চারি প্রকারের অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ স্থলে বুঝায় সেই স্থলেই শৈষিক প্রত্যয় হয়; সুতরাং গোনর্দ্দ প্রভৃতি দেশবাচক শব্দে অপত্যাদি অর্থ বুঝায় নাই বলিয়া গোনর্দীয় প্রভৃতি স্থলে প্রত্যয় শৈষিকার্থে হইয়াছে। সৈপুরিকী, সৈপুরিকা (সেপুর শব্দ আদি গ্রাম অর্থবাচক তদুত্তর 'ঠঞ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে) স্কৌনগরিকী স্কৌনগরিকা (স্কোনগর শব্দ 'ঠঞ্' প্রত্যয় করিয়া পূর্ব্বোক্তার্থে সিদ্ধ হইয়াছে) ইত্যাদি স্থলে শৈষিকার্থে প্রত্যয় হওয়াতে অপত্য, বিকার প্রভৃতি অর্থে বৃদ্ধ লক্ষণপ্রযুক্ত প্রত্যয় হইবে না।

শ্রীমদ্ভগবৎ পতঞ্জলি বিরচিত পাণিনির ব্যাকরণ মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের নবমাহ্নিক সমাপ্ত হইল। এই পাদও সমাপ্ত হইল।

